মুনীর চৌধুরী

রচনাসমগ্র

২

আনিসুজ্জামান সম্পাদিত

মুনীর চৌধুরী-রচনাসমগ্রের দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রিত হলো অনুবাদমূলক তাঁর সকল নাট্যরচনা। এই অনুবাদের প্রকৃতি দুরকম। এক ধরনের রচনাকে বলা যায় রূপান্তর। তাতে মূল নাটক অনুসরণ করেছেন বটে অনুবাদক, কিন্তু তার চরিত্র, পরিবেশ ও অনুষঙ্গ বদলিয়ে একেবারে আমাদের দেশীয় পরিস্থিতিতে তা স্থাপন করেছেন। প্রথম জীবনে উর্দু একাঙ্কিকার এমন রূপান্তর করেছিলেন 'স্বামী সাহেবের অনশনব্রত', তারপর গলসওয়ার্দী ও বার্নার্ড শ-র নাটক থেকে যথাক্রমে রূপান্তরিত করেছিলেন *রূপার কৌটা* আর *কেউ কিছু বলতে পারে না*। তাঁর শেষদিকের এমন রচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে *বৈদেশী* গ্রন্থে সংকলিত পাঁচটি একাঙ্কিকায়। অন্যদিকে প্রত্যক্ষ ও বিশ্বস্ত অনুবাদের পরিচয় আছে শেক্‌সপিয়রের মূলের ভাষান্তর— তাঁর বহুনন্দিত নাটক— *মুখরা রমণী বশীকরণে*। এই একই প্রণালি তিনি অবলম্বন করেছিলেন অসম্পূর্ণ *ওথেলো* ও *গাড়ীর নাম বাসনাপুরে*— প্রথমটি শেক্‌সপিয়রের পরেরটি টেনেসি উইলিয়মসের। এই নাটক দুটির বাকি অংশের অনুবাদ করেছিলেন যথাক্রমে কবীর চৌধুরী ও লিলি চৌধুরী— এই খণ্ডে তাও লভ্য।

অনুবাদমূলক এইসব নাট্যকর্মে মুনীর চৌধুরী একদিকে দৃষ্টি দিয়েছেন সমাজের শ্রেণীগত বৈষম্যের প্রতি, ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মানুষের প্রতি মানুষের কৃত অবিচারে। অন্যদিকে তিনি সৃষ্টি করেছেন কমেডির উপভোগ্য ভুবন। সেখানেও উচ্চনিচ আছে, সামাজিক অসংগতি আছে, কিন্তু জোরটা পড়েছে হাস্যপরিহাসময় আবেষ্টনীতে। সরাসরি অনুবাদের ক্ষেত্রে মানবজীবনের অপার রহস্য এবং নরনারীর হৃদয়ঘটিত ও অন্তর্বাসী চৈতন্যের জটিলতা হয়েছে উন্মোচিত। এই অনুবাদমূলক নাটকগুলির মূল আবরণ ভেদ করে দেখা যায় মুনীর চৌধুরীর মৌলিক নাট্যপ্রতিভার স্বাক্ষর।

মুনীর চৌধুরীর ছাত্র আনিসুজ্জামান (জ. ১৯৩৭) এই *রচনাসমগ্র* সম্পাদনা করেছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক, লেখক ও গবেষক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেচল্লিশ বছর বয়সে দেশদ্রোহী ঘাতকের হাতে নিহত এক অসাধারণ প্রতিভাধর মানুষের নাম মুনীর চৌধুরী। সমকালে তাঁর প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল আদর্শ শিক্ষক ও কুশলী বক্তা বলে, সফল নাট্যপ্রতিভা ও ক্ষুরধার সাহিত্য-সমালোচক হিসেবে, জীবনের নিষ্ঠাবান রূপকার ও সমাজ-চেতনায় দীপ্ত পুরুষরূপে। উত্তরকালেও তিনি স্মরণীয় হয়ে রইবেন এইসব গুণের জন্যে, তবে তার সঙ্গে অনিবার্যভাবে যুক্ত হবে সেই গৌরবময় নিষ্ঠুর সত্য : বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অমর শহীদদের তিনি একজন।

জন্ম ১৯২৫ সালের ২৭ নভেম্বর। শিক্ষালাভ ঢাকার কলেজিয়েট স্কুল এবং আলীগড়, ঢাকা ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইংরেজি, বাংলা ও ভাষাতত্ত্বে এম এ। প্রথম জীবনে খুলনার ব্রজলাল কলেজ ও ঢাকার জগন্নাথ কলেজে এবং পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা— ইংরেজি ও বাংলায়। জীবনের শেষে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ। বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগের কারণে এবং রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের সঙ্গে পরোক্ষ সংশ্লিষ্টতার জন্যে ১৯৪৯, ১৯৫২-৫৪, ১৯৫৪-৫৫ সালে কারাবরণ করেন।

১৯৬২ সালে নাটকের জন্যে বাংলা একাডেমী পুরস্কার এবং ১৯৬৫-তে সাহিত্য-সমালোচনার জন্যে দাউদ পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৬৬-তে পাকিস্তান সরকার তাঁকে ভূষিত করেন সিতারা-ই-ইমতিয়াজ উপাধিতে, তা তিনি বর্জন করেন ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের কালে।

পাঁচটি মৌলিক নাট্যগ্রন্থের রচয়িতা। অনূদিত নাট্যগ্রন্থের সংখ্যা চার। প্রবন্ধ ও সমালোচনা-গ্রন্থ চারটি। গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত এবং অসমাপ্ত রচনা অনেক। বাংলা টাইপরাইটারের উন্নয়নে তাঁর অবদান সর্বস্বীকৃত।

১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর ঘাতক বাহিনী তাঁকে ধরে নিয়ে যায়। তিনি আর ফিরে আসেন নি।

www.amarboi.com

মুনীর চৌধুরী
রচনাসমগ্র ২

সম্পাদনা

আনিসুজ্জামান

অন্যপ্রকাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম অন্যপ্রকাশ সংস্করণ | ফেব্রুয়ারি ২০০১
বাংলা একাডেমী সংস্করণ | ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪

প্রচ্ছদ | ধ্রুব এষ

© | লিলি চৌধুরী

প্রকাশক | মাজহারুল ইসলাম
অন্যপ্রকাশ
৩৮/২-ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৬৬৪২৬০, ৯৬৬৪৬৮০
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯৬৬৪৬৮১

কম্পিউটার কম্পোজ | পজিট্রন কম্পিউটার্স
৬৯/এফ গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা

মুদ্রণ | কালারলাইন প্রিন্টার্স
৬৯/এফ গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা
ফোন: ৫০৪২২৬, ৯৬৬৪৬৮০

মূল্য | ৫০০ টাকা

Munir Choudhury
Rachanasamagra 2

Edited by Anisuzzaman
Published by Mazharul Islam, Anyaprokash
Cover Design : Dhruba Eash
Price : Tk 500 only
ISBN : 984 8160 165 8

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

নাটক রচনায় ও অনুবাদে, ভাষাতত্ত্ব-চর্চায় ও সাহিত্য-সমালোচনায়, ছোটগল্প ও প্রবন্ধ-রচনায়, শিক্ষকতায় ও বাগ্মিতায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-৭১)। প্রথম জীবনে বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে সংযোগের কারণে তিনি যেমন পরিচিত হয়েছিলেন, তেমনি হয়েছিলেন পীড়িত। পরবর্তীকালে সে-যোগসূত্র ছিন্ন হলেও তাঁর সমাজচেতনার প্রখরতা ক্ষুণ্ন হয়নি। বাংলাদেশের শত্রুদের অস্ত্রাঘাতে তাই তাঁর সর্বশেষ পরিচয় লিখিত হয় মুক্তিযুদ্ধের শহীদ হিসেবে।

তাঁর জীবনকথা আমরা সংক্ষেপে উপস্থিত করেছি *মুনীর চৌধুরী রচনাসংগ্রহের* প্রথম খণ্ডের ভূমিকায়। তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। প্রথম খণ্ডে সংকলিত হয় তাঁর মৌলিক নাট্যরচনা এবং ছোটগল্প ও প্রবন্ধাদি। দ্বিতীয় খণ্ডে সংগৃহীত হলো তাঁর অনুবাদমূলক নাট্যকর্ম। সমালোচনামূলক গ্রন্থাদি তৃতীয় খণ্ডে স্থান পেয়েছে।

লিলি চৌধুরীর সক্রিয় সহায়তায় এই সংকলনকার্য সম্ভবপর হয়েছে। মুনীর চৌধুরীর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি তাঁর সৌজন্যেই আমরা ব্যবহার করতে পেরেছি। তেমনি *গাড়ীর নাম বাসনাপুর* গ্রন্থের যে-অংশ তিনি অনুবাদ করেছেন, তা পুনর্মুদ্রণের অনুমতিও তিনি দিয়েছেন। *ওথেলো*-র কবীর চৌধুরীকৃত অনুবাদের অংশ এই সংকলনে প্রকাশ করা সম্ভবপর হলো অনুবাদক ও মুক্তধারা প্রকাশনীর অনুমতিক্রমে। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, রামেন্দু মজুমদার-সংকলিত *বৈদেশী* বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়। *মুনীর চৌধুরী রচনাসংগ্রহের* বর্তমান খণ্ডে এসব গ্রন্থভুক্ত রচনা সংকলনের সময়ে এঁদের সবাইকে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

দুই

মুনীর চৌধুরী সাহিত্যচর্চা শুরু করেন নিতান্ত অল্প বয়সে। *সওগাত* পত্রিকায় তাঁর 'সতেরো শতাব্দীর 'হেয়কয়ি' কবিতা' যখন প্রকাশিত হয় (ফাল্গুন ১৩৪৯), তখন তাঁর বয়স সতেরো বছর পেরিয়েছে মাত্র। এটিই তাঁর প্রথম মুদ্রিত রচনা বলে অনুমান করি। একই পত্রিকায় প্রকাশিত 'নগ্ন পা' (জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০) সম্ভবত তাঁর প্রথম মুদ্রিত গল্প। তবে একাধিকবার তিনি নিজের প্রথম মুদ্রিত রচনা বলে নির্দেশ করেন 'আসুন চুরি করি' নামে একটি প্রবন্ধকে। সাহিত্যিক চৌর্যবৃত্তি সম্পর্কে এই শানিত ব্যঙ্গরচনাও প্রকাশিত হয় *সওগাতে*, তবে আরো পরে (আষাঢ় ১৩৫০)। এমন ঘটা অসম্ভব নয় যে, এ-প্রবন্ধটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনারও আগে লিখিত হয়, কিন্তু মুদ্রিত হয় পরে। *প্রতিরোধ* পত্রিকায় (চৈত্র ১৩৫০) 'সংঘাত' নামে একটি নক্শা প্রকাশিত হবার আগে তাঁর আর কোনো নাট্যরচনা সাধারণ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল কিনা, তা আমাদের জানা নেই। প্রায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একই সময়ে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের ১৯৪৩ সালের বর্ষসমাপ্তি অধিবেশনে পঠিত হয় (১ জানুয়ারি ১৯৪৪) 'নওজোয়ান কবিতা মজলিস' শীর্ষক একাঙ্কিকা। তখনকার কিছু কিছু পত্রপত্রিকা এখন দুর্লভ হয়ে যাওয়ায় মুনীর চৌধুরীর প্রাথমিক পর্বের সাহিত্যকর্ম অনেকখানি আমাদের দৃষ্টির আড়ালে রয়ে গেছে। তবে একালের কয়েকটি ছোটগল্প ও একাঙ্কিকা লুপ্ত হয় নি।

এসব রচনা থেকে বোঝা যায় যে, জীবনের নানাবিধ অসংগতি এবং সমাজের বিভিন্নমুখী অনুদারতা নিয়ে তীব্র রঙ্গব্যঙ্গের প্রবণতাই ছিল মুনীর চৌধুরীর সাহিত্যচর্চার আদিপর্বের মূল বৈশিষ্ট্য। আর রঙ্গব্যঙ্গের এই ধারা প্রবাহিত হয়েছিল নানা মাধ্যমে; কখনো ছোটগল্পে, কখনো প্রবন্ধে, কখনো একাঙ্কিকায়। একাঙ্কিকাগুলো প্রায়ই ছিল মৌলিক, কখনো কখনো অনুবাদ-আশ্রিত।

শেষোক্ত শ্রেণীর রচনার একমাত্র নিদর্শন অবশ্য 'স্বামী সাহেবের অনশনব্রত'। টীকায় মুনীর চৌধুরী নিজেই বলে দিয়েছিলেন যে, এটি "নাট্যকার নাকারা হায়দ্রাবাদীর মূল উর্দু কল্পনা থেকে ভাবানুবাদ"। এর বিষয়বস্তু সরল : স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্যের ফলে স্ত্রী বাপের বাড়ি চলে গেছে, তার আচরণের প্রতিবাদস্বরূপ স্বামী অনশন করছে; এই পরিস্থিতিতে আত্মীয়স্বজন এদের বিবাদ মেটাতে চাইছেন, সাংবাদিকেরা খুঁজছেন রোমহর্ষক সংবাদের সূত্র। যেমন বিষয়ে তেমনি রচনারীতিতে এটি অসামান্য নয়, তবে সংলাপ-রচনায় পরবর্তীকালে যে-দক্ষতা অর্জন করেছিলেন মুনীর চৌধুরী, তার আভাস এতে মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়। যেমন, পতিগৃহবর্জনকারিণী কন্যার প্রতি ক্ষুব্ধ পিতার উক্তি :

> একলা কেন হতে যাবে ? তোমার এই অভূতপূর্ব নৈতিক চরিত্রবল যার গুণে তুমি স্বামীর সাথে ঝগড়া করে নির্বিকারচিত্তে বাপের বাড়ি এসে বসে আছ [,] তার জন্যে তোমার কাছে রোজ আসছে কত মোবারকবাদ, টেলিগ্রাম আর চিঠি— সমস্ত নারীজগতের অগণন প্রগতিশীল নারী সমিতি হতে। রোজ প্রশংসা তোমার এই অনবদ্য চিত্তের সাহসিকতার— সমস্ত বিশ্বের নারী আজ তোমার এই মহাকাজের জন্যে শ্রদ্ধায় তোমার কাছে মাথা নোয়াচ্ছে—হাঁ, সমাজের মানসিক অবস্থার এই উন্নতি কি অল্প ?

উদ্ধৃতাংশে "সাথে" ও "হতে"র মতো পদ্যগন্ধী শব্দের ব্যবহার, "তোমার" শব্দের বিরতিহীন পুনরাবৃত্তি, কিংবা "রোজ প্রশংসা তোমার" কথাগুলোর মধ্যে ক্রিয়াপদের অনুপস্থিতি সহজেই চোখে পড়ে। এসব ত্রুটি নাটকের পাত্রের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য না নাট্যকারের দুর্বলতা, সে-সম্পর্কে মতভেদ হতে পারে। তবে একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যের পরে দুটি দীর্ঘ বাক্য স্থাপন করে এতে যে-গতিসঞ্চার করা হয়েছে এবং প্রশংসার ছলে নিন্দার মাধ্যমে যে-সরসতা সৃষ্টি করা হয়েছে, তাতে নাট্যকারের নৈপুণ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। এমনকি অভিনন্দন না বলে "মোবারকবাদ" বলা, তাও ব্যঙ্গরস-সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ভাষাব্যবহারে মুনীর চৌধুরীর বিশেষ প্রবণতার পরিচয় বহন করে। অন্যত্র :

> আরে ভাই এই ছেলে ছোকরাদের বোঝানো কি আমাদের কাজ। তুমি-ই বাবা হয়ে পারলে না ঐ একরত্তি মেয়েটাকে মানাতে আর আমি তো ঐ জোয়ান ছেলেটার সম্পর্কে শুধু চাচা হই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানেও "একরত্তি মেয়ে" ও "জোয়ান ছেলে" এবং "বাবা" ও "সম্পর্কে চাচা"র বিপরীতমুখী তুলনা রচয়িতার অভীষ্টসিদ্ধির সচেতন কৌশলের পরিচয় দেয়।

মুনীর চৌধুরীর বিশেষ ঝোঁক যে রঙ্গব্যঙ্গের দিকে, তা এই লেখা থেকে যেমন বোঝা যায়, তেমনি বোঝা যায় তাঁর পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত শেরিডানের *The School for Scandal* নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের অংশবিশেষের অনুবাদে। কখন তিনি এই অনুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তা বোঝার উপায় নেই; পাণ্ডুলিপি দেখে মনে হয়, বার তিনেক বসেছিলেন এই কাজে, তারপর আর অগ্রসর হন নি। শিরোনামের কয়েকটি বিকল্প ছিল : নিন্দুক সংঘ, পরনিন্দা [সংঘ অথবা সমিতি], কুৎসাকারী সমিতি; চূড়ান্ত বাছাই করেন নি। চরিত্রলিপি এরকম :

Sir Peter Teazle	খান বাহাদুর আজিজুল পেরেশান
Sir Oliver Surface	হাজী আক্রাম মুখোশী
Joseph Surface	জনাব ফকীর মুখোশী
Charles Surface	জনাব আমীর মুখোশী
Crabtree	আছিরুদ্দীন কর্কট
Sir Benjamin Backbite	জনাব আফজল আক্রোশী
Trip	পতন আলী
Mosse	মুসা
Snake	গোক্ষুর চৌধুরী
Careless	ঢিলা মিঞা
Lady Teazle	বেগম পেরেশানী
Maria	মরিয়ম
Lady Sneerwell	মিসেস হাসীনা কুৎসাগীর
Mrs Candour	মিসেস লতীফা সাফজবানী

এখানে Rowley চরিত্রটি অনুপস্থিত (সংলাপে তার উল্লেখ আছে হল্লালী নামে) তার বদলে পাচ্ছি Sir Harry Bumper-কে, বাংলা ভাষ্যে যিনি রূপান্তরিত হয়েছেন জনাব রওশন গদাধর হিসেবে। নাটকে অনুপস্থিত যেসব পাত্রপাত্রীর উল্লেখ আছে, সংলাপে তার কয়েকটি বাংলা রূপান্তর এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :

Lady Brittle	ভংগুরী বেগম
Captain Boastall	ক্যাপ্টেন বেপরোয়ারী
Mrs Clackit	মিসেস বাচালী
Mr & Mrs Honeymoon	মিস্টার ও মিসেস মহব্বত দেওয়ান
Miss Tattle	মিস কাকলী বানু
Lord Buffalo	নওয়াবজাদা মহীষুল্লাহ [প্রথমে ভয়েসউল্লাহ]
Sir Harry Bouquet	গোলাপবাগের খান
Tom Saunter	আলামত আলী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর কয়েকটি নামের (Miss Gadabout, Sir Filigree Flirt, Mrs Festino ও Colonel Cassino) বাংলা ভাষ্য পরে উদ্ভাবন করবেন ভেবে মুনীর চৌধুরী খসড়ায় স্বনামে বহাল রেখেছিলেন তাঁদের, আর Lord Spindle-এর নামোল্লেখের ঠিক আগেই অনুবাদে ক্ষান্ত হয়েছিলেন।

পাণ্ডুলিপিতে এই নাট্যাংশের যে-রূপান্তর পাই, তাতে মুনীর চৌধুরীর অসাধারণ প্রতিভার ছাপ নেই। তবে এতে তাঁর নাট্যস্বভাবের খানিকটা পরিচয় যে ধরা পড়েছে, সেকথা অস্বীকার করা যায় না। সমাজের কপট চেহারা নিয়ে তিনি উপহাস করেছিলেন আগেই, এবারে যোগ দিয়েছিলেন শেরিডানের একই ধরনের পরিহাসে। তবু যে অনুবাদ শেষ করেন নি, তার দুটো কারণ থাকতে পারে। তিনি হয়তো উপলব্ধি করেছিলেন যে, আঠারো শতকের নাগরিক ইংরেজ সমাজের বিশেষ প্রবণতা ও সমস্যার সবটা হয়তো তাঁর সমকালীন বাঙালি সমাজের ছাঁচে ঢালাই করা যায় না। অথবা কপটতা নিয়ে শুধু ব্যঙ্গ করাই যথেষ্ট মনে করেন নি, ক্রোধ ও জ্বালাও প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন তিনি। ১৯৫১ সালে তাই গল্‌সওয়ার্দীর *The Silver Box* রূপান্তরিত করেছিলেন *রূপার কৌটা* নামে।

আরেক ক্রোধ ও জ্বালা প্রকাশ করতে গিয়ে পরের বছর কারাবন্দি হন মুনীর চৌধুরী। সম্ভবত সেই অবস্থায় বার্নার্ড শ-র *You Never Can Tell*-এর বাংলা রূপান্তর করেছিলেন *কেউ কিছু বলতে পারে না* নামে। এ-নাটকে তিনি ফিরে গিয়েছিলেন হাস্যকৌতুকের জগতে। মেজাজের দিক দিয়ে এটি 'স্বামী সাহেবের অনশনব্রত' ও 'পরনিন্দা সমিতি'র সগোত্র বললে ভুল হবে না। পরে লিখিত হলেও মুনীর চৌধুরীর অনুবাদমূলক রচনার মধ্যে এটিই প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশলাভ করে।

তিন

মুখরা রমণী বশীকরণের আগে নিজের অনুবাদমূলক রচনাগুলিকে মুনীর চৌধুরী আখ্যা দিয়েছিলেন রূপান্তর বলে, কখনো বা ভাবানুবাদ বলে। এর কারণ, এসব ক্ষেত্রে তিনি আক্ষরিক অনুবাদ করেন নি। বিদেশী নাটকের পাত্রপাত্রীর নামধাম ও ঘটনার পটভূমি পালটে দেশজ রূপ দিয়েছিলেন তিনি এবং দেশান্তরী করার প্রয়োজনে আরো কিছু পরিবর্তন সাধন করেছিলেন।

কেউ কিছু বলতে পারে না (১৯৬৭) এই প্রক্রিয়ার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। মূল নাটকের পাত্রপাত্রীর নামই শুধু এতে পরিবর্তিত হয় নি, মূলের পরিচারিকা পরিণত হয়েছে কম্পাউন্ডারে। তা না হলেই বিসদৃশ হতো; কম্পাউন্ডার না বলে হয়তো সহকারী বলা যেত, এই পর্যন্ত। মূলের ম্যাডিরা বাংলায় বর্মা। মূলের ফ্যান্সি ড্রেস বাংলায় অক্ষত আছে কিন্তু নৃত্য রূপান্তরিত হয়েছে আতসবাজির খেলায়। যেখানে ক্রাম্পটন ইঅট-বিন্ডার, ইয়াজদানী সেখানে কাঠের ব্যবসা করে ধনী হয়েছেন। ওয়েটার তাঁকে পাবলিক হাউসের মালিকের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছিল, সৈয়দ তাকে হেকিমী দাওয়াখানার ট্যারা ইয়াজদানীর সঙ্গে মিলিয়ে ফেলে। ওয়েটারের ছেলে 'বারে' আছে জেনে এম'কোমাস জানতে চেয়েছিলেন সে পটম্যান কিনা; উত্তরে ওয়েটার বলেছিল : "No, Sir : the

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

other bar. Your profession, Sir. A Q. C., Sir." সৈয়দ যখন জানায় যে তার ছেলে আছে হাইকোর্টে, আসাদ তখন জানতে চান, "পিওন বুঝি ?" সৈয়দ বলে : "জ্বি না, পেশা আপনারই। নতুন যোগ দিয়েছে, এ্যাডভোকেট।" এসব পরিবর্তন যেমন স্বাভাবিক, তেমনি নিপুণ। এমন কি, মুনীর চৌধুরীর রূপান্তর যখন অসতর্ক, তখনও তাঁকে ধরবার উপায় নেই। ম্যাডিরার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম কি, এম'কোমাসের এই প্রশ্নের উত্তরে গ্লোরিয়া বলেছিল, "I suppose the Portuguese religion. I never inquired." সঙ্গে সঙ্গে ডলি ব্যাখ্যা করে বলেছিল যে লেন্টের সময়ে চাকর-বাকরেরা ঘরে ঢুকে স্বীকারোক্তি করে এবং তাদের ক্ষমা করে দেবার ভান করতে হয়। বাংলায় আসাদ যখন জিজ্ঞাসা করেন, "রিজিয়া, তোমাদের ঐ বর্মা মুলুকে কোন্ ধর্মের প্রচলন সবচেয়ে বেশী।" রিজিয়া বলে, "বোধ হয় বৌদ্ধ। তা, ধর্মের খোঁজ-খবর বেশি রাখতাম না।" তারপর বেনু মূলের কথাগুলোই পুনরাবৃত্তি করে। রূপান্তরে আসাদের প্রশ্ন তেমন স্বাভাবিক বলে মনে হয় না, কিন্তু যে-পরিস্থিতিতে প্রশ্নটির অবতারণা, তাতে স্বাভাবিকতা নিয়ে দুশ্চিন্তা করাও চলে না। বৌদ্ধদের মধ্যে ক্ষমাভিক্ষার অমন আচার নেই, একথা বলা বাহুল্য। তবে এটাকে রূপান্তরকর্তার অমনোযোগ না বলে ধর্মবিষয়ে রিজিয়া-বেনু-কিসুর প্রচণ্ড অজ্ঞতার প্রমাণ বললেও বিন্দুমাত্র ভুল হবে না।

রূপান্তরকর্মে মুনীর চৌধুরীর অসাধারণ দক্ষতার স্বাক্ষর *কেউ কিছু বলতে পারে না*-র প্রায় সর্বত্রই আছে। নিদর্শনরূপে দু'টি অংশ উদ্ধৃত করি। প্রথম অঙ্কে :

Valentine	:	Why did you never get married, Mr. Crampton ? A wife and children would have taken some of the hardness out of you.
Crampton	:	*(with unexpected ferocity)* What the devil is that to you ?
Valentine	:	... You were asking me what the devil that was to me. Well, I have an idea of getting married myself.
Crampton	:	Naturally, Sir, naturally. When a young man has come to his last farthing, and is within twenty four hours of having his furniture distrained upon by his landlord, he marries. I've noticed that before. Well, marry; and be miserable.
ডাক্তার	:	... আচ্ছা আপনি বিয়ে করেন নি কেন ? স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের সংস্পর্শে এলে আপনার চরিত্রের এই নির্মম পবিত্রতা, আর কিছু না হোক, একটু কমনীয় হয়ে উঠত।
বুড়ো	:	(গর্জন করে) নিজের চরকায় তেল দাও।
ডাক্তার	:	(নির্বিকারচিত্তে কাজ করতে করতে) সেটা করতে যাচ্ছি বলে কথাটা তুললাম। ভাবছিলাম বিয়ে করলে কেমন হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুড়ো : ভাববে না কেন ? এক শ'বার ভাববে। ভাববার তো সময়ই হয়েছে। ট্যাক ফাঁকা, রোজগার বন্ধ, বাড়ী-ভাড়া বাকি, ঘরের জিনিসপত্র পর্যন্ত হয়তো চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে লোকজন এসে সরিয়ে নিয়ে যাবে, তরুণ রক্ত, বিয়ের কথা এখন না ভাবলে আর কখন ভাববে ? এই রকমটাই হয়, বিয়ে কর এবং মর!

কিংবা তৃতীয় অংক :

Valentine : Have you ever studied the subject of gunnery ? artillery ? cannons and war-ships and so on ?

Mrs. Clandon : Has gunnery anything to do with Gloria ?

Valentine : A great deal. By way of illustration. During this whole century, my dear Mrs. Clandon, the progress of artillery has been a duel between the maker of cannons and the maker of armour plates to keep the cannon balls out. You build a ship proof against the best gun known : somebody makes a better gun and sinks your ship. You build a heavier ship, proof against that gun : somebody makes a heavier gun and sinks you again. And so on. Well the duel of sex is just like that.

Mrs. Clandon : The duel of sex !

Valentine : Yes : you've heard of the duel of sex, haven't you ? Oh, I forgot : you've been in Madeira : the expression has come up since your time. Need I explain it ?

Mrs. Clandon : (contemptuously) No.

Valentine : Of course not. Now what happens in the duel of sex ? The old fashioned daughter received an old fashioned education to protect her against the wiles of man. Well, you know the result : the old fashioned man got round her. The old fashioned mother resolved to protect her daughter more effectually— to find some armour too strong for the old fashioned man. So she gave her daughter a scientific education : your plan. That was a corker for the old fashioned man, he thought it unfair, and tried to howl it down as unwomanly and all the rest

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

of it. But that didn't do him any good. So he had to give up his old fashioned plan of attack : you know ; going down on his knees and swearing to love, honour, and obey and so on.

Mrs. Clandon : Excuse me : that was what the woman swore.

Valentine : Was it ? Ah, perhaps you're right. Yes: of course it was. Well, what did the man do ? Just what the artillery man does : went one better than the woman. educated himself scientifically and beat her at that game just as he had beaten her at the old game. I learnt how to circumvent the Women's Rights woman before I was twenty-three : it's all been found out long ago. You see, my methods are thoroughly modern.

ডাক্তার : আগ্নেয় অস্ত্রের সমরকৌশল সম্পর্কে কিছু জানেন ? কামান, বন্দুক, গোলাগুলি, রণতরী, আধুনিক রণাঙ্গনে এগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে আপনার মনে কোনো কৌতূহল জাগে কি ?

মা : রিজিয়ার সঙ্গে এসব গোলাগুলির কোনো সম্পর্ক আছে ?

ডাক্তার : আছে এবং বহুল পরিমাণে। অবশ্য তুলনামূলক সূত্রে। গত এক শতাব্দী ধরে আগ্নেয় অস্ত্রের যে অগ্রগতি ঘটেছে তার মূলে রয়েছে এক অদ্ভুত দ্বন্দ্ব। এক দল চেয়েছে বারুদপোরা গোলাকে চরম শক্তি দান করতে। অন্যদল চেয়েছে সেটা ঠেকাবার বর্মকে তার চেয়ে মজবুত করতে। যেই কঠিনতম কামানের গোলাকে অবহেলা করতে পারে এমন জাহাজ তৈরি হল, অমনি পরের দিনই আবিষ্কৃত হল ভয়ঙ্করতর কামান। তৈরি হল আরেকটা জাহাজ যেটা আগেরটার চেয়েও বেশী মজবুত। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এল আরও ভয়ঙ্কর কামান, ডুবল তরী। এমনি করেই একটা অন্যটাকে টেক্কা দিয়ে গেছে। নর-নারীর মল্লযুদ্ধের ইতিহাসটাও অবিকল ওইরকম।

মা : নরনারীর মল্লযুদ্ধ ?

ডাক্তার : জ্বি। কথাটা আপনার কাছে নতুন ঠেকছে ? এই দ্বন্দ্বের কথা আগে শোনেন নি ? এখানে তো এটা পুরানো হয়ে গেছে। পুরুষের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করার জন্য সেকেলে মেয়েকে গড়ে তোলা হতো সেকেলে শিক্ষায়। ফল কি হল ভাল করেই জানেন। সেকেলে পুরুষ সেকেলে মেয়েকে সহজেই কাবু করে ফেলতো। মেয়েকে বাঁচাবার জন্য মায়েরা উঠে পড়ে লেগে গেলেন নতুন পথ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুঁজে বের করতে, মেয়েকে এমন বর্মদান করতে সেকেলে পুরুষ যার কোনো ক্ষতি করতে না পারে। ঠিক হলো মেয়েকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় গড়ে তোলা, যেমন আপনি করেছেন। সেকেলে পুরুষ প্রমাদ গুণল। নিজে ঘায়েল হয়ে যাওয়াতে শুরু করে দিল ঘোর চ্যাঁচামেচি। সবাইকে বোঝাতে চেষ্টা করল, এ-নব্য চালচলন মাতৃজাতিকে আদৌ শোভা পায় না, সমাজে ডেকে আনবে অমঙ্গলের বান ইত্যাদি। কিন্তু কোনো ফল হল ? কোনো মেয়ে তার কথা শুনল না। বাধ্য হয়ে তখন তাকে আক্রমণের প্রাচীন পন্থাসমূহ বর্জন করতে হল। ত্যাগ করতে হল সেই পদপ্রান্তে নতজানু [হয়ে] বসে, চন্দ্রসূর্যগ্রহতারা সাক্ষী রেখে মিথ্যা শপথ গ্রহণের কৌশলকে।

মা : পদপ্রান্তে নতজানু হয়ে মেয়েরাই নিবেদন জানিয়ে এসেছে জানতাম।

ডাক্তার : হয়তো হবে। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। হয়তো মেয়েরাই ওরকম করত। সে যাই হোক, আমাদের নতুন পুরুষ কি করল জানেন ? আগ্নেয় অস্ত্রের কারিগর যা করেছিল ঠিক তাই : মেয়েদেরকে ডিঙিয়ে আরেক কদম এগিয়ে গেল। সংগ্রহ করল নতুন লড়াইয়ের নতুন হাতিয়ার। সেও নিজেকে গড়ে তুলল বৈজ্ঞানিক শিক্ষায়, তারপর জয় করল নব্য নারীদের, ঠিক যেমন করে প্রাচীন যুগের পুরুষ আয়ত্তাধীন রেখেছিল প্রাচীন যুগের মেয়েকে, প্রাচীন কৌশলে। নয়া জামানার তন্বীদের ফাঁদে ফেলার সব তরীকাই আজকের পুরুষ আবিষ্কার করে ফেলেছে অনেক দিন আগে। কাজেই আমার পন্থা যে আধুনিকতম এবং অপরাজেয় হবে, এতে অবাক হবার কিছু নেই।

উদ্ধৃতাংশে শুধু "মল্লযুদ্ধ" কথাটা বেমানান, ওটা হওয়া উচিত ছিল "দ্বৈরথ" কিংবা কেবল "যুদ্ধ"। একথা স্বীকার করে নিয়েও বলতে হবে যে, এর সাবলীল গতিশীলতা ও ক্রীড়াশীল কৌতুকময়তা, এর প্রকাশ্য বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও অন্তর্নিহিত তির্যকতা সংলাপরচনায় মুনীর চৌধুরীর অসামান্য নৈপুণ্যের পরিচয় বহন করে। কৌতুকপরায়ণতা তাঁর নিজের নাট্যস্বভাবের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য বলেই এসব ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধিলাভ ঘটেছে এত অনায়াসে।

সিদ্ধিলাভের এই পরিচয় অন্যত্রও আছে। *বৈদেশী* গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'মহারাজ', 'জমা খরচ ও ইজা' এবং 'গুর্গণ খাঁর হীরা' তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এই একাঙ্কিকা তিনটি যথাক্রমে ইডেন ফিল্‌পট্‌সের *Something to Talk About*, ইলিয়ট ক্রশে উইলিয়ামের *E. & O. E.* এবং অ্যালান মঙ্কহাউসের *The Grand Cham's Diamond*-এর বাংলা ভাষ্য। কমেডির প্রতি স্বভাবসিদ্ধ আকর্ষণবশত এবং লঘু মেজাজের রচনায় তাঁর স্বাভাবিক পারদর্শিতাবশত এই একাঙ্কিকাগুলোর প্রত্যেকটিতে মুনীর চৌধুরী অসাধারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাফল্য লাভ করেছেন। ঘটনার দ্বন্দ্ব নয়, সংলাপের দ্বন্দ্বই তার অন্বিষ্ট ছিল। তাঁর নাট্যরচনায় তাই বক্রোক্তির ছড়াছড়ি। অন্যের রচনার রূপান্তরেও মুনীর চৌধুরী নিজের সেই বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছেন। 'জমা খরচ ও ইজ্জা' থেকে তার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে :

জয়নাব : ঘুণাক্ষরে যদি তা টের পেতাম, জীবনে তোমার কাছে ঘেঁষতাম না।

জামাল : ঘেঁষতেন। ওটা আপনার স্বভাবের অন্তর্গত।

কিংবা

জয়নাব : আমি জীবনে করো কাছ থেকে এরকম কথা শুনি নি।

জামাল : না শোনারই কথা। হিসেবের এই নিয়ম আমিই প্রথম চালু করলাম।

সংলাপের এই স্ফূর্তি সমগ্র রচনাটিকে সরস, সতেজ ও মনোগ্রাহী করে তুলেছে, ভাষার তীক্ষ্ণতায় পরিস্ফুট হয়েছে নাটকীয় দ্বন্দ্ব। এর আভাস পাই 'মহারাজে' :

গমীর : না না ওকে গুলি করবেন না। ওতো এমনিতেই আমাদের জন্য মরতে চায়।

মহারাজ : বেশি বকবক করলে ওকে চাইতে হবে না, আমিই খতম করে দেব।

অথবা 'গুর্গণ খাঁর হীরা'য় :

আগন্তুক : হীরা আগুনে গলে না। দরকার হলে আপনাকে আগুনে পোড়াব।

মা : সে অনুমতি আমি আপনাকে দেব না। মরে গেলে আমাকে কবরে পুঁতে রাখতে হবে। হীরা সুদ্ধ।

এমন কি, সংলাপের মধ্য দিয়ে যেখানে চরিত্রের দ্বন্দ্ব উদ্‌ঘাটিত হয় না, সেখানেও বাক্যে কিংবা বাক্য-পরম্পরায় ভাবের বৈপরীত্য অন্তর্হিত থাকে। যেমন 'মহারাজে' :

গমীর : ... সত্যবাদিতা আমাদের রক্তের ধর্ম। অত সৎ ও শুদ্ধ জীবনযাপন করি বলেই আমরা এত নির্জীবও বটে।

অথবা

মহারাজা : ... শালা প্রভুভক্ত চাকর। তোমার জ্বালায় অস্থির হয়ে গেলাম।

আবার

মহারাজ : আপনারা সম্পদ ভোগ করেন এক রকমে, আমি ভাগ করে নিই আরেক রকমে।

এসব জায়গায় বাক্যের বেগ নাটকের তাৎক্ষণিক প্রয়োজনকে অতিক্রম করে অনেকদূর পর্যন্ত প্রসারতা লাভ করে। এর সঙ্গে ঘটনার নাটকীয়তা যখন যুক্ত হয়, তখন পাঠক-দর্শকের পক্ষে তা হয় উপরি-পাওনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চার

সরস নাট্যের লীলাভূমি মুনীর চৌধুরীর পদচারণের স্বাভাবিক স্থান হলেও একাধিকবার তিনি বেরিয়ে এসেছেন করুণ নাট্যের ঊষর ক্ষেত্রে। *রূপার কৌটা* তার প্রথম ও সার্থকতম অভিব্যক্তি। এটিও রূপান্তর এবং সেই কারণে এর অনুবাদপ্রকৃতির সাদৃশ্য দেখা যায় *কেউ কিছু বলতে পারে না*-র সঙ্গে। পাত্রপাত্রীর নামধাম ও পটভূমি যেমন পরিবর্তিত, তেমনি মূলের মিসেস সেডন বাস্তবতার তাগিদে জীর্ণশীর্ণ ভাড়া-সংগ্রাহক পুরুষে রূপান্তরিত, মার্লো ও হুইলার চরিত্রদুটি একীভূত হয়ে রহমতে পরিণত এবং লিভেন্স ও রিলিভিং অফিসার অনুপস্থিত। মূল নাটকে জোন্‌স কথা বলে কক্‌নি টানে, মিসেস জোনস বলে অনেকটা শুদ্ধ ভাষা। রূপান্তরে সোনার মা কথা বলে ঢাকার উপভাষায়, কুদ্দুস বরঞ্চ ব্যবহার করে শুদ্ধ চলতি ভাষা। আমাদের পরিবেশে বেমানান বলে মিসেস জোন্‌সের বিয়েঘটিত কেচ্ছা রূপান্তরে বর্জিত হয়েছে।

মুনীর চৌধুরী মূলের কাঠামো অক্ষুণ্ন রেখেছেন এবং সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে গল্‌সওয়ার্দীর প্রতিবাদকে তীব্রতা দান করেছেন। দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে জোন্‌সের দীর্ঘ উক্তি নমুনা হিসেবে নেওয়া যাক :

> ... I've had enough of this tryin' for work. Why should I go round and round after a job like a bloomin' squirrel in a cage. "Give us a job, sir"— "Take a man on"— "Got a wife and three childrfen." Sick of it I am! I'd sooner lie here and rot. "Jones, you come and join the demonstration: come and 'old the flag, and listen to the ruddy orators, and go *'ome* as empty as you came." There's some that seems to like *that*— the sheep! When I go seekin' for a job now and see the brutes lookin' me up an' down, it's like a thousand serpents in me. I'm not arskin' for any treat. A man wants to sweat himself silly and not allowed—that's a rum start. ain't it? A man wants to sweat his soul out to keep the breath in him and ain't allowed—that's justice—that's freedom and all the rest of it....

রূপান্তরে :

> রোজ রোজ একটুখানি চাকরীর জন্য হাজার লোকের কাছে হাত পাতা! ঘেন্না ধরে গেছে! "হুজুর, একটা নক্‌রী", "বালবাচ্চা সব না খেয়ে মরার মুখে"— বলতে বলতে, সোনার মা, মুখে ফেনা উঠে এসেছে। জিভে ঘা হয়ে গেছে। এমন করে তাকায় মনে হয় যেন ওর সর্বস্ব কেড়ে নিতে গেছি! কোর্মা খেতে চাই নি— শুধু দু'টুকরো রুটির দাবি নিয়ে সামনে দাঁড়িয়েছিলাম— কোনোমতে শরীরের মধ্যে প্রাণটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে। আহাম্মকের মতো মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে রাজি হয়েছি। তবু একটু সুযোগ দিল না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরা ? এই হোল ইনসাফ্— এই হলো এদের বেরাদেরানী— মানুষ ভাই ভাই।...

কিংবা নাটকের একেবারে শেষে জোন্সের প্রতিবাদ :

Call this justice ? What about 'im ? 'E got drunk! 'E took the purse—'e took the purse but *(in a muffled shout)* it's 'is money got 'im off—*Justice* !

বাংলায় :

এই তোমাদের ন্যায় বিচার, না ? ঐ বড়লোকের বাচ্চার জন্যে কোনো সাজা নেই, না ? ও মাতাল হয় নি ? আরেকজনের জিনিস ও তুলে আনে নি ? ওর যে টাকা আছে, সাজা দেবে কী করে ওকে ? থুক্ তোমাদের বিচারকে !

এসব জায়গায় মুনীর চৌধুরী কোথাও মূলনাগত, কোথাও মূলকে বাঁকিয়ে চুরিয়ে কম-বেশি করে নিয়েছেন, কিন্তু মূলের ভাব ও মেজাজের সঙ্গে তাঁর সমাজচৈতন্যের এতই সাযুজ্য যে, কোথাও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। তাঁর কৃতিত্ব এই যে, আমাদের পরিবেশের সঙ্গে পুরো ব্যাপারটা তিনি মানিয়ে নিয়েছেন, কোনো চরিত্রই স্বাভাবিকতা ও সংগতিকে ছাড়িয়ে যায় নি, অতিরিক্ত রং চড়াবার কোনো আবশ্যকতাই দেখা দেয় নি।

সামাজিক প্রতিবাদের এই ক্ষেত্রকে অনুবাদমূলক রচনার মাধ্যমে মুনীর চৌধুরী বিস্তৃত করেন নি। *রূপার কৌটা তাঁর* রচনাবলীতে তাই বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। সমাজ-সমালোচনা তাঁর যেসব মৌলিক রচনার লক্ষ্য, কৌতুকপ্রবণতা সেখানেও তাঁর মূল প্রবণতা। 'পলাশী ব্যারাক' এর ব্যতিক্রম, খানিকটা ব্যতিক্রম 'মানুষ' এবং 'নষ্ট ছেলে'ও। লক্ষ্য না করে পারা যায় না যে, এসব একাঙ্কিকা রচিত হয়ে গিয়েছিল *রূপার কৌটা* রূপান্তর করার আগেই। পরবর্তীকালের 'কবর' এর সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু *কেউ কিছু বলতে পারে না* থেকে আবার কমেডির ক্ষেত্রেই ফিরে যান মুনীর চৌধুরী। সমাজ-সমালোচনা এসব রচনায় যেখানে আছে, সেখানে তার প্রকাশ পরোক্ষ, রূপ স্বতন্ত্র। ১৯৬১ সালে লেখা *রক্তাক্ত প্রান্তর* ট্রাজেডিতেও তাঁর সামাজিক বক্তব্য— যুদ্ধবিরোধী চেতনা—অন্তঃশীল, উপরের স্তরে রয়েছে গৌণত গোষ্ঠীগত সংঘাত এবং মুখ্যত ব্যক্তিহৃদয়ের দ্বন্দ্ব। *রক্তাক্ত প্রান্তরের* পরে আবার কৌতুকাবহ নাট্যের ধারা প্রবাহিত হয়, যার পরিণতি দেখি *মুখরা রমণী বশীকরণে* । এই অনুবাদ যখন করছেন, ১৯৬৯-৭০ সালে, তখন ভিন্নধর্মী দুটি নাট্য রূপান্তর করেন তিনি— একটি 'ললাট লিখন' অপরটি 'জনক'— দুটিই পরে *বৈদেশী* গ্রন্থে সংকলিত হয়।

'ললাট লিখনের' মূল রিচার্ড হিউজের *The Man Born to be Hanged* একাঙ্কিকা, আর 'জনক' স্ট্রিন্ডবার্গের *The Father* নাটকের বাংলা রূপান্তর। দুটি রচনাতেই ব্যক্তিজীবনের সংকট প্রধান, সামাজিক পটভূমি গৌণ। তবে এ দুটি নাট্যে সামাজিক অবস্থানভেদে চরিত্রের ভাষাপ্রয়োগে যে-পার্থক্য তিনি করেছেন, তাতে বোঝা যায়, ভাষার বহুমাত্রিকতা সম্পর্কে মুনীর চৌধুরী কত সজাগ ছিলেন এবং ভাষার বহুবর্ণময় দ্যুতিপ্রকাশে তিনি কত নিপুণ কারিগর ছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঁচ

যৌবনে মুনীর চৌধুরীর দুই প্রিয় নাট্যকার ছিলেন বার্নাড শ ও ইউজীন ও'নীল। উভয়েই তখন জীবিত, ও' নীলের *Long Day's Journey into Night* তখনও প্রকাশিত হয় নি। শ-র বিদগ্ধ সংলাপ, ভিন্নধর্মী চরিত্র, নিপুণ রঙ্গব্যঙ্গ এবং প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও প্রচলিত মূল্যবোধের প্রতি তাঁর আক্রমণ যেমন মুনীর চৌধুরীকে আকৃষ্ট করেছিল, তেমনি ও'নীলের সাংকেতিকতা এবং বাস্তব-অবাস্তবের মিলনসাধনের কৌশলও তাঁর কাছে বিশেষ রুচিকর মনে হয়েছিল। তিনি এক সময়ে বলেছিলেন যে, এম এ পাশ করার পর তাঁকে গবেষণা করার আহ্বান জানালে তিনি হয়তো বিষয় হিসেবে বেছে নিতেন ও'নীলের নাট্যসাহিত্য।

অপরপক্ষে শেক্‌সপিয়রের প্রতি মুনীর চৌধুরীর আকর্ষণ ছিল যেমন স্বাভাবিক, তেমনি গভীর। তাঁর কাছে শোনা একটি ঘটনার উল্লেখ বোধহয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। গভীর রাতে সাইকেল চালিয়ে সলিমুল্লাহ্ হল থেকে নিজেদের ঢাকার বাসায় ফিরছিলেন তিনি উচ্চৈঃস্বরে শেক্‌সপিরীয় নাটকের সংলাপ আবৃত্তি করতে করতে। তাঁর বাবা সেদিন যে মফস্বলের নিবাস ছেড়ে স্বগৃহে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, তা তাঁর অগোচর ছিল। পুত্রের আবৃত্তি শুনে বিদ্যানুরাগী পিতা আন্তরিকভাবে বিচলিত হয়েছিলেন এবং তা তিনি প্রকাশ না করে পারেন নি। কারণ, যে-রসের প্রতি আসক্তি ওই আবৃত্তির উৎস, তা যে নাট্যরস, সেকথা তাঁর বিশ্বাস হয় নি।

বার্নার্ড শ-র নাটক যে মুনীর চৌধুরী রূপান্তরিত করবেন, তা তাই প্রত্যাশিত ছিল। ও'নীলের নাটক তিনি অনুবাদ করেন নি কেন, এ প্রশ্ন আমারও মনে ছিল। পরে আমরা দেখব যে, সে-কাজে তিনি হাত দিয়েছিলেন জীবনের শেষভাগে। কিন্তু তার আগে, বয়স যখন তাঁর মধ্যচল্লিশ, তখন তিনি প্রবৃত্ত হলেন শেকসপিয়রের অনুবাদে।

রূপান্তর নয়, অনুবাদ এবারে। বেছে নিলেন *The Taming of the Shrew,* যদিও তিনি ভালো করেই জানতেন (এবং অনুবাদের ভূমিকায় উল্লেখও করেছেন) যে, "শেক্সপীয়রীয় নাট্যপ্রতিভার যা বিশিষ্ট গৌরব তার সকল চিহ্নসমূহ 'টেমিং অব দি শ্রু' নাটকে পূর্ণ প্রস্ফুটিত নয়"। তা হলে অনুবাদের জন্যে এ নাটক নির্বাচন করলেন কেন? যতদূর মনে পড়ে, ১৯৬৮ সালে স্বল্পকাল বিদেশে অবস্থানের সময়ে এই নাটকের নতুন চলচ্চিত্রভাষ্য— যাতে রিচার্ড বার্টন ও এলিজাবেথ টেলর অভিনয় করেন, তা— দেখার সুযোগ হয় তাঁর। এই চলচ্চিত্ররূপ তাঁকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল বলে দেশে ফিরে এর অনুবাদে প্রবৃত্ত হন তিনি। তার ফল *মুখরা রমণী বশীকরণ* (১৯৭০)।

মুনীর চৌধুরীর জন্যে সবচেয়ে বড় পরীক্ষা ছিল এই অনুবাদকর্ম। শেক্‌সপিয়রের নাটক তিনি অনুবাদ করেছেন গদ্যে। স্বভাবতই এতে মূলের চরণবিন্যাস ও গঠনপ্রণালির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ রক্ষিত হয় নি। গদ্য অনুবাদে ছন্দের সমমাত্রিকতা বজায় রাখা যায় না এবং মূলের গদ্য-পদ্যভেদ সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে না। একথার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, কাব্যানুবাদে শেক্‌সপিয়র-অনুবাদের সমস্যা নেই, কিন্তু সে-সমস্যার প্রকৃতি ভিন্ন। গদ্যানুবাদের যে-সীমাবদ্ধতার কথা ওপরে বলেছি, তা স্বীকার করে নিয়েও দেখা যাবে যে, এক্ষেত্রে মুনীর চৌধুরী সচেতনভাবে কিছু নীতি অনুসরণ করেছিলেন। *মুখরা রমণী*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বশীকরণের ভূমিকায় সেকথা তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, মূলের সঙ্গে অনুবাদ মিলিয়ে পড়লেও তা ধরা পড়ে।

এই নীতির প্রথম কথা মূলানুগত্য। তিনি দাবি করেছেন যে সাধ্যমত সততার সঙ্গে তিনি মূলের প্রতি শব্দ ও প্রতি চরণ বাংলায় অনুবাদ করেছেন এবং মূল নাটকের প্রায় তিন হাজার চরণের মধ্যে সর্বমোট পনেরো লাইনের বেশি জায়গায় ইচ্ছাকৃতভাবে মূলের পরিবর্তন করেন নি। এ দাবি যথার্থ। গদ্যে অনুবাদ করতে গেলে মূলের কথা বিস্তৃত হয়ে পড়ায় যে-আশঙ্কা থাকে, মুনীর চৌধুরী সচেতনভাবে তা পরিহার করেছিলেন। "বাংলা ভাষায় নাটকীয় সংলাপের স্বাভাবিকতা রক্ষার নিমিত্ত বাকভঙ্গির যেটুকু রদবদল অপরিহার্য মনে হয়েছে মূলের ওপর তার অতিরিক্ত খোদকারী প্রায় কখনই করতে যাই নি।"

মূলের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার এই প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে তিনি শেকসপিয়রের কাব্যসৌন্দর্য অক্ষুণ্ন রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। ফলে এই অনুবাদে যে-ভাষা তিনি প্রয়োগ করেছেন, অন্তত অধিকাংশ ক্ষেত্রে, তা দৈনন্দিন সংলাপের ভাষা নয়। এ-ভাষা তৎসম শব্দপ্রধান, অলংকৃত ও যত্নসাধ্য, কবিতার ভাষার মতোই কৃত্রিম, নিপুণ ও বেগবান। বিশিষ্ট চরিত্রের সংলাপে অলংকৃত ভাষার ব্যবহার শুধু যে মূলের কাব্যসৌন্দর্য রক্ষা করেছে, তা নয়, আমাদের সঙ্গে নাটকের কুশীলবদের স্থানকালগত দূরত্বের ধারণাও সঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছে।

মূলের গদ্য-পদ্যভেদ রক্ষার জন্যে মুনীর চৌধুরী ভাষাভঙ্গির পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। উপক্রমণিকায় স্লাই ও বাড়িউলির কথোপকথনের গদ্য এবং পরে পেট্রুশিও ও ক্যাথেরিনার বাগ্‌যুদ্ধের গদ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তবে একথা সত্য যে, প্রধান চরিত্রগুলোর পদ্য ও গদ্য সংলাপের ভাষা অনুবাদে সব সময়ে আলাদা করে চিহ্নিত করা যায় না। আবার এও সত্য যে, মূলের সকল ছন্দোবদ্ধ চরণ কবিতার মর্যাদা দাবি করে না।

দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে পেট্রুশিও ও ক্যাথেরিনার সুবিখ্যাত বাগ্‌যুদ্ধের অংশবিশেষ অনুসরণ করলে মুনীর চৌধুরীর অনুবাদের প্রকৃতি উপলব্ধি করা সহজ হবে।

Pet. : ... Hearing thy mildness prais'd in every town,
Thy virtues spoke of, and thy beauty sounded' —
Yet not so deeply as to thee belongs—
Myself am mov'd to woo thee for my wife.

পেট্রুশিও : ... মহানগরের ঘরে ঘরে আমি আপনার সলজ্জ স্বভাবের স্তব শুনেছি। আপনার গুণের প্রশংসায় সবাই মুখর। আপনার রূপের গভীরতা পরিমাপ করতে চায় অনেকেই, ঠাঁই পায় না কেউ। এই জনশ্রুতিই আমাকে টেনে এনেছে এখানে, আপনাকে পত্নীরূপে আকাঙ্ক্ষা করতে।

Kath. : Mov'd! in good time : Let him that mov'd you hither
Remove you hence : I knew you at the first.
You were a movable.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাথেরিনা: টেনে এনেছে! এতক্ষণে আসল কথাটা ফাঁস করে দিয়েছেন। যে আপনাকে এখানে টেনে এনেছে তাকেই আবার বলুন টেনে অন্যখানে নিয়ে যেতে। আমার প্রথম থেকেই সন্দেহ হচ্ছিল আপনি আসলে টানাহ্যাঁচড়া করারই বস্তু।

Pet. : Why, what's a movable ?

পেট্রুশিও : সেটা কী রকম ?

Kath. : A join'd stool.

ক্যাথেরিনা: যেমন ধরুন কেদারা-কুর্সি।

Pet. : Thou hast hit it : come, sit on me.

পেট্রুশিও : ভালো বলেছেন। তাহলে, আসন গ্রহণ করতে আজ্ঞা হোক।

Kath. : Asses are made to bear, and so are you.

ক্যাথেরিনা: শুনেছিলাম কেবল গর্দভই ভার বহন করে, আপনিও কি তাই করতে চান নাকি।

Pet. : Women are made to bear, and so are you.

পেট্রুশিও : নারীও ভার বহন করে, আপনিও করবেন।

Kath. : No such jade as you, if my you mean.

ক্যাথেরিনা: আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কোনো হাবশী খোজার কর্ম নয় সে বোঝা আমাকে দিয়ে বহন করায়।

Pet. : Alas, good Kate, I will not burden thee.

পেট্রুশিও : ভয় নেই কেটি, আপনাকে ভারাক্রান্ত করতে আমি আসিনি। আপনার তারুণ্য, আপনার ক্ষীণাঙ্গ, সব দেখেশুনেই আমি—

Kath. : Tool light for such a swain as you to catch :
And yet as heavy as my weight should be.

ক্যাথেরিনা: বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই যে, এ ক্ষীণাঙ্গ এত সূক্ষ্ম যে কোনো স্থূলবুদ্ধি বর্বরের সাধ্য নয় তাকে হস্তগত করে। অথচ ওজনে আমি বেশিও নই, কমও নই। ঠিক মাঝামাঝি।

এরপরে পেট্রুশিও ও ক্যাথেরিনার দুজোড়া সংলাপের অনুবাদের বদলে অনুবাদক-সংযোজিত এক জোড়া সংলাপ আছে :

পেট্রুশিও : মাঝামাঝিই বটে। আপনাকে দেখেও মনে হয় যেন মাঝ দরিয়ায় পড়ে এখন মাঝির খোঁজ করছেন।

ক্যাথেরিনা: পেলাম কোথায় ? দেখি এতো মাঝি নয়, মাছি। কেবল ভন ভন করে।

তারপর আবার মূলে ফিরে গেছেন :

Pet. : Come, come, you wasp; i' faith, you are too angry.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেট্রুশিও : যে রকম রেগে গেছেন তাতে আপনার উপমা এখন মৌমাছি।

Kath. : If I be waspish, best beware my sting.

ক্যাথেরিনা: সাবধান, দেখবেন শেষে না হুল ফোটায় ?

Pet. : My remedy is then, to pluck it out.

পেট্রুশিও : বার করে নিলেই হলো।

Kath. : Ay if the fool could find it where it lies.

ক্যাথেরিনা: হুল কোথায় থাকে মাছি কি তার খোঁজ রাখে ?

Pet. : Who knows not where a wasp doth wear his sting ?
In his tail.

পেট্রুশিও : লেজে।

Kath. : In his tongue.

ক্যাথেরিনা: হল না। জিবের ডগায়।

Pet. : Whose tongue ?

ক্যাথেরিনা: কার জিভের ডগায় ?

Kath. : Yours, if you talk of tails and so farewell.

ক্যাথেরিনা: লেজওয়ালার। এবারে তাহলে বিদায় নিতে পারেন।

Pet. : What, with my tongue in your tail ? nay, come again.
Good Kate, I am a gentleman,

পেট্রুশিও : এত শিগগির! সবে তো জিবের ডগায় লেজ এসে ঠেকেছে। সুন্দরী, আরেক দফা হোক। আমি লাঙ্গুলে নই, ভদ্রসন্তান।

অনুবাদ-উপযোগিতার দিক দিয়ে মূল নাটকের দুরূহ অংশগুলোর মধ্যে এটি একটি। পরিবর্তন সত্ত্বেও ভাষান্তরে মূলের ভাব কোথাও ক্ষুণ্ন হয় নি, গতি কোথাও শ্লথ হয় নি, রস ব্যাহত হয় নি।

এই গুণে *মুখরা রমণী বশীকরণ* শেক্‌সপিয়রের সার্থক বাংলা অনুবাদের মর্যাদা দাবি করে। তাই আশ্চর্য নয় যে, এই অনুবাদ পাঠ্যগ্রন্থরূপে এবং টেলিভিশনে অভিনীতরূপে তাৎক্ষণিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এর সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে শেক্‌সপিয়রের শ্রেষ্ঠ ট্রাজেডির একটির, *Othello*-র, অনুবাদে অগ্রসর হন মুনীর চৌধুরী। আর তার কিছুকাল পরেই প্রবৃত্ত হন *Romeo and Juliet* এবং *Much Ado About Nothing*-এর অনুবাদে। এসব ক্ষেত্রেও *মুখরা রমণী বশীকরণে* অবলম্বিত অনুবাদ-পদ্ধতিই তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

শেক্‌সিয়রের পরিণত রচনাশক্তির উদাহরণ যদি হয় *ওথেলো*, মুনীর চৌধুরীর অনুবাদ-নৈপুণ্যের নমুনা তেমনি এর প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য। ডিউক ও সিনেটরদের সামনে যেখানে ওথেলো তার প্রণয়ের ইতিহাস ব্যক্ত করে— যে-বর্ণনায় তার নিজের ও ডেসডিমোনার চরিত্র ধীরে ধীরে রূপ নেয় পাঠক-দর্শকের মনে, যেখানে ডেসডিমোনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পিতা ও স্বামীর মধ্যে দ্বিধাহীনচিত্তে অবলম্বন করে স্বামীর পক্ষ, যেখানে প্রকাশ পায় ওথেলোর মহত্ত্বে ও বীর্যবত্তায় তার মুগ্ধতা, যেখানে ওথেলোর উদ্দেশে কন্যা সম্পর্কে ব্রাবানশিও উচ্চারণ করে সতর্কবাণী যে-সতর্কবাণী ঈর্ষাপরায়ণ বন্ধুর ভ্রূকুটির মতো, ক্রুদ্ধ পিতার অভিশাপের মতো, বৃদ্ধ জ্ঞানীর ভবিষ্যৎ দর্শনের মতো এবং যেখানে প্রকাশ পায় ইয়াগোর হিংসা ও ক্রোধ, ইচ্ছাশক্তির প্রবলতা, মানবপ্রবৃত্তির দুর্বলতাকে ব্যবহার করার সংকল্প এবং ষড়যন্ত্রের স্ফূর্তি, সেই দৃশ্যটির অনুবাদে যে-স্বাচ্ছন্দ্য ও বিশ্বস্ততা, ভাষা ও অলংকারের দীপ্তি প্রকাশ পেয়েছে, তা অসামান্য।

গদ্যে শেক্‌সপিয়র-অনুবাদের সমস্যা এবং মুনীর চৌধুরী-অবলম্বিত প্রণালি সম্পর্কে আমরা আগে যে-আলোচনা করেছি, সেকথা আরেকটু পরিষ্কার করে তোলার জন্যে তৃতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য থেকে ওথেলোর স্বগতোক্তির অনুবাদের উদাহরণ নেওয়া যাক।

This fellow's of exceeding honesty,
And knows all qualities, with a learned spirit,
Of human dealings. If I do prove her haggard,
Though that her jesses were my dear heart-strings
I'ld whistle her off and let her down the wind
To prey at fortune. Haply for I am black
And have not those soft parts of conversation
That chamberers have, or for I am declined
Into the vale of years,— yet that's not much—
She's gone; I am abused, and my relief
Must be to loathe her. O curse of marriage,
That we can call these delicate creatures ours,
And not their appetites! I had rather be a toad,
And live upon the vapour of a dungeon,
Than keep a corner in the thing I love
For other's uses. Yet, 'tis the plague of great ones;
Prerogatived are they less than the base;
'Tis destiny unshunnable, like death :
Even then this forked plague is fated to us
When we do quicken. Desdemona comes :

Re-enter Desdemona and Emilia

If she be false, O, then heaven mocks ifself!
I'll not believe't.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় *ওথেলোর* যে ছন্দোবদ্ধ অনুবাদ করেছেন (নিউ দিল্লী, ১৯৬৭), তাতে এই অংশের রূপ এরকম :

এ লোকের সততার তুলনা হয় না।
মানুষের চরিত্রের যত হেরফের, তাও
জানে বিজ্ঞের মতো; ও শিক্‌রে যদি না পোষ মানে,
যদিও সে বাঁধা আমার হৃদয়তন্ত্র দিয়ে,
তবু তাকে ছেড়ে দেব, ভেসে যাক শূন্য হাওয়ায়,
যেখানে যেমন খুশি। হতে পারে, আমি কালো
আমার কথায় নেই শৌখিন নাগরের
সুললিত ভাব, কিংবা কালের অতলে আমি
অধোগামী— যদিও সামান্যমাত্র— এই জন্যে সে কি
ছেড়ে গেল, আমি প্রতারিত, তাকে শুধু ঘৃণা
হলো সান্ত্বনা আমার! উঃ অভিশপ্ত এ বিবাহ,
যাতে অধিকারে আসে শুধু নম্র ঐ দেহলতাগুলি,
আসে না তাদের ক্ষুধা, অন্যে ভোগ করবে বলে
ভালোবাসি যাকে তার আংশিক শরিক হয়ে থাকা,
— এর চেয়ে শত ভালো বদ্ধজলার ভেক হয়ে
পূতিগন্ধে বাঁচা। তবু যারা বড়, এ জ্বালা তাদেরই,
নগণ্যের চেয়ে যেন তাদেরই দুর্ভাগ্য বেশি;
অনিবার্য এ নিয়তি, অমোঘ মৃত্যুর মতো;
মনে হয় আমাদের হতভাগ্যে কুলটার লেখা
জন্মমুহূর্ত থেকে বুঝি। আসছে ডেসডিমোনা।
ও যদি অসতী হয়, স্বর্গ নিজে প্রতারক তবে।
না, না, কিছুতেই নয়।
[ডেসডিমোনা ও এমিলিয়ার প্রবেশ]

মুনীর চৌধুরীর গদ্যানুবাদ :

আমার এই অনুচরটি বড় বেশি নীতিপরায়ণ। মানুষের প্রবৃত্তি এবং আচরণ ও গভীর মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছে। যদি সত্যি সত্যি আমার ময়না পোষ মেনে না থাকে, তাহলে পায়ের শিক্‌লি কেটে দেব। সে শেকল যদি হৃদয়ের তন্ত্রী হয় তবু তা ছিন্ন করে ওকে ঝড়ো হাওয়ায় ছুঁড়ে ফেলে দেব, নিজের আহার অরণ্যে খুটে খাবে। হয়তো আমি কালো, হয়তো শৌখিন রাজপুরুষদের মধুর বুলি আওড়াতে অক্ষম, হয়তো পড়ন্ত যৌবনের ঢালু খাতে অনেক নীচে গড়িয়ে পড়েছি। কিন্তু সে কি এতই বেশী ! তাই কি পাখী উড়ে গেল! আমি প্রতারিত হয়েছি। এখন চিত্তে শান্তি পাবার একমাত্র উপায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওকে ঘৃণা করা। বিয়ে করা মহাপাপ। বিয়ে করে পুরুষ মনে করে কোমল নারীকে সে অধিকার করেছে, কিন্তু তার বাসনাকে সে কখনও পরাভূত করতে পারে না। এঁদো গর্তে মাথা গুঁজে ব্যাঙের মতো জীবন যাপন করবো তবুও যাকে ভালোবাসি তার সামান্যতম অঙ্গও অন্যের ভোগের জন্য রেখে দেবো না। হয়তো উচ্চতর জীবের জন্যই এই যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়েছে, নীচ জীবের সৌভাগ্য থেকে সে বঞ্চিত। মৃত্যুর মতো এর পরিণাম পুরুষের জন্য অনিবার্য। মৃত্যুর মতো যে দিন সে ভূমিষ্ঠ হয়েছে সেদিনই স্থির হয়ে গেছে সে ব্যভিচারিণীর পতি হবে। ডেসডিমোনা এই দিকেই আসছে।

[ডেসডিমোনার প্রবেশ]

কী অপরূপ ! যদি এ রমণী দ্বিচারিণী হয় তাহলে বলতে হবে ঈশ্বর তাঁর নিজের সঙ্গে প্রতারণা করছেন। এ আমি কোনো দিন বিশ্বাস করব না।

মুদ্রণপ্রমাদবশত হয়তো উভয় অনুবাদেই মঞ্চনির্দেশ ত্রুটিপূর্ণ : প্রথমটিতে স্থানচ্যুত, দ্বিতীয়টিতে অসম্পূর্ণ। তবে এই তুলনা থেকে একথা সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, ছন্দ ব্যতিরেকেও মূলের সৌন্দর্য ও গতি অনুবাদে সঞ্চার করা সম্ভবপর।

আমাদের দুর্ভাগ্য, তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের অধিকাংশ ভাষান্তর করার পর মুনীর চৌধুরী ওথেলো-র অনুবাদে আর অগ্রসর হতে পারেন নি। 'অকারণ ডামাডোল' নাম দিয়ে *Much Ado About Nothing*-এর যে-অনুবাদ তিনি করছিলেন, তার দুটি খাতা আমরা পেয়েছি। প্রথমটিতে দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়টিতে তৃতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যের মাঝখান থেকে তৃতীয় অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্যের শেষ পর্যন্ত ভাষান্তর করা আছে। বোঝা যায়, আরেকটি খাতায় মাঝের অংশটুকু ছিল। পাণ্ডুলিপিতে *Romeo and Juliet*-এর অনুবাদ আছে শুধু প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যের। অনুবাদের প্রকৃতি যে পূর্ববৎ, তার পরিচয় পাই শেষোক্ত পাণ্ডুলিপিতে বিধৃত রোমিওর উক্তিতে :

কিন্তু এই তো প্রেমের নিয়ম। নির্দয়, নির্বিকার। আমার বেদনা আমার হৃদয়ে নিথর হয়ে থাক, তোমার মমতা তার সঙ্গে যুক্ত করে তাকে উদ্বেল করে তুলবে কেন ? যে দুঃখ আমার জন্য এমনিতেই দুঃসহ তার সঙ্গে তোমার ভালোবাসা মিশ্রিত করো না। ভালোবাসার আগুন দীর্ঘশ্বাসে ধূমায়িত হয়, প্রশমিত হলেও ধিকি ধিকি জ্বলে প্রেমিকের চোখের মণিতে। বাধা পেলে স্ফীত হয় অশ্রুজলে গড়া বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতো। এই ত প্রেমের প্রকৃত পরিচয়। এ এক সজাগ উন্মাদনা, এক শ্বাসরোধকারী হলাহল, এক মৃতসঞ্জীবনী সুরা। তুমি তোমার কাছে যাও, আমাকেও বিদায় নিতে দাও।

ছয়

মুনীর চৌধুরীর অসমাপ্ত অনুবাদের মধ্যে আছে আরো দুটি নাটক। ইউজীন ও'নীলের *Mourning Becomes Electra* তিনি সম্পূর্ণ অনুবাদের পরিকল্পনা করেছিলেন 'ইলেকট্রার জন্য শোক' নাম দিয়ে। এর খণ্ড তিনটির নামকরণ করেছিলেন যথাক্রমে 'প্রত্যাবর্তন', 'অবরুদ্ধ' ও 'প্রেতায়িত'। পরে কোনো এক সময়ে দ্বিতীয় খণ্ডের আর দুটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিকল্প নামও নির্ণয় করেন ঃ 'শরাহত' ও 'বাণবিদ্ধ'। তিনি শুধু 'প্রত্যাবর্তনে'র প্রথম অঙ্ক কিছুদূর পর্যন্ত ভাষান্তর করেছিলেন।

ইউজীন ও'নীলের প্রতি তাঁর অনুরাগের কথা আগে বলেছি। পরবর্তীকালে যেসব নাট্যকার তাঁকে আকৃষ্ট করেন, তাঁদের মধ্যে ইউজীন আয়োনেস্‌কো ও স্যামুয়েল বেকেট, জন অসবোর্ন ও হ্যারল্‌ড পিনটার, আর্থার মিলার ও এডওয়ার্ড অ্যালবির কথা মনে পড়ে। এই তালিকায় টেনেসি উইলিয়ামসের নামও যুক্ত করা উচিত। নইলে *A Streetcar Named Desire* অনুবাদ করতে যাবেন কেন তিনি ? এ-নাটকের এগারোটি দৃশ্যের মধ্যে তিনি দুটিও শেষ করতে পারেন নি যদিও *গাড়ির নাম বাসনাপুর* নামে এই অনুবাদ-নাট্যের প্রচ্ছদ পরিকল্পনাও করে ফেলেছিলেন। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, একইসঙ্গে শেক্‌সপিয়রের তিনটি এবং আধুনিক দুটি মার্কিন নাটকের অনুবাদ করছিলেন মুনীর চৌধুরী। ভিন্ন কালের, ভিন্ন দেশের, ভিন্ন ভাবের নাটক ভাষান্তরিত করছিলেন স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে, স্বতন্ত্র বাগ্‌ধারায়। এগুলো কেন শেষ হলো না, সেকথা যখন ভাবি, তখন হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতার সেই চরণগুলো মনে পড়ে, যে-কবিতা মুনীর চৌধুরীর ভালো লেগেছিল :

> কেননা, প্রতিক্রিয়ার গ্রাস জীবন ও মনুষ্যত্বকে সমীহ করে না...
> জীবনের শত্রু শয়তানেরা সেই পবিত্র দেহগুলো ছিনিয়ে নিয়ে গেছে,
> আর তাঁদের আত্মা এখন আমরা হৃদয়ে হৃদয়ে পোষণ করি।

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আনিসুজ্জামান
ফেব্রুয়ারি ২০০১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

ভূমিকা ৫

কেউ কিছু বলতে পারে না ২৭

রূপার কৌটা ১২৫

মুখরা রমণী বশীকরণ ১৭৭

বৈদেশী

- ললাট লিখন ২৫৯
- মহারাজ ২৭৫
- জমা খরচ ও ইজ্জা ২৯৭
- গুর্গণ খাঁর হীরা ৩২১
- জনক ৩৪৩

অসম্পূর্ণ রচনা

- ওথেলো ৪০১
- গাড়ির নাম বাসনাপুর ৪৫৭

গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত

- স্বামী সাহেবের অনশনব্রত ৪৮৫

পরিশিষ্ট

- ওথেলো : কবীর চৌধুরীকৃত সম্পূরণ ৫০৫
- গাড়ির নাম বাসনাপুর : লিলি চৌধুরীকৃত সম্পূরণ ৫৫৩

গ্রন্থপরিচয় ৬৩৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ কিছু বলতে পারে না

[জর্জ বার্নার্ড শ'র 'ইউ নেভার ক্যান টেল'-এর বাংলা রূপান্তর]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

আমার নাটকের
দুইজন উৎফুল্ল ও উচ্ছ্বসিত গ্রহীতা
ডক্টর আনিসুজ্জামান ও
সিদ্দিকা জামানকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চরিত্র

মিসেস রোকেয়া আহ্‌সান, মা
রিজিয়া খানম, কন্যা
কিসমাতুল আহ্‌সান, পুত্র
বিলকিস খানম, কন্যা
ইকরামুল ইয়াজদানী, ধনাঢ্য ব্যবসায়ী
খোরশেদ হোসেন, দন্তচিকিৎসক
আসাদুল্লাহ্ চৌধুরী, সলিসিটর
সৈয়দ, ওয়েটার
ইকরামুল হক, ব্যারিস্টার
কম্পাউন্ডার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম অঙ্ক

[কোনো দাঁতের ডাক্তারের বসবার ঘর। মোটামুটি জমকালো করেই সাজানো। দাঁত উপড়ানোর উঁচু চেয়ার, কাঁচের আলমারিতে ছুরি, সাঁড়াশি, তাকে সাদা পাথরের বাটি, ওষুধের শিশি, দেয়ালে পোকা খাওয়া দাঁতের ছবি, চেয়ারের ঠিক পেছনেই গ্যাস পাম্প ইত্যাদি।

ঘরের মধ্যে দুটি মানুষ। একজন যুবক ডাক্তার। অন্যজন অষ্টাদশী তন্বী রোগিণী। মেয়েটি সুন্দরী, সুঠাম এবং সুবেশী। পোশাকটা অবশ্য একটু অসাধারণ এবং অতিরিক্ত জমকালো। সিল্‌কের পাজামার ওপর পুরু রেশমের লতাপাতার কাজ করা জাপানি কোট, পায়ে মখমলের চটি। মুখের গড়ন অত মিষ্টি ও স্নিগ্ধ না হলে ঠিক বর্মী মেয়ে বলেই মনে হতো। মেয়েটির হাতে এখনো এক গ্লাস পানি—এই মাত্র ঢোক গিলে কী একটা যেন গিলে ফেলতে চাইছে।

আর ডাক্তারের মুখে চোখে সাফল্যের আত্মপ্রসাদ চকচক করছে। ঠোঁটের কোণে বিজয়ীর গর্বিত হাসি মেখে মেয়েটিকে ভ্রূ কুঁচকে লক্ষ করছে। ডাক্তার পুরুষ এবং পরিচ্ছন্ন। এমন একটা ছেলেমানুষী ভাব রয়েছে যে, দেখে মনে হয় না ব্যবসায়ে খুব মুনাফা করতে পারবে। তবে বুদ্ধির ছাপটা স্পষ্ট।]

মেয়ে : (গ্লাসটা ডাক্তারের হাতে তুলে দিয়ে) শুকরিয়া।

ডাক্তার : আপনাকেও। কারণ এইটে আমারও প্রথম দাঁত।

মেয়ে : (আঁতকে উঠে) তার মানে? আমার দাঁত দিয়ে আপনার হাতে-খড়ি? আগে বলেননি কেন?

ডাক্তার : কারো না কারো দাঁত দিয়ে শুরু করতেই হতো। সব ডাক্তারকেই একদিন তা করতে হয়।

মেয়ে : হুম, সেটা রোগীর কাছ থেকে টাকা না নিয়ে করা হয়। হাত পাকাবার জন্য হাসপাতাল পড়ে রয়েছে। সেখানে বিনে পয়সায় চিকিৎসা হয়।

ডাক্তার : (হেসে) আপনি অনর্থক চটে যাচ্ছেন। হাসপাতালের অভিজ্ঞতা আমারও আছে। আমি বলছিলাম হাসপাতাল ছাড়ার পর পেশাদার ডাক্তার হিসাবে আপনার দাঁত দিয়েই আমার বউনি। তা দাঁত তোলবার আগে গ্যাস নিতে রাজি হলেন না কেন?

মেয়ে : তাতে পাঁচ টাকা বেশি লাগত। আগেই তা জানিয়ে দিতে ভোলেননি।

ডাক্তার : ছিঃ ছিঃ, এ আপনি কী বলছেন! পাঁচটা টাকার জন্য আপনাকে অতটা কষ্ট পেতে হলো। আমি সত্যি লজ্জিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়ে : কেন ? আপনি তো ডাক্তার। মানুষকে কষ্ট দেওয়াই তো আপনার পেশা।

[ডাক্তার অবাক হয়ে বিদেশী পোশাকপরা এই অদ্ভুত মেয়েটিকে মিটমিট করে বারবার দেখে। মনে মনে হাসতে হাসতে হাত ধুয়ে শিশি-বোতল গোছাতে থাকে। মেয়েটি উঁচু চেয়ার থেকে নেমে জানালার কাছে দাঁড়ায়।)]

আপনার ঘরটা সত্যি চমৎকার। নদীর ওপারের গ্রাম পর্যন্ত এই জানালাটা দিয়ে দেখা যায়।

ডাক্তার : জি।

মেয়ে : এই গোটা বাড়িটাই আপনার নাকি ?

ডাক্তার : কী যে বলেন!

মেয়ে : আমারও তাই মনে হয়েছিল। (উঁচু চেয়ারটা দেখিয়ে) দাঁত ওপড়াবার কুর্সিটা—এটা তো আপনার ?

ডাক্তার : হ্যাঁ, ওটা আমার নিজস্ব। ধারে খরিদ।

মেয়ে : হুম। ঠিক যা ভেবেছিলাম। ঘর নিয়েছেন কদ্দিন হলো ?

ডাক্তার : দেড় মাস। আরো কিছু জিজ্ঞেস করার বাকি থাকে তো—

মেয়ে : এখানে আপনার কে কে রয়েছেন ?

ডাক্তার : বিয়েই হয়নি এখনো।

মেয়ে : সেটা আর বলে দিতে হবে না আপনাকে। এক নজরেই আঁচ করেছিলাম। মা-বাবা, ভাই-বোন, কে কে রয়েছেন তাঁদের কথা জানতে চেয়েছিলাম।

ডাক্তার : সঙ্গে কেউ নেই। তারা সব দেশের বাড়িতে।

মেয়ে : হুম। দেড় মাস হলো শুরু করেছেন। আমার দাঁতই প্রথম। পসার কী রকম বুঝতেই পাচ্ছি।

ডাক্তার : গোড়ার দিকে সবার একটু মন্দা যায়।

[আলমারি গুছিয়ে শব্দ করে পাল্লা বন্ধ করে]

মেয়ে : ভালো। (হাতের থলের মধ্যে হাত পড়ে) গ্যাস নিইনি। শুধু পাঁচ টাকা দিতে হবে, না ?

ডাক্তার : পাঁচ টাকা।

মেয়ে : আপনি কি সব কিছুর জন্যই পাঁচ টাকা আদায় করেন নাকি ?

ডাক্তার : জি।

মেয়ে : কেন, বলুন তো ?

ডাক্তার : ব্যবসার সুবিধে হয়। দরাদরির ঝামেলা কম।

মেয়ে : বেশ মজার নিয়ম তো আপনার। ধরুন, এই নিন আপনার ফি। কী রকম তাজা, কড়কড়ে নোটটা দেখেছেন ?—আপনার প্রথম রোজগার। যে যন্ত্রটা দিয়ে মানুষের দাঁত ছ্যাঁদা করেন সেটা দিয়েই এই নোটটা ফুটো করে ঘড়ির চেনের সঙ্গে বুকের কাছে লটকে রাখবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক্তার : শুকরিয়া।

চাকর : (ঘরে ঢুকে) মেম সাহেবের ভাই এসেছেন।

ডাক্তার : এখানে নিয়ে এসো। সব হয়ে গেছে।

[অবিকল মেয়েটির পুরুষ সংস্করণ—ভাই ঘরে ঢুকল। এক বয়সী যমজ ভাই। গায়ে জিন্স-আটা জ্যাকেট, পরনে কর্ডের প্যান্ট। কবজিতে চকচকে ঘড়ি। কথা, হাসি, শরীর আশ্চর্য রকম পরিণত। বয়সের ওজনে ওর সংযত ভাবটাই সবচেয়ে আকর্ষণীয়।]

ভাই : দেরি করে ফেলেছি নাকি ?

মেয়ে : জি। কখন সব খতম হয়ে গেছে।

ভাই : খুব বেশি চেঁচামেচি করিসনি তো ?

মেয়ে : যদ্দুর পেরেছি। তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। এ আমার ভাই—কিসমত, সংক্ষেপে কিসু। আর বাইরে পেতলের ফলকে যার নাম দেখে এসেছ, ইনিই সেই ডক্টর খোরশেদ হোসেন—[যখন ওরা পরস্পরকে ঝুঁকে আদাব দিচ্ছে, তখন গড়গড় করে] সবে মাত্র দেড় মাস। বিয়ে করেননি এখনো। ঘরে জিনিসপত্র যা দেখছ, সবই ভাড়া করা, কেবল ওই দাঁত ওপড়াবার কুর্সিটা ছাড়া। ওটা ধারে খরিদ করা। আমার দাঁত দিয়েই হাতেখড়ি এবং একটানে উপড়ে ফেলেছেন দারুণ নৈপুণ্যের সঙ্গে, আমার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন চমৎকার।

কিসু : ছিঃ বেনু। এরি মধ্যে এই অচেনা ভদ্রলোককে এত রকম প্রশ্ন করে ফেলেছ ?

বেনু : বা-রে! আমি কেন প্রশ্ন করতে যাব। উনি— নিজেই তো—

কিসু : শুনে আশ্বস্ত হলাম। [ডাক্তার] আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ ডাক্তার সাহেব। আমাদের ব্যবহারে কিছু মনে করবেন না যেন। মুশকিল হয়েছে কি জানেন, বড় হয়ে বাংলাদেশে আমরা এই প্রথম এলাম। মা আমাদের সর্বক্ষণ সতর্ক করে দেয়া সত্ত্বেও সব সময়ে ঠিক খাপ খাইয়ে নিতে পারছি না। আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে যাওয়াতে বড্ড আনন্দ হচ্ছে। আজ বিকেলে আমাদের ওখানে চা খাবেন আপনি— দাওয়াত রইল।

[অপ্রত্যাশিত অন্তরঙ্গতার এই লম্ফগতির সঙ্গে তাল রাখবার চেষ্টায় ডাক্তার নিজেকে সামলে নিয়ে কিছু বলবার আগেই ভাই-বোন তোড়ে কথা বলে যায়—]

বেনু : চমৎকার! কোনো কথা নয়, রাজি হয়ে যান ডাক্তার সাহেব।

কিসু : এখনো আমরা কোনো বাড়ি খুঁজে পাই নি। কাছেই হোটেল। হোটেল ম্যারাইন, দোতলায়, পাঁচ নম্বর সুইট।

বেনু : দেখুন না, মাকে কী রকম তাক লাগিয়ে দি। বলে কিনা এদেশের ভদ্রলোকের সঙ্গে মিশতেই পারব না। হুম। মাকে গিয়ে যখন বলব, এই দ্যাখো মা, একদিনেই কেমন এক জাতবাঙালি পাকড়াও করে নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসেছি। তাও যেমন তেমন আদমি নয়, মানী ব্যক্তি, ডাক্তার, ডিগ্রিওয়ালা। মা যা অবাক হয়ে যাবে!

কিসু : কোনো কথা নয়। আপনি আসছেন তাহলে। কথা ঠিক থাকে যেন।

ডাক্তার : কোন কথা ? আমাকে কোনো কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন এতক্ষণ ? আপনারা কে ? আপনাদের পরিচয় কী ? কারো দাওয়াত কবুল করার আগে এ রকম মামুলি দু-একটা খবর অন্তত আমার জানা দরকার।

বেনু : ফুঃ! দেড় মাসে রোগী জোটে একটা! আপনার কী দরকার অত কথায় ? কেউ খানা খেতে ডেকেছেন, খেয়ে চলে আসবেন। ব্যস চুকে গেল।

কিসু : না বেনু, তোমার সঙ্গে আমি একমত হতে পারলাম না। মানুষের মনকে আমি যতখানি জানি, তাতে ডক্টর হোসেনের এই কৌতূহল হওয়াই স্বাভাবিক এবং আমি সাধ্যমত তার জবাব দেব। এ হলো বেনু। ভালো নাম বিলকিস বানু। আমার পুরো নাম কিসমাতুল আহসান। এসেছি বার্মা থেকে। তবে এখানকারই মূল বাসিন্দা। শরীফ খান্দান—

ডাক্তার : আহসান! কোন আহসান ?

বেনু : [হতাশায় ভেঙে পড়ে] ঠিক ধরেছেন।

ডাক্তার : মানে ? কী ঠিক ধরলাম ?

বেনু : আমরা বুঝেছি। আপনি ঠিক ধরেছেন। ভাইয়া, সব গেল— এখানেও এরি মধ্যে সব জানাজানি হয়ে গেছে। [উত্তেজিত হয়ে ডাক্তারকে] এই হয়েছে আমাদের কাল। যেখানে যাই আমাদের নিজেদের সত্তার কেউ কোনো দাম দেয় না। নামী লোকের সন্তান হওয়া কী যে যন্ত্রণা সে আপনি কী বুঝবেন!

ডাক্তার : মাফ করবেন। দেখুন, আমি যে ভদ্রলোকের কথা বলছিলাম, তিনি কিন্তু মোটেই এমন কিছু নামি ব্যক্তি নন। কমলাপুরের সৈয়দ বাড়ির মির্জা আহসান। আপনারা তাঁর ছেলে মেয়ে নাকি শুধু সেটাই জানতে চেয়েছিলাম।

বেনু : না। কেউ না।

কিসু : অত জোর দিয়ে বলো কেমন করে। হতেও তো পারি।

বেনু : ওহ ভুলে গিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই, হতে তো পারিই। হয়তো হবেই বা।

ডাক্তার : কী বলছেন যা-তা। এটাও ঠিক করে জানেন নাকি ?

কিসু : কী করে জানব ?

বেনু : কোনো বুদ্ধিমান সন্তানেরই সে কথা—

কিসু : হু—শ্—ষ্—ষ্। বেনু! (তীব্র এই সংকেতে বেনু, সামলে নেয়। ডাক্তার চমকে ওঠে।) আমাদের আসল পরিচয় তাহলে শুনে রাখুন, ডক্টর। সদ্য বার্মা প্রত্যাগতা স্বনামধন্যা লেখিকা, বেগম রোকেয়া আহসান আমাদের মা। এখানে না হলেও বার্মায় তাঁর খ্যাতির জুড়ি নেই। এমন কোনো পরিবার নেই যেখানে তাঁর বই থরে থরে সাজানো না রয়েছে। 'বিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারা', এ হলো সেগুলোর সাধারণ নাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেনু : প্রথম ভল্যুম, বিংশ শতাব্দীর রান্নাঘর।

কিসু : দ্বিতীয়, বিংশ শতাব্দীর আদর্শ।

বেনু : তৃতীয়, বিংশ শতাব্দীর বেশভূষা।

কিসু : চতুর্থ, বিংশ শতাব্দীর নীতিবোধ।

বেনু : পঞ্চম, বিংশ শতাব্দীর ছেলেমেয়ে।

কিসু : ষষ্ঠ, বিংশ শতাব্দীর মা-বাপ। অষ্টম, নবম, দশম ইত্যাদি ইত্যাদি।

বেনু : কাগজের মলাটে বাঁধাই প্রত্যেকটির মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

কিসু : আর বড় পরিবারের জন্য মজবুত করে টেকসই চামড়ার বাঁধাই-মূল্য পাঁচ টাকা। এখনো না কিনে থাকলে আজই অর্ডার দিন। মনোযোগ দিয়ে পড়বেন, বুদ্ধি ও চরিত্রের সর্বাঙ্গীন উন্নতি হবে।

বেনু : দোহাই আপনার, তাই বলে এখনই নয়, আমরা চলে গেলে পর পড়বেন।

কিসু : বেনু ঠিকই বলেছে। বুঝলেন না, আমরা আবার অনুন্নত মনই বেশি পছন্দ করি। মার বড় দুঃখ, অনেক চেষ্টা করেও আমাদের স্বভাব একটুও শোধরাতে পারেন নি।

ডাক্তার : হুম্।

বেনু : ভাইয়া, বুঝতে পারছ ? ডাক্তার আমাদের দলে। ইনিও সংশোধিত চরিত্র ভালোবাসেন না।

কিসু : চমৎকার! তাহলে তো আর দেরি করা চলে না। রিজিয়ার কথাও এঁকে এক্ষুণি জানিয়ে দিতে হয়। রিজিয়া হলো বিংশ শতাব্দীর যুগনারী, আমাদের বোন।

বেনু : প্রকৃতির অপূর্ব সৃষ্টি।

কিসু : যেমন রূপসী তেমন বিদুষী।

বেনু : রেঙ্গুনের স্বপ্ন।

কিসু : রূপের রানি।

বেনু : (হঠাৎ) বাঃ একেবারে অতটা বলো না ভাইয়া। গায়ের রং অতকটা হলে তাকে ঠিক আর রানি বলা যায় না।

ডাক্তার : (মরিয়া) দেখুন, আমাকে দয়া করে একটা কথা বলতে দেবেন কি ?

কিসু : নিশ্চয়ই একশ'বার। যা খুশি বলতে চান বলে ফেলুন। আমরা চুপ করলাম।

বেনু : ছিঃ ছিঃ বড় লজ্জার কথা। ভদ্রলোককে এতক্ষণ একটা কথাও বলার সুযোগ দিইনি। দুঃখিত।

ডাক্তার : (মুরুব্বিয়ানা সুরে) দেখুন, আপনাদের বয়স-সুলভ চপলতাকে সংযত করে যদি একবার।

বেনু : (ঝাঁপিয়ে পড়ে) কী বলেন ? হুম্, আপনার বয়স কত এখন ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিসু : তা ত্রিশের ওপর হবে।

বেনু : অসম্ভব। পঁচিশের একচুলও ওপরে নয়।

কিসু : বাজে বকো না।

বেনু : (ডাক্তারকে) কিছু বলছেন না কেন? যা হয় একটা কিছু বলে ঝগড়াটা শেষ করে দিতে পারছেন না?

ডাক্তার : (এখনো হকচকিয়ে) মানে আমি আপনাদের—আমাকে—(হাল ছেড়ে দিয়ে) আমার বর্তমান বয়স উনত্রিশ।

কিসু : (বেনুকে) হলো তো। খামকা তর্ক করেছিলি।

বেনু : হু, যেন তোমারটাই কত ঠিক হয়েছে।

কিসু : (হঠাৎ বিবেক) এই যা, আমরাই কথা বলছি। সত্যি একেবারে জংলী স্বভাব হয়ে গেছে আমাদের।

বেনু : চুপ! (আঙুল দিয়ে নিজের ঠোঁট চেপে ধরে বসে পড়ে)

ডাক্তার : শুকরিয়া (দু'জনের সামনে একটা কুর্সি টেনে বেশ গুছিয়ে বসে। তারপর বেনুকে লক্ষ্য করে) এখানে এসে অবধি কোনো স্থানীয় পরিবারের সঙ্গে মিশেছেন এখনো? (ভাইবোন স্পষ্ট করে মাথা নাড়ে। মুখ খুব গম্ভীর।) কিছু মনে করবেন না, একেবারে খোলাখুলিই সব বলতে হচ্ছে। (ভাইবোন সোৎসাহে মাথা নাড়ে।) এখানে পোশাক-পরিচ্ছদ, স্বভাব-চরিত্র যতই আপত্তিকর হোক না কেন, কিছু এসে যায় না। আমাদের সমাজে সবচেয়ে দামি জিনিস হলো বংশ পরিচয়। খান্দানের ছাপ, পিতৃ-পরিচয় ছাড়া এ সমাজে প্রবেশ করার অন্য কোনো রাস্তা নেই। সে বাপ জিন্দাই হোক আর মরহুমই হোক। আপনাদের কথাবার্তা শুনে আমার সন্দেহ হচ্ছে, এই অত্যাবশ্যক ছাড়পত্রটাই যেন কোথায় হারিয়ে ফেলেছেন। (ভাইবোন করুণভাবে মুখ নাড়ে) মাফ করবেন, এ সমাজে বাস করে আপনাদের দাওয়াত কবুল করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। (ভাবখানা : ব্যস্ সব শেষ।)

কিসু : (দীর্ঘ নিঃশ্বাসসহ) চল্, বেনু। উঠি এবার তাহলে।

বেনু : বেশ, চল। আচ্ছা চলি আমরা (সম্পূর্ণ বৈরাগ্য নিয়ে ভাইবোন দরজা অবধি এগিয়ে গেছে।)

ডাক্তার : (অনুশোচনায় দগ্ধ) দেখুন, একটু দাঁড়ান। আপনারা এমনভাবে চলে গেলে নিজেকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারব না। মনে হবে একটা জানোয়ারের মতো ব্যবহার করলাম।

বেনু : সেটা আপনার নিজের বিবেকের ব্যাপার।

ডাক্তার : (সব মুখোশ খুলে ফেলে, মরিয়া) আমার বিবেক! জাহান্নামে যাক আমার বিবেক। সব কথাই তাহলে খুলে বলছি। এর আগে আরো দু-বার ডাক্তারি করব বলে কাজে নেমেছিলাম। বিবেকের তাগিদে রোগীকে কোনোদিন ফাঁকি দিতে চাইনি। রোগী কী শুনতে ভালোবাসে তার পরোয়া না করে বরাবরই যেটা সত্য সেটা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছি। কী লাভ হয়েছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাতে জানেন ? পসার খতম। মরিয়া হয়ে আবার নতুন করে আরম্ভ করেছি। এই আমার আখেরি মওকা। ঘর সাজাতেই শেষ পাই-পয়সা পর্যন্ত বেরিয়ে গেছে। এক কড়িও এ পর্যন্ত ভাড়া দিইনি। রেস্টুরেন্টে এখনো বাকি চলে বলে দু'বেলা পেটে দানা পড়ে। বাড়িওয়ালা টাকার কুমির, কিন্তু বেশি দিন ভাড়া না পেলে চুপচাপ বসে থাকার পাত্র সে নয়। এদিকে আমার রোজগার দেড়মাসে পাঁচ টাকা। আমার মতো ট্যাকফাঁকা লোক যদি সমাজের দাগ কেটে দেয়া পথ থেকে একচুল নড়ে, তবে সমাজ অমনি গ্যাঁক করে টুটি টিপে ধরবে। ক্ষমা করবে না। আপনারাই বলুন এ রকম অবস্থায় পিতৃ-পরিচয়হীন কারো দাওয়াত কবুল করতে যদি কিছু ইতস্তত—

বেনু : নানার পরিচয় হলে কাজ চলে ? নানা কিন্তু ফার্সিতে মস্ত আলেম ছিলেন।

ডাক্তার : (দ্বীপে পরিত্যক্ত নাবিক দিগন্তে পালের রেখা দেখতে পেয়েছে) বলেন কী ? আপনার নানা আছেন!

বেনু : মাত্র একজন, ছিলেন।

ডাক্তার : এতক্ষণ সে কথা বলেননি কেন ? ফার্সিতে আলেম ? কোনো কথা আছে আর ? এক মিনিট। অপেক্ষা করুন। আমি এক্ষণি কাপড়টা বদলে আসছি।

[ভাইবোন অবাক]

কিসু : (বেশ ঝাঁঝ দিয়ে) ইস্। ভড়ং কত! যেন হাতির দাঁত তোলেন! রোজগার নেই এক পয়সা, অথচ ভাবখানা আমাদের দাওয়াত কবুল করে যেন আমাদেরই কৃতার্থ করেছেন। ক'দিন পরে যে আমাদের দৌলতে প্রথম পেটপুরে ভালো খাবার খেতে পাবেন সেটা যেন আমরা বুঝি নে।

[পা দিয়ে চেয়ারের পায়ে লাথি মারে]

বেনু : অসহ্য। আর সহ্য হয় না ভাইয়া। এ কী রকম আজব দেশ বল তো ? দেখা হতে না হতেই জানতে চায়— কার সন্তান ? বাপ কে ? কী পরিচয় ?

কিসু : উপায় যখন নেই আমাদেরও একটা বিহিত করতে হবে এর। আর লুকিয়ে রাখলে চলবে না। মাকে বলতে হবে, আমাদের বাবা কে ছিলেন ?

বেনু : কিংবা কে তিনি ? বেঁচেওতো থাকতে পারেন।

কিসু : না থাকলেই ভালো। হঠাৎ করে এতদিন পরে আবার একজন জীবন্ত বাবা পছন্দ নাও করতে পারি।

বেনু : তার কোনো মানে নেই। ধর, তিনি বেঁচে আছেন এবং বেশ মোটা টাকার মালিক, তাহলে।

কিসু : সেটা সম্ভব বলে মনে হয় না। মানুষের চরিত্র আমি যতখানি জানি, টাকা থাকলে আমাদের মতো এমন চমৎকার একটা মিষ্টি পরিবারকে কোনো বাবাই দূরে ফেলে রাখতে পারতেন না। সে থাকগে, ভালো দিকটাই আশা করা যাক। যদিও বেঁচে না থাকার সম্ভাবনাই বেশি।

[কম্পাউন্ডার প্রবেশ করে]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কম্পাউন্ডার : দু'জন ভদ্রমহিলা আপনাদের খোঁজ করছেন। বোধহয় আপনাদের মা আর বোন হবেন।

[মা ও মেয়ে ঘরে ঢুকে পড়েছে। মিসেস রোকেয়া আহসান ও রিজিয়া। মা শক্ত-সমর্থ দেহের মধ্যবয়সী ভদ্রমহিলা। পরনে পরিচ্ছন্ন সাদা শাড়ি, চোখে চশমা, শান্ত সৌম্য সুন্দর মুখাবয়ব; রিজিয়া দীর্ঘাঙ্গী, সুদেহী, উজ্জ্বল্যতন্বী। একটু ধারালো এবং ঝাঁঝালো। পরনে সাদা সিলক শার্ট, কালো ক্রেপের ট্রাউজার। পায়ে চামড়ার দড়ির সাদা গ্রিসিয়ান, কবজিতে সোনালি ব্যান্ডের জ্বলজ্বলে হাতঘড়ি। ঘরে ঢুকেই মা বেনুর দিকে এগিয়ে যায়। রিজিয়া জানালার দিকে, যেন কাউকে লক্ষ করেনি]

মা : এখন কেমন আছিস ? দাঁতের ব্যথাটা কমেছে ?

বেনু : একদম সেরে গেছে। দাঁতটা একেবারে উপড়ে ফেলেছে মা।

কিসু : এ দাঁতের ডাক্তার কিন্তু কাবেল লোক। বেশ নামডাক আছে। জান তো মা, বিকেলে আমাদের সঙ্গে চা খেতে রাজি করিয়েছি ওকে।

[সুট-টাই ছেড়ে ডাক্তার সদ্য ধোপভাঙা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে ঘরে ঢোকেন। মানিয়েছে খুব। ঘরে ঢুকেন প্রায় ছুটতে ছুটতে। পাঞ্জাবির বুকের বোতাম তখন সবগুলো লাগানো হয়নি, ঘরে ঢুকেই থ' হয়ে যান। রিজিয়া নির্মম একাগ্রতার সঙ্গে তাকিয়ে থাকে ডাক্তারের দিকে]

কিসু : এই যে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আপনাকে ডক্টর। ইনি আমার মা। আর উনিই আমার বোন, রিজিয়া খানম।

[রিজিয়া মাথা একটু ঝোঁকায়। ডাক্তার কিন্তু একবার সেদিকে চোখ তুলেই অনেকক্ষণ পলক ফেলতে ভুলে যায়। সামলে নিতে গিয়ে আরও কেলেঙ্কারি করে ফেলে। পাঞ্জাবির খোলা বোতামটি তাড়াতাড়ি লাগাতে গিয়ে নিচেরটাও খুলে ফেলে। হেসে ফেলে বসে পড়ে। অর্থাৎ যাকে বলে প্রথম দৃষ্টিতেই আহত।]

মা : আপনার সাথে আলাপ হওয়াতে বড় খুশি হলাম। বিকেলে চা খেতে আসবেন শুনে আরও খুশি হয়েছি।

ডাক্তার : শুকরিয়া। মানে আপনাদের আপত্তি না থাকলে, ইয়ে মানে, আপনারা এত খুশি হয়ে দাওয়াত করেছেন আর আমি, ইয়ে—

[কম্পাউন্ডারের প্রবেশ]

কম্পাউন্ডার : বাড়িওয়ালা বলে পাঠিয়েছেন বেরিয়ে যাবার আগে নিশ্চয়ই যেন ওর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করে যান।

ডাক্তার : হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেসব পরে দেখা যাবে খন। বলে আসুন গে, চার-পাঁচজন রোগী নিয়ে এখন খুব ব্যস্ত, ফুরসত পেলে নিশ্চয়ই আসব। যান। (কিসমত ছাড়া বাকি সবাই একটু হকচকিয়ে যায়। কম্পাউন্ডারকে ডেকে) শুনুন। বলুন গিয়ে, যদি সময় করে উঠতে পারি, এক ফাঁকে গিয়ে ওকেও দেখে আসব। জরুরি কিছু হলে উনি এখানেও চলে আসতে পারেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কম্পাউন্ডার : জি, আচ্ছা। (চলে যায়)

মা : (চলে যাবার জন্য ওঠে) আপনাকে বোধহয় আমরা আটকে রাখছি। আমরা বরঞ্চ এখন—

ডাক্তার : কিছু না, কিছু না। ভুলেও সে রকম কিছু ভাববেন না। আপনি আমাকে তুমি করেই বলবেন। নইলে বড় লজ্জা পাব। দেখুন, ব্যাপার হয়েছে কি জানেন, আপনারা যতক্ষণ হাজির আছেন ততক্ষণ রক্ষে। আমাকে একা ফেলে চলে যাবেন না যেন। দেড় মাসের ভাড়া বাকি। এর মধ্যে আজই প্রথম রোগীর সাক্ষাৎ মিলেছে। অবস্থাটা বুঝতে পারছেন। এই রকম ঘরভর্তি রোগীর সামনে বাড়িওয়ালার সঙ্গে মুলাকাত আমার পক্ষে লাভজনক হবে।

বেনু : (বিরক্ত) আপনি কোনো কাজের লোক নন। মার সামনে সব ফাঁস করে দিলেন ? আমি কোথায় আরো ভেবেছিলাম আপনাকে একজন গণ্যমান্য বলে চালিয়ে দিয়ে মা'র কাছ থেকে বাহাদুরি নেব! আপনি একেবারে বেরসিক।

মা : (গম্ভীরভাবে, বিচলিত) বেনু, বেনু। ছিঃ ছিঃ। অমন করে কাউকে কিছু বলতে আছে! (ডাক্তারকে) তুমি বাবা, কিছু মনে করো না। উড়নচণ্ডী ছেলেমেয়েগুলোকে কিছুতেই বশ করতে পারি নি।

ডাক্তার : কিছু না, কিছু না। সেজন্য আপনি কিছু ভাববেন না। এতক্ষণে আমার বেশ আদত হয়ে গেছে। বরঞ্চ কিছু যদি মনে না করেন, পাঁচ মিনিট আরো অপেক্ষা করুন, আমি এক ছুটে বাড়িওয়ালাকে একটা সেলাম ঠুকে চলে আসছি।

বেনু : বেশি দেরি করবেন না। ভয়ঙ্কর ক্ষিদে পেয়েছে।

মা : বেনু, ছিঃ মা।

ডাক্তার : (বেনুকে) যাব আর আসব।

[রিজিয়া এখনো এক দৃষ্টিতে ডাক্তারকে দেখছে। ডাক্তার দরজার কাছ থেকে সে চোখের দিকে একবার তাকায় ও থমকে যায়। সহজ হয়ে তাড়াতাড়ি চলতে গিয়ে চৌকাঠে একবার হোঁচট খায়। বিদায়টা হাস্যকরভাবে করুণ হয়ে ওঠে। সবাই লক্ষ করে।]

কিসু : (ডাক্তার সম্পূর্ণভাবে অদৃশ্য হবার পর, বেনুকে) লক্ষ করেছিস তো ? (রিজিয়াকে) আপা, প্রথম নজরেই ও বেচারাও কুপোকাত। ক্রীতদাস আরেকটা বাড়ল। এটা বুঝি পনের নম্বর, না আপা ?

মা : আহ্ বড্ড বাড়াবাড়ি করছিস কিসমত। ওরা কেউ শুনতে পাবে।

কিসু : তার কোনো ভয় নেই। (তারপর গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলবার জন্য পাকাপাকিভাবে তৈরি) দেখ মা, তোমার সঙ্গে আজ একটা চরম বোঝাপড়া দরকার। আমি আর বেনু এ নিয়ে অনেকদিন থেকেই আলোচনা করে আসছি। মানুষের মন যতখানি বুঝতে পেরেছি তা থেকে এটা আমরা সহজেই ধরতে পেরেছি যে, তুমি এখন পর্যন্ত এই সহজ প্রচণ্ড সত্যটাকে স্বীকার করতে পারছ না যে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেনু : আমরা এখন আর কচি শিশু নই, বয়স হয়েছে, বুদ্ধি হয়েছে। বড় হয়েছি।

মা : হঠাৎ এ নালিশ কেন ?

কিসু : কারণ আমরা মনে করি, কতকগুলো বিশেষ ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে তোমার আরো খোলাখুলি কথাবার্তা হওয়া উচিত। আমাদের ওপর এতটুকুও আস্থা তোমার নেই কেন ?

মা : কিসু, কী বলছ, খেয়াল রেখ। তোমাদের আমি এই শিখিয়েছি ? আমি বরাবরই মনে করি, পারিবারিক জীবনের রূপ দু'রকম হতে পারে। যে ধরনের পরিবার বুদ্ধি হওয়া অবধি তুমি চিনতে শিখেছ সেখানে একজন আরেকজনের ব্যক্তিগত জীবন বা চিন্তায় কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করে না। প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ স্বাধীন ও মুক্ত। এই পারিবারিক জীবনের উলটো কদর্য রূপটা তুমি কোনোদিন দেখনি— যেখানে স্বামী স্ত্রীর চিঠি খুলে পড়ে, প্রতিটি মুহূর্ত আর প্রতিটি পয়সার হিসেব-নিকেশ স্ত্রীকে স্বামীর কাছে দাখিল করতে হয়, যেখানে মায়েরা পাল্টা জুলুম চালায় ছেলেমেয়েদের ওপর। ব্যক্তিগত জীবনের কোনো কিছুই সেখানে গোপনীয় নয়— স্নেহ, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা-ভক্তি, ধর্ম-নীতি সবই জুলুমের হাতিয়ার। ওহ কী করে বোঝাব আমি তোমাদের! (ক্লান্ত, নিঃশ্বাস নিতে থামলেন।)

বেনু : (নির্বিকার) দ্রষ্টব্য 'বিংশ শতাব্দীর পিতামাতা'। পরিচ্ছেদ-ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। কিন্তু মা, এড়াতে চেষ্টা করো না, আমরা যা বলছিলাম সে কথায় এস।

মা : (সস্নেহে) পাগলি মেয়ে। সব কিছুই হালকা করে দেখার কী অদ্ভুত ক্ষমতা তোমাদের! আমার কাছে যা চরমতম তিক্ততায় ভরা, সেটা তোমরা এত সহজে উড়িয়ে দিতে পারিস! (একটু গম্ভীর হয়ে, কিসুকে) কিছুই আমি এড়াতে চাইনি। কিন্তু তার আগে আমার একটা কথার জবাব দাও। কিসু, তোমার নিতান্ত ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে আমি কোনোদিন কোনো রকম কৌতূহল প্রকাশ করেছি ? যদি না করে থাকি তাহলে তুমিও আমাকে সে সম্মান কেন দেখাবে না ?

কিসু : কারণ আজ আমরা যা জানতে চাই, সেটা কেবল তোমার ব্যক্তিগত জীবনের ব্যাপার নয়— সেটা আজ আমাদেরকেও স্পর্শ করেছে।

বেনু : তাছাড়া, কৌতূহল একবার জাগলে মিটিয়ে ফেলাই সবদিক থেকে স্বাস্থ্যকর। এও তোমারই শিক্ষা, মা!

মা : বুঝতে পেরেছি, তোমরা আমাকে প্রশ্ন না করে ছাড়বে না।

কিসু ও বেনু : আমরা জানতে চাই, সত্যি সত্যি আমাদের—

কিসু : বেনু! প্রশ্নটা কী তুই করবি না আমি করব ?

বেনু : থাক, থাক। বল। তুমিই বল।

কিসু : তাড়াহুড়ো শব্দ করবি না। প্রশ্নটা খুবই সাধারণ, মা। একটু আগে ঐ গজদন্তের কারিগরটা, মানে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা : ছিঃ, কাকে কী বলছ কিসু।

কিসু : দাঁতাল ডাক্তার কথাটা আমার অপছন্দ। ঐ স্বর্ণগজদন্তের কারিগর আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছিল, কমলাপুরের মীর্জা আহসান সাহেব আমাদের পিতা কিনা। তোমার শিক্ষায় দীক্ষিত আমরা। 'বিংশ শতাব্দীর নীতিবোধ বর্ণিত উপদেশ-অনুযায়ী অনাবশ্যক মিথ্যা কথাকে যথাসম্ভব বর্জন করবার সংকল্প নিয়ে আমরা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলাম— আমরা ঠিক বলতে পারব না।

বেনু : না জানলে বলব কী করে!

কিসু : জবাব শুনেই মাড়ির মিস্ত্রি বেঁকে বসল। জানিয়ে দিল, এ রকম ক্ষেত্রে আমাদের দাওয়াত কবুল করা নাকি তার পক্ষে সম্ভব নয়। যদিও গত দেড়মাসের মধ্যে একবারও কেক বিস্কুট শুঁকে দেখার ওর সুযোগ ঘটেছিল কিনা সন্দেহ। মানব জীবন সম্পর্কে যতদূর আমি জানি— তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদেরও একজন পিতা ছিলেন— এবং তুমিও তা জান।

মা : (বিচলিত, রক্তবর্ণ) কিসু, চুপ কর, চুপ কর। তোমাদের জীবনে তোমাদের বাবা কিছু নয়। এর বেশি কিছু জানতে চেও না।

[কিসু ও বেনু চুপ করে থাকে কিন্তু সন্তুষ্ট হয় না। হঠাৎ স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে ঘরের অন্য কোণ থেকে হঠাৎ]

রিজি : মা! জানার আমাদের অধিকার আছে।

মা : 'আমাদের' ? কাকে বলছ ?

রিজি : আমরা তিনজন— তোমার ছেলেমেয়ে।

মা : (আহত) তোমার মুখে 'আমরা' বলতে বরাবরই বোঝত আমাদের দু'জনকে-মা আর মেয়ে। এতটার জন্য আমি তৈরি ছিলাম না, রেজু।

কিসু : (বিচলিত) তোমাকে খামকা দুঃখ দিচ্ছি, মা। থাক, ছেড়ে দাও ওসব কথা। এসব কথায় তুমি কষ্ট পাবে ভাবিনি। যাক্‌গে। আমি কিছুই জানতে চাই না।

বেনু : লক্ষ্মীটি মা, তুমি মন খারাপ করো না। আমরা কেউ কিছু জানতে চাই না।

মা : তোরা আমায় বড় ভালোবাসিস, না ?

রিজি : আমি আমার অধিকারের ওপর দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি, মা। জানার অধিকার আমাদের আছে।

মা : (তিক্ত) জবাব না শুনে তুমি কিছুতেই ছাড়বে না ?

রিজি : তুমি কি চাও এ ব্যাপারে আমরা আমরণ অজ্ঞই থেকে যাই ?

বেনু : রেজু আপা, মাকে কেন খামকা কষ্ট দিচ্ছ ?

রিজি : দুর্বল হয়ে লাভ কী ? এ ভদ্রলোক কী রকম করলেন সে তো শুনতেই পেলে, মা। আমার বেলাতেও এই রকম ঘটেছে।

মা : কী বললে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেনু : সব খুলে বল।

কিসু : তোমার আবার কী হলো!

রিজি : তেমন গুরুতর কিছু নয়। আমরা যে জাহাজে আসি তার ফার্স্ট ক্যাপটেনকে তোমরা দেখেছ ? সে আমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করছিল।

বেনু : হতে পারে না। সে আমার কাছে প্রস্তাব করেছিল।

মা : ফার্স্ট ক্যাপটেন ? তুমি কী জবাব দিলে! (শুধরে নেয়) ভুল হয়ে গেছে। ওকথা আমি জিজ্ঞেস করতে পারি না।

রিজি : নতুন জবাব আর কোত্থেকে দেব ? যে মেয়ে নিজের বাবার পরিচয় জানে না সে কারও প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারে না। জাহাজের ক্যাপটেন হলেও নয়।

মা : তুমি নিশ্চয় গ্রহণ করতেও চাওনি!

রিজি : চাইনি। কিন্তু যদি চাইতাম তাহলে বা কী লাভ হতো!

কিসু : বেনু, এসব কথা তুইও ভেবেছিলি নাকি!

বেনু : মোটেই নয়। আমি বলে দিয়েছি যে আমি রাজি আছি।

রিজি : রাজি হয়ে গেলি!

মা : (চিৎকার করে) বেনু!

কিসু : মেয়েটা বলে কী!

বেনু : দেখতে এত বোকা বোকা দেখাচ্ছিল।

মা : এ তুমি কী করেছ বেনু? এ কথা বলতে গেলে কেন।

বেনু : মজা লাগছিল। আংটি বানাবে বলে আমার আঙুলের মাপ পর্যন্ত চেয়ে নিয়েছে। তোমাকে বললে তুমিও আমার মতো করতে।

মা : না, করতাম না। সত্যি বলতে কী, সে লোক আমার সঙ্গেও অন্তরঙ্গ হতে চেষ্টা করেছে। আমি ওকে পরামর্শ দিই কমবয়সী মেয়েদের ওসব কথা শোনাতে, যারা শুনে হয়তো খুশিই হবে। লোকটা দেখছি আমার উপদেশ-পালনে বিলম্ব করে নি। আমি দুঃখিত রিজিয়া, যে, তুমি আমাকে দুর্বল মনে কর। তোমরা যা জানতে চাও তা আমি এখনো তোমাদের কাছে বলতে পারব না। তোমরা এখনো ছেলেমানুষ।

বেনু : সে-কী মা ? এত গ্রন্থ রচনার পর তোমার মুখেই এই বাণী ? তোমার বই থেকেই মুখস্থ বলছি মা, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সন্তান যখন প্রশ্ন করা শুরু করবে, তখন তাকে কখনও এড়িয়ে যেও না। তার সকল প্রশ্নের জবাব দাও, সোজাসুজি সত্য জবাব দাও। দ্রষ্টব্য 'বিংশ শতাব্দীর মাতৃত্ব'।

কিসু : প্রথম পৃষ্ঠা—

বেনু : প্রথম পরিচ্ছেদ—

কিসু : প্রথম বাক্য—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা : প্রশ্ন করবার বয়স তোমাদের হয়নি, এ কথা আমি বলি না; জানতে চাওয়ারও তোমাদের অধিকার আছে। কিন্তু তাকে গ্রহণ করার মতো পরিণতি এখনো তোমাদের আসেনি। লক্ষ্মীটি, তোমরা আমায় ভুল বুঝো না। এতখানি তিক্ত অভিজ্ঞতা পেরিয়ে এসেছি যে সমদুঃখী ছাড়া অন্য কাউকে আমি সে সব কথা শোনাতে পারব না, বোঝাতে পারব না।

কিসু : তার মানে কোনোদিন তুমি বলতে চাও না ?

রিজি : (একটু নরম) ইচ্ছে করে তোমাকে কষ্ট দেয়ার জন্য কিছু বলিনি, মা।

মা : সে কি আর আমি বুঝি না পাগলি।

রিজি : (তবুও ছাড়ল না) কিন্তু তাই বলে আমাদের বাবা আমাদের কাছে কিছু নয়, এমন কথা তুমি বলতে পারলে!

মা : (কঠিন) তোমার বাবাকে একটুও মনে আছে তোমার ?

রিজি : আবছা আবছা। খুব সামান্য।

মা : পরিষ্কার করে মনে করতে পারছ না— না ?

রিজি : না।

মা : (দাঁত চেপে) যদি কোনোদিন আমি তোমাদেরকে মারি, বাজার থেকে শংকর মাছের চাবুক কিনে এনে মারতে মারতে তোমাদের চামড়ায় দাগ কেটে দি, তা হলে সেদিনের কথা আর সেদিনের আমাকে ভুলতে পারবে কখনো ? সময় থাকতে যদি তোমাদের সরিয়ে না নিতাম তাহলে তোমার বাবার ঐ রকম একটা মূর্তি চিরদিন মনে আঁকা থাকত। সেই জীবনের আওতার বাইরে এনে তোমাদের আমি এত বড় করেছি। তোমরা এখন আমার জীবনের গণ্ডির ভেতর। আরেকবার সে নাম ডেকে এনো না, উচ্চারণ করো না।

[সবাই স্তব্ধ হয়ে যায়, ডাক্তার প্রবেশ করে]

ডাক্তার : আপনাদের অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রাখলাম। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে কী জানেন, আমার এই বাড়িওয়ালাটা এক আজব বুড়ো।

বেনু : সত্যি ? সবটা গল্প বলুন! আপনার ভাড়া শোধ করবার সময় দিয়েছে তো ? কত দিনের ?

মা : আহ্ বেনু, ছিঃ! সব সময় প্রশ্ন কর কেন ?

বেনু : থাক, প্রশ্ন করব না আর। (ডাক্তারকে) বলুন আপনি।

ডাক্তার : প্রধান ঘটনা এই যে বাড়িভাড়া আমাকে এখন দিতেই হবে না। সেজন্য তিনি ডাকেনও নি। আসলে ওর নিজেরই একটি দাঁতের কোণ ভেঙে গেছে। কামড়ে ধরে আখরোট ভাঙছিলেন। উনি চান যে, আমি এ ভাঙা দাঁতটা একটু দেখে দিই। এখুনি। তারপর ওর সঙ্গে সঙ্গে কোনো বড় হোটেলে খেতে যাই।

বেনু : বাঃ চমৎকার! দাঁতটা উপড়ে ফেলে দিয়ে ওকেও সঙ্গে নিয়ে চলুন না, সবাই মিলে এক সঙ্গে খাওয়া যাবে। (দরজার কাছে গিয়ে) কম্পাউন্ডার সাহেব,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিচে গিয়ে বুড়ো সাহেবকে এখানে চলে আসতে বলুন। (ভেতরে ঢুকে) ঐ যা, একটা কথা। বুড়ো লোক কেমন ? মানে এদেশের ভাষায়। অর্থাৎ— মা-বাবা, পিতৃপরিচয়, বংশ তালিকা, খান্দান, এগুলোতে বুড়োর কোনোরকম কেলেঙ্কারি নেই তো ?

ডাক্তার : নিশ্চয়ই না, আমাদের চেয়ে অনেক ভালো।

বেনু : তাহলে তো কথাই নেই। দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন ? ছুটে গিয়ে নিয়ে আসুন না।

ডাক্তার : (মাকে আড়চোখে চেয়ে) মানে আপনাদের দেখে উনিও যে খুব খুশি হবেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই— আপনারা যদি সত্যি ওকে—

মা : নিশ্চয়ই। একশ'বার। ওকে সঙ্গে নিয়ে আসুন। আমি খুব খুশি হব। তবে আমাকে এক্ষুণি উঠতে হচ্ছে, একটা জরুরি কাজ রয়েছে। হোটেলে আমার একজন পুরনো পরিচিত ভদ্রলোককে আসতে বলেছিলাম। আজ এই আঠার বছর বাদে প্রথম তার সঙ্গে আমার দেখা হবে। দেরি করতে চাই না। চলি তাহলে।

ডাক্তার : নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

রিজি : আমি সঙ্গে আসব ?

মা : না, না, কোনো দরকার নেই ! আমি ওর সঙ্গে একাই দেখা করতে চাই। আসি।

[আদাব বিনিময়। ডাক্তার মাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সঙ্গে বেরিয়ে যায়। দরজায় টোকা পড়ে]

রিজি : কে ?

কম্পাউন্ডার : (মাথা গলিয়ে) উনি এসে পড়েছেন।

রিজি : কে ?

কম্পাউন্ডার : মি. ইয়াজদানী (সরে যায়)

বেনু : কে ? পিয়াজদানী ?

কিসু : বাড়িওয়ালা বুড়ো ? চুপ্। সব এটেনশন। (গুছিয়ে ভদ্রভাব ফোটাতে চেষ্টা করে ফিস্ ফিস্ করে তাড়াতাড়ি) বুড়োকে পছন্দ হলে আমি বেনুকে ইশারা করব। বেনু যদি সমর্থন করে তবে সেও তোমাকে চোখ টিপবে। তখন কোনো দ্বিধা না করে বুড়োকে দাওয়াত করে বসবে; চুপ আসছে।

[বুড়ো বাড়িওয়ালাকে নিয়ে ঘরে ঢোকে ডাক্তার। বাড়িওয়ালার বয়স পঞ্চাশের উপরে। চামড়ায় কুঞ্চনের রেখা এখনো দেখা দেয়নি। চর্বি কিছু আছে। পোশাক সৌখিন। কথাবার্তায় একটু উচ্চ। দাড়িচুল একরোখা, সাদা। কোনো কারণে বুড়ো ডাক্তারকে স্নেহের চোখে দেখে, নইলে ডাক্তারকে পথে বসতে হতো অনেকদিন আগেই। ওপরে ওপরে না দেখলেও ভেতরে ভেতরে ডাক্তার এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সচেতন। বুড়োর ধমক কিংবা গালি-গালাজের আমল দেয় না।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক্তার : (বুড়োকে পরিচয় করিয়ে দেয়)—এরা তিনজন ভাইবোন। রিজিয়া খানম, কিসমাতুল আহসান আর বেনু। ইনি বাড়ির মালিক, আমার আশ্রয়দাতা, মি. ইকরামুল ইয়াজদানী। (বুড়োকে) এদের দেখা হয়ে গেছে। আপনি বসুন।

বেনু : এই উঁচু চেয়ারটায় বসুন আপনি। ওটাই সবচেয়ে আরামের।

বুড়ো : এরা সব দাঁড়িয়ে কেন ?

রিজি : আমরা এখন চলে যাচ্ছি। আপনি বসুন।

ডাক্তার : (বেশ ব্যস্ততার ভাব নিয়ে। এটা ওটা ঠিক করতে করতে) বসুন, আপনি বসছেন না কেন ? ক্লান্ত হয়ে এসেছেন, একটু কাত হয়ে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিন।

বুড়ো : বেশ। তোমাদের চেয়ে বয়সে আমি অনেক বড়। আমিই ওটায় বসছি। (উঠে বসে!)

[ইশারায় তিনজোড়া চোখ পরস্পরকে সম্মতি জানায়।]

রিজি : আপনাকে একটা অনুরোধ করব, আশা করি, রাখবেন।

বুড়ো : বলো।

রিজি : আপনার ডক্টরকে আমাদের ওখানে আজ আমরা দাওয়াত করেছিলাম—কিন্তু আপনিও তাকে আটকে রাখতে চান বলে উনি একটু উভয়সংকটে পড়েছেন। তার চেয়ে যদি আপনিও আমাদের এখানে যেতে রাজি হন, তাহলে আমরা সবাই খুব খুশি হব। আমাদের মাও বড় আনন্দিত হবেন।

বুড়ো : (রিজিয়াকে দেখে নিয়ে) একশ'বার যাব।

রিজি : গুঞ্জন অনেক শুকরিয়া।

বেনু : করে কী যে খুশি হয়েছি।

কিসু : ওঠে ভাবতেও পারিনি এত সহজে সব হাসেল—

[থতমত খেয়ে তিনজনই এক সঙ্গে থেমে পড়ে। স্তব্ধতার অস্বস্তি কাটাবার জন্য বেনু ফট করে আরো বেয়াড়া প্রশ্ন করে বসল।]

বেনু : (বুড়োকে) আপনার বয়স কত ?

রিজি : (বাধা দিয়ে, ডাক্তারকে) আমরা চলি তাহলে এখন। কথা রইল বিকেলে আসছেন। ওঁকে সঙ্গে নিয়ে আসতে ভুলে যাবেন না যেন।

[যেতে যেতে এগোয়]

ডাক্তার : সে ভয় নেই। (রিজিয়াকে দরজা খুলে দেয়। তারপর তাকে এগিয়ে দেবার জন্য ডাক্তার ও কিসু চলে যাবে।)

বেনু : (এতক্ষণে বুড়োর গা ঘেঁসে এসে পড়েছে) আমার পরামর্শ নিন, ভালো হবে। ডাক্তারকে বলবেন গ্যাস দিয়ে তারপর দাঁত ওঠাতে। কিছু, না, মাত্র পাঁচ টাকা বেশি লাগবে। তাতে কী এসে যায়, আপনার তো আর টাকার অভাব নেই, আরাম পাবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুড়ো : (মজা পায়) তাই নাকি ? বেশ, বেটাকে তাই বলব। (বেনুকে ভালো করে দেখে) তুমি আমার বয়স জানতে চেয়েছিলে না! পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে।

বেনু : আমারও তাই মনে হয়েছিল।

বুড়ো : কেন চেহারা দেখেই বোঝা যায় নাকি ! (ভালো করে দেখছে বেনুকে।)

বেনু : আমার চেহারা কী দোষ করেছে ! ও রকম করে কী দেখছেন !

বুড়ো : তোমার সঙ্গে আর একজনের চেহারার আশ্চর্য মিল রয়েছে।

বেনু : কার মতো!

বুড়ো : অবিকল আমার মায়ের চেহারা।

বেনু : আমার চেহারা আপনার মার মতো ! কী যা তা বলছেন ! আপনার মেয়ের মতো বলুন।

বুড়ো : (গভীর ঘৃণায় মুখ কুঁচকে) কী বললে! আমার মেয়ে ? না আমার মেয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখিনি তোমাকে। দেখার প্রবৃত্তিও নেই।

বেনু : (দরদ দিয়ে) কী হলো! দাঁত খুব ব্যথা করছে নাকি!

বুড়ো : না, না। ও কিছু নয়, কিছু নয়। বুকের মধ্যে পুরনো দিন মোচড় দিয়ে উঠেছিল।

বেনু : দুটোরই এক চিকিৎসা। উপড়ে ফেলুন। 'Pluck from the memory a rooted sorrow'। সঙ্গে গ্যাস নিন, আরো ভালো। মাত্র পাঁচ টাকা বেশি লাগে।

বুড়ো : 'Pluck from the memory a rooted sorrow' হুম। শুধু দুঃখ হলে হয়তো শেকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলতাম। কিন্তু আমার বেলায় তার চেয়ে বেশি। জখম না করে আঘাত ক্ষান্ত হয় নি। দুঃখ ভোলা যায়। কিন্তু ক্ষতের দাগ যায় না সে আমি চেষ্টা করলেও মুছে ফেলতে পারব না। ভুলতে চাইও না। (চুপ করে থাকে)

বেনু : (পরখ করে) আপনি যদি চুপ করে বসে থেকে কেবল ঐ সব কথাই ভাবেন, তাহলে আজকে খাবার টেবিলে কেউ আপনাকে ভালোবাসবে না।

কিসু : (সবার অলক্ষ্যে বেনুর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে) বুঝলেন দানী সাহেব, বেনু যা বলে তা অন্যের ভালোর জন্যই বলে। তবে সব কথা বুঝে সুঝে বলে না, এই যা। (বেনুকে) ব্যস, আর কোনো কথা নয়। এবার এস।

বেনু : (সুস্পষ্টরূপে শ্রবণযোগ্য নিম্নকণ্ঠে, কিসুকে) আমাকে বলেছে, ওর বয়স নাকি সাতান্ন আর আমি নাকি দেখতে অবিকল ওর মা'র মতো। বুড়ো কিন্তু নিজের মেয়েকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না, আর বলেছে—

[ডাক্তার প্রবেশ করায় বেনুর মুখ বন্ধ হয়]

ডাক্তার : রিজিয়া বেগম চলে গেলেন।

কিসু : বেশ করেছেন। আপনি কিন্তু দেরি করবেন না। সবাই আপনার জন্য অপেক্ষা করব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেনু : দেখবেন, দানী সাহেবের সব দাঁত তুলে ফেলবেন না যেন। ভালো করে খেতে পারেন এ রকম কিছু অন্তত রেখে দেবেন। (বলতে বলতে বেরিয়ে যায়।)

[ডাক্তার দেয়ালের যন্ত্রপাতির আলমারি খোলে]

বুড়ো : হু। একেবারে বখে গেছে। ডাক্তার, এই হলো তোমাদের এ যুগের ছেলেমেয়ে। তোমাদের নয়া সৃষ্টি। ওর বয়সে আমার চালচলন যদি ও রকম হতো, তাহলে আব্বাজান শরীরের হাড় একটাও আস্ত রাখতেন না।

ডাক্তার : (হাতে ছুরি সাঁড়াশি তুলে নেয়। কপালের ওপর চকচকে চাকতি বাঁধে। আলো ঠিক করতে করতে) আচ্ছা ওদের ঐ বড় বোনটিকে কেমন মনে হয়েছে আপনার ?

বুড়ো : তোমাদের চোখে একটু আলাদা ঠেকেছে, না ?

ডাক্তার : (অসতর্ক আবেগে) ওর মধ্যে এমন একটা আশ্চর্য জ্যোতি রয়েছে যা— (হঠাৎ সামলে নিয়ে ডাক্তারি শুরু করে) ওসব কথা যাক। আর একটু, আর একটু হা করুন তো! হুম! একটাকে একদম গুড়িয়ে নিয়েছেন। লোহার মতো মজবুত অমন সুন্দর ঝকঝকে দাঁতের সারিটা অনর্থক নষ্ট করে ফেললেন। আখরোট দাঁত দিয়ে ভাঙতে যান কেন ? (ডাক্তার সরে এসে যন্ত্রপাতি গুছোয়)

বুড়ো : বরাবরের অভ্যাস। দাঁত রয়েছে কী করতে ? দাঁত ঠিক রাখার উপায়ই হলো, তাকে দিয়ে হাতুড়ির কাজ করানো— আর রোজ সকালে বিকেলে সাবান দিয়ে ভালো করে কচলে সব দাঁত ধুয়ে ফেলা।

ডাক্তার : সাবান! আপনি সাবান দিয়ে দাঁত মাজেন ?

বুড়ো : নিশ্চয়ই। ছোটকাল থেকে তাই শেখানো হয়েছে, এবং তা করেও আসছি। ভালো কাপড়-কাঁচা সাবান চমৎকার জিনিস। জীবনে কোনোদিন দাঁতের কষ্টে ভুগিনি।

ডাক্তার : সাবান! নোংরা মনে হয় না ? ইচ্ছে হয় কী করে আপনার ?

বুড়ো : ছোটকাল থেকে দেখে আসছি, কোনো ভালো কাজই কখনো করতে ইচ্ছে হয় না। জোর করে করিয়েছে প্রথম, পরে আমারও সয়ে গেছে। এখন মোটেই খারাপ লাগে না। বরঞ্চ সাবান টাট্‌কা হলে জিভ দিয়ে চাটতে ভালোই লাগে।

ডাক্তার : (চোখে-মুখে নাড়ি ওল্টানো ভাব) বাব্বা! আপনার ছোটকাল ভালো কড়া শাসনে কেটেছে।

বুড়ো : আমাদের মুরুব্বিরা আজকালকার মতো আদরে আদরে ছেলেমেয়েদের মাথা খেত না।

ডাক্তার : (মুচকি হেসে) বেশি আদর পেলেই ছেলেমেয়েরা নষ্ট হয়ে যায় নাকি ?

বুড়ো : কোনো ব্যতিক্রম নেই তার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক্তার : আপনার দাঁত আশ্চর্য রকম সুস্থ, এটা স্বীকার করেও আমি উল্টোটা প্রমাণ করতে পারি। অতি আদরে পুষ্ট এমন অনেকে আছেন যাদের দাঁতও আপনার সঙ্গে তুলনীয়।

বুড়ো : দাঁতই সব নয়। চরিত্রের উপর তার কী আছর হয়েছে বলো।

ডাক্তার : ও। হুম্। দেখি, আর একটু হা করুন দেখি। আরো। আরো। হুম। এত জোরে কামড়াতে গেলেন কেন ? আখরোটের চেয়ে দাঁতটাকেই বেশি ভেঙেছেন। সবটা তুলে ফেলতে হবে। ঘষে মেজে রাখা চলবে না। (যন্ত্রপাতি ঠিক করে) ভয় পাবেন না। কোনোরকম ব্যথাই দেব না আপনাকে। একটানে তুলে ফেলব। টেরও পাবেন না আপনি। এক মিনিট। গ্যাসটা একটু ঠিক করেনি।

বুড়ো : বাজে বকো না। গ্যাস কেন ? গ্যাস দিয়ে কী হবে ? হটাও এসব। আমাদের বাপ-মা দুঃখ সহ্য করার মতো শিক্ষা দিয়ে বড় করেছিলেন আমাদের।

ডাক্তার : যেমন খুশি আপনার। আমার কী ? শরীরে একটু বেশি কষ্ট পেলে আপনার চরিত্রের ওপর যদি আছর আরো ভালো হয়, তবে আমার কী ? যত চান কষ্ট দিয়ে দাঁত তুলছি। বাড়তি এক পয়সাও চার্জ করব না।

বুড়ো : (খোঁচা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে) খুব বাঁকাবাঁকা কথা বলছ, না ? দেড় মাসের বাড়িভাড়া বাকি পড়ে আছে, ভুলে গেছ ?

ডাক্তার : না।

বুড়ো : এই মুহূর্তে যদি সে ভাড়া দাবি করি, দেবার ক্ষমতা আছে তোমার ?

ডাক্তার : জি না।

বুড়ো : বেশ। মনে থাকে যেন। (খুশি হয়) তাড়াতাড়ি বাকি শোধ করার ক্ষমতা না থাকলে কথার ধরন-ধারণ বদলে ফেলো। রোগীকে খামকা চটিও না।

ডাক্তার : তাতে আমার ক্ষতি হয় না। আমার সব রোগীর নৈতিক চরিত্র সাবান-কাঁচা দাঁতের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

বুড়ো : (উত্তেজিত) সেটা তাদের দুর্ভাগ্য। আমার চরিত্রের খুবী বোঝবার মতো আক্কেল তোমাদের এখনো হয়নি। খাওয়া-দাওয়ার খুব অসুবিধা না হলে, একটা একটা করে তোমাকে সব দাঁত উপড়ে ফেলে দিতে দিতাম। একটা টু শব্দও করতাম না। দেখিয়ে দিতাম, সেকালের শিক্ষায় মানুষ আমরা কত হাসিমুখে কষ্ট সহ্য করতে পারি। হুম।

ডাক্তার : আপনার তাহলে ইচ্ছে, আমি আরও নির্মমভাবে কাজ করি ?

বুড়ো : হ্যাঁ, তাই কর।

ডাক্তার : বেশ তাই হবে। বাড়িওয়ালা হিসেবে আপনি নির্মম হতে পারলে, ডাক্তার হয়ে আমি পারব না কেন ? (বুড়ো ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে। কম্পাউন্ডার ঘরে ঢুকে পাত্রে গরম পানি রেখে যায়) আচ্ছা, আপনি বিয়ে করেন নি কেন ? স্ত্রী-পুত্র পরিবারের সংস্পর্শে এলে আপনার চরিত্রের এই নির্মম পবিত্রতা, আর কিছু না হোক, একটু নমনীয় হয়ে উঠত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুড়ো : (গর্জন করে) নিজের চরকায় তেল দাও।

ডাক্তার : (নির্বিকার চিত্তে কাজ করতে করতে) সেটা করতে যাচ্ছি বলেই কথাটা তুললাম। ভাবছিলাম বিয়ে করলে কেমন হয় ?

বুড়ো : ভাববে না কেন ? একশ'বার ভাববে। ভাববার তো সময়ই হয়েছে। ট্যাক ফাঁকা, রোজগার বন্ধ, বাড়ি ভাড়া বাকি, ঘরের জিনিসপত্র পর্যন্ত হয়তো চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে লোকজন এসে সরিয়ে নিয়ে যাবে, তরুণ রক্ত, বিয়ের কথা এখন না ভাবলে আর কখন ভাববে ? এই রকমটাই হয়। কর, বিয়ে কর এবং মর।

ডাক্তার : শেষটায় দাম্পত্য জীবন সম্পর্কেও আপনার কথা বিশ্বাস করতে বলছেন নাকি ?

বুড়ো : কেন করবে না ? আমি বিয়ে করি নি, তুমি জানলে কী করে ?

ডাক্তার : মানে ?

বুড়ো : বৌ আমারও আছে। জাহান্নামে যাক সে। তার কথা আমার সামনে উচ্চারণ করবে না।

ডাক্তার : শুধু বৌ। সন্তান ?

বুড়ো : তিনটে।

ডাক্তার : তাদেরও জাহান্নামে পাঠাতে চান নাকি ?

বুড়ো : (বিচলিত) কেন। কোন দুঃখে। তারা তাদের মায়ের ছেলেমেয়ে বলে কি আমার কেউ নয়।

ডাক্তার : (গরম পানি থেকে যন্ত্র তুলে) আপনার পরিবারের লোকজনের সঙ্গে আলাপ করার ভারি ইচ্ছে হচ্ছে।

বুড়ো : তা হবার উপায় নেই। এবং রীতিমতো আনন্দের সঙ্গে এও তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি যে তারা এখন কোথায় কেমন আছে তার কোনো খোঁজ আমি রাখি না। জানি না। আর যতদিন ওরা আমার পথ না মাড়াবে ততদিন সে খোঁজ নেওয়ার প্রয়োজন আছে বলেও মনে করি না। (ডাক্তার একটা সাঁড়াশি গরম করে পানিতে বারবার ডোবাবে এবং ওঠাবে) অত নক্‌শা করছ কেন। গরম ঠাণ্ডা কোনোটাতেই আমার কিছু এসে যায় না। তুমি চট করে যা করার শেষ করে ফেল। দেরি সহ্য হচ্ছে না।

[ডাক্তার নিচু হয়ে কুর্সির পাশের গ্যাস পাম্প ও সিলিন্ডার ঠিক করছে]

বুড়ো : ওটা কী হচ্ছে ?

ডাক্তার : কিছু না। হাতে জোর পাবার জন্য দু'একটা ঠ্যাকনা তৈরি করে নিচ্ছি! পা-টা স্থির রাখতে হবে তো।

বুড়ো : দেখ বাপু বকিও না আর আমাকে। চটপট দাঁতটা তুলে নিষ্কৃতি দাও।

[হেলান দিয়ে শুয়ে হাতল চেপে ধরে]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক্তার : তৈরি হোন, তাহলে। আচ্ছা বাজি ধরবেন একটা। একদম একটুও ব্যথা না দিয়ে যদি আপনার দাঁতটা তুলে ফেলতে পারি, কী দেবেন তাহলে ?

[পা-টা তুলে গ্যাস পাম্পের ওপর রাখে]

বুড়ো : তোমার দেড় মাসের বাড়িভাড়া মাফ করে দেব। হুম! আমার সঙ্গে বাজি রেখে কেউ কোনোদিন জেতে নি।

ডাক্তার : সত্যি! রেডি ?

[হঠাৎ এক ধাক্কায় বুড়োকে আধশোয়া করে কুর্সিতে চেপে ধরে এবং অন্য হাতে চেয়ারের জোড় খুলে হাতল ঘুরিয়ে সেটাকে প্রায় বিছানার মতো লম্বা করে দেয়।]

বুড়ো : এই— কী করছ— মারবে নাকি— সাবধানে— আস্তে।

ডাক্তার : মারব কেন ? (হ্যাঁচকা টানে গ্যাস মুখোশ চেপে ধরে নাকে মুখে)। তবে আধমরা না করে উপায় নেই।

[কিছুক্ষণ নিষ্ফল চেষ্টা চলে। তারপর মি. একরামুল ইয়াজদানীর নিস্তেজ দেহটা আর নড়ে না। ডাক্তার গ্যাস মুখোশ সরিয়ে রাখে। দ্রুত ও নিপুণ হস্তে সাঁড়াশি আর ছুরি নিয়ে ঝুঁকে পড়েছে অচেতন ব্যক্তির হা-করা মুখের ওপর এবং ঠিক তখনই নেমে আসবে।]

পর্দা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় অঙ্ক

[হোটেল মেরিনের খোলা ছাদের এক দিক। একটা ছোট টেবিলের পাশে মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক চা খাচ্ছেন, ঘন ঘন ঘড়ি দেখছেন, হাতের খবরের কাগজে চোখ বুলাচ্ছেন। কাঁচা-পাকা চুল, গোঁফ, কালো স্যুট, সাদা শার্ট, গলায় কালো বো। চোখে পুরু চশমা, টেবিলের ওপরে টুপি। সব কিছুই বেশ দামি এবং খুব সযত্নে রক্ষিত। কাঁচা টাকা এবং সফল জীবনের সামাজিক ছাপ সুস্পষ্ট। পাশে আরেকটা বড় টেবিলে চায়ের সুসজ্জিত সরঞ্জাম অপেক্ষা করছে।]

আসাদ : (হাই তুলে) ওয়েটার!

ওয়েট : জি হুজুর! (সামনে এসে দাঁড়ায়)

আসাদ : তুমি ঠিক জান যে, উনি এখনই ফিরবেন ?

ওয়েট : ঠিক জানি হুজুর। চারটার সময় আপনার সঙ্গেই দেখা করবার কথা।

[ভদ্রলোক চোখ তুলে ওয়েটারকে একবার দেখেন। কারণ গলার আওয়াজেও যেন লোকটা যাদু মেখে রেখেছে। তাছাড়া ওর উচ্চারণ ও ভাষায় এমন একটা আত্মনিষ্ঠের মার্জিত ভাব রয়েছে যা অবাক না করে পারে না। অত্যন্ত মামুলি কথাও যেন ওর মুখে বিশেষ মর্যাদা লাভ করে।]

ওয়েট : চারটে বোধহয় এখনো বেজে যায়নি হুজুর, (ভেতরে দেয়াল ঘড়ি দেখে) তিনটে আটচল্লিশ। এখনি এসে পড়বেন নিশ্চয়ই।

আসাদ : চমৎকার জায়গা এটা। সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে।

ওয়েট : জি! বড় সুন্দর জায়গা। সবাই এখানে এসে খুব খুশি হন। এ স্যুটে যাঁরা এসেছেন ওরাও বড় চমৎকার মানুষ।

আসাদ : তোমার পছন্দ হয় তাদের ?

ওয়েট : অমন হাসিখুশি দিলদরিয়া মানুষকে ভালো না বাসে কে ? একটু অবশ্য, বেয়াদপী মাফ করবেন, নিয়মের বার। এ রকম বড় একটা নজরে পড়ে না। সবার সঙ্গেই এমন একটা খোলামেলা ভাব যে মনটা আপনা থেকেই জায়গা ছেড়ে দেয়। বিশেষ করে ঐ ভাই-বোনের জোড়।

আসাদ : কে, বেনু আর কিসমাত ?

ওয়েট : জি, তার মধ্যে বোনটি প্রথম দিনই আমাকে ডেকে বললেন, "দ্যাখো সৈয়দ, শুধু তোমার নাম-ডাক শুনেই আমরা এ হোটেলে উঠেছি।" আর ভাইটিও যখন-তখন বলেন যে আমাকে দেখলেই নাকি ওর নিজের বাবার কথা মনে পড়ে। (আসাদ শিউরে ওঠে) এবং সেজন্যই নাকি আমার উচিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে ওর সঙ্গে আমি ছেলের মতো ব্যবহার করি। দেখুন তো কী মুশকিলের কথা। কিন্তু সত্যি কী দিল, কী হাসি। কী হামদরদি।

আসাদ : তোমাকে দেখে ওর বাপকে মনে পড়ে? (হেসে) চেহারা কি ঠিক এ রকম নাকি?

ওয়েট : কী যে বলেন হুজুর! ওদের কথা কি অত মিলিয়ে ধরতে আছে? ওঁরা বলেছেন মনের খেয়ালে, মিল থাকলে আর বোনের চোখে ধরা পড়ত না?

আসাদ : কেন, বেনু কিছুই বলেনি এ নিয়ে?

ওয়েট : একটুও না। বোনটির মনে হয় আমার চেহারা নাকি স্যার সৈয়দের মতো। ওরাও সেজন্যই আমাকে সৈয়দ বলে ডাকে। আমার আসল নাম তো আরফান। (বাইরে তাকিয়ে) এই যে বেগম সাহেবা আসছেন।

[মা ঢুকে পড়েছে]

মা : এই যে আরফান, মেহমান কিন্তু দু'জন আরো বেড়ে গেল। জায়গা করে দিও।

ওয়েট : এক্ষুণি ঠিক করে দিচ্ছি বেগম সাহেবা। (চলে যাবে)

[ভদ্রলোক উঠে এসে মাকে সালাম করা সত্ত্বেও মা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে]

আসাদ : তুমি সত্যি আমায় চিনতে পারছ না?

মা : (যেন বিশ্বাস হয় না) কে, আসাদ ভাই?

আসাদ : কেন বিশ্বাস হয় না?

মা : আসাদ ভাই! আসাদ ভাই! আপনার দাড়ি কোথায় গেল?

আসাদ : সলিসিটর দাড়িওয়ালা হলে লোকে যে ডাকতে চায় না।

মা : আর আপনার ঢিলে পাঞ্জাবি, কাশ্মিরি শাল, সেগুলো গেল কোথায়?

আসাদ : আঁটসাঁট, ছিমছাম পোশাক না হলে পসার জমে না।

মা : মজলিসে যাওয়াটাও বোধহয় এখন একদম ছেড়ে দিয়েছেন, না?

আসাদ : না, না। কেন হবে? ওদের সমিতির সব সভাতেই ওরা আমাকে এখনো ডাকে এবং আমিও যাই।

মা : আপনার কী হয়েছে বুঝতে পারছি। আপনি মান্য ব্যক্তি বনে গেছেন। অবিকল আর পাঁচজনের মতো।

আসাদ : তুমি কি এই আঠার বছরে একটুও বদলাওনি?

মা : একটুও না।

আসাদ : আগের মতামতে এখনো বিশ্বাস কর?

মা : এক চুল এদিক ওদিক হয়নি।

আসাদ : বল কী? বিবাহিত মেয়েরও স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্ত্বা আছে, আমরা সব বানরের বংশধর, স্টুয়ার্ট মিলের ওপর আর কথা নেই, চাঁদ সুলতানা, রানি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভবানী, বেগম রোকেয়া, এঁরাই নারী। মেয়েদেরও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি চাই, ভোট চাই— এগুলোতে এখনো বিশ্বাস কর নাকি ? প্রকাশ্য জনসভায় দাঁড়িয়ে এগুলো নিয়ে আজকালও বক্তৃতা করতে তৈরি আছ ?

মা : নিশ্চয়ই। সেদিন যা বিশ্বাস করতাম, আজও তাই করি। হাওয়া বুঝে মত বদলাই না আমি। এবং আমার মেয়ে রিজিয়াকেও আমি ঐ আদর্শেই গড়ে তুলেছি। মা যখন অক্ষম হয়ে পড়বে মেয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে অসম্পূর্ণ কাজকে। সেজন্যই বাংলাদেশে আবার ফিরে এসেছি। ভাবলাম, রিজিয়াকে যখন একদিন এই দেশের মাটিতেই কাজ শুরু করতে হবে— তখন বিদেশ বিভূঁইয়ে আর থাকা চলে না। দেশের লোক হয়তো আজো সোরগোল তুলে তাকে স্তব্ধ করে দিতে চাইবে—যেমন তারা তার মাকে দিয়েছিল—কিন্তু রিজিয়াকে পারবে না। সে সবকিছুর জন্যই তৈরি হয়ে আজ এসেছে।

আসাদ : সোরগোল তুলবে ? কী বলছ ? ওগুলোকে কি আর এখনো আধুনিক চিন্তা বলা হয় নাকি ? রিজিয়ার বৈপ্লবিক চিন্তাধারা যদি আর বেশি না এগিয়ে থাকে তবে টাইটেল-পাস মওলানারাও আজ-কাল ওকে শাদি করতে আপত্তি করবে না। মান্য ব্যক্তি সাজার লোভে মন থেকে আদর্শ মুছে ফেলেছি এই তো তোমার খোঁচা ? এটা ভুল ধারণা। আমার খেয়াল তো একটুও বদলায়নি। পঁচিশ বছর আগে যা ভাবতাম আমি আজও তাই ভাবি। ধর্মের বাহ্যিক আচারে আমি একটুও বিশ্বাস করি না এবং তা নিয়ে আমি কোনো লুকোচুরিও করি না। হার্বার্ট স্পেন্সারের শিষ্য আর ব্যক্তি স্বাধীনতার পূজারী সেদিন যেমন ছিলাম আজও তেমনি আছি। কিন্তু কেউ তো আর আমাদের বিরুদ্ধে আজকাল কোনো হৈচৈ করে না। বরঞ্চ কেমন যেন আমাদেরকে সহ্য করা হয়। এড়িয়ে যাওয়া হয়, অবজ্ঞা করা হয়। জানো না বোন, হালের নয়া বুলি হলো সোশ্যালিজম। এই সোশ্যালিজমের কাছে মাথা নিচু করিনি বলে ওরা আমাদেরকে বড় তাচ্ছিল্য করে, আমল দিতে চায় না।

মা : (আহত) ছিঃ ছিঃ সোশ্যালিজম!

আসাদ : জি, সোশ্যালিজম। যুগের ব্যাধি। এখানে দু'দিন বাইরে ঘুরুক, দেখবে তোমার ঐ সোনার মেয়ে রিজিয়াও সোশ্যালিজমের জন্য লড়াই করতে লেগে গেছে।

মা : অত অবুঝ হয়ে গেছে সবাই ? সোশ্যালিজম যে কত বড় একটা ধোঁকা, এ আমি যখন-তখন প্রমাণ করে দিতে পারি।

আসাদ : শুরুতে সে চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছিলাম। তাই তরুণদের মধ্যে আজ আমার একজন ভক্তও নেই। তাই বলছিলাম, যাই করতে চাও সাবধানে করবে। দুনিয়াটা বেজায় পাল্টে গেছে। অনর্থক প্রতিবাদ করে ছেলেমেয়েদেরও ছারখার করে দিও না যেন। যাক সে সব কথা। হঠাৎ আমার কেন তলব হলো সেটা শোনা যাক।

মা : কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া বুঝি আপনাকে স্মরণ করা যায় না ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসাদ : শুকরিয়া।

মা : একটা জরুরি কাজের জন্যও ডেকেছি।

আসাদ : যেমন ?

মা : আমার ছেলেমেয়েদের কাছে সব খোলাখুলি বুঝিয়ে বলার সময় হয়েছে। সে কাজটা আপনাকে করতে হবে। ওরা কিছুই জানে না। এতদিন পরে পাকাপাকিভাবে যখন এদেশে থাকব বলে উঠে এসেছি তখন এ ব্যাপারে ওদেরকে আর অজ্ঞ রাখা ঠিক হবে না। (গলার কাঁপুনি আর পুরোপুরি চাপা থাকে না) আসাদ ভাই, ওদেরকে বুঝিয়ে বলার দায়িত্বটুকু আপনাকেই নিতে হবে। আমি...

[বেনু, কিসমাত এবং পেছনে রিজিয়া ঝড়ের মতো ছুটে ঢোকে। কিসমাত প্রাণপণে ছুটে আসছিল, কিন্তু বেগটা অশোভন না হয়ে পড়ে সে চেষ্টা করার ফাঁকে বেনু বেপরোয়াভাবে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মায়ের কোলে, জড়িয়ে ধরে মায়ের গলা, চেয়ার টেবিল উল্টে যেতে যেতে বেঁচে যায়।]

বেনু : (হাঁপাচ্ছে) জান মা, সব ঠিক করে এসেছি। দাঁতের ডাক্তার আসছে। আর বুড়োকেও সঙ্গে নিয়ে আসছে।

মা : বেনু মা, ছিঃ দেখছ না সামনে একজন ভদ্রলোক রয়েছেন। আদাব দাও। মস্ত বড় এটর্নি, আসাদুল্লাহ চৌধুরী, আমার মুখে যার কথা শুনতে। আমাদের পরিবারের অনেক পুরনো বন্ধু।

বেনু : (ঝটকায় সালাম সেরে) ইনিই তিনি ? এম্মা! এ কী রকম দেখতে ? সেই লম্বা কোঁকড়া চুল কোথায় গেল মা ?

কিসু : আর সেই যে দাড়ির কথা এত বলতে ? আর এ কী পোশাক ? সর্বাঙ্গে কোথাও এতটুকু কবিতা নেই। তোমার এত বর্ণনা সব কি তাহলে বানানো ছিল নাকি মা ?

আসাদ : (টাল সামলাবার প্রাণপণ চেষ্টা করে) আঠার বছরে অনেক তুফান বয়ে গেছে এই শরীরের ওপর দিয়ে। চেহারাটা একটুও বদলাবে না ?

রিজিয়া : এতদিনে তবু আপনাকে চোখে দেখলাম। সত্যি আনন্দ হচ্ছে আমার।

আসাদ : এই বুঝি রিজিয়া। আর এই বেয়াড়া ছেলেটার নাম—

কিসু : অধমের নাম কিসমাত।

মা : এদেরকে নিয়ে আর পারা গেল না আসাদ ভাই। একেবারে বুনো স্বভাব। এখানে সবকিছু ওদের কাছে অদ্ভুত ঠেকে। যাকে দেখে তাকেই মনে করে একটা মজার বস্তু।

বেনু : এখানকার লোকগুলোই ও রকম, আমরাই কী করব!

কিসু : আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু মানব-চরিত্র সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা সত্যি ব্যাপক এবং আমি বলছি এখানকার লোকই এমন আজব যে ওদেরকে মজার বস্তু ছাড়া আর কিছু মনে হয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসাদ : তোমার মতো বয়সে সেটাই হয়তো স্বাভাবিক। এখনো ছেলেমানুষ।

কিসু : বয়সের কথাটা নিতান্ত অবান্তর। ছেলেমানুষ আমি ছিলাম সেটা সত্য এবং অনেক দিন ধরে ছিলাম। যেমন আপনিও একদিন ছিলেন। তাতে কিছুই প্রমাণিত হয় না।

বেনু : ওর কী রকম গলা শুকিয়ে এসেছে। কিছু চায়ের ফরমাশ করব মা!

মা : তোদের সঙ্গে আর কেউ পেরে উঠবে না।

বেনু : সাতজনের বন্দোবস্ত করতে বলেছ তো! ভুলে যেও না ঐ বাড়িওয়ালা বুড়োও আসছে কিন্তু।

মা : আমি কিছু ভুলি নি। কিন্তু ছিঃ বার বার ভদ্রলোককে বুড়ো বুড়ো বলো না।

বেনু : দুঃখিত। (হঠাৎ ভদ্রলোককে) আচ্ছা আমাদের প্রথম দেখে আপনার কী মনে হয়েছে! যে রকম ভেবে রেখেছিলেন ঠিক সেই রকম, না উল্টো কিছু!

মা : বেনু, তুমি যদি তোমার নিজস্ব প্রশ্নগুলো কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রাখো তাহলে উনি হয়তো তোমাদের কতগুলো জরুরি কথা শোনাতে পারেন। আরো স্পষ্ট করে বলছি। কিছুক্ষণ আগে তোমরা আমার কাছে যে সব প্রশ্ন করেছিলে, তার জবাব আমার হয়ে ইনিই দেবেন। আসাদ ভাই তোমার বাবার প্রাচীন বন্ধু, আমিও ওঁকে শ্রদ্ধা করি। আমার বিবাহিত জীবনের ইতিহাস উনি ভালো করেই জানেন। নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে সেটা বিচার করতে পারবেন। সে জন্যই সে কাহিনী শোনাবার দায়িত্ব আমি ওঁর ওপর দিয়েছি। রিজিয়ার বোধহয় এতে আপত্তি করবার কিছু নেই।

রিজিয়া : এমন দায়িত্ব যিনি স্বেচ্ছায় নিতে রাজি হন আমার চোখে তিনি অসীম শ্রদ্ধার পাত্র।

আসাদ : (একটু চঞ্চল হয়ে) না, না। কিছু না, কিছু না। এ আর এমন কী কঠিন দায়িত্ব! তবে কিনা এমন হঠাৎ করে রোকেয়া বোন— হুকুমটা করে বসল যে, সামলে নেবার সময়টা পর্যন্ত পেলাম না। তৈরি হবার একটু অবসর পেলেই—

বেনু : পাননি যে ভালোই হয়েছে। তৈরি করা কিস্‌সা আমরা পছন্দ করি না।

কিসু : যা খাঁটি সত্য—কেবল সেটুকুই বলুন।

বেনু : একদম রং না চড়ানো। একেবারে চাঁছা ছোলা।

আসাদ : (একটু চটে) আশা করি সে রকম সত্য গ্রহণ করার মতো গুরুত্ববোধ তোমাদের আছে।

কিসু : আশা করি আপনার বক্তব্যও যেন অনুরূপ মর্যাদাসম্পন্ন হয়। তবে জানেন কি, আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি মানুষের কাছ থেকে কখনই খুব বেশি কিছু আশা করা উচিত নয়।

মা : কি-সু!

কিসু : জি মা! বেশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসাদ : (গলা ঝেড়ে) তোমাদের বাবা-হ্যাঁ, তোমাদের বাবা—

বেনু : এখন বয়স কত ওর ?

কিসু : শ্‌যষ্‌।

মা : বেনু, তুমি যদি বারবার কথার মাঝখানে ফোঁর তোলো তাহলে ওঁর কথা শুনবে কখন ?

আসাদ : বড্ড ছেলেমানুষ এরা, বোন। (বেনুকে) তা তুমি যখন সবার আগে সেটাই জানতে চাও, বলছি। তোমার বাবার বয়স এখন পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে।

বেনু : অ্যাঁ ? (লাফিয়ে ওঠে) পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে ? শিগগির বলুন— কোথায় থাকেন উনি আজকাল ?

মা : বেনু, চুপ করে বসো।

আসাদ : থাক্‌ বোন। ও যখন অত চাইছে ওর প্রশ্নের জবাবই না হয় আগে দিয়ে নি। জবাব শুনে—চমকে যেও না বেনু, উনি এই শহরেই থাকেন।

[বেগম রোকেয়া সুলতানা স্তব্ধ, উত্তেজিত, ক্রুদ্ধ। রিজিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে মাকে দেখছে।]

বেনু : (উল্লাসে) আমার তখনই মনে হয়েছিল। ভাইয়া এ পিয়াজদানীই আমাদের বাবা।

আসাদ : পিয়াজদানী।

বেনু : পিয়াজদান না ইয়াজদান একটা কিছু হবে। আমায় বলে কিনা আমার চেহারা নাকি অবিকল ওর মায়ের মতো। আমি তখনই জানলাম ও বলতে চেয়েছিল ওর মেয়ের মতো।

কিসু : (খুব গম্ভীর) দেখুন, আসাদ মামা, আপনাকে শ্রদ্ধা করবার জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করছি। কিন্তু তাই বলে যদি আপনি এখন কেসসা ফেঁদে বলে বসেন যে ঐ ডাক্তারের বাড়িওয়ালা মি. একরামুল ইয়াজদানীই আমাদের বাবা— তাহলে বাধ্য হয়েই আমাকে আপনার বিচারবুদ্ধির ওপর আস্থা হারাতে হবে।

আসাদ : কেন ?

কিসু : কেন ? সে বুড়ো ভদ্রলোককে আমি নিজে চোখে দেখে এসেছি। আমার বাবা হবার তার কোনো যোগ্যতা নেই। এমনকি বেনুর বাবা হবার মতোও নয়। রিজিয়া আপার তো কথাই নেই।

আসাদ : তাই নাকি ? বড়ো লায়েক হয়ে গেছ, না ? তাহলে ভালো করে শুনে রাখ ছোকরা, তোমার পছন্দ হোক আর না হোক, মি. একরামুল ইয়াজদানীই তোমার এবং তোমাদের... তোমাদের তিনজনেরই বাবা। হয়েছে এবার ? কিছু বলতে চাও ?

বেনু : (ক্ষোভে কাতর) ইয়াজদানী সাহেব তো আপনার বাবা হয়ে গেলেন না, আপনি চটে যাচ্ছেন কেন ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিসু : (ভদ্রলোককে) এখন যে চোখ নিয়ে আপনি আমাদের বিচার করছেন সেটা হৃদয়হীনের চোখ। একটু ভেবে দেখুন— একটু আগেও আমরা কী ছিলাম! সম্পূর্ণ মুক্ত, আনন্দমুখর আধা-এতিম এক গুচ্ছ তরুণ-তরুণী। চারধারে কোনো আত্মীয়ের চেহারা দেখিনি কোনোদিন। ইচ্ছে মতন পছন্দ করে কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছি, অপছন্দ হলে বর্জন করেছি। অন্য কোনো রকমের সম্পর্কের ধার ধারিনি। এতটুকু বাধ্যবাধকতা ছিল না কোনোখানে। আপনি হঠাৎ কোত্থেকে এসে এক হুকুমনামা জারি করে দিলেন যে, এক সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে আমরা নিকটতম আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ! আপনিই ভেবে দেখুন, এই ভদ্রলোককে আমরা একদম জানি না—

বেনু : আমি জানি। ভয়ঙ্কর বদরাগী বুড়ো।

আসাদ : (সম্পূর্ণ চটে গেছে) এই মেয়ে, সাবধান করে দিচ্ছি, যা তা বলো না। মি. ইয়াজদানীর চেয়ে মানী লোক তোমার ঐ গোটা বর্মা মুলুক চষে ফেললেও আরেকজন মিলবে না। হুম্। তোমার বাপ কে হবে না হবে সেটাও তোমার পছন্দ—অপছন্দের ওপর নির্ভর করবে নাকি? অনেক ডেঁপোমি দেখেছি, কিন্তু—

বেনু : (হঠাৎ) ঐ যাঃ, আসল কথাটাই জিজ্ঞেস করা হয়নি, বুড়োর টাকা আছে?

আসাদ : মি. ইয়াজদানী এ তল্লাটের একজন নামজাদা ধনী।

বেনু : কী মজা! কী মজা!

কিসু : বেনু, মি. ইয়াজদানীকে হঠাৎ ওভাবে বিচার করা আমাদের খুব অন্যায় হয়েছে। যত ভেবেছিলাম তত খারাপ উনি নাও হতে পারেন। আমরা খুব লজ্জিত সে জন্য। (আসাদকে) তারপর?

আসাদ : তারপর, কিছু না। তোমাদের সামনে এ নিয়ে আমি আর কোনো কথাই উচ্চারণ করব না। তোমাদের আচরণে আমি মর্মাহত, স্তম্ভিত।

মা : (আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে, কোনো রকমে) আসাদ ভাই! কী কাণ্ডটা ঘটতে যাচ্ছে, বুঝতে পারছেন আপনি? ওরা কী করে এসেছে, দেখছেন? সেই ভদ্রলোককে আজ এখানে চা খেতে দাওয়াত করে এসেছে। একটা কিছু করুন। হয়তো এক্ষুণি এসে পড়বেন।

আসাদ : (এতক্ষণে খেয়াল হয়) অ্যাঁ! কী বলছ তুমি? এসব কথার মানে কী? ইয়াজদানী এখানে আসছেন?

কিসু : আসছে। কারণ, আমরা দাওয়াত করেছি, তিনি সেটা কবুল করেছেন। এর মধ্যে কিছু জটিলতা নেই। অতএব উত্তেজিত বা বিচলিত না হয়ে কী করবেন ধীরে সুস্থে ভাবুন।

মা : বেশি ভাবার আর সময় নেই এখন। আমি যা বলছি তা করুন। এখন আর অন্য উপায় নেই। যা হয় ওকে একটা কিছু বুঝিয়ে বলার দায়িত্ব আপনাকেই নিতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেনু : দোহাই মা, কিছু বলার দায়িত্ব আর ওঁকে দিও না। শান্ত হয়ে ধীরে সুস্থে গুছিয়ে কথা পেশ করা ওঁর ধাতে সয় না। দেখলে না, এই মাত্র আমাদের সামনে কী কাণ্ডটা করলেন।

আসাদ : এ দেখছি আচ্ছা ছেলে-মেয়ে! আমাকে কোনো কথা পুরোপুরি শেষ করার সুযোগ দিয়েছিলে তোমরা ?

বেনু : (ঠোঁট ফুলিয়ে) আপনি চটে গেলেন ? আমি কিন্তু খারাপ ভেবে কিছু বলিনি।

মা : রিজিয়া! চলো একটু ভেতরে যাই। হঠাৎ এসে পড়লে তখন ওঠার উপায় থাকবে না।

রিজিয়া : তখন না উঠলেই চলবে। আমি এখান থেকে এক পা-ও নড়ছি না। ভয় কী, পালাব কেন ?

মা : বীরত্বের কথা তুলে বেশি বাহাদুরি দেখাতে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আর সেসব কথা ভেবে আমিও কিছু বলি নি। তবে এই মাত্র বার থেকে এসেছ। ভেতরে গিয়ে একবার হাতমুখ ধুয়ে পোশাকটা বদলে আসা উচিত। বেনু, তুমিও এসো।

[মা এগিয়ে যায়। রিজিয়া কঠিনতর মুখে বেরিয়ে যায়। বেনু নিরুপায় এবং করুণ মুখে বসেই থাকে।

ওয়েটার : (প্লেট চামচ নিয়ে ঢুকে, মাকে) মেহমানদের আসতে আর খুব বেশি দেরি আছে ?

মা : এক্ষুণি এসে পড়বেন। দুজন বেশি— সাতজনের জন্য জায়গা হবে কিন্তু।

[বলতে বলতে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়, ওয়েটার টেবিল সাজাতে থাকে।]

কিসু : আমার কী মনে হয় জানেন, আসাদ মামা ? মি. ইয়াজদানীকে সব কথা ঠিকমত বুঝিয়ে বলতে হলে যথেষ্ট বুদ্ধি খাটাতে হবে। যে যাই বলুক, সে যদি পাকা লোক না হয় আর কায়দামাফিক প্যাঁচ কষতে না জানে, তাহলে সব একেবারে ভণ্ডুল হয়ে যাবে। আপনার কী মনে হয় ?

আসাদ : নিশ্চয়ই। হেকমতের সঙ্গে এগুতে না পারলে, সব পণ্ড হয়ে যাবে।

কিসু : ঠিক। বেনু! সকাল থেকে এ পর্যন্ত যত লোক দেখেছ, আক্কেল আর হেকমত— তার মধ্যে— কার সবচেয়ে বেশি রয়েছে বলে তোমার ধারণা ?

বেনু : (লাফিয়ে ওঠে) ভাইয়া! পেয়েছি! ঠিক!

কিসু : এর চেয়ে যোগ্য লোক আর হতে পারে না। (ডাক দেয়) সৈয়দ!

ওয়েটার : জি!

[এগিয়ে আসে]

আসাদ : (আতঙ্কিত) শেষে ওয়েটারকে ? অসম্ভব। এ আমি কিছুতেই হতে দেব না। তোমাদের মতো আমার মাথা খারাপ হয়নি। অসম্ভব!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওয়েটার : (এগিয়ে এসে বিনীতভাবে দু'জনের মাঝখানে দাঁড়ায়) জি ?

[ওয়েটারের নির্লিপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে আসাদ একটু দমে যায়। হতভম্ব হয়ে বসে থাকে।]

কিসু : সৈয়দ, তোমাকে একটা অনুরোধ করেছিলাম। ভুলে যাও নি বোধকরি। বলেছিলাম, আমাকে তোমার ছেলের মতো মনে করবে।

ওয়েটার : ভুলে যাব কেন ছোট সায়েব ? আপনি খুশি হবেন জানলে, যা বলবেন তাই করব।

কিসু : তাহলে শোন। আমার পিতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে প্রথম অঙ্কেই তোমাকে এক প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি দাঁড়াতে হচ্ছে।

ওয়েটার : কে ? আপনার সত্যিকার বাবা ? তাতে কী হয়েছে ? প্রথম অঙ্কে না হোক শেষটায়, একসময় তো তাকে আসতেই হতো। (আসাদ সাহেবের দিকে ইশারা করে) কিছু মনে করবেন না। কে ? ইনি ?

আসাদ : অ্যাঁ! আমি এদের বাবা ? (উত্তেজিত) এ রকম উচ্ছৃঙ্খল চালচলন হবে আমার সন্তানদের ?

কিসু : যা মনে করেছ সৈয়দ তা নয়। উনি কেবল আমাদের সলিসিটর। যাক সে কথা। আচ্ছা সৈয়দ, মি. ইয়াজদানী বলে কাউকে চেন তুমি ?

ওয়েটার : কোন ইয়াজদানী ? হেকিমী দাওয়াখানায় যিনি বসেন ? লাল লাল চোখ, একটু ট্যারা ?

কিসু : অত বলতে পারব না বাপু। (আসাদকে) ওনার হেকিমী দাওয়াখানা আছে নাকি ?

আসাদ : (গভীরভাবে আলোড়িত) অসহ্য ! অসহ্য ! তোমার বাবা এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড়ো নামজাদা ধনী। কাঠের কারবার করে লাখ লাখ টাকা করেছেন।

ওয়েটার : আস্তাগফেরুল্লাহ। গোস্তাকী মাফ করবেন। জনাব ইকরামুল ইয়াজদানীকে কে না চেনে ? ইয়া খোদা ! আপনি তাঁর ছেলে ?

কিসু : হুম্ ! আজ উনিও আমাদের সঙ্গে খেতে আসছেন।

ওয়েটার : (হকচকিয়ে) জি ? মানে উনি আগেও এখানে অনেকবার এসেছেন। আমাকে খুব পছন্দ করেন। তবে সপরিবারে আগে কোনোদিন আসেননি।

কিসু : আজও সেটা না জেনেই তিনি আসছেন। তোমাকে আরো স্পষ্ট করে বললে এই বলতে হয় যে তিনি এখনো জানেন না, আমরা তাঁর সন্তান এবং দেখেও চিনতে পারবেন না। কারণ, আঠার বছর পর আমরা তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি।

[বক্তব্যের সম্পূর্ণ গুরুত্ব ওয়েটারের মনে দাগ কাটুক, এই রকম একটা ভাব নিয়ে, কিসু লাফ দিয়ে পা ঝুলিয়ে টেবিলে চড়ে বসে এবং একদৃষ্টিতে ওয়েটারকে দেখে।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেনু : এবং আমরা চাই যে তুমিই ওঁকে সব কথা খুলে বলো ।

ওয়েটার : (হকচকিয়ে) জি ? মানে, কাউকে কিছু বলে দিতে হবে কেন ? আপনার মাকে দেখা মাত্রই তো ওঁর কাছে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

[কিসু একেবারে আকাশ থেকে পড়ে]

বেনু : কী আশ্চর্য, এমন সহজ কথাটাই এতক্ষণ ধরে আমাদের কারও খেয়াল হয়নি।

কিসু : আমি পর্যন্ত ভাবতে পারিনি। (আসাদকে) আপনার মাথায়ও এটা আসেনি।

বেনু : এদিকে খুব সলিসিটর বনে বসে আছেন।

কিসু : (আসাদকে) নিজস্ব পেশায় আপনার অযোগ্যতা অমার্জনীয়। সৈয়দ! তোমার বুদ্ধিমত্তার কাছে আমরা সবাই মাথা নত করে হার মানছি।

ওয়েটার : কিছু না, কিছু না। গরিবকে খামকা লজ্জা দিচ্ছেন। আপনাদের আনন্দ দিতে পারছি এটাই আমার খোশ-নসিব।

[নির্বিকার নৈপুণ্যের সঙ্গে টেবিল সাজাতে থাকে]

কিসু : (হঠাৎ আসাদের হাত পাকড়াও করে) দেখি, আপনার হাত দেখি। খেতে বসার আগে ভালো করে ধোয়ামোছার দরকার আছে। চলুন গোসলখানায়—

আসাদ : অ্যাঁ! তোমার মতো ইঁচড় পক্ক ডেঁপো ছোকরা আমার জীবনে আমি—

কিসু : ও কিছু নয়। আমাদেরকে প্রথম প্রথম সবারই ও রকম মনে হয়েছে। দু'দিন পর সব সয়ে যাবে। চলুন, চলুন।

[এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে আসাদ ছুটে বেরিয়ে যান। পেছনে পেছনে ভাই-বোন।]

বেনু : (বেরিয়ে যাবার মুখে) সৈয়দজী, আজ বুদ্ধি যেন ঠিক থাকে। একটু এদিক ওদিক হয়েছে কী লঙ্কাকাণ্ড বেধে যাবে। হুঁশিয়ার!

ওয়েটার : কিছু ভয় নেই মা। এ বুড়ো ঠিক সামাল দেবে।

[ডাক্তার প্রবেশ করে, পেছনে ইয়াজদানী]

ইয়াজ : (হাঁপাতে হাঁপাতে) বাপরে, সিঁড়ি যেন আর শেষ হয় না। মাথাটা এখনো ঘুরছে। সব তোমার ঐ বিদঘুটে গ্যাসের জন্য। (বসে আরাম পায়)

ডাক্তার : ওয়েটার !

ওয়েটার : জি, হুজুর ?

ডাক্তার : বেগম রোকেয়া সুলতানা।

ওয়েটার : (অভ্যর্থনায় উচ্ছ্বসিত) এক্ষুণি খবর দিচ্ছি। তশরিফ রাখুন। মেহেরবানি করে এই বড় টেবিলটায় বসুন। আপনাদের জন্যই সাজানো হয়েছে। এখানেই ছিলেন সবাই এতক্ষণ। এক্ষুণি এসে পড়বেন। ভাইবোন, দু'জন তো এতক্ষণ শুধু আপনাদের কথাই বলছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক্তার : তাই নাকি ?

ওয়েটার : জি, দু'জনই একেবারে আনন্দের ফোয়ারা! চমৎকার মিঠা চালচলন। (ইয়াজদানীকে) অনেকদিন পর হুজুরকে দেখলাম। খোশ-নসিব। আমাকে দিন হুজুর।

[কথা বলতে বলতে মনভুলানো আগ্রহের সঙ্গে ইয়াজদানীর লাঠিটা নিয়ে ঠিক জায়গায় রাখল। গরম লাগছিল বলে কোটটা খুলতে সাহায্য করল ইত্যাদি।]

ঐ ভাইবোনের কথা বলছিলাম হুজুর। এমন সব মজার মজার আজব কথা বলবেন, শুনলে পেটে খিল ধরে যায়। ভাইটি আজ সকালবেলায় কী বললেন জানেন ? ওঁরা নাকি সব আপনার সন্তান।

ইয়াজ : অ্যাঁ ! আমার সন্তান !

ওয়েটার : কিচ্ছু না হুজুর, এমনি ফুর্তি। ছোটমিয়ার ঐ হয়েছে এক নতুন খেলা। আমি বুড়ো মানুষ। দাড়িটাড়ি আছে। গতকাল আমাকেই বলে বসলেন কিনা, বেয়াদবি মাফ করবেন, ওঁর বাবা সাজতে। আবার আজ সকালে যেই শুনলেন যে আপনি আসছেন, আমাকে ডেকে গতকালের পদ থেকে বরখাস্ত করে দিলেন। বললেন, তাঁর অনেকদিনের হারিয়ে যাওয়া সত্যিকারের বাবাকে নাকি খুঁজে পাওয়া গেছে। আঠার বছর পর।

ইয়াজ : (চমকে) আঠার বছর ?

ওয়েটার : ছোট মিয়া তো তাই বললেন। আমি কিন্তু হুজুর কিচ্ছু প্রতিবাদ করিনি। ছেলেমানুষ। হঠাৎ একটা নতুন ফন্দি মাথায় এলে সেটা নিয়ে মেতে ওঠেন। ওর আনন্দটা মাটি করে আমার লাভ কী ? বড় হাসিখুশি ছেলেমেয়ে। কী মিঠা বুলি! দিল জুড়ানো চালচলন। (ডাক্তারকে এক গ্লাস পানি এগিয়ে দিয়ে) আমি দিচ্ছি, হুজুর। (ইয়াজকে) শুধু আমি কেন হুজুর! আরো একজন ভদ্রলোক ছিলেন। বড় শরীফ আদমি সলিসিটর। তিনি পর্যন্ত ছোট মিয়ার সঙ্গে যোগ দিলেন।

ইয়াজ : ওহ্, এর মধ্যে আবার একজন সলিসিটরও জুটেছে!

ওয়েটার : এই পরিবারের সঙ্গে অনেক কালের জান পহ্ছান। নামটা ঠিক মনে পড়ছে না হুজুর। (টেবিলটা একটু ঠিক করে বেরিয়ে যেতে যেতে) কী যেন নামটা শুনলাম, আমানুল্লাহ্-না-আসাদুল্লাহ্ সাব।

ইয়াজ : (বোমা ফাটল যেন) আসাদুল্লাহ্! (চিৎকার করে) খোরশেদ! ডাক্তার! (ডাক্তার ছুটে কাছে আসে) খোরশেদ! ষড়যন্ত্র, গভীর ষড়যন্ত্র! এরা আমাকে ফাঁদে ফেলতে চায়। জান, এরা কারা ? আমার ছেলেমেয়ে। আমার মারমুখো বিবি।

ডাক্তার : (শান্ত) সত্যি ? নাটকীয় পুনর্মিলন!

[টেবিলের কার্ড তুলে খাবারের তালিকায় ডুবে যায়]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইয়াজ : পুনর্মিলন! তোমার মুণ্ডু। আমি চললাম।

[যে কোটটা খুলে চেয়ারের হাতলে রেখেছিলেন, সেটা নিয়ে টানাটানি করতেই ওয়েটার ছুটে এসে সাহায্য করে]

ওয়েটার : আমি পরিয়ে দিচ্ছি, হুজুর। সব কথা ফাঁস করে দিয়ে ছোটমিয়ার ওপর বড় অন্যায় করে ফেলেছি, হুজুর!

ইয়াজ : থামো তুমি। (হঠাৎ ডাক্তারের দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে) হ্যাঁ, তুমি, তুমিও আছ এর মধ্যে। তুমিও নিশ্চয়ই ওদের দলে যোগ দিয়েছ। তোমাকে আমি—

ডাক্তার : আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

ইয়াজ : (চিৎকার করে) কী বললে তুমি ? দেখো ছোকরা, তোমাকে আমি—

[কিসু, বেনু এবং আসাদ সাহেব ঘরে ঢুকছেন]

ওয়েটার : (কানের কাছে, দরদ দিয়ে) চেপে যান হুজুর, সামলে নিন। ওরা এসে পড়ল বলে। (মাথা নিচু করে যেন কিছুই হয়নি কাজ করে যায়।)

[আসাদুল্লাহ্ এগিয়ে আসে সন্ত্রস্ত ভাব নিয়ে, ইয়াজদানীকে সালাম জানায়। ইয়াজদানী অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। আসাদুল্লাহ্ বিবেক পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টায় এদিক ওদিক তাকায়।]

ওয়েটার : (বেরিয়ে যাবার পথে, কিসুকে কানে কানে) জানিয়ে দিয়েছি সব।

কিসু : লাখ টাকার কাজ করেছ সৈয়দ। সাবাস!

[এগিয়ে যায়]

বেনু : (ফিস ফিস করে ওয়েটারকে) অবস্থা কী রকম ?

ওয়েটার : (চাপা গলায়) প্রথমে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। এখন সামলে নিয়েছেন। (বেরিয়ে যায়)

আসাদ : (আলাপ শুরু করে) শেষ পর্যন্ত যা হোক এসেছেন তবু।

ইয়াজ : বলো, ধরা পড়েছি। ফাঁদে, জাঁতিকালে। ওগুলো কি আমার ছেলে মেয়ে নাকি ?

কিসু : (অমানুষিক ভদ্রতার সঙ্গে আসাদকে) ইনিই আমাদের বাবা ?

আসাদ : ঠিকই ধরেছ।

বেনু : (অন্যমনস্কভাবে, সামাজিকতার সঙ্গে) আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে বড় খুশি হলাম।

[তারপর এদিক ওদিক হাঁটতে হাঁটতে ডাক্তারকে একটা ভেংচি কাটে। তারপর অন্যমনস্কভাবে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়।]

কিসু : মেহমানের খেদমত করা আমি একটা বড় রকমের কর্তব্য বলে মনে করি।

[মি. ইয়াজ ক্ষুব্ধ, স্তম্ভিত, মর্মাহত! কিসু সেটা চাপা দেবার জন্য সহজ হতে চেষ্টা করে]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিসু : (হাতে মেন্যুটা তুলে নিয়ে) আসাদ মামা, আপনার জন্য কী হুকুম করব, বলুন।

আসাদ : বেশি কিছু নয়। হালকা কিছু। দু'একটা ক্রিমরোল, আর এক গ্লাস লেমন স্কোয়াশ। ব্যস আর কিছু নয়।

[বলতে বলতে বারান্দার অন্য কোণে চলে যায় যেন সকল রকম লোভ আর পাপ পেছনে পড়ে রইল]

কিসু : ডক্টর ?

ডাক্তার : ভুনা গোস্ত আর মোগলাই পরোটা। টিকিয়া, গ্ল্যাসি। সবগুলো একসঙ্গে অশোভন মনে হলে আলাদা আলাদা করে আনতে বলে দিন।

কিসু : সেটা ভালো বলেছেন। তা (ইয়াজদানীকে) আপনার জন্য কী ফরমাশ করব, তা কিন্তু এখনো বলেন নি।

ইয়াজ : এ ছেলে দেখছি বেজায় পাকা।

কিসু : ছেলে ? এত ছেলে ছেলে করছেন কেন ? (খুব সংযত কণ্ঠে) ছেলে হয়ে জন্মেছি, সেটাও কি আমার দোষ নাকি।

[ইয়াজদানী চটে গিয়ে মেন্যুটা ছিনিয়ে নেয়, পড়তে থাকে। পেছন থেকে বেনু উঁকি মেরে—]

বেনু : ওসব দাঁতভাঙা নাম পড়ে কিছু বুঝতে পারবেন না। তার চেয়ে আমার কথা ধরুন। বড় ভালো আইসক্রিম করে এরা, আঙুর বসানো।

ইয়াজ : এ দেখছি ভ্যালা বিপদ হয়েছে। শেষে এই পুঁচকে মেয়েটার হুকুম মানতে হবে নাকি ?

বেনু : পুঁচকে মেয়ে ? কী ভাষা আপনার ! যাকগে-এরপর থেকে আর কখনও ও রকম করে আমাকে সম্বোধন করবেন না। আপনি আমার মুরুব্বি। ইচ্ছে করলে আমার ডাকনাম পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারেন। কিছু মনে করব না। কিন্তু পুঁচকে মেয়ে বলবেন না কখনো।

[ভাইবোন একদৃষ্টিতে এই আজব বুড়োর দিকে তাকিয়ে থাকে]

ইয়াজ : (অবাকও হয়; কৌতুক অনুভব না করেও পারেন না) কী মনে হচ্ছে আসাদ মিয়া ? বেশ একটা জমকালো খানাপিনার এন্তেজাম করেছ মনে হচ্ছে।

আসাদ : (ফুর্তিভাব ফোটাতে বদ্ধপরিকর) যারা করেছেন তারা গরিব হলেও আপনার মতো আমিরেরও খেদমত করতে জানেন।

কিসু : কী তাকাল্লুফ! কী শরাফত! আহা-হা!

[রিজিয়াকে নিয়ে মা ঢুকেছে। মার চোখে-মুখে আতঙ্ক ও দৃঢ়তার মিশ্রভাব। সামনে ডাক্তার পড়তেই মা তাকে প্রশ্ন করছেন। রিজিয়া তীক্ষ্ণচোখে ইয়াজদানীকে পরখ করছে।]

মা : (ডাক্তারকে, হেসে) কয়েক ঘন্টা আগে মাত্র তোমার সঙ্গে পরিচয়। এরি মধ্যে এত আপন মনে হয়— কী বলব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[হঠাৎ ইয়াজদানীর দিকে চোখ পড়তেই থতমত খেয়ে যায়। চোখ মুখ বেদনায় ও দরদে রেখাময় হয়ে ওঠে।]

এ-কী— আপনি— তোমার চেহারা এত বদলে গেছে ?

ইয়াজ : (হিম) খুব বদলেছে নাকি ? তা আঠার বছর পর একটু আধটু পরিবর্তন হওয়া অসম্ভব নয়।

মা : (বেসামাল) আমি—মানে—সে কথা থাক। কোনো শক্ত অসুখ বিসুখ করেনি তো ?

ইয়াজ : শুক্‌রিয়া। না পরিবর্তনটা তুমি ধরতে পারনি। সেটার মূলে স্বাস্থ্য নয়, শান্তি বলতে পার। আমার জীবনের এই পরিবর্তনটুকুও তোমার চোখে পড়ল না! আজও সেই একই ভুল করলে—(হঠাৎ ভেঙে পড়ে ও চিৎকার করে) আসাদ, আসাদ, তাকাও, তাকাও একবার ওর দিকে। (আঙুল লম্বা করে দেখায়। থর থর করে কাঁপে) আর, (হাসি আর কান্না যেখানে অদ্ভুত করুণ শব্দ সৃষ্টি করে) আর আমার দিকে তাকাও একবার। আমাকে দেখো—

কিসু : (দরজার দিকে ইশারা করে) শ্ ষ্ ষ্! আহা! কী করছেন । সৈয়দ এসে পড়ল বলে।

বেনু : (দরদ দিয়ে ইয়াজদানীর কাঁধে চাপ দিয়ে) অন্য দিকে তাকিয়ে কথা বলুন। কেউ বুঝতে পারবে না।

[সৈয়দ খাবার এনে সাজাতে থাকে। কিসু আর বেনু টপাটপ মুখে দিয়ে পরখ করছে সঙ্গে সঙ্গে। ইয়াজ ভ্রু কুঁচকায়। সৈয়দ বেরিয়ে যায় আরো কিছু নিয়ে আসতে।]

ইয়াজ : এ পরিবারে বুঝি কোনো শরাফতের বালাই নেই ? ভালো। কিন্তু শুরু করবার আগে বিসমিল্লাহ্ বলার দরকার হয় না নাকি ?

কিসু : হবে না কেন ? বললে কিছু ক্ষতি হয় না। তবে (কী একটা মুখে পুরে) কিসের উপরে বিস্‌মিল্লাহ্ করবেন, সেটা আগে একটু দেখে পরখ করে নিলে আরো ভালো হয়।

ইয়াজ : হুম্! অনেক কিছুই জান দেখছি। এসব হাদিস ফেকাহ কি মায়ের কাছ থেকে শিখেছ নাকি ?

মা : তোমাকে অনেকদিন বলেছি কিসু, দুনিয়ায় এমন লোকও থাকতে পারেন, যাঁরা আমাদের ধারায় অনভ্যস্ত, তোমার রসিকতায় তাঁরা বিরক্ত হন। তাছাড়া ভুলে যেও না, তোমার বাবা আজ আমাদের মেহমান।

ইয়াজ : বাহ্ ! চমৎকার! একই টেবিলে আজ আমি আমার স্ত্রী-পুত্রের মেহমান। (মুখের মধ্যে মস্ত এক ডেলা খাবার পুরে দেয়।)

বেনু : (দরদ দিয়ে) খুব অস্বস্তি বোধ করছেন, না ? কী করবেন ? আমাদের দশাও তথৈবচ।

কিসু : শ্ ষ্ ষ্। তোকে বারবার বারণ করে দিয়েছি যখন তখন মুখ খুলবি না, আর সর্বক্ষণই তোর একটা না একটা বেফাঁস কথা বলা চাইই। (ইয়াজদানীকে)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখুন, আমরা মুখে যাই বলি না কেন, দিল একদম সাফ। পিতৃভক্তি প্রকাশিত হচ্ছে না, সেটা নিছক অনভ্যাসের দোষ। আশাকরি আমাদের ভুল বুঝবেন না আপনি। (সৈয়দকে) সৈয়দ, হাওয়া গুমোট, রাস্তা বাতাও।

ওয়েটার : জি হুজুর। এক্ষুণি আনছি। আইসক্রিম আঙুরদানা বসানো। জি! (চলে যায়)

[বেনু হাততালি দেয়। কিসু ও ডাক্তার উৎসাহিত। সবাই নিঃশব্দে খায়। সৈয়দ আইসক্রিম নিয়ে আসে।]

আসাদ : শেষ পর্যন্ত যা হোক সন্ধ্যাটা ভালোই কাটছে।

বেনু : 'শেষ পর্যন্ত যা হোক' মানে কী? কী বলতে চান, পরিষ্কার করে বলুন।

ইয়াজ : আশ্চর্য যে তোমাদের বাবা উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তোমাদের বিকেলটা একদম মাটি হয়ে যায় নি। কী আসাদ মিয়া, এইটেই তো বলতে চেয়েছিলে, না?

আসাদ : (বিব্রত) কী যে বলেন! মানে—'শেষ পর্যন্ত যা হোক'—এ হলো একটা কথার কথা, আপনি মানে, ছি, ছি—

ইয়াজ : (কিসুকে) জীবনে কী করবে, কিছু ঠিক করেছ?

কিসু : এখনো করিনি। মনের দুয়ার খোলা রেখে দিয়েছি। সৈয়দ!

ওয়েটার : জি!

কিসু : হোটেলের ওয়েটার হতে চাইলে কতদিন পরিশ্রম করতে হবে, বলতে পার?

ওয়েটার : ও ছোট সাহেব কেউ শিখতে পারে না। পরিশ্রম করে কোনো লাভ নেই। কারো এমনিতেই হয়, কারো শত চেষ্টাতেও কিছু হয় না। (রিজিয়াকে) আপনাকেও আইসক্রিম দেব? (রিজিয়া মাথা নাড়ে) খাঁটি খিদমতগার হবার ক্ষমতা নিয়ে খুব কম লোকই জন্মায়, ছোট সাহেব।

কিসু : তোমার নিজের কোনো ছেলে নেই?

ওয়েটার : একজন। (একে ওকে ওটা এটা দেয়)

বেনু : কী করে? এই একই কাজ?

ওয়েটার : ওহ্! না। এই কাজ ও একদম পারত না। ভয়ংকর কড়া মেজাজ। ও হাইকোর্টে আছে।

আসাদ : পিয়ন বুঝি?

ওয়েটার : জি না, পেশা আপনারই, নতুন যোগ দিয়েছে, অ্যাডভোকেট।

আসাদ : অ্যাঁ! ওহ্। মানে আমি খুব লজ্জিত— মানে—

ওয়েটার : কিছু না, কিছু না। ভুল হওয়াটাই স্বাভাবিক। তাতে কী হয়েছে? আমার তো মাঝে মাঝে মনেই হতো যে, ওর পিয়ন হওয়া অনেক ভালো ছিল। (ডাক্তারকে খাবার এগিয়ে দিয়ে) জানেন স্যার, অন্য যে-কোনো চাকরি করলে সাঁইত্রিশ বছর পর্যন্ত ওর খরচ আমাকে চালাতে হতো না। তবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনাদের দোয়ায় এখন ভালোই আছে। বেশ পসার। মাসে হাজার দু'হাজার করে কামাচ্ছে।

আসাদ : (ইয়াজদানীকে) এই হলো নয়া জামানা। ভাই, নয়া জামানা। গণতন্ত্র! গণতন্ত্র!

ওয়েটার : (খুব শান্ত) গণতন্ত্র ? গণতন্ত্র নয়, হুজুর। সামান্য একটু পড়ালেখা। ব্যস্। আর কিছু নয়। শিক্ষাটাই আসল। সাহেবী স্কুল, সরকারি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি বৃত্তি। ধাপে ধাপে উঠে গেছে। (বেনু তার হাত টেনে কানে কানে কী বলে। (হেসে) নিশ্চয়ই। আরো ক্রিমরোল আর কফি, এই তো ? এক্ষুণি আনছি। (আসাদকে) ছেলে আমার ভালোই করেছে। কোনো কাজকর্মেরই ও কিছু বুঝত না। পড়ালেখাও যদি না শিখতে পারত, তা হলে না খেয়ে মরত।

[সবাইকে হতভম্ব করে দিয়ে বেরিয়ে যায় নির্লজ্জ বেনুর ফরমাশ আনতে]

ডাক্তার : এখন দেখব কার কত মুরোদ। এবার হুকুম দিয়ে কথা বলুন তো সৈয়দকে।

বেনু : কিন্তু আমি যে তাকে দিয়ে আরো কফি আনতে পাঠালাম। দোষ করেছি, না ? না। সৈয়দ ভালো লোক। আমি জানি, ও কিছু মনে করবে না।

ইয়াজ : মনে করার এতে কিছু নেই। দোষ তোমাদের। যার যা কাজ সেটা ভালো ভাবে করে যাওয়াই তার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। তার ফুর্তি, ইজ্জত সবকিছুই তার মধ্যে। ওর কাজ ওকে করতে না দিয়ে তার মধ্যে তোমরা নাক সেঁধোও বলেই এইরকম গোলমালের সৃষ্টি হয়।

বেনু : এমন চমৎকার একটা গোলমালের সৃষ্টি হয়েছে যে এটা না হলেই আফসোস করা উচিত ছিল। আমরা নাক না সেঁধোলে আপনি ওর ছেলের অমন আশ্চর্য পরিচয় জানতে পারতেন! ভালোই হয়েছে মা, হয়তো ধরে বসলে, চাই কি, সৈয়দ ওর ছেলের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে পারে, আমরাও সেই সূত্রে চট করে এখানকার খান্দানি সমাজের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারি। এটা কম লাভ হলো ?

[সৈয়দ ট্রে নিয়ে ঢুকেছে]

ইয়াজ : খান্দানি সমাজ! (ঘোঁৎ ঘোঁৎ) তোমাদের মতো ছেলেমেয়েরা কোনো সমাজেই মিশতে পারবে না। তোমাদের চালচলন দেখে সভ্যসমাজ মাত্রই আঁতকে উঠবে।

বেনু : (ক্ষেপে গিয়ে) দেখুন, আপনি বুড়ো মানুষ, বয়সে অনেক বড়, নইলে এমন জবাব মুখে এসেছিল আমার! আপনি যদি ভেবে থাকেন যে—

সৈয়দ : (মোলায়েম গলায়) ক্রিমরোল। আইসক্রিম। আঙুরদানা বেশি করে বসিয়ে এনেছি।

বেনু : (সামলে নেয়) সৈয়দ ! তোমার মতো সময়জ্ঞান দুনিয়ার কারো নেই। (চুমুক) .

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসাদ : (রিজিয়াকে, আলোচনার মোড় ঘোরাতে চেষ্টা করে) আচ্ছা রিজিয়া, তোমাদের ঐ বর্মা মুলুকে কোন ধর্মের প্রচলন সবচেয়ে বেশি ?

রিজিয়া : বোধহয় বৌদ্ধ। তা' ধর্মের খোঁজ-খবর বেশি রাখতাম না।

বেনু : ওদের ধর্ম যাই হোক, চালচলন কিন্তু বড় অদ্ভুত! জান আসাদ মামা, চাকর বাকরগুলো রোজ সকালে ঘরে ঢুকেই হাঁটু গেড়ে বসে, গড়গড় করে গতদিন যত অপরাধ করেছে সব স্বেচ্ছায় স্বীকার করবে। তারপর বলবে, 'মা' বলুন ক্ষমা করেছেন। কী করা, তখন আমাদের ভান করতে হতো যেন সব মাফ করে দিয়েছি! আচ্ছা এখানকার বেশির ভাগের ধর্ম কী ? এখানেও কি অপরাধ করলে স্বীকার করে ? ক্ষমা চায় ?

সৈয়দ : এদিকে ও রকম রেওয়াজ নেই। থাকলেও এত অল্প যে নজরে পড়ে না। (রিজিয়াকে একটা ডিশ এগিয়ে দেয়) ধর্ম একটা সকলেরই আছে। বেশির ভাগই একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের সভ্য।

বেনু : সভ্য হতে হলে কত করে চাঁদা দিতে হয় ?

ইয়াজ : (আঁতকে, শিউরে, লাফিয়ে) আসাদ মিয়া! দ্যাখো, দ্যাখো, ভালো করে দ্যাখো! আমার সন্তান কী শিক্ষায় মানুষ হয়েছে, একবার চোখ মেলে দ্যাখো। কান পেতে মেয়েটার কথা শোন! তোমার জানের কসম, আসাদ মিয়া, তুমি একবার— (সুসজ্জিত টেবিল বিপর্যয়ের সম্মুখীন)

মা : আহ্ কী করছ! অত উত্তেজিত হওয়ার মতো কিছুই বেনু বলে নি। ওরা বড় হয়েছে বিদেশে, একেবারে অন্যরকম আবহাওয়ায়! ওদের কথায় উত্তেজিত হয়ে ওঠার কোনো মানে হয় না। শান্ত হয়ে বসো।

ইয়াজ : (ফোঁস ফোঁস) বসব! আমার চোখের সামনে এগুলো ঘটবে আর আমি চুপ করে বসে থাকব, না ? কিছু বলতেও পারব না !

ওয়েটার : আপনার চা'টা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে হুজুর ?

বেনু : সৈয়দ, সিগারেটের টিনটা কোথায় ?

[সৈয়দ অন্য প্রান্ত থেকে সিগারেট-অ্যাসট্রে নিয়ে আসে। বেনু একটা তুলে নিয়ে ধরাবার আগে নখে ঠুকতে থাকে।]

ইয়াজ : (যেন ভূত দেখেছে, বিস্ফারিত চোখে) এই মেয়েটা কী বিড়ি-তামাকও খায় নাকি ?

বেনু : (বিরক্ত) আমার কিছুই দেখছি আপনার সহ্য হয় না। আমি সামনে থেকে কেবল আপনার খাওয়ার আনন্দটা মাটি করছি। বেশ, তার চেয়ে বরঞ্চ আমিই না হয় উঠে যাচ্ছি। (সবাইকে) এতক্ষণে দক্ষিণের বারান্দায় নিশ্চয়ই নদীর হাওয়া বইছে। সিগারেটটা শেষ হলেই ফিরে আসব। (চলে যায়)

ইয়াজ : (চরম ক্ষেপে) রোকেয়া ভালো হবে না বলছি। মেয়েটাকে আসতে বল এদিকে। ভালো চাও তো এখনো মেয়েটাকে ফিরিয়ে আন, বলছি।

আসাদ : (শান্তি স্থাপনের চেষ্টায়) আহা হা, অত বেসামাল হলে চলবে কেন ? একটু সমঝে বুঝে এগুতে হবে তো ? কাকে কী বোঝাব আরে বাবা, ও মেয়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেজাজ তো আমরাও দেখছি। হবে না কেন ? শত হলেও বাপকা বেটি— দোষ দেব কাকে ?

মা : (ফোঁস করে) মাফ করবেন, আসাদ ভাই, আমার মেয়ের মেজাজ কারো কাছ থেকে ধার করা নয়। ওটা ওর নিজস্ব। আপনারা সবাই মিলে ওর মেজাজ এমন করে বিগড়ে দিয়েছেন যে, বেচারিকে শেষ পর্যন্ত এখান থেকে উঠে যেতে হলো। মাফ করবেন, ওকে একটু না দেখে আমিও চুপচাপ এখানে বসে থাকতে পাচ্ছি না। (দাঁড়ায়)

ইয়াজ : তুমি আমার বিরুদ্ধে— ওর পক্ষ নিচ্ছ ?

মা : (আমল না দিয়ে, রিজিয়াকে) রেজু মা, তুমি একটু এদের দেখো, আমি ততক্ষণে আসছি (চলে যায়)।

[সৈয়দও আস্তে আস্তে চলে যায়। স্তব্ধ হয়ে যান ইয়াজদানী। মুখ চোখ আবেগে কুঞ্চিত কম্পিত।]

ইয়াজ : চমৎকার! আসাদ মিয়া— চমৎকার মা! তোমাদের এ যুগের আদর্শ আধুনিক মাতা। কথা বলছ না কেন ?

রিজিয়া : বলবার কিছু নেই তাই। আমাদের মায়ের তুলনা হয় না। আমাদের মা গর্ব করার মতো মা।

ইয়াজ : আর আমি ? আমি ? আমি কিছু না, না ? আমাকে স্বীকার করা লজ্জাজনক, না ? আমার অস্তিত্ব পর্যন্ত অপমানকর, না ? বলে ফেল— থামলে কেন, সব বিষ একেবারে উগলে দিচ্ছ না কেন ?

ডাক্তার : (বিচলিত) মিস আহ্সান

ইয়াজ : থামো তুমি। মিস আহ্সান কে ? এর নাম রিজিয়া— আমার মেয়ে। বিলিতি কায়দায় ডাকতে চাও, মিস ইয়াজদানী বলো। আহ্সান আহ্সান করো না।

ডাক্তার : (আমল না দিয়ে) আমি অত্যন্ত লজ্জিত মিস আহ্সান! আমাকে ক্ষমা করবেন। সব দোষ আমার! মি. ইয়াজদানীকে আমিই এখানে এনেছি। অপরাধ আমার। উনি যে কাণ্ডটা করলেন সেজন্য আমি আন্তরিক ক্ষমা চাইছি।

ইয়াজ : কী বকছ ছোকরা ? হুঁশ হারিয়ে ফেলেছ নাকি ?

রিজিয়া : (ডাক্তারকে) না না, সে কি ? এমন কী কাণ্ডকারখানা হয়েছে যার জন্য এত ঘটা করে ক্ষমা চাইছেন ? আমরা সবাই একটু বেশি মাত্রায় ছেলেমানুষী করেছি, এই যা ? ক্ষতির মধ্যে এই হয়েছে যে, খাওয়া-দাওয়াটা একটুক্ষণের জন্যও জমতে পারল না। খামকা ভান করে লাভ নেই। যে মজলিশটা সহজে জমে না, সেটা তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ।— কী বলেন ? (উঠে বাবার কাছে এসে) আচ্ছা— আমি তাহলে উঠলাম, বাবা। রোদ পড়েছে। বাগানে বসে একটু পড়াশুনা করব।

[বেরিয়ে যায়। নির্বিকার। কারো দিকে ফিরেও তাকায় না। ইয়াজদানী সাহেব উত্তেজনায় লাফিয়ে ওঠেন। আবেগে মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। আসাদও বেরিয়ে যায়।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইয়াজ : শুনলে ? শুনলে আসাদ মিয়া ? মেয়েটি আমাকে বাবা বলে ডাকল বাবা! বাবা!

ওয়েটার : (ডাক্তারকে মাঝখানে রুমাল দিয়ে বন্ধ করা একটা বই দেখিয়ে) বাগানে বই পড়বার জন্য গেলেন মনে হলো, অথচ বইটা দেখছি এখানেই ভুলে ফেলে গেছেন।

ডাক্তার : (ছোঁ মেরে বইটা নেয়) আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। যাবার সময় আমিই দিয়ে যাব। (তারপর ইয়াজদানীকে) যে কাণ্ডটা আজ আপনি এখানে করলেন, তার জন্য আপনার রীতিমতো লজ্জিত হওয়া উচিত।

ইয়াজ : আমি ? আমি করেছি ? আমি লজ্জিত হব ?

ডাক্তার : একশ'বার লজ্জিত হওয়া উচিত আপনার। ছিঃ ছিঃ। আপনাকে এখানে সঙ্গে করে এনেছি আমি। আপনার মেয়ে এখন আমার সম্পর্কে কী যা-তা ভাবছে। লজ্জায় মরে যাচ্ছি আমি।

ইয়াজ : দেখো ছোকরা, আমার মেয়ে তোমার সম্পর্কে কী ভাবছে, তা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই।

ডাক্তার : তা থাকবে কেন ? অন্যের জন্য ভাববেন কেন ? নিজেরটা নিয়েই এত ব্যস্ত থাকলে অন্যের কথা ভাববার অবসর কোথায় ? ভালো করে চিনলাম আপনাকে আজ।

ইয়াজ : (দরদভাঙা গলায়) মেয়েটা আমায় কীভাবে ডাকল শুনেছ ? বাবা! বাবা! হুম্-পিতা-এমন এক পিতা যার কাছ থেকে দস্যু এসে সমস্ত সন্তান লুট করে নিয়ে গেছে। আমায় বলতে পারো, এই নয়া জামানার এদের হৃদয় বলে কিছু নেই ? আঠার বছর পর আজ এই প্রথম দেখা— সে কি এই দেখব বলে ? চেহারা, চালচলন কথাবার্তা— আমার নিজের সন্তান— অথচ আমি নিজে চিনতে পারি না। কোনোদিন কল্পনাও করিনি এ রকম। আমার সঙ্গে এমন করে ব্যবহার করল যেন আমি বাইরের লোক, মেহমান, তার চেয়ে বেশি কিছু নই। আঠার বছর ধরে, বাড়ি ভর্তি নফর, নওকর, কর্মচারী নিয়ে বাস করেছি, তারা আমাকে শ্রদ্ধা করেছে, কখনো কখনো ভালোও বেসেছে। আর ঐ পুঁচকে মেয়েটা আমার সঙ্গে কেমন করে কথা বলল, শুনেছ তুমি ? আমার নিজের ছেলেমেয়েরা সারাক্ষণ আমাকে নিয়ে কেমন হাসি-তামাসা জমিয়ে তুলেছিল, লক্ষ করেছ তুমি ? আর আমি ওদের আব্বা— পিতা—

ডাক্তার : যেতে দিন, যেতে দিন। ছেলেমানুষ— না বুঝে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে হয়তো। তাও সবাই নয়। আপনার বড় মেয়ে তো আপনাকে বাবা বলে সম্বোধন করতে ভোলেনি, এটা কি কম হলো ?

ইয়াজ : হুম্ ! বাবা! বাবা বলে ডেকে বিদায় নিল—'এখন তাহলে উঠি বাবা'—যেন মেহমানদারী করছে আমার সঙ্গে। বাবা বলে ডেকে কলিজায় ছুরি বসিয়ে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক্তার : (বিরক্ত) দেখুন, ওগুলো আপনার আবার একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে। যা বলার দয়া করে রিজিয়াকে বাদ দিয়ে বলবেন। রিজিয়া আপনার জন্য যথেষ্ট দরদ দেখিয়েছে। আপনার চেয়ে হাজার গুণ বেশি মসিবতের মধ্যে আমার সময় কেটেছে।

ইয়াজ : তোমার ?

ডাক্তার : হ্যাঁ, আমার। ওর পাশে বসেছিলাম আমি। তবু একটা কথাও বলতে পারিনি ওকে। মাথায় জোগাল না।

ইয়াজ : আশ্চর্য!

ডাক্তার : আশ্চর্য! হুম্, আপনি কী বুঝবেন এর! আমার আজ কী হয়েছে বলতে পারেন ? ডাক্তারখানায় আপনার সঙ্গে আজ মশকরা করেছি। এর আগে কোনো রোগীর সঙ্গে আমি সে রকম ব্যবহার করিনি।

ইয়াজ : সেটা আশার কথা।

ডাক্তার : কিন্তু আজ আমার কী হয়েছে জানেন ? আজ আমি উন্মাদ, পাগল, অথবা এও বলতে পারেন যে, আজ প্রথম আমার চেতনার উন্মেষ ঘটেছে। আজ আমার নবজন্ম, আমার মধ্যে আজ নতুন শক্তির জাগরণ। আজ আমি অসাধ্য সাধন করতে পারি। এতদিন পরে আজ আমি বড় হয়েছি। আমাকে কে এই নবশক্তি দান করেছে ? কে ? ভাবতে পারেন কে ? আপনারই ঐ কন্যা— রিজিয়া।

ইয়াজ : স্পষ্ট করে কথা বল। তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা হয়েছে নাকি ?

ডাক্তার : ভালোবাসা ! এ চেতনা তার চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বের সম্পদ। এই চেতনাই জীবন, এই চেতনাই শক্তি, এর নামই মুক্তি, স্বর্গ!

ইয়াজ : আবোল-তাবোল বকো না। বিয়ে করে বৌকে খাওয়াবে কী ? সে যোগাড় করেছ ? তার আগে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছে কে ?

ডাক্তার : বিয়ের কথা আমিও ভাবিনি। ঐ সুকোমল করস্পর্শেই আমি ধন্য। পদপ্রান্তে নতজানু হয়ে আত্মনিবেদন করতে পারলেই আমি তুষ্ট। এ জীবন আমি তার নামে উৎসর্গ করেছি। এ জীবন যে রাখব— সে শুধু তারই জন্য, দরকার হলে দান করব— সেও তারই জন্য। এর চেয়ে বেশি আর কিছু চাই না। যাই, ওরই করস্পর্শে উষ্ণ এই বই আর রুমালটা ওকে দিয়ে আসি।

[বেরুতে গিয়ে সৈয়দের সঙ্গে সংঘর্ষ]

সৈয়দ : সামলে হুজুর। ব্যথা পাননি তো ?

ডাক্তার : মাফ করবেন। আমি ঠিক—

সৈয়দ : কিছু না, কিছু না। ওতে আর এমনকি হয়েছে ? এই বয়সে সবারই একটু-আধটু ঐরকম হয় বৈকি ? আমাকে ঐ বইটা নেবার জন্য আবার পাঠিয়েছিলেন। আপনি কি এখনি যাচ্ছেন ঐ দিকে ?

ডাক্তার : ঐ দিকেই যাচ্ছিলাম আমি। কিছু মনে করবেন না। আমার দেড়মাসের এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোজগার আপনি গ্রহণ করুন। আপনি শ্রমের মর্যাদা বোঝেন, আরেকজন শ্রমজীবীর আন্তরিক দানকে আশা করি অবজ্ঞার চোখে দেখবেন না।

[পকেট থেকে নতুন পাঁচ টাকার নোটটা বের করে দেয়]

সৈয়দ : (গ্রহণ করে, সালাম ঠুকে) শুকরিয়া! (ডাক্তার ছুটে বেরিয়ে যায়) বড় দিলখোলা লোক। একটু তাড়াহুড়ো করে চলেন— তবুও বেশ লোক। আকল আছে, হিম্মৎ আছে।

ইয়াজ : হুম্। নইলে এত তাড়াহুড়ো করে হয়তো অর্ধেক রাজত্ব লাভ করতে পারত না। দেড় মাসে পাঁচ টাকা কামিয়ে এখন একদিনে তকদির উল্টে ফেলতে চাইছে।

[পায়চারি করে]

সৈয়দ : (দার্শনিক ভাবে) কেউ কিচ্ছু বলতে পারে না, হুজুর। ছোটমুখে বড় কথা শোভা পায় না, তবু বলছি, জিন্দেগি সম্পর্কে এই আমার অভিজ্ঞতা। কেউ কিচ্ছু বলতে পারে না— আরেক পেয়ালা চা এনেছিলাম। আদা দিয়েছি।— কেউ কিচ্ছু বলতে পারে না। এই আমার ছেলের কথাই ধরুন না হুজুর। চকচকে সাটিনের আলখাল্লা পরে একদিন ও গটমট করে হাইকোর্টে যাবে, একি আমি কোনোদিন স্বপ্নেও ভেবেছি! আর এখন মাসে দু'চার পাঁচ হাজার পর্যন্ত রোজগার করে। দুনিয়া বড় আজব জায়গা হুজুর।

ইয়াজ : আশা করি, তোমার ছেলে লায়েক হয়ে বাপকে ভুলে যায়নি নিশ্চয়ই। টাকার গুমটে বাপের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ভালোবাসা সব বিলকুল ভুলে বসে আছে নাকি?

সৈয়দ : আমাদের বাপ-ছেলের সম্পর্ক হুজুর ভালোই, খুবই ভালো। সমাজের চোখে আমাদের পার্থক্যটা এত বড় হওয়া সত্ত্বেও আমরা মোটামুটি এ ওকে মেনে চলতে শিখে নিয়েছি।—একরত্তি চিনি মিশিয়ে দি, আদার তারটা হালকা করে দেবে।—ছেলেকে আমি কি বলি, জানেন হুজুর? আমি বলি, দ্যাখো, আমি হোটেলের খিদমতগার। মাথায় পাগড়ি চড়াই, কারণ সেটাই আমার পেশার পরিচয়। তুমি চোগাচাপকান চাপিয়ে গলায় ফিতে বাঁধ, তাতেই তোমার পরিচয়। কোনোটাতেই অগৌরবের কিছু থাকতে পারে না। আমার ব্যবহারে কথায় খুশি হয়ে লোকজন আমাকে বেশি বেশি এনাম দেন। তাতেই আমার রোজগার বাড়ে। তোমাকে দেয় ফি। কোনো পার্থক্য নেই। তোমার পেশায় তোমাকে ভালোমন্দ হরেক রকম লোকের সঙ্গে মিশতে হয়, আমার বেলাতেও তাই। অ্যাডভোকেট ছেলের বাপ খিদমতগার, ছেলের পক্ষে সেটা কেউ কেউ একটু অস্বস্তিকর মনে করে। বাপের পক্ষেও যে সেটা একটু অসুবিধাজনক হতে পারে, সে কথাটা আর কেউ ভেবে দেখে না হুজুর।—আপনাকে আর কিছু এনে দেব?

ইয়াজ : না, না। কিছু দরকার নেই। এমনি আরো কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতে চাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ : সে আপনার মেহেরবানি। আমাদের জন্য এর চেয়ে বড় প্রশংসা আর কী হতে পারে! এ জায়গা যতই আপনার কাছে নিজের ঘর-বাড়ির মতো মনে হবে, ততই আমাদের গৌরব।

ইয়াজ : আমার ঘরবাড়ি ?

সৈয়দ : জি, দেখুন না— তাই তো। এই মানে— মানুষ হোটেলে আসে কিছুক্ষণের জন্য ঘর-সংসার ভুলে থাকার ইচ্ছায়। অথচ ঘরের আরামটা যদি না পাওয়া যায়, তাহলে সংসারের জ্বালাটাও ভোলা যাবে না।

ইয়াজ : আমার নসিবে কিন্তু উল্টোটাই ফলল। ঘরে-বাইরে সংসারের জ্বালা। এতটা কিন্তু আমিও আশা করিনি।

সৈয়দ : জি— মানে, নসিবের ব্যাপারটাই বড় উল্টোপাল্টা, উল্টোটাই বেশি ঘটে। কী করবেন হুজুর, দুনিয়াটাই বড় আজব জায়গা। আগে থেকে বলা কিছুই যায় না।

[চলে যায়]

ইয়াজ : ঘর ! সংসার ! সুখের ঘর-সংসার!

[কারো পায়ের শব্দ শুনে চমকে দরজার দিকে তাকায়। শক্ত হয়ে বসে অপেক্ষা করে। রিজিয়া ঢুকেছে। কী একটা ফেলে-যাওয়া জিনিস খুঁজতে। ইয়াজদানী মেয়ের চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ঠোঁট দৃঢ়তায় কুঞ্চিত। চোখ আবেগে কাতর। রিজিয়াও টেবিলে ভর করে দাঁড়িয়ে ইয়াজদানীকে দেখে, দৃষ্টি একেবারে বুকের ভেতর পর্যন্ত মেলে দেয়। বুড়োর দুর্বলতা কোথায়, নিশ্চয়ই বোঝে। কৌতূহল হয় আরো ভালো করে বোঝার, কিন্তু বাইরে অনাত্মীয় ভাব সম্পূর্ণ অটুট রাখে।]

রিজিয়া : আপনার সঙ্গে দুটো কথা বলতে চাই।

ইয়াজ : অ্যাঁ ? সত্যি ? আশ্চর্য তো ! আঠার বছর পর বাপের সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্রই তাকে তুমি কিছু বলতে চাও, কী অবাক কাণ্ড ! কী মর্মস্পর্শী !

রিজিয়া : আবেগ-উচ্ছ্বাসের কথা ছেড়ে দিন, আমাদের ক্ষেত্রে ওগুলো নিতান্তই অবান্তর এবং অর্থহীন। আপনি কি আশা করছিলেন যে আপনাকে দেখামাত্র আমরা আবেগে বেহুঁশ হয়ে পড়ব ? আমাদের সঙ্গেই বা আপনি এমন ব্যবহার করছেন কেন ? আপনি যে আমাদের খুব পছন্দ করেন না, সেটা যে-কেউ বুঝতে পারে। সে জন্য আমরা কোনো নালিশ করেছি আপনার কাছে ? আমাদের কথা হচ্ছে পরস্পর পরস্পরকে অপছন্দ করি বলে, দেখা হওয়া মাত্রই ঝগড়া শুরু করতে হবে— তার কোনো মানে নেই।

ইয়াজ : (চোখ ঝাপসা হয়ে আসে) আমি তোমাদের পিতা, এ সত্যটুকু উপলব্ধি কর ? এর একটা মানে আছে ,তা স্বীকার কর ?

রিজিয়া : একশ'বার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইয়াজ : সন্তানের কাছ থেকে যে পিতার কিছু প্রাপ্য থাকতে পারে— তা মানো ?

রিজিয়া : দু'একটা উদাহরণ দিন। যথা—

ইয়াজ : তুমি উদাহরণ চাও আমার কাছে ? যথা কর্তব্য, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, ভক্তি, বাধ্যতা—

রিজিয়া : (হঠাৎ আলসেমি ঝেড়ে) দেখুন, একমাত্র আমার বিবেক আর বুদ্ধি ছাড়া আমি আর কারো কাছে বাধ্য নই। যা ন্যায় তাকে শ্রদ্ধা করি। যা মহৎ তাকে আমি ভক্তি করি। (দাঁত চেপে) আর এ যে স্নেহ-ভালোবাসার কথা বললেন, সেগুলো আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করে না। সেগুলো আমি বড় বেশি ভালো করে বুঝিও না।

[বক্তব্য খতম করে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে]

ইয়াজ : (চোখে চোখ রাখার চেষ্টা করে) এইমাত্র যা বললে ওগুলো তোমার মনের কথা ?

রিজিয়া : (ঝাঁঝ) নয়তো কী বানিয়ে বলছি নাকি ? এ রকম প্রশ্ন ভবিষ্যতে করবেন না। এখন কী বলতে যাচ্ছিলেন, বলুন। আবেগ বাদ দিয়ে বিচারবুদ্ধি সজাগ রেখে, যদি বলতে পারেন বলুন।

ইয়াজ : বিচারবুদ্ধি সজাগ রেখে, আবেগ বাদ দিয়ে— না! না! তা আমি পারব না। বুঝতে পারছ— তা আমি পারব না। পারব না। বুঝতে পারছ ?

রিজিয়া : না। এ রকম অবস্থা বোঝা আমার সাধ্যের বাইরে এবং এ রকম লোকের জন্যও আমার দরদ নেই।

ইয়াজ : (কাতর কাকুতি) চুপ করো। আর বলো না। তুমি জানো না, কী করছ তুমি। আমাকে কি পাগল করে দিতে চাও ? (রিজিয়া ভ্রু কুঁচকায়) না, না। আমি রাগ করি নি। একটুও উত্তেজিত হইনি। যা বলার এখুনি বলছি আমি। (একটু দম নিয়ে) ভাববার সময় দাও আমাকে। (আধ মিনিট ঠায় বসে থাকে। রুমাল দিয়ে মুখ চোখ ভালো করে মুছে, একটা চেয়ার টেনে রিজিয়ার কাছে বসে। তারপর প্রাণপণ চেষ্টায় শান্ত মোলায়েম গলায়) এইবার বলছি। মানে, ঠিক তোমার মতো করে বলতে পারব কিনা জানি না, তবে চেষ্টা করব।

রিজিয়া : চেষ্টা করলে পারবেন। আবেগকে প্রশ্রয় না দিয়ে বুদ্ধির সাহায্য নিলে, মনের সমস্যা মিটে যেতে বাধ্য।

ইয়াজ : বুদ্ধি! বুদ্ধি! মাথাটা বাদ দিয়ে একটু দরদ দিয়ে কথা বল। ভাবতে আমি চাই না, আমি অনুভব করতে চাই। বিশ্বাস করো, অন্য পথে শান্তি নেই। তার আগে, কিছু মনে করো না, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। তোমার, তোমার নিজের নামটাও কি তুমি ভুলে গেছ! জিজিয়া কারো নাম হয় কখনো।

রিজিয়া : আমার নাম জিজিয়া নয়, রিজিয়া। আপনি ছাড়া আর কেউ এ রকম ভুল করতে পারত না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইয়াজ : (আবার উত্তেজিত) রিজিয়া জিজিয়া কোনোটাই তোমার নাম নয়। তোমার নাম কুলসুম। তোমার ফুফু আমার নামের সঙ্গে মিলিয়ে অনেক আদর করে ঐ নাম ঠিক করেছিলেন।

রিজিয়া : তা হতে পারে। তবে ফুফু আম্মার নাম পাল্টে আমার নিজের আম্মা আমাকে নতুন নাম দিয়েছেন। রিজিয়া খানম।

ইয়াজ : (ক্ষেপে) কেন ? তোমার নাম পাল্টাবার সে কে ? আমি এসব কিছুতেই বরদাস্ত করব না।

রিজিয়া : আপনি যে দিব্যি ফুফু আম্মার নাম আমার ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন, সেটা কোন অধিকারে ? যে ফুফু আম্মার সঙ্গে আমার কোনোকালে পরিচয় ছিল না, আমাকে তার নাম দিতে গেলেন কেন ?

ইয়াজ : তোমরা সব উন্মাদ, পাগল, বদ্ধ পাগল। যা মুখে আসে তাই বলে চলেছ। অসম্ভব, এসব আমি আর সহ্য করব না, কিছুতেই না। যা হয়েছে, হয়েছে, আর এক চুল আমি সহ্য করব না। এ আমি সহ্য করব না, করব না, করব না।

রিজিয়া : (দাঁড়িয়ে) আপনার মেজাজ আজকে ঠিক নেই। যে করে হোক একটা ঝগড়া বাঁধাবেনই।

ইয়াজ : (নির্বাপিত এবং করুণ) দোহাই তোমাদের— আমার— আমার অন্যায় হয়েছে। চলে যেও না। একটু বসো। আমার সামনে আরেকটু বসো। এই তো লক্ষ্মী মেয়ে। দেখলে তো আমি মোটেই বদমেজাজী নই। কোনোরকম অন্যায় জুলুম আমি করতে চাইনি। শুধু— শুধু এইটুকু—বোঝাতে চেয়েছিলাম যে, আমি তোমার আব্বা— মানে মিষ্টি রিজিয়ার বাবা। শান্ত হয়ে আমার সামনে একটু বসো। আমার দিকে ভালো করে একবার তাকাও। কিছু মনে পড়ছে না ? এইটুকু বয়সেই কত বুদ্ধি ছিল তোমার! সে সময়ের কিছুই মনে নেই তোমার ? এমন কাউকে মনে পড়ছে না যে তোমাকে ভালোবাসত ? পাগলের মতো আদর করত ? তার অফিস-ঘরে টেবিলের ওপর বসে দোয়াত কাগজ ছড়িয়ে একাকার করলেও সে লোকটা কিছু বলত না— বরঞ্চ উল্টো দুষ্টু মেয়েটার সঙ্গে বোকার মতো হাততালি দিয়ে হাসত— ওকে আদর করত— চুমু খেত—

রিজিয়া : ও রকম করে বর্ণনা করলে যে-কোনো জিনিস সত্য বলে ভুল হতে পারে। নইলে এমনিতে কিছু মনে পড়ছে না।

ইয়াজ : তোমার মা এসব ভুলেও কোনোদিন বলেনি ? আমার কথা কি কোনোদিন তোমাদের কানে ওঠেনি ?

রিজিয়া : অন্তত আমার কাছে কোনোদিন বলেনি। ওহ্ হ্যাঁ, একদিন বলেছিল—

ইয়াজ : সত্যি ? কী বলেছিল ?

রিজিয়া : আমাদেরকে বাধ্য রাখার জন্য আপনি নাকি একদিন বাজার থেকে একটা চাবুক কিনে এনেছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইয়াজ : ওহ্! সেটা-সেটাই শুধু উল্লেখ করেছে আর কিছু না, না ? সন্তান যেন বাপের দিকে ঘুরেও না তাকায় তার জন্য এত ষড়যন্ত্র! এত বড় শয়তানী!

রিজিয়া : কী ? এত বড় সাহস আপনার ? আমার মায়ের বিরুদ্ধে আর একটা কথাও উচ্চারণ করবেন না আপনি।

ইয়াজ : দেখ মেয়ে, বেশি বাড়াবাড়ি করো না বলে দিচ্ছি। পরে পস্তাবে। ভুলে যেও না আমি তোমার আব্বা।

রিজিয়া : আপনি ইচ্ছে করলে এখন চলে যেতে পারেন।

ইয়াজ : আমাকে একটু দম নেবার সময় দাও। হঠাৎ বুকের মধ্যে দম আটকে আসছে। আহ্! মরে গেলে খুব খুশি হও, না ?

রিজিয়া : (উঠে গিয়ে ডাক দেয়) ডক্টর!

ডাক্তার : (বা'র থেকে) জি।

রিজিয়া : একটু এখানে আসুন। ইয়াজদানী সাহেবকে একটু দেখে যান।

ইয়াজ : না না। কারো দরকার নেই। আমাকে দেখার জন্য কাউকে ডাকতে হবে না। আমাকে একটু একলা থাকতে দাও। কিচ্ছু হয়নি আমার। (কোনো রকমে উঠে দাঁড়ায়) গেলেই যখন খুশি হও, তখন আমি মিছেমিছি আর তোমাদের কষ্ট দেব কেন ? (উঠে দাঁড়ায়) আমাকে আর কিছুই বলতে চাও না, না ?

রিজিয়া : কী বলব ?

[ইয়াজদানী স্থির চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর নিজের কোট লাঠি গুছিয়ে চলে যায়। অন্য দিক দিয়ে ঢোকে ডাক্তার]

ডাক্তার : ব্যাপার কী ? বুড়ো কোথায় ?

রিজিয়া : চলে গেছেন।

[ময়দান একবারে খালি দেখে ডাক্তারের চোখ-মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। রিজিয়া নির্বিকার।]

মনে হলো, অসুস্থ, তাই আপনাকে ডেকেছিলাম। কিন্তু উনি অপেক্ষা না করেই চলে গেছেন। আপনাকে খামকা ডেকে আনার জন্য দুঃখিত।

ডাক্তার : ভালোই হয়েছে। ওই বুড়োর মেজাজ আমার সহ্য হয় না । অমন লোকের অমন অপরূপ মেয়ে কী করে হয়, সেটা ভেবে কূল পাই না।

রিজিয়া : (চমকে) এ সব মন-ভুলানো পোশাকী বুলি আমার কাছে ভয়ঙ্কর ক্লান্তিদায়ক। সত্যি যদি অন্তরঙ্গ হতে চান, তবে সহজভাবে বন্ধু হতে চেষ্টা করুন। ভণিতা স্তুতি ওগুলো যদি বর্জন করতে না পারেন তবে আমার পক্ষে আপনাকে কখনো বন্ধু বলে স্বীকার করা সম্ভব হবে না। তাছাড়া গোড়াতেই আরেকটা কথা আপনাকে জানিয়ে রাখা আমি নিরাপদ মনে করি। বিয়ের আমি ঘোর বিরোধী। কাজেই সবদিক বুঝে শুনেও যদি আমাদের পরিচয়কে জিইয়ে রাখতে চান, ভালো, নইলে আজ বিকেলেই তার যবনিকা টেনে দিন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক্তার : (খুব সতর্ক) মেনে নিলাম। কিছু যদি মনে না করেন, তবে একটা প্রশ্ন করতে চাইছিলাম। আপনি নীতির দিক দিয়ে বিয়ের বিরোধী, না ব্যক্তিবিশেষকে, যেমন ধরুন, আমার মতো লোককে বিয়ে করার ব্যাপারেই আপনার ঘোরতর আপত্তি।

রিজিয়া : আপনার ব্যক্তিগত যোগ্যতা যাচাই করার মতো ঘনিষ্ঠ পরিচয় আমাদের হয়নি। কাজেই বিশেষ করে আপনার প্রশ্ন উঠতে পারে না। আমার বিরোধ নীতিগত। আমাদের সমাজে এখনো দাম্পত্য জীবনের যে রূপটা প্রচলিত, তাতে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কোনো মেয়েই স্বেচ্ছায় কবুল বলতে পারে না।

ডাক্তার : (মুহূর্তে সুর পাল্টে সমাজসেবক বনে যায় এবং রিজিয়ার অপূর্ব দৃষ্টিশক্তিতে মুগ্ধ হয়ে যায়) আশ্চর্য, এমন একটা জ্বলজ্যান্ত সত্য কোনো মেয়ের মুখ থেকে এই প্রথম শুনলাম। আপনার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। আত্মসচেতন কোনো মেয়েরই প্রচলিত বিয়েতে স্বেচ্ছায় মত দেয়া সম্ভব নয়। (গুছিয়ে বসে) মিঠা বুলির ছলচাতুরি আমিও পছন্দ করি না। অথচ আমাদের সমাজের মনই এত কুৎসিত যে, কোনো একজোড়া ছেলেমেয়ে একসঙ্গে বসে আলাপ করছে দেখলেই আঁতকে ওঠে। শুঁকে শুকে ওর মধ্যে একটা মতলব খুঁজে বার করবেই। যেন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনোরকম সুস্থ সম্পর্ক পুরুষ আর নারীর মধ্যে থাকতে পারে না। মেয়েদের এরা এত ছোট মনে করে!

রিজিয়া : (কৌতূহলী) কী অদ্ভুত বিচার! আপনার কথা শুনে এখন ভরসা হচ্ছে, হয়তো সহজ স্বাভাবিক মানুষের মতো আপনি চলতে পারবেন।

ডাক্তার : (উৎসাহিত স্বীকার) একশ বার। আমরা যদি তেমন করে এগুতে না পারি, তাহলে চলবে কেন? ভাবতে বড় ভালো লাগছে যে, এই কুসংস্কারে-ভরা দুনিয়ায় অন্তত দুটি মুক্তবুদ্ধি তরুণ-তরুণী নিজেদের মধ্যে একটা সম্পর্ক তৈরি করতে পেরেছে। পথ চলতে হঠাৎ এমন একটা কুয়াসাহীন ঝকঝকে মনের সাক্ষাৎ পাব, এ আমি কোনোদিন ভাবিনি।

রিজিয়া : বর্মা থেকে যখন আমরা এদেশে আসি, তখন আমরা কিন্তু আশা করেছিলাম, বাংলাদেশে নিশ্চয়ই তেমন মানুষের অভাব হবে না।

ডাক্তার : মানুষ এখানে অনেক আছে— অনেক— কোটি কোটি। কিন্তু আপনার ঐ বর্মীরও অধম এরা।

রিজিয়া : ওদের কথা আর বলবেন না। সব গবেট। কুসংস্কারের ডিপো। মেরুদণ্ডহীন আবেগের ফানুস। জানেন, দুর্বলকে আমি ঘৃণা করি। আর আবেগকে ঘৃণা করি তার চেয়েও বেশি।

ডাক্তার : সেই ঘৃণাই আপনার ব্যক্তিত্বকে করেছে অতি দ্যুতিময়।

রিজিয়া : (হাসতে হাসতে) দ্যুতিময়?

ডাক্তার : নিশ্চয়ই। বিদ্যুতের মতো প্রবহমান। আপনার ভেতরের শক্তি চারপাশ স্পর্শ করে তড়িৎরেখার মতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিজিয়া : দুর্বলকে নিয়ে কৌতুক করছেন এবার ?

ডাক্তার : মিথ্যে কথা। কাকে দুর্বল বলছেন ? মূর্তিময়ী শক্তি আপনি। জানেন, আজ সকালে কে এসে আমার সমস্ত পুরনো দুনিয়া মুহূর্তে ওলট-পালট করে দিল ? আজ সকালেও আমি ছিলাম হতাশায় আচ্ছন্ন, অন্ধ, অচেতন। সারা মন জুড়ে ছিল শুধু ঘর ভাড়ার বিভীষিকা, ভবিষ্যতের অন্ধকার, বর্তমানের ব্যর্থতা। হঠাৎ দেখলাম আপনাকে। চোখ ঝলসে গেল। (রিজিয়ার ভ্রূতে সন্দেহের মেঘ। ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে সামলে নেয়।) মাফ করবেন, কথাটা বড্ড খেলো হয়ে গেল। কিন্তু সত্যি সত্যি সেই মুহূর্তে আমার মধ্যে কিছু একটা ঘটে গেল। আপনাকে হয়তো ঠিক বোঝাতে পারছি না। নিঃশ্বাসের এক ঝলকে আমার রক্তে তখন— মানে (একটা আবেগহীন শব্দের তল্লাশে) মানে— অক্সিজেনের প্রাবল্যে রক্তে এক আকস্মিক দাহ-ছিটকে সরে গেল শৈথিল্য-অনুভব করলাম একটা বলিষ্ঠ সবল প্রত্যয়। শুনে আপনি যতখানি অবাক হচ্ছেন, ভেবে ভেবে আমিও ততখানি দিশেহারা। এমন যুক্তিহীন কাণ্ড, আমার জীবনে ঘটতে পারে স্বপ্নেও তা ভাবিনি।

রিজিয়া : (অস্বস্তি) বাগানে চলুন, ওরা হয়তো আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

ডাক্তার : (রহস্যময়) তাহলে কি আপনার চেতনায়ও সেই ছায়া পড়েছে ?

রিজিয়া : কিসের ছায়া ?

ডাক্তার : আতঙ্কের।

রিজিয়া : আতঙ্ক ?

ডাক্তার : হ্যাঁ।—একটা কিছু অনিবার্যভাবে এগিয়ে আসছে, তার ভয়। আপনি যে মুহূর্তে বাগানে যাওয়ার প্রস্তাব করলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে কী একটা অজানা ভয়ে আমারও মনে হচ্ছিল, যত শিগগির পারি, দু'জনে পালিয়ে গিয়ে সকলের মধ্যে আশ্রয় নিই।

রিজিয়া : (অবাক হয়ে) আশ্চর্য! আশ্চর্য! আমারও ঠিক সেইরকমই মনে হচ্ছিল।

ডাক্তার : (গম্ভীর) সত্যি অবাক হবার কাণ্ড! (দাঁড়িয়ে) তাহলে পৃষ্ঠপ্রদর্শনের সিদ্ধান্তই কি গ্রহণ করছি ?

রিজিয়া : কী বললেন, অসম্ভব! পালাব কেন ? ভয়ে হার মানার মতো ছেলেমানুষী আর কিছু নেই। (আঁট হয়ে বসে। ডাক্তারও বসে পড়ে। গম্ভীর চোখে রিজিয়াকে দেখে। রিজিয়ার কপালে গাঢ় চিন্তার রেখা) আচ্ছা মনের এসব আকস্মিক খেয়ালের কোনো ব্যাখ্যা কি বিজ্ঞান দিতে পারে না ?

ডাক্তার : কে জানে ? হয়তো পারে, হয়তো পারে না। গোটা অনুভূতিটাই এত অদ্ভুত— এত অসহায়— এত—

রিজিয়া : (চমকে, সজাগ) অসহায় ?

ডাক্তার : অসহায় নয় তো কী ? প্রকৃতি আমাদের আলাদা সত্তা দান করেছে, বুদ্ধি দিয়েছে বিচার করার জন্য, তারপর এক সময় হঠাৎ ছোঁ মেরে দু'জন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিণত মানুষকে তুলে নিয়েছে নিজের বিশাল হাতের মুঠোয়। একেবারে টুটি চেপে তুলে ধরে নিয়েছে। যেন অতি ক্ষুদে দুটি জীব—তারপর আমাদেরকে নিয়ে যা খুশি তাই করছে, যা খুশি তাই করাচ্ছে। এর চেয়ে অসহায় আর কী হতে পারে।

রিজিয়া : এতদূর আপনার কল্পনার দৌড় ছাড়া আমি পৌঁছতে পারতাম না, কি বলেন ?

ডাক্তার : (হঠাৎ, একবারে) জানি না, জানার ইচ্ছেও নেই। জানলেও পরোয়া করি না। (গভীর অভিযোগে ফেটে পড়ে) মিস আহসান! মিস আহসান! এ আপনি কী করছেন ? ও আপনি কেন করলেন— কেন ? কেন ?

রিজিয়া : মানে— আমি— আমি কী করেছি আবার ?

ডাক্তার : এ মায়া, এ স্বপ্নে, এ মোহে আপনি কেন আমায় জড়ালেন ? বিশ্বাস করুন, আমি সর্বক্ষণ প্রাণপণ চেষ্টা করেছি সুস্থ থাকতে সহজ হতে। সাধ্যমত আঁকড়ে ধরেছি আমার বৈজ্ঞানিক চেতনাকে। কিন্তু সাধ্য কী আমার যে আমি অন্যপথে চলি! আপনি, আপনি যে আমার সুপ্ত চেতনায় জাগ্রত কল্পনা সঞ্চার করেছেন। সে দোষ কি আমার!

রিজিয়া : দোহাই আপনার, আর এগুবেন না। এরপর হয়তো আরও বোকার মতো, একেবারে চরম অশ্লীলতার পরিচয় দিয়ে বলে বসবেন, এর নামই ভালোবাসা।

ডাক্তার : ছি ছি ছি! কী যে বলেন। প্রেম! যেন আমরা এখনো এতই ছেলেমানুষ রয়ে গেছি! বরঞ্চ একে বলুন কেমিস্ট্রি। প্রকৃতির অমোঘ আঘাত, তার অপ্রতিরোধ্য শক্তির প্রকাশ! এটা তো আর অস্বীকার করতে পারবেন না যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ভয়ানক ভয়ানক পরিবর্তন সাধিত হয় অত্যন্ত সহজে। তাই হয়েছে। আপনি আমাকে আকর্ষণ করছেন প্রচণ্ডভাবে, এবং সে শক্তির রূপ মূলত রাসায়নিক!

রিজিয়া : নন্‌সেন্স। (আবেগ) কী সব আবোল তাবোল বকছেন ?

ডাক্তার : নিশ্চয়ই আবোল তাবোল বকছি। একেবারে নিরেট বোকা না হলে আরো আগেই সেটা বুঝতে পারতেন। (রিজিয়া হতভম্ব) হ্যাঁ, আপনাকেই বলছি।—আপনি একটা বোকা মেয়ে। আপনি যে কেবল বোকা তাই নয়— আপনি উন্নাসিকও। খুশি হয়েছেন ? (উঠে পড়ে) আশা করি, এরপর নিশ্চয়ই আর আমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রইল না।

রিজিয়া : (হিমকঠিন মুখে, যেন স্কুল-মাস্টারনি ফটো তুলতে বসেছে) মস্ত বড় ভুল করলেন। আমাকে যে আপনি এত কম বোঝেন, তারই চূড়ান্ত প্রমাণ দিলেন। আপনার কথায় আমি একটুও চটিনি। (ডাক্তার আস্তে আস্তে আবার বসে পড়ে) আমার স্বভাবের ত্রুটি বন্ধুরা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিক, এটা আমি বরাবরই চাই। এমনকি তারা যদি আপনার মতো ভুলও করে, তবুও। কিন্তু আমি উন্নাসিক, সারা বর্মা মুলুকেও এমন কথা কেউ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনোদিন বলেনি।

[ঠোঁট চেপে স্থির অগ্নিময় চোখে ডাক্তারের দিকে তাকায়]

ডাক্তার : (সেয়ানে সেয়ানে) আমি যা বলেছি, ঠিকই বলেছি। আমার বুদ্ধি, বিবেক, অভিজ্ঞতা সব কিছুই বলছে অহমিকায় আপনি তুলনাহীনা।

রিজিয়া : তাহলে আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে কারোই বুদ্ধি, বিবেক আর অভিজ্ঞতা ভ্রান্তিহীন নয়। অন্তত আপনারটা যে নয়, সে সম্পর্কে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

ডাক্তার : তবু আমাকে সেগুলোর ওপর আস্থা রেখেই বেঁচে থাকতে হবে। আপনি কি চান, তার বদলে, এই মুহূর্তে আমার চোখ, মন, স্নায়ু, কল্পনা আমাকে বারবার যেসব অসম্ভব আবেশে আচ্ছন্ন করে ফেলছে, সেগুলোকে বিশ্বাস করি, সেই সব মিছে কথায়?

রিজিয়া : (অসর্তক কৌতূহল) কি মিছে কথা?

ডাক্তার : হ্যাঁ, মিথ্যে কথা নয়তো কী! আপনি কি মনে করেন সারা দুনিয়ায় আপনি একজন সেরা সুন্দরী, রূপসী— এ কথাও আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?

রিজিয়া : প্রশ্নটা উদ্ভট এবং নিতান্তই ব্যক্তিগত।

ডাক্তার : এবং অবিশ্বাস্য। অথচ আমার এই চোখ বারবার এই একই বার্তা বয়ে আনছে। (রিজিয়া হুঁশিয়ার হয়ে ভ্রূ কুঁচকায়) ভয় নেই। ভুলেও মনে করবেন না যে আপনাকে তোষামোদ করতে বসেছি। কারণ আমার চোখকে আমি বিশ্বাস করি না। (রিজিয়া মনে মনে লজ্জিত হয় এইজন্য যে এই অস্বীকার তাকে কোনো আনন্দ দেয় না) আপনি কি মনে করেছেন যে আমার দুর্বলতাকে গভীর অবজ্ঞায় ত্যাগ করে আপনি যখন চলে যাবেন, আমি তক্ষুণি ছোট ছেলের মতো মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে গলা ছেড়ে কাঁদতে শুরু করে দেব?

রিজিয়া : (গলার কাঁপুনি যেন কিছুতে ধরা না পড়ে সেই চেষ্টা) কাঁদবেন, কাঁদবেন কেন?

ডাক্তার : নিশ্চয়ই না। কাঁদব কেন? এতই আহাম্মক পেয়েছেন আমাকে? তবু আমার হৃদয় বলছে, কাঁদা উচিত। আমার আহাম্মক হৃদয়! ভয় নেই, আমি তবু কাঁদব না। হৃদয়কে আমি এমনি ছেড়ে দেব ভেবেছেন? ওর সঙ্গে আমি তর্ক করব। যুক্তি দিয়ে ওকে আমি পোষ মানাবই। আপনাকে হাজারগুণ ভালোবাসলেও সত্যের সঙ্গে মোকাবেলা করতে ভয় পাব না। নিজেকে বাধ্য করব। পাগল না হয়ে যাওয়াটা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। বাস্তবকে আঁকড়ে ধরতে হবে, সেখানে ফাঁকি চলবে না। এখন কোথায় আমি? স্বর্গে নয়, ম্যারাইন হোটেলে। সময়? অন্ততকাল নয়, বিকেল ছটা। আমি কে? দাঁতের ডাক্তার, পাঁচ পাঁচ রূপেয়ার!

রিজিয়া : আর আমি, আমি? এমন একটি মেয়ে অহমিকায় যে তুলনাহীনা!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক্তার : (আবেগে) কে, কে বলেছে ? অথচ বাস্তবতা আমি চাই না। দোহাই আপনার ঐখানটাতে একটু মায়া থাকতে দিন! মিস্ খানম, আমি আপনাকে ভালোবাসি। (সতর্ক রিজিয়া সরে যায়। শিউরে উঠে ডাক্তার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে) আহাম্মক! ঘোর আহাম্মক আমি! আপনি আমাকে এক বিন্দুও বোঝেননি। এতক্ষণ ধরে নদীর পাড়ে গিয়ে কচুরিপানার সঙ্গে তর্ক করলেও বোধহয় এর চেয়ে বেশি প্রতিদান পেতাম। [চলে যাবার জন্য তৈরি হয়]

রিজিয়া : (করুণা) যা হয়েছে আমি তার জন্য দুঃখিত। আপনার জন্য সত্যি আমার সহানুভূতিও রয়েছে। কিন্তু এ রকম ব্যাপারে আমি-আমি নাচার।

ডাক্তার : (ফিরে আসে। ব্যবহারে চিত্তজয়ী বেপরোয়া সাবলীল বিনয়) সে জন্য আপনি দুঃখিত হবেন কেন ? অন্যায় করেছি আমি, অপরাধ আমার। দুর্ভাগ্যও বলতে পারেন। আমাকে আপনার সহজভাবে ভালো লেগেছিল। আমি বোকার মতো সব তালগোল পাকিয়ে সব একাকার করে দিলাম। (রিজিয়া বাধা দিতে চেষ্টা করে) ওহ্! নয়া জামানার মুক্তবুদ্ধি তন্বী আপনি, বুদ্ধি-বিবর্জিত মনের ব্যক্তিগত ভালো লাগা না লাগার কথাও হয়তো আপনাদের স্বীকার করতে নেই।

রিজিয়া : (স্বাধীন রমণী) স্বীকার করতে পারব না এমন নিয়ম হতে পারে না। নিয়ম মেনে মাথা নাড়াবার অভ্যেস আমার নেই। যা মনের মধ্যে সত্য বলে জানব তা একশ'বার মুখেও বলব।

ডাক্তার : (আতঙ্কিত) দোহাই আপনার, বলবেন না। সহ্য করতে পারব না।

রিজিয়া : আপনার মধ্যে যথেষ্ট আবেগ রয়েছে, এটা সত্য। আপনি যথেষ্ট বোকাও। তবে লোক হিসেবে আপনি মন্দ নন।

ডাক্তার : (বড় চেয়ারে মুষড়ে পড়ে) আমারও তাহলে এখানেই সব শেষ। স-ব! (মূর্তিমান অন্তিম মুহূর্ত)

রিজিয়া : (বিব্রত, এগিয়ে আসে) সে-কী ? এসব কী বলছেন ? কেন বলছেন ?

ডাক্তার : শুধু মন্দ না হওয়াই কি যথেষ্ট ? আর কিছু নয় ?

রিজিয়া : (একটু আবেগ, অনেকটা দরদ দিয়ে তাকিয়ে) আমি দুঃখিত।

ডাক্তার : (গভীর আবেগে) থাক্, থাক্, দোহাই তোমার। আর যাই করো করুণা করো না। তুমি জান না, তোমার ঐ কণ্ঠস্বর আমার হৃদপিণ্ডকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলছে। আমাকে একটু একলা থাকতে দাও রিজিয়া! প্রবেশ করেছ এ হৃদয়ের অতল গহীনে— তারপর এ-কী নির্মম জ্বালা— কী মাতামাতি! আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারছি না রিজিয়া।

রিজিয়া : (ভেঙে পড়ে) চুপ করো। আর বলে বোঝাতে হবে না তোমাকে। আমি সহ্য করতে পারছি না।

ডাক্তার : (বিজয়গর্বে এক লাফে উঠে দাঁড়ায়। আবেগে অবরুদ্ধ কণ্ঠে তীব্র উল্লাস ধ্বনি) উহ্! এতক্ষণে ধরা দিয়েছ। ভাগ্যিস্ সাহস করেছিলাম! (নাক ধরে নাড়া দেয়। মাথার চুল এলোমেলো করে দেয়।) দুর্জয় সাহসে মেওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফলে। (রিজিয়ার হাত দু'হাতে জাপটে ধরে চুমু খেয়ে ফেলে। হতবাক রিজিয়ার সামনে কিশোর বালকের মতো খল খল হাসতে হাসতে) অবশেষে রিজিয়া খানম, তুমিও পড়লে ? সব খতম। রিজিয়া, আমরা পরস্পরের প্রেমে পড়েছি। (স্তম্ভিত রিজিয়া ঢোক গেলে) বাপরে বাপ, যা একটা ডাইনী মেয়ে তুমি! ভয়েই যদি কাবার হয়ে যেতাম ?

কিসু : (বা'র থেকে গলা শোনা যায়) হ্যালো— ডক্টর— ডক্টর—

বেনু : ডক্-ট-অ-র!

ডাক্তার : আমি পালাই এবার!

[তাড়াতাড়ি করে হাতে চুমু খেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় মা প্রবেশ করে। রিজিয়া অর্ধঘুমন্ত স্তব্ধতা নিয়ে যে-কোনো দিকে তাকিয়ে থাকে।]

মা : খোরশেদ, ছেলেমেয়েরা তোমাকে বাগানে ডাকছে। (চারিদিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টি মেলে) উনি কি চলে গেছেন ?

ডাক্তার : কে ? ওহ— মানে— হ্যাঁ। মি. ইয়াজদানী অনেকক্ষণ হয় চলে গেছেন।

[প্রস্থান]

রিজিয়া : (সোজা আঁকড়ে ধরে) মা!

মা : (উদ্বেগে জড়িয়ে ধরে) সে-কী ? কী হয়েছে মা ?

রিজিয়া : এ তুমি কেমন করে মানুষ করেছ আমাদের ? সব কিছু তুমি আমাদের শেখালে না কেন মা ?

মা : ছিঃ রেজু! এসব কী বলছিস! তোর মা কি চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেছে ?

রিজিয়া : না— তুমি আমাদের কিছু শেখাও নি— কিচ্ছু না!

মা : কী হয়েছে তোর ? খুলে বল।

রিজিয়া : ছিঃ ছিঃ কী লজ্জা! কী লজ্জা! কী লজ্জা!

[দু'হাতে মুখ ঢেকে মা'র দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।]

পর্দা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় অঙ্ক

[ম্যারাইন হোটেলে বেগম রোকেয়া আহ্সানের বসবার ঘর। প্রশস্ত এবং আরামদায়ক। মাঝখানে একটা বড় গোলটেবিল। এ-কোণে ও-কোণে অন্যান্য ছোট টেবিল ও চেয়ার।

এক কোণে বেগম রোকেয়া নিজের নতুন রচনার প্রুফ দেখছেন। জানালার কাছে রিজিয়া-চোখে চিন্তা ও যন্ত্রণার ছাপ। ঘড়িতে ঢনঢন করে সাতটা বাজল।]

মা : সাতটা বেজে গেল ? কিসু-বেনুর জন্য অপেক্ষা করে আর দরকার নেই। ওরা নিশ্চয়ই বাইরে থেকে কোথাও চা খেয়ে আসবে।

রিজিয়া : (ক্লান্ত) চা দেবার জন্য ডাকব ?

মা : ডাকো। (রিজিয়া দরজার কাছে এসে কলিংবেল টেপে।) তবু যা হোক এতক্ষণে এই প্রুফ শেষ হলো।

রিজিয়া : (বেখেয়ালে) কিসের প্রুফ মা ?

মা : বাঃ, কতবার বললাম তোমাকে। 'বিংশ শতাব্দীর নারী'র নতুন সংস্করণ বা'র হচ্ছে যে!

রিজিয়া : (তেতো হাসি) ও! কিন্তু একটা পরিচ্ছেদ বাদ পড়ে গেছে।

মা : বাদ পড়ে গেছে ? অর্থ ? কোন পরিচ্ছেদ ? (কাগজ ঘাটবে।)

রিজিয়া : না না, যেগুলো তুমি লিখেছ, ঠিক রয়েছে সেগুলো। যে পরিচ্ছেদটা এখনো লেখা হয়নি, আমি সেটার কথা বলছিলাম। হয়তো তোমার হয়ে পরিচ্ছেদটা আমি না হয় পরে জুড়ে দেব— অবশ্য নিজে যদি সবটা পুরোপুরি বুঝতে পারি, তবেই।

মা : রিজিয়া, কী বলছ তুমি ?

রিজিয়া : থাক। এমনি বলছিলাম।

মা : (বিব্রত এবং উত্তেজিত। একটু তাকিয়ে থেকে) রিজিয়া !

রিজিয়া : কী মা ?

মা : কাউকে প্রশ্ন করে কথা বা'র করা আমার স্বভাব নয়।

রিজিয়া : (হঠাৎ মা'র কাছে এসে) সে কি আমি জানি না মা!

[আচমকা দু'হাত দিয়ে মা'র গলা জড়িয়ে ধরে]

মা : (হাসছে কিন্তু যথেষ্ট বিব্রতও) সে কী রেজু মা, এ যে একেবারে ভাবাবেগের বন্যা! বড় সেন্টিমেন্টাল হয়ে যাচ্ছ।

রিজিয়া : (আঁতকে উঠে) কী বললে ? না না, ও কথা বলো না আমাকে!

[মার কাছ থেকে টেনে নিজেকে অন্যখানে নিয়ে যায়]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা : (দরদে) রেজু মা, কী হয়েছে, খুলে বল।

সৈয়দ : (দোরগোড়া থেকে) আমাকে চায়ের জন্য ডেকেছিলেন ?

মা : হ্যাঁ।

সৈয়দ : (চায়ের সাজানো ট্রে নিয়ে ঢুকে পড়ে। টেবিলে গুছিয়ে রাখতে রাখতে ঘন্টা শুনে আমারও তাই মনে হচ্ছিল। আমি অনেককে জানি, ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে মিলিয়ে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে না পারলে এসপার ওসপার করে দেন।—ভাইবোনের জোড়কে দেখলাম নদীতে নৌকা বাইছেন। এক্ষুণি ফিরবেন। বিকেলে নদীর ওপরে হাওয়া বড় মিঠা। স্বাস্থ্যের জন্যও খুব ভালো।—আসাদুল্লাহ চৌধুরী সাহেবের আজ আসতে একটু দেরি হবে। উনি বলেছেন যে মিস্টার ইয়াজদানীর ওখানে হয়ে তারপর আসবেন।

রিজিয়া : (ঘরের চারিদিকে ভয়ার্ত দৃষ্টি মেলে) আর সঙ্গের ঐ ভদ্রলোক, উনি ?

সৈয়দ : (যেন বেখেয়ালে গীত গাইছে) উনি ? আসবেন, আসবেন বৈকি! হ্যাঁ উনিও আসছেন। মানে, উনি তো অনেকক্ষণ ধরে এসেই রয়েছেন। ওদের সঙ্গে নৌকা বাইছিলেন। দাঁড়ের ঘায়ে কী একটা সামান্য চোট পেয়েছেন, তাই মোড়ের ডাক্তারখানায় গিয়েছেন ওষুধ লাগিয়ে আসবেন বলে। ওখান থেকে সোজা চলে আসছেন।

[রিজিয়া একটা অব্যক্ত আতঙ্কে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে।]

মা : রিজিয়া !

[কিন্তু ততক্ষণে রিজিয়া ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। একটু বিচলিত হয়ে মা অসহায় মুখ তুলে ওয়েটারের দিকে তাকায়। ওয়েটার সম্পূর্ণ অবিচলিত]

সৈয়দ : আর কিছু এনে দেব ?

মা : অ্যাঁ ? না, থাক।

সৈয়দ : শুকরিয়া।

[ওয়েটার বেরিয়ে যাবার পথে দরজা খুলেই একপাশে সরে দাঁড়ায়, ছুটে ঘরে ঢুকে বেনু, কিসু। তারপর ওয়েটার নিঃশব্দে দরজা টেনে দিয়ে চলে যায়।]

বেনু : (রাক্ষসী) চা চা চা কোথায় ? (চায়ের পট খাবলে নেয়) জানো মা, নৌকা চড়েছি আজ। খোরশেদ ভাইও সঙ্গে ছিল। এক্ষুণি আসবে।

কিসু : ও লোকটা একেবারে আনাড়ি। দাঁড় পর্যন্ত টানতে জানে না। রিজিয়া, কোথায় গেল ?

মা : (চা ঢালতে ঢালতে, সাবধানে) একটা কিছু ওর হয়েছে কিসু। কী হয়েছে তা আমি জানি না। তোমরা যদি কিছু জানো, আমায় বলতে পার। (বেনু ও কিসু পরস্পরের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করে।) কী হয়েছে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিসু : কিছুই না। সেই প্রাচীন কাহিনী। রোমিও—

বেনু : এবং জুলিয়েট।

কিসু : (চা গিলতে গিলতে) কিছু না মা, সেই মান্ধাতার আমলের পুরনো কেসসা।—এই বেনু, সবটা নিয়ে নিস না। (ছোঁ মেরে নিপুণভাবে দুধের পটটা দখল করে) একই কাহিনী। কোনো এক অপরূপ বসন্তে—

বেনু : কোনো এক তরুণের স্বপ্নকামনা—

কিসু : অবশেষে ঠেকল এসে-একটা বিস্কুট-প্রেমের চড়ায়! অনুরূপ ঘটনা হেমন্তেও ঘটতে পারত। ইতিহাসে তারও নজির আছে। আমাদের এই বিশেষ কাহিনীর নায়ক হলেন—

বেনু : ডক্টর খোরশেদ হোসেন।

কিসু : নায়িকা আমাদেরই মহামান্য জ্যেষ্ঠা ভগিনী। এবং সে প্রেম চড়ায় ঠেকে থাকেনি। গড়িয়েছেও অনেক দূর পর্যন্ত।

বেনু : একেবারে প্রকাশ্য অলিন্দে—

কিসু : স্বচক্ষে দেখেছি।

বেনু : স্বকর্ণে শুনেছি।

কিসু : এবং মনে হলো, জুলিয়েটও মুগ্ধ, অভিভূত!

মা : বেনু, কিসু, তোমরা আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ? অসম্ভব! রিজিয়া এসব সহ্য করল?

কিসু : আড়াল থেকে আমরা ভাবছিলাম এই বুঝি রেজুবুর রোষবহ্নি বেচারা ডাক্তারকে ভস্মীভূত করে ফেলে!

বেনু : কিন্তু কিছুই ঘটল না।

কিসু : উল্টো মনে হলো রেজুবুর যেন সবটা ব্যাপার ভালোই লাগছিল!

বেনু : অন্তত নিরাপদ দূরত্ব থেকে আমাদের তো সেই রকমই মনে হয়েছে। (থাবা দিয়ে কিসুর কাছ থেকে চায়ের পট ছিনিয়ে নেয়) হয়েছে দু পেয়ালা সাবড়েছ, এবার আমাকে ছেড়ে দাও।

মা : (বিচলিত) আচ্ছা দ্যাখো, খোরশেদ আসা মাত্রই, তোমরা এ ঘর থেকে চলে যাবে। ব্যাপারটা যথেষ্ট গুরুতর। এ নিয়ে ওর সঙ্গে আমার কিছু আলোচনা হওয়া দরকার।

কিসু : কেন? ওর আসল মতলব কী, সে সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য? কিন্তু মা! সেটা করা কি বিংশ শতাব্দীর নীতিধর্ম-বিরোধী হবে না?

বেনু : ওসব কথায় কান দিও না, মা। ও মিয়ার কাছ থেকে কড়া কৈফিয়ত তলব কর। উনবিংশ শতাব্দী তো আর এখনো একেবারে মরে যায়নি! সেইটে দিয়েই যেমন করে পার বান্দাকে ঘায়েল করে দাও।

[ডাক্তারের আগমন ধ্বনি]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিসু : চুপ। আসছে।

ডাক্তার : (ঢুকতে ঢুকতে) আমার বড় দেরি হয়ে গেল, না ? (মা'কে) চোট বেশি লাগেনি। তবে দু-একদিন বোধহয় ভোগাবে। সব শুনেছেন বোধহয় এতক্ষণে ?

কিসু : স-ব!

বেনু : একেবারে টীকাটিপ্পনী সহ।

কিসু : না করে উপায় ছিল না। কর্তব্যবোধ। বেনু, চল আমরা যাই।

[ভাইবোন করুণ দৃষ্টি দিয়ে অসহায় ডাক্তারকে দেখতে দেখতে হাত ধরাধরি করে চলে যায়।]

মা : দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? বসো। যদি আপত্তি না থাকে তবে তোমাকে খোলাখুলি দু'একটা কথা বলব। প্রথমেই অবশ্য এ ব্যাপারে আমার নিজের অযোগ্যতার কথা স্বীকার করে নিচ্ছি। যা নিয়ে তোমার সঙ্গে আমি আলাপ করতে চাইছি, সে সম্পর্কে আমার নিজের জ্ঞান খুবই পরিমিত— বলতে পার একেবারে নেই।

ডাক্তার : আপনি কী বলতে চাইছেন ?

মা : আরো স্পষ্ট করে বলতে হবে ? আমার তো মনে হয় তুমি বুঝতে পেরেছ।

ডাক্তার : রিজিয়া ?

মা : হ্যাঁ, রিজিয়া।

ডাক্তার : (একেবারে সরাসরি) বেশ। আমি ওকে ভালোবাসি। (মাকে বাধা দিয়ে) আপনি কি বলতে চান, তাও বুঝতে পেরেছি। আমার কোনো আর্থিক সঙ্গতি নেই। এই তো ?

মা : না। টাকাটাকে কখনো আমি বড় করে দেখিনি।

ডাক্তার : আশ্চর্য তো! বিবাহযোগ্যা কোনো মেয়ের মাকেই আজ পর্যন্ত এতটুকু উদার হতে আমি দেখি নি। আপনি একটা ব্যতিক্রম।

মা : কথা শুনে মনে হচ্ছে অনেক দেখেছ। (ডাক্তার কি একটা বলার জন্য মুখ খুলছে) থাক, আর সাফাই গাইতে হবে না। যতই কম বুঝি না কেন, নিজের সহজ বুদ্ধিটা আর খুইয়ে বসিনি। যে লোক রিজিয়ার মতো মেয়েকে এতদূর দুর্বল করতে পারে সে লোক এসব ব্যাপারে নিতান্ত কাঁচা নয়, সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না।

ডাক্তার : বিশ্বাস করুন—

মা : (বাধা দিয়ে) তোমাকে সে জন্য দোষ দিই না। রিজিয়া পরিণত বয়সের মেয়ে, নিজেকে রক্ষা করার দায়িত্ব তার নিজের। নিজের সাময়িক খেয়াল চরিতার্থ করার জন্য যে-কোনো মেয়েকে নিয়ে কৌতুক করার তোমারও অধিকার আছে। যার যার দায়িত্ব—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক্তার : (বাধা) আপনি আমাকে অপমান করছেন। সাময়িক খেয়াল কাকে বলছেন আপনি ?

মা : (আবেগ) খোরশেদ, আমি ওর মা। আমাকে ধোঁকা দিও না। তুমি সত্যি সত্যিই কি হৃদয় দিয়ে ওকে ভালোবাস ?

ডাক্তার : (মরিয়া) শপথ করে বলতে পারি— সমস্ত হৃদয় দিয়ে। কোনোরকম দ্বন্দ্ব, কোনোরকম আবিলতা নেই।

[মা এক দৃষ্টিতে ডাক্তারকে ছেঁকে দেখে। হঠাৎ ডাক্তারের রসবোধ সব গাম্ভীর্য পণ্ড করে দেওয়ার জন্য চাড়া দিয়ে ওঠে এবং ফস করে অদ্ভুত গলায় বলে ফেলে]

কিন্তু ব্যাপারটা কি জানেন— প্রত্যেকবারই আমার এ রকম মনে হয়েছে। সজ্ঞানে কাউকেই কোনোদিন আমি ঠকাতে চাই নি। প্রত্যেকবার মনে হয়েছে, এইটেই বুঝি সেই আরাধ্য স্বপ্ন, সেই চরম লক্ষ্য, পরম অনুভূতি। কিন্তু তবুও শেষ পর্যন্ত বলার কিছুই নেই আমার— দেখতেই পাচ্ছেন।

মা : হুম্। ভালো করেই দেখতে পাচ্ছি। গোড়াতেই আমার সে রকম সন্দেহ হয়েছিল। মেয়েদের মন নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলে, তুমি তাদের দলের।

ডাক্তার : আপনার কী বক্তব্য, তা বুঝতে পেরেছি। (উঠে দাঁড়িয়ে) আপনাদের সঙ্গে এইটেই আমার শেষ সাক্ষাৎ হোক, এই-ই বোধহয় আপনি চান ?

মা : না, ভুল করলে। তোমাকে আরো পুরোপুরি জানার মধ্যেই এখন রিজিয়ার নিষ্কৃতির শ্রেষ্ঠ পথ।

ডাক্তার : (আতঙ্কিত) এ সব কী বলছেন আপনি! আপনি সত্যি সত্যি তাই মনে করেন নাকি ?

মা : নিশ্চয়ই। কারণ, শিশুকাল থেকে আমি যে শিক্ষায় ওদের মন গড়ে তুলেছি, তার ওপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে।

ডাক্তার : (স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে) ওহ্! তার ওপর ভরসা করে বসে আছেন ?

[নিশ্চিন্ত মৃদুহাসি নিয়ে শান্ত হয়ে বসে পড়ে]

মা : (ওর নির্লিপ্ত ভাব দেখে ক্ষেপে যায়) কী বলতে চাও তুমি ?

ডাক্তার : যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে আমিও আপনাকে দু'একটা নতুন কথা শোনাতে পারি।

মা : বেশ, যে কারো থেকেই নতুন জিনিস জানার আমার আগ্রহ সমান।

ডাক্তার : আগ্নেয় অস্ত্রের সমরকৌশল সম্পর্কে কিছু জানেন ? কামান, বন্দুক, গোলাগুলি, রণতরী, আধুনিক রণাঙ্গনে এগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে আপনার মনে কোনো কৌতূহল জাগে কি ?

মা : রিজিয়ার সঙ্গে এসব গোলাগুলির কোনো সম্পর্ক আছে ?

ডাক্তার : আছে এবং বহুল পরিমাণে। অবশ্য তুলনামূলক সূত্রে। গত এক শতাব্দী ধরে আগ্নেয় অস্ত্রের যে অগ্রগতি ঘটেছে তার মূলে রয়েছে এক অদ্ভুত দ্বন্দ্ব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক দল চেয়েছে বারুদপোরা গোলাকে চরম শক্তি দান করতে। অন্যদল চেয়েছে সেটা ঠেকাবার বর্মকে তার চেয়ে মজবুত করে তুলতে। যেই কঠিনতম কামানের গোলাকে অবহেলা করতে পারে এমন জাহাজ তৈরি হলো, অমনি পরের দিনই আবিষ্কৃত হলো ভয়ঙ্করতর কামান। তৈরি হলো আরেকটা জাহাজ যেটা আগেরটার চেয়েও বেশি মজবুত। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এলো আরও আরও ভয়ঙ্কর কামান, ডুবল তরী। এমনি করেই একটা অন্যটাকে টেক্কা দিয়ে এগিয়ে গেছে। নর-নারীর মল্লযুদ্ধের ইতিহাসটাও অবিকল ওই রকম।

মা : নরনারীর মল্লযুদ্ধ ?

ডাক্তার : জি। কথাটা আপনার কাছে নতুন ঠেকছে ? এই দ্বন্দ্বের কথা আগে শোনেননি ? এখানে তো এটা পুরনো হয়ে গেছে। পুরুষের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করার জন্য সেকেলে মেয়েকে গড়ে তোলা হতো সেকেলে শিক্ষায়। ফল কী হলো ভালো করেই জানেন। সেকেলে পুরুষ সেকেলে মেয়েকে সহজেই কাবু করে ফেলত। মেয়েকে বাঁচাবার জন্য মায়েরা উঠে পড়ে লেগে গেলেন নতুন পথ খুঁজে বের করতে, মেয়েকে এমন বর্ম দান করতেন সেকেলে পুরুষ যার কোনো ক্ষতি করতে না পারে। ঠিক হলো মেয়েকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় গড়ে তোলা যেমন আপনি করেছেন। সেকেলে পুরুষ প্রমাদ গুনল। নিজে ঘায়েল হয়ে যাওয়াতে শুরু করে দিল ঘোর চ্যাঁচামেচি। সবাইকে বোঝাতে চেষ্টা করল, এ নব্যচালচলন মাতৃজাতিকে আদৌ শোভা পায় না, সমাজে ডেকে আনবে অমঙ্গলের বান ইত্যাদি। কিন্তু কোনো ফল হলো ? কোনো মেয়ে তার কথা শুনল না। বাধ্য হয়ে তখন তাকে আক্রমণের প্রাচীন পন্থাসমূহ বর্জন করতে হলো। ত্যাগ করতে হলো সেই পদপ্রান্তে নতজানু বসে, চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা সাক্ষী রেখে মিথ্যা শপথগ্রহণের কৌশলকে।

মা : পদপ্রান্তে নতজানু হয়ে মেয়েরাই নিবেদন জানিয়ে এসেছে জানতাম।

ডাক্তার : হয়তো হবে। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। হয়তো মেয়েরাই ও রকম করত। সে যাই হোক, আমাদের নতুন পুরুষ কি করল জানেন ? আগ্নেয় অস্ত্রের কারিগর যা করেছিল ঠিক তাই— মেয়েদেরকে ডিঙিয়ে আরেক কদম এগিয়ে গেল। সংগ্রহ করল নতুন লড়াইয়ের নতুন হাতিয়ার। সেও নিজেকে গড়ে তুলল বৈজ্ঞানিক শিক্ষায়, তারপর জয় করল নব্য নারীদের, ঠিক যেমন করে প্রাচীন যুগের পুরুষ, আয়ত্তাধীন রেখেছিল প্রাচীন যুগের মেয়েকে, প্রাচীন কৌশলে। নয়া জামানার তন্বীদের ফাঁদে ফেলার সব তরিকাই আজকের পুরুষ আবিষ্কার করে ফেলেছে অনেক দিন আগে। কাজেই আমার পন্থা যে আধুনিকতম এবং অপরাজেয় হবে, এতে অবাক হবার কিছু নেই।

মা : (ভ্রু কুঁচকে) হুম্। তোমার চালচলনে আমি একটুও অবাক হইনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক্তার : কিন্তু অবাক কাণ্ড কি জানেন ? পুরুষের এই নবতম কৌশল এক বিশেষ জাতির মেয়ের সামনে পড়লে ব্যর্থ হয়ে যেতে বাধ্য।

মা : সেটা কী রকম ?

ডাক্তার : সেকেলে মেয়ের কাছে। আপনি যদি রিজিয়াকে এক্কেবারে সেকেলে মেয়ের মতো করে বড় করে তুলতেন তাহলে আমার এই আধুনিকতম শহুরে পন্থায় তার হৃদয় জয় করতে, এক বিকেলের আঠার মিনিটের পরিবর্তে আঠার মাস লাগত। বিশ্বাস করুন, রিজিয়ার আধুনিক উচ্চশিক্ষা, যার শক্তিতে আপনার আস্থা অপরিসীম, সে শিক্ষাই তাকে এত সহজে আমার হাতের মুঠোর মধ্যে এনে দিয়েছে।

মা : (উঠে দাঁড়িয়ে) তুমি চালাক ছেলে। বেজায় চালাক। আচ্ছা এখন উঠি।

ডাক্তার : (আতঙ্কিত) আমাকে যেতে বলছেন ? রিজিয়ার সঙ্গে একবার দেখা করতেও পারব না ?

মা : না। আমার ধারণা তুমি এ ঘর থেকে চলে না যাওয়া পর্যন্ত সে বোধহয় এখানে আসবেও না। শুধু তোমাকে এড়িয়ে যাবার জন্যই সে একটু আগে এ ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

ডাক্তার : (একটু ভেবে) শুভ লক্ষণ! আচ্ছা চলি তা হলে।

[বেশ একটা তুষ্টচিত্তে যাবার আয়োজন করে।]

মা : (সতর্ক) এটা শুভ লক্ষণ হলো কী করে ?

ডাক্তার : (দরজা থেকে মুখ ঘুরিয়ে) কারণ, মিলিয়ে দেখলাম যে, দুজনেরই মনের অবস্থা হুবহু এক।

[বের হবার জন্য পা বাড়িয়ে ডাক্তার অবাক হয়ে দেখে, রিজিয়া একেবারে ওর মুখের সামনে দাঁড়িয়ে। রিজিয়া একদৃষ্টিতে ডাক্তারকে দেখে। ডাক্তার শুধু অসহায় চোখ মেলে চুপ করে থাকে। একবার মাথা ঘুরিয়ে মাকে দেখে। আবার রিজিয়াকে। সম্পূর্ণ দিশেহারা]

রিজিয়া : (সর্বাঙ্গে আবেগের বিক্ষুব্ধ ঝড়। ঠাণ্ডা কঠিন গলায়) মা, বেনুর কাছে যা শুনলাম সেটা তাহলে সত্যি ?

মা : বেনু আবার কী বলল তোমাকে ?

রিজিয়া : আমার আড়ালে আমাকে নিয়ে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে তুমি আলোচনা করছিলে।

ডাক্তার : (আপন মনে) অ্যাঁ! ভদ্দর লোক!

মা : (ডাক্তারকে) চুপ করে থাকতে পারছ না ? কী বিড়বিড় করছ ?

[ডাক্তার করুণ চোখে এর ওর দিকে একবার তাকিয়ে ধপ করে আরাম কেদারায় বসে পড়ে।]

রিজিয়া : (আরো কঠোর) মা এমন কাজ তুমি কোন অধিকারে করলে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা : আমায় ভুল বুঝিস না রেজু। যাতে আমার অধিকার নেই এমন একটা কথাও আমি ওর সামনে উচ্চারণ করিনি।

ডাক্তার : (সাহায্য করার ইচ্ছায়) কিছু না, কিছু না, সে রকম কোনো কথাই হয়নি। (মা ও মেয়ে দু'জনেই এমন করে ওর দিকে তাকায় যে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে।) অ্যাঁ ! মানে, অন্যায় করেছি। মাফ করে দিন। আর কিছু বলব না।

রিজিয়া : (মাকে) যা নিতান্ত আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, তা নিয়ে অন্য কারো মাথা ঘামাবার অধিকার আছে বলে আমি মনে করি না।

[আবেগে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়]

মা : রেজু মা, আমি সত্যি দুঃখিত। যদি না বুঝে তোমার আত্মসম্মানে আঘাত দিয়ে থাকি—

রিজিয়া : (তড়িৎবেগে ঘুরে) আত্মসম্মান ? কার আত্মসম্মান ? কিসের আত্মসম্মান ? কিচ্ছু নেই আমার। যার কোনো আত্মশক্তিই নেই, তার আবার আত্মসম্মান কিসের ? (অন্যদিকে ঘুরে) আত্মরক্ষা করার ক্ষমতা যার নিজের মধ্যে নেই, সে-মেয়েকে বাইরের কোনো শক্তিই বাঁচাতে পারে না। সে চেষ্টা করার অধিকার কারও নেই। না, এমনকি তার মা'রও নেই। আমি জানি, আমার ওপর তোমার যত আস্থা ছিল, এখন থেকে আমি সব হারালাম, যেমন হারিয়েছি এই মানুষটির শ্রদ্ধা—

[গলার কাঁপুনি লুকোবার জন্য দম নেয়]

ডাক্তার : হায়রে! এই মানুষটা!

মা : চুপ করে থাকতে পারছ না!

রিজিয়া : আমার গ্লানি নিয়ে, আমার একা থাকার যে অধিকার তাও কি তোমরা অস্বীকার করবে ? জেনেছি, আমিও অবলার জাত। প্রথম যে পুরুষ এসে চোখে চোখ রাখল তার প্রভুত্ব মেনে নেবার জন্যই জন্ম নিয়েছিলাম। কপালের লেখা খণ্ডাবে কে ? কিন্তু দোহাই তোমাদের, আমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করে আর অপমান করো না।

[চোখে রুমাল চেপে মুখ আড়াল করে দাঁড়ায়।]

ডাক্তার : (লাফিয়ে উঠে) না না, এ কিন্তু বড্ড—

মা : খোরশেদ!

ডাক্তার : (মরিয়া) না, আমি কারও কথা শুনব না। আমার যা বলবার আছে, আমি তা বলবই। এক মিনিটের চেয়ে বেশিক্ষণ চুপ করে রয়েছি। আর আমি চুপ করে থাকব না। (এগিয়ে গিয়ে) মিস খানম—

রিজিয়া : (তেতো গলায়) মিস খানম কেন আবার ! শুধু রিজিয়া বলে ডাকায় যে এখন কোনো বিপদ নেই সে তো টের পেয়ে গেছেন।

ডাক্তার : তা হোক, তবু আমি মিস্ খানমই বলব। শেষে হঠাৎ বলে বসবেন যে নাম ধরে ডেকে আপনাকে অপমান করেছি, সে-সুযোগ দিতে চাই না। কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনাকে আমি অশ্রদ্ধা করি এমন বুক-ভাঙা মিথ্যা অভিযোগ আপনি করতে পারলেন ? আপনার ভেতরের অনেক কিছুকেই হয়তো বেশি শ্রদ্ধা করতাম না। যেমন, আপনার গোড়ার দিকের আত্মসচেতন গর্ববোধকে। কেন সেটাকে শ্রদ্ধা করব ? সে-গর্ব তো শক্তির নয়, সে-ছিল কাপুরুষতার। তার জন্য ভয়ে। আপনার বুদ্ধিকেও তত দাম দিইনি। কারণ, সেটা আপনার চেয়ে আমার অনেক বেশি ছিল। ও জিনিসটা আসলেও একান্তভাবে পুরুষেরই সম্পদ। কিন্তু, কিন্তু আলোড়ন উঠল একেবারে গভীরতম স্তরে। সমগ্র সত্তায় অনুভব করলাম পরম মুহূর্তের আগমন। যখন আপনি আমার মধ্যে জাগিয়ে তুললেন দুর্জয় সাহস, তখন, আহ, তখন, তখন! তখনই স-ব!

রিজিয়া : তখনো আমাকে শ্রদ্ধা করেছেন ?

ডাক্তার : শ্রদ্ধা ? একটুও না। তখন হৃদয়ে শুধু বিমুগ্ধতা, শুধু বিহ্বলতা। (এতটা কাব্যিকতায় বিমুখ রিজিয়া উঠে দাঁড়ায়) সে-মুহূর্ত আমার এক অক্ষয় সম্পদ। শত চেষ্টা করলেও আপনারা কেউ সেটা আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবেন না। এরপর, এখন যা কিছু হোক না কেন, কোনো পরোয়া করি না। (শান্ত হয়ে কেদারায় বসে এবং এক সময়ে আপন মনে বলে ওঠে) খুব এক প্রস্থ আবোল তাবোল বকে নিলাম। বেশ করেছি। মন যদি চায় বলব না কেন ? (মা-কে) রিজিয়াকে আমি ভালোবাসি। ব্যস, আমার আর কিছু বলবার নেই।

মা : খোরশেদ, তোমার মতো ছেলে সমাজের পক্ষে মোটেই নিরাপদ নয়। তুমি সাংঘাতিক লোক। রিজিয়া, এদিকে এসো। (রিজিয়া কাছে এলে পর গভীর ঘৃণায়) ওকে জিজ্ঞেস করো, এর আগে ওকে কত মেয়ে এই একই প্রেরণা জুগিয়েছে ? (রিজিয়ার চোখে হঠাৎ আগুন জ্বলে ওঠে, রোষে, বিস্ময়ে, ঈর্ষায়) ওই অনুপ্রাণিত বীরপুরুষকে জিজ্ঞেস করো, কতবার ও এমন ইনিয়ে বিনিয়ে কথার ফাঁদ পেতেছে।

ডাক্তার : অন্যায় ! এ ঘোরতর অন্যায়।

মা : জিজ্ঞেস কর না রিজিয়া ?

রিজিয়া : (ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে এগিয়ে যায়। বদ্ধমুষ্টি সংযত করে) জবাব দিচ্ছ না কেন ?

ডাক্তার : দ্যাখো, রিজিয়া, দোহাই তোমার, অত রেগে গেলে আমি—

রিজিয়া : যা জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তার জবাব দাও। এগুলো সত্যি ? আমাকে যেসব কথা বলেছ, এর আগে অন্য মেয়েকেও একই কথা বলেছ ?

ডাক্তার : (বেপরোয়া) বলেছি রিজিয়া, বলেছি।

[রিজিয়ার বদ্ধমুষ্টি শূন্যে উঠে যায় প্রচণ্ড বেগে। মা ছুটে এসে বাধা দিয়ে]

মা : রেজু ! রেজু ! ছিঃ মা! হুঁশ হারিয়ে ফেলেছ নাকি, আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে শেখ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক্তার : তুমি জান না রিজিয়া, মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার যে শক্তি, বাকি সব ক্ষমতার মতোই, অপব্যয়ের মধ্যে দিয়েই একদিন তার যোগ্য আধারকে আবিষ্কার করে।

মা : আরেকটা শান দেয়া বুলি।

ডাক্তার : হুম্ !

রিজিয়া : মা, মিছেমিছি কষ্ট করছ। আমাকে সাবধান করে দেয়ার জন্য কারও সাহায্য আমি চাই না। (ডাক্তারকে) তুমি আমাকে প্রেম নিবেদন করার চেষ্টা করেছিলে।

ডাক্তার : কোনো সন্দেহ নাই।

রিজিয়া : প্রতিদানে, জেনে রাখো, আমি তোমাকে ঘৃণা করি, যতদূর সম্ভব ঘৃণা করি।

ডাক্তার : (গম্ভীর) আশ্চর্য কি জানো, এ দুয়ের মধ্যে কোনো সীমারেখা আছে বলে দর্শনশাস্ত্র স্বীকার করে না। (রেগে রিজিয়া ঘরের অন্য প্রান্তে চলে যায়। ডাক্তার মা'র সঙ্গে আলাপ করে) আমি এমন অনেক বিবাহিত স্ত্রীকে দেখেছি যারা তাদের স্বামীকে গভীরভাবে ভালোবাসে কিন্তু স্বামীর সঙ্গে অবিকল এ রকমই ব্যবহার করে।

মা : কিছু মনে করো না। আমার কিন্তু মনে হয় তোমার এখন বিদায় নেয়াই উচিত।

রিজিয়া : যদি আমার জন্য হয় তবে ডাক্তারের কোনো দরকার নেই। উনি থাকুন বা না থাকুন তাতে আমার কিছু এসে যায় না। আমার দিক থেকে উনি এখন সম্পূর্ণ অর্থহীন। থাকতে ইচ্ছে হয় থাকবেন, কিসু-বেনুর হয়তো ওকে নিয়ে কিছু হৈহল্লা করতে খারাপ নাও লাগতে পারে।

[জানালার কাছে গিয়ে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বসে পড়ে।]

ডাক্তার : (উল্লসিত) এতক্ষণে খাঁটি কথা বলেছেন। সমস্ত ব্যাপারটার জন্য এইটেই হলো এখন আদর্শ দৃষ্টিভঙ্গি। (মাকে) আপনার দিক থেকেও গোটা ব্যাপারটাকে এইভাবে দেখা উচিত। আমার মতো একটা নগণ্য জীবকে নিয়ে সবাই মিলে উত্তেজিত হয়ে ওঠার কোনো মানে হয় না।

মা : মানে হয়। তোমাকে আমি একটুও বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস করি না যে তোমার ঐ হাল্কা বুলির চাল নিছক অর্থহীনতা এবং নির্লজ্জতার প্রকাশ।

রিজিয়া : (আপন মনে অথচ জোরে) কত নির্লজ্জ এবং কত অর্থহীন সেটা সবাই বুঝতে পারে!

মা : দেখ খোরশেদ, আমি বেনু-কিসুকে এখুনি ডেকে পাঠাচ্ছি। অবস্থাটা যাতে স্বাভাবিক হয় তার জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত।

ডাক্তার : আপনার ব্যক্তিত্বে আমি অভিভূত। এতখানি মেহমানদারীর জন্য শুক্‌রিয়া।

[ওয়েটার প্রবেশ করে]

ওয়েটার : আসাদুল্লাহ্ সাহেব এসেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা : এখানে নিয়ে এসো।

ওয়েটার : তিনি যে বাইরের বসবার ঘরে অপেক্ষা করছেন। আপনার সঙ্গে ওখানে দেখা করতে চান।

মা : চল। খোরশেদ, বেনু-কিসুকে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[উভয়ের প্রস্থান]

ডাক্তার : (রিজিয়ার কাছে এসে) আমার কথা শোন। আজ না হয় কাল তুমি আমাকে ক্ষমা করবেই। সেটা এখন করতে দোষ কী ?

রিজিয়া : (ঘোষণার গুরুত্ব অনুযায়ী সমুন্নত গ্রীবায় ও কণ্ঠে) অসম্ভব! কোনোদিন না। তৃণে যতদিন প্রাণ আছে, সাগরে যতদিন তরঙ্গ থাকবে। কোনোদিন না। কোনোদিন করব না।

ডাক্তার : (দমে যাবার পাত্র নয়) বেশ, না করলে। বয়েই গেল। আমার তাতে ক্ষতি নেই। আজ থেকে আমার জীবনেও আনন্দের কোনো শেষ থাকবে না। তৃণে যতদিন প্রাণ আছে, সাগরে তরঙ্গ, কোনোদিন এ আনন্দের শেষ হবে না। তোমার সামান্যতম স্মৃতিও আমাকে আনন্দে মাতাল করে তুলবে। (কি একটা বলার জন্য রিজিয়া ঠোঁট খুলতেই) না, ভয় নেই, যা ভেবেছ তা নয়। এ কথাটা আমার কাছেও আনকোরা— তোমার আগে আর কাউকে বলিনি।

রিজিয়া : আজকে নতুন আছে। কাল যখন আবার আরেক মেয়েকে শোনাবে তখন আর নতুন থাকবে না।

ডাক্তার : রিজিয়া, রিজিয়া! দোহাই তোমার। অমন করে কথা বলো না আর!

[বলতে বলতে একেবারে নতজানু হয়ে রিজিয়ার পদপ্রান্তে বসে পড়ে]

রিজিয়া : একি করছ! উঠে দাঁড়াও বলছি। আশ্চর্য সাহস তোমার!

[বেনু ও কিসু ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। সামনের দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়ায়। ডাক্তার তাড়াতাড়ি করে উঠে দাঁড়ায়।]

কিসু : (শরিফ আদমি) গোস্তাকি মাফ করবেন, বড় অন্যায় হয়ে গেছে। চলরে বেনু আমরা অন্যদিকে চলে যাই।

রিজিয়া : (বিরক্ত) কিসু, যেও না। মা এক্ষুণি আসছেন। এখানেই অপেক্ষা করো। (সবার দিকে পেছন দিয়ে আবার জানালায় দাঁড়ায়।)

কিসু : তাই নাকি ? তাহলে তো কথাই নেই।

বেনু : নিশ্চয়ই ! নিশ্চয়ই !

কিসু : ডক্টরকে দেখে মনে হচ্ছে খুব খোশ -মেজাজে আছেন।

ডাক্তার : ঠিক ধরেছ। (বেনু আর কিসুর মাঝখানে এসে গম্ভীরভাবে দাঁড়ায়) দ্যাখো, তোমাদের দু'জনকে একটা কথা বলব। চারদিকের ব্যাপার নিশ্চয়ই কিছু আঁচ করতে পেরেছ ?

[রিজিয়া ঘুরে দাঁড়িয়েছে নতুন একটা কিছু আক্রমণের অপেক্ষায়]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেনু : অনেকখানি।

ডাক্তার : যতদূর জেনেছ তার পরেরটুকুও শুনে রাখো। সব খতম। আমাদের মধ্যে সব শেষ হয়ে গেছে। আমাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, চরম ঘৃণার সঙ্গে। আমার উপস্থিতি পর্যন্ত এখন অনেকের কাছে অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক। আমার কোনো মিনতিই তোমার বোনকে টলাতে পারেনি। আমার প্রতি কিছুমাত্র সহানুভূতি প্রকাশ করতেও তিনি নারাজ। আমাদের মধ্যে সব খতম হয়ে গেছে। (রিজিয়া অবজ্ঞার সঙ্গে আবার ঘুরে জানালার কাছে চলে যায়) এবার বুঝতে পেরেছ তো সব ?

বেনু : তা বুঝব না কেন ? বেশ হয়েছে। অত তাড়াহুড়া করে এগুলে শেষে এ রকম পস্তাতেই হয়।

কিসু : (সান্ত্বনা দিয়ে) এতে হতাশ হবার কিছুই নেই ডক্টর। বরঞ্চ আমিও মনে করি জোর বেঁচে গেছেন। বিয়ে হলে আপনার মতো লোককে আপা গোটা গিলে ফেলত! নিজের আত্মাটাকেও নিজের বলে চিনতে পারতেন না! তার চেয়ে এই বেশ হয়েছে। অতীতটা মুছে ফেলুন স্মৃতি থেকে। শুরু হোক নব যাত্রা!

বেনু : তা সে নবম দশম একাদশ যত নম্বর যাত্রাই হোক না কেন! সে সংখ্যার কথা তো আমাদের জানা নেই।

ডাক্তার : (খুবই আহত) বেনু, তোমার এই কৌতুকটা এই মুহূর্তে আমার জন্য কত মর্মান্তিক তা তুমি জান না। একটা বেফাঁস হালকা কথা হঠাৎ কী করে জীবনে কত গভীর বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে, সে সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা নেই।

বেনু : তাই নাকি ? হবেও বা।

কিসু : হুম্। (খুব একটা মাতব্বরি চালে টেবিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়)

[আসাদুল্লাহ সাহেব। অত্যন্ত গুরুগম্ভীর চোখ-মুখ। মাকে নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি প্রবেশ করেন। মা'র উদ্বিগ্ন চোখ প্রথমে খুঁজে বের করে রিজিয়াকে, তারপর এগিয়ে যায়। রিজিয়াও গভীর স্নেহে এগিয়ে আসে মা'র কাছে। আসাদ তার অটল গাম্ভীর্য নিয়ে একটা বড় চেয়ারে বসতে যাবে এমন সময়—]

বেনু : তারপর আসাদ মামা, নতুন কোনো খবর আছে ?

আসাদ : (গাম্ভীর্য অটুট) আমি তোমার বাবার কাছ থেকে আসছি এবং অত্যন্ত গুরুতর খবর নিয়ে এসেছি।

[বেনু সাময়িকভাবে সংযত হতে স্থির করে। সবাই গুছিয়ে বসে কিংবা দাঁড়িয়ে থাকে।]

ডাক্তার : আমার পক্ষে এখন বোধহয় না থাকাটাই ঠিক হবে ?

আসাদ : মোটেই নয়। ব্যাপারটার সঙ্গে আপনিও গভীরভাবে জড়িত।

[ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে গা ছেড়ে বসে।]

বোন, কোনো রকম ভূমিকা না করেই কথাটা বলে ফেলছি। কিসুর এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেনুর এখনো বিশ বছর পূর্ণ হয় নি। মি. ইয়াজদানী সাহেব ওদেরকে কাছে নিয়ে যাবার দাবি জানিয়েছেন।

মা : (তীব্র আশঙ্কায়) বেনুকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে ?

বেনু : (আলোড়িত) কিন্তু মা ওর দিকটাও ভাবো। ভদ্রলোক কী ভালো! আমাদের নিশ্চয়ই খুব ভালোবাসেন। নইলে কাছে নিয়ে রাখতে চাইবেন কেন ?

আসাদ : তোমার সে রকম কোনো ভ্রান্ত ধারণা জন্মে থাকলে সেটা দূর করে ফেল মিস্ বিলকিস।

বেনু : (উল্লসিত আবেগে গুনগুন করে) মিস বিল—কি—ই—স্। ইস্, কী সুরেলা মিষ্টি ডাক। মামা, তুমি ছাড়া আর কেউ অত মধুভরা কণ্ঠে আমায় ডাকেনি। (মামার গলা জড়িয়ে ধরে) মামা, তুমি কত ভালো।

আসাদ : (ঘাবড়ে যায়) আহ্-হা। কী করছ ? কী করছ ? এ কী হচ্ছে ?

মা : বেনু! বিচ্ছেদের শর্ত অনুযায়ী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে রাখার পুরো অধিকার আমার।

আসাদ : শর্তে এও ছিল যে, সে-অধিকার ততক্ষণই বলবৎ থাকবে যতক্ষণ মি. ইয়াজদানীকে তুমি অন্য কোনো উপায়ে যন্ত্রণা না দিচ্ছ বা তার কাছে না আস।

মা : সে শর্ত কি আমি মেনে চলিনি ?

আসাদ : তোমার সন্তানদের ব্যবহার আইনত মি. ইয়াজদানীর জীবনের শান্তি নষ্ট করেছে কিনা সে বিচার আদালতের ওপর। সে সম্পর্কে তুমি না হয় উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখো। সে যা হোক মি. ইয়াজদানীর বক্তব্য হলো, তার ওপর নতুন করে জুলুম করা হয়েছে। কেবল তাই নয়, তার দৃঢ় ধারণা তোমার ষড়যন্ত্র অনুযায়ী তাকে এখানে আনা হয় এবং সেই চক্রান্তে ডাঃ খোরশেদ তোমার এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন।

ডাক্তার : অ্যাঁ ! কী বলছেন আপনি ?

আসাদ : মি. ইয়াজদানীর অভিযোগ, তাকে বেহুঁশ করে ফেলার জন্য আপনি ওষুধ পর্যন্ত প্রয়োগ করেছিলেন।

ডাক্তার : সে তো করেইছিলাম।

আসাদ : কেন করলেন ?

বেনু : পাঁচ রুপেয়া বেশি রোজগার হবে বলে।

আসাদ : থামো মেয়ে। সব কিছু নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা চলে না। সব ব্যাপারে লঘু-গুরু জ্ঞান হারালে পস্তাতে হয়।

[সবাই এই ধমকে একটু দমে যায়। আসাদও একটু থমকে গলা খাকারি দিয়ে আবার শুরু করে]

মিস্ রিজিয়া খানম! তোমাকে একটা কথা এক্ষুণি জানিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য। যে-কোনো কারণেই হোক তোমার বাবার এই বিশ্বাস জন্মেছে যে, ডক্টর খোরশেদ তোমাকে বিয়ে করতে চায়—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক্তার : ঠিকই ধরেছেন।

আসাদ : (ডাক্তারকে) তাহলে আপনাকেও একটা নতুন খবর দিয়ে রাখছি। শুনে হয়তো অবাক হবেন যে, মি. ইয়াজদানীর ধারণা, মিস রিজিয়া খানমের আর্থিক প্রতিপত্তির দিকে আপনার নজরটা বেশ তীক্ষ্ণ। তাঁর মতে আপনি একজন অর্থ-লোলুপ পাকা শিকারি।

ডাক্তার : এতে অবাক হবার কিছু নেই। আপনি মনে করেন আমার নিজের রোজগারের ওপর নির্ভর করে আমি বিয়ে করতে সাহস করব ? মাসিক পাঁচ টাকায় বৌ নিয়ে সংসার চলে না।

আসাদ : (স্তম্ভিত) এরপর আমার আর কিছু বলার নেই। আমি চললাম। মি: ইয়াজদানীকে জানিয়ে দেব এ-রকম উদ্ভট পরিবার কোনো পিতার পক্ষেই কাম্য নয়। আমি উঠলাম।

[দরজার দিকে পা বাড়ায়]

মা : আসাদ ভাই ! ডক্টর খোরশেদের না হয় কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। তাই বলে আপনি অমন বেসামাল হলে চলবে কেন ? স্থির হয়ে বসুন। পরামর্শ দিন আমার এখন কী করা দরকার।

[অমায়িকতা ও মর্যাদাবোধ দুয়ের দ্বন্দ্বে বিব্রত আসাদ অবশেষে বসে পড়ে। এবার বেনু এবং মা'র মাঝখানে।]

আসাদ : বেশ ! বেশ ! তাই হবে। আমার বলার খুব বেশি কিছু নেই। বিচ্ছেদের পুরোনো শর্ত তৈরি হয়েছিল মি. ইয়াজদানীকে কলে ফেলে। তাকে পুরপুরি কোণঠাসা করে।

মা : আপনার এ রকম মনে করার পেছনে কোনো যুক্তি আছে ?

আসাদ : আছে, বোন, আছে। সেদিন তুমি ছিলে অগ্নিময়ী, বিদুষী, আধুনিকা। পরোয়া করতে না সমাজের, তোয়াক্কা করো নি দুনিয়ার সমালোচনাকে।

মা : (পুরনো গর্বে অটুট) তারপর ?

[রিজিয়া নিচু হয়ে মাকে আদর করে। হঠাৎ আদরে মা এলোমেলো হয়ে যায়।]

আসাদ : আর অন্যদিকে মি. ইয়াজদানীর কথা একবার ভেবে দেখ। সাধারণ সামাজিক শরিফ লোক। খবরের কাগজে কখন কোন কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে সেই ভয়েই সর্বক্ষণ তটস্থ। একবার নিজের ব্যবসার কথা ভাবেন, আবার ভাবেন তাঁর পুরনো খানদানের কথা।

মা : ওর প্রাচীন চিন্তাধারার জন্যও আমাকে মাশুল দিতে হতো নাকি ?

আসাদ : আমি সে কথা বলছি না। আমি স্বীকার করছি তার অনেক দোষ ছিল। অন্যায়ও সে প্রচুর করেছে।

মা : যাক, কিছু তবু স্বীকার করছেন।

আসাদ : কিন্তু সব অপরাধের জন্য শুধু কি সে একাই দায়ী ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা : তবে সব অপরাধ আমার ?

আসাদ : তেমন অভিযোগ কি আমি করেছি ?

রিজিয়া : (তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে) অন্তত আপনার কথার ঝোঁক সেই দিকেই ছিল।

আসাদ : তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে। কোনো ফাঁকই তোমার নজর এড়ায় না। তবু আমি যা বলতে চাইছিলাম সেটা আমি বলছি। বিয়ে করে যখন কেউ আবিষ্কার করে যে দু'জনে মিল হচ্ছে না—দোষ হয়তো কারো নয়, রুচিতে বেমিল হয়ে গেছে, হয়তো তাতে কারও কোনো হাত ছিল না—যখন দেখে সেই দোষে তার দাম্পত্য শান্তি পর্যন্ত উবে গেছে, যে শান্তির জন্যই বিয়ে করা—যখন সে বুঝতে পারে যে বিয়ে করে বৌ ঘরে এনেও বৌকে সে পায় নি—সেটা যে বৌয়ের দোষ তা আমি বলছি না, কিন্তু তবু— তখন, সেই লোকটা যদি না বুঝে কেবলই বৌকে দোষী সাব্যস্ত করতে গিয়ে অশান্তিটাকে আরও জটিল করে তোলে এবং শেষ পর্যন্ত মুক্তির কোনো পথ না খুঁজে পেয়ে সুখের সন্ধানে ভালোমন্দ জায়গায় ঠোকর খায়, বদ-অভ্যাসের কবলে গিয়ে পড়ে তখন তার অপরাধ কি কোনো রকমেই ক্ষমার চোখে দেখা যায় না ? সব জেনেও তাকে কঠিন শাস্তি দিতে হবে ?

মা : শাস্তি আমি কাউকেই দিতে চাই নি। আমি শুধু নিজেকে এবং আমার সন্তানদের সে দুষ্ট প্রভাব থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছি।

আসাদ : তার বদলে আদায় করে নিয়েছিলে কঠিন শর্ত। হুমকি দিয়েছিলে প্রকাশ্য আদালতে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা দায়ের করবে বলে-বেচারা সেই ভয়ে নতজানু হয়ে করুণা ভিক্ষা করেছিল। সেই দুর্বলতাই তোমাকে দান করেছিল অপ্রতিহত ক্ষমতা। মনে কর সে যদি তোমার ওপর তেমন কোনো ক্ষমতার অধিকারী হতো, এবং সেই জোরে সে যদি আপনার সব সন্তানকে জোর করে তার কাছে নিয়ে রাখত এবং এমন করে মানুষ করত যাতে তারা তাদের মায়ের নাম পর্যন্ত আজ শুনতে চাইত না-তাহলে আজকে তোমার সেটা কেমন লাগত ? কী করতে তুমি ? সেই কথা ভেবেও আজ কি ওর জন্য একটুও মায়া হচ্ছে না তোমার ? একটুখানি দরদ, সামান্যতম সাময়িক অনুভূতি—

মা : ওঁর মধ্যে এগুলোর পরিচয় আমি কোনোদিন পাই নি। যা পেয়েছি সে একটা অনিয়ন্ত্রিত মেজাজ, এবং— আর বাকিগুলোর কথা উচ্চারণ করতে চাই না।

আসাদ : কিছু মনে করো না বোন। তোমাকে দেখে বুঝতে পারছি, মেয়েরাও কত কঠিন হতে পারে।

ডাক্তার : কী সাংঘাতিক রকম তা আপনি ভাবতেও পারেন না।

রিজিয়া : (প্রচণ্ড ধমক) তুমি চুপ কর। (ডাক্তার শান্ত হয়)

আসাদ : (সমস্ত শক্তি একত্র করে) শেষবারের মতো আমি তোমাকে আরেকবার মিনতি করছি। বিশ্বাস করো বোন, দুনিয়ায় এমন লোক আছে যারা অনুভব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে জানে কিন্তু প্রকাশ করতে জানে না। সামান্য আবেগকেও মধুর করে প্রকাশ করা, অর্থহীনকে শুধু ভাষায় অপূর্ব করে তোলা, সভ্যতার এই প্রসাধনী রূপ তার এই সূক্ষ্ম কারুকার্য, বেচারা ইয়াজদানী সাদাসিধে লোক, এর কিছুই জানে না! আমি জানি মি. ইয়াজদানীর মেজাজ যাচ্ছে তাই-শুধু এই জন্যই কেউ তার জন্য এক ফোঁটা দরদ দেখাবে না ? তার আপন ছেলেমেয়েরাও না ?

বেনু : (মুগ্ধ) অপূর্ব! কী চমৎকার বাগ্মিতা !

কিসু : মামা, আপনি বলেন ভালো। বক্তৃতায় সত্যি আপনার দখল আছে।

বেনু : মা, মামাকে এখন যেতে দিও না। আমরা আরো শুনতে চাই। এমন চমৎকার করে বলেন উনি। মামাকে বলো রাতের খাবার এখানে সেরে তারপর বাড়ি যাবেন।

মা : সে তোমার মামার খুশি। আসাদ ভাই, রিজিয়ার বাবা সম্পর্কে নতুন করে আমাকে কিছু শোনাবার দরকার আছে বলে মনে করি না। আপনার সঙ্গে তার বিয়ে হয় নি, আমার সঙ্গে হয়েছিল।

আসাদ : মিস্ রিজিয়া খানম, তোমাকেই বলছি। তোমার বাবার মুখে যা শুনলাম তা যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে বলব, তোমার মা'র চাইতেও তুমি কঠিন, হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর!

রিজিয়া : (উদ্ধত) মা'র শক্তির কাছে হার মেনে এখন আমার দুর্বলতার কাছে আবেদন করছেন ?

আসাদ : একে দুর্বলতা বল তুমি? তোমার মা'র কঠিন বুদ্ধির কাছে হার মেনে তোমার কোমল হৃদয়ের দুয়ারে হাত পেতেছি রিজিয়া।

রিজিয়া : হৃদয় ? হৃদয়কে বিশ্বাস করার যথেষ্ট শিক্ষা পেয়েছি। (ডাক্তারের দিকে এক ঝলক অগ্নিদৃষ্টি হেনে) ক্ষমতা থাকলে সেটা আমি উপড়ে ফেলে দিতাম। আমার মা'র যা জবাব আমারও তাই।

আসাদ : আমার আর কিছু বলার নেই। আমি দুঃখিত, খুবই দুঃখিত। এর চেয়ে বেশি আর কিছু আমি করতে পারতাম না। (উঠে পড়ে)

মা : আপনি কি আমার কাছ থেকে অন্যরকম জবাব আশা করেছিলেন ? সে যাকগে। কিন্তু এখন আমি কী করব সে সম্পর্কে কিছুই বললেন না।

আসাদ : তোমাদের দুজনেরই কোনো উকিলের পরামর্শ নেয়া উচিত। যে শর্ত অনুযায়ী উভয় তরফ থেকে স্বেচ্ছায় বিচ্ছেদ স্বীকৃত হয়েছিল, মি. ইয়াজদানী এখনো সেটা পুরোপুরি মানতে বাধ্য কিনা, সেটা যাচাই করে নিতে হবে এবং আমার মতে, যত তাড়াতাড়ি পরিষ্কার ফয়সালায় আসা যায় ততই লাভ। একটা সহজ রাস্তা অবশ্য এখন আমি বাতলাতে পারি। সম্পূর্ণ বন্ধুভাব নিয়ে মি. ইয়াজদানীকে আর একদিন খেতে ডাক, (মা'র ভ্রু কুঁচকানো দেখে আসাদ বাক্য পাল্টায়) না হয় এমনি নিরুত্তাপ ভাব নিয়ে ওকে এখানে একদিন আসতে বল। আজই বল না কেন ? এই হোটেলেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা : দরকার হলো একজন উকিলের। আপনার উৎসাহ দেখে মনে হয় এখন তাকে না হলেও চলবে।

আসাদ : না। আমি তার কথা ভেবেই এই প্রস্তাব করেছি। তোমাদের এখান থেকে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ দেখা পেলাম আমার এক পরিচিত অ্যাডভোকেটের। মি. ইকরামুল হক। অল্প বয়স। কিন্তু আশ্চর্য মেধা। এর মধ্যে বেশ নামও করেছে। আমার মক্কেলের কেস নিয়েই প্রথম নাম করেছে বলে আমাকে খুব শ্রদ্ধা করে। গল্প করতে করতে ইয়াজদানীর কথাও ওর সঙ্গে আলোচনা হলো। উভয় পার্টির সাক্ষাতে এ নিয়ে যে-কোনো দিন আলোচনা করতে রাজি আছে। এর চেয়ে কম হৈ-চৈ করে এ কাজ সারা যাবে না। তুমি অনুমতি দিলেই আমি যেমন করে পারি ইয়াজদানীকে পাকড়াও করে আনব। দোহাই তোমার! না করো না।

মা : (মুহূর্তের স্তব্ধতার পর) আসাদ ভাই, আমার জন্য উকিলের পরামর্শ খুব দরকার আছে বলে মনে করি না। কারো উপদেশ নির্দেশ অনুযায়ী চলা আমার রীতি নয়। তাছাড়া ইয়াজদানীর সঙ্গে আবার আমার সাক্ষাৎ হোক, এটাও আমার ইচ্ছে নয়। এবং সে সাক্ষাতে তেমন কিছু ফল হবে না বলে আমার ধারণা। তবু (দাঁড়িয়ে) মনে হচ্ছে আপনার বক্তৃতায় আমার ছেলেমেয়েরা কিছুটা মত পাল্টিয়েছে। এ রকম ক্ষেত্রে আপনি যা বলবেন, তাই হবে।

আসাদ : বড় খুশি হলাম। আজ রাত ন'টায়, খাওয়া-দাওয়ার পর। তোমার আপত্তি নেই তো?

মা : তাই হবে। কিসু, ওয়েটারকে ডেকে ব্যবস্থা ঠিক রাখতে বলে দাও। খোরশেদকেও যখন চক্রান্তের একজন বলে সন্দেহ করা হয়েছে তখন, আমার মতে, তারও উপস্থিত থাকা উচিত। (কলিং বেল টেপে)

ডাক্তার : আপনার সঙ্গে আমিও একমত। আমার উপস্থিত থাকা খুবই দরকার।

আসাদ : আমরা কেউ তাতে আপত্তি তুলিনি। একটা আনন্দপূর্ণ সুরাহার প্রত্যাশায় ছটফট করছি। এখন আসি তাহলে।

[দোরগোড়া পর্যন্ত হাসিমুখে পথ দেখিয়ে দেয় ওয়েটার। আসাদ চলে গেলে পর এগিয়ে আসে।]

মা : রাত্রিবেলায় আমাদের সঙ্গে দেখা করতে কিছু লোক আসছেন। একটু তাড়াতাড়ি রাতের খাওয়া চুকিয়ে ফেলতে চাই।

ওয়েটার : সাতটায়? তাই হবে। ভালোই হয়েছে। আজ রাতে এমনিতেই হোটেলময় যা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে, তাতে খাওয়া-দাওয়া আগে শেষ করলেই ভালো হবে।

বেনু : কিসের উৎসব?

ওয়েটার : এখানে হোটেলের রীতি। বছরের পয়লা দিন খুব জাঁকজমক করে আয়োজন করা হয়। অনেক চীনে লণ্ঠন, আতসবাজি, ফুলের তোড়া, বেহালা বাঁশি সানাই কিছুই বাদ যায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেনু : হুর্‌রে, আজই তো পয়লা তারিখ।

ওয়েটার : বিশেষ আয়োজনও একটা করা হয়েছে। যার যেমন খুশি পোশাকের প্রতিযোগিতা। এক টাকা করে প্রবেশ-ফি।

কিসু : (ওয়েটারকে পাকড়াও করে) এতক্ষণ বলনি কেন? শিগগির চল। প্রবেশপত্র কোত্থেকে নিতে হবে?

বেনু : (অন্যদিক থেকে পাকড়াও করে) তাড়াতাড়ি করো না। ফুরিয়ে গেলে শেষে মজা বুঝবে।

[ওয়েটারকে টেনে নিয়ে বেরিয়ে যায়।]

মা : (পেছনে যেতে যেতে) এ দেখছি আরেক ঝঞ্ঝাট। না না, আজকে রাতে এসব নিয়ে মেতে থাকলে চলবে না। ওদের সামনে থাকা দরকার। না, ওদের নিয়ে আর পারি না বাপু। (প্রস্থান)

[রিজিয়া ভালো করে ডাক্তারকে একবার দেখে নেয়। তারপর অত্যন্ত স্পষ্ট করে হাতঘড়িতে সময় দেখে।]

ডাক্তার : অত স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেবার দরকার নেই। অনেকক্ষণ আগেই যে চলে যাওয়া উচিত ছিল, তা জানতাম। এবার যাচ্ছি।

রিজিয়া : (নিখুঁত ভদ্রতায়) আপনাকে দু'একটা অনাবশ্যক কড়া কথা বলে ফেলেছি। কোনোটা হয়তো রূঢ় হয়ে থাকবে। আমি সে জন্য ক্ষমা চাইছি।

ডাক্তার : ক্ষমা চাওয়ার কোনো দরকার ছিল না।

রিজিয়া : সবটা দোষ অবশ্য আমার নয়। যাকে উদ্দেশ করে কথা বলা হয় সে নিজেই যদি তার গুরুত্ব আর মর্যাদাবোধকে খুইয়ে বসে, তখন অন্য তরফের দোষ দেয়া যায় না।

ডাক্তার : নিজের মর্যাদাবোধকে বাঁচিয়ে রাখার মতো কাণ্ডজ্ঞান মোহাচ্ছন্ন লোকের থাকে না।

রিজিয়া : (মুহূর্তে রেগে গিয়ে) চুপ করুন। আপনাকে বারণ করে দিচ্ছি, দ্বিতীয়বার আপনি আমার সামনে এ রকম অপমানজনক উক্তি উচ্চারণ করবেন না।

ডাক্তার : বেশ! আমিও জানি এসব কথা অর্থহীন প্রলাপ! কিন্তু কী করব, বাক্য রোধ করতে পারি না।

রিজিয়া : যদি সত্যি তুমি আমাকে ভালোবাসতে তাহলে এ রকম চপলতা তোমার মধ্যে থাকতে পারত না। প্রেমই তোমাকে দান করত শক্তি, মর্যাদা, এমনকি মাধুর্য।

ডাক্তার : প্রেম আমার মতো লোককেও মধুর করে তুলতে পারে, সত্যি তুমি তা বিশ্বাস করো? (রিজিয়া অবজ্ঞায় মুখ ঘুরিয়ে নেয়) তার মানে ওটা তুমি অন্তর থেকে বলনি। আসলে কি জান, নতুন কিছু দান করার মতো অলৌকিক শক্তি প্রেমেরও নেই। গুণ নিয়ে জন্মালে হয়তো প্রেম তাকে জাগিয়ে তুলতে পারত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিজিয়া : (সবেগে ঘুরে মুখোমুখি দাঁড়ায়) শুনতে বড় সাধ হয়, আপনি নিজে কোন গুণ নিয়ে জন্মেছেন ?

ডাক্তার : আনন্দময় এক লঘুচিত্ত।

রিজিয়া : থামলেন কেন ? বাকিটুকুও বলে ফেলুন। লঘু বুদ্ধি, লঘু বিশ্বাস! যা যা নিয়ে মানুষ গৌরবময় তার সব কিছুই আপনার মধ্যে লঘু।

ডাক্তার : একটুও মিথ্যে বল নি। সারা দুনিয়াটাই আমার কি মনে হয় জান ? হালকা এক বকের পালকের মতো, আলোতে ঝলমল করে বাতাসে নাচছে! আমার রিজিয়া হলো সূর্য। (রিজিয়া ভয়ঙ্করভাবে ভ্রূ কুঁচকে তাকায়।) কী হলো ? এখনো কি আবোল-তাবোল বকছি ? মাফ কর। আমি এবার পালালাম। বেশিক্ষণের জন্য নয়। ঠিক নটায় নিশ্চয়ই আবার হাজির হব। চলি।

[রিজিয়া নির্বাক হয়ে তাকিয়েই আছে আর ডাক্তার সম্পূর্ণ হৃষ্টচিত্তে লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে যায়।]

রিজিয়া : (এমন করে হঠাৎ তাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য সক্রোধে এবং সুউচ্চ কণ্ঠে) হাঁদারাম! একটু যদি বুদ্ধি থাকত!

পর্দা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চতুর্থ অঙ্ক

[রাত নটা। খোলা জানালা দিয়ে যন্ত্রসঙ্গীতের রেশ ভেসে আসছে। এখানে ওখানে নানা রঙের চীনা লণ্ঠন জ্বলছে। ওয়েটার আসাদ ও ইয়াজদানীকে নিয়ে প্রবেশ করে। ইয়াজদানীর চেহারা বড়ই করুণ। উদ্বিগ্ন ও ভয়ার্ত। ক্লান্ত। চেয়ারে বসে পড়ে।]

ওয়েটার : সবাই নিচে হল ঘরে রয়েছেন। আপনারা বসুন। আমি এক্ষুণি খবর দিচ্ছি। (যাবার জন্য পা বাড়ায়।)

আসাদ : আর শোন। আমাদের আরো একজন লোক এখনো এসে পৌঁছোয় নি। কেউ এসে খোঁজ করলেই সোজা আমাদের এখানে নিয়ে আসবে।

ওয়েটার : জি। (চলে যাবে।)

আসাদ : (ইয়াজদানীকে) আশা করি আপনার ওপর এখন সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারি।

ইয়াজ : কথা যখন দিয়েছি, রাখব। টু শব্দটিও করব না। সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেলেও দাঁত কামড়ে ধৈর্য ধরে থাকব। তোমার ভয়ের কোনো কারণ নেই।

আসাদ : বেশ! বেশ! ওদের সামনে যেন আপনাকে খাটো হতে না হয় সে দায়িত্ব আমার। সারা বিকেল ওদেরকে বুঝিয়েছি যে, সব দোষ ওদের।

ইয়াজ : আমাকে তো বলেছ সব দোষই নাকি আমার।

আসাদ : যা বলেছি, ঠিকই বলেছি।

ইয়াজ : (মৃদু আর্তনাদ) ছেলেমেয়েগুলো যদি শুধু মানুষের মতো সামান্য দরদও আমার জন্য দেখাত—

আসাদ : ও রকম আশা মন থেকে মুছে ফেলুন। ওরা কেউ আপনার জন্য কোনো রকম দরদ প্রকাশ করবে না। ওদের সে বয়স হয় নি। এখনো যদি এসব অবাস্তব আশা আঁকড়ে ধরে থাকতে চান তাহলে এখানে আসাই অন্যায় হয়েছে। বাড়ি ফিরে চলুন।

ইয়াজ : কিন্তু এইটুকু দাবি করার অধিকারও কি আমার—

আসাদ : না নেই। থাকলেও আপনার সে অধিকারকে কেউ এখানে স্বীকার করছে না। সেগুলো ভুলে যান। শেষবারের মতো আমাকে কথা দিন যে যাই ঘটুক না কেন— কোনোরকম অভিযোগ ছাড়া, কোনোরকম উত্তেজনা ছাড়া- আপনি সেটাকে মেনে নিতে চেষ্টা করবেন। এ রকম মনোভাব যদি এখনো আয়ত্ত করতে সক্ষম না হয়ে থাকেন— তাহলে আমি আবার প্রস্তাব করছি, বাড়ি ফিরে যান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইয়াজ : থাক্, থাক্! যথেষ্ট হয়েছে! আর বলতে হবে না কিছু। (করুণ) সবাই মিলে আমাকে ধমকাচ্ছ, সবাই মিলে আমার ওপর জুলুম করছ! বেশ, যা খুশি করো। কিছু বলব না। যতদূর পারি মুখ বুজে সহ্য করব। কিন্তু, কিন্তু আসাদ, ঐ মেয়েটা, ঐ বড় মেয়েটা, আজও যদি এসে আবার গতকালের মতো কথাবার্তা শুরু করে, আর ঐ রকম করে আমার দিকে তাকায়, তাহলে কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি— তোমার এসব কিছু আমি,—না না, আমি কিছু জানি না।

[দু'হাত দিয়ে চোখ ঢেকে কপাল চেপে ধরে।]

আসাদ : আহাহা! কী ছেলেমানুষি করছেন। আগে থেকেই মন্দটা অত ভাবছেন কেন ? অন্যকে সহ্য করুন, নিজে সহ্য করতে শিখুন। দেখবেন, দুনিয়া আপনার পক্ষ নিতে বাধ্য। ঠিক হয়ে নিন, বারান্দায় কে যেন এসেছে মনে হলো। ও এলো বোধহয়।

[উঠে দরজার কাছে এগিয়ে যেতেই প্রবেশ করে রিজিয়া। বেরিয়ে যাবার সময় চোখে মুখে কাতর মিনতিসহ রিজিয়ার কানে কানে।]

মিছেমিছি ওকে কষ্ট দিও না। আমার অনুরোধ। তোমাদের মধ্যে আমি আর থাকতে চাই না এখন।

[দ্রুত পায়ে চলে যায়। রিজিয়া খুব শান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে আসে]

ইয়াজ : (আতঙ্কে) আসাদ কোথায় গেল ?

রিজিয়া : (হালকা সুরে তবে নরম গলায়) বেরিয়ে গেলেন। তৃতীয় কেউ থাকলে আমরা অস্বস্তি অনুভব করি নাকি, সেজন্যই হয়তো চলে গেছেন। ওর সৌজন্যবোধটা বেজায় সূক্ষ্ম! (আরও কাছে এসে ঝুঁকে পড়ে) কিছু বলছেন না কেন বাবা ?

ইয়াজ : আমায় বলছ, মা ?

[অদ্ভুতভাবে দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে থাকে। মেয়ে হাত বাড়িয়ে বাবার হাত ধরে। ইয়াজদানী স্পষ্ট নড়ে যায়।]

(মেয়ের হাত ধরে) তোমার মা'র বিরুদ্ধে কটু কথা বলেছি বলে তুমি আমার ওপর খুব রাগ করেছ, না ?

রিজিয়া : কেন আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন ? হুম্! তখন আমিও কথা বলছিলাম কত উঁচু থেকে আর কত ভারিক্কি চালে! এখন আর আমি অত উঁচুতে নেই। এরা আমাকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দিয়েছে।

ইয়াজ : সে-কী ?

রিজিয়া : থাকগে সে সব কথা। তখন ছিলাম মায়ের মেয়ে, চালচলনে, হুবহু মায়ের ঠাট্। এখন তার কিছু বাকি নেই, সব খুইয়ে বসেছি। এখন আমি-শুধুই আমার বাবার মেয়ে। এটা কি একটা বড় রকমের অধঃপতন নয় ?

[ধপ্ করে কার্পেটের ওপর বসে পড়ে। হতাশার প্রতিমূর্তি]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইয়াজ : (দপ্ করে জ্বলে ওঠে) অধঃপতন ? (রিজিয়া নির্লিপ্ত। বাবা প্রবল চেষ্টায় নিজেকে সংযত করে) না, না! আমি ক্ষুব্ধ হব কেন ? হয়তো তোমার কথাই ঠিক মা। ঠিকই বলেছ! তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। মাঝে মাঝে আমার কী যেন হয়ে যায়! আমি যে বুঝি না তা নয়। কোনটা ভালো কোনটা মন্দ, কোনটা যুক্তিসঙ্গত, বুঝি সব ঠিকই। কিন্তু করবার বেলায় ঠিক উল্টোটা করে বসি। তোমার বোধহয় বিশ্বাস হচ্ছে না।

রিজিয়া : বিশ্বাস হবে না কেন ? এ যে হুবহু আমি, অবিকল আমারই কাণ্ড! ভালো করে জানি কোন কাজটা বড়, মহৎ, মর্যাদাবান, ন্যায়সঙ্গত। যতটা মা জানেন আমিও ততটা জানি। কিন্তু কাজের বেলায় কী সব যা তা করে বসি। এমন সব কাণ্ড, মনে হলেও লজ্জায় মরে যাই। নিজে তো করিই, অন্যকেও করতে দি।

ইয়াজ : তোমার মা বুঝি সব কথাই জানেন ? তোমার ধারণা তাঁর কোনো ভুলই হয় না।

রিজিয়া : (বাবার হাঁটুর ওপর দু'হাতে দু'হাত আঁকড়ে) না। বাবা রাগ করো না। একটা কথা এখনই আমাদের মধ্যে হয়ে যাওয়া দরকার। মা'র বিরুদ্ধে কিছু করা চলবে না। এমনকি, মা'র বিরুদ্ধে কোনো চিন্তাকেও আমরা প্রশ্রয় দেব না। মা আমাদের চেয়ে অনেক ওপরে, আকাশের সমান উঁচুতে। এইটে আগে মেনে নাও, তারপর অন্য কথা।

ইয়াজ : বেশ। তুমি যা বলবে, আজ সব মেনে নেব।

রিজিয়া : (জবাবে সন্তুষ্ট হয় না। বাবার মুঠো থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে) মাকে তুমি একটুও পছন্দ কর না, না ?

ইয়াজ : তোমার সঙ্গে নয়, তোমার মা'র বিয়ে হয়েছিল আমার সঙ্গে। তোমার চেয়ে ওঁকে আমি অনেক বেশি জানি। (রিজিয়া দাঁড়িয়ে পড়ে, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে) আমি এখনো বলব, আমার জন্য সত্যিকারের কোনো দরদ না নিয়ে আমাকে বিয়ে করে সে আমার প্রতি ঘোরতর অন্যায় করেছিল। তারপর অবশ্য, সে অন্যায়ের পাল্টা আমিও হাজার রকমের অন্যায় অপরাধ করেছি।

রিজিয়া : (কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে একটু হেসে বাবার হাত আবার তুলে নেয়)। বেশ, আবার রফা হয়ে গেল। কিন্তু তবু সাবধান। মা'র ব্যাপারে আমি যে-কোনো মুহূর্তে সংঘাতিক হয়ে উঠতে পারি। আমার যা কিছু দরদ, আমার ভীরু দুর্বল নারীচিত্তের যা কিছু আবেগ, সব তোমার। কিন্তু আমার বুদ্ধি, আমার বিবেক, আমার বিবেচনা সব মায়ের পক্ষে থাকবে।

ইয়াজ : আমি এতেই খুশি। তোমার ভাগ-বাটোয়ারা মেনে নিচ্ছি।

[ডাক্তার ঢুকল। রিজিয়া সঙ্গে সঙ্গে মুখে চোখে হিমগর্বিত ভাব ফুটিয়ে তোলে।]

ডাক্তার : মাফ করবেন। ফ্যান্সি ড্রেসে এমন ভিড় জমেছে যে আজ সৈয়দকে পর্যন্ত খুঁজে পেলাম না। বাধ্য হয়ে কোনো খবর না দিয়েই ঢুকে পড়তে হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথমে ভেবেছিলাম প্রতিযোগিতায় অংশ নেব। কিন্তু পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম প্রবেশপত্র যোগাড় করার মতো টাকা নেই। অগত্যা কী আর করা ? তা এখন কেমন আছেন মি. ইয়াজদানী ? দাঁতের খবর কী ?

ইয়াজ : তোমার ছাইভস্ম ওষুধে কিছু হয়নি। দাঁত আমার এমনিতেই ভালো হয়ে গেছে।

ডাক্তার : শুনলেন তো মিস্ খানম! অকৃতজ্ঞতা একেই বলে। মরণ-যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করেও নিন্দা শুনতে হচ্ছে।

রিজিয়া : (কঠিন) ন'টা বোধহয় বাজেনি। বাজলে মা নিশ্চয়ই এখানে হাজির থাকতেন। তাছাড়া আসাদ মামা যে ভদ্রলোককে আসতে বলেছিলেন তিনিও এখনো এসে পৌঁছোননি।

ডাক্তার : তিনি এসে পড়েছেন অনেকক্ষণ আগেই। আমার সঙ্গে দেখাও হয়েছে এবং কথাও বলেছি। (হাসিমাখা ব্যঙ্গে) মানুষটার মধ্যে আবেগ বলে কিছু নেই, সব একেবারে মগজ, বুদ্ধির পাহাড়। মিস্ খানমের নিশ্চয়ই পছন্দ হবে। লোকটার মধ্যে বুদ্ধির চাকা সবসময় ঘর্ ঘর্ করছে, কাছে এসে দাঁড়ালে শুনতে পাওয়া যায়।

রিজিয়া : (ভ্রূক্ষেপ না করে) কোথায় উনি ?

ডাক্তার : হাতির শুঁড়ের মুখোশ কিনে প্রতিযোগিতায় ঢুকে পড়েছেন।

ইয়াজ : (ঘড়ি দেখে বিরক্ত। কড়া।) সময় হয়ে গেছে, অথচ সবাই দেখছি ফুর্তি নিয়ে মশগুল। আমার কাছে এসব পাগলামি বিরক্তিকর। আর কতক্ষণ এমনি বসে থাকতে হবে ?

ডাক্তার : না না। এক্ষুণি এসে পড়বে সবাই। এগুলো তো আধঘন্টা আগের কথা। পয়সা ছিল না বলে আমি ঢুকতে পারলাম না। অগত্যা ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে, লুকিয়ে লুকিয়ে মিস্ রিজিয়া খানমকে দেখছিলাম। হঠাৎ উনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন দেখে আমিও ওপরে উঠে এলাম।

রিজিয়া : প্রকাশ্য ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে কোনো ভদ্রমহিলাকে অনুসরণ করে বেড়াতে লজ্জা করল না আপনার ? এত নিচে নেমে গেছেন আপনি ?

ডাক্তার : ইচ্ছে করে কি আর নেমেছি ? কেউ আমাকে নামিয়ে নিয়ে গেছে। বাঁচাতে হলে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখতে হবে।

[রিজিয়া মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে সরে যায়। ডাক্তার না ঘাবড়িয়ে স্বাভাবিকভাবে কুর্সি টেনে বসে। ওয়েটার মিসেস রোকেয়া আহসান এবং আসাদুল্লাহকে নিয়ে প্রবেশ করে।]

মা : আপনাদেরকে এতক্ষণ বসিয়ে রাখার জন্য দুঃখিত।

[পেছনের জানালায় একটা বিকট হাতির শুঁড়ওয়ালা মুখ ভেসে ওঠে]

সৈয়দ (হাতির শুঁড়কে) মাফ করবেন। আপনি বোধহয় ভুল করেছেন। এটা সে ঘর নয়। এটা প্রাইভেট কামরা। আপনি আমার সঙ্গে চলুন, আমি নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাচ্ছি আপনাকে। ঐ দিকে চলুন।

[ইশারা করে ওয়েটার পথ দেখিয়ে দেবার জন্য বেরিয়ে যায়। অন্য দরজা দিয়ে শুঁড় দোলাতে দোলাতে প্রবেশ করে মুখোশপরা মানুষটি। সহজভাবে এগিয়ে আসে টেবিলের কাছে। তারপর অত্যন্ত সাবলীল গাম্ভীর্যের সঙ্গে শুড়টা খুলে ভাঁজ করে টেবিলের ওপর রাখে। অপূর্ব শক্তিমান বলিষ্ঠ পুরুষ। পোশাক, চুল, জুতো, সব মাজা-ঘষা, ঝকঝকে। বাইরে থেকে হঠাৎ মনে হয় লোকটা অতিমাত্রায় শারীরিক। কিন্তু একটু পরে বোঝা যায় বুদ্ধিতেও লোকটা সমান ভয়ঙ্কর। চাল-চলনে এমন একটা প্রচণ্ড শক্তি রয়েছে যা চারধারে সহজেই সৃষ্টি করে প্রবল আলোড়ন, লোককে করে তোলে সন্ত্রস্ত। তার ব্যক্তিত্বের এই ভয়ঙ্করতা সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন সে কথা বলতে শুরু করে। গাঢ় শানানো গলা। প্রতিটি বাক্য উচ্চারণের নিপুণ কৌশল, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মর্মভেদী চাহনি। সব মিলিয়ে মনে হয় এ লোক কথা বলতে শুরু করলে পাথরও তন্ময় হয়ে শুনতে বাধ্য হবে।]

লোক : আমার নামই একরামুল হক। (সবাই হক্‌চকিয়ে যায়) আপনি বোধহয় মিসেস্ রোকেয়া আহ্‌সান, আদাব আরজ। আপনার নাম মিস্ রিজিয়া খানম ? আপনিই মি. আহ্‌সান ?

ইয়াজ : (মেজাজ দেখাতে যতদূর সাহস বাকি রয়েছে তা দিয়ে) আমি মি. আহ্‌সান নই। আমার নাম ইয়াজদানী।

হক : ওহ্! তাই নাকি ? (ডাক্তারকে) আপনি বুঝি মি. কিস্‌মত ?

ডাক্তার : (কিছুতেই প্রভাবান্বিত হবে না) কেন দেখে সে রকম মনে হয় নাকি ? আমার নাম খোরশেদ হোসেন। বেহুঁশ করার ওষুধ আমি প্রয়োগ করেছিলাম।

হক : ওহ্! হ্যাঁ। তাহলে মি. আহ্‌সান কে ? উনি কি এখনো আসেন নি ?

সৈয়দ : (ঢুকতে ঢুকতে) বাইরে গিয়ে আর ওকে খুঁজেই পেলাম না। কোন্ দিক দিয়ে যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন— (মি. হকের দিকে নজর পড়তেই স্তম্ভিত হয়ে যায়। মুখ দিয়ে আর কথা বার হয় না। যেন ভূত দেখছে।) মাফ্ করবেন, আমি ঠিক, একটু আগে যাকে মুখোশ পরা দেখলাম, সে লোক—

হক : (শান্ত) সে লোক আমি।

সৈয়দ : (অভিভূত) তুমি ? তুমি। ছিঃ ছিঃ। শেষে হাতির শুঁড় পরে এসব! ছিঃ ছিঃ! (হঠাৎ সব গুলিয়ে যায়। পড়ে না যায় এজন্য চেয়ারের হাতল ধরে।) মাফ করবেন আপনারা। হঠাৎ মাথাটা ঘুরে কী রকম যেন—

হক : বাকিটুকু আমি ব্যাখ্যা করে দিচ্ছি। আমার আরেকটা পরিচয়। আমি ওঁর ছেলে।

সৈয়দ : (হাঁ হাঁ করে) তওবা, তওবা! তোমার আজ হলো কী! ঘরে ঢুকলে হাতির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুঁড় লাগিয়ে। তার ওপর এখন সবাইকে বলছ এক খিদমতগার তোমার পিতা। এরপর আর মক্কেল পাবে মনে করেছ ?

মা : আপনার পরিচয় জেনে আমরা খুব খুশি হলাম মি. হক। এদেশে এসে প্রথম যাকে আমরা সবচেয়ে বড় বন্ধু হিসাবে লাভ করেছি সে আপনারই বাবা।

সৈয়দ : বেগম সাহেবা বড় বাড়িয়ে বলছেন। এমন করে বাড়িয়ে বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না। আপনার পক্ষে এটা মহত্ত্ব, শরাফত। কিন্তু আমার জন্য একটু অসুবিধাজনক, অস্বস্তিকর। এ ভদ্রলোকের আমি পিতা, এটা মেহেরবানি করে বারবার আমাকে মনে করিয়ে দেবেন না। নিজের জায়গায় নিজে দাঁড়াতে না পারাটাই আমার জন্য মুসিবত। কে কোথায় জন্ম নেয় সেটা নসিবের খেলা। এই সামান্য কারণে এর-ওর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ওলটপালট হয়ে যাবে ? আপনারা আপনাদের কাজ করুন। আমার জন্য খামকা সময় নষ্ট করলেন।

[দু'একটা চেয়ারে ভর করে কোনো রকমে শরীর সোজা রেখে ওয়েটার ঘর ছেড়ে চলে যাবার উপক্রম করছে।]

হক : (বাধা দিয়ে) একটু দাঁড়াও। আমার ধারণা আজকে বিকেলে যা যা ঘটেছে সবই আমার বাবা জানেন। তাই নয় মিসেস্ আহ্সান ?

মা : অনেক সময় একেবারে সামনে হাজির ছিলেন।

হক : সেক্ষেত্রে ওঁর জবানবন্দি আমাদের জন্য বেশি দরকারি।

মা : তাহলে ওঁকেও থাকতে বলি ?

সৈয়দ : দেখুন, আমার ওপর এ অন্যায় জুলুম। আজ অনেক কাজ আমার। বসে থাকলে আমার চলবে না। অনেক কাজ—

হক : তোমাকে না হলে আমাদের চলবে না। তোমাকে থাকতেই হবে বাবা।

রিজিয়া : সবাই মিলে আমরা ওর ওপর বেশি অত্যাচার করছি। ও চাইছে আমাদের তদারক করে বেড়াতে। তাতে বিঘ্ন সৃষ্টি করবার আমাদের কোনো অধিকার নেই। সৈয়দ, আমার জন্য এক পেয়ালা কফি, কড়া।

সৈয়দ : (মুহূর্তে প্রাণ পায়) কফি ? কড়া করে ? জরুর। এক্ষুণি আনছি। বড় মেহেরবানি আপনার। আর কারো জন্য কিছু ?

মা : মানে— ইয়ে— আমাকেও এক পেয়ালা কফি দিও! হালকা।

সৈয়দ : হালকা ? জরুর। আর তোমার জন্য ? কফির চেয়ে চা-ই বেশি পছন্দ করবে তুমি।

হক : চা, কড়া।

ডাক্তার : আমার জন্য কফি, কড়া।

সৈয়দ : কফি কড়া, কফি হালকা, চা কড়া, এক্ষুণি আনছি।

[পরমানন্দে প্রস্থান]

আসাদ : আমরা তাহলে এখন শুরু করতে পারি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হক : আরেকটু অপেক্ষা করলে হতো না ? মিসেস্ আহসানের স্বামী এসে পৌছোবার আগেই শুরু করা ঠিক হবে কি ?

ইয়াজ : কী যা তা বলছেন। ওর স্বামী তো আমি।

হক : (উক্তির এই বিরোধিতাকে পাকড়াও করে) তা কী করে হয় ? একটু আগেই বললেন আপনার নাম ইয়াজদানী।

ইয়াজ : আমার যা নাম তা আমি বলব না ?

মা : আমি ব্যাপারটা—

রিজিয়া : আমার কথাটা—

আসাদ : মিসেস আহসান হলো—

ডাক্তার : আপনি জানেন না যে—

হক : (প্রচণ্ড গর্জনে) চুপ করুন। (স্তব্ধতা) দয়া করে আপনারা স্থির হয়ে বসুন।

[সবাই হুকুম মোতাবেক বসে পড়ে। মাঝখানে রাজকীয় উজ্জ্বলতায় হক। ইয়াজদানীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে]

এ পরিবারে দেখা যাচ্ছে স্বামীর নাম মি. ইয়াজদানী অথচ স্ত্রীর নাম মিসেস আহসান। গোড়াতেই এতবড় একটা জট রয়েছে যখন তখন এটাকে সাফ করেই কাজ করা হোক।

ডাক্তার : এটাকে আপনি অনর্থক এতবড় করে দেখছেন। সবটা শুনলে আপনিও—

হক : (নির্মম স্পষ্টতার সঙ্গে ডাক্তারকে ঠাণ্ডা করে দিয়ে) শোনার আমার দরকার নেই। অন্তত আপনার মুখ থেকে। মি. ইয়াজদানীর স্ত্রী হয়তো পরে নতুন নাম গ্রহণ করে থাকবেন, এই তো ? আপনার সাহায্য ছাড়াও এটুকু আন্দাজ করার মতো বুদ্ধি আমার আছে। থাকগে। সে বিশ্বাস আপনার থাকা উচিত ছিল। (ডাক্তার কী একটা বলতে চায়) আমার কথার জবাব দেয়ার দরকার নেই। বরঞ্চ আমাকে সাহায্য করার ইচ্ছা যখন উদ্রেক হবে তখন আমার কথাগুলো একটু নেড়ে-চেড়ে দেখবেন।

ডাক্তার : কোনো মানে হয় না। মশা মারতে কামান দাগলেন। কোনো মানে হয় না। যাকগে, সামান্য ব্যাপার নিয়ে—

হক : না ব্যাপারটা মোটেই সামান্য নয়। কারণ আমরা সবাই চাই—এই পারিবারিক বিরোধের অবসান ঘটুক। এবং সেই পথকে সুপ্রশস্ত করে তোলার জন্য মিসেস আহসানকে একটা কাজ করতে হবে। নিছক সামাজিক সুবিধা ও শালীনতার জন্য তাঁকে তাঁর স্বামীর নাম গ্রহণ করতে হবে।

[বেগম রোকেয়া আহসানের চেহারা কঠিন হয়ে আসে।]

অথবা মি. ইয়াজদানীর নাম পাল্টাতে হবে।

[মি. ইয়াজদানীর চোখে মুখেও বিরুদ্ধ সংকল্পে দৃঢ়তা।]

ব্যাপারটা যে সামান্য নয় ডক্টর খোরশেদ বোধহয় এবার তা বুঝতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারছেন।

[তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই একবার করে দেখে নিয়ে কুর্সিতে গা এলিয়ে দেয়। ভ্রূ কুঁচকে ভাবতে শুরু করে।]

আসাদ : (খুব ভয়ে ভয়ে) দেখুন মি. হক, আরো গুরুতর ব্যাপারগুলোর মীমাংসা আগে করে নিলে কি ভালো হতো না ?

হক : না। কারণ, বড় ব্যাপারের মীমাংসা অল্প সময়ের মধ্যেই হয়ে যাবে। অন্তত সাধারণত তা হয়ে যায়। গোলমাল বাঁধে খুঁটিনাটি নিয়ে। ছোটখাট ত্রুটির জন্য তীরে এসেও তরী ডুবে যায়। (আসাদ হা করে থাকে) কী ব্যাপার, একমত হতে পারছেন না ?

আসাদ : মানে, আপনার চিন্তাধারার সঙ্গে ঠিক—

হক : ঠিক বলেছেন। আমার চিন্তাধারা আর আপনার খেয়ালাত যদি হুবহু একই রকম হতো তাহলে আপনি আপনি না হয়ে আমি হয়ে যেতেন। (আচমকা ইয়াজদানীর দিকে ঘুরে) আপনার কথাই আগে শোনা যাক। গোটা সমস্যার মধ্যে কোন অংশটা আপনাকে সবচেয়ে বেশি বিঁধেছে তা গুছিয়ে বলুন।

ইয়াজ : আমার নিছক ব্যক্তিগত যন্ত্রণাকে সবার ওপরে স্থান দিতে চাই না।

হক : আমরা কেউ তা চাই না। (মিসেস আহসানকে) আপনার দৃষ্টিভঙ্গিও নিশ্চয়ই তাই ?

মা : হ্যাঁ। এখানে ব্যক্তিগত অনুভূতির মূল্য যাচাই করতে আমি আসি নি।

হক : (রিজিয়াকে) আপনি ?

রিজিয়া : আমিও তাই।

হক : বেশ।

ডাক্তার : কিন্তু আমি স্বার্থপর। নিছক ব্যক্তিগত অনুভূতির তাগিদ এবং স্বার্থ না থাকলে আমি আসতাম না।

হক : আপনার এই ঘোষণাটিও উদ্দেশ্যমূলক। কারণ, আপনার ধারণা যে অনুভূতিহীনতার ভান করার চেয়ে আন্তরিকতার ভান করলে মিস্ রিজিয়া খানমের মনের ওপর সেটা বেশি কাজ করবে।

[ডাক্তার হাতে-নাতে ধরা পড়ে মুষড়ে যায়। বাকহীন হাসিটা ফ্যাকাসে হয়ে যায়। হক সকল বিরুদ্ধ শক্তিকে সম্পূর্ণ খতম করার সাফল্যে গভীর তৃপ্তি লাভ করে। কুর্সিতে আবার গা ছেড়ে দিয়ে ধৈর্যের সঙ্গে সকল অভিযোগ শোনার জন্য তৈরি হয়ে নেয়।]

এবার তাহলে মি. ইয়াজদানী শুরু করুন। প্রায় সবাই একটা ব্যাপারে অন্তত একমত। আমরা কেউ আত্মস্বার্থ বা আবেগকে কোনোরকম প্রাধান্য দেব না। উত্তম। শুভ-সংকল্প। মানুষ এ রকম সদিচ্ছা নিয়েই সাধারণত শুরু করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইয়াজ : সদিচ্ছার কথা এটা নয়। আমি সত্যি সত্যি এটা বিশ্বাস করি।

হক : আরো উত্তম। আপনার বক্তব্যে আসুন।

ইয়াজ : আমি যে স্বার্থপর নই যে-কেউ তা বিশ্বাস করবে। কথাটা আমার ছেলে-মেয়েদের নিয়ে।

হক : বেশ। কী হয়েছে আপনার ছেলেমেয়েদের ?

ইয়াজ : (আবেগে) কী হয়েছে ? বলুন কী হয় নি ? আমি ওদের—

হক : থামুন। মি. ইয়াজদানী, আপনি আবার ব্যক্তিগত আবেগকে এর মধ্যে টেনে আনছেন। সেগুলো সরিয়ে রাখুন। আপনার সে সব গভীর অনুভূতির জন্য আমার পূর্ণ সহানুভূতি রয়েছে। কিন্তু সেগুলো নিয়ে আমার আসল কারবার নয়। আপনি কী চান, পরিষ্কার করে বলুন। তার বেশি কিছু জানার আমার দরকার নেই।

ইয়াজ : (বিব্রত) মানে, সে কথা, অত স্পষ্ট করে বলা সহজ নয়।

হক : চেষ্টা করুন, আমি সাহায্য করছি। আপনার সন্তানদের কোন দিকটা সম্পর্কে আপনার আপত্তি ?

ইয়াজ : সব কিছু সম্পর্কে। যে পদ্ধতিতে, যে শিক্ষায় ওদেরকে বড় করে তোলা হয়েছে আমার সেটা ঘোরতর রকম অপছন্দ।

[মিসেস আহসান নড়েচড়ে আরো কঠিন মুখ করে বসেন। ভ্রূ কুঁচকে প্রখর হয়ে ওঠেন।]

হক : কিন্তু সেটা এতদিন পরে আপনি বদলাবেন কী করে ?

ইয়াজ : সবটা না পারলেও কিছু কিছু সংশোধন সম্ভব। অন্তত সাজগোজটাকে আরো একটু সভ্য করে তোলা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়।

ডাক্তার : হুম্! কোনো দরকার নেই তার!

হক : আপনি কেন মাঝখান থেকে কথা বলছেন ?

ডাক্তার : কেন বলব না ? মিস্ রিজিয়া খানমের সাজগোজের সমালোচনা করার উনি কে ?

ইয়াজ : (ক্ষেপে) ওর বাপ।

রিজিয়া : (অনুনয়) বা-বা!

ইয়াজ : (কুঁকড়ে গিয়ে) একটু বেসামাল হয়ে গিয়েছিলাম, মা। তোমার কথা কিছু বলতে চাইনি। আমি ঐ বাকি দু'টোর কথা বলছিলাম। মি. হক, আপনি ওদের এখনো স্বচক্ষে দেখেননি। দেখলে আপনিও স্বীকার করতেন, ওদের সাজগোজের মধ্যে এমন সব ঠাট রয়েছে যেটা চোখে ধাক্কা মারে। যেমন উগ্র তেমনি খেলো।

মা : (আর ধৈর্য রাখতে পারে না) তুমি কি মনে করো ওদের সাজপোশাক এখনো আমি ঠিক করে দিই ? ছেলেমানুষীর একটা সীমা থাকা দরকার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইয়াজ : (ক্ষেপে গেছে। লাফিয়ে) কী বললে তুমি ? আমি ছেলেমানুষ ?

[মিসেসও দাঁড়িয়ে পড়েছেন]

রিজিয়া : এই আপনার প্রতিজ্ঞা ?

ডাক্তার : হাস্যকর! ওদের পোশাক সাজগোজ সবই চমৎকার!

আসাদ : বাই এ রকম যুক্তিহীন হলে কোনো মীমাংসাতেই পৌঁছানো যাবে না।

[হঠাৎ চামচের টুং টাং শব্দ শুনে সবাই তাকিয়ে দেখে ওয়েটার ঘরে ঢুকছে। স্তব্ধতা। ওয়েটার যার যার পেয়ালা এগিয়ে দেয়।]

সৈয়দ : (মি: ইয়াজদানীকে) আপনার জন্যও এক পেয়ালা এনেছি। চিনি কম। একটু আদার ছিটা। আপনার কফি, কড়া। কফি। আপনার কফি, বেগম সাহেবা। বেশি হালকা হয়ে গেছে কি ?

[সবাই শান্ত হয়ে বসে]

মা : আপনার কথার মাঝখানে বাধা দেয়ার জন্য আমি দুঃখিত, মি. হক।

হক : না দিলে ভালো করতেন। (প্রস্থানোদ্যত ওয়েটারকে) বাবা, তোমাকে একটু থাকতে হচ্ছে।

মা : (ওয়েটারকে) তোমাকে আটকে রাখার জন্য আমাদের দোষ দিও না। মি. হকের ইচ্ছে।

সৈয়দ : (সম্পূর্ণ সামলে নিয়েছে) তাতে কিছু ক্ষতি নেই বেগম সাহেবা। কাজের সময় ওকে দেখতে আমার ভালো লাগে। ওর ঐ মাথার মধ্যে শানান বুদ্ধি, দৈত্যের মতো শক্তি নিয়ে কী রকম করে ধাপে ধাপে এগিয়ে যায় দেখেও শান্তি।

হক : (আবার শুরু করে) মি. ইয়াজদানী, আমরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছি। পোশাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে যে অভিযোগ তুলেছেন সেটা কোনো মতেই আপনি উঠিয়ে নিতে রাজি নন ?

ইয়াজ : (মিনতি) আমার দিকটা একবার ভাবুন মি. হক। আমার একলার নয়, গোটা সমাজের দিক থেকে ভাবুন। আমার বোন, আমার ভগ্নিপতি, আমার সমগ্র জ্ঞাতি গোষ্ঠী, বন্ধু, আত্মীয়, তাঁরা কী ভাববে ? নিয়মের বা'র, সমাজের বা'র, দেশের বা'র, এমন একজাতের, মানে, এইরকম—

হক : বুঝতে পারছি।

ইয়াজ : দেখলে ওরা শিউরে উঠবে। ও রকম ছেলেমেয়ে আমাদের সমাজে কোনোদিন মিল খাবে না। এই জন্যই আমার এত দুঃখ। এত কথা বলা।

মা : (চাপা ক্রোধে) ডক্টর খোরশেদ, কিসু আর বেনুর সাজগোজ দেখে তোমার কখনও মনে হয়েছে যে ওরা খেলো, অসভ্য ?

ডাক্তার : কক্ষনো না। যত আজগুবি কথা। বেনুকে ঐ পোশাকে চমৎকার মানায়।

ইয়াজ : তোমার মতো লোকের ওরকম মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা : সৈয়দ, তুমিও অনেক রকম লোকের সঙ্গে মিশেছ। আমার ছেলে-মেয়েদের সাজগোজ কি তোমার খুব অপছন্দ ?

ওয়েটার : কী যে বলেন, বেগম সাহেবা! অপছন্দ হবে কেন। একটু হয়তো নিয়মের বা'র, হয়তো বেশি ঝলমলে, তাই বলে চোখে লাগার মতো কিছুই নয়। রং-এর মিল, পরবার কায়দা, বলবার রীতি, সব মিলে বড় মিষ্টি। ভারি সুন্দর। তাছাড়া পোশাকে কী এসে যায় ? যে কেউ ওদের দেখলে এক নজরে বুঝতে পারবে—

[ঠিক এ সময়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢোকে বেনু। অদ্ভুত তার বেশ। সর্বাঙ্গ ফুলের গহনায় ঢাকা। মুখটাকে বরঞ্চ মনে হয় অনেক বেশি ফুটন্ত ফুলের মাঝখানে একটা মস্তবড় কুঁড়ি। মাথায় পর্যন্ত ফুলের মালায় গড়া মুকুট। আর ফুলের ঠাসবুনট পোশাকের মাঝখান থেকে মাঝে মাঝে জোনাকির মতো জ্বলছে নানা রঙের পাথর।]

বেনু : (ভয়ার্ত চিৎকার করে) বাঁচাও! বাঁচাও! কেউ আমাকে বাঁচাও!

ইয়াজ : (লাফিয়ে দু'হাতে বেনুকে জড়িয়ে আড়াল করে) ভয় কী, এই তো আমি রয়েছি। কী হয়েছে মা ?

['কোথায় গেলি' 'কোথায় গেলি' চিৎকার করতে করতে একহাতে ফুলের ঝুড়ি অন্য হাতে এক বিরাট আঁকশি নিয়ে ঘরে ঢোকে ভীষণাকৃতির কিসু। তার মাথায় পাগড়ি, কানে মাকড়ি, মুখে ইয়া গোঁফ, খালি গা, পরনে ঝালকোঁচা দেওয়া রঙিন ধুতি। কোমরে পট্টি। আজব দেশের দানববংশীয় বাগানের মালির মতো চেহারা।]

কিসু : (ঢুকেই কৃত্রিম ক্রোধে) ওহ্! এই ডালের আড়ালে লুকিয়েছ ? ফুল! উহুম্ রক্ষা নেই। আঁকশির এক খোঁচায় এখনি নামিয়ে দিচ্ছি।

[একটা ভীষণ ভঙ্গি করে আঁকশি বাগিয়ে এগিয়ে আসতেই খল খল করে হেসে ওঠে বেনু। বাহাদুর মালিও ছুঁড়ে ফেলে দেয় তার আঁকশি।]

বেনু : খুব, খুব করেছিস কিসু। ইস্ তোমরা সব এতক্ষণ এখানে বসেছিলে ? নিচে গেলে না কেন ? যা মজা করছিলাম আমরা দুজনে।

[ইয়াজদানী অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।]

এ-কী তোমরা আবার চা খাচ্ছিলে নাকি ? মা, আমার চা কোথায় ?

হক : (গমগমে গলায়) ইনিই বোধহয় সেই কনিষ্ঠা কন্যা, না ?

বেনু : (গলার আওয়াজ এবং ভাবে একটু ঘাবড়ে যায়) হ্যাঁ, আপনি কে ?

মা : উনিই মি. ইকরামুল হক, বেনু। তোমার আসাদ মামা যার কথা বলেছিলেন।

বেনু : ওহ্! হক সাহেব ? হক বিচার করতে এসেছেন বুঝি ?

কিসু : শ ষ্ ষ্ ষ্!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইয়াজ : মি. হক! আসাদ মিয়া! এখন তোমরাই বল! আমার আত্মীয়-স্বজনরা যদি সহ্য করতে না পারে তবুও তাদের দোষ দেবে ?

বেনু : ছিঃ, আপনি আবার ও রকম কথাবার্তা শুরু করেছেন ?

ইয়াজ : অ্যাঁ ? যাক! তাহলে আর বলব না। হয়তো তোমাদের সত্যি কোনো দোষ নেই। সব বয়সের দোষ।

বেনু : (নাছোড়বান্দা) বয়সের কথা ছেড়ে দিন। কেমন সাজ করেছি বলুন দেখি ?

ইয়াজ : বেশ। বেশ। উম্ উম্ম্, বেশ হয়েছে।

বেনু : (সন্দেহ হয়) আপনার পছন্দ হয়েছে ?

ইয়াজ : পছন্দ! এ রকম অদ্ভুত সাজগোজ আমি পছন্দ করব বা সমর্থন করব এটা তোমার আশা করা উচিত নয়।

বেনু : তাহলে প্রথমবার বেশ হয়েছে বললেন কেন ? আপনার বিচারে সাজ আমার বেশ হয়েছে অথচ আপনি তা অপছন্দ করেন, একি কখনো হয় ?

আসাদ : (বিরক্ত হয়ে) এ মেয়ে দেখছি একেবারে—

হক : (গভীর মনোযোগ দিয়ে বেনুর কথা শুনছিল। আসাদ মুখ খুলতেই আসাদকে ধমকে উঠে) চুপ করুন। এ মেয়েই ঠিক রাস্তা নিয়েছে। (বেনুকে, গলায় সব আকর্ষণ ঢেলে) দয়া-মমতার কোনো প্রশ্ন নেই। যেমন করে ধরেছ ঠিক ওই রকম করেই এগিয়ে যাও।

বেনু : (হককে) আপনিও বড় মজার লোক। এক ঝলকেই মন জয় করে ফেলছেন। মন্ত্রতন্ত্র জানেন নাকি ?

হক : জানি, তবে কারো কাছে প্রকাশ করি না। (ঘুরে ইয়াজদানীকে) এরা দু'জনেই এখন সামনে রয়েছে। এবার আরো সরাসরি আপনার আসল কথায় আসা যাক। আপনি ভাবছেন আপনার এই দুই কনিষ্ঠ সন্তানদের আপনি আপনার নিজের কাছে রাখবেন। তাহলে আমার কাছ থেকে শুনে রাখুন, আপনি তা করতে পারবেন না, (ইয়াজদানীকে কথার তোড়ে দাবিয়ে) পারবেন না। এখন মনে হচ্ছে পারবেন, কিন্তু আপনার চেয়ে ভালো করে জানি বলেই বলছি, পারবেন না। এই মেয়ের কথাই ধরুন। ওর সকালবেলায় সখ হবে বর্মী মেয়ে সেজে ঘুরে বেড়াতে, বিকেল বেলা সখ হবে ফুলের রানী সাজতে এবং আপনি দুবেলাই চাইবেন বাধা দিতে। আপনি কি মনে করেন ও সেটা মুখ বুজে মেনে নেবে ? কক্ষণো না। এখন হয়তো মুখ বুজে থাকতে পারে, কিন্তু তখন—

বেনু : জি না। আমি তখনো মুখ বুজে থাকব না। (সুদৃঢ়) নিজেকে আমি যত রকমে যতবার খুশি সাজাব। কেউ আপত্তি করলে মানব না, মানব না, মানব না। বর্মায় সেই লোকটাকে রেঙ্গুবু যেমন করে বলেছিল, আমিও ঠিক সেই রকম স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিচ্ছি, মানব না, কোনোদিন না। তৃণে যতদিন প্রাণ আছে, সাগরে যতদিন তরঙ্গ থাকবে, মানব না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক্তার : (পাগলের মতো লাফিয়ে) কী, কী বললে ? কে বলেছিল এ কথা ? রিজিয়া ? কাকে ? কবে ? কোথায় ?

হক : আহ্ ডক্টর! আবার আপনি—

ডাক্তার : থামুন আপনি। আপনি কি বুঝবেন কী হয়েছে! মিস্ রিজিয়া ও কথা কাকে বলেছিল তা আমার জানা দরকার।

বেনু : আমার অত পরিষ্কার করে মনে পড়ছে না। কিসুর হয়তো মনে আছে। কত নম্বর না কিসু ? এটা কী চতুর্থ না পঞ্চম ছিল ?

ডাক্তার : চতুর্থ ? পঞ্চম ?

কিসু : এত সহজে ভেঙে পড়লে চলবে কেন ডাক্তার ? মনে পড়েছে। এ ছিল পাঁচ নম্বর। কিছু না, মামুলি লোক। একেবারে গোবেচারা, নিরীহ গোছের। নৌ-বাহিনীর কাপ্তেন-টাপ্তেন ছিল বোধ হয়।

রিজিয়া : (হিম) মি. হক, এখন আমরা কি নিয়ে আলোচনা করছি ?

ডাক্তার : (মুখ চোখ লাল হয়ে গেছে) আমাকে ক্ষমা করবেন। এতক্ষণ বাধা দেয়ার জন্যে আমি লজ্জিত। আপনাদের আর কোনো অসুবিধার সৃষ্টি করব না। নিজেকে আমি আপনাদের মাঝখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। বাগানেই থাকব। দরকার হলে ডেকে নেবেন।

[ছুটে বেরিয়ে যায়]

বেনু : হুম্! হুম্‌ম্‌ম্!

কিসু : হুম্!

রিজিয়া : আপনি আপনার কাজ শুরু করুন মি. হক।

বেনু : অর্থাৎ একদিক থেকে যত পারেন আমাদের ধমকে যান।

হক : (স্তম্ভিত) আমি ? আশ্চর্য! আমি!

বেনু : অবাক হবার কিছু নেই। ধমকে হুমকি দিয়ে কাজ আদায় করতে আপনি ওস্তাদ। আপনার স্বভাবই ঐ রকম। ভ্রূ কুঁচকানো দেখলেই বোঝা যায়।

হক : মিসেস্ রোকেয়া আহ্‌সান, আপনার ছেলেমেয়েদের আশ্চর্য বুদ্ধি। যে শিক্ষা ওদেরকে এমন সহজ স্বচ্ছ বুদ্ধি দান করেছে আমি মুক্তকণ্ঠে তার প্রশংসা করি। ইচ্ছে করেই এ ঘোষণাটা করে রাখলাম। এবার দয়া করে ওদের কথা বলাটা কিছুক্ষণের জন্য আটকে রাখতে পারেন ?

মা : বেনু মা, ছিঃ!

কিসু : বেনু, আমাদের সেই পুরনো দোষ। কোনো কথা নয়।

[বেনু দু'হাতে নিজের মুখ চেপে ধরে।]

মা : ওরা আরেকবার শুরু করার আগে তাড়াতাড়ি আরম্ভ করে। ন।

সৈয়দ : আহ! দেরি করছ কেন ? সুযোগ ফসকালে আর মুখ খুলতে পারবে । তাড়াতাড়ি শুরু কর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেনু : (উদ্ভাসিত) সকল বিপদের ত্রাণকর্তা স্যার সৈয়দ। (হককে) কী হলো আপনার ?

কিসু : শ্ ষ্ ষ্ ষ্!

হক : (আচমকা বেনুকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারে) কোনোদিন বিয়ে করার ইচ্ছে আছে ?

বেনু : কে, আমি ? হায়রে কপাল! আমি যে একজন মহিলা এটা কেউ স্বীকারই করতে চায় না। সবাই মনে করে ছেলেমানুষ। বেনু-বেনু বলে ডাক শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। কেবলমাত্র আসাদ মামাই একদিন যথেষ্ট দরদ দিয়ে মিষ্টি করে বলেছিলেন, মিস্ বিলকিস্। কী ভালোই যে লেগেছিল সে ডাক।

আসাদ : অ্যাঁ! সব কিছুরই একটা সীমা থাকা দরকার। (চমকে) আমি ওর মায়ের ভাইর মতো, আর ও কিনা, না, না এ আমি সহ্য করব না।

বেনু : মায়ের ভাইর মতো তো রোজ রোজ বেনু বলে ডাকছিলেন। সেদিন হঠাৎ মিস্ বিলকিস্ বললেন কেন ?

[আসাদ লাফিয়ে প্রায় হুলস্থূল বাঁধিয়ে দেয়]

ইয়াজ : (আসাদকে সামলাতে চেষ্টা করে) এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছ কেন ? শেষে একটা কেলেঙ্কারি করে ছাড়বে দেখছি। মেজাজটাকে একটু বশে রাখতে পারছ না ?

আসাদ : না, এ রকম কাণ্ডের পর মেজাজকে আমি যা খুশি তা করতে দেব। বুড়ো বয়সে আপনার ভীমরতি হয়েছে। নইলে এ রকম অবস্থায় আপনিও চুপ করে বসে থাকতে পারতেন না। আপনার এত অধঃপতন স্বপ্নেও আশা করিনি।

বেনু : মি. হক! দোহাই আপনার, আমাদের সকলের হয়ে আসাদ মামাকে আচ্ছা করে একটু ধমকে দিন তো।

হক : নিশ্চয়ই দেব! মি. আসাদুল্লাহ্ চৌধুরী, নিজেকে যথেষ্ট হাস্যকর করে তুলেছেন। এবার বসে পড়ুন।

আসাদ : তোমাদের কারো—

হক : (গর্জে) মি. আসাদুল্লাহ, কোনো কথা শুনতে চাই না আমি। আপনি শান্ত হয় বসবেন, না আরো ছেলেমানুষী করবেন ? বসে পড়ুন।

বেনু : (সেও একটু ভড়কে যায়। আস্তে) শুকরিয়া।

হক : সবাই আরেকবার মন দিয়ে আমার কথা শুনুন। আমি কাজের কথায় আসছি। মিস্ বিলকিস্ যে দিকের ইশারা করেছেন সেদিকে মি. আসাদুল্লাহ্ সত্যি সত্যি কতখানি ঝুঁকেছিলেন, সেটা বিচার করতে আমরা এখানে আসিনি।

[আসাদ কী একটা প্রতিবাদ করতে মুখ খুলেছে। বাধা দিয়ে] আমার কথার মাঝখানে বাধা দেবেন না। মিস্ বিলকিস্ বানু একদিন বিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করবেনই এটা জানা কথা। আপনাকে না করে অন্য কাউকে করবেন। এর মধ্যে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কথাটা হলো এই যে, মিস্ বিলকিস্ বানু যদি বিয়ে করেন, তবে নতুন নামও গ্রহণ করবেন। পিতার নাম গ্রহণ না করার জন্য এই একটা অতি সোজা রাস্তা ওর জন্য খোলা রয়েছে। ওর বড় বোন মিস্ রিজিয়া খানমও বিয়ে করবেন ঠিক করেছেন।

রিজিয়া : (চমকে) মি. হক!

হক : মিথ্যে কিছু বলিনি। হয়তো এখনো মন ঠিক করে উঠতে পারেননি। কিন্তু পারবেন।

রিজিয়া : (ক্রুদ্ধ) চুপ করুন আপনি। আমার নিজের মনের মধ্যে কী আছে না আছে সেগুলো আমি অন্য কারো মুখ থেকে শুনতে চাই না। ভবিষ্যতে এটা ভুলে যাবেন না মি. হক।

হক : (সেয়ানে সেয়ানে) চোখ রাঙাচ্ছেন কাকে ? হুমকি দিয়ে কাবু করে ফেলবেন, সে জাতের লোক আমি নই। আমার কাছ থেকে আবার শুনে রাখুন, শিগ্‌গির স্বেচ্ছায় আপনি নতুন পদবি গ্রহণ করছেন এবং সেটা আপনার বাবা বা মা কোনো তরফেরই নয়। যদি আরো শুনতে ইচ্ছে করেন, তাহলে সে নামটাও ঘোষণা করে দিতে পারি।

[দাঁড়িয়ে নিজের মুখোশ গুছিয়ে নেয়। সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছে।]

যাবার আগে, মি. ইয়াজদানী আপনাকে কিছু স্পষ্ট কথা বলে যাই। এখনো ভালো চান তো আপোসরফা করে ফেলুন। এছাড়া আপনার অন্য গতি নেই। ছেলেমেয়েদের কাছে রাখার আগ্রহ, গোটা পরিবারের মধ্যে আপনারই বেশি। তাই শর্ত ঠিক করার সময় আবার ঠকবেন। আর আপনাকে পাবার আগ্রহটা যদি আপনার পরিবারের দিক থেকেই বেশি প্রকাশ পায় তাহলে এক হাত নিতে পারবেন আপনি। (লম্বা হাতির শুঁড়টা ঠিক করে নেয়) ওদের আসল শক্তি ওদের অদ্ভুত ব্যক্তিগত আকর্ষণে। আপনার পুঁজি আপনার ধন-দৌলত। দুটোরই জোর সমান। এবার আপনারা বসে ফয়সালা করে নিন।

[শুঁড়টা লাগিয়ে দেখে নেয় ঠিক দুলছে কিনা]

বেনু : (হাততালি দিয়ে) কী চমৎকার দেখাচ্ছে আপনাকে! এখন বেশ মানুষের মতো দেখাচ্ছে। চলুন আমরা দু'জনে যাই এবার। যাবেন আমার সঙ্গে ?

হক : (মেয়ের মতো গলায়) যাব না কেন ? এলাম বলে। পদ্মবনে মত্তহস্তী!

[বেনু চিৎকার করে ছুটে বেরিয়ে যায়। পেছন পেছন ভয়াবহ গর্জন করে ছুটে যায় মত্তহস্তী।]

কিসু : সৈয়দ!

সৈয়দ : জি!

কিসু : বাবা আর আসাদ মামার জন্য আরো দুটো মুখোশ আর সাজ যোগাড় করা যায় না ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসাদ : দেখ ছোক্‌রা— আমি—

ইয়াজ : আহাহা! তুমি আজ কেবল মেজাজ খারাপ করছ। ছেলেমেয়েরা ফুর্তি করতে চাইছে। একদিন ওদের কথা শুনলে তোমার দাম কমে যাবে না।

আসাদ : ইয়াজদানী সাহেব, আজ পঁচিশ বছর ধরে, বলতে হচ্ছে, আপনাকে যা ভেবেছিলাম আপনি তা নন! বাইরেই কেবল হম্বিতম্বি! আপনি যে এতবড় কাপুরুষ তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

[আলাদা হয়ে ঘুরে গিয়ে বসে।]

ইয়াজ : (কাছে গিয়ে সান্ত্বনা দেয়) সব মেনে নিচ্ছি। এখন আর খামকা চটাচটি করে ওদের আনন্দটা মাটি করে দিও না। (ওয়েটারকে) কিছু যোগাড় করতে পারবে আমাদের জন্য ?

সৈয়দ : মুখোশ বোধহয় এখনো কিছু পাওয়া যাবে। একটা লম্বা নাকও দেখে এসেছি, বড় চমৎকার।

আসাদ : নিজের নাক থাকতে আমি আর অন্যের নাক লাগাব না, লাগাব না, লাগাব না।

[ছুটে বেরিয়ে যায়]

সৈয়দ : নিজের নাকের লোকসান না করেও লাগানো যেত হুজুর! আপনারা চলুন, আপনারা চলুন আমার সঙ্গে। পোশাকের ঘরে নিয়ে যাচ্ছি।

[এগিয়ে যায়]

ইয়াজ : (এক শিশু আরেক শিশুকে) কিসু, শেষে দেরি না হয়ে যায়।

[দু'জনে জড়াজড়ি করে হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে যায়। ওয়েটারও।]

মা : (এতক্ষণে রিজিয়াকে একলা পেয়ে) খোরশেদ হঠাৎ ও রকম করে চলে গেল কেন ?

রিজিয়া : জানি না। না, জানি। সে কথা থাক। চল আমরাও নিচে যাই।

[এগুতেই বাধা পায়। ঘরে ঢোকে খোরশেদ। কালো, বিষণ্ন মুখ]

খোরশেদ : (হিম) ওহ্! মাফ করবেন, আমি মনে করেছিলাম সবাই বুঝি এতক্ষণে চলে গেছে।

রিজিয়া : (খোঁচা দিয়ে) তাই যদি বুঝে থাকবেন, তাহলে আবার ফিরে এলেন কেন ?

ডাক্তার : ফিরে এসেছি পকেটে পয়সা নেই বলে। গেটে এখন টিকেট না দিয়ে বেরুলে সবাই মনে করবে আমি মুখোশের মেলায় ছিলাম অথচ টিকিট করিনি।

মা : তোমাকে মনে হয়েছে কোনো কারণে বিরক্ত হয়েছ। কী হয়েছে ?

রিজিয়া : হবে আবার কী ? উনি এসেছেন আমাকে আরেক প্রস্থ অপমান করার জন্য।

মা : (রিজিয়া গায়ে পড়ে কোন্দল করতে চাইছে এটা বুঝতে পেরে মা অবাক হয়ে যান) রিজিয়া!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক্তার : (মাকে) আপনি সাক্ষী। বলুন, এমন কিছুই কি আমি করেছি যাতে ওঁর অপমান হতে পারে ?

রিজিয়া : একশ' বার করেছেন। আপনি বোঝাতে চেয়েছেন যে আপনার অতীত আর আমার অতীত একই রকম। এর চেয়ে বড় অপমান আমার জন্য আর কী হতে পারে ?

ডাক্তার : সে রকম কিছুই আমি বোঝাতে চাইনি। তার সব চেয়ে বড় কারণ এই যে, আমার অতীত আপনার অতীত জীবনের তুলনায় অনেক বেশি নির্মল, অনেক শুভ্র!

মা : (ধমকে) খোরশেদ!

ডাক্তার : শুধু আমাকে একলা দোষ দিচ্ছেন কেন ? যখন বুঝতে পারলাম মিস্ রিজিয়া খানম আমার সামনে যেসব কাব্যময় ভাষা ব্যবহার করেছেন, সেগুলো ইতিপূর্বেও একাধিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে, তখন আমার মনের অবস্থা কী রকম হলো একবার ভেবে দেখেন। একজন নয়, দু'জন নয়, পাঁচ পাঁচ জন। নৌবাহিনীর কাপ্তেনরা পর্যন্ত এর মধ্যে রয়েছেন। এতদূর স্বপ্নেও ভাবিনি।

মা : ছিঃ ছিঃ, কী সব যা-তা বকছ! তুমি কি মনে কর সত্যি কেউ এতবার হৃদয় দান করতে পারে ? কিসের মধ্যে কী ? হয়তো কিছুই হয়নি। ক্ষণিকের চিত্তভ্রম, হয়তো মুহূর্তের চপলতা। মিছেমিছি এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করে তিলকে তাল করছ।

ডাক্তার : আপনার মেয়ে হয়তো এর ওপর কোনো গুরুত্ব আরোপ করেনি। কিন্তু তারা ? (হঠাৎ হাস্যকরভাবে আন্তরিক বিষাদভাব ঢেলে) কিন্তু তাদের কথা ভেবে দেখেছেন কখনো ? চূর্ণ হৃৎপিণ্ড নিয়ে যারা অশান্তির ঘর বেঁধেছে, আঘাতের অসহ্য যন্ত্রণা ভোলার জন্য যারা হয়তো আত্মহত্যার দিকে ছুটে গেছে— যারা—

রিজিয়া : মা, এ লোক একটা আস্ত আহাম্মক! একেবারে ফানুস!

মা : (স্তম্ভিত) ছিঃ রেজু! অমন করে মুখ করতে আছে! খোরশেদ কী ভাববে বল তো ?

ডাক্তার : সে আহাম্মকি থেকে আপনিই আমাকে মুক্তি দিয়েছেন।

মা : দেখ খোরশেদ, তুমি পুরুষ মানুষ। নারী জাতির একটা বড় সত্য তোমাকে বলছি। হাতে পায়ে কড়া লাগিয়ে তার কাছ থেকে সারাজীবন মেকি নম্রতা আর বশ্যতা আদায় করা যায়। যে মেয়ে সে মুখোশটাকে নির্মমভাবে ছিঁড়ে ফেলতে না পারে, তার কাছ থেকে কোনোদিনই খাঁটি জিনিসের আশা করো না। আমার রেজুকে ভুল বুঝ না। ও আসলে সত্যি ভালো মেয়ে।

রিজিয়া : অবাক করলে মা! আমারই হয়ে তুমি ওর কাছে সাফাই গাইছ!

মা : রাগ করিস না, রেজু। তোর যে বয়স তার গুণও যেমন অনেক, তেমন দোষও কিছু রয়েছে। আর খোরশেদকেও আমি ভালো করে চিনেছি। জাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরুষ, আর একটু সেকেলে। মেয়ের মুখ থেকে আহাম্মক গালি শুনলে এখনো সহ্য করতে পারে না। এবার চল সবাই মিলে দেখি বেনু কী কাণ্ড করছে।

রিজিয়া : তুমি যাও মা। ডক্টর খোরশেদের সঙ্গে আমার কিছু কথাবার্তা বাকি রয়েছে।

মা : (সনাতন মা) রিজিয়া! (সামলে নিয়ে) না, মানে, নিশ্চয়ই। কথা থাকলে বলবে না কেন? (প্রস্থান)

ডাক্তার : তোমার মতো দশগণ্ডা মেয়ে একত্র করলেও তোমার মায়ের কাছাকাছি হবে না।

রিজিয়া : এই সর্বপ্রথম তোমার মুখ থেকে একটা সত্য কথা বেরুল।

ডাক্তার : বাজে কথা রেখে কী বলতে চাও বলে আমায় বিদায় দাও।

রিজিয়া : বেশ। আমার অনেকদিনের গর্বকে চূর্ণ করে গতকাল বিকেলে মুহূর্তের জন্য তুমি আমাকে তোমার স্তরে নামিয়ে নিয়ে গিয়েছিলে। ও রকম আকস্মিক মত্ততার কোনোরকম অভিজ্ঞতা যদি আমার থাকত তাহলে আমি আগে থেকেই সাবধান হয়ে যেতাম। তুমি কি মনে কর নিজের এ জাতীয় দুর্বলতার কথা আগে জানা থাকলে আমি নিজেকে বাঁচাতে পারতাম না?

ডাক্তার : (আবেগে থরথর) তুমি কী বকছ নিজেই বুঝতে পারছ না। তোমার ঐ দুর্বলতাই তোমার মূল্য। ঐ দুর্বলতাটুকুর জন্যই আমার এত সাধনা! যে শক্তি ও বুদ্ধির গর্বে মাটিতে তোমার পা পড়ত না তাকে আমি সিকি পয়সাও দামি মনে করিনি। তুমি ভেবেছিলে তোমার উচ্চশিক্ষা আর আধুনিক দুঃসাহসের আড়ালে দাঁড়িয়ে যে-কোনো আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে। পারলে না। সেগুলো ওলট-পালট করে দিতে কোনোরকম বেগ পেতে হয়নি আমাকে। বরঞ্চ মনে আনন্দ হয়েছে প্রচুর।

রিজিয়া : (উদ্ধত, কিন্তু পুরুষটি ক্রমশ আয়ত্তাধীনে আসছে সে সম্পর্কে সচেতন) বাহাদুর!

ডাক্তার : কিন্তু করলাম কেন জান! বড় লোভ হয়েছিল তোমার ঐ ঘুমন্ত হৃদয়কে জাগিয়ে, তোমাকে আগাগোড়া নাড়িয়ে দেবার জন্য। যদি জিজ্ঞেস কর এ রকম লোভ কেন হলো, তারও জবাব আছে। প্রকৃতির সঙ্গে আমি কৌতুক করছিলাম। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি সে আমাকে সাপটে ধরেছে কঠিন বন্ধনে। আর সত্যিই যখন সেই বিস্ময়কর মুহূর্ত আমাদের মাঝখানে এসে দেখা দিল, তখন কার গভীরে তরঙ্গ ভাঙল? সাড়া দিতে পারল কে? জেগে উঠল কে? কার সুপ্ত চেতনার স্তব্ধতা ভেঙে খানখান হয়ে গেল? তোমার না আমার? আমার। মুহূর্তে নবজন্ম লাভ করলাম আমি। আর তুমি আর্তনাদ করে উঠলে ভয়ে। তোমার সকল উচ্চশিক্ষা নিয়েও তুমি সেই গতানুগতিক অতি সাধারণ মেয়ে। এত গতানুগতিক তোমার সে ভীতি যে নৌবাহিনীর ক্যাপ্টেনকে পর্যন্ত বেশি দূর এগিয়ে নিয়ে যাবার সাহস ছিল না তোমার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমাকে এর চেয়ে বেশি কিছু বলার নেই। মামুলি ক্ষমাভিক্ষা করে তোমার বিরক্তি এড়াতে চাই না। এবার সত্যি বিদায় নিচ্ছি।

[দরজার দিকে এগুতে থাকে]

রিজিয়া : দাঁড়াও। আমার কথাগুলো বললে বিশ্বাস করবে? বিশ্বাস করবে যে এগুলো তোমার মন ভোলাবার জন্য বলছি না?

ডাক্তার : তুমি কী বলতে চাও, তা আমি জানি। তোমার ধারণা তুমি সাধারণ নও। আমার কথা যে ঠিক, সে কথাই তুমি বলতে চাইছ। আমাকে বোঝাতে চাইছ যে তুমিও জেগেছিলে, নড়েছিলে, ভেঙেছিলে। তোমার মধ্যেও সে ক্ষমতা রয়েছে ভেবে তুমি যত খুশি আত্মতৃপ্তি লাভ করতে চাও করো, আমি বাধা দেব কেন! (রিজিয়া ফোঁস করে ওঠে) তুমিও যে কোনো কোনো দিক থেকে অসাধারণ এ আমি জানি! যেমন, তোমার অত্যাশ্চর্য বুদ্ধি। অসাধারণ চতুর মেয়ে তুমি! কিন্তু (রিজিয়া চরম ক্ষিপ্ত) কিন্তু তবুও তুমি জাগতে পারলে না কোনোদিন! হয়তো ইচ্ছে করেই জাগতে চাওনি কোনোদিন। হয়তো জাগবার ক্ষমতাই নেই তোমার! আর জান রিজিয়া, তুমি যে জাগলে না এতে তোমার হয়তো কিছুই এসে যাবে না। কিন্তু আমার জীবনে এটাই সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি। আমি চলি এবার।

[দরজার দিকে পা বাড়ায়। রিজিয়া একদৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। আতঙ্কগ্রস্ত চিত্ত নিয়ে দেখে তার শক্ত বাঁধন ছিন্ন করে পুরুষটি কি করে বেরিয়ে পড়ছে। ডক্টর খোরশেদ দরজা পর্যন্ত এগিয়ে যায়। তারপর কি মনে করে থেমে পড়ে। ঘুরে রিজিয়ার কাছে আসে।]

এ রকম একটা থমথমে স্তব্ধতার মধ্যে আমাদের শেষ দেখা ঘটুক এ আমি চাই না। হাসিমুখে বিদায় দাও।

রিজিয়া : (তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে। ভয়ের আর কোনো কারণ নেই। অপূর্ব গ্রীবা-ভঙ্গিমায় অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে) বেশ তো, হাসিমুখে বিদায় দিচ্ছি। কামনা করি, তোমার হৃদয়ের ক্ষত তাড়াতাড়ি শুকিয়ে উঠুক।

ডাক্তার : (সেও বুঝতে পারে যে অবস্থা মোটেই গুরুতর নয় এবং সম্পূর্ণ তার আয়ত্তাধীন) আরোগ্য লাভ আমি করবই। এ রোগের প্রকৃতিই এই যে যত না আঘাত করে, তার চেয়ে বেশি উপকার করে। তাছাড়া আমার একান্ত আপন রিজিয়াকেও আর কেউ আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

রিজিয়া : (চমকে, ঘুরে) অর্থাৎ?

ডাক্তার : সে রিজিয়া আমার কল্পনার সৃষ্টি।

রিজিয়া : (গরবিনী) তাকে তোমার কাছেই রেখে দাও! তোমার কল্পনার পুতুল তোমার কাছেই থাক। (ক্রমশ মনের ফাটল দিয়ে আবেগ প্রবেশ করে সব কাঠিন্য ভেঙে চুরে দিতে চায়) আর আসল রিজিয়া, যে রিজিয়া শিউরে উঠেছিল, যে রিজিয়া ভয় পেয়েছিল— মিথ্যে বলব কেন, ভয় তো পেয়েইছিলাম যে রিজিয়া জীবনের প্রথম পরীক্ষার মুহূর্তে আবিষ্কার করল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে তার সব শিক্ষা, তার গর্ব, শক্তি, সব অর্থহীন, সব ক্ষমতাহীন, দুর্বল, তখন লজ্জায়, ক্ষোভে যে রিজিয়া নিজেকে,— (নিজের মুখচোখ ঢাকবার জন্য রিজিয়া বাঁ হাতের আড়ালে মুখ লুকায়। ডানহাতে শক্ত করে কোনো কুর্সির হাতল ধরে রাখে যাতে পড়ে না যায়।)

ডাক্তার : রিজিয়া, সাবধান! সাবধান হও কিন্তু! আমি আবার আমার সব কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি। (এগিয়ে আসতেই রিজিয়ার মাথা ওর বুকে এলিয়ে পড়ে। একহাতে মাথার চুল এলোমেলো আদর করতে করতে।) রিজিয়া এ ঠিক হচ্ছে না। এ অন্যায় হচ্ছে। এ কিছুতেই হতে পারে না। আমার যে একটা পয়সাও নেই, বিয়ে করে তোমাকে খাওয়াব কী?

রিজিয়া : সবাই যেমন করে পারে। রোজগার করবে।

ডাক্তার : (কিছুটা উল্লসিত, কিছুটা আতঙ্কিত) কিন্তু, কিন্তু, অ্যাঁ, আমি যে কোনোকালেই রোজগার করতে পারিনি। কেন এ অশান্তির মধ্যে পা দিচ্ছ? লোকে আমাকে বলবে টাকার লোভে তোমাকে— (রিজিয়া খোরশেদের অগোছাল চুল হাত দিয়ে, ঠেলে ঠিক করে দেয়, যেন কোনো দুষ্টু শিশুকে শান্ত করছে।) হায় খোদা! (দম আটকে আসে) ওহ্! রিজিয়া! (ধপাস করে বসে পড়ে) আমি একটা মস্ত হাঁদারাম! আজ পর্যন্ত কোনো মেয়েকেই চিনতে পারলাম না। বার বছর ধরে এত রকম দেখলাম, তবু কিছুই শিখলাম না।

[ঈর্ষায় জ্বলে রিজিয়া। ভ্রূ কুঁচকে দেখে। টেবিল থেকে একটা বই তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারে খোরশেদের দিকে। মাকে টানতে টানতে বেনু ঘরে ঢোকে।]

বেনু : ইস্ মা মণি! তুমি যদি দেখতে একবার! আসাদ মামাকে গাধার মুখোশ পরিয়ে কিসু যা একটা কাণ্ড করল! বাগানের মধ্যে ঢুকে পড়েছে বলেও একবার—

মা : ছিঃ ছিঃ তোরা বড্ড বাড়াবাড়ি করিস!

রিজিয়া : (খোরশেদকে ধমকে) বসে রয়েছ কেন ও করম করে, উঠে দাঁড়াতেও পারছ না! (খোরশেদ থতমত খেয়ে উঠে দাঁড়ায়) তোমার ওসব মেকি শালীনতা আর শরাফতগুলো ঝেড়ে ফেলে যা যা হয়েছে সব মাকে সোজাসুজি জানিয়ে দাও। মাকে বলো, আমরা পরস্পরকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছি।

[স্তব্ধতা। মা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। খোরশেদ আতঙ্কে বিবর্ণ, চারিদিকে এমন করে তাকাচ্ছে মনে হয় যেন কোনো দিকে একটু ফাঁক দেখলেই প্রাণ নিয়ে ছুট দেবে।]

বেনু : (প্রথম স্তব্ধতা ভেঙে) কত নম্বর? ছয়?

কিসু : শ ষ্ ষ্ ষ্!

বেনু : (অস্থির) ইস্, কী যে করতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার! (ঘরে প্রবেশ করছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসাদ, হাতে মুখোশ) মনের মধ্যে খুশিতে সব লাফালাফি করছে, ইচ্ছে করছে কাউকে খামচে একাকার করে দি!

আসাদ : খবরদার!

[প্রবেশ করে ইয়াজদানী। শাহেনশার পোশাক। জরির কাজ করা তকমা, ঝলমলে পোশাক, মুকুট। পেছন পেছন এগিয়ে এলো, শুঁড় দোলাতে দোলাতে, মি. হক, যেন শাহেনশার বাহন।]

বেনু : বেশ হয়েছে! এই তো বাবা এসেছে। (বাবার গলা জড়িয়ে ধরে) সাংঘাতিক কাণ্ড হয়ে গেছে বাবা। শিগ্‌গির এস এদিকে, এ দুটোকে দোয়া কর!

ইয়াজ : (রিজিয়াকে হতাশ দৃষ্টি নিয়ে দেখে) শেষ পর্যন্ত কি এই লোকটাকেই বিয়ে করবে বলে ঠিক করলে, মা?

রিজিয়া : (কঠিন) জি!

ইয়াজ : কিন্তু খোরশেদ! তোমার কাছে অন্তত কিছুটা কাণ্ডজ্ঞান আশা করেছিলাম।

ডাক্তার : আপনার সে আশা খুবই যুক্তিসঙ্গত। উন্মাদ না হয়ে গেলে এ রকম কাণ্ডে নিজেকে জড়াতে পারতাম না। রিজিয়া, সময় থাকতে এখনো সাবধান হও। জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলো না। যদি চাও তো এক্ষুণি এখান থেকে বেরিয়ে এমন দূরদেশে চলে যাব যে জীবনে তোমাকে আর আমার ছায়াও মাড়াতে হবে না। আমি কথা দিচ্ছি তোমাকে, সে জন্য আমি আত্মহত্যাও করব না। তুমি জান না রিজিয়া আমি কী রকম ঘাবড়ে গেছি। ভয়ে আমার দম আটকে আসতে চাইছে।

রিজিয়া : (পাকাপাকি ব্যাপার) না, তুমি যেতে পারবে না।

ডাক্তার : (আর্তনাদ) না, না, লক্ষ্মীটি, অমন অবুঝ হয়ো না। ওহ্, আপনারা কেউ ওকে বুঝিয়ে বলছেন না কেন? ওর বুদ্ধি বিগড়ে গেছে! আপনারা কেউ ওর সুস্থ বুদ্ধিকে জাগিয়ে তুলতে পারছেন না? আমার নিজের সে ক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, মি. হক, মি. হক পারবেন। মি. হক কোথায়?

হক : (পেছন থেকে এগিয়ে এসে, শুঁড় দুলিয়ে) হাজের হ্যায়! (শুঁড় খুলে) কী ব্যাপার? নতুন কোনো সমস্যা?

ডাক্তার : এই যে, এই যে! আপনি এসেছেন, ভালো হয়েছে। দেখুন মি. হক—

আসাদ : মাফ করবেন ডক্টর। আপনি অত উত্তেজিত অবস্থায় ব্যাপারটা মোটেই গুছিয়ে পেশ করতে পারবেন না। আমি সলিসিটর মানুষ, আমাদের পেশাই এটা। দেখুন মি. হক, সমস্যাটা হলো এই তরুণ-তরুণীর বিয়ে নিয়ে। এরা ঠিক করেছে পরস্পরকে বিয়ে করবে। কিন্তু পাত্রীর অবস্থা খুবই ভালো এবং ভবিষ্যতে সেটা আরো বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

ইয়াজ : নিশ্চয়ই। আমার সবই ওদের জন্য।

আসাদ : আর অন্যপক্ষে পাত্র একেবারে কপর্দকহীন।

হক : (ডাক্তারকে লক্ষ্য করে) তার জন্য ঘাবড়াবার কী আছে? ডাক্তার, বৌয়ের যেখানে যা পাওনা আছে সব বিয়ের কাবিন নামার সঙ্গেই পাকাপোক্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দলিলে লিখিয়ে স্বামীর নামে করিয়ে নিন। আপনার নাজুক শরাফত বোধহয় এ প্রস্তাবে একেবারে আঁতকে উঠেছে। স্বাভাবিক। বুদ্ধিমানের মতো আগে থেকে সাবধান হওয়া সকলের ধাতে সয় না। আমার পরামর্শ দেয়ার, দিলাম। রাখা না রাখা আপনার ইচ্ছে। তবে জেনে রাখবেন, কাঁচা কাজে ঠকার ভয় বেশি।

রিজিয়া : আমার সর্বস্ব আমার স্বামীর নামে লেখাপড়া করে দিতে আমি রাজি আছি।

ডাক্তার : (হক-কে) সব ডোবালেন আপনি। হুজুর! আমার নিজের জন্য আপনার কাছে পরামর্শ যদি দিতে পারেন, তাহলে ঐ মেয়েকে সেটা শোনান।

হক : তাতে কোনো লাভ হবে না। এ মেয়ে সেটা গ্রহণ করবে না। এ মেয়ের জাত আলাদা। বিয়ের পর সে আপনার পরামর্শও কোনোদিন গ্রহণ করবে না। (রিজিয়া প্রতিবাদ করতে যায়) না, আপনি করবেন না। এখন মনে হচ্ছে করবেন, কিন্তু তখন করবেন না। তখন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করবেন ডাক্তার খোরশেদ। (খোরশেদ প্রতিবাদের জন্য মুখ খোলে) হ্যাঁ, আপনি রোজগার করবেন। এখন ভাবছেন করবেন না, কিন্তু পরে করবেন। স্বেচ্ছায় না করেন, এ মেয়ে আপনাকে বাধ্য করবে!

ইয়াজ : (আধা সম্মতি) অ্যাঁ, তাহলে তো একরকম ভালোই হবে। মি. হক, আপনি যা বললেন তাই যদি হয়, তাহলে এদের বিয়েটা নিছক বোকামি হচ্ছে বলে মনে করতে পারছি না।

হক : কিন্তু আমি তা মনে করি। বৈবাহিক সম্পর্ক মাত্রই এ পৃথিবীতে আহাম্মকি। জন্ম নেয়াটা বোকামি, বেঁচে থাকাটাও বোকামি। হয়তো একমাত্র মরে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

সৈয়দ : (একটু এগিয়ে এসে) তাই যদি হয়, মাফ করবেন, সে রকম বুদ্ধিমান জাহান্নামে যাক, আহাম্মকিই আমাদের ভালো।

বেনু : ডাক্তার খোরশেদ ফতুর! খতম! অতএব আমাদের যা করণীয় তা হলো বাগানে গিয়ে আতসবাজির রঙিন খেলা দেখা।

হক : জরুর!

ডাক্তার : (রিজিয়াকে) হেরে গেলাম। কী আর করা, চল—

হক : জি না, আমার পরামর্শ বিনা ফি-তে দেওয়া হয় না। সেটা আমি এখন আদায় করব আমার ইচ্ছে মতো। মিস্ রিজিয়া খানম, আপনাকে আমার সঙ্গে বাগানে বেড়াতে হবে।

রিজিয়া : রাজি! (দু'জনে শাহী কায়দায় বেরিয়ে যায়।)

বেনু : আসাদ মামা, আপনি আমার সঙ্গে থাকবেন!

আসাদ : অসম্ভব! (ছুটে বেরিয়ে যায়। পেছনে বেনু।)

কিসু : মা, তুমি আমি এক সঙ্গে থাকব।

[জড়াজড়ি করে বেরিয়ে যায়। হাসতে হাসতে পেছনে পেছনে ছুটে যায় মি. ইয়াজদানী।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক্তার : (হতাশার প্রতিমূর্তি। ওয়েটারকে) সৈয়দ! আর কী! যবনিকা পড়ুক এবার। বিয়ের ফাঁসিমঞ্চে উঠতে আর তো বেশি দেরি নেই।

ওয়েটার : (নারী-পুরুষের মল্লযুদ্ধে পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বীকে গভীর দরদের সঙ্গে দেখে) মন খারাপ করছেন কেন? সময় যখন সত্যি ঘনিয়ে আসে তখন বিয়ের আতঙ্ক সব পুরুষকেই একটু-আধটু ঘায়েল করে। কিন্তু আশ্চর্য এই, পরে অনেক সময়েই দেখা যায় ব্যাপারটা মোটেই অত ভয়ঙ্কর কিছু নয়। এমনকি, মাঝে মাঝে, রীতিমতো আনন্দের এবং সুখের। আপনাকে আর কী বলব, বাড়ির ভেতর কোনোদিনই আমি কর্তা হতে পারিনি। আমার বিবি, ঐ আপনার ওঁর মতোই, শক্ত আওরত ছিল। মায়ের কিছু গুণ ছেলে পেয়েছে। আমার ঠিক উল্টো। তবু যদি জিজ্ঞেস করেন, তাহলে বলব, সামর্থ্য থাকলে এই জীবনটাই আবার ফিরে চাইতাম। হুবহু যেমন ছিল বারবার করে সেটা বেঁচেও আশা মিটবে না আমার। মানুষের মন বড় আজব। কিসের থেকে যে কী হয়, কেউ কিছু বলতে পারে না। কেউ কিছু বলতে পারে না।

[যবনিকা]

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রূপার কৌটা

[জন গল্‌সওয়ার্দীর The Silver Box নাটকের বাংলা রূপান্তর]

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই নাটকের
প্রথম রজনীর
নিপুণ শিল্পী
রাশেদা জামান ডলি-কে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চরিত্র

সৈয়দ আহ্‌সানুল হক চৌধুরী, এম.এল.এ.
বেগম আহ্‌সানুল হক
আফজালুল হক চৌধুরী
কুদ্দুস মিয়া
সোনার মা
রহমত
উকিল সাহেব
ডিটেকটিভ
হাকিম
ভাড়াওয়ালা
কয়েকজন পুলিশ
জনৈকা তরুণী

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[পয়সাওয়ালা লোকের ঘর। সবকিছুই দামি, ভারী এবং চকচকে। মাঝখানের বড় টেবিলে স্পষ্ট করে সাজানো দুটো ফুলদানী, একটা রূপালি সিগারেটের কৌটা। ঘরের মাঝখান থেকে ঝুলছে বৈদ্যুতিক বাতির নীলাভ গোলক।

এ বাড়ির মালিক আহ্‌সানুল হক চৌধুরী, এম.এল.এ.। খালি রঙ্গমঞ্চে টলতে টলতে প্রবেশ করবে—একরকম হোঁচট খেয়ে ছিটকে ঢুকবে—এম.এল.এর একমাত্র ছেলে আফজালুল হক চৌধুরী। চেয়ারটা ধরে কোনোরকমে দাঁড়িয়ে চোখ দিয়ে মহাশূন্যে কী যেন খোঁজে। হঠাৎ কী মনে করে এক স্বর্গীয় হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। পরণে নিখুঁত সাহেবী পোশাক। কাঁধে একটা ওভারকোট ঝুলছে। হাতে মেয়েদের একটা রঙিন থলি। বয়স পঁচিশের কাছাকাছি হলেও আফজাল দেখতে একেবারেই ছেলেমানুষ।]

আফজাল : (পড়ে গিয়ে গা ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে) ঐব্বাঃ! শেষ পর্যন্ত যাহোক্ বাড়িতে ঢুকেছি তো ! (ভারিক্কি চালে) হুঁ! আফজালুল হক চৌধুরী না একা একা নিজের বাড়ি খুঁজে বের করতে পারবে না! কে ? কোন ব্যাটা এমন কথা বলে! (হাতের রঙিন থলি নড়তে থাকে আর ক্রমশ থলির ভেতর থেকে ঝড়ে পড়ে রুমাল, ভেলভেটের মানিব্যাগ ইত্যাদি) সুন্দরী, এবার বোঝ মজা—আমাকে ধোঁকা দিয়ে যাবে কোথায় ? এ-কী ! সব যে ঝুরঝুর করে অঝোর ঝরঝর ! (ব্যাগে হাত বুলিয়ে) বিল্লি কাঁহিকা! বাবা, আমিও কেমন দাগা দিতে জানি, বোঝ এবার! হুঁউম! (থলিটা তুলে) তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছি। বেশ করেছি! (একটা সিগারেট ধরায়) আরে তাইতো, লোকটাকে কিছু দেয়া হলো না! (ব্যস্ত হয়ে পকেট হাতড়ায়। একটা রূপার টাকা টেনে বার করতেই সেটা টুপ করে হাত থেকে পড়ে কোথায় যেন হারিয়ে যায়) শা—বেঈমান রূপেয়া ! (খোঁজে) অকৃতজ্ঞ কুলাঙ্গার! গড়িয়ে গড়িয়ে পালিয়ে গেলি ? যাঃ, একটা কানাকড়িও নেই আর পকেটে। লোকটাকে ডেকে জানিয়ে দিতে হয়, এ-দফা মাফ কর বাবা, এখন ট্যাক একদম খালি।

[টলতে টলতে বেরোবে। ঢুকবে কুদ্দুসকে নিয়ে। বয়স তিরিশ। ছেঁড়া পোশাক। চোখ গর্তে। ক্ষুধার্ত, বেকার চেহারা।]

শ্ ষ্! শ্ ষ্! খবরদার শব্দ হয় না যেন। দরজাটা চেপে দিয়ে এসে বসো। (ওভারকোট হাতড়ে বার করে) ধরো, টানো। (গম্ভীর) তুমি সাহায্য না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলে কোনোদিন আমি এ বাড়ির নম্বর খুঁজে বার করতে পারতাম না। কিন্তু ভাই, তোমাকে দেবার মতো কিসসু নেই আমার। এই যে বাড়িটা দেখছ, এটা আমাদের। আমার বাবার নাম জান ? সৈয়দ আহ্‌সানুল হক চৌধুরী এম.এ. থুড়ি, এম.এ. না, আরো বড়, এম. এল. এ.। বনেদি পার্টি, বুঝেছ ? খাও, খাও আর এক গেলাস। (ঢেলে দেয়) ভাবছ বুঝি আমি টেনে টেনে একেবারে (ঢেকুর), না, এক ফোঁটাও না! কৈ, আমি মাতাল ? (সোফায় গা এলিয়ে) তোমার নামটা কী সে তো বললে না! আমার নাম সৈয়দ এ. হক চৌধুরী। আমার বাবারও ঐ নাম, আমারও ঐ নাম। আমার বাবাও বনেদি পার্টি, আমিও বনেদি পার্টি। তা তুমি, তুমি কী ?

কুদ্দুস : আমি কিচ্ছু না। নাম কুদ্দুস মিয়া। ছেলের নাম সোনা। সোনার মা আপনাদের বাড়িতে ঠিকা ঝির কাজ করে।

আফজাল : কুদ্দুস ? বাঃ বড় গালভরা নাম তো ! তা বাবা, নয়া পার্টি-টার্টি নওতো ? (একটু ভেবে) তা যেই হও, কিসসু এসে যায় না। সব এক। আমরা সবাই একই রাষ্ট্রের নাগরিক, কি বল ? আইনের চোখে সবাই সমান। (ভ্রূ কুঁচকে ভেবে) ধ্যেৎ, কী যা-তা বকছি! (ঢেকুর। হাসি। বোতলের দিকে তাকিয়ে থেকে) কী যেন বলছিলাম ? বোতলটা একটু কাত্ করে ধরো না বাবা! শুকরিয়া। আমি বলছিলাম কী— (হঠাৎ ব্যাগটা নজরে পড়ে) সুন্দরীর সাথে একটা জোর ঝগড়া হয়ে গেল। (রঙিন থলিটা নেড়ে চেড়ে দেখে) খাও বন্ধু, আরো খাও। তোমাকে না পেলে বাড়ির দরজা কোনো দিন খুঁজে বার করতে পারতাম না। তাইতো তোমাকে খেতে বলছি। আজ কেমন জব্দ সুন্দরী! জানুকগে, লোকে— বয়ে গেল। বিল্লি কাহিকা! (সোফার হাতলের ওপর পা তুলে দিয়ে) শষ্ শষ্। কোনো শব্দ নয়। যত খুশি টেনে যাও। কোনো আপত্তি নেই। চোঁ চোঁ করে টেনে যাও। মদ সিগারেট যা খুশি খেয়ে যাও, কুছ পরোয়া নেই। তোমাকে ছাড়া যে ঘরেই ঢুকতে পারতাম না। (চোখ বুঁজে) তোমার যেন কোন দল বললে, নয়া পার্টি ? মরুকগে! আমি খাঁটি বনেদি পার্টি। আমার বাবাও। খাও, আরো খাও না মদ। আমি লোক ভালো। (মাথাটা ঝুলে পড়ছে ঘুমে। ঠোঁটে গভীর শান্তির হাসি। কুদ্দুস তাকিয়ে দেখে। বোতলটা উল্টে কয়েক ঢোঁক গিলে নেয়। রঙিন থলেটা পরখ করে। শুঁকে দেখে।)

কুদ্দুস : বিলিতি খোশবু। পয়সা আছে।

আফজাল : কেমন জব্দ। বিল্লি কাহিকা!

কুদ্দুস : (আড়চোখে দেখে আরো কিছুটা তরল পদার্থ টানে। রূপার কৌটা থেকে একটা সিগারেট তুলে ধরায়। পুরোমাত্রায় ধরেছে নেশাটা। ঘরের চারদিকে নজর দিয়ে) চিজের বাহার খুব! (রঙিন থলে থেকে পড়ে যাওয়া রেশমের টাকার থলিটা তুলে) সত্যি বেড়ালের চামড়া নাকি ? বড় মোলায়েম। বিল্লি কাহিকা। (টেবিলের ওপর রেখে দেয়। আফজালকে দেখে) হুম্। আর এটা বুঝি খাসি ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আফজাল : (আধঘুমে) বিল্লি কাহিকা!

কুদ্দুস : বড় তাজা খাসি।

[কুদ্দুস বড় আয়নাটায় নিজের চেহারাটাকে ভেংচে বিকট করে তোলে। ঘুরে আফজালকে দেখে এগিয়ে আসে এমনভাবে মনে হয় যেন আফজালের ঘুমন্ত মুখটাকে এক ঘুসিতে থেঁতলে দেবে। এগিয়ে এসে এক চুমুকে বোতলটা শেষ করে দেয়। চকচকে চোখে ফুটে ওঠে ধূর্ত হাসি। তুলে নেয় রেশমের টাকার থলি। তারপর রূপার কৌটা।]

তুমি সুন্দরীকে জব্দ করেছ। আমি তোমাকে করব। কেমন জব্দ! এবার কেমন জব্দ!

[গলার ভেতর থেকে ঘড়ঘড়ে হাসি। টলতে টলতে যায় দরজার দিকে। কাঁধের ধাক্কা লেগে সুইচের শব্দ হয়। আলো নিভে যায়।]

[পর্দা পড়বে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উঠবে]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[একই ঘর। সকালের আলো। আফজাল তেমনি পড়ে ঘুমাচ্ছে। একটা চাকর ঢোকে, রহমত। টেবিল চেয়ার গোছায়, মোছে। ঝাড় হাতে চাকরানি সোনার মাও আসে। কাজ করে। কথাও চলে।]

রহমত : কাল রাতেও সোনার বাপ অনেকক্ষণ এদিকে ঘুরঘুর করছিল। তুই তখন চলে গেছিস। কিছু পয়সার ফিকিরে ছিল বোধহয়। রাতে একবার বেরিয়েছিলাম, দেখি, সোনার বাপ তখন বেশ কিছুটা গিলেছে। টলতে টলতে পাশের গলিটাতে ঢুকল। জানিস সোনার মা, আমি হলে অমন স্বামীর ঘর কক্ষণো করতাম না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে তুই আলাদা হয়ে যাস না কেন? সোয়ামী বলেই মার খেয়েও ওর ঘর করতে হবে?

সোনার মা : (কালো, করুণ, শান্ত, গাঢ় চোখ) কালই রাইত তিনটার সময় বাড়ি আইছে। চোখ লাল, একদম অন্য মানুষ। মাইরপিট, গালিগালাজ কিছুই বাকি রাহে নাই আর। কী কয়, কী করে, কোনো হুঁশই নাই। ছাড়তে পাড়লে আমিও বাঁচতাম, রহমত ভাই। কিন্তু বড় ডর করে। যখন হুঁশ থাকে না, তখন কী কইরা বয়, কেউ কইতে পারে না।

রহমত : থানায় গিয়ে একবার সব বলে এলেই পারিস। ওরকম জানোয়ারকে জেলে পুরে রাখা উচিত।

সোনার মা : থানায়ই যামু একদিন। আসল কথা কি জান রহমত ভাই? মানুষটা আসলে খারাপ না। দুই মাসতক চাকরি নাই। মনডা সব সময় তিতা হইয়া রইছে। যখন চাকরি আছিল, তখনও তো আমি অরে দেখছি। পোলা মাইয়াগুলারে কত আদর করত।

রহমত : সে আলাদা কথা। কিন্তু এখন এরকম করেই বা তোর কতদিন চলবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোনার মা : বুজি, সবই বুজি। পোলা মাইয়া সুদ্ধা সকলের প্যাট তো আমিই চালাই। তবু সারাক্ষণ মন্দ কথা, কিল, চড়, লাথি! সব সময় সন্দো করে, কারো লগে কোনো ফাঁকে ভাব করি নাকি! খোদা জানে, তেমন মাইয়ালোক আমি না। উল্টা আমি জানি রাইত বিরাইতে হে কই কই যায়। সরাব খাইলেই মানুষডা একদম বদলাইয়া যায়। যখন ঠিক থাকে তখন আবার—

রহমত : যখন মাতাল হয় তখন বুঝি আর ঠিক থাকে না, না ?

সোনার মা : কী রকম যেন হইয়া যায়! (সোফায় আফজালকে দেখে। তেমনি শান্ত গলায়) সাহেব দেখি এইখানে পইড়া ঘুমাইতাছে! (রহমতের সঙ্গে চোখাচোখি) মুখ চোখ যেন কী রকম দেখাইতাছে।

রহমত : (মৃদু হাসি) ঠিক নেই, না ? ঠিকই ধরেছিস। তোর স্বামীর দশা। এ আরেক রকম বেকার কিনা ! মন ভুলাতে গিয়ে কিছু গিলেছে হয়তো।

[রহমত বেরিয়ে যায়। সোনার মা কাজ করে]

আফজাল : (জেগে ওঠে) কে ? কে ? এটা—

সোনার মা : আমি সোনার মা, ছোট সাহেব।

আফজাল : এখানে কোত্থেকে ? মানে, ইয়ে, কটা বেজেছে, সোনার মা ?

সোনার মা : সকাল নয়টা-দশটা হইবে।

আফজাল : সকাল ? নটা দশটা ? (মাথায় হাত রেখে) সোনার মা, আর কেউ এসেছিল নাকি এ ঘরে ? ছিঃ ছিঃ, কী যাচ্ছেতাই কাণ্ড!

সোনার মা : না কেউ আসে নাই। রহমত ভাই একবার ঘুইরা গেছে।

আফজাল : যাক, বাঁচালে। কিছু মনে করতে পারছি না। কী করে রাতে কী যেন হয়ে গেল, কিছু বুঝতে পারছি না। মাথাটা টন্‌টন্ করে ছিঁড়ে পড়তে চাইছে। দোহাই তোমার সোনার মা, কাউকে কিছু বলো না যেন।

[সোনার মা হাসে। আফজাল বেরিয়ে যায়। সোনার মা কাজ গুছিয়ে বেরুতে যাবে এমন সময় রহমত চা নিয়ে ঢোকে।]

রহমত : কই, ছোট সাহেব উঠে পড়েছেন নাকি ?

সোনার মা : হু, উপরে গেছেন।

রহমত : থাক তাহলে। (চা রাখে) ছোট সাহেবের চোখ মুখ কেমন ঠেকছিল নারে ? বেশ বলেছিস কথাটা।

সোনার মা : রোজ দেখি কিনা, চাইলে বুজি কী হইছে। ওইডা খাইলে আসল মানুষডা কী রকম বদলাইয়া যায়। মানুষ থাকে না আর! ছোট সাহেবের কথা কই না। এমনি কইলাম। সকালেও দেইখা আইছি সোনার বাপরে, ঘুমাইতাছে। ঠিক এই রকম।

রহমত : ও কি সত্যি চাকরির খোঁজ করে নাকি ?

সোনার মা : করে। রোজ সকালে বাইর হইয়া যায়। ঘরে যখন ফিরে তখন মুখ চোখ দেখলে কাঁদন লাগে। মিছা কথা কমু ক্যান ? চ্যাষ্টা সে করে। কিন্তু আইজ কাইল কাম দেয় কে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রহমত : আমি তাঁকে প্রায়ই যেখানে দেখি সেটা কাজের জায়গা নয়।

সোনার মা : আমি সব জানি। সব জানি বইলাই আমার এত দুঃখ। গত রাইতেও সে আমারে মারছে সারা গতরে। বেহুশ হইয়া মারছে।

রহমত : তবু দেখছি তোর দরদের শেষ নেই।

সোনার মা : দরদের কথা না রহমত ভাই, বুঝনের কথা। না খাইয়া খাইয়া সারাদিন ঘুরে দুয়ারে দুয়ারে। হেরপর মানুষ পাগল হইয়া যায় না? দুই ফোঁড়া-প্যাডে পড়লে তখন রক্ত মাথায় চইড়া যায়। তখন ঘরে আইসা আমারে পিটায়, মন্দ কথা শুনায়। ঘর থাইকা লাথি মাইরা বাইরে ফালাইয়া দেয়। দরজার বাইরে খাড়াইয়া খাড়াইয়া কাইল সারারাইত কাঁদছি। ডরে ভিতরে ঢুকি নাই। এখনো সারা গা বিষ করতাছে। আমি যাই, পাকের ঘরে কাম আছে।

[সোনার মা বেরিয়ে যায়। রহমত কিছুক্ষণ আনমনা দাঁড়িয়ে থাকে। চায়ের পেয়ালাটা তুলে মুছতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যায়।]

রহমত : সে-কী? রূপার সিগারেটের কেসটা গেল কোথায়? ছোট সাহেব উপরে নিয়ে গেলেন নাকি? আর তো কেউ এ ঘরে আসেনি সকাল থেকে; বসবার ঘরে সিগারেটের কেসটা না দেখলে বড় সাহেব এসে আবার চটাচটি করবেন। খোঁজ করতে হয়।

[শেষবারের মতো এটা সেটা মুছে, চারিদিক দেখতে দেখতে চায়ের পেয়ালাটা নিয়ে রহমতের প্রস্থান।]

[পর্দা পড়বে]

AMARBOI.COM

তৃতীয় দৃশ্য

[সকালবেলা চায়ের টেবিলে। সৈয়দ আহ্‌সানুল হক এম.এল.এ সাহেব এবং তাঁর বেগম। এম.এল.এ সাহেবের মাথায় টাক, চোখে চশমা, হাতে খবরের কাগজ। কথাবার্তা একটু নাটুকে। নিজের পদগৌরব সম্পর্কে খুব শান্ত এবং সমাহিত অহমিকা। বেগমের ব্যবহার স্পষ্ট এবং দৃঢ়। হুকুম করে অভ্যস্ত, তামিল করে নয়।]

সৈয়দ : (হাতের খোলা কাগজের আড়াল থেকে) দক্ষিণে চিনির কলে শ্রমিকরা ধর্মঘট শুরু করেছে।

বেগম : আবার ধর্মঘট? দেশের লোকগুলো সত্যি সত্যি কী চায়, বলতে পার আমাকে?

সৈয়দ : এরকম একটা কিছু যে হবে সে আমি আগেই আঁচ করেছিলাম। তবে এসব ছোটখাটো কাণ্ড নিয়ে বেশি হৈ চৈ করাও বেয়াকুফি।

বেগম : (ভ্রূ কুঁচকে) তুমি অবাক করলে। তোমরা যে কী করে এখনো শান্ত হয়ে বসে থাকতে পার, ভেবে পাই না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ : অসহনশীলতা আর উত্তেজনা রাষ্ট্র শাসনের পক্ষে মোটেই উপযুক্ত হাতিয়ার নয়। আমি নিজে বিশ্বাস করি, নতুন নতুন সংস্কার ছাড়া সমাজ এগোতে পারে না এবং নতুন পথে এগোতে হলে নতুন নতুন দল ও মতকে সহ্য করতে হবে।

বেগম : থাক। তোমাদের ওসব লম্বা লম্বা বুলি শুনলে পিত্তি জ্বলে যায়। ঐসব নোংরা ছোটলোকগুলো কিসের জন্যে চ্যাঁচামেচি শুরু করেছে তা কি এখনো বুঝতে পার না তোমরা? ওরা ওদের দাবি আদায় করতে চায়। চাষা-মজুর তো আর তোমার-আমার মতো নয়। রাষ্ট্রভক্তি, আনুগত্য, আত্মত্যাগ, দেশাত্মবোধের কী জানে ওরা? ওরা চেনে শুধু ওদের নিজেদের স্বার্থ। ওঁৎ পেতে বসে আছে, সুযোগ পেলেই আমাদের যা কিছু আছে, সব ছিনিয়ে নিয়ে নিজেরা ভোগ করবে।

সৈয়দ : আমাদের সব কিছু ছিনিয়ে নেবে? পাগল হলে নাকি তুমি? দ্যাখো— আমি গোঁড়া মোল্লা নই। পরিবর্তনকে আমি ডরাই না। চিন্তার দিক থেকে আমি প্রগতিশীল। আমাদের বনেদি পার্টির মধ্যে এমন একটা আদর্শ আমরা গ্রহণ করেছি যা—

বেগম : আরেকটু হালুয়া দেব তোমাকে?

সৈয়দ : ওহ, হ্যাঁ, দাও। অল্প একটু।

বেগম : গাজরের। হজমের জন্যে খুব ভালো। খাও আরেকটু। হুম! আরো দু'চার দিন সবুর কর। ঐ অশিক্ষিত ছোটলোকগুলোর হাতে শাসনভার আসুক। দেখবে কর চাপিয়ে চাপিয়ে কী রকম ঠাণ্ডা করে দেয় আমাদের। যেখানে যা টাকা খাটাচ্ছ সব কিছুর ওপরই ট্যাক্স বসাবে। দু'পয়সা করে খাচ্ছিলে, পথে বসবে। ওদের কী? দেশের জন্যে, দশের জন্যে ওদের কোনো মায়া-মমতা আছে যে আমাদের ছেড়ে দেবে? আর এখনো তোমরা পার্টির মধ্যেই একশোটা দল করে নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি করছ। বুদ্ধি নেই, দৃষ্টি নেই, সাহস নেই। নাকের ডগার ঠিক এক ইঞ্চি সামনে কী ঘটছে তা পর্যন্ত বুঝবার ক্ষমতা নেই তোমাদের। তা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ফ্যাসাদ করার এই কি একটা উপযুক্ত সময়।

সৈয়দ : তোমার মতে আমাদের এখন কী করা উচিত?

বেগম : নিজেদের ঝগড়া-ফ্যাসাদ এক্ষুণি আপোসে মিটিয়ে ফেল। সবাই হাতে হাত মিলিয়ে একত্রে ঘা মারো!

সৈয়দ : বেগম, এইখানেই প্রমাণিত হলো যে এম.এল.এ হওয়ার আর সব গুণ তোমার পুরোমাত্রায় থাকলেও তুমি শেষ পর্যন্ত সেই স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকই। নইলে আমরা বনেদি পার্টি, নয়া পার্টির সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজে নামব, এমন খোয়াব তুমি দ্যাখো কী করে? আরে, আমাদের নীতি আর ওদের পথ যে—

বেগম : নাও এই মোরব্বাটুকু শেষ করে ফেল। আমাদের ওদের এ রকম আলাদা আলাদা ভাগ করে আমাকে লেকচার শুনিও না। ওরা আর আমরা জাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক। আমাদের স্বার্থ, লক্ষ্য এক। নীতি এক। উহ্, বারুদের ওপর বসে থেকেও তোমাদের চেতনা হলো না? কবে আর হবে?

সৈয়দ : কী বললে?

বেগম : কালকের খবরের কাগজেও একটা চিঠি উঠেছে। পড়ালেখা শিখে চাষাভূসোগুলোর মাথা বিগড়ে যাচ্ছে। আরেকটা টোস্ট দেব তোমাকে? ছোটলোকদের আবার পড়ালেখা কেন বাপু? বাড়ির চাকর-বাকরগুলোর হাবভাব পর্যন্ত দিনে দিনে বদলে যাচ্ছে।

সৈয়দ : বদলাতে দাও বেগম, বদলাতে দাও। পরিবর্তনই তো জীবন। জীবনই প্রগতি।

[রহমত চিঠি নিয়ে ঢোকে]

কার চিঠিরে, দেখি— (খাম পড়ে) সৈয়দ এ. হক চৌধুরী (খাম খুলে পড়া শেষ করে রাগে দাঁত চেপে) তোমার ছেলের গুণপনার কথা শোন। ব্যাংক থেকে চিঠি দিয়েছে। তোমার ছেলে জেনে-শুনে কাকে চেক দিয়েছে, ওদিকে তার ব্যাংকে জমা নেই এক পয়সাও। হতভাগা কোথাকার! তুমি জান বেগম, এর জন্যে ওর জেল হতে পারে।

বেগম : তোমার যতসব অলক্ষুণে কথা। ছেলে কি আমার কাউকে ঠকাবার জন্যে জালিয়াতি করেছে যে জেলে যাবে? ব্যাংকের টাকা শেষ হয়ে গেছে— এটা হয়তো ও ভুলে গিয়েছিল। আমার কিন্তু বাপু তবু মনে হয় ব্যাংকওয়ালাদের এটা বড্ড বাড়াবাড়ি—চেকের টাকাটা দিয়ে দিলেই হতো। তোমার নাম, যশ, প্রতিপত্তি এসব খেয়াল করেও তো—

সৈয়দ : আইনের চোখে এসবের দাম এক কানাকড়িও না।

[আফজাল চা খেতে ঢোকে। মুখ চোখ একটু মাজাঘষা। তাড়াতাড়ি শেভ করতে গিয়ে একটু কেটে গেছে। দু'জনের মধ্যে এসে বসে।]

আফজাল : (গলায় নকল খুশি ও স্বাভাবিকতার চেষ্টা) ঘুম থেকে উঠতে বড্ড দেরি করে ফেলেছি আজ। আমার চা-টা দাও না আম্মা। কোনো চিঠি নেই আমার আজ? (খাম খোলা হয়েছে দেখে) আমার চিঠি খোলা কেন? আমি কতদিন বলেছি যে আমার চিঠি অন্য কেউ খুলুক তা আমি—

সৈয়দ : ও নাম যে আমারও হতে পারত সেটা বুঝি নজরে পড়ল না?

আফজাল : সেটাও আমার দোষ। (চিঠি পড়ে) ইতর কোথাকার!

সৈয়দ : (বাঁকা চোখে) এত সহজে বেঁচে যাওয়ার যোগ্য নও তুমি।

আফজাল : (করুণ) সকালবেলার চা-টাও কি তোমাদের সঙ্গে বসে খেতে দেবে না আম্মা?

বেগম : (সৈয়দকে) যথেষ্ট বকেছ। বাছাকে এবার একটু শান্তিতে চা খেতে দাও।

সৈয়দ : হুম। তুমি ভাবতে পার না বেগম, আমি না থাকলে ওর আজ কী দশা হতো। আমার ছেলে না হয়ে অন্য কোনো সাধারণ লোকের সন্তান এমন অপরাধ করলে, সারাজীবন ধরে পস্তাতে হতো। আমার বাড়ি একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুর্নীতির ডিপো হয়ে উঠেছে। কোনো রকম ন্যায়বোধ, নীতিবোধ, শুভবোধ, আদর্শ— কিছুই কি তোর থাকতে নেই ? দিন দিন তোরা কি হয়ে যাচ্ছিস বলতো ? জেনে শুনে মিথ্যে চেক্! ছিঃ ছিঃ, তোদের বয়সে এরকম কাণ্ড করা দূরে থাক— ভাবতেও পারতাম না।

আফজাল : হয়তো দরকার পড়েনি কোনোদিন। টাকার কমতি ছিল না।

সৈয়দ : আলোচনায় উত্তেজিত হওয়া আমার স্বভাব নয়। তবে জেনে রাখ—টাকার ব্যাপারে আমার বাবা তোমার বাবার মতো মুক্তহস্ত ছিলেন না।

আফজাল : মাসে কত করে হাতখরচ পেতেন আপনি ?

সৈয়দ : ওসব বাজে কথা তুলে নিজেকে ফাঁকি দিও না। যে অপরাধ করেছ তার গুরুত্বটা উপলব্ধি করে লজ্জিত হতে চেষ্টা কর।

আফজাল : অন্যায় করেছি একথা আমি অস্বীকার করেছি একবারও ? টাকার টানাটানি না পড়লে এরকম কাজ মানুষ শখে করে না।

সৈয়দ : টাকার টানাটানি ? গত বোরবার যে দুশো টাকা নিয়ে গেলে, এর মধ্যে তার কত টাকা কিসে কিসে উড়িয়েছ ?

আফজাল : (ঠেকে ঠেকে) মানে, হঠাৎ হিসেব না করে বলতে পারছি না।

সৈয়দ : কত টাকা হাতে আছে ?

আফজাল : (হেসে, মরিয়া) সবটা খরচ হয়ে গেছে।

সৈয়দ : কী বললে ? স-ব ?

আফজাল : উহ্! কী সাংঘাতিক মাথা ধরেছে— (কপাল টিপতে থাকে।)

বেগম : মাথা ধরেছে ? ইস্ এতক্ষণ বলিস নি কেন? নতুন করে এক পেয়ালা গরম চা নিয়ে আসতে বলব বাবা ?

আফজাল : থাক্, দরকার নেই। কিছু খেতে পারব না। মাথাটা ছিঁড়ে পড়তে চাইছে যেন।

বেগম : আহা বেচারা! এদিকে আয় তুই। আমার সঙ্গে ওপরে আয়। একটু বাম ঘষে দেব। দেখবি দশ মিনিটে সব ভালো হয়ে যাবে। চল।

আফজাল : চল।

[দু'জনেই চলে যাবে। সৈয়দ সাহেব দাঁত কামড়ে চিঠিটা কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলেন। রহমত ঢুকে দেখে, ভেতরের দিকে যাচ্ছিল।]

সৈয়দ : এই, কী চাই ?

রহমত : ছোট সাহেবকে খুঁজছিলাম।

সৈয়দ : কী দরকার ?

রহমত : (এড়িয়ে) আমি মনে করেছিলাম ছোট সাহেব বুঝি এখানেই রয়েছেন।

সৈয়দ : (সন্দেহ) তা বুঝলাম। কিন্তু কেন খুঁজছিলে সেটাই তোমাকে জিজ্ঞেস করছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রহমত : ওনার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছে।

সৈয়দ : কী রকম একজন ?

রহমত : স্ত্রীলোক।

সৈয়দ : স্ত্রীলোক ? এই সাত সকালে ? ভদ্রমহিলা ?

রহমত : হুজুর, সে আমি অত—

সৈয়দ : দেখে স্কুল-কলেজের মেয়ে মনে হয় ?

রহমত : হবে হয়তো, হুজুর।

সৈয়দ : কী চায়, বলেছে কিছু ?

রহমত : না।

সৈয়দ : কোথায় বসতে দিয়েছিস ?

রহমত : হল ঘরে।

সৈয়দ : হল ঘরে ? কী রকম মেয়ে না জেনে শুনে একেবারে হল ঘরে নিয়ে বসালি কেন ? জিনিসপত্র সরিয়ে ফেললে টের পাবি তুই ?

রহমত : সেরকম মনে হয়নি, হুজুর।

সৈয়দ : থাক, এখানে নিয়ে আয়। আমি দেখা করব।

[সৈয়দ সাহেব একটু পায়চারি করে বসেন। রহমত মহিলাকে নিয়ে ঢোকে। তরুণী। পোশাক ও প্রসাধন চটকদার হলেও এখন সর্বাঙ্গে উদ্বেগ ও ক্লান্তির ছাপ। রহমত চলে যাবে।]

তরুণী : (দেখেই সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত) ওহ্, আপনি ? কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে— (পিছু হটতে শুরু করে)

সৈয়দ : কার সঙ্গে দেখা করতে চাও তুমি ?

তরুণী : মানে— মি. এ. হক চৌধুরী তো এই বাড়িতেই থাকেন ?

সৈয়দ : আমার নামই এ. হক চৌধুরী। কী চাও তুমি ?

তরুণী : আপনারও ঐ নাম ? ওহ্— (বুঝতে চেষ্টা করে। চোখ নামিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।)

সৈয়দ : (তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে) তুমি বোধহয় আমার ছেলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলে ?

তরুণী : (থতমত) জি, জি, আমি আপনার ছেলের সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিলাম।

সৈয়দ : কোত্থেকে আসছ ?

তরুণী : (করুণ আবেদন) আমার নাম— ওহ্ নাম বললে চিনবেন না আপনি। মানে সত্যি বলছি, কোনোরকম গণ্ডগোল করতে আমি আসিনি। শুধু আপনার ছেলের সঙ্গে দেখা করেই চলে যাব। (একটু দৃঢ়) মানে, দেখা আমাকে করতেই হবে।

সৈয়দ : (কোনোরকমে সংযত) ওর শরীর ভালো নেই। শুয়ে পড়েছে। যদি আমাকে বললে কোনো কাজ হয়, বলতে পার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তরুণী : ওহ্, শরীর ভালো নেই ? কিন্তু আমি যে শুধু তার সঙ্গে দেখা করব বলেই ছুটে এসেছি। দেখা যে আমাকে করতেই হবে, করতেই হবে। (কান্নায় ভেঙে পড়ে, আবেগে) কোনোরকম গোলমাল করতে চাইনি আমি— বিশ্বেস করুন আমাকে। বিশ্বেস করুন। গতরাতে আপনার ছেলে আমার কাছ থেকে আমার ব্যগটা—

সৈয়দ : (কঠিন) তোমার ব্যাগ ?

তরুণী : আমার ব্যাগটা কেড়ে নিয়ে চলে এসেছে।

সৈয়দ : কী বলতে চাও তুমি, পরিষ্কার করে বল।

তরুণী : আমি কিছু বলতে চাই না। কোনো নালিশ করতে আসিনি আমি। কোনো হৈ চৈ করতে চাইনি আমি— ভাবিও নি যে— (ধরা গলায়) কিন্তু আমার যা ছিল, সব টাকা, ওর মধ্যেই ছিল।

সৈয়দ : কিসের মধ্যে ? কোথায় ? তোমার কোনো কথা বুঝতে পারছি না আমি।

তরুণী : একটা বড় রঙিন ব্যাগ। তার ভেতর একটা ছোট রেশমের থলের মধ্যে আমার কিছু টাকা ছিল। খুব বেশি টাকা নয়। হয়তো ওর জন্যে আমার এখানে আসাও উচিত হয়নি। আসতেও আমি চাইনি। কিন্তু টাকাগুলো আমার এক্ষুণি বড় দরকার।

সৈয়দ : আমার ছেলে, তোমার টাকা, এ-কী বকছ ? বুঝিয়ে বল।

তরুণী : বুঝতে পারছেন না ? সে কি তখন মানে— মানে সে তো তখন একদম অন্য মানুষ।

সৈয়দ : মানে ?

তরুণী : আপনি কিছু বোঝেন না। আপনার ছেলে তখন নেশায় টলছে।

সৈয়দ : আমার ছেলে ? কোথায় ?

তরুণী : আমার ওখানে।

সৈয়দ : (ডাকেন) রহমত ! তুমি— তুমি আমার বাড়ি চিনলে কী করে ? ঠিকানা জানলে কী করে ?

তরুণী : আপনার ছেলে দেয়নি। আমি তার ওভারকোটের পকেট থেকে জেনে নিয়েছিলাম।

সৈয়দ : ওহ্। আমার ছেলে দিনের আলোয় তোমায় চিনতে পারবে ?

তরুণী : পারবে না মানে ? চোখের মাথা যদি দিনেও না খেয়ে বসে থাকে— মানে— ইয়ে নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই পারবে।

[রহমত ঢুকবে]

সৈয়দ : ছোট সাহেবকে এখানে পাঠিয়ে দে। তোমাদের পরিচয় কতদিনের ?

[রহমত বেরিয়ে যায়। সৈয়দ অস্থিরভাবে পায়চারি করেন।]

তরুণী : এই চার পাঁচ দিনের হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ : আশ্চর্য! আমি— আমি—

[আফজাল ঘরে ঢুকেই আঁতকে ওঠে। তরুণী উদ্ভটভাবে হেসে ফেলে। সৈয়দ সাহেবের দিকে হঠাৎ চোখ পড়তেই সব একেবারে জমে যায়।]

এই যে আফজাল। এই মেয়ে— মানে ভদ্রমহিলার কাছ থেকে শুনলাম গতরাতে— গতরাতেই না ?— এর কাছ থেকে জোর করে—

তরুণী : আমার ব্যাগটা নিয়ে এসেছেন আপনি। আমার সব টাকা ছিল ওর মধ্যে।

আফজাল : ব্যাগ ? (এদিক ওদিক তাকিয়ে) কিসের কথা বলছ ? আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

সৈয়দ : (কঠিন) মেয়েটাকেও চিনতে পারছ না ? গতরাতে একে দেখনি তুমি ?

আফজাল : কে, আমি ? (দাঁত চেপে মেয়েটিকে) এ তুমি কী করেছ ? এখানে মরতে এলে কেন ?

তরুণী : (কেঁদে ফেলে) বিশ্বেস কর আমাকে—আমি কারো কোনো ক্ষতি করতে চাইনি। আমার কী লাভ তাতে ? কেন করব ? তুমি আমার হাত থেকে থলিটা ছিনিয়ে নিয়ে গেলে— মনে করে দেখ— মনে পড়ছে না তোমার ? আমার সব কিছু যে ওরই মধ্যে ছিল। বেশি রাত হয়ে গিয়েছিল। তাই তখনই আর তোমার পেছন পেছন আসিনি, পাছে তোমাদের বদনাম হয়। আর এখন—

সৈয়দ : আফজাল, যা বলার সোজাসুজি আমাকে বল। জবাব দাও।

আফজাল : (মরিয়া) আমার কিছু মনে পড়ছে না। (চাপা গলায়) নিজে না এসে লিখে জানালে না কেন আমাকে ?

তরুণী : (কান্না) আমার যে এখনই দরকার। এ বেলা ভাড়া না দিতে পারলে বাড়িওয়ালা ঘাড় ধরে বের করে দেবে। (সৈয়দ সাহেবকে) পান থেকে চুন খসলে আমাদের শাস্তি হয়, কারণ আমরা গরিব লোক কিনা।

আফজাল : (মাথা টিপে) উহ্, যন্ত্রণায় মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে। আমি কিছু মনে করতে পারছি না।

তরুণী : আপনি নিয়েছেন, নিয়েছেন, নিয়েছেন। আমি বলছি, আপনি নিয়েছেন। কেড়ে নিয়ে হাসছিলেন আর চিৎকার করছিলেন— কেমন জব্দ, কেমন জব্দ— মনে পড়ছে না আপনার ?

আফজাল : (নিরুপায়) দাঁড়াও, আমি খুঁজে দেখছি। যদি নিয়ে থাকি তাহলে হয়তো এখানেই আছে! যতসব! এমন কাণ্ড কী করে যে আমি করতে পারি, ভাবতেও পারি না। দেখি—

সৈয়দ : কী করে যে করতে পার, আমিও তাই ভাবছিলাম।

তরুণী : উনি কি আর তখন, ঠিক এই রকম মানে, মানে উনি কি তখন আর ঠিক ছিলেন নাকি ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আফজাল : (দাঁতে কামড় দিয়ে) তোমার জন্যে এখন কী করতে হবে আমায়?

সৈয়দ : কী করতে হবে? ওর জিনিসটা আগে এনে দাও।

আফজাল : খুঁজে দেখছি। থাকলে এনে দেব।

[তাড়াতাড়ি চলে যাবে। মেয়েটিকে বসতে ইঙ্গিত করেন সৈয়দ সাহেব। অস্বস্তিকর নীরবতা। একটু পরে আফজাল ঘরে ঢোকে—হাতে রঙিন ব্যাগ।]

এইটে তোমার ব্যাগ? কিন্তু টাকার থলি তো এর মধ্যে কোথাও দেখলাম না। চাকর-বাকরদেরও জিজ্ঞেস করে দেখেছি। সত্যি এর মধ্যে ছিল তো?

তরুণী : (কান্নারুদ্ধ) কতবার বলব ছিল, ছিল, ছিল। আমার সব, একটা রেশমের থলির মধ্যে, ওরই মধ্যে। দোহাই তোমার, আমার টাকাগুলো ফেরত দাও।

আফজাল : কান্নাকাটির দরকার নেই। কত টাকা ছিল?

তরুণী : আমার সর্বস্ব, চল্লিশ টাকা বারো আনা।

আফজাল : তুমি চলে যাও এখন। আমি চেক লিখে এক্ষুণি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

তরুণী : পরে নয়। আমাকে এক্ষুণি দিতে হবে। আর একদিন দেরিও বাড়িওয়ালা সহ্য করবে না। এমনিতেই দু'মাস দেরি হয়ে গেছে। দোহাই তোমার, তোমাদের তো কত টাকা। আমার এ কটা দিতে—

আফজাল : আমার হাত এখন একদম খালি। এক পয়সাও পকেটে নেই।

তরুণী : দিতে হবে, দিতে হবে। আমার টাকা আমাকে ফিরিয়ে দাও। টাকা নিয়ে তবে আমি এখান থেকে যাব। দাও, দাও, দাও।

আফজাল : কোত্থেকে দেব? কথা বোঝ না কেন? তুমি বাড়ি যাও। আমি যেখান থেকে পারি যোগাড় করে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

তরুণী : (উত্তেজিত, চিৎকার) না, না, না। আমি যাব না। আমার টাকা তুমি দেবে না কেন? দিতে হবে। দরকার হয় তো আমি থানায় যাব। নালিশ করব। কেন দেবে না তুমি আমার টাকা?

সৈয়দ : (ঘরের কোণ থেকে এগিয়ে এসে) চুপ কর। অত চিৎকার করো না। (পকেট থেকে পাঁচটা দশ-টাকার নোট বের করে মেয়েটিকে দেয়) বাড়তিটুকু রেখে দিও। তোমার থলি আর গাড়িভাড়ার খরচ ওতে হয়ে যাবে। এখন যাও তুমি। কিছু বলতে হবে না, যাও।

[ঘর্মাক্ত মুখ মুছতে মুছতে মেয়েটি উভয়ের মুখের দিকে তাকায়। আফজালের দিকে চোখ পড়তেই একটা বিকৃত হাসিও বুঝি বের হয়। আস্তে চলে যাবে।]

চমৎকার! চমৎকার! কিছু বলবার আছে তোমার? জবাব দাও

আফজাল : না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ — এই তোমার দুশো টাকার হিসেব, না ? লক্ষ্মীছাড়া কোথাকার! কেবল বাবার নাম বিক্রি করে আর কতকাল চলবে, ভেবে দেখেছিস কখনো ? হতভাগা, তোর কি কোনোরকম নীতিবোধের বালাই নেই ? সমাজের তোরা একটা আবর্জনা। তোদের মতো জন্তু সমাজের দুশমন। লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে। এ মুখ লোককে দেখাবি কী করে ? তোর মা তবু হয়তো বোঝাতে চাইবে আমাকে। পশু কোথাকার! চুরি ডাকাতিতেও হাত পাকিয়েছ ! হ্যাঁ চুরি— অন্য কেউ এরকম কাজ করলে এত সহজে নিস্তার পেত না। আচ্ছামতন শিক্ষা না দিলে তোমাদের মতো জানোয়ারদের শায়েস্তা করা যায় না। (আবেগ) সমাজের কলঙ্ক, নোংরা আবর্জনা বিশেষ! বিপদে পড়লে ভবিষ্যতে আর কোনোদিন আমার কাছে হাত পেত না। সাহায্যের যোগ্য মানুষ নও তুমি।

আফজাল : (হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে) তাই হবে। শত বিপদে পড়লেও আর আসব না আপনার কাছে। এ যাত্রায় আপনি কেন আমায় উদ্ধার করলেন, সেটুকু বোঝার মতো বুদ্ধিও আমার হয়েছে। সবটা নিশ্চয়ই আদর্শ আর নীতিবোধ থেকে নয়।

সৈয়দ : কী বকছ ?

আফজাল : ছেলের কীর্তি যেন খবরের কাগজে প্রকাশ না পায়। বেশি জানাজানি হয়ে গেলে আপনার সামাজিক পদমর্যাদায় আঘাত করত, সেই ভয়ে!

সৈয়দ : চুপ কর। বেয়াদপ কোথাকার! (অস্বস্তি বোধ করে এড়াতে চান) এখান থেকে সিগারেটের কৌটাটা গেল কোথায় ?

আফজাল : এখানেই তো ছিল।

সৈয়দ : রহমত!

[রহমত প্রবেশ করে]

রহমত : জি হুজুর।

সৈয়দ : সিগারেটের কৌটা কে সরাল এখান থেকে ?

রহমত : আমি কাল রাতেও টেবিলের উপর দেখেছিলাম। সকালে ঘর গোছাতে গিয়ে দেখি— নেই।

সৈয়দ : উপরের কোনো ঘরে নেই তো ?

রহমত : সমস্ত বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। সব্বাইকে জিজ্ঞেসও করেছি। কোথাও নেই। (নিচু গলায়) কয়েকটা পোড়া সিগারেটও সকালবেলায় দেখেছি। তার মানে ছোট সাহেব নিশ্চয়ই রাতে ওটা দেখেছিলেন। আমার ভয় হচ্ছে— কেউ হয়তো সকালের দিকে ওটা চুরি—

আফজাল : (অস্বস্তি) চুরি ?

সৈয়দ : চুরি ? শুধু রূপার কৌটাটা ? আর কিছু খোয়া যায়নি তো ? ভালো করে দেখেছ ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রহমত : জি, আর সবই ঠিক আছে।

সৈয়দ : সকালে সব ভালো করে দেখেছিলে ? জানলা-টানলা কিছু খোলা ছিল না তো ?

রহমত : জি না। (নিচু গলায়) ছোট সাহেব বোধহয় দরজাটা খোলা রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

[আফজাল দাঁতে দাঁত চেপে ভ্রুকুটি করে।]

সৈয়দ : সকালবেলা এ ঘরে কে কে এসেছিল ?

রহমত : আমি আর সোনার মা।

সৈয়দ : না, না, এসব ভালো কথা নয়। ঘর থেকে এসব ছোটখাট জিনিস উবে যাওয়া মোটেই ভালো লক্ষণ নয়। আফজাল, তোমার আম্মাকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখ তো।

[আফজালের প্রস্থান]

রহমত : আম্মা কিছু জানেন না।

সৈয়দ : তোমার কাউকে সন্দেহ হয় ?

রহমত : জি না।

সৈয়দ : সোনার মা কত দিন হয় এখানে আছে ?

রহমত : এই এক মাস হলো বলে।

সৈয়দ : স্বভাব-চরিত্তর ?

রহমত : তেমন মন্দ কিছু শুনিনি।

সৈয়দ : এ ঘর আজ ঝাড় দিয়েছে কে ?

রহমত : সোনার মা।

সৈয়দ : ও কি এ ঘরে একলা ছিল কখনো ?

রহমত : ছিল।

সৈয়দ : কখন ? তুমি সেটা জানলে কী করে ?

রহমত : আমি ঘর গেছাতে আসবার আগে থেকেই ও ঘর ঝাড় দিচ্ছিল।

সৈয়দ : তারপর থেকে সারাদিন ও বাড়িতেই আছে ? একবারও বাইরে যায়নি ?

রহমত : না, মানে, একবার তরকারি বাগানে গিয়েছিল। কাঁচা মরিচ আনতে।

সৈয়দ : হুম্! এখন বাড়িতেই আছে ও ?

রহমত : রান্নাঘরে! কাজ করছে।

সৈয়দ : হুম্। না, না, আমার বাড়িতে আমি কক্ষণো এসব সহ্য করব না। চাকর-বাকরদের মধ্যে এসব স্বভাবের প্রশ্রয় দেয়া মানেই সমাজের অমঙ্গল ডেকে আনা। তোমাদের মঙ্গলের জন্যই এসব ব্যাপারে আমি ভয়ঙ্কর, ভয়ঙ্কর রকম কঠিন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রহমত : জি হুজুর।

সৈয়দ : সোনার মা'র বাড়ির অবস্থা কেমন ? ওর স্বামী কী করে ?

রহমত : আগে শুনেছি কোথায় যেন কাপড়ের মিলে কাজ করত।

সৈয়দ : এখন কী করে ?

রহমত : সে চাকরি বোধহয় নেই এখন।

সৈয়দ : হুম্। কাউকে কিছু বলো না এখনো। সোনার মাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

রহমত : জি হুজুর।

[রহমত বেরিয়ে যায়। সৈয়দ সাহেবের মুখ গভীর চিন্তায় কুঁচকে থাকে। বেগম ও আফজাল ঢুকবে।]

বেগম : আশ্চর্য! আমার এখানে আগে তো এরকম কাণ্ড কখনো হয়নি। রহমত এ কাজ করতে পারে না। বাবুর্চিও না। ওরা একরকম বলতে গেলে আমার এখানেই মানুষ।

সৈয়দ : হুম্।

বেগম : আর কাউকে অনর্থক সন্দেহ করা আমি একদম পছন্দ করি না।

সৈয়দ : এটা পছন্দ-অপছন্দের কথা হচ্ছে না, আফজালের মা। এটা ন্যায়-অন্যায় বিচারের প্রশ্ন। সুস্থ নীতিবোধ যে পরিবারে—

বেগম : সোনার মা এমন কাজ করবে তাও ভাবতে পারি না। ডিপ্‌টি ভাইর বৌয়ের সুপারিশেই ওকে আমি জায়গা দিয়েছি।

সৈয়দ : সে কিছু জানে কিনা সেটা জিজ্ঞেস করার জন্যেই সোনার মাকে আমি ডেকে পাঠিয়েছি। ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে তোমরা দূরে থাক। অকারণে আমিও কাউকে সন্দেহ করতে যাচ্ছি না। অনর্থক তাকে ঘাবড়ে দেয়াও আমার ইচ্ছা নয়। শুনেছি ওর বাড়ির অবস্থা নাকি খুব খারাপ। ওর জন্যে আমার দরদ পুরোপুরি। সমাজের গরিবদের জন্যে আর কিছু করতে না পারি অন্তত ওদের জন্যে দরদ ও সহানুভূতি আমাদের প্রত্যেকেরই থাকা উচিত।

[সোনার মা ঢোকে।]

সোনার মা : আমারে ডাকছেন ?

সৈয়দ : হ্যাঁ, মানে, তোমার স্বামীর নাকি আজকাল কোনো চাকরি নেই ?

সোনার মা : অনেকদিন হইল নাই। চেষ্টা করতাছে।

সৈয়দ : পরিবারে কজন তোমরা ?

সোনার মা : পাঁচজন। তিনডা পোলা-মাইয়া। ওয়ারা আর কতটুগই বা চাইল গিলে।

সৈয়দ : বড়টির বয়স কত ?

সোনার মা : পোলা। নয় বছর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ : কিছু করে ?

সোনার মা : জি না। একদম পোলাপান।

সৈয়দ : সকলের পেট তোমার রোজগারেই চলে ?

সোনার মা : সোনার বাপের যখন চাকরি আছিল তখন কিছু অভাব ছিল না আমাগো। পোলা মাইয়াগুলারে কত আদর করত!

সৈয়দ : আজকাল ?

সোনার মা : কাজ না পাইয়া পাইয়া কেমন যেন বদলাইয়া গেছে আইজকাল।

সৈয়দ : সঙ্গে অন্য কোনো দোষ-টোষও আছে নাকি ?

সোনার মা : মিছা কথা কমু না। সরাব পাইলে মইধে সইধে খায়।

সৈয়দ : এবং টাকার জন্যে দরকার হলে তোমার উপর জুলুমও করে ?

সোনার মা : এইটা মিছা কথা সাব। আমার টাকা সে ছোঁয় না। মানুষডা আসলে খারাপ না। কেবল মধ্যে মধ্যে কেমন যেন হইয়া যায়। হ, তখন আমারে মারেও।

সৈয়দ : চাকরি খুঁইয়েছে কতদিন ?

সোনার মা : ঠিক মনে নাই। তা অনেকদিন হইব।

সৈয়দ : বিয়ে হয়েছে কতদিন ?

সোনার মা : আইজ আষ্টো বছর।

বেগম : (চমকে) আট ? কী বলছ সোনার মা ? তোমার বড় ছেলের বয়সই তো বললে নয়।

সোনার মা : আমাগো আর সরম কী আম্মা ? ঠিকই কইছি। এইটার লাইগাই তো ওর চাকরি গেছে। আমি ফ্যাক্টরির সাবের বাড়িতে চাকরানী আছিলাম। হে গাড়ির কাম করত।

সৈয়দ : মানে, বিয়ের আগেই ওর সঙ্গে তোমার, মানে—

বেগম : আহ্ থাম!

সোনার মা : হ' সাব। হেই সাব মানুষ বড় ভালো আছিল। আমাগো বিয়া দেওয়াইয়া চাকরি থাইকা ছাড়াইয়া দিল। কইল, আমাগো দেইখা বেবাকে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

সৈয়দ : এখন থাক কোথায় ?

সোনার মা : এই বড় রাস্তার শ্যাষে দক্ষিণ মুড়ায় যে বস্তি আছে, হেইখানে একটা ঘর লইছি। মাসে আট টাকা কইরা ভাড়া।

সৈয়দ : রীতিমতো ভাড়া দিতে পারছ ?

সোনার মা : এই মাসের এখনো দিতে পারি নাই।

সৈয়দ : তোমার স্বামী বোধহয় ঘরে কিছু আনে না ? কিছু রোজগার হলে সেটা বুঝি বাইরেই উড়িয়ে আসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোনার মা : পোলা মাইয়ার লাইগা পয়সা আমার হাতে তুইলাও দিছে। কিন্তু আইজ-কাইল সাব রোজগারের রাস্তা কই ? থাকলে কি আর হে বইয়া বইয়া বৌয়ের ভাত গিলত ? অ্যামন মানুষ হে না। আইজ-কাইল চাকরি নাই কেন সাব ?

সৈয়দ : যাক। সেসব আলোচনা থাক। ও হ্যাঁ, সোনার মা, তোমাকে আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করার জন্যে ডেকেছিলাম। একটা রূপার কৌটা সকাল থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

সোনার মা : (স্থির দৃষ্টি মেলে) আমি দেখি নাই তো!

সৈয়দ : সামান্য জিনিস! কিছু না, সিগারেটের একটা রূপার কৌটা, কোথায় পড়ে-টড়ে থাকতে দেখেছ নাকি ?

সোনার মা : (সন্দেহ বুঝতে পারে; অস্বস্তি) কোন ঘরে আছিল ?

সৈয়দ : রহমত, কোন ঘরে না, এই টেবিলের ওপরেই তো ছিল, না ?

সোনার মা : আমি দেখি নাই। সকালে দেখলে মনে থাকত।

সৈয়দ : ওহ্, সকালে তুমি ওটা দেখেছ বলেই মনে পড়ছে না ?

সোনার মা : সকালেও দেখি নাই, পরেও না। যদি দেখি কোনোখানে, জানামু। আমি যাই সাব ?

সৈয়দ : হুম্!

[সোনার মা বেরিয়ে যায়। মা-ছেলে-বাবা এর ওর দিকে তাকিয়েই দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেয় এবং তখন নেমে আসে পর্দা।]

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[সোনার মা'র ঘর। বেড়ার চাল। কত গরিব তা ঘরের চেহারায় স্পষ্ট বোঝা যাবে। অনেক কালের প্রাচীন দারিদ্র্য—অভাবে অনটনে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। একটা তক্তপোষের ওপর ছেঁড়া বুট সুদ্ধ হা করে ঘুমুচ্ছে কুদ্দুস।]

সোনার মা আঁচলের গেরো থেকে তিন চারটে আলু আর বেগুন মেঝের ওপর রাখে। কোণের মুখভাঙা মাটির কলসিটা হাতড়ে আড়াই মুঠো চাল বের করে একটা মাটির পাতিলে নেয়। মাটিতে বসে কিছুক্ষণ করুণ পলকহীন চোখে পরিমাণের ক্ষুদ্রতা বিচার করে বোধহয়। তারপর নিঃশব্দে কাঁদতে থাকে।]

কুদ্দুস : (হাই তুলে, নড়েচড়ে) কে, সোনার মা? কটা বাজল রে?

সোনার মা : যখন রওনা হই তখন দুইডা বাজে।

কুদ্দুস : আজ যে বড় জলদি ছেড়ে দিল? কিছু খেতে দিতে পারবি?

সোনার মা : ঐ বাড়ির বাবুর্চি দুইটা আলু বেগুন দিছিল। চাইলের লগে সিদ্ধ দিয়া দিছি। একটু সবুর কর। (যেতে যেতে) ঘর ভাড়ার কী করছ? আইজ না দিলে বাইর কইরা দিব কইছে।

[বাইরে যায়। মনে হয় চোখের আড়ালে পাশেই কোথাও উনুন ধরিয়েছে। কুদ্দুস তাই বৌকে শুনিয়ে শুনিয়ে কথা বলছে, যদিও সোনার মা দর্শকের চোখের আড়ালে।]

কুদ্দুস : কুদ্দুস মিয়াকে ঘরের বার করা অত সহজ নয়। ভাড়া নিতে আজ আসুক না। এ্যায়সা ভেড়া বানিয়ে দেব ব্যাটাকে! রোজ রোজ একটুখানি চাকরির জন্য হাজার হাজার লোকের কাছে হাত পাতা! ঘেন্না ধরে গেছে! 'হুজুর একটা নকরি', 'বালবাচ্চা সব না খেয়ে মরার মুখে'— বলতে বলতে সোনার মা, মুখে ফেনা উঠে এসেছে। জিভে ঘা হয়ে গেছে। এমন করে তাকায় মনে হয় যেন ওর সর্বস্ব কেড়ে নিতে গেছি! কোর্মা খেতে চাইনি— শুধু দু-টুকরা রুটির দাবি নিয়ে সামনে দাঁড়িয়েছিলাম—কোনো মতে শরীরের মধ্যে প্রাণটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে। আহাম্মকের মতো মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে রাজি হয়েছি। তবু একটুকু সুযোগ দিল না এরা? এই হলো ইনসাফ্— এই হলো এদের বেরাদেরানী—মানুষ ভাই ভাই। (সোনার মার দিকে এগিয়ে) একটা কথাও বলছিস না কেন? চুপ করে রয়েছিস কেন? কিছু বল। মুখ বুজে চোখে আঁচল চেপে চেপেই তো মরলি— মর! কিন্তু শুনে রাখ— কুদ্দুস সব খতম করবে আজ। জিভ লম্বা করে ছদ্‌কা চাইব না আর। (চিৎকার করে) জোচ্চোর, জোচ্চোর— সব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শালা জোচ্চোর— বেঈমান। বেঈমানকে ডরাবে এমন বান্দা কুদ্দুস নয়। অনেক হয়েছে, বেঈমানদের কাছে অনেক কেঁদেছি— অনেক মেগেছি। আর না। কৈতরের জান তোর। তুই হালাল রোজগার দেখ গে। আমি আমার পথ বেছে নিয়েছি।

সোনার মা : (ঢুকে) তুমি যখন ঠিক থাক তখনও মধ্যে মধ্যে এমন কথা কও যে শুনলে ডরে আমার রক্ত হিম হইয়া যায়। বড়লোকের সামনে হাত না পাতলে আমাগো চলব ক্যামনে? চাকরি না খুঁজলে চাইল দিব কে আমাগো? একটু পরে বাড়িওলা আইব— তারে বিদায় করবা ক্যামনে হেইডা কও।

কুদ্দুস : সৎ রোজগার—চাকরি—কাজ। তোর নয়া মুনিবও কাজ করে। বসে বসে পেটের ভাত হজম হয় না। তাই আচকান টুপি লাগিয়ে মোটর হাঁকিয়ে অ্যাসেম্বিতে হাজির হন। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করেন ফুসফুসের ময়লা বাতাস সাফ করার জন্যে, পেটের ভাত নাড়াবার জন্যে। এম.এল.এ.র লায়েক ছেলেও কাজ করে। অনেক কিছু গিলে, অনেক রাত পর্যন্ত টলে টলে ওরা এত কাজ করে বলেই ওদের তক্‌দির এত বড়।

সোনার মা : আহ্, আস্তে কথা কও। বেবাক কথা কি এ্যামনে কইতে আছে। কেউ হুনলে আমার চাকরিটাও যাইব।

কুদ্দুস : চিৎকার করে কাঁদতেও পারব না? হুম, তুই যে একেবারে নেতার বাণী শোনালি, সোনার মা। চামড়া উঠে যাক, গোস খসে পড়ুক, হাড্ডি গুঁড়ো হয়ে যাক্—তবু টু' শব্দটি করা চলবে না। মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হবে। শিখতে হবে সবুর, আত্মত্যাগ, আনুগত্য আর ভক্তি। শুনতে শুনতে সব বুলি একেবারে মুখস্থ হয়ে গেছে রে, সোনার মা।

[দরজায় টোকা ও কাঁশি]

সোনার মা : ঐ, বাড়িওলা আইছে বোধহয়।

কুদ্দুস : তুই আড়ালে যা। যা করার আমি করব।

সোনার মা : (যেতে যেতে) পায়ে পড়ি তোমার! পাগলের মত কৈরা বৈস না যেন।

[প্রস্থান]

কুদ্দুস : আসুন, ভেতরে চলে আসুন।

[জীর্ণশীর্ণ ছিন্নবস্ত্র-পরিহিত এক মধ্যবয়সী লোকের প্রবেশ। কানে কলম। বগলে হিসাবের খাতা।]

জীর্ণশীর্ণ : দ্যাখো কুদ্দুস—মানে ঠিক আমার এতে কোনো হাত নেই। মুনিবের চাকর তাঁর ফরমাস মতো ভাড়া গুণে নিয়ে যাই।

কুদ্দুস : আদর্শ চাকরগুলো মুনিবের ফরমাস ছাড়া পাতের লোক্‌মাও মুখে তুলতে জানে না, এ আর এমন নতুন বাত কী শোনালেন?

জীর্ণশীর্ণ : হুম্।

কুদ্দুস : যার কুত্তা তার পা চাট্‌ব না, কি বলেন? এবং আপনারও যেন কোনো অসুবিধা না হয় এইজন্যে— এই ধরুন— (পকেট থেকে একটা দশ টাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নোট বার করে) ঘরভাড়া বাবদ নিয়ে যান। তাড়াতাড়ি ছুটে বেরিয়ে যান। আদাব।

[চোখ বড় করে জীর্ণ ব্যক্তির প্রস্থান। আড়াল থেকে ছুটে প্রবেশ করে সোনার মা।]

সোনার মা : টাকা কই পাইলা তুমি ?

কুদ্দুস : (রেশমের থলিটা দেখিয়ে) পথে কুড়িয়ে পেয়েছি। টাকার থলি। মোট চল্লিশ টাকা বার আনা ছিল ওটাতে।

সোনার মা : হায় খোদা! কী করছ তুমি!

কুদ্দুস : কী চ্যাঁচামেচি শুরু করেছিস তুই। বললাম না পথে কুড়িয়ে পেয়েছি।

সোনার মা : কারো নাম লেখা আছিল না ওইডার মধ্যে ?

কুদ্দুস : না। এ জিনিস যার, অত বড়লোক সে নয়। নাম ঠিকানার ছাপানো কার্ড থাকলে সেটা ব্যাগে রাখত। শুঁকে দেখ্ একবার। (সোনার মা নাকের কাছে তুলে ধরে) এর মালিক যে কোন জাতের আওরত খোশবু শুঁকেই বুঝতে পারছি।

সোনার মা : তোমারে আমি কী বুঝামু ? এই টাকা আমাগো না, তুমি নিলা ক্যান ?

কুদ্দুস : (হাসি) নিলা ক্যান ? তোর উপদেশ শুনে চলে চলেই তো এই হাল হয়েছে, আরো ? নিয়েছি, বেশ করেছি। হারানো জিনিস, পথে কুড়িয়ে পেয়েছি, নেব না কেন ? হালাল রোজগারের জন্য এতদিন যে কুত্তার মতো দোরে দোরে ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছি এক টুকরো রুটিও দিয়েছে কেউ ? এ টাকা একশোবার নেব আমি, নেব আমার এতদিনকার চাকরি খোঁজার মেহনতের বেতন হিসেবে। আরো আগেই আদায় করা উচিত ছিল, দেরি হয়ে গেল!

[সোনার মা বাইরে যায়। একটা মাটির বাসন আনে, আবার একটু নুন আনতে যায়। এই রকম নড়াচড়া চলবে।]

সোনার মা : জামাটা খুইলা তুমি বও। ঘরে যা আছিল পোলা মাইয়াগুল খাইয়া বাইর অইছে। তুমি জলদি কইরা বও। বেবাক আইয়া পড়লে খাইতে পারবা না।

কুদ্দুস : কুছ পরোয়া নেই, সোনার মা। সব্বাইকে নিয়েই না হয় খাব। একদিনই তো। একদিনই কেন বললাম, বুঝলি সোনার মা ? আজ পকেট ভর্তি টাকা আমার! কিন্তু এবার তার এক কড়িও ফালতু খরচ করছি না। তোর হাতে দশটা টাকা গুজে আমি বেরিয়ে পড়ব নিজের তক্‌দির পরখ করতে।

সোনার মা : কী করবা ?

কুদ্দুস : রেঙ্গুন পাড়ি জমাব। নয়া জমিনে তক্‌দির ফেরে কিনা দেখব।

[নিস্তব্ধতা]

তুই যে একেবারে চুপ মেরে গেলি, সোনার মা ? আমি থেকে তো কেবল তোকে কষ্টই দিয়েছি। চলে গেলে একটু শান্তি পাবি জীবনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোনার মা : (শান্ত) তুমি আমারে কষ্ট দিছ। কেবল কষ্টই দিছ, মিছা কথা না! তু গেলেই আমার খুশি হওন উচিত, হেও জানি। হমুনা যে, হেও জানি।

কুদ্দুস : তুই তো বড় আজব মেয়ে, সোনার মা। এদিকেও না, ওদিকেও ন যাকগে। আমার তক্‌দির তো একটু পাল্টে দেখি, যদি কপাল ফে তোকে বিয়ে করে অবধি শান্তি দেখিনি জীবনে, তুইও দেখিসনি।

সোনার মা : তোমার আমার দ্যাখা না হওনই বুঝি ভালা আছিল। কোনোখানে মিল ন আমাগো। হেয়া ভাইবা এ্যাখন লাভ কী? পোলা-মাইয়াগুলার কী হইব

কুদ্দুস : আমার পেট কমলে, ওরা আরেকটু বেশি খেতে পাবে। বাপ হয়েছি আমি বেয়াক্কেল, বেয়াকুফ। নিজের খাওয়া-পরার যোগাড় করতে পারি না, দাওয়াত করে নিয়ে এসেছি ওগুলোকে।

সোনার মা : কোর্তাটা খুইলা মাথায় একটু পানি ঢাইলা আস। আমি ভাত লইয়া আসি।

কুদ্দুস : (শার্ট খুলতে খুলতে) লক্ষ্মীছাড়াগুলোকে এ দুনিয়ায় ডেকে আনার কোনো—কোনো—হক ছিল না আমার! মরে যাক্! মরে যায় না কেন সবগুলো!

[হঠাৎ শার্ট খুলতেই পকেট থেকে রূপার কৌটাটা পড়তেই কতগুলো সিগারেট ছড়িয়ে পড়ে ঘরময়। কুদ্দুসের কথা বন্ধ হয়ে যায়। সোনার মা এগিয়ে এসে রূপার কৌটাটা তুলে মরা চোখে দেখে। কুদ্দুস দাঁত চেপে]

কুদ্দুস : দে, আমার হাতে দে ওটা।

সোনার মা : এ তুমি কী করছ?

কুদ্দুস : (কৌটাটা ছিনিয়ে নিয়ে) চ্যাচাস না অত, হারামজাদি। যাওয়ার সময় ওটা এক্ষুণি আমি খালে ফেলে দেব। ওটা লোভে পড়ে আনিনি, নেশার ঘোরে পকেটে পুরে রেখেছিলাম। তোর বিশ্বেস হচ্ছে না, না? বিশ্বাস কর, সোনার মা, ওটা চুরি করিনি আমি, আমি চোর নই। নেশার ঘোরে ক্ষেপে গিয়েছিলাম বলেই ওটা তুলে নিই। সোনার মা, এ রকম করে তাকাসনে আমার দিকে, চোখ উপড়ে ফেলব তোর! সোনার মা, চুরি করিনি আমি!

সোনার মা : (আঁচল কামড়ে) এ তুমি কী করছ! সোনার বাপ, তুমি আমার সব খাইলা। আমি তাগো কাইল মুখ দেখামু ক্যামনে? ও যে আমাগো সাবের রূপার ডিব্বা।

কুদ্দুস : ওরা টের পেয়ে গেছে?

সোনার মা : (মাথা নেড়ে) ওরা আমারে সন্দো করছে। সোনার বাপ, এ্যামন কাম তুমি ক্যামনে করলা?

কুদ্দুস : বলছি নেশার ঘোরে করে ফেলেছি, তবু বিশ্বাস হয় না বুঝি তোর? এ জিনিস আমি চাই না, কোনো লোভ নেই আমার। কী, দোকানে বাঁধা দিয়ে টাকা নিয়েছি আমি? আমাকে চোর বলে কোন্ শালা? চোর? ঐ এম.এল.এ.র বাচ্চা শালা কী তাহলে? ও চোর নয়? ও চুরি করেনি? ঐ রেশমের থলিটা কোন্ মাগির কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে এসে আমার সামনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড়াই কচ্ছিল। ও শালা চোর নয় ?

সোনার মা : ওয়ারা আমির, ওয়াগো লগে তোমার-আমার তুলনা চলে না। তুমি এয়া কী করছ, সোনার বাপ ?

কুদ্দুস : হুম্! বড়লোক, আমির! ব্যাস, তাহলে আর কী— (সোনার মা এগিয়ে এসে কৌটাটা আবার হাতে নেয়) ওটা আবার হাতে নিলি কেন ? রেখে দে, ভালো হবে না বলছি, দে!

সোনার মা : আমি ওটা ফিরাইয়া দিমু।

কুদ্দুস : কী বললি ?

[কুদ্দুস ছুটে আসে ছিনিয়ে নেবার জন্যে। সোনার মা ছুটে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই কাকে দেখে ভয়ে চিৎকার করে পেছিয়ে আসে। হাত থেকে রূপার কৌটা মাটিতে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢোকে সাদা পোশাক পরা ডিটেকটিভ। ঢুকেই হাতে তুলে নেয় রূপার কৌটা]

ডিটেকটিভ : (মৃদু হাসি। কুদ্দুসকে) ঘরের মধ্যেই হরিণী তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিলে নাকি ? (কৌটা দেখে) হুম্, নাম খোদাই করাই রয়েছে। (স্তব্ধ দম্পতিকে) আমি পুলিশের লোক। তোমার নামই সোনার মা ?

সোনার মা : জি।

ডিটেকটিভ : আমার কাছে ওয়ারেন্ট আছে। সৈয়দ এ. হক চৌধুরী এম.এল.এ.র অভিযোগমতে তোমাকে চুরির দায়ে আমি গ্রেফতার করলাম। সঙ্গে থানায় যেতে আপত্তি করলে আরো ঝামেলায় পড়বে।

সোনার মা : (অদ্ভুত শান্ত। বুকের ওপর হাত জড়ো করা। মাথার কাপড় ভালো করে টেনে দেয়া।) আমি চুরি করছি না। পরের জিনিসে কোনোদিন হাত দি নাই। এই রূপার ডিব্বার কথাও আমি কিচ্ছু জানতাম না।

ডিটেকটিভ : বড় পাতলা সাফাই হলো। সে বাড়িতে আজ সকালে তুমি ছিলে। যে ঘরে এটা ছিল সে ঘর তুমিই ঝাড় দিয়েছিলে। তোমার ঘর থেকেই এখন এটা বার হলো! তুমি বলছ তুমি কিছু জান না।

সোনার মা : আমি চুরি করছি না। করলে মিছা কথা কইতাম না।

ডিটেকটিভ : এটা এখানে এলো কী করে তাহলে ?

সোনার মা : কমু না।

ডিটেকটিভ : আচ্ছা ? এ লোকটা কে ?

সোনার মা : আমার সোয়ামি।

ডিটেকটিভ : তোমার বিবিকে নিয়ে যাওয়ার আগে তোমার কিছু বলার আছে ? (কুদ্দুস একদৃষ্টিতে তাকিয়েই আছে) সোনার মা, চল।

সোনার মা : (ঠোঁট কাঁপছে) চুরি করলে মিছা কথা কইতাম না। তবু আমারে শাস্তি দিবা, না ? তোমারে দোষ দেই না সাব, সব আমার নসিব। হগোল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রকমেই আমারে চোর মনে হয়, তোমার দোষ নাই। আমার একটা কথা শুনবা সাব, পোলা-মাইয়াগুলারে একবার দেইখা যাইবারও দিবা না ? ঘরে আইয়া আমারে না দেখলে—

ডিটেকটিভ : তোমার সোয়ামি তো ঘরেই রইল। চল।

কুদ্দুস : খবরদার! (চিৎকার) ওর গায়ে হাত দিয়েছ কী শেষ করে ফেলব তোমাকে। ওকে ছেড়ে দাও। ও কিছু জানে না। আমাকে নিয়ে চল, আমি চুরি করেছি ওটা।

ডিটেকটিভ : (সোনার মা) তোমার স্বামী লোক ভালো। চল।

কুদ্দুস : তুমি ওকে নিতে পারবে না। আমি জ্যান্ত থাকতে তুমি ওকে নিতে পারবে না। (দরজা আগলে দাঁড়ায়) ও কোনো অন্যায় করেনি। কোনো অন্যায় ও কোনো দিন করেনি। অযথা কষ্ট দিলে খুন করে ফেলব তোমাকে!

ডিটেকটিভ : ছেলেমানুষী করো না। অত উত্তেজিত হয়ে লাভ নেই। তাছাড়া মুখ সামলে কথা না বললে তুমিও বিপদে পড়ে যেতে পার। (সোনার মা'র হাত ধরে) তুমি চল আমার সঙ্গে।

কুদ্দুস : (প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে) আমি বলছি আমি চুরি করেছি। আমি— আমি— আমি— ও নয়। ছেড়ে দাও ওর হাত। ভালো হবে না বলছি—

[হিংস্রভাবে এগিয়ে আসতেই ডিটেকটিভ ধাক্কা দিয়ে কুদ্দুসকে ফেলে দেয়। হুইসিলে ফুঁ দিতেই আরো দুজন পুলিশ লাফিয়ে ঘরে ঢোকে।]

ডিটেকটিভ : আহাম্মক! সাধ করে নিজের বিপদ ডেকে আনল। (পুলিশকে) ওটাকেও বেঁধে নিয়ে চল।

[কুদ্দুস তবুও ধস্তাধস্তি করে। সোনার মা ডুকরে কেঁদে ওঠে। দু'জনকে জোর করে ধরে নিয়ে প্রথমে পুলিশ, পরে ডিটেকটিভ, রেশমি থলিটাও তুলে নিয়ে টোকা দিয়ে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে প্রস্থান করে।]

[পর্দা]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[একই বিকেল। সৈয়দ সাহেবের ঘর। সব্বাই খানা খেতে বসেছে। বেগম, তাঁর স্বামী ও ছেলে আফজাল]

সৈয়দ : (মুখ থেকে একটা আস্ত রান বের করে কাঁটার প্লেটে থপ্ করে রাখে) বাবুর্চির কি দিন দিন আক্কেল বাড়ছে না, কমছে! মুরগির গোশতও ভালো করে সেদ্ধ করতে পারে না ?

বেগম : আরেক টুকরো নাও। কাঠের আগুনে সমান আঁচ না হলে ওর কী দোষ! তোমাদের শাসন ব্যবস্থায় কয়লা তো আর আজকাল পাওয়া যাচ্ছে না, গোশ্ত ওরকম কমবেশি শক্ত-নরম থাকবেই।

সৈয়দ : হুম। (আরেক টুকরো মুখে পুরে চিবোয়।)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আফজাল : আব্বা, নিমক্‌টা একটু—

[সৈয়দ সাহেব বাড়িয়ে দেন]

বেগম : খান বাহাদুর সাহেবের বিবি কাল বড় আফসোস করছিলেন। এত করেও নাকি ওঁর বড় মেয়ে কেবল মোটা হয়েই চলেছে।

সৈয়দ : (চামচ দিয়ে গোশতের টুকরো বাছতে বাছতে) আরো মোটা ? খান বাহাদুরের বাড়িতেই না চাকর-চাকরানি নিয়ে একটা গোলমাল উঠেছিল ?

আফজাল : আব্বা স্যালাদের তস্তুরিটা—

[সৈয়দ সাহেব এগিয়ে দেন]

বেগম : সে এক কেলেঙ্কারি। বাবুর্চির সঙ্গে আয়ার গোপন মেশামেশিটা এতদূর এগিয়ে গিয়েছিল যে দুজনকেই না তাড়িয়ে আর উপায় ছিল না।

সৈয়দ : অতটা না করলেও পারত, একটা বিয়ে-থা দিয়ে—

বেগম : তোমার যেমন কথা! অন্যসব চাকর-বাকরগুলো তাহলে কতটা আস্কারা পেয়ে যেত তা ভেবে দেখেছ একবার ?

সৈয়দ : এ্যাঁ, মানে, সেদিকটার কথা বলছিলাম না। আমি মানে— ইয়ে— নীতির দিক থেকে একটা—

আফজাল : কাবাবের প্লেটটা ওদিকে বুঝি!

[সৈয়দ সাহেব এগিয়ে দিতে বাধ্য হন]

বেগম : তুমি তো সব জান না। সে আয়া মেয়ে লোকটা আশ্চর্য রকম বেহায়া ? যাওয়ার সময় বলে কিনা, 'আপনারা এমনে তাড়াইয়া দিলে, আচমকা আবার চাকরি পামু কই ? কিছু টাকা বেশি দিয়া বিদায় করেন। কোনো গুনার কাজ তো করি নাই, দিবেন না ক্যান ?' বেটির জবাব শুনলে ? গুনাহর কাজ করেনি!

সৈয়দ : হুম!

বেগম : চাকর-বাকরগুলো আজকাল বেজায় লাই পেয়ে যাচ্ছে। সব কী রকম জোট বেঁধে চলে আজকাল। আমি টের পেয়েছি। কিছু বললেই আড়ালে গিয়ে নিজেদের মধ্যে গজর-গজর করে। এই রহমতটা পর্যন্ত সব সময়ে কী রকম একটা ঠাণ্ডা মুখোশ পরে থাকে, মনের মধ্যে ওর কখন কী হয়, কিছু বোঝবার উপায় নেই। অসহ্য!

আফজাল : রহমত আবার কী দোষ করল ? সব সময়ে সকলের ভেতরের কথা জানতেই হবে, তার কী মানে আছে ? এ আমি নিজেও পছন্দ করি না।

সৈয়দ : তোমার নিজের কথা আর জাহির করতে যেও না।

বেগম : এই লুকোচুরির স্বভাব আজকাল ছোটলোকগুলোর মধ্যে হাড়ে হাড়ে খেলছে। কখন যে সত্য কথা বলছে আর কখন ধাপ্পা দিচ্ছে, টের পাবার জো নেই রাস্তার ভিখিরিগুলোকে দেখ না!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ : (হাড় চুষতে চুষতে) আমায় কিন্তু ওরা ফাঁকি দিতে পারে না। চোখ দেখে আমি ঠিক ধরে ফেলি, আসল না মেকি!

আফজাল : আব্বা, চাটনিটা!

[সৈয়দ এগিয়ে দেন]

সৈয়দ : ভিক্ষে দিয়ে দিয়ে ছোটলোকগুলোর আলসেমি বাড়ানো আমার নীতির বিরুদ্ধে। কিন্তু কখনো কখনো যদি দেখি, চোখে চোখ রেখে তাকাতে পারছে, একটা ডবল পয়সা ফেলে দিই। ওদের চেনবার আসল পথ হচ্ছে ওদের চোখ। যদি দ্যাখো মুখটা করুণ কিন্তু চোখ জিল্‌জিল্‌ করছে, আর তারা দুটো এদিক-ওদিক অনবরত নড়ছে, বুঝবে মতলব খারাপ, মিছে কথা বলে পয়সা রোজগারের ফিকিরে আছে। পেলে ফুর্তি করে ওড়াবে।

আফজাল : আচারটা একটু বেশি পুরনো নাকি আম্মা? কেমন তেতো তেতো লাগছে!

সৈয়দ : তেতো? কৈ না তো!

বেগম : মানুষ যে কেন জেনেশুনে মিছে কথা বলে, ভেবে পাই না। সত্য কথাটা বলতে অসুবিধাটা কী হয়, বুঝি না বাপু। আমার তো একটা মিছে কথা বলতেই এত কষ্ট হয়, মনে হয় যেন দম বন্ধ হয়ে আসবে।

সৈয়দ : কী করবে, ওই ওদের স্বভাব। আর ওদের এই স্বভাবের জন্যেই এই ছোটলোকগুলো মরল। তোর চেয়ে যারা বেশি বোঝে, বেশি রোজগার করে, তোর বুজর্গ যারা, তাদেরকে ফাঁকি দিয়ে, অবিশ্বাস করে, মিছে কথা বলে, কোনোদিন কি তোর কোনো লাভ হয়েছে?

বেগম : সোনার মা কী রকম দাঁত কামড়ে বেমালুম মিছে কথাগুলো বলে গেল, দেখে আমি একেবারে তাজ্জব!

সৈয়দ : অথচ দোষ স্বীকার করলে ওকে কি আমি মেরে ফেলতাম? যত চেষ্টা করেছি এই ছোটলোকগুলোর স্বভাব ভালো করতে ওরা ততই গোঁ ধরেছে উল্টো পথে যাবার জন্যে। এ আমি কক্ষণো বরদাস্ত করব না। এ আমার নীতিবোধের পরাজয়, সামাজিক আদর্শের পরাজয়! উকিল সাহেবকে আসবার জন্যে আমি খবর দিয়েছি। একজন গোয়েন্দাও নিযুক্ত করেছি আসল ঘটনা উদ্ধার করার জন্যে। শুধু সন্দেহের বশে কারো কোনো ক্ষতি আমি করতে চাই না।

বেগম : মেয়েটা বেহায়া কী রকম তা লক্ষ করেছিলে? কী বেশরমের মতো, ঐ— মানে— ওর ছেলে জন্মাবার কেস্‌সাটা গড় গড় করে বলে গেল। আমার সারা গা ঘিন ঘিন করছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল চুলের ঝুটি ধরে বাইরে ফেলে দিই!

সৈয়দ : মানে— আমি ঠিক ঐ দিকটা বিবেচনা না করে—

বেগম : ওই দিকটা বিবেচনা করলে হয়তো দরদে বলেই বসতে সোনার মাকে তাড়িয়ে ওর আগের মুনিব অন্যায় করেছে!

সৈয়দ : আমি সে রকম কথা বলিনি। আমি নীতি-হিসেবে শুধু এইটুকু বিশ্বেস করি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে কাউকে সাজা দেবার আগে সবদিকই খুব ভালো করে বিচার-বিবেচনা করে দেখা উচিত।

আফজাল : আম্মা, রেজালার পেয়ালাটা একটু—

সৈয়দ : (এগিয়ে) সমস্ত টেবিলটায় ছুটে বেড়াবার জন্যে একটা আলাদা বাটলার রাখতে হবে দেখছি। একলা বসলেই পারতে। তোমার তাগিদের চোটে একটা কথা শেষ করার ফুরসত পাচ্ছি না। হুম্। কী ?

[রহমত প্রবেশ করে]

রহমত : একজন পুলিশের লোক এসেছে। জরুরি কাজ। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

সৈয়দ : ওহ্ (অস্বস্তি)! বসতে দাও। আমি আসছি।

বেগম : বাইরের ঘরে এগুলো নিয়ে আলাপ করার দরকার নেই। রহমত, ওকে এখানেই নিয়ে আয়। আমি ভেতরে যাচ্ছি।

[রহমত চলে যাবে। বেগমও। পিতা ও পুত্র উঠে হাতমুখ ধুয়ে পরস্পরের দিকে না তাকিয়ে বসে থাকে। ডিটেকটিভ ঢোকে।]

ডিটেকটিভ : বাইরেই না হয় অপেক্ষা করতাম। খাওয়ার সময় আপনাকে বিরক্ত—

সৈয়দ : না, না, কী যে বলেন আপনি! আমাদের জন্যে আপনারা এত করছেন আর—

ডিটেকটিভ : ছিঃ কী যে বলেন! এ তো আমাদের কর্তব্য।

সৈয়দ : বসুন না। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ? কিছু খান আমাদের সঙ্গে।

ডিটেকটিভ : শুকরিয়া। আমার এক্ষুণি যেতে হবে আবার। আপনাকে কথাগুলো বলেই ছুটতে হবে।

সৈয়দ : কিছু হলো ?

ডিটেকটিভ : সবই। (পকেট থেকে কৌটা বার করে) দেখুন তো, এটা চিনতে পারেন ?

সৈয়দ : এই তো! নাম খোদাই করা রয়েছে, চিনব না ? কী করে পেলেন ? কোথায় পেলেন ?

ডিটেকটিভ : আপনার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে ওদের বস্তিতে যাই। সঙ্গে দু'জন সেপাই নিয়ে গিয়েছিলাম, নইলে বিপদে পড়তে হতো!

সৈয়দ : বলেন কী! এত বড় দুঃসাহস!

ডিটেকটিভ : স্বামীটা বেশ গোলমাল পাকিয়ে তুলেছিল। মেয়েটাকে যখন আচম্‌কা ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলাম এ রূপার কৌটা কী করে ও পেল, কোনো জবাবই ঐ মেয়েটার মুখ দিয়ে বেরুল না। থাকলে তো বেরুবে! তারপর মেয়েটিকে যেই থানায় নিয়ে যেতে চেয়েছি অমনি পাগলা কুত্তার মতো স্বামীটা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাধ্য হয়ে তখন তাকেও গ্রেফতার করতে হলো। তবুও কি ব্যাটাকে ঠাণ্ডা রাখা যায়, থানায় যাওয়ার সারা রাস্তায় কম বেয়াড়াপনা করেছে ও!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ : এ দেখি চোরেরও বাড়া। ডাকাতের স্বভাব।

ডিটেকটিভ : আমরা দেখেই বুঝতে পারি সব। নিশ্চয়ই নেশা-টেশা করার অভ্যাস আছে। ওসব বদমায়েশেরা একটু বেয়াড়াই হয়।

সৈয়দ : আপনি ধরেছেন তো ঠিক।

ডিটেকটিভ : তবে একটা ব্যাপার আমার অদ্ভুত লেগেছে। সারা রাস্তা চিৎকার করে ও আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে যে ওর বৌ সম্পূর্ণ নির্দোষ, রূপার কৌটা ও নিজে চুরি করেছে। শাস্তি হলে ওর হওয়া উচিত, ওর বৌ নয়।

সৈয়দ : পাগল! বদ্ধ পাগল! এগুলো বলে ওর কী লাভ আল্লাই জানে। আমার বাড়িতে চাকরি করত সোনার মা, সোনার বাপ কী করে আমার ঘরের জিনিসে হাত দেবে? বললে কেউ বিশ্বেস করবে?

ডিটেকটিভ : আমারও খটকা লেগেছে। তবে কিনা লোকটা বারবার বলছিল, সে নাকি গত রাতে এ বাড়ির অন্দর অবধি এসেছে। একা নয়, আপনার ছেলেই নাকি ওকে ডেকে এনেছিল, মানে আপনার ছেলে আবার তখন ঠিক— নেশার ঝোঁকে—

[আফজাল কী একটা মুখে দিয়েছিল, সেটা গলায় আটকে বিষম লাগে। ছেলের কাঁশির শব্দ শুনে মা আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে। মাথায় হাত দেয়। পানির গ্লাস তুলে ধরে। ডিটেকটিভ আদাব দিয়ে আবার বসে। সৈয়দ সাহেবের মুখের হাসি উবে যায়। ডিটেকটিভ উভয়ের চোখের দিকে দু-তিনবার তাকিয়ে]

আপনার ছেলে ওকে ভেতরে এনে বসতে দেয়। কিছু তরল পদার্থও ওকে খেতে দেয়। ও বলে, খালি পেটে লাল পানি পড়ায় ওর রক্ত মাথায় চড়ে যায়। সেই নেশার ঝোঁকেই নাকি ও রূপার কৌটাটা তুলে নেয়, চুরি সে করেনি।

বেগম : বদমায়েশ! পাজি! মিথ্যুক কোথাকার!

সৈয়দ : লোকটা কি প্রকাশ্য আদালতে— মানে— সেখানেও এগুলো বলবে নাকি?

ডিটেকটিভ : নিজেকে বাঁচাবার জন্যে আদালতে এইরকম একটা কিছুই হয়তো ও দাঁড় করাতে চেষ্টা করবে। তবে এটা বৌকে বাঁচাবার জন্যে একেবারেই সাজানো কেস্‌সা না, (আড়চোখে আফজালকে দেখে) এর মধ্যে কিছু সত্যও থাকতে পারে, সে হাকিম যা বোঝেন।

বেগম : এর মধ্যে বোঝাবুঝির কী আছে? আপনি হেয়ালি করে কথা কওয়া পছন্দ করেন। আমি করি না। আপনিও বিশ্বাস করেন নাকি যে আমার ছেলে, মাঝরাতে, রাস্তা থেকে ইতর লোক দাওয়াত করে ঘরে এনে বসাবে? কিছু বলছেন না কেন?

সৈয়দ : আহ্‌হা, তুমি থামো তো একটু। উনি কিছু বলতে যাবেন কেন? তোমার ছেলে তো বোবা নয়, কালাও নয়। যা বলবার ও নিজেই বলতে পারে চুপ করে আছ কেন আফজাল?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেগম : চুপ করে থাকবে না তো কি তোমাদের মতো এই এক রত্তি ব্যাপার নিয়ে হৈ চৈ করে বাড়ি মাথায় তুলে ফেলবে ? সব মিথ্যে— নেশাখোর বদমায়েশটা যা বলেছে সব ডাহা মিছে কথা!

আফজাল : (অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে) নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই— মানে— ইয়ে— আমার একদম কিচ্ছু মনে পড়ছে না।

বেগম : কী করে মনে থাকবে ? যা কোনো দিন ঘটেনি, তা কেউ কোনোদিন মনে করতে পারে ? ব্যাটা একটা আস্ত ধোঁকাবাজ, মিথ্যুক, ডাকু!

সৈয়দ : (প্রাণপণে নিজেকে সংযত করে, ডিটেকটিভকে) দেখুন, আমার ছেলে, ও নিজেই যখন বলছে ও-লোকটার কথা সেরেফ বানানো, তখন ও-লোকটাকে মিছিমিছি আদালতে পর্যন্ত টানাহ্যাঁচড়া করার দরকার কী ?

ডিটেকটিভ : আদালত পর্যন্ত তাকে যেতেই হবে। আপনারা চুরির অভিযোগ উঠিয়ে নিলেও আমাকে আক্রমণ করার জন্য তাকে আদালতের কাঠগড়ায় উঠতে হবে। আর সে রকম কথা এক-আধটা যদি ব্যাটা বেফাঁস তুলেই ফেলে, তার জবাব দেবার জন্যে আপনার ছেলেরও সেদিন আদালতের আশেপাশে থাকা উচিত। লোকটার চালচলন, কথাবার্তা, সবই একগুয়ে। জানেন সৈয়দ সাহেব, ওর কাছ থেকে একটা রেশমের ছোট টাকার থলিও পেয়েছি। দেখে মনে হয় কোনো ভদ্রমহিলার। (সৈয়দ আঁতকে উঠেন। আফজাল রক্তহীন) বেগম সাহেবার কোনো রেশমের থলি খোয়া যায়নি তো ?

সৈয়দ : (তাড়াতাড়ি) না, না ওর কিছু হারায় নি।

আফজাল : যত সব! ওটা মার হতে যাবে কেন ?

বেগম : না তো, আমার ওরকম কোনো থলেই কোনোকালে ছিল না। (ডিটেকটিভকে) এ লোককে কিছুতেই ছাড়বেন না আপনারা। অসৎ লোক যদি সাজা না পায়, নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়, তাহলে জানমাল নিয়ে আমাদের বাঁচার কী উপায় হবে ?

সৈয়দ : সে তো নিশ্চয়ই। সে তো নিশ্চয়ই। নীতির দিক থেকে বিচার করে দেখলে— কিন্তু— তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না বেগম, এই বিশেষ ক্ষেত্রে অনেকগুলো দিক রয়েছে যেগুলো আগে আমাদের ভালো করে বিবেচনা করে দেখা দরকার। (ডিটেকটিভকে) সোনার বাপকে প্রকাশ্য আদালতে দাঁড় করাতেই হবে ?

ডিটেকটিভ : না করে উপায় নেই স্যার।

সৈয়দ (আফজালকে স্থির দৃষ্টি দিয়ে দেখে) দ্যাখো আফজাল, লোকটার জীবন মরণ নির্ভর করছে তোমার কথার ওপর। আমার মন কিছুতেই চাইছে না যে ওর বিরুদ্ধে তুমি আদালতে কোনো অভিযোগ আনো। ওরা গরীব, অসহায়, ক্ষুধার্ত। মুহূর্তের লোভে পড়ে অনেক কিছু ওরা করে ফেলতে পারে, কিন্তু তাই বলে আমরাও এত নির্মম হব ? এত নিষ্ঠুরভাবে বিচার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করার জন্য আমার দরিদ্র দেশবাসী আমাকে ভোট দেয়নি! অবশ্য তুমি যা ভালো বুঝবে তাই করবে, আমি বলে আর তোমাকে কত বোঝাব ?

বেগম : তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি ? আফজাল ওর বিরুদ্ধে নালিশ না আনলে ও বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে। এই তুমি চাও নাকি ? ঝাণ্ডা উড়িয়ে সারা রাজ্যে চোরগুণ্ডার আজাদির জন্যে আন্দোলন শুরু করলেই পার ?

সৈয়দ : (একটু আড়াল রেখে—চাপা গলায়) আহ্ বেগম তুমি কিছু বুঝতে পারছ না। ঐ বদমায়েশটাকে বাঁচাবার জন্যে কিছু বলছি নাকি আমি ? আরেকটু উদার, আরেকটু ব্যাপকভাবে ঘটনাটা দেখতে চেষ্টা কর।

বেগম : করেছি। করেই বলছি। সব সময় তোমার ঐ নীতির ঠাঁট্ ভালো লাগে না আর।

ডিটেকটিভ : মাফ করবেন, আপনারা দু'জনেই ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেননি বোধহয়। আপনারা তার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আনেন আর নাই আনেন, আমার সঙ্গে হাতাহাতি করার জন্যে কাঠগড়ায় তাকে উঠতেই হবে।

সৈয়দ : ব্যাটা আহাম্মক কোথাকার!

ডিটেকটিভ : এবং তখন জেরায় সে রাতের কথা কিছু বেরিয়েও পড়তে পারে।

সৈয়দ : নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই (নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে) জাহান্নামে যাক্ ও! আমার কী! ওর বৌটার জন্যে একটু মায়া পড়েছিল, তাই ওকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম। যাকগে! আইনের বিচারে যা হবার হবে।

ডিটেকটিভ : সেই ভালো। আপনি চুপচাপ বসে দেখুন কী হয়। কোনো রকম খারাপ কিছু হতে পারে বলে আমারও মনে হয় না। যদি হবার সম্ভাবনা কখনো দেখেন, সে ঠিক করে নিতে কতক্ষণ!

সৈয়দ : (বিব্রত) আপনি, আপনিও তাই মনে করেন না ?

আফজাল : (জেগে উঠে) আমাকে আদালতে কোনো কসম টসম নিতে হবে নাকি ?

ডিটেকটিভ : কিছু সে রকম নিয়ম আছে। (উঠে) আমি এখন চলি, সৈয়দ সাহেব। আর দেখুন, একজন ভালো উকিলের সঙ্গে আগে থেকেই পরামর্শ করে রাখা ভালো। যদি তেমন কোনো বাজে কথা উঠেও যায়, সে ঠিক সামলে নেবে। আমি চলি এখন। রূপার কৌটাটা নিয়ে গেলাম, আদালতে ওটা আবার আমাকে দেখাতে হবে কি না! চলি। খোদা হাফেজ।

[প্রস্থান। সৈয়দ সাহেব ওর পেছন পেছন যাবেন ঠিক করেও গেলেন না। বিরক্তিতে মুখ কুঁচকে জোড়হাতের মুঠ শূন্যে তুলে ঝাঁকুনি নিচে খুলে ফেলেন।]

সৈয়দ : (স্ত্রীর সামনে দাঁড়িয়ে। দাঁত চেপে) তোমাকে কতদিন বলেছি যে বাইরের কাজ, দোহাই তোমার, আমাকে একলাটি করতে দিও। তবুও তোমার সব জায়গায় নাক গলানো চাইই। নিজে সর্দারি করে সব কিছু এমন ঘোট পাকিয়ে দিয়েছ যে বেরিয়ে আসে কার সাধ্য!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেগম : (রাগ। ঠাণ্ডা গলায়) কিসের কথা বলছ, বুঝলাম না। চোরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার অধিকার সকলের আছে। তুমি সে সাহসটুকুও হারিয়েছ বলে আমিও চুপ করে থাকব, তার কোনো মানে নেই। গরিবের জন্য দরদ, মজলুমের জন্য মমতা, সর্বহারার জন্য সেবা, তোমার ওসব বক্তৃতা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। ওসব নীতিকথা অন্য কাউকে শোনাও গিয়ে।

সৈয়দ : নীতির কথা কে বলছে? তুমি কিছু বোঝ না বেগম। সেবা, দরদ, মানবতা, জাহান্নামে যাক্! তোমার ছেলে গতকাল মাঝরাতে সত্যি মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরেছে, জান সে খবর?

আফজাল : আব্বা!

বেগম : (হতভম্ব) আফজাল!

আফজাল : তুমি যা ভাবছ, আম্মা, আমি সত্যি সে রকম নই। আমি— মানে— হঠাৎ একদিন বন্ধু-বান্ধবের পাল্লায় পড়ে— মানে— শহরে আজকালকার ছেলেমেয়েরা বছরে এক-আধবার এরকম করেই। তাই বলে আমি একটা নেশাখোর, এটা কেউ বলতে পারবে না। তুমি বোধহয় ঠিক বুঝতে পারছ না, আম্মা—

বেগম : চুপ কর আফজাল।

সৈয়দ : আদালতে ঐ ব্যাটা আবার কতটা সত্য বলে কতটা বানিয়ে বলে, তা পর্যন্ত বোঝবার উপায় নেই। তুই তো আবার গত রাতের একটা কথাও মনে করতে পারছিস না, জানোয়ার কোথাকার!

আফজাল : (করুণ অবস্থা) আমি ঘরে ঢুকেছি, তারপর, কী যেন হয়েছিল—

বেগম : (শোকরুদ্ধ কণ্ঠে) মনে রাখার মতো অবস্থাও ছিল না তোর? খোকা, তুই এ কী করলি?

আফজাল : তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না আম্মা। মনে তো আছেই ঘরে ঢুকেছি। নিশ্চয়ই ঢুকেছিলাম, নইলে সকালে এখানে ঘুম থেকে জাগলাম কী করে?

সৈয়দ : (উত্তেজিত পায়চারি। মাথা চাপড়ে) ওহ্! আবার এর মধ্যে ঐ রেশমের থলিটাও এসে জুটেছে। বদনসিব! বদনসিব! সব, সব, কাগজওয়ালারা লুফে নেবে। উহ্! এতদূর যে গড়াবে, ভাবিও নি। এর চেয়ে হাজারটা রূপার কৌটা খোয়া যেত, সেও যে হাজারগুণে ভালো ছিল। (বৌর কাছে এসে) স-ব স-ব তোমার কাণ্ড। তুমি, তুমি সব নষ্ট করে দিয়েছ!— আর এই উকিল সাহেবও একেবারে নবাবপুত্তুর হয়ে গেছেন। খবর দিয়েছি সেই সক্কালে, এখনো দেখা নেই।

বেগম : (ভ্রূ কুঁচকে) তোমার কথার এক বর্ণও আমার মাথায় ঢুকছে না।

সৈয়দ : তাতো এখন ঢুকবেই না! ঢুকে কাজও নেই। তুমি নিজেও এর মধ্যে এখন যত কম ঢুকবে, ততই সকলের মঙ্গল। এখন শুধু ঐ উকিলের মাথায় ঢুকলেই বাঁচি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আফজাল : আপনি অনর্থক উত্তেজিত হচ্ছেন আব্বা। আদালতে আমি শুধু বলব যে রাতে ফিরে এত ক্লান্তি অনুভব করছিলাম যে সোজা উপরে উঠে রোজকার মতো নিজের বিছানায় শুয়ে পড়েছি। এর বেশি কিছু আমার মনে নেই। ব্যাস্, চুকে গেল।

সৈয়দ : তুমি কোন্ জাহান্নামে কার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লে, সে খবর জানবার আমার কোনো প্রবৃত্তি নেই! আর তোমার কথায় বিশ্বাস কী ? হয়তো মেঝের উপর চিৎ হয়ে পড়েই রাত কাটিয়েছ! রোজকার মতো নিজের বিছানায় গিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম! কচি খোকা আমার!

আফজাল : আপনি কি বলতে চান, আমি সারারাত রাস্তায় কাটিয়েছি ?

সৈয়দ : না। তা কাটালে বাঁচাতে আমাকে। যেখানে কাটিয়েছ সে কথাটা একবার আদালতে প্রকাশ পেলেই বাপের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। জানোয়ার কোথাকার!

বেগম : (সতর্ক) এসব কথার মানে কী ? খুলে বল। আমার কাছ থেকে কী লুকিয়েছ তোমরা ?

আফজাল : কিছু না মা। তুমি একটু উপরে যাও।

বেগম : কিছু না, না ? আমাকে ছেলেমানুষ পেয়েছিস তুই ? তোর বাপ খামকা ওরকম ক্ষেপে গেছে ? ভালো চাস তো সব খুলে বল।

আফজাল : কিছু না। রেশমের থলিটা আমারই ছিল, টাকা রাখতাম ওর মধ্যে।

বেগম : তোর থলি ? তুই আবার কবে টাকা রাখার জন্যে থলি কিনলি ?

আফজাল : নাও আরেক ঝামেলা। বেশ, আমার নয়, আরেকজনের। হতচ্ছাড়া জিনিসটার উপর আমার কোনো লোভ ছিল না। এনেছিলাম শুধু ঠাট্টা করে, মজা করার জন্যে—

বেগম : কথা পরিষ্কার করে বল। আরেকজনের টাকার থলি তুই এনেছিলি, সেটাই আবার তোর কাছ থেকে খোয়া গেল! এই ?

সৈয়দ : এবং যে বান্দা নিয়েছে সে সহজে ছাড়ছে না। প্রকাশ্য আদালতে কেলেঙ্কারি করে, খবরের কাগজে সব জাহির করে আমার মুখে চুনকালি মেখে তবে রেহাই দেবে!

বেগম : দোহাই তোমাদের, একটু খোলাসা করে বলবে, কী হয়েছে ? আমাকে বুঝতে দাও এত হৈ চৈ কেন ? (আফজালকে সস্নেহে) মার কাছে লুকোস নে বাবা! ভয় কী ? বল, আমাকে সব খুলে বল।

আফজাল : মা তুমি ওপরে যাও। আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করো না।

বেগম : আমাকে বলতে হবে। কি জিজ্ঞেস করব না ?

আফজাল : বিশ্বেস করো আম্মা, সবটাই নিছক কৌতুক, অন্য কিছু এর মধ্যে ছিল না। কেমন করে যে কাণ্ডটা হয়ে গেল, এখন ভালো করে মনেও নেই। শুধু মনে আছে, কী নিয়ে একটা ঝগড়া করছিলাম দু'জনে। মাথা তখন নিশ্চয়ই ঠিক ছিল না আমার। কেমন করে কী যেন হয়ে গেল, ওর হাত থেকে থলিটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিনিয়ে ছুটে চলে এলাম।

বেগম : কার হাত থেকে ? কিসের থলি ? কোন্ থলি ? কী রকম থলি ? খোকা সব খুলে বল আমাকে।

আফজাল : ওহ্। আম্মা, তোমাকে কিছু বোঝানো যাবে না। ঐ রেশমের থলিটা, ওতে টাকা ছিল, থলিটা আমার নয়, ঐ মেয়েলোকটার হাতের মধ্যেই ছিল থলিটা।

বেগম : (বিস্ফারিত চোখে উপলব্ধির আলো। ব্যথিত। অস্ফুট চিৎকার) মেয়েলোক! মেয়েলোক! খোকা! খোকা! (টেবিলে মাথা গুঁজে বসে পড়ে) আল্লাহ্!

আফজাল : বললাম, সব জানতে চেয়ো না, তবু শুনলে না। আমি কী করব এখন!

[স্তব্ধতা। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে রহমত ঘোষণা করে]

রহমত : উকিল সাহেব এসেছেন।

সৈয়দ : এখানে নিয়ে এসো।

[রহমত চলে যাবে ও উকিল সাহেব ঢুকবেন। মোটা, গাল লাল, চোখ চকচকে, গোঁফ ছুঁচোলো। আগাগোড়া গম্ভীর লোক। মধ্যবয়সী।]

উকিল : (চারদিকে নজর দিয়ে) আদাব আরজ। ভাবী সাহেব ভালো আছেন ?

[কোনো জবাব নেই, এক সৈয়দ সাহেবের ঝাঁকুনিটা ছাড়া।]

সৈয়দ : এতক্ষণে এসেছ যাহোক। যে ব্যাপারটা নিয়ে কাল বিকালে তোমার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। সে রূপার কৌটাটা পাওয়া গেছে!

উকিল : বল কী ? এরই মধ্যে!

সৈয়দ : হ্যাঁ— তবে ঝি সেটা চুরি করেনি। করেছিল তার স্বামী। আর সে ব্যাটা বলছে, আমার এই সুপুত্রটিই নাকি মাঝরাতে তাকে ঘরের ভেতর ডেকে নিয়ে আসেন।

[উকিল সৈয়দ সাহেবের উত্তেজিত অবস্থা উপভোগ করে হেসে ফেলে]

তোমার হয়তো হাসি পাচ্ছে উকিল, আমার রক্ত হিম হয়ে গেছে। আমার পুত্রের গত রাত্রের অন্য কীর্তিটার কথা তোমাকে আগেই বলেছি। সেই রেশমের টাকার থলিটাও ব্যাটা ঐ রূপার কৌটার সঙ্গে তুলে নিয়েছিল। সব এখন কাগজে বেরুবে!

উকিল : (উদাস) হুম্। তা তো বেরুবেই! মেয়েদের রেশমের থলি! অভিজাত গৃহে ব্যভিচার, খবরের কাগজে ভালো হেডলাইন হবে! তোমার ছেলে কী বলে ?

বেগম : না, না, কক্ষণো না—

সৈয়দ : (উকিলকে) কিছু না। এই মাত্র শুনেছে সব। সামলে উঠতে পারেনি এখনো। উকিল, যে করে হোক একটা উপায় বার কর, মান-ইজ্জত সব গেল! সোনার বাপ না কি নাম ওর, ব্যাটা পুরনো পাপী। সুযোগ পেয়ে ও রেশমের থলির কথা যত পারে বলবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেগম : আমি বিশ্বাস করি না। আমার খোকা এমন কাজ করতেই পারে না।

সৈয়দ : পারে কি পারে না সেকথা ও মেয়েলোকটা নিজে এসে সকালবেলা আমাকে সব বলে গেছে।

বেগম : কোন মেয়েলোকটা ? এ্যাঁ! আস্পর্দ্ধা তো কম নয় মেয়েলোকটার! ওরকম মেয়েলোক আমার বাড়িতেই ঢুকল কোন সাহসে ? তোমরা কেউ আমাকে জানাওনি কেন তখন ?

[সকলের মুখের দিকে তাকায়। কেউ জবাব দেয় না। স্তব্ধতা]

সৈয়দ : উকিল, বল, কিছু একটা বল।

উকিল : (আফজালকে) যে অবস্থাতেই থাক ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি।

আফজাল : দরজা নাকি সারারাত খোলাই ছিল।

সৈয়দ : বাঃ চমৎকার। এ রকম আরো দু'চারটে খবর এখনো বাকি রয়েছে নাকি ?

বেগম : ও লোকটাকে তুমি নিজে যেচে ঘরে ঢুকিয়েছ, একথা আমি বিশ্বাস করি না। সেরেফ বানানো কথা। উকিল ভাই, আপনি নিশ্চয়ই জানবেন এগুলো বানানো কথা।

উকিল : (হঠাৎ আফজালকে) আচ্ছা, সত্যি সত্যি তুমি গতরাতে ঘুমিয়েছিলে কোথায় ?

আফজাল : বাইরের ঘরে। সোফার ওপর। (আচমকা বলে ফেলেই) মানে, ইয়ে সেখান থেকে—

সৈয়দ : (চাপা হুঙ্কার) সোফার ওপর ? বিছানায় গিয়ে শোবার মত হুঁশও ছিল না! হতভাগা জানোয়ার কোথাকার! নিজের ঘরের দিকেও একবার যাসনি ?

আফজাল : না।

সৈয়দ : গত রাতের কিছুই তো তোর মনে নেই বললি। এটা দেখছি স্পষ্ট মনে করতে পারছিস।

আফজাল : সকালবেলা সোফার ওপর ঘুম ভেঙ্গেছিল।

বেগম : তুই কী বলছিস খোকা ?

আফজাল : (উকিলকে) সব কথা টেনে বার করতে চান ? সকালবেলা সোনার মাও আমাকে ঐ অবস্থায় দেখেছে।

উকিল : (গেলাস পানের ভঙ্গি করে) কাউকে সেধেছিলে বলে মনে পড়ে ?

আফজাল : তাই তো! একটা লোক, দেখতে—

উকিল : নোংরা, ক্ষুধার্ত, বেকার—

আফজাল : আশ্চর্য! ঠিক, হ্যাঁ এখন পরিষ্কার মনে পড়ছে—

[সৈয়দ সাহেব পায়চারি শুরু করেছেন। বেগম ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে উকিলকে বিদ্ধ করে সস্নেহে আফজালকে জড়িয়ে ধরে।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেগম : সব বাজে কথা। তোর কিছু মনে নেই। ঘুমে তোর তখন চোখ বুজে আসছে। তুই কী করে দেখবি ঘরে কে ছিল না ছিল। তাছাড়া সে লোক এ বাড়ির ভেতরে কখনো, কখনোই ঢোকেনি!

আফজাল : (একবার এর দিকে, আবার ওর দিকে তাকায়। অসহায় ক্লান্ত নিরুপায় চাহনি) আর পারি না। তোমাদের পায়ে পড়ি, আদালতে দাঁড়িয়ে কী বলতে হবে, আমাকে দিয়ে কী বলাতে চাও, একটিবার বলে দাও।

বেগম : আমরা সবাই চাই যে তুমি সত্য কথা বল। বল যে, এ লোকটাকে কোনোদিন তুমি বাড়ি ঢুকতে দাওনি।

উকিল : না, তুমি কিছুই বলবে না। কিছু না বললে ভুল বলারও ভয় থাকে না। হয় লোকটা না হয় তার বৌ চুরি করেছিল। তোমার সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ নেই। তুমি ঘুমুচ্ছিলে। দরকার হলে— হ্যাঁ,— ঐ সোফাটার ওপরই ঘুমুচ্ছিলে, তাতে কার কী?

বেগম : হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই বেশ। এই ভালো। দরজাটা খোলা রেখে দিয়ে যে আহাম্মকি করেছিলে সেটা জাহির না করলেও চলবে। চুপ করে থেকো। (আফজালের কপালে চুল সরাতে গিয়ে) এ-কী, তোর গা যে পুড়ে যাচ্ছে!

আফজাল : (মায়ের হাত সরিয়ে) তোমরা আমাকে কী পেয়েছ, কচি খোকা? কী করতে হবে, কী বলতে হবে, পষ্টাপষ্টি বলে দিচ্ছ না কেন?

উকিল : (শান্ত) তোমাকে কিছুই বলতে হবে না, কারণ তোমার কিছুই মনে পড়ছে না। বাকি সময়টুকু তুমি ঘুমিয়েছিলে। ব্যস, এই তো!

আফজাল : কালকেই আমাকে আদালতে দাঁড়াতে হবে?

উকিল : না। যেদিন তারিখ পড়বে সেদিন।

সৈয়দ : ও, হ্যাঁ তাই তো। (শান্তি) সেটা বেশ, বেশ।

আফজাল : আমি শুতে চললাম। দেখি চেষ্টা করে একটু ঘুমুতে পারি কিনা।

বেগম : যাও বাছা।

[মা এগিয়ে দেয়। আফজাল চলে যাবে।]

সৈয়দ : (সেদিকে তাকিয়ে) এবারও বড় সহজে ছাড়া পেয়ে গেল বদমায়েশটা। ওর কিছু শিক্ষা হওয়া উচিত। জান উকিল, আমি তখন টাকা না দিয়ে দিলে মেয়েটা নির্ঘাত থানায় গিয়ে ওর বিরুদ্ধে ডায়রি করিয়ে আসত! এ রকম এক-আধটা শিক্ষা ওর পাওয়া দরকার।

উকিল : টাকা থাকলে, সময়ে-অসময়ে বেশ কাজে লাগে, না?

সৈয়দ : আমার কিন্তু এখনো থেকে থেকে মনে হয়, সত্যকে চাপা দিয়ে আমরা অন্যায় করছি। আমাদের উচিত—

উকিল : আদালত থেকেই সে চেষ্টা যথেষ্ট করা হবে। ঘাবড়িও না, যে পরিমাণ তদন্ত আর জেরা হবে, তাতে কোনো সত্যই চাপা দিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়বে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ : আফজালকেও জেরা করবে ওরা ?

উকিল : সুযোগ পেলেই করবে।

সৈয়দ : ওর বুদ্ধির ওপর নির্ভর করতে হলেই হয়েছে! আহাম্মক জানোয়ার কোথাকার! দ্যাখো উকিল, রেশমের থলির কথাটা কিছুতেই বেশিদূর উঠতে দেবে না। এটুকু না পারলে এতদিন মিছেই ওকালতি করছ!

বেগম : উকিল ভাই, একটা কাজ করলে হয় না ? এই সোনার মা আর সোনার বাপ— এরা যে কত চরিত্রহীন এটা হাকিমকে প্রথমেই জানিয়ে দিলে কেমন হয় ? ওহ্, আপনি বুঝি জানেন না। ওদের প্রথম ছেলেটা ওদের বিয়ে হবার আগেই—

উকিল : তাতে কিছু এসে যায় না।

বেগম : এ্যাঁ! এতে কিছু এসে যায় না ?

উকিল : মানে আইনের চোখে কিছু এসে যায় না। কারণ এটা নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। যে কারো জীবনেই ঘটতে পারে। হাকিমের নিজের জীবনেও ঘটেছে কিনা কে জানে ?

সৈয়দ : বাজে কথা রাখ। সব দায়িত্ব আমি তোমার হাতে তুলে দিলাম। (হাত ধরে)

উকিল : খোদা ভরসা।

সৈয়দ : এ্যাঁ ? ওহ্, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। এ-কী, উঠলে যে ?

উকিল : আরেক জায়গায় জরুরি ডাক পড়েছে। এত ব্যস্ত হয়ে ডেকেছে যে মনে হচ্ছে এখানকার মতোই অপ্রত্যাশিত একটা কিছু হবে হয়তো। চলি এখন। আদাব। আদাব আরজ।

[প্রস্থান। এগিয়ে দেবার জন্য সৈয়দ সাহেব যান। বেগম নিষ্পলক চোখে দাঁড়িয়ে থাকেন। মুখে গভীর বেদনার রেখা। চোখে পানির সংযত সমাবেশ।]

সৈয়দ : (গম্ভীর, উত্তেজিত) অসম্ভব। কেলেঙ্কারিটা বেশ ভালো রকমই হবে।

বেগম : তোমার উকিল বন্ধুর রসিকতা আমার একটুও পছন্দ হয়নি। এ রকম ব্যাপারে মানুষ ঠাট্টা-তামাসা কী ক'রে করে বুঝতে পারি না।

সৈয়দ : তুমি ? তুমি বুঝতে পার কোন জিনিসটা ? বুঝতে হলে বুদ্ধি থাকা দরকার। অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। কল্পনাশক্তি দরকার। তোমার কোনোটা নেই। বুঝবে কী করে ?

বেগম : (ঝাঁঝ) সব তোমার আছে, না ?

সৈয়দ : একশ বার আছে। আছে বলেই তো এত বিচলিত হয়ে উঠেছি। আগাগোড়া সমস্ত কাণ্ডটা এত নোংরা যে মনে হলে ঘেন্না লাগে। আমার জীবনের যা আদর্শ, যে নীতির অনুসরণই ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেগম : মূল্যবান না হাতি! মেলা বকেছ, এবার থাম। ওর নীতি, আদর্শ! তোমার কাছে এগুলোর অর্থ কি জান? ভীতি, ভয়! কে কী বলবে সেই ভয়ে কুকড়ে আছ, বড়াই করছ নীতি আর আদর্শের!

সৈয়দ : ভয়? সৈয়দ আহ্‌সানুল হক জীবনে কোনোদিন কিছুকে ভয় করেনি। তবে এরকম পরিস্থিতির সামনেও কোনোদিন পড়তে হবে ভাবিনি। দম যেন বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে।

[পায়চারি করতে করতে জানালা খুলে দেয়। সঙ্গে ভেসে আসে শিশুর চাপা কান্না।]

ও কিসের শব্দ?

[দু'জনে কান পেতে শোনে]

বেগম : আহ্! কান্না আমি একদম সহ্য করতে পারি না। রহমত, রহমত! অসহ্য!

সৈয়দ : জানালাটা বন্ধ করে দিক! আওয়াজটা হয়তো একটু কম আসবে।

বেগম : এখন আর বন্ধ করে লাভ নেই। আওয়াজটা আমার স্নায়ুর মধ্যে ঢুকে পড়েছে। একটু আওয়াজ কানে গেলেও সেটা একশ গুণ হয়ে মাথার মধ্যে দাপাদাপি করবে। বাচ্চার কান্না আমি সহ্য করতে পারি না।

[রহমত ঢুকবে]

বাইরে ওগুলো কাঁদছে কারা! ছোট ছেলেমেয়ের কান্নার মতো মনে হয়!

সৈয়দ : (উঁকি দিয়ে) একটু একটু দেখা যাচ্ছে। তিনটে বাচ্চা। একটা একদম ছোট্ট, কোনো রকমে বড়টার কোলে ঝুলে ট্যাঁ ট্যাঁ করছে।

রহমত : (ভাল করে দেখে) ওহ্! ওগুলো সোনার মার ছেলেমেয়ে। মাকে খুঁজে না পেয়ে কাঁদছে।

বেগম : (সৈয়দকে) ওহ্! এ আমি সহ্য করতে পারব না। দোহাই তোমার যেমন করে পার, এ মামলা-মোকাদ্দমা মিটিয়ে ফেল তুমি। ওদের একটা কিছু উপায় করে দাও।

সৈয়দ : (দীর্ঘ নিঃশ্বাস) কিছু করার আর উপায় নেই। সব আমাদের হাতের বাইরে চলে গেছে।

[বেগম ঠোঁট চেপে দাঁড়িয়ে থাকে। কান্নার সুর ভেসে আসে। সৈয়দ সাহেব দু'হাতে কান ঢেকে রাখেন। রহমত জানালা বন্ধ করে দেয়। কান্নার শব্দ আর শোনা যায় না।

[পর্দা]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় অঙ্ক

[আদালত। উঁচু বেদিতে হাকিম দর্শকদের দিকে মুখ করে বসে। হাকিমের পেছনে লাল সালুতে সোনালি জরিতে আঁকা ন্যায় বিচারের রাজকীয় প্রতীক : একজোড়া তলোয়ারের দু'পাশে একটি সমান্তরাল ঝুলন্ত পাল্লা। হাকিমের পোশাক পরিষ্কার, চেহারা ক্লান্ত। হাকিমের সামনে নিচু বেদিতে পেশকার বসে। এক পাশে আদালতের দর্শক। সৈয়দ সাহেব, আফজাল ও উকিল এমনভাবে সেখানে বসেছে যে তাদের দরকারি কথা ও নড়াচড়া দর্শকরা স্পষ্ট বুঝতে পারে। কিছু ফালতু পুলিশ এমনি এদিক-সেদিক বিচরণ করছে। বাইরে হাঁক শোনা যায়— 'আয়েশা বিবি ওরফে সোনার মা—কুদ্দুস মিয়া হাজের হায়—']

সৈয়দ : (চাপা) ওরা আসছে। খুব সতর্ক থাকবে। রেশমের থলির কথাটা কিছুতেই তুলতে দেবে না। খবরের কাগজের লোকগুলো ঘুণাক্ষরেও যেন টের না পায়।

[উকিল হেসে মাথা নাড়ে। হাকিম হাতুড়ি পেটেন। সোনার মা ও কুদ্দুস কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ায় একজন আরেকজনের পেছন। সোনার মার মাথার কাপড় অনেকদূর নামানো।]

পেশকার : গত বুধবারের মামলাটা স্যার। আজকের তারিখ দিয়েছিলেন। রূপার কৌটা চুরি করেছিল, আবার পুলিশের উপরও হামলা করেছে। দুটো অভিযোগই একসঙ্গে করা হয়েছে, সোনার মা আর কুদ্দুস মিয়ার বিরুদ্ধে।

হাকিম : ওহ্! হ্যাঁ, হ্যাঁ! মনে পড়েছে।

পেশকার : সোনার মা তোমার নাম ?

[সোনার মা এগিয়ে এসে মাথা নাড়ে]

উকিল : সৈয়দ আহ্সানুল হক চৌধুরী এম.এল.এ.র পঁচিশ টাকা ছ আনা দামের এক রূপার কৌটা গত সোমবার রাত এগারটা থেকে পরের দিন সকাল নটার মধ্যে, কোনো এক সময়ে খোয়া যায়। তুমি সেটা নিয়েছিলে ? হ্যাঁ, কি, না— বল।

সোনার মা : না, আমি নেই নাই, হুজুর।

উকিল : কুদ্দুস মিয়া, তুমি নিয়েছিলে সেটা ? এবং পরে এ নিয়ে পুলিশের সঙ্গে হাতাহাতি করেছিলে ? হ্যাঁ, কি, না— বল।

কুদ্দুস : হ্যাঁ। কিন্তু আমার আরো কিছু বলার আছে।

হাকিম : নিশ্চয়, নিশ্চয়! উকিল সাহেব, দু'জনের নামে একই অভিযোগ কী করে হলো ? মিয়া-বিবি নাকি ওরা ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উকিল : জি হুজুর। আপনি ভুলে গেছেন। গত হপ্তায় মেয়েটিকে নিজের জামিনে আপনি ছেড়ে দিতে বলেছিলেন। আরো তদন্ত করে দেখার জন্যে।

হাকিম : হ্যাঁ হ্যাঁ! ঠিক ঠিক। রূপার কৌটা। মনে পড়েছে। নতুন সাক্ষি কে আছে, হাজির করুন।

[উকিল ইশারা করে। রহমত কাঠগড়ায় ওঠে। তার সামনে রূপার কৌটা রাখা হয়।]

পেশকার : তোমার নাম রহমত না? সৈয়দ আহ্‌সানুল হক চৌধুরী এম.এল.এ.র দশ নম্বর ডেভিড রোডের কুঠিতে তুমি কাজ কর, না?

রহমত : জি।

উকিল : রাত পৌনে এগারোটা থেকে এগারোটার মধ্যে, গত সোমবার, এই রূপার কৌটাটা দেখেছিলে তুমি?

রহমত : জি হ্যাঁ।

উকিল : এবং সকাল নটার সময় এটা তুমি ওখানে আর দেখনি?

রহমত : জি না।

উকিল : এ মেয়েটিকে তুমি চেন? তোমাদের ওখানে ঠিকা ঝির কাজ করত? রূপার কৌটাটা যে ঘরে ছিল, সকালবেলা কখনো ও কি একা সে ঘরে ছিল?

রহমত : ছিল।

উকিল : পরে তুমি তোমার মুনিবকে সব কথা জানিয়েছিলে?

রহমত : জি হ্যাঁ।

উকিল : (সোনার মাকে) ওকে তুমি কিছু জিজ্ঞেস করতে চাও?

সোনার মা : না।

উকিল : (কুদ্দুসকে) তুমি কিছু জিজ্ঞেস করবে?

কুদ্দুস : ওকে কোনোদিন আমি দেখিনি। চিনিও না। চেনার দরকার নেই।

হাকিম : (রহমতকে) রাতেরবেলা তুমি ঐ রূপার কৌটাটা ঠিক দেখেছিলে তো?

রহমত : নিজ হাতে সাজিয়ে রেখে গেছি হুজুর।

হাকিম : হুম্। তুমি যেতে পার। (পেশকারকে) পুলিশ অফিসারকে আসতে বলুন।

[ডিটেকটিভ সাক্ষির কাঠগড়ায় দাঁড়ায়]

উকিল : (কাগজ পড়ে) আপনি ডিটেকটিভ সোলেমান? এ কেসের তদন্তের ভার আপনার উপরই পড়েছিল? এ রূপার কৌটাটা চিনতে পারছেন?

ডিটেকটিভ : হ্যাঁ, এটাই সৈয়দ আহ্‌সানুল হক চৌধুরী এম.এল.এ. সাহেবের বাড়ি থেকে সোমবার রাত এগারোটা থেকে পরের দিন সকাল নটার মধ্যে কোনো এক সময়ে চুরি গিয়েছিল।

উকিল : জিনিসসহ আয়েশা ওরফে সোনার মাকে আপনিই কি এটা চুরির অভিযোগে গ্রেফতার করেন? (ডিটেকটিভ মাথা নাড়ে) সোনার মা কি চুরি স্বীকার করেছিল?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডিটেকটিভ : না, স্বীকার করেনি।

উকিল : আপনি তখনই তাকে গ্রেফতার করলেন ?

ডিটেকটিভ : জি হ্যাঁ।

হাকিম : কোনো রকম বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছিল ?

ডিটেকটিভ : না, কোনো রকম আপত্তি তোলেনি। তবে বার বারই অস্বীকার করেছে।

পেশকার : (সোনার মাকে) একে তুমি কিছু জিজ্ঞেস করতে চাও ?

সোনার মা : না।

হাকিম : হুম্। তারপর ?

উকিল : (কাগজ দেখে, ডিটেকটিভকে) আপনি যখন মেয়েটিকে গ্রেফতার করতে অগ্রসর হলেন, ওর স্বামী কি আপনাকে আপনার কর্তব্য কাজে বাধা দিতে চেষ্টা করে ? শারীরিকভাবে আপনাকে আক্রমণ করে ?

ডিটেকটিভ : জি। করে।

উকিল : 'ওকে ছেড়ে দাও, ও নির্দোষ। আমি চুরি করেছি, আমি চুরি করেছি'— এই জাতীয় চিৎকার করে আপনার দিকে ছুটে আসে ?

ডিটেকটিভ : হ্যাঁ।

উকিল : আপনি তখন আপনার হুইসিল বাজাতেই বার থেকে পুলিশ ছুটে এল এবং বেশি বাড়াবাড়ি করাতে ওকে গ্রেফতার করা হলো, না ?

ডিটেকটিভ : জি।

উকিল : আচ্ছা, এ লোক বোধহয় থানায় যাওয়ার পথেও আপনাদেরকে প্রচুর বিব্রত করেছে, না ? আর সে যে নিজে রূপার কৌটা চুরি করেছে এ কথা তখনো বার বার চিৎকার করে বলছিল ?

(ডিটেকটিভ মাথা নাড়ে)

আপনি কি তখন তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কী করে সে চুরি করল ?

ডিটেকটিভ : করেছিলাম।

উকিল : কী জবাব দিল ?

ডিটেকটিভ : (এদিক-ওদিক তাকিয়ে) মাঝরাতে সে এম.এল.এ. সাহেবের ছেলের ঘরে ঢুকে কিছু সরাব পান করে। খালি পেটে নেশা বেশি হয়ে যাওয়ায় কুদ্দুস নাকি নেশার ঘোরে ওটা পকেটে পুরে বেরিয়ে আসে।

হাকিম : হুম্! কুদ্দুস থানায় যাওয়ার পথে সারাক্ষণ গোলমাল করেছে ?

ডিটেকটিভ : বেশ গোলমাল করেছে। এবং পরেও।

কুদ্দুস : (চিৎকার করে ওঠে) বেশ করেছি। একশ বার গোলমাল করেছি। আমি বার বার বলেছি আমি চুরি করেছি, ও কেন তবু আমার বৌর গায়ে হাত দিল ?

হাকিম : (চাপা শব্দে ধমকে) হুস্স্। চুপ কর। তোমার যখন বলার সময় আসবে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন কথা বলবে, তার আগে নয়। একে তোমার কিছু জিজ্ঞেস করার আছে ?

কুদ্দুস : না।

হাকিম : বেশ। মেয়ে আসামির কিছু বলার থাকলে সে এখন বলতে পারে।

সোনার মা : আমি ? আমি কী কমু ? আমি তো চুরি করছি না!

হাকিম : তা না হয় মানলাম। কী করে হলো, এও কি তুমি জানতে না ?

সোনার মা : আমি সত্যই কিছু জানতাম না হুজুর। হেই দিন সোয়ামি আমার রাইত কাবার কইরা বাড়ি আইছিল। চোখ দুইডা লাল, একদম অন্য মানুষ, বুঝছিলাম খুব খাইছে। কোথাইকা আইছে, কী কইরা আইছে, আমি কিছু জানতাম না।

হাকিম : তোমাকে কিছু বলেনি ?

সোনার মা : কিছু না। আর যেগুলো কইছে, আপনাগো তা কওন যায় না। আমারে যা খুশি গাইল-মন্দ পাড়ছে। সকালে উইঠা আমি কামে চইলা গেছি। হে তখনো ঘুমে। হেই বাড়িত গিয়ে হুনলাম, সাবের রূপার ডিব্বা নাকি চুরি গেছে।

হাকিম : তারপর ?

সোনার মা : দুফরে ওর কোর্তা ঝাড়তেই মাটির উপর টপ্পাস্ কইরা ঐ রূপার ডিব্বাটা পড়ল। দেইখা আমার কইলজা কাঁপ দিয়া উঠছে।

হাকিম : কী করলে তাই বল।

সোনার মা : দেইখ্যা আমার মাথা খারাব হইয়া গেছল। হে এমন কাম করতে পারে, স্বপ্নেও ভাবি নাই। ঐ পুলিশের সাব যখন ঘরে ঢুকে তখন আমি কানতে কানতে জোর কইরা ডিব্বা লইয়া রওনা হইছিলাম, ফেরত দেওনের লাইগ্যা। এই ঝির কাম যদি যায়ও, তবু। আমার কচি কচি পোলামাইয়াগুলি না খাইয়া মইরা যাইব সাব!

হাকিম : হু— তা তো— মানে— তোমার স্বামী কী জবাব দিচ্ছিল ?

সোনার মা : সোয়ামিরে যখন কইছি : এমন কাম তুমি ক্যান করলা। হের জবাবে তাইন কইল, ন্যাশার ঘোরে। বেশি ন্যাশা হওনে মাথা নাকি ঠিক আছিল না। আমি জানি সারাদিন কিছু প্যাডে পড়ে নাই। খালি প্যাডে সামলাইতে পারে নাই। নইলে এমন কাম, বিশ্বাস করেন হুজুর, এ্যামন কাম হে কোনো দিন করে নাই! মাথা ঠিক থাকলে কোনো দিন হে এমন কাম করত না।

হাকিম : কিন্তু তাই বলে আইনের চোখে তো ওর দোষ কমে যায় না ?

সোনার মা : ওহ্! আমি জানি না হুজুর।

[হাকিম নিচু হয়ে পেশকারকে কী বলেন।]

আফজাল : (ফিস্ ফিস্ করে। ঝুঁকে পড়ে) আপনি ঠিক যে কথাগুলো—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ : শ ষ্ ষ্! (উকিলকে) তুমি বল কিছু। বল যে আসামির দারিদ্র্য এবং দুঃখ বিবেচনা করে আমরা চুরির অভিযোগ তুলে নিতে চাই। আদালত যদি তার গোঁয়ার্তুমি নিয়ে বিচার করতে চায়, আলাদা কথা। তুমি উঠে দাঁড়াও না কেন?

[উকিল মাথা নাড়ে]

হাকিম : (হাতুড়ি দিয়ে ঘা দিয়ে) তোমার কথা বিশ্বাস করলাম। তোমার স্বামী যা যা তোমাকে বলেছে তাও না হয় বিশ্বাস করলাম। কিন্তু তাহলেও কথা আরো থেকে যায়। সে বাড়িতে চাকরি করতে তুমি। তোমার স্বামী কী করে জানল রূপার কৌটা কোথায় থাকে? এবং সেটা চুরি করার জন্যে সে বাড়ির অন্দরে প্রবেশ করল কী করে?

সোনার মা : আমি তারে কোনোদিন ভিতরে লইয়া যাই নাই। এমন অন্যায় কাম আমি ক্যান করমু?

হাকিম : সে হলো তোমার কথা। শোনা যাক তোমার স্বামী কী বলে?

কুদ্দুস : (ঠাণ্ডা গলায়) আমার বৌ কি মিছে কথা বলেছে যে আমি আরেক রকম বলব? থানায় যাওয়া জীবনে এই প্রথম। নেশার ঘোরে ছাড়া এমন কাজ আমি কোনোদিন করতে পারতাম না। দরকার হয় তো সে কথা আমি প্রমাণ করতে পারি! সোনার মা সাক্ষি, আমি একটু পরেই ওটা খালের মধ্যে ফেলে দেব ঠিক করেছিলাম।

হাকিম : কথা সেটা নয়। এটা তোমার কাছে এলো কী করে? ওটা ছিল তো চৌধুরী সাহেবের বসবার ঘরে। ওখানে তুমি গেলে কী করে?

কুদ্দুস : ও-বাড়ির সামনা দিয়েই ফিরছিলাম।

হাকিম : সামনা দিয়ে না চলে গিয়ে অন্দরে ঢুকলে কেন?

কুদ্দুস : ইচ্ছে করে ঢুকিনি। এ বাড়ির ছোট সাহেবকে দেখি কেবল রাস্তার এপাশ-ওপাশ করছে, নিজের বাড়ির নম্বরটা কিছুতেই ঠাহর করতে পারছিলেন না।

হাকিম : তারপর?

কুদ্দুস : আমি তখন হুঁশ হারাই নি। দরজাটা চিনিয়ে দিলাম ওঁকে। ভেতরে ঢুকেই উনি বেরিয়ে এসে বললেন, তুমি আমার উপকার করেছ, কিন্তু তোমাকে দেবার মতো আমার সঙ্গে কিছু নেই। তার চেয়ে বরঞ্চ ভেতরে এসে বস, দু'এক গ্লাস ভালো জিনিস খাওয়াব।

হাকিম : তখন তুমি ভেতরে চলে গেলে?

কুদ্দুস : আমাকে টেনে নিয়ে ভেতরে ঢোকালেন। উনি দাওয়াত করলে আমি যেতে পারব না কেন?

হাকিম : তারপর ভেতরে গিয়ে রূপার কৌটাটা পকেটে পুরে চলে এলে?

কুদ্দুস : না। ভেতরে নিয়ে আমাকে বসিয়ে বোতল খুলে ছোট সাহেব বললেন—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'যত পার খাও। তোমাকে ছাড়া আমি তো ঢুকতে পারতাম না। তুমি আমার উপকার করেছ। যত পার খাও। খাও। যা খুশি তোমার নিয়ে চলে যাও, কিসসু বলব না' বলে ছোট সাহেব সোফার ওপর হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

হাকিম : তখন তুমি—

কুদ্দুস : আমি খেলাম। যত পারি খেলাম। বোতল শেষ না হওয়া পর্যন্ত খেলাম। তারপর আর কিছু মনে নেই আমার।

হাকিম : তার মানে তখন নেশায় এত মত্ত হয়ে পড়লে যে তার পরের ঘটনা কিছুই মনে করতে পারছ না ?

আফজাল : (চাপা গলায়) আব্বা, ঠিক তুমি যা—

সৈয়দ : শ ষ্ ষ্।

কুদ্দুস : জি, ঠিক তাই।

হাকিম : কিছুই যদি মনে না থাকবে, তাহলে রূপার কৌটা তুমি চুরি করেছ এটাই বা এত জোর দিয়ে বলছ কী করে ?

কুদ্দুস : চুরি আমি করিনি। তুলে নিয়েছিলাম। নেশার ঘোরে।

হাকিম : (ব্যঙ্গ) ওহ্! চুরি করনি, তুলে নিয়েছিলে, না ? বেশ বলেছ! কার জিনিস তুলে নিলে ? তোমার জিনিস ? এটা চুরি নয় ?

কুদ্দুস : না, আমি চুরি করিনি।

হাকিম : অন্যের জিনিস। অন্যের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেলে তোমার বাড়িতে, তবুও—

কুদ্দুস : কার বাড়ির কথা বলছেন ? আমার বাড়ি কোনো কালে ছিল না। ঘর ছিল—

হাকিম : চুপ কর তুমি। ছোট সাহেব মানে (কাগজ দেখে) আফজালুল হক চৌধুরী সাহেবকে আসতে বলুন। তাঁর কথা শোনা দরকার।

[পেশকারের ইশারায় ডিটেকটিভ নেমে যায়। আফজাল সেখানে উঠে দাঁড়ায়। উকিল সাহেব গিয়ে তাঁর জায়গায় দাঁড়ান।]

পেশকার : যা বলবেন, সত্য বলবেন। সম্পূর্ণ সত্য পেশ করবেন। সত্য ছাড়া অন্য কিছু বলবেন না। খোদা সাক্ষি।

[পূণ্য গ্রন্থ এগিয়ে দেয়। চুম্বন ইত্যাদির পর]

উকিল সাহেব জেরা করুন।

উকিল : আপনার নাম ?

আফজাল : আফজালুল হক চৌধুরী।

উকিল : থাকেন কোথায় ?

আফজাল : ডোভড রোডে। পিতা আহ্সানুল হক চৌধুরী এম.এল.এ.র সঙ্গে।

উকিল : আরেকটু জোরে বলুন। আসামি দু'জনকেই আপনি চেনেন ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আফজাল : (দেখে) সোনার মা আমাদের বাড়ি ঝির কাজ করে। ওকে চিনি। (কুদ্দুসকে দেখে) ওকে— (জোরে) না, না, আগে কখনো দেখিনি ওকে। চিনি না।

কুদ্দুস : চিনতে পারলেন না ? আমি কিন্তু—

[হাকিম হাতুড়িতে ঘা দেন]

উকিল : যে সোমবারের কথা হচ্ছে, সেদিন কি আপনি বেশি রাত করে বাড়ি ফিরেছিলেন ?

আফজাল : হ্যাঁ, একটু রাত হয়েছিল।

উকিল : ঘরে ঢুকে কোনো কারণে দরজা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলেন কি ?

আফজাল : জি।

হাকিম : এ্যাঁ! অত রাতে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেলেন ?

উকিল : সে রাতের আর কিছু মনে পড়ে আপনার ?

আফজাল : না।

হাকিম : (ঝুঁকে পড়ে, কুদ্দুস দেখিয়ে) ও যা যা বলেছে, শুনেছেন নিশ্চয়ই। সে সম্পর্কে কিছু বলবার আছে আপনার ?

আফজাল : মানে সে রাতে, আমার কিছু বন্ধু-বান্ধব মিলে অনেক রাত পর্যন্ত হৈ-হল্লা করেছিলাম কিনা। ফিরতে একটু বেশি রাত হয়ে গিয়েছিল।

হাকিম : তা হোক। প্রশ্ন হচ্ছে আপনি বাড়িতে ঢোকার সময় সত্যিই রাস্তার ওপর (কুদ্দুসকে দেখিয়ে) ও লোকটাকে দেখেছিলেন কিনা।

আফজাল : কাকে ? ওকে ? (থতমত) দেখেছি বলে ঠিক মনে পড়ছে না।

হাকিম : ঠিক মনে পড়ছে না ? ও লোকটা কি সত্যিই আপনাকে বাড়ি চিনিয়ে দিতে সাহায্য করেছিল ? সে রাতে কি কেউ আপনাকে বাড়ি চিনিয়ে দিয়েছিল ?

আফজাল : নিশ্চয়ই না, মানে— না, না, তা কেন হতে যাবে, আমি, আমি ঠিক কিছুই মনে করতে পারছি না।

হাকিম : কিছুই মনে করতে পারছেন না ? বড্ড মুশকিলে ফেললেন আমাদের। রোজ রাতেই নিশ্চয়ই নিজের বাড়ি চিনবার জন্যে লোক দরকার হয় না আপনার! না হয় ?

আফজাল : না, না, তা না!

হাকিম : তাহলে কিছু নিশ্চয়ই মনে থেকে যাওয়া উচিত আপনার।

আফজাল : (মরিয়া) মানে— আপনি বুঝতে পারছেন না, বন্ধু-বান্ধবদের পাল্লায় পড়ে সে রাতে এত বেশি— হয়ে গিয়েছিল যে, আমার তখন কোনো রকম হুঁশ ছিল না।

হাকিম : (হেসে) ওহ! তাই বলুন।

কুদ্দুস : আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করব ওঁকে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাকিম : এ্যাঁ ? কে, তুমি ? বল, কী বলতে চাও।

কুদ্দুস : আপনি আমাকে বলেছিলেন, আপনার বাবা বনেদি পার্টির ভক্ত, আপনিও বনেদি পার্টি। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কী ? মনে পড়ছে ?

আফজাল : (কপাল ঘষে) এ্যাঁ— মানে ঝাপসা মতোন একটু! তুমি কী বললে ?

কুদ্দুস : আমি জবাব দিয়েছিলাম আমি কিছু না। আপনি বললেন— 'তা বাবা নয়া পার্টি-টার্টি নওতো— তোমার যা খুশি নিয়ে যাও এখান থেকে, কিস্‌সু বলব না।' মনে পড়ে ?

আফজাল : (চিৎকার করে) না না। সব মিছে কথা। এসব কিছু বলিনি আমি।

কুদ্দুস : আপনি ভুলে গেলেও আমার ঠিক মনে আছে। আপনি এর প্রত্যেকটা কথা বলেছেন। আরো কী কী বলেছেন, সব স্পষ্ট মনে আছে আমার। কোন মেয়ের কোন রেশমের থলি নেশার ঘোরে ছিনিয়ে নিয়ে এসে—

[সৈয়দ সাহেব লাফিয়ে ওঠেন]

উকিল : হুজুর আলা, অবান্তর কথায় সময় নষ্ট করে কোনো লাভ নেই। আমাদের আসল অভিযোগের সঙ্গে এসব প্রশ্নের কোনো যোগাযোগ নেই। তাছাড়া আসামি নিজেও একবার বলেছে যে, সে রূপার কৌটা তুলে নিয়েছিল নেশার ঝোঁকে। সে নিজেই স্বীকার করেছে এর বেশি অন্য কিছু মনে রাখার মতো তার স্নায়ুর অবস্থা ছিল না। এখন তার মুখেই আবার এত বর্ণনা একটু খাপছাড়া শোনায় না কি ? (হেসে) অনেকটা এক অন্ধ আরেক অন্ধকে পথ দেখাবার মতো!

কুদ্দুস : (চিৎকার) আমি কেন শাস্তি পাব তাহলে ? ও যা করেছে আমিও তাই করেছি। তবে আমি গরিব, ছোটলোক, এই আমার অপরাধ। ওর টাকা আছে, উকিল আছে, আমার নেই। ও করলে কিছু নয়, আমি করলেই সেটা অপরাধ হয়ে গেল ?

হাকিম : খামাকা অনর্থক উত্তেজিত হয়ে নিজের অমঙ্গল ডেকে এনো না। তুমি স্বীকার করেছ যে রূপার কৌটাটা তুমিই নিয়েছ। কেন নিলে ? তখন তোমার কি টাকার খুব অভাব যাচ্ছিল ?

কুদ্দুস : অভাবের সংসার আমাদের। টাকার টানাটানি কখন না থাকছে ?

হাকিম : কথা সেটা হচ্ছে না। প্রশ্ন হলো সেজন্যেই কি তুমি রূপার কৌটাটা নিয়েছিলে ?

কুদ্দুস : না।

হাকিম : (পেশকারকে) গ্রেফতারের সময় ওর সঙ্গে অন্য কিছু পাওয়া গিয়েছিল কি ?

পেশকার : জি হুজুর। তিরিশ টাকা বারো আনা আর এই রেশমের থলিটা।

[টেবিলের ওপর এগিয়ে দিতেই নিচে সৈয়দ সাহেব উত্তেজিত হয়ে একবার লাফিয়ে ওঠেন, তারপরই সামলে নেন আবার।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাকিম : (থলিটা নেড়ে চেড়ে, কাগজ দেখে) রেশমের থলি ? না ? অভিযোগের কোনো জায়গায় এর কোনো উল্লেখ দেখছি না তো। যাক্‌গে, থাক ওটা। কুদ্দুস মিয়া, টাকার দরকার ছিল বললে, অথচ এ যে দেখছি অনেক টাকা। কোত্থেকে পেলে ?

কুদ্দুস : (চুপ করে থেকে, হঠাৎ) বলব না। বলার ইচ্ছে নেই।

হাকিম : হুম্‌। খামকা জট পাকাচ্ছ। এত টাকাই যদি তোমার ছিল, তাহলে আবার ঐ সামান্য রূপার কৌটাটা চুরি করতে গেলে কেন ?

কুদ্দুস : ক্ষেপে গিয়ে নিয়েছি। শোধ তোলার জন্য নিয়েছি। জব্দ করবার জন্যে নিয়েছি।

হাকিম : কী আবোল-তাবোল বকছ। সামলে-সমঝে কথা বল। ঐ রকম এরাদা নিয়ে, ইচ্ছে হলেই তুমি যেখান থেকে যা খুশি তুলে নিয়ে চলে যাবে ?

কুদ্দুস : তাই যাব। আপনারও তাই ইচ্ছে হতো, যদি আমার জীবন আপনার হতো, যদি চাকরির জন্যে হন্নে হয়ে ঘুরে ঘুরে তার বদলে শুধু—

হাকিম : বুঝলাম, সবই বুঝলাম। কিন্তু তাই বলে যেহেতু তোমার চাকরি নেই, টাকার দরকার, সে জন্যে তোমার সব অপরাধ মাফ করতে হবে ?

কুদ্দুস : (আফজালকে দেখিয়ে) ওর অপরাধ মাফ করলেন কেন ? ওকে জিজ্ঞেস করলেন না কেন, কী জন্যে ও—

উকিল : (আফজালকে দেখিয়ে) সাক্ষির আর কোনো দরকার আছে মনে করেন ?

হাকিম : উনি যেতে পারেন। উনি তো কিছুই মনে করতে পারছেন না, মিছামিছি দাঁড়িয়ে থেকে আর লাভ কী ?

[মাথা নিচু করে আফজাল নামতে থাকে]

কুদ্দুস : (চিৎকার) ওকে জিজ্ঞেস করলেন না, মেয়েটার কাছ থেকে রেশমের থলিটা ও কেন—

[হাতুড়ির ঘা। পুলিশ পেছন থেকে এসে কুদ্দুসকে থামিয়ে দেয়]

হাকিম : (কুদ্দুসকে) মাথা ঠাণ্ডা রেখে আমার কথা আবার শোন। ঐ ভদ্রলোক কার কাছ থেকে কী নিয়েছেন না নিয়েছেন সেটা বিচার করতে যাচ্ছি না আমরা। পুলিশের কর্তব্য কাজে তুমি কেন বাধা দিলে— তোমার কাছ থেকে তার কৈফিয়ত তলব করছি আমরা! কোনো জবাব আছে তোমার ?

কুদ্দুস : আমার বৌ কোনো দোষ করেনি। তাকে পুলিশ ধরবে কেন ? রূপার কৌটার সে কী জানত ?

হাকিম : পুলিশ কাকে কেন ধরে, সেটা পুলিশসই ভালো করে জানে। তুমি পুলিশের লোককে মারতে উঠলে কোন্‌ সাহসে ?

কুদ্দুস : যে-কোনো মরদ স্বামী তাই করত। সুযোগ পেলে আবার করব। আমার বৌকে যে ছোঁবে তার হাড্ডি গুঁড়ো করে ফেলব আমি।

হাকিম : তোমার নিজের কপাল তুমি নিজেই ভাঙছ। তোমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। দুনিয়ার আর সবাই যদি তোমার মতো চলতে শুরু করে, কী অবস্থা হবে ভেবে দেখেছ?

কুদ্দুস : (বৌকে দেখিয়ে) আর ওর কথাটা কেউ ভেবে দেখলেন না। চোর বলে আদালতে টেনে নিয়ে এলেন। এরপর ওকে আর চাকরি দেবে কেউ? এ কালো দাগ ওর জীবন থেকে মুছে যাবে কোনো দিন?

সোনার মা : (কান্না চেপে) অর মাথা খারাপ হইয়া গেছে হুজুর। পোলা মাইয়াগুলার কথা চিন্তা কইরা ও পাগল হইয়া গেছে।

হাকিম : সবই বুঝি। কিন্তু তোমার স্বামী মাথা ঠাণ্ডা করে চলতে না শিখলে কষ্ট ভোগ না করে উপায় কী?

কুদ্দুস : কিন্তু কেন? (আফজালের দিকে হিংস্রভাবে তাকিয়ে) আমি একলা কেন সাজা পাব? ওর চেয়ে এমন কী বেশি খারাপ কাজ করেছি আমি? আমাকে বলে দাও, ওর জন্যে কী শাস্তির ব্যবস্থা করেছ তোমরা?

[পুলিশ এসে ঝাঁকুনি দিয়ে থামিয়ে দেয়। হাতুড়ির ঘা।]

উকিল : হুজুরে আলা, জনাব সৈয়দ আহ্‌সানুল হক চৌধুরী এম.এল.এ সাহেব আসামির পরিবারের করুণ অবস্থার কথা বিবেচনা করে ওর বিরুদ্ধে রূপার কৌটা চুরির যে অভিযোগ এনেছিলেন সেটা তুলে নিতে খুবই ইচ্ছুক। কিন্তু আদালত যদি কুদ্দুস মিয়ার বিরুদ্ধে অন্য অভিযোগও এনে থাকেন সেটা আলাদা কথা। নতুবা কুদ্দুস মিয়াকে খালাস করে দেয়া হোক, এটাই হক চৌধুরী সাহেবের প্রার্থনা।

কুদ্দুস : চাই না। কারো করুণা আমি চাই না। গোঁজামিল দেয়া করুণা আমি চাই না। আমি আমার অধিকার চাই। হক্ চাই। আমি বিচার চাই, ন্যায়বিচার চাই। কেন তা করবে না তোমরা? কেন, কেন, কেন?

হাকিম : (হাতুড়ি ঠুকে) তোমার যা বলার যথেষ্ট বলেছ। আর কথা বলতে পারবে না। আমি আমার সিদ্ধান্ত পেশ করছি। (হাতের কাগজ গুছিয়ে দেখে) আয়েশা ওরফে সোনার মা বেকসুর। (সোনার মা'র দিকে তাকিয়ে, দরদ) তোমার জন্যে আমার দুঃখ হয়। কোনো দোষ করনি তবু থানায় যেতে হয়েছে, এখানে আসতে হয়েছে। হয়তো নতুন আরেকটা চাকরি যোগাড় করতেও কিছু কষ্ট হবে। কী করব? তোমার স্বামীর হঠকারিতার কিছু ফল তোমাকেও ভোগ করতে হবে। তুমি যেতে পার।

[সোনার মা নির্বাক চোখে একবার হাকিমকে দেখে আবার স্বামীকে। চাহনিতে গভীর কাকুতি— বেদনায় সারা মুখ কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেছে।]

কোনো উপায় নেই। তুমি যাও।

[সোনার মা নিচে এসে দাঁড়ায়]

(কুদ্দুসকে) এবার তোমার অপরাধের বিচার শোন। (একটু থেমে) প্রথম অপরাধ, তুমি নিজেই স্বীকার করেছ। রূপার কৌটা চুরি—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুদ্দুস : কক্ষণো না, আমি চুরি করিনি—

[পেছন থেকে পুলিশ এসে থামিয়ে দেয়]

হাকিম : দ্বিতীয়ত পুলিশের কর্তব্য কাজে বিঘ্ন ঘটিয়েছ—

কুদ্দুস : কোনটা পুলিশের কর্তব্য কাজ ? কেউ সহ্য করত না—

[বাধা পড়বে]

হাকিম : আদালতেও তুমি চরম অসংযম ও অসৌজন্যের পরিচয় দিয়েছ। একমাত্র কৈফিয়ত যা তুমি তোমার পক্ষে দাঁড় করিয়েছ, সে, হলো, চুরি করেছিলে নেশার ঘোরে। এটা কোনো যুক্তি হয়নি। স্বেচ্ছায় মাতাল হয়ে যদি আইন ভঙ্গ কর, তবে তার শাস্তিও ভোগ করতে হবে। আর আমার শেষ কথা হলো, তোমার মতো লোক, যারা মাতাল হয়ে রাত-বিরাতে নেশার ঘোরে যা খুশি তা করে বেড়ায়, সেটা জব্দ করার জন্যেই হোক কিংবা মজা দেখার জন্যেই হোক সমগ্র সমাজের তারা কলঙ্ক! নোংরা আবর্জনা বিশেষ!

আফজাল : (বেসামাল হয়ে) আব্বা, ঠিক কথাগুলোই তুমি আমাকে বলেছিলে— না ?

সৈয়দ : শ ষ্ ষ্। চুপ্!

হাকিম : এটা তোমার প্রথম অপরাধ। ইচ্ছে করেই সেজন্যে তোমাকে মৃদু শাস্তি দেয়া হলো। (একটু থেমে) এক মাস সশ্রম কারাদণ্ড।

[পুলিশরা এসে কুদ্দুসকে ধরে]

কুদ্দুস : (কোনো রকমে ঘাড় ঘুরিয়ে, তবু চিৎকার করে) এই তোমাদের ন্যায়বিচার, না ? ঐ বড়লোকের বাচ্চার জন্যে কোনো সাজা নেই, না ? ও মাতাল হয়নি ? আরেকজনের জিনিস ও তুলে আনেনি ? ওর যে টাকা আছে, সাজা দেবে কী করে ওকে ? থুক্ তোমাদের বিচারকে।

[পুলিশ ধাক্কা দিয়ে ওকে বাইরে নিয়ে যাবে]

হাকিম : (কাগজপত্র দেখে) আদালত আজকের মতো এখানেই শেষ।

[উকিল সাহেব উঠে এসে বই-পেন্সিল হাতে কোন্ সাংবাদিককে কী সব বলবে। আফজাল কলের পুতুলের মতো উঠে দাঁড়ায়। চলতে থাকে। চশমাটা পকেটে পুরে সৈয়দ সাহেবও উঠে দাঁড়িয়েছেন।]

সোনার মা : (পাশ থেকে) সাব, সাব, আমার এ-কী হইল— সাব—

[পাশ কাটিয়ে সবাই চলে গেল। সোনার মা অমনি হতবিহ্বল দাঁড়িয়ে আছে। ধীরে ধীরে নেমে আসবে অন্ধকার]

[যবনিকা]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখরা রমণী বশীকরণ

[উইলিয়াম শেক্সপিয়র বিরচিত]

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃদুভাষিণী চারুহাসিনী পতিভাবিনী
শ্যালিকা ফরিদা নাসির লাভুকে
মুখরা রমণী স্ত্রীকরণ উপহৃত হলো

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

শেক্সপিরীয় নাট্যপ্রতিভার যা বিশিষ্ট গৌরব তার সকল চিহ্নসমূহ 'টেমিং অব দি শ্রু' নাটকে পূর্ণ প্রস্ফুটিত নয়। প্রতিভা তখনো বিকাশোন্মুখ। শব্দের যে যাদুকরি শক্তির প্রভাবে তাঁর নাটকের চরিত্রসমূহ অনন্যসাধারণ সূক্ষ্মতা ও প্রগাঢ়তা লাভ করে, মঞ্চে পরিবেশিত প্রবল আলোড়নকারী ক্রিয়াময় দ্বন্দ্ব-সংঘাত যে-উপস্থাপনার কৌশলে জগৎ ও জীবনের এক অপরূপ কাব্যময় রূপক সৃষ্টি করে, 'টেমিং অব দি শ্রু'তে তার বিশেষ কোনো ছাপ নেই। হয়তো নাট্যকারের সেরূপ কোনো অভিপ্রায়ও ছিল না। হয়তো সে-শক্তিও তিনি তখনো পুরোপুরি অর্জন করেন নি। এই পর্বে তাঁর ক্রীড়াশীল সৃজনী প্রতিভা নানারূপ প্রাথমিক প্রয়াসের মধ্য দিয়ে সবেমাত্র নিজেকে আবিষ্কার করতে শুরু করেছে। 'টেমিং অব দি শ্রু'র রচনাকাল সম্ভবত ১৫৯৩ খ্রিষ্টাব্দ। এর আগে রচনা করেছেন ইতিহাসাশ্রিত নাটক *ষষ্ঠ হেনরী এবং তৃতীয় রিচার্ড*; সুশৃঙ্খল ঘটনাক্রম সুগ্রথিত করে গঠন করেন কৃত্রিম রঙ্গনাট্য *কমেডি অব এররস* এবং বিভৎস শোণিতাক্ত লোমহর্ষক ঘটনাবলী স্তূপীকৃত করে নির্মাণ করেন *টিটাস এ্যান্ড্রোনিকাস*। তারপরই 'টেমিং অব দি শ্রু'। শেক্সপিয়রের জগৎ বিখ্যাত বহুজনবিদিত নাটকসমূহ; যেমন *রোমিও জুলিয়েট, এ মিডসামার নাইটস ড্রিম, মার্চেন্ট অব ভেনিস, এ্যাজ ইউ লাইক ইট, টুয়েলফথ নাইট হ্যামলেট, ওথেলো, কিং লিয়ার, ম্যাকবেথ* সবই 'টেমিং অব দি শ্রু'র পরবর্তীকালে রচিত।

তাই বলে 'টেমিং অব দি শ্রু' দর্শকমণ্ডলীর নিকট কোনো দিনই উপেক্ষণীয় ছিল না। শতাব্দীর পর শতাব্দী বিশ্বের সেরা কুশিলবগণ গভীর আগ্রহ নিয়ে এই নাটক মঞ্চে রূপায়িত করেছেন এবং সামাজিকগণ তা প্রত্যক্ষ করে বাধাবন্ধনহীন উদ্দাম অট্টহাস্যে ক্রমাগত আলোড়িত ও বিস্ফোরিত হয়েছেন। এই নাটকের সমকালীন মঞ্চ সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে, সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে ফ্লেচার 'টেমিং অব দি শ্রু'র পরিপূরক কাহিনী হিসেবে একটি নতুন নাটক রচনা করেন। তাতে স্বামী শায়েস্তা করার চিত্র প্রদর্শিত হয়। নাটকটির নাম ছিল 'দি ওয়োম্যানস প্রাইজ' অথবা 'দি টেটমার টেইমড'।

একটি সর্বজন পরিচিত অতি পুরাতন মামুলি স্থূল কাহিনীকে শেক্সপিয়র এমন এক অত্যাশ্চর্য সবল সতেজ সরসতা দান করেন যে, কঠিনতম শীতল-হৃদয় রুচিবাগীশগণও এর সংস্পর্শে এসে কৌতুকানন্দে বিগলিত না হয়ে পারেন না। তবে, বলা বাহুল্য, এই নাটক তখনই সর্বাপেক্ষা অধিক উপভোগ্য হয় যখন আমরা এই নাটকে অভিপ্রেত রসের অতিরিক্ত কিছু দাবি না করি। 'টেমিং অব দি শ্রু' পুরোপুরি রঙ্গনাট্য। এর সবটাই কৌতুক। সবটাই রঙ্গ, সবটাই রগড়। এর অনেকখানিই ভান, অনেকখানিই অতিরঞ্জন। কাহিনী এক অর্থে অতিশয় পার্থিব, লৌকিক, গার্হস্থ্যমূলক আবার অন্য অর্থে, নিতান্তই অলীক, কৃত্রিম, অবাস্তব। এইজন্যই ক্যাথেরিনা প্রবলভাবে রোষপরায়ণ হওয়া সত্ত্বেও কখনই আমাদের বিরাগভাজন হয় না এবং পেট্রুশিও তার পতিত্ব প্রতিষ্ঠায় বর্বরোচিত তেজস্বিতা প্রকাশ করলেও আমাদের সহাস্য সংবর্ধনা লাভ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাঝে মাঝে যে আমরা দ্বন্দ্বে পতিত না ২২ ৩। নয়। যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পেট্রুশিও খাদ্যবঞ্চিত নিদ্রাতাড়িত পথশ্রান্ত ক্যাথেরিনার স্বকীয় ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দিয়ে তাকে দিয়ে হুকুম মোতাবেক, দিনকে রাত, সূর্যকে চাঁদ এবং বৃদ্ধকে তন্বী বলে গ্রহণ করতে বাধ্য করায় তখন মুখরা রমণী বশীকরণের এই প্রক্রিয়া আমাদের নিকট আর কৌতুকাবহ মনে হয় না। শেষ দৃশ্যে পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে ক্যাথেরিনা যখন নিতান্ত দাসীভাবে পতিবন্দনায় মুখর হয় তখনো আমাদের নিকট তা গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় না। কখনও কখনও এরূপও মনে হয় যে, এই নাটকে ক্যাথেরিনা যথার্থই লাঞ্ছিত ও অপমানিত নারীর প্রতিমূর্তি এবং পেট্রুশিওর অহঙ্কার, নিষ্ঠুরতা ও অর্থগৃধ্নুতার নামান্তর মাত্র।

এই সম্ভাব্য স্ববিরোধিতার জন্য হয়তো শেক্সপিয়রের অতিগুণান্বিত প্রতিভাই দায়ী। তাঁর সুগভীর জীবনদৃষ্টি ও সহানুভূতি নিজের অজান্তেই অবিমিশ্র তামাশার মধ্যেও মানবিক মূল্যবোধকে আহ্বান করে আনে, কৌতুকাবহ অলীক চরিত্রকেও প্রায় মর্মাশ্রয়ী মানুষে রূপান্তরিত করতে উদ্যত হয়। তখন আমাদের হাসির অন্তরালেও যেন সহানুভূতি ও সমবেদনা অজ্ঞাতসারে সঞ্চারিত হতে থাকে। রঙ্গনাট্য দর্শনে উদ্যোগী হয়ে আমরা যেন এরূপ বাস্তব বেদনাবোধের দ্বারা ভারাক্রান্ত না হই সেজন্য শেক্সপিয়র সচেতনভাবে কিছু বিশেষ কলাকৌশল অবলম্বন করেছিলেন। আমাদের স্মরণ রাখা দরকার যে, 'টেমিং অব দি শ্রু' নাটকের একটি সরস উপক্রমণিকা আছে। তাতে এই সত্য উদ্‌ঘাটিত করা হয়েছে যে, 'টেমিং অব দি শ্রু' জীবনালেখ্য নয়, এটা নাটক, দুনো নাটক, নাটকের মধ্যে নাটক। এক চালচুলোহীন মাতালের মতিভ্রম ঘটাবার জন্য এক ভ্রাম্যমান নাটুয়া দল এই পালা প্রদর্শন করে।

'টেমিং অব দি শ্রু' নাটক উল্লেখযোগ্য সাফল্যের সঙ্গে ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্র থেকে ১৯৬৯ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর প্রচারিত হয়। প্রদর্শনকাল ছিল সর্বমোট দুই ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট। এই অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন সাফল্যের জন্য সর্বাধিক কৃতিত্বের অধিকারী প্রযোজক, পরিচালক ও দৃশ্য পরিকল্পক শিল্পী মোস্তফা মনোয়ার।

টেলিভিশনে প্রচারিত হবার পর অনেক সমালোচক এই নাটকের অনুবাদ প্রণালী সম্পর্কে কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করেন। আমি সংক্ষেপে আমার বক্তব্য পেশ করছি।

মুখরা রমণী বশীকরণ শেক্সপিয়রের 'টেমিং অব দি শ্রু' নাটকের বাংলা রূপান্তর বা ভাবানুবাদ নয়। আমি সাধ্যমতো হুবহু অনুবাদ করতে চেষ্টা করেছি; সাধ্যমতো সততার সঙ্গে মূলের প্রতি শব্দ প্রতি চরণ বাংলায় অনুবাদ করতে প্রয়াস পেয়েছি। আমার বিশ্বাস সমগ্র নাটকে সর্বমোট পনের লাইনের বেশি পরিমাণ স্থলে আমি ইচ্ছাকৃতভাবে মূলের পরিবর্তন করি নি। মূল নাটকে সংলাপের চরণ সংখ্যা দুই হাজার আটশ' উনিশ।

অনেকে উল্লেখ করেছেন যে, আমি অনুবাদে পেট্রুশিওর মুখে পাক-ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী ও উপমাবহুল নিম্নোক্ত সংলাপ ও গান সংযোজন করে অনুবাদকের স্বাধীনতার সীমানা লঙ্ঘন করেছি এবং স্বাভাবিকতার পরিবর্তে দেশকালগত অসঙ্গতি সৃষ্টি করেছি :

ক. "হোক সে তাড়কার মতো কদাকার, হিড়িম্বার মতো
উৎপীড়নকারী, মন্দোদরীর মতো বর্ষীয়ষী, আমি
তাতে বিচলিত নই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খ. জনম অবধি হাম
রূপ নেহার লুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ
হিয়ে হিয়ে রাখলু
তব হিয়া জুড়ল না গেল।

সমালোচকগণের বিচার যুক্তিসঙ্গত। এই দুই স্থল আমার অনুবাদের দুই দুর্বল বিন্দু। আমার সমস্যা ছিল এই যে, উপরোক্ত সংলাপের মূলে গ্রীক উপাখ্যানের যে-সকল চরিত্র তুলনা হিসেবে ব্যবহৃত হয় তারা অনেক দেশীয় শিক্ষিত পাঠকগণের কাছেও নিতান্ত অপরিচিত। মূলে ছিল,

Be she as foul as Florentias' love,
As old as Sibyl,
and as curst and shrewd
As Socrates' Xanthippe or worse

ইত্যাদি।

আমার আশঙ্কা ছিল অনুবাদে ঐ সকল অপরিজ্ঞাত বিদেশী নাম হুবহু ব্যবহার করলে হয়তো তা বাংলাভাষী পাঠকের নিকট কোনো ভাবোদ্রেকই করবে না। নিরুপায় হয়ে পাক-ভারতীয় ঐতিহ্য থেকে তুল্যমূল্য নাম নির্বাচন করে নেই। আরো একটি কি দু'টি নামের ক্ষেত্রেও আমি অনুরূপ স্বাধীনতা গ্রহণ করেছি। এতে যে কোনো সমস্যার সমাধান হয় নি পাঠক-দর্শকের প্রতিক্রিয়া থেকে আমার কাছেও তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই একই ত্রুটি পদাবলীর গানটি ব্যবহার করার ফলেও ঘটেছে। হয়তো মূল ইংরেজি গানের নিম্নোক্ত ভাবানুবাদ বেশি সঙ্গত বলে অনুমিত হতে পারত:

"কোথা গেল সে জীবন
অতীতের প্রাণপণ
প্রয়াসে গড়া।
কোথা গেল জটা-ভস্ম
এও হল বিশ্বাসৎ
প্রণয়ে পড়া।"

বলা বাহুল্য শত চেষ্টা সত্ত্বেও অনুবাদ সর্বত্র আশানুযায়ী মূলানুগ বা সরস হতে পেরেছে এমন দাবি আমি করতে পারি না। তবে অনুবাদ করবার সময় আমি চরণে চরণে নাটকটির বিভিন্ন মোটিভ সংস্করণ পরীক্ষা করতে করতে অগ্রসর হয়েছি। বাংলা ভাষার নাটকীয় সংলাপের স্বাভাবিকতা রক্ষার নিমিত্ত বাকভঙ্গির যেটুকু রদবদল অপরিহার্য মনে হয়েছে মূলের ওপর তার অতিরিক্ত খোদকারি প্রায় কখনও করতে যাই নি। সে স্বাধীনতার সীমানাও পূর্বে নির্দেশ করেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখরা রমণী বশীকরণ

[Shakespeare রচিত Taming of the Shrew নাটকের বঙ্গানুবাদ]

মুনীর চৌধুরী

চরিত্র

ব্যাপ্তিস্তা	:	পাদুয়ার ধনাঢ্য নাগরিক
ভিনসেনশিও	:	পিসার প্রধান নাগরিক
লুসেনশিও	:	ভিনসেনশিওর পুত্র, বিয়াঙ্কার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী
পেট্রুশিও	:	ভেরোনার যুবক, ক্যাথেরিনার প্রণয় নিবেদক
গ্রিমিও হোর্টেনসিও	:	বিয়াঙ্কার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী
ত্রাণিও বিয়োনদেলো বালক	:	লুসেনশিওর অনুচর
গ্রুমিও	:	পেট্রুশিওর সহচর
কার্টিস	:	পেট্রুশিওর বৃদ্ধ গৃহভৃত্য
নাথানিয়েল ফিলিপ জোসেফ নিকলাস নিটার	:	পেট্রুশিওর অপরাপর ভৃত্য
মানটুয়ার		একজন পণ্ডিত পুরুষ
ক্যাথেরিনা, মুখরা বিয়াঙ্কা	:	ব্যাপ্তিস্তার কন্যাদ্বয়
একজন বিধবা		
দর্জি, খিদমতগার, ভৃত্য		

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

লুসেনশিও : বুঝলে ত্রাণিও, এই হলো পাদুয়া, সকল শিল্পকলার খেলাঘর। আমার অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষা এখানে আসি, ইতালির মনোরম উদ্যান, সুজলা-সুফলা ল্যোম্বার্দি ঘুরে-ফিরে দেখি। পিতা ভালোবেসে বিদায় দিয়েছেন। এখন আমার সম্বল তাঁর শুভেচ্ছা। সঙ্গী তুমি, আমার বিশ্বস্ত অনুচর, কোনো কাজে যার কোনো ত্রুটি নেই। এখানে রচনা করব নতুন জীবন, মহানন্দে উদ্যোগী হব বিদ্যাভ্যাসে, দুরূহ জ্ঞানার্জনে। যে-পিসা বিখ্যাত বহু মহামানবদের কীর্তির জন্য, সেই পিসা আমাকে জন্ম দিয়েছে এবং তারও আগে, বেত্তিভোলি বংশোদ্ভূত আমার পিতা ভিনসেনশিওকে, বাণিজ্যে যার প্রতিপত্তি আজ সারা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত। এতদিন প্রতিপালিত হয়েছি ফ্লোরেন্সে, এবার পাদুয়ায় প্রতিষ্ঠিত করব সৎকর্মের দৃষ্টান্ত। আমার গৌরবে উজ্জ্বলতর হবে পিতার ঐশ্বর্য, পূর্ণ হবে তাঁর মনোবাঞ্ছা। অতএব ত্রাণিও, এখন থেকে আমার সাধনা হবে শুধু জ্ঞানার্জনের, শুধু নীতিশাস্ত্র আর দর্শনবিদ্যা অনুশীলনের। আনন্দকে যে সর্বাংশে পরিবর্জন করব তা নয়, তবে আমার লক্ষ্য হবে সাধ্যমতো সৎপথ থেকে চ্যুত না হয়ে প্রাণভরে তাকে গ্রহণ করা। তোমার কি মনে হয় পারব ? ভয় হয়। পিসা থেকে এসেছি পাদুয়ায়, যার অর্থ, গভীর তৃষ্ণা নিয়ে পরিতৃপ্তি লাভের আশায় ঝাঁপিয়ে পড়েছি এদো ডোবা থেকে গভীর জলাশয়ে।

ত্রাণিও : সদাশয় প্রভু, আপনার যেরূপ অভিভূত অবস্থা, আমারও তদ্রূপ। তবে অবহিত হয়ে আনন্দিত হলাম যে মধুর দর্শনের মধু পানের নিমিত্ত আপনি পূর্বের মতোই কৃতসংকল্প। আসল কথা কি জানেন প্রভু, যদিও সুনীতি ও সৎকর্মের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করা খুবই উচিত কর্ম তাহলেও আদ্যপান্ত মুনিঋষি বনে যাওয়ার চেষ্টা করা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। এ্যারিস্টটলের বিধি-নিষেধে যতই আস্থাবান হন না কেন, দেখবেন, তাই বলে ওভিদকে যেন একেবারে অস্পৃশ্য ও পরিত্যাজ্য গণ্য করবেন না। ন্যায়শাস্ত্র ব্যবহার করবেন প্রতিবেশীর আচরণে, অলঙ্কারশাস্ত্র প্রয়োগ করবেন দৈনন্দিন কথোপকথনে। অঙ্কশাস্ত্র ও দর্শনতত্ত্বের স্বাদ গ্রহণ করবেন নিজ নিজ রুচির চাহিদা অনুযায়ী, তার অতিরিক্ত একটুও নয়। কারণ যে-কর্মে আনন্দ নেই তা থেকে ফল লাভ দুঃসাধ্য। অতএব সেই বিদ্যাভ্যাসেই উদ্যোগী হন যা আপনার হৃদয়ধর্মের অনুকূলে।

লুসেনশিও : অতি উত্তম পরামর্শ দিয়েছ। ঐ বিয়োনদেলোটা যদি এতদিন এদেশে পৌঁছে যেত তাহলে আমরা এখন থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারতাম। অচিরে পাদুয়ায় যে-বন্ধুবর্গ লাভ করব তাদের উপযুক্ত আপ্যায়নের জন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখনি একটি মনোরম বাসস্থান সংগ্রহ করা দরকার। দেখত, মনে হচ্ছে কারা যেন এদিকেই আসছেন।

ত্রাণিও : মনে হচ্ছে যেন, আমাদের সংবর্ধনা জানাবার জন্যই নাগরিকগণ কোনো উৎসবের আয়োজন করেছেন।

[উভয়ের অন্তরালে গমন]

[প্রবেশ করে ব্যাপ্তিস্তা, ক্যাথেরিনা, বিয়াঙ্কা, গ্রিমিও ও হোর্টেনসিও।]

ব্যাপ্তিস্তা : দেখুন, আপনারা আমাকে আর অনুরোধ করবেন না। আমার সিদ্ধান্ত আমি কোনোক্রমে পরিবর্তন করব না, সে-কথা আমি আপনাদের কাছে বারবার ব্যক্ত করেছি। যে-পর্যন্ত আমার জ্যেষ্ঠা কন্যার জন্য স্বামী সংগৃহীত না হয়েছে সে-পর্যন্ত কনিষ্ঠার বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে না। আপনাদের উভয়কে আমি উত্তমরূপে জানি এবং বিশেষ প্রীতির চোখে দেখি। আপনাদের মধ্যে যে কেউ একজন যদি ক্যাথেরিনাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকেন তবে তাঁকে যদৃচ্ছা প্রণয় নিবেদন করুন, আমার তাতে পরিপূর্ণ সম্মতি থাকবে।

গ্রিমিও : (স্বগত) প্রণয় নিবেদন না শকট-পরিবহন! এই ভয়ানক মহিলা আমার জন্য নয়। তা হোর্টেনসিও, তোমার মনে কি পত্নীলাভের কোনো আকাঙ্ক্ষা আছে ?

ক্যাথেরিনা : এই দুই বোড়ের সংযোগের মধ্যে নিক্ষেপ করে আপনি আমাকে অপদস্ত করতে চাইছেন। এ অন্যায় কথা বাবা।

হোর্টেনসিও : কুমারী হয়ে অত অনায়াসে যোগ-সংযোগের কথা বলা উচিত নয়। যদি নিজেকে আরো সলজ্জ ও নমনীয় করে গড়ে তুলতে না শেখেন, তবে আসল যোগাযোগই কোনোদিন আপনার জীবনে হবে না।

ক্যাথেরিনা : সেজন্য আপনার শঙ্কিত হবার কোনো কারণ নেই। রমণী হৃদয়ের ত্রিসীমানায় পৌঁছা আপনার কর্ম নয়। যদি তেমন অঘটনও ঘটে তবে নিশ্চিন্ত জানবেন, সে-মেয়ে ঐ মুখ আঁকশি দিয়ে আঁচড়ে, তাতে চুনকালি লেপ্টে কাকতাড়ুয়া বানিয়ে লটকে রাখবে।

হোর্টেনসিও : এই সব ডাকিনীর হাত থেকে আল্লা আমাকে রক্ষা করুন।

গ্রিমিও : আমাকেও!

ত্রাণিও : ভালো রঙ্গের খোঁজ পাওয়া গেছে প্রভু! এই রমণী হয় ঘোরতর উন্মাদিনী, না হয় পরিপূর্ণরূপে স্বাতন্ত্র্যপন্থী।

লুসেনশিও : আমি দেখছি অন্য মেয়েটিকে। আদর্শ কুমারী কন্যার নম্রতা ও ধীরতার কী অপূর্ব সম্মেলন ঘটেছে ঐ মূর্তিতে! এখন কোনো কথা বলো না ত্রাণিও।

ত্রাণিও : যথার্থ বলেছেন। আমি টু শব্দটি করব না! আপনি প্রাণভরে দেখুন।

ব্যাপ্তিস্তা : যা বলেছি তা কার্যে পরিণত করতে আমি বিলম্ব করব না। বিয়াঙ্কা মা, আমার আচরণে দুঃখিত হয়ো না। তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটুও হ্রাস পায়নি। ছিঃ, অশ্রুপাত করো না। যাও, তুমি এবার একটু ভেতরে যাও।

ক্যাথেরিনা : কী আদুরে দুলালী আমার! কথায় কথায় চোখে পানি আনা চাই, তাও যদি বা বুঝতে পারত কোন দুঃখে কাঁদছে!

বিয়াঙ্কা : বোন আমার দুঃখে যদি তোমার আনন্দ হয় হোক। বাবা, তোমার কথায় আমি চিরবাধ্য। এখন থেকে কেবল বাদ্যযন্ত্র ও পাঠ্যগ্রন্থ হবে আমার নিত্য সহচর। অন্য কোনো কর্মে রত হব না, অন্য কোনো দিকে দৃষ্টিপাত করব না।

লুসেনশিও : শুনলে ত্রাণিও, শুনলে! ঐ কণ্ঠস্বর কোনো মানবীর নয়। যেন কোনো স্বর্গীয় অপ্সরা কথা কইল।

হোর্টেনসিও : জনাব, আপনি সত্যি বিয়াঙ্কার প্রতি এইরূপ নিষ্ঠুর আচরণ করবেন? আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, সকলের শুভ কামনা পরিণামে বিয়াঙ্কার জন্য এত দুঃখ ডেকে আনল।

গ্রিমিও : এই দজ্জালনীর জন্য আপনি ঐ মেয়ের পায়ে শিকলী পরাবেন কেন? জিহ্বার অপরাধ একজনের আর প্রায়শ্চিত্তের বোঝা বইবে আরেকজন?

ব্যাপ্তিস্তা : আপনারা বৃথা বাক্য ব্যয় করছেন। যা স্থির করেছি তার নড়চড় হবে না। বিয়াঙ্কা, তুমি ভেতরে যাও।

[বিয়াঙ্কার প্রস্থান]

আমি জানি সঙ্গীত, কাব্য ও বাদ্যযন্ত্রের চর্চায় ও মেয়ে যত আনন্দ পায়, তেমনি অন্য কিছুতে নয়। ভাবছি, ওই বয়সের মেয়েকে শেখাতে পারবে এমন উপযুক্ত লোক পেলে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করে নিজের বাড়িতেই রেখে দিই। হোর্টেনসিও-গ্রিমিও, তোমরা যদি কখনও তেমন লোকের সন্ধান পাও অবশ্য আমার কাছে প্রেরণ করবে। জানইতো, কন্যাদের সুশিক্ষার জন্য আমি সর্বদা মুক্তহস্ত এবং গুণীর কদর করতেও আমি কখনও কসুর করি না। আমাকে এবার বিদায় নিতে হচ্ছে। অনেক কাজ পড়ে আছে। ক্যাথেরিনা, তুমি ইচ্ছে করলে একটু পরে আসতে পার। ততক্ষণ আমি বিয়াঙ্কার সঙ্গে দু'একটা কথা বলি গিয়ে। [প্রস্থান]

ক্যাথেরিনা : আমি অপেক্ষা করব কেন? কার জন্য? কোথায় কতক্ষণ থাকতে হবে আর কখন চলে যেতে হবে সে-বিষয়ে আমার নিজেরই যথেষ্ট কাণ্ডজ্ঞান আছে। অন্যের ইশারা অনাবশ্যক। আমি তার পরোয়া করি না। [প্রস্থান]

গ্রিমিও : আপনি স্বচ্ছন্দে রসাতল পর্যন্ত যেতে পারেন। আপনার মতো মহিষীকে আটকে রাখি এমন ক্ষমতা আমাদের কারো নেই। হোর্টেনসিও, একেকবার মনে হয় রমণীর প্রেম বড়ই অসার! আমাদের কোনো আশা নেই। সকল দিক থেকে গুড়ে বালি। মাটি কামড়ে পড়ে থাকা ছাড়া কিছু করার যো নেই। বিদায় বন্ধু। আর দেখি, সুহাসিনী বিয়াঙ্কার জন্য হৃদয়ে যে ভালোবাসা সঞ্চিত আছে তার তাড়নায় ওর জন্য একজন উপযুক্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গৃহশিক্ষক খুঁজে বের করতে পারি কি না। তেমন লোকের সন্ধান পেলে সঙ্গে সঙ্গে ওঁর পিতার কাছে পাঠিয়ে দেব।

হোর্টেনসিও : সে চেষ্টা আমিও করব গ্রিমিও। কিন্তু তার আগে আরো একটা কথা আমার মনের মধ্যে এসেছে। ভালো করে শোন। দেখ, আমাদের মধ্যে যে-প্রতিদ্বন্দ্বিতা তার মধ্যে আপোসের কোনো স্থান নেই একথা খুবই সত্য। তবে কথা হচ্ছে এই যে, হালে যা ঘটতে যাচ্ছে তাতে আমাদের উভয়ের স্বার্থ সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য। এখন সময় এসেছে, বিশেষ একটা কার্যসিদ্ধির জন্য একজোটে কাজ করার। যদি তা করতে পারি কেবলমাত্র তাহলেই আবার আমরা আমাদের প্রেয়সীর চন্দ্রমুখ দর্শন করার সুযোগ লাভ করব। হৃদয় লাভের জন্য আবার বিয়াঙ্কার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পুলক অনুভব করতে পারব।

গ্রিমিও : কী করতে হবে কথাটা খুলে বল।

হোর্টেনসিও : জ্যেষ্ঠা ভগিনীর জন্য সত্বর একজন পতি নির্বাচন করে দিতে হবে।

গ্রিমিও : পতি! বল, প্রেত, প্রেত!

হোর্টেনসিও : ওই হলো। পতি, পতি।

গ্রিমিও : কক্ষণো নয়! প্রেত হলেও হতে পারে। আচ্ছা হোর্টেনসিও তুমি নিজেই একবার ভেবে দেখ। কেথির বাবার যত ধনদৌলতই থাক না কেন, এমন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য কে আছে যে ঐ অগ্নিশিখাকে পত্নীরূপে আলিঙ্গন করতে সম্মত হবে!

হোর্টেনসিও : ধীরে গ্রিমিও, ধীরে। মহিলার প্রখর আচরণ সহ্য করার মতো ধৈর্য তোমার আমার হয়তো নেই। কিন্তু জগতে নিশ্চয়ই এখনো এমন সুযোগ্য পুরুষ রয়েছেন, আমাদের সঙ্গে তার সাক্ষাতও হবে, যিনি ঐ মেয়েকে তার সকল দোষত্রুটি সত্ত্বেও বিস্তর ধনসম্পত্তির সঙ্গে গ্রহণ করতে রাজি হবেন।

গ্রিমিও : আমার বিশ্বাস হয় না। তার চেয়ে বলো না কেন, প্রতি প্রত্যূষে সদর রাস্তায় প্রহৃত হওয়ার বিনিময়ে যৌতুকের ধন-সম্পদ গ্রহণ করতে রাজি হয়ে যাই।

হোর্টেনসিও : খুব বলেছ তুমি। তবে বুঝলে কিনা, যে অকূল পাথারে পড়েছে তার অত বাছবিচার করলে চলে না। আমার পরামর্শ শোন। এখন যে নতুন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে তার ফলে আমরা আর পরস্পরের বন্ধুত্ব স্বীকার না করে পারি না। আমাদের উচিত এই বন্ধুত্ব বজায় রেখে, জ্যেষ্ঠা কন্যার জন্য স্বামী সংগ্রহের ব্যাপারে বুড়ো ব্যাপ্তিস্তাকে সাধ্যমতো সাহায্য করা। এবং তৎসঙ্গে কনিষ্ঠাকে মুক্তিদানের ব্যবস্থা করা যাতে সে স্বাধীনভাবে পতি নির্বাচনে উদ্যোগী হতে পারে। যেদিন তা সম্ভব হবে সেদিন আমরাও না হয় পুনর্বার পরস্পরকে শত্রু বলে বিবেচনা করব। যে জয়ী হয় সেই মালা পরবে। বিয়াঙ্কাকে লাভ করে চিরসুখী হবে। রাজি আছ?

গ্রিমিও : আলবত রাজি আছি। সেই উদ্যোগী পুরুষকে আমি পাদুয়ার সর্বাপেক্ষা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্রুতগামী অশ্ব উপহার দেব যেন সে পলকে এখানে উপস্থিত হয়ে কেথিকে প্রণয়ে অভিভূত করে, তাকে পরিণয় পাশে আবদ্ধ করে ফেলে এবং পরে ওকেসহ দ্রুত দেশান্তরী হয়ে যায়।

[হোর্টেনসিও ও গ্রিমিওর প্রস্থান]

ত্রাণিও : অবাক কাণ্ড! প্রেম যে কাউকে এত তড়িৎবেগে কাবু করে ফেলতে পারে, কস্মিনকালেও ভাবিনি।

লুসেনশিও : আমিও কোনো দিন বিশ্বাস করিনি। কিন্তু আজ দেখ আমার কী দশা হয়েছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অলস দৃষ্টিতে একটা ঘটনা দেখছিলাম মাত্র আর ঐ অলস মনের ওপরই অলক্ষে প্রণয়ের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। তুমি আমার অতি বিশ্বস্ত সহচর। তোমার কাছে কখনও কোনো কথা গোপন করিনি। আজ অপকটে ঘোষণা করছি যে, যদি ওই লজ্জাবতী তন্বীটি লাভ করতে না পারি তবে বিরহে আমার দেহ শীর্ণ ও হৃদয় দগ্ধ হবে এবং অচিরে জীবনের অবসান ঘটবে। তোমার বুদ্ধিমত্তা ও সহৃদয়তার প্রতি শ্রদ্ধার অন্ত নেই। ত্রাণিও, সত্বর উপায় উদ্ভাবন কর এবং আমাকে সর্বপ্রকারে সহায়তা কর।

ত্রাণিও : যেরূপ অবস্থা দেখছি তাতে হিতোপদেশ দ্বারা আপনার হৃদয়াবেগ প্রশমিত করা যাবে এরূপ মনে হয় না। হৃদয়ে যখন প্রণয় প্রবেশ করেছে তখন আর নিস্তার নেই। এখন কেবলমাত্র চেষ্টা করতে হবে কী করে ন্যূনতম ক্ষতি স্বীকার করে এই বন্দিশালা থেকে মুক্তিলাভ করা যায়।

লুসেনশিও : তুমি যে এতদূর পর্যন্ত অনুধাবন করতে পেরেছ তাতেও আমি অনেক আশান্বিত হলাম।

ত্রাণিও : তা প্রভু, আপনি সর্বক্ষণ ঐ তন্বী দর্শনে এত আত্মনিমগ্ন ছিলেন যে পারিপার্শ্বিক ঘটনা সম্ভবত কিছুই লক্ষ করেননি।

লুসেনশিও : অতি গভীরভাবে লক্ষ করেছি ঐ শ্রীমুখের অপূর্ব লাবণ্য, ইতিহাসে কী কাব্যে যার তুলনা কেউ কোনোদিন খুঁজে পাবে না।

ত্রাণিও : আর কিছুই আপনার দৃষ্টিগোচর হয়নি? জ্যেষ্ঠা ভগিনী যে ওকে অতিশয় কটু ভাষায় কর্কশ কণ্ঠে তিরস্কার করল, আপনি তা শুনতে পাননি?

লুসেনশিও : আমি শুধু দেখেছি কনিষ্ঠের রক্তিম ওষ্ঠের সঞ্চালন, বায়ুমণ্ডলে অনুভব করেছি তার নিঃশ্বাসের সৌরভ, উপলব্ধি করেছি তার মাধুর্য, তার পবিত্রতা।

ত্রাণিও : নাঃ, এ দেখছি আচ্ছা মুস্কিলে পড়া গেল! এরকম আচ্ছন্ন অবস্থায় থাকলে তো কোনো কার্যই উদ্ধার হবে না। ভালো করে শুনে রাখুন, যদি সত্যি সত্যি ঐ কনিষ্ঠের প্রণয়াভিলাষী হয়ে থাকেন তবে আর কালবিলম্ব না করে সমগ্র সত্তায় সজাগ হয়ে উঠুন। মনোযোগ দিয়ে সব কথা বুঝতে চেষ্টা করুন। পার্শ্বে দণ্ডায়মান যে জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে দেখেছেন তিনি বড়ই মুখরা আর তেজস্বিনী রমণী। ওঁদের পিতা এই সংকল্প গ্রহণ করেছেন যে, জ্যেষ্ঠা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাত্রস্থ না হওয়া পর্যন্ত কনিষ্ঠা অবশ্যই কুমারী জীবন যাপন করবে। যাতে পাণিপ্রার্থীরা বর্তমানে কনিষ্ঠাকে আর উত্যক্ত করতে না পারে, সেজন্য এখন থেকে তাকে গৃহাভ্যন্তরেই আবদ্ধ থাকতে হবে।

লুসেনশিও : কী পাষাণ এই পিতৃহৃদয়! কিন্তু ত্রাণিও, আমি যেন আরো একটা কী কথা শুনলাম বলে মনে হয়? কন্যার পিতা কি অন্দরমহলে ওর সুশিক্ষার জন্য একজন উপযুক্ত গৃহশিক্ষকের খোঁজ করেননি?

ত্রাণিও : ঠিক বলেছেন। ঐ সূত্র ধরে আমিও অনেক কথা ভেবেছি।

লুসেনশিও : আমি ভেবে ভেবে একটা উপায় পর্যন্ত বের করে ফেলেছি।

ত্রাণিও : হয়তো ঐ একই চিন্তা আমার মাথায়ও এসেছে।

লুসেনশিও : নমুনা শোনাও। মিলিয়ে দেখি।

ত্রাণিও : আপনি ঐ বাড়িতে গৃহশিক্ষক রূপে নিযুক্ত হতে চান। কুমারী কন্যার শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে চান।

লুসেনশিও : ঠিক ধরেছ। সম্ভব হবে মনে কর?

ত্রাণিও : না। কারণ, তাহলে আপনার ভূমিকা গ্রহণ করবে কে? পাদুয়ার ভিনসেনশিওর পুত্র হবে কে? তাঁর বাড়িতে থাকবে কে, তাঁর পুস্তকাদি ঘাঁটবে কে, তাঁর ইয়ারবক্সিদের আপ্যায়ন করবে কে, তাঁদের আতিথেয়তার ভার নেবে কে?

লুসেনশিও : ব্যাস আর বেশি বলতে হবে না। আমি সব ব্যবস্থা ঠিক করে দিচ্ছি। নতুন জায়গায় নতুন বাড়িতে কেউ আমাদের চর্মচক্ষে দেখেনি। আর কে প্রভু কে ভৃত্য আমাদের চেহারায় তার কোনো ছাপ দেয়া নেই। অতএব আমার সিদ্ধান্ত এই যে, এখন থেকে ত্রাণিও, আমার বদলে তুমিই হলে প্রভু। তুমিই বাড়ির মালিক হবে, ঘরদোর দেখবে, চাকর-নফর খাটাবে। আমি হলে যা যা করতাম সবই করবে। আর আমার পরিচয় হবে ফ্লোরেন্স কী নেপল্‌স কী পিসা থেকে আগত কোনো নগণ্য নাগরিকের। কোনো কথা নয় আর। যেমন বলছি চটপট সে রকম করতে থাকো। তাড়াতাড়ি তোমার পুরনো খোলস পাল্টে আমার ঐ রঙিন টুপি আর চোগা পরে নাও। বিয়োনদেলো এলে সেও এখন থেকে তোমার হুকুমের তাঁবেদার হবে। ও যেন মুখ সামলে চলে, সেজন্য ওকে আমি শিখিয়ে-পড়িয়ে রাখব।

ত্রাণিও : অবশ্যই সে-কাজটি ভালো করে করবেন। আমি আপনার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সদা প্রস্তুত। বিদায়কালে আপনার পিতাও আমাকে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, আমি যেন কখনও আপনার সেবা থেকে বিরত না হই। যদিও যে-কাজে এখন ব্রতী হয়েছি সেরকম সেবা করার কথা তিনিও ভাবেননি। সে যাই হোক, আপনার চিরানুগত দাস রূপে আমি আজ লুসেনশিওর নির্দেশেই লুসেনশিওর ভূমিকা গ্রহণে সম্মত হলাম।

লুসেনশিও : আর আমি প্রেমিক লুসেনশিও হব কৃতদাস, সেই রমণী রত্ন লাভের আশায়, যার রূপরাশি দর্শনমাত্র আমার চোখ নিষ্পলক হয়ে আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[বিয়োনদেলোর প্রবেশ।]

পাষণ্ডটা এতদিনে হাজির হয়েছে। কোথায় ছিলি এতদিন ?

বিয়োনদেলো : আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন আমি কোথায় ছিলাম ? তারচেয়ে অধিক সঙ্গত প্রশ্ন, আপনাকে জিজ্ঞেস করা, আপনি এখন কোথায় আছেন ? প্রভু, দুর্বৃত্ত ত্রাণিও আপনার বস্ত্র অপহরণ করেছে, না আপনি ওরটা ? না উভয়ে উভয়ের ? অনুগ্রহ করে খুলে বলুন।

লুসেনশিও : হতভাগা! রসিকতা করার আর সময় নেই। যে কাজের সময় হয়েছে এখন তাই কর। আমার প্রাণ রক্ষার জন্য ত্রাণিও আমার পোশাক পরেছে, আমার নাম ধারণ করেছে। ওরটা গায়ে জড়িয়ে আমি আত্মগোপনের ফিকিরে আছি। তোকে আর বলব কী, বন্দরে অবতরণ করেই এক ব্যক্তির সঙ্গে আমার কলহ বেধে যায়। আমার অস্ত্রাঘাতে ওর মৃতদেহ যখন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তখন এদেশের কেউ হয়তো তা দেখে থাকবে। আমাকে এক্ষুণি এখান থেকে পালাতে হবে। এখন থেকে তুই হলি ওর অনুচর, ওর হুকুম মোতাবেক চলবি। বুঝতে পেরেছিস ?

বিয়োনদেলো : কিছুই আর বাকি নেই।

লুসেনশিও : ত্রাণিওর নাম এক রত্তিও মুখে আনবি না। ত্রাণিও এখন লুসেনশিও বনে গেছে।

বিয়োনদেলো : ওর খোস-নসিব। যদি আমারও সে-রকম সৌভাগ্য হত!

ত্রাণিও : যদি সৌভাগ্যের আর্জিই পেশ করলি তবে আরেক পা এগিয়ে বলিস না কেন, হায়, লুসেনশিও যদি ব্যাপ্তিস্তার কনিষ্ঠা কন্যাকে লাভ করতে পারত! এসব কথা রাখ এখন। আমি আমার নিজের জন্য বলছি না। শুধু প্রভুর স্বার্থে বলছি, লোকজনের সামনে সর্বক্ষণ আমাকে খুব সমীহ করে চলবি। নির্জনে ত্রাণিও বলে ডাকিস কিছু বলব না। কিন্তু বাইরে, সব সময়ে, আমি হলাম গিয়ে লুসেনশিও, তোর প্রভু।

লুসেনশিও : চল ত্রাণিও, এবার আমরা অগ্রসর হই। তোমাকে আমার জন্য আরো একটা কাজ করতে হবে। ঐ কনিষ্ঠা কন্যার জন্য তোমাকেও একজন পাণিপ্রার্থী সাজতে হবে। কোনো প্রশ্ন নয়। খুব সঙ্গত এবং গুরুতর কারণ রয়েছে।

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পেট্রুশিও এবং তার অনুচর গ্রুমিওর প্রবেশ]

পেট্রুশিও : বিদায় ভেরোনা। পাদুয়ায় প্রবেশ করেছি কিছু পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব বলে। বিশেষ করে আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় বিশ্বস্ত বন্ধু হোর্টেনসিওর সঙ্গে। মনে হচ্ছে এইটেই তার গৃহ। ওরে গ্রুমিও, জোরে ঘা লাগা।

গ্রুমিও : ঘা লাগাব! কাকে! কেউ কি প্রভুর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেট্রুশিও : হতচ্ছাড়া, আমার সামনে আঘাত করতে বলছি!

গ্রুমিও : কোথায় বললেন? আপনার সামনে? পেছনে থেকে নয়? আমি আঘাত করব?

পেট্রুশিও : ওরে নরাধম, বলছি, পেটা, ঘা মার, ধাক্কা দে। যদি না করিস তবে আমিই তোর ঐ গাধার মাথা ভাঙব।

গ্রুমিও আপনি অকারণে আমার সঙ্গে কলহে লিপ্ত হতে চাইছেন। আমি আপনাকে প্রথম আঘাত করলে পরিণামে আমার কী দশা হবে সে কি আমি অনুমান করতে পারি না?

পেট্রুশিও : বেটাত আচ্ছা বজ্জাত! বেশ, তুই যখন কিছুতেই ঘা মারবি না তখন আমিই না হয় আংটা ধরে মোচড় দিয়ে দেখি। দেখি ভেতর থেকে কোন সুরে জবাব বের হয়।

[কান মোচড়াতে থাকে]

গ্রুমিও : রক্ষা কর। আমার প্রভু উন্মাদ হয়ে গেছেন। উন্মাদ! রক্ষা কর!

পেট্রুশিও : মার, ঘা মার। এবার ঘা মার।

[হোর্টেনসিওর প্রবেশ]

হোর্টেনসিও ব্যাপার কী, আরে এ-যে দেখছি আমাদের গ্রুমিও আর আমার প্রিয় বন্ধু পেট্রুশিও। ভেরোনার সব কুশল তো?

পেট্রুশিও তুমি কি আমাদের ঝগড়া মেটাতে এসেছ না কি? সে যাই হোক, তোমাকে দেখে কিন্তু মনটা আমার খুশিতে ভরে গেছে!

হোর্টেনসিও : তোমরা যে আমার গৃহে পদার্পণ করেছ সেজন্য আমি অশেষ আনন্দিত গ্রুমিও উঠে দাঁড়াও এবার। ওঠ। অবশ্যই এর একটা মীমাংসা পরে করা যাবে।

গ্রুমিও : মীমাংসা করার এর মধ্যে কিছু নেই। উনি আজ আমার সঙ্গে যে-আচরণ করেছেন, এরপর ওর সেবায় নিযুক্ত থাকা কারো উচিত নয়। উনি আমাকে বারবার বলেছেন, দু ঘা লাগাতে, ভালো করে ওকে পিটুনি দিতে। আপনিই বলুন, আমি ভৃত্য হয়ে বয়স্ক প্রভুকে কী করে আঘাত করি? যখন ছেলেমানুষ ছিলেন তখন হয়তো প্রহার করতে পারতাম। যদি পারতাম তবে সেই শিক্ষাদানের ফলে আজ হয়তো গ্রুমিওর পরিণাম এরূপ হত না।

পেট্রুশিও : বেটা যেমন বজ্জাত, তেমনি আহাম্মক। বুঝলে হোর্টেনসিও, ওঁকে একশ বার করে বললাম তোমার গৃহের দরজায় জোরে জোরে ঘা মারার জন্য— তা বদমায়েশটা কিছুতেই আমার কথা শুনবে না!

গ্রুমিও : এ্যাঁ? দরজায় ঘা মারতে হবে সেকথা আপনি স্পষ্ট করে বললেন না কেন? আপনি তো শুধু বলেছেন, ঘা মার, জোরে ঘা মার, পেটাও; আমি কী করে বুঝব?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেট্রুশিও : হয়েছে। তোমাকে আর বুঝাতে হবে না। হয় চুপ করে থাকো, নয় চোখের সামনে থেকে দূরে সরে যাও।

হোর্টেনসিও : পেট্রুশিও আর উত্তেজিত হোয়ো না। ওর হয়ে আমি কথা দিচ্ছি ভবিষ্যতে এ-রকম হবে না। তোমাদের মধ্যে তো এমন কাণ্ড ঘটার কথা নয়। গ্রুমিও তোমাদের কতদিনের পুরনো বিশ্বাসী আমুদে অনুচর। যাকগে ওসব কথা। কোন সু-বাতাসের টানে ভেরোনা থেকে পাদুয়ায় এসেছ তাই বল।

পেট্রুশিও : যে-হাওয়ার টানে মানুষ যৌবনে স্বদেশের ক্ষীণস্রোত জীবনকে সহ্য করে না, ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর দূর-দূরান্তে, ক্রমাগত অন্বেষণ করে সৌভাগ্যকে অচেনা মাটিতে। সরল ভাষায় আমার সংবাদ এই যে, কিছুকাল হলো পিতা পরলোক গেছেন। আমি নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়েছি ভাগ্যে রত্ন ও রমণী কতদূর জোটে পরীক্ষা করে দেখার জন্য। কিছু সম্পদ সঙ্গে আছে, দেশে আছে বিস্তর পণ্য, ভাবলাম এই বেলা জগতটাকে একবার ঘুরে দেখে আসি।

হোর্টেনসিও : আমার ইচ্ছা হচ্ছে, অতি সরল ভাষায় তোমাকে জিজ্ঞেস করি, সত্যি বিয়ে করবে নাকি ? এক গরবিনী মুখরা মেয়েকে বিয়ে করবে ? প্রস্তাবটা বোধ হয় খুব মনঃপুত হলো না। কিন্তু বন্ধু মেয়েটি সত্যি ধনী, বেশ বড় রকমের ধনী। তুমি যদি আমার এত ঘনিষ্ঠ বন্ধু না হতে তবে আমি অবশ্যই তোমাকে ওর সঙ্গে মিলিয়ে দিতাম।

পেট্রুশিও : হোর্টেনসিও, তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব অতি পুরাতন। অল্প কথাতেই আমরা পরস্পরকে বুঝতে পারি। যে-প্রণয়সঙ্গীতের আমি পিয়াসী টঙ্কার টনৎকারই হবে তাতে মুখ্য। অতএব তুমি যদি এমন রমণী রত্ন লক্ষ করে থাক বিষয় সম্পত্তিতে যে আমার পত্নীত্ব লাভের উপযুক্ত তাহলে তো সকল সমস্যারই সমাধান হয়ে গেছে। হোক সে তাড়কার মতো কদাকার, হিড়িম্বার মতো উৎপীড়নকারী, মন্দোদরীর মতো বর্ষীয়ষী, আমি তাতে বিচলিত নই। উত্তাল সমুদ্র-তরঙ্গের মতো সে যদি আমার দিকে ধাবিত হয়, আমি অভিভূত হব না। আমি এসেছি পাদুয়ায় শাদিতে সম্পদ লাভের জন্য, যদি পাদুয়ায় সম্পদ লভ্য হয় তবে সুখও হবে।

গ্রুমিও : আর কী! উনি ওঁর মনোভাব অতি সুস্পষ্ট রূপেই ব্যক্ত করেছেন। যদি ধনদৌলত মেলে তবে উনি কাচের পুতুল কি মাটির মূর্তিও বিয়ে করতে রাজি আছেন। থাক ব্যাধি না থাক দন্ত কিছু এসে যায় না। টাকার সঙ্গে যা কিছু ভেসে আসে সবই ওর চোখে মনোহর।

হোর্টেনসিও : তাই যদি হয় পেট্রুশিও তাহলে যে কথাটা কৌতুকের ছলে আরম্ভ করেছিলাম সেটা এখন সবিস্তারেই ব্যক্ত করি। উপযুক্ত পত্নীলাভের ব্যাপারে আমি তোমাকে সাহায্য করব। যার কথা তোমাকে বলেছিলাম তিনি যুবতী, রূপবতী এবং সুশিক্ষিতাও বটে। স্বভাবের মধ্যে দোষ মাত্র একটি। অবশ্য ঐ একটাই যথেষ্ট। মহিলা ভীষণ মেজাজি, মুখরা এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কহলপ্রিয়। আমার অবস্থার যদি শতগুণ অবনতি ঘটে তবুও ঐ রমণীকে আমি গোটা স্বর্ণখনির বিনিময়ে গ্রহণ করতে সম্মত হব না।

পেট্রুশিও : বেশ বুঝতে পারছি, স্বর্ণের কী মূল্য সে-সম্পর্কে তোমার এখনো সম্যক জ্ঞান জন্মেনি। তুমি শুধু মহিলার পিতার নামটা আমাকে বলে দাও। যে-বজ্রের গর্জনে বৈশাখের মেঘ কেটে চৌচির হয় ঐ মহিলা যদি স্বভাবত সে-রকম প্রবল কণ্ঠে গালমন্দ করেন, আমি তবু তাঁকে অধিকার করতে চাই।

হোর্টেনসিও : ওঁর বাবার নাম ব্যাপ্তিস্তা মিনোলা। অতিশয় অমায়িক ও সদাশয় ব্যক্তি। জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম ক্যাথেরিনা মিনোলা, মুখরা স্বভাবের জন্য পাদুয়ায় বিখ্যাত।

পেট্রুশিও : কন্যা আমার অচেনা, তবে পিতা পরিচিত। আমার পরলোকগত পিতাকে উনিও ভালো করে জানতেন। হোর্টেনসিও, এই কন্যার দর্শন লাভ না করা পর্যন্ত আমি শয্যাগ্রহণ করব না। যদি তুমি অবিলম্বে ঐ গৃহগমনে আমাকে সঙ্গদান না কর তবে নিশ্চিন্ত জানবে, অদ্যই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ।

গ্রুমিও : যখন একবার রোখ চেপেছে তখন ওঁকে যেতে দিন। তবে ওঁকে আমি যত ভালো করে জানি, ঐ মহিলাটিও যদি ততটা জানতেন তাহলে তিনিও বুঝতে পারতেন যে, শত গালমন্দেও এ লোকের কিছু হবার নয়। হয়তো মহিলা ওকে দু'চার দশ গণ্ডা গালিগালাজ করবেন, উনি ভ্রুক্ষেপও করবেন না। তারপর উনি যখন মুখ খুলবেন তখন সবাইকে ভেল্কিবাজি দেখিয়ে দেবেন। মহিলা যত রাগ দেবেন ততই তাকে এমন নাকাল করবেন যে শেষে চোখে সর্ষেফুল দেখবেন। আমার প্রভুকে আপনারা কেউ জানেন না।

হোর্টেনসিও : পেট্রুশিও কিছুক্ষণ এখানে অপেক্ষা কর, আমার নিজের স্বার্থেই আমি তোমার সঙ্গে যাব। ব্যাপ্তিস্তা মিনোলা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ গৃহবন্দি করে রেখেছে। তার কনিষ্ঠা কন্যা রূপসী বিয়াঙ্কা আমার নয়নের মণি, তাকে তিনি দূরে সরিয়ে রেখেছেন যাতে আমি বা অপরাপর প্রতিদ্বন্দ্বীগণ কেউ তার নাগাল না পাই। উনি উত্তমরূপে জানেন, কী কারণে তা তোমাকে বলেছি, জানেন যে, ক্যাথেরিনাকে কেউ প্রণয় নিবেদন করতে পারে না। সব জেনে-শুনেই ব্যাপ্তিস্তা হুকুম করেছেন যে, যতদিন না ক্যাথেরিনা কলহরানীর স্বামী জুটেছে ততদিন বিয়াঙ্কার ত্রিসীমানায় কেউ যেতে পারবে না।

পেট্রুশিও : ক্যাথেরিনা কলহরানী। কুমারী কন্যার এই বোধ হয় নিকৃষ্টতম উপাধি।

হোর্টেনসিও : বন্ধু, তুমি আমার একটা উপকার করে দেবে। লম্বাঢোলা চোগাচাপকান চাপিয়ে আমি কোনো বিদ্যায়তনের শিক্ষকের ছদ্মবেশ ধারণ করব। তুমি বুড়ো ব্যাপ্তিস্তার সামনে আমাকে পেশ করে তাকে বলবে যে, আমি একজন সঙ্গীতবিশারদ, বিয়াঙ্কার শিক্ষক হওয়ার বিশেষ উপযুক্ত। যদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই পরিকল্পনা কার্যকর হয় তাহলে অন্তত বিয়াঙ্কাকে দু'বেলা ভালোবাসার উত্তম সময় সুযোগ লাভ করা যাবে। কেউ কিছু সন্দেহ করবে না। অথচ আমি বিয়াঙ্কার সহযোগিতায় বিয়াঙ্কাকেই প্রণয় নিবেদন করতে থাকব।

গ্রুমিও : কী সাধু সঙ্কল্প! এক বৃদ্ধকে প্রতারিত করার জন্য দুই তরুণ একজোট হয়েছেন।

[ছদ্মবেশধারী লুসেনশিও ও গ্রিমিওর প্রবেশ]

দেখুন দেখুন! এই দিকে দেখুন। এরা কারা ?

হোর্টেনসিও : আস্তে কথা বলো গ্রুমিও। ওদের একজন আমার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রেমিক! এসো আমরা একটু আড়ালে সরে দাড়াই।

গ্রুমিও : বড় জবরদস্ত জোয়ান তো! তার উপর আবার প্রেমিক বনেছেন!

গ্রিমিও : বেশ, বেশ। আপনার ফর্দ আমি খুঁটিয়ে দেখেছি। মনোযোগ দিয়ে শুনুন। যে করে হোক দেখবেন প্রত্যেকটি কাব্যই যেন প্রেমবিষয়ক হয়, প্রত্যেকটি বইয়ের মলাট যেন খুব মনমাতানো হয়। অন্য কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করবেন না। আমার কথা বুঝতে পেরেছেন তো ? ব্যাপ্তিস্তা উদার হস্তে যা দান করার করবেন, অধিকন্তু আমিও আপনাকে প্রচুর দেব। এই ফর্দ সঙ্গে রাখুন। এর কাগজপত্রে ভালো করে সুগন্ধি মাখিয়ে নেবেন। কারণ যাঁর কাছে এগুলো বহন করে নিয়ে যাবেন তিনি নিজেই সকল সুগন্ধির সেরা সুগন্ধ! আচ্ছা প্রথম দিন কী কাব্য পাঠ করবেন তার একটু নমুনা শোনান তো।

হোর্টেনসিও : এ কাজে আপনি আমাকে নিযুক্ত করেছেন। নিশ্চিন্ত থাকুন, যে কাব্যই নির্বাচন করি না কেন, আপনার হৃদয়ের উমেদার হয়েই তা করব। আপনি স্বয়ং উপস্থিত থাকলে যে ভাব ব্যক্ত করতেন আমি প্রকারান্তরে তারই বাহন হব। বরঞ্চ বলতে পারেন, আমি আরো মোক্ষম ভাষা উদ্ভাবনে সমর্থ হব; কারণ, জ্ঞানের চর্চা আমার পেশা, আপনার নয়।

গ্রিমিও : সত্যি, এই জ্ঞানের মতো জিনিস আর কিছু হয় না।

গ্রুমিও : হাদারাম। তোমার মতো গর্দভও আর হয় না।

পেট্রুশিও : ফের কথা বলছিস ?

হোর্টেনসিও : মঙ্গল হোক সিনর গ্রিমিওর। কোনো খবর আছে না কি ?

গ্রিমিও : সিনর হোর্টেনসিও। তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় বড় ভালো হলো। অনুমান করতে পার কোথায় চলেছি ? ব্যাপ্তিস্তা মিনোলার বাড়ি যাচ্ছি। ওঁকে কথা দিয়েছিলাম যে, রূপসী বিয়াঙ্কার গৃহশিক্ষকের জন্য একজন উপযুক্ত পণ্ডিতের খোঁজ করব। আমার ভাগ্য ভালো হঠাৎ এই যুবকের দেখা পেলাম। বিদ্যায় ও সৌজন্যে কুমারীর আদর্শ গুরু। মহাকাব্যবিশারদ। অনেক গ্রন্থ পাঠ করেছেন এবং খোঁজ নিয়ে জেনেছি সবই সদ্গ্রন্থ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হোর্টেনসিও : খুব ভালো হয়েছে। আমিও এক ভদ্রলোকের সন্ধান পেয়েছি। ইনি একজন সঙ্গীত বিশারদ। আমাদের প্রেয়সীকে সঙ্গীত শিক্ষাদানে সম্মত হয়েছেন। রূপসী বিয়াঙ্কা আমার হৃদয়েশ্বরী, তাঁর প্রতি কর্তব্য পালনে আমি তিলমাত্র পেছনে পড়ে থাকতে রাজি নই।

গ্রিমিও : বিয়াঙ্কার প্রতি আমার প্রণয় কত গভীর তা আমার কার্যাবলীই প্রমাণ করবে।

গ্রুমিও : কার্যাবলী নয়, বলুন টাকার থলি।

হোর্টেনসিও : দেখ গ্রিমিও, আমাদের প্রণয় জাহির করবার সময় এখনো আসেনি। যখন আসবে তখন প্রাণভরে প্রতিযোগিতা করা যাবে। আপাতত আমি তোমাকে এমন এক সংবাদ শোনাতে পারি যা আমাদের উভয়ের জন্য বড়ই মঙ্গলকর। আগে শোনো, পরে আমার তারিফ করো। আকস্মিকভাবে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আজ আমার সাক্ষাত হয়। কিছু শর্তাধীনে উনি ক্যাথেরিনাকে প্রণয় নিবেদন করতে সম্মত হয়েছেন। এমনকি যথোপযুক্ত যৌতুক লাভের সম্ভাবনা থাকলে বিয়ে পর্যন্ত করে ফেলবেন।

গ্রিমিও : যেমন বললে তেমন যদি হয় তাহলে তো কথাই নেই। তবে ভদ্রলোককে মহিলার স্বভাবের সব কথা খুলে বলেছ?

পেট্রুশিও : শুনেছি তিনি নাকি খুব উগ্র প্রকৃতির এবং কিঞ্চিৎ কলহপ্রিয়। যদি ওর অতিরিক্ত কিছু না হয়, আমি তাতে আপত্তি কিছু দেখছি না।

গ্রিমিও : আপনি এতে আপত্তির কিছুই দেখছেন না? আশ্চর্য! আপনি কোথাকার অধিবাসী জানতে পারি কি?

পেট্রুশিও : জন্ম ভেরোনায়, পুত্র এন্টনিওর। পিতা মরে গেছেন কিন্তু আমার জন্য ধনসম্পত্তি রেখে গেছেন প্রচুর। আশা আছে সামনে আরো অনেক সুদিন আসছে।

গ্রিমিও : আশ্চর্য! এমন জীবনে আপনি এরূপ পত্নী আকাঙ্ক্ষা করছেন। আশ্চর্য! তা আপনার যদি অভিরুচি হয়, সর্বশক্তিমান আপনাকে সাহায্য করুন। আমরাও আপনাকে সাধ্যমতো সাহায্য করব। তবু আরেকবার বলুন, আপনি কি সত্যি সত্যি ঐ দম্ভিনীকে প্রণয় নিবেদন করবেন?

পেট্রুশিও : একশবার।

গ্রুমিও : উনি করবেন প্রণয় নিবেদন! তার আগে হতভাগী গলায় দড়ি দিয়ে মরে না কেন?

পেট্রুশিও : বিয়ে করার সদিচ্ছা নিয়েই আমি এদেশে এসেছি। আপনারা কি মনে করেন যে কোনো সামান্য কোলাহলে আমি বধির হয়ে যাব? আমি কি জীবনের সিংহনিনাদ শুনিনি? ঝড়ো হাওয়ায় স্ফীত সমুদ্রের সফেন তরঙ্গমালাকে হিংস্র বন্য পশুর মতো গর্জে উঠতে আমি কি দেখিনি? মাটিতে গোলাগুলির বিকট আওয়াজে, আকাশে বজ্রের আগ্নেয় বিস্ফোরণে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি অভ্যস্ত। সম্মুখ যুদ্ধের রণাঙ্গনে তূর্যের ধ্বনি, অশ্বের হ্রেষা, দামামার আহ্বান বহুবার শুনেছি। আর আজ আপনারা আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন এক মুখরা রমণীর বাক্যবাণের— যার কণ্ঠস্বর কৃষকের চুলোর আগুনে পুড়তে থাকা জ্বালানি কাঠের শব্দের চেয়ে হয়তো মৃদু। এরকম হাস্যকর কথা আর বলবেন না। পোকা-মাকড় দেখিয়ে ভয় দেখাতে চান, বাচ্চা ছেলে ধরে নিয়ে আসুন।

গ্রুমিও : আমি বরাবরই বলেছি, এ লোকের ভয়ডর কিছু নেই।

গ্রিমিও : হোর্টেনসিও, বড় সুসময়ে এ লোকের আগমন ঘটেছে। আমার খুব আশা হচ্ছে যে, ও যেমন নিজের, সেই সঙ্গে তেমনি আমাদেরও, অনেক উপকার করতে পারবে।

হোর্টেনসিও : আমি ওকে কথা দিয়েছি যে, ওর প্রণয় সম্পাদনের যাবতীয় ব্যয়ভার আমরা বহন করব।

গ্রিমিও : অবশ্যই করব। তবে ওকেও জয়ী হতে হবে।

গ্রুমিও : এর চেয়ে কেউ যদি আত্ত আহারের আশ্বাস দান করতো তাহলে যারপরনাই আনন্দিত হতাম।

[প্রভুর বেশে ত্রাণিও এবং বিয়োনদেলোর প্রবেশ]

ত্রাণিও : দেখুন, যদি উত্যক্ত বোধ না করেন তবে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাইছিলাম। আমরা সিনর ব্যাপ্তিস্তা মিনোলার বাড়ি খুঁজছি। সেখানে পৌঁছবার সবচেয়ে সহজ পথ কোনটি মেহেরবানি করে দেখিয়ে দিলে বিশেষ বাধিত হব।

বিয়োনদেলো : আপনি যাঁর কথা বলছেন তার তো দুই সুন্দরী কন্যা আছে, না?

ত্রাণিও : তুই ঠিকই চিনেছিস।

গ্রিমিও : আরেকটু বিস্তৃতভাবে বলুন। আশা করি আপনি নিশ্চয় সেই কন্যার...

ত্রাণিও : কেন নয়? হয়তো পিতা ও কন্যা উভয়কেই সন্ধান করছি। আপনার কোনো আপত্তি আছে?

পেট্রুশিও : কোন্ কন্যা? আশা করি দু'জনের মধ্যে যিনি একটু রাগী, আপনার লক্ষ্য তিনি নন।

ত্রাণিও : রাগারাগি করে এমন মেয়ে আমার পছন্দ নয়। চলো বিয়োনদেলো আমরা এগোই।

লুসেনসিও : সাবাস ত্রাণিও। আরম্ভটা খাসা হয়েছে।

হোর্টেনসিও : দেখুন, চলে যাবার আগে একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাইছিলাম। যে মেয়ের খোঁজ করলেন, আপনি কি তার একজন পাণিপ্রার্থী? শুধু হ্যাঁ, কি না বলুন।

ত্রাণিও : যদি বলি হ্যাঁ তাহলে সেটা কি অপরাধ বলে বিবেচিত হবে না কি?

গ্রিমিও : না। আপনাকে শুধু বিনাবাক্য ব্যয়ে এখান থেকে কেটে পড়তে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ত্রাণিও : কী কারণে শুনতে পারি কি ? ভুলে যাবেন না এটা রাজপথ। সকলের অধিকার সমান।

গ্রিমিও : তাই বলে সেই কন্যায় সকলের অধিকার সমান নয়।

ত্রাণিও : কী কারণে, সেটাও বলতে আজ্ঞা হোক।

গ্রিমিও : কারণ, ঐ লাবণ্যবতী সিনর গ্রিমিওর প্রণয়িনী।

হোর্টেনসিও : ভুল। উনি সিনর হোর্টেনসিওর মনোনীতা।

ত্রাণিও : অত উত্তেজিত হবেন না। শান্ত হোন। শান্ত হোন। আপনারা উভয়ই বিশিষ্ট নাগরিক। অনুগ্রহ করে আমার দুটো কথা ধৈর্য ধরে শুনুন। ব্যাপ্তিস্তা সমাজের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। আমার পিতার তিনি বিশেষ বন্ধু ছিলেন। আজ যদি তাঁর কন্যার রূপ সকল সীমানা ছাড়িয়ে যায় তাহলে অবশ্যই ক্রমে পাণিপ্রার্থীরাও বহুসংখ্যক হবেন। এই বহুর মধ্যে আমি একজন মাত্র। লীডার কন্যা হেলেনের জন্য শত সহস্র পুরুষ পাণিপ্রার্থী হয়েছিলেন, বিয়াঙ্কার জন্য সংখ্যায় একজন বৃদ্ধি পেলে কোনো ক্ষতি হবে না। যে প্যারিস সংগোপনে একাকী এসে ওকে অধিকার করে নেবেন তিনি যখন আসবার হয় আসবেন, আপাতত আমি লুসেনসিও, তালিকায় নিজের নাম যোগ করে রাখলাম।

গ্রিমিও : এ দেখছি শুধু কথার তোড়েই সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে!

লুসেনসিও : আমার মনে হয় ওকে স্বীকার করে নিলেও কোনো ক্ষতি নেই। ওর ভেতরে যে কোনো পদার্থ নেই তা সহজেই সকলে টের পাবে।

পেট্রুশিও : হোর্টেনসিও, তোমাদের এসব বাক্যালাপের আমি কোনো তাৎপর্য খুঁজে পাচ্ছি না।

হোর্টেনসিও : আপনাকে আর একটা কথা জিজ্ঞেস করব। আপনি কি কখনও ব্যাপ্তিস্তার কন্যাকে স্বচক্ষে দেখেছেন ?

ত্রাণিও : দেখিনি। তবে শুনেছি তাঁর দুই কন্যা। প্রথমা যেমন বিখ্যাত তার খরজিহ্বার জন্য, দ্বিতীয়া তেমনি তার রূপ ও নম্রতার জন্য।

পেট্রুশিও : ঐ প্রথম জনই আমার লক্ষ্য। যা বলতে হয় ওঁকে বাদ দিয়ে বলবেন।

গ্রিমিও : উনি ঠিকই বলেছেন। এই রুস্তমই সেই দুঃসাধ্য সাধনের সকল শ্রম স্বীকার করবেন।

পেট্রুশিও : আমি আপনাকে সব কথা বুঝিয়ে দিচ্ছি। যে কনিষ্ঠ কন্যার জন্য বর্তমানে আপনিও ব্যাকুল হয়েছেন ব্যাপ্তিস্তা মিনোলা কোনো পাণিপ্রার্থীকেই তার কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছেন না। জানিয়ে দিয়েছেন যে, জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ সম্পাদিত হবার পর তিনি কনিষ্ঠাকে পাত্রস্থ করার কথা ভাববেন। প্রথমা পার হবার আগে দ্বিতীয়ার মুক্তি নেই।

ত্রাণিও : যদি তাই হয়, তবে আপনিই হতে পারেন আমাদের প্রকৃত উদ্ধার কর্তা। আমি নিজেকে বিপন্নদের মধ্যে গণনা করছি। আপনি এই অচলাবস্থার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবসান ঘটান। জ্যেষ্ঠাকে গ্রহণ করে কনিষ্ঠাকে প্রণয় নিবেদনের দুয়ার সকলের জন্য খুলে দিন। যিনি জয়ী হবেন তিনি আপনার ঋণ পরিশোধে অবহেলা করবেন না।

হোর্টেনসিও : জনাব, আপনি খুব ভেবে-চিন্তে আসল কথাটা পরিপাটি করে ব্যক্ত করেছেন। অধিকন্তু আপনি নিজেকে একজন পাণিপ্রার্থী রূপে ঘোষণা করে আমাদের দলভুক্ত হয়েছেন। এর ফলে অবশ্য এখন থেকে আমাদের মতো আপনাকেও এই ভদ্রলোকের দাবি-দাওয়া মেটাবার আংশিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

ত্রানিও : নিশ্চিন্ত থাকুন। আমার কর্তব্যে আমি অবহেলা করব না। তার প্রথম নিদর্শন স্বরূপ, আসুন, আমাদের প্রেয়সীর সৌভাগ্য কামনা করে আমরা অদ্য রজনীতে এক উৎসবের আয়োজন করি। আদালতে প্রতিদ্বন্দ্বী উকিলের মতো, আমরা একে অন্যের সঙ্গে মরিয়া হয়ে লড়াই করব ঠিকই, কিন্তু পানাহারে বন্ধুত্ব বিসর্জন দেব না।

গ্রুমিও ও

বিয়োনদেলো : অতি উত্তম প্রস্তাব। চলুন, আর বিলম্ব করা উচিত নয়।

হোর্টেনসিও : প্রস্তাবটি যে আদর্শ সন্দেহ নেই। এস পেট্রুশিও, তোমাকে আপ্যায়নের সকল ভার আমার উপর রইল।

[প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত]

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[ব্যাপ্তিস্তা-গৃহের একটি কক্ষ। বিয়াঙ্কা দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে, হাত বাঁধা। ক্যাথেরিনা একটি পাখার হাতল উঁচিয়ে তাকে প্রহার করতে উদ্যত।]

বিয়াঙ্কা : আপা, এ অন্যায়। আমাকে এভাবে শাস্তি দেওয়া তোমার পক্ষে খুবই অন্যায় হচ্ছে। দাসী-বাঁদীর মতো আমাকে নির্যাতন করা তোমার উচিত কর্ম নয়। সেও না হয় আমি উপেক্ষা করছি। কিন্তু দোহাই তোমার, হাতের বাঁধন খুলে দাও। যদি তুমি আদেশ কর তাহলে গয়নাগাটি কেন, লজ্জা নিবারণের প্রয়োজন ছাড়া আমি অন্য সব রকম সাজসজ্জা ত্যাগ করব। তুমি ভালো করে জানো, আমি কখনও গুরুজনদের কথার অবাধ্য হই না।

ক্যাথেরিনা : তাহলে এখনো ভালো চাস তো সত্য কথা বল। তোর ঐ পাণিপ্রার্থীদের মধ্যে তুই কাকে ভালোবাসিস ? খবরদার আমার কাছে লুকোতে চেষ্টা করবি না।

বিয়াঙ্কা : তুমি আমায় বিশ্বেস কর আপা, অনেকের মধ্যেও স্বতন্ত্র বলে মনে হতে পারে এখনো এমন পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করিনি।

ক্যাথেরিনা : হতভাগী এখনো মিথ্যে কথা বলছিস ? তুই হোর্টেনসিওকে সে-চোখে দেখিস না ?

বিয়াঙ্কা : যদি তাকে তোমার পছন্দ হয় বলো। আমি কথা দিচ্ছি তুমিই তাকে লাভ করবে। আমি নিজে তোমার হয়ে তার কাছে আবেদন জানাব।

ক্যাথেরিনা : তাই না-কি! তোর নজর বোধ হয় টাকা-পয়সার দিকে। তোকে রানির হালে রাখবে এই আশায় তুই বোধ হয় মনে মনে গ্রিমিওকে বেছে নিয়েছিস।

বিয়াঙ্কা : তুমি গ্রিমিওর কথা আশঙ্কা কোরে আমাকে ঈর্ষা করছ ? আমি বিশ্বাস করি না। তুমি নিশ্চয় আমার সঙ্গে রঙ্গ করছ। এখন আমি বুঝতে পারছি এসবই তোমার কৌতুকমাত্র। এবার আমার হাতটা খুলে দাও আপা!

ক্যাথেরিনা : কৌতুক! (পাখা দিয়ে আঘাত করে) তাই মনে করে খুশি হ। আরো খুশি হ।

[ব্যাপ্তিস্তার প্রবেশ]

ব্যাপ্তিস্তা : এ-কী, এসব কী হচ্ছে! তোমার ঔদ্ধত্যের একটা সীমা নেই দেখছি। বিয়াঙ্কা, তুই এদিকে সরে আয়! একী, তুই কাঁদছিস! (বিয়াঙ্কার হাতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঁধন খুলে দেয়।) তুমি তোমার হাতের কাজ ফেলে ওর সঙ্গে লাগতে এসেছ কেন! স্বভাবটাকে একেবারে ডাকিনীর মতো করে তুলেছ। হতভাগা মেয়ে, এরকম যে করো একটু লজ্জা হয় না তোমার? ও মেয়ে তোমার কী ক্ষতি করেছে যে তুমি ওর গায়ে হাত তুলতে গেলে? ও তোমাকে কোনোদিন একটা খারাপ কথা পর্যন্ত বলেনি।

ক্যাথেরিনা : বলবে না কেন? চুপ করে রয়েছে কেন? ভেবেছে চুপ করে থাকলেই ওকে আমি ছেড়ে দেব! (বিয়াঙ্কার দিকে এগিয়ে যায়।)

ব্যাপ্তিস্তা : কী, আমার সামনে পর্যন্ত! বিয়াঙ্কা তুই একটু পাশের ঘরে যা-তো মা।

[বিয়াঙ্কার প্রস্থান]

ক্যাথেরিনা : আমি জানি, আমার কিছুই আপনার পছন্দ নয়। ঐ মেয়েই হলো আপনার নয়নের মণি। ভালো বর শুধু ওর জন্যই দরকার। ওর বিয়েতে আমার ভূমিকা হবে পরিচারিকার। হুকুম মতো চামর দুলিয়ে বর-কনের গায়ে হাওয়া লাগাব। আপনিও তাই চান। থাক, আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। কাঁদতে হয়, বিরলে বসে কাঁদব। কিন্তু যখন সুযোগ পাব, আমি ছাড়ব না!

[প্রস্থান]

ব্যাপ্তিস্তা : এমন সন্তানের পিতা হওয়াও যে কত বড় যন্ত্রণা তা আমি কাকে বোঝাব! কিন্তু আমার বাড়িতে এরা আবার কারা আসছেন।

[গ্রিমিও, সামান্য পোশাকে লুসেনশিও, লুসেনশিওর পোশাকে ত্রাণিও, সঙ্গীতজ্ঞের বেশে হোর্টেনশিও, পেট্রুশিও এবং ত্রাণিওর অনুচর রূপে! কিছু গ্রন্থ এবং একটি বাদ্যযন্ত্র বহন করে বিয়োনদেলোর প্রবেশ।]

গ্রিমিও : আপনার মঙ্গল হোক জনাব ব্যাপ্তিস্তা।

ব্যাপ্তিস্তা : আপনারও মঙ্গল হোক গ্রিমিও। আপনাদের সকলেরই মঙ্গল হোক।

পেট্রুশিও : দেখুন জনাব, শুনেছি ক্যাথেরিনা নামে আপনার নাকি এক সুন্দরী গুণবতী কন্যা আছে।

ব্যাপ্তিস্তা : আমার এক কন্যার নাম ক্যাথেরিনাই বটে।

গ্রিমিও : এত তাড়াহুড়ো করবেন না। নিয়মমতো অগ্রসর হন।

পেট্রুশিও : আমাকে ক্ষমা করবেন সিনর গ্রিমিও, আমি আমার নিজের নিয়মে অগ্রসর হতে চাই। জনাব, আমি ভেরোনার অধিবাসী। আপনার কন্যার অপরূপ রূপলাবণ্য ও বুদ্ধিমত্তা, তার মধুর স্বভাব ও বিবিধ গুণাবলীর সংবাদ শ্রবণ করে অতি উৎসাহী অতিথির মতো আপনার গৃহে ছুটে এসেছি। বহুবার বহুমুখে যার সুখ্যাতি শুনেছি, একবার স্বচক্ষে তাকে দেখতে চাই। আমার আন্তরিকতার নিদর্শনস্বরূপ আমি আমার এক নিজস্ব লোককে আপনার সামনে পেশ করছি। (হোর্টেনসিওকে দেখিয়ে দেয়) ইনি অংক শাস্ত্র ও সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী। যদিও আপনার কন্যা নিজেও এই সব বিষয়ে যথেষ্ট নৈপুণ্য অর্জন করেছেন তবুও আমার মনে হয় এর তত্ত্বাবধানে ওর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিক্ষা পরিপূর্ণতর হবে। এই ব্যক্তিকে যদি আপনি প্রত্যাখ্যান করেন তবে আমি মর্মাহত হব। এর নাম লিচিও, জন্মস্থান মানটুয়া।

ব্যাপ্তিস্তা : আপনি এবং আপনার বন্ধু উভয়ে আমার সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করুন। তবে যথেষ্ট মর্মবেদনা নিয়ে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, ক্যাথেরিনার যা প্রকৃতি সে আপনি সহ্য করতে পারবেন না।

পেট্রুশিও : বুঝতে পারছি যে তিনি আপনার খুবই প্রিয়। আপনি সহজে তাকে পরের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে রাজি নন। অথবা এমনও হতে পারে যে আপনি আমাকেই যথেষ্টরূপে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেন না।

ব্যাপ্তিস্তা : আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি যা বুঝি সরাসরি তা বলে ফেলি। অবশ্য একথাও সত্য যে, আপনি কে, আপনার দেশ কোথায়, সে-সব পরিচয় আমার কাছে এখনো প্রকাশ করেননি।

পেট্রুশিও : আমার নাম পেট্রুশিও। পিতার নাম এ্যান্টনিও। জীবদ্দশায় তিনি ইতালি দেশের একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন।

ব্যাপ্তিস্তা : তাঁর সঙ্গে আমারও অতি ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। আমার সৌভাগ্য যে তাঁর পুত্র আজ আমার গৃহে অতিথি হয়ে এসেছেন।

গ্রিমিও : পেট্রুশিও সাহেব যদি অল্প সময়ের জন্য মুখ বন্ধ করতেন তাহলে অন্যান্য গরিব বান্দারা তাদের আর্জি পেশ করার সুযোগ পেত। আপনি আশ্চর্য লোক, একেবারে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে চলেছেন।

পেট্রুশিও : আমাকে ক্ষমা করবেন। এরকম করা আমার খুবই অন্যায় হয়েছে।

গ্রিমিও : এ শুধু ন্যায়-অন্যায়ের কথা নয়। এভাবে অগ্রসর হলে আপনার নিজের প্রণয়ও পণ্ড হবে। জনাব ব্যাপ্তিস্তা, পেট্রুশিও আপনার জন্য যে-উপহার সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন আমরা সবাই সেজন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। তবে আপনার প্রতি আমার ব্যক্তিগত ভক্তিশ্রদ্ধা যে কারো চেয়ে কম নয়, বরঞ্চ কিঞ্চিৎ অতিরিক্তই হবে, তার প্রমাণ স্বরূপ, আমি এই মহাবিদ্বান যুবককে আপনার কাছে নিয়ে এসেছি। (লুসেনশিওকে দেখিয়ে) দীর্ঘকাল ধরে ইনি রাইমস নগরে অধ্যয়ন করেছেন। ঐ ব্যক্তি যেমন অংক ও সঙ্গীতে অভিজ্ঞ এই তরুণও তেমনি গ্রীক, লাতিন প্রভৃতি ভাষায় বিশেষ পারদর্শী। এ'র নাম কাম্বিও। একে আপনি গৃহশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করলে আমি কৃতার্থ হব।

ব্যাপ্তিস্তা : আপনাকে শত সহস্র ধন্যবাদ সিনর গ্রিমিও। জনাব কাম্বিও, আপনিও আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন। (ত্রাণিওকে লক্ষ্য করে) জনাব, আপনি কিন্তু এখনো আমাদের মধ্যে অপরিচিত রয়ে গেছেন। যদি কিছু মনে না করেন, আপনার এখানে আগমণের কারণ জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

ত্রাণিও : আমি নই, অভয় দান করবেন আপনি। কারণ, এক সম্পূর্ণ অপরিচিত বিদেশী হয়েও আমি আপনার সুন্দরী ও গুণবতী কন্যা বিয়াঙ্কার পাণিপ্রার্থী হতে চাইছি। জ্যেষ্ঠা কন্যাকে অগ্রাধিকার দানের যে-সংকল্প আপনি গ্রহণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছেন সে-সম্পর্কে আমি অবহিত আছি। তবু আপনার কাছে আমার যৎসামান্য আর্জি এই যে, আমার পারিবারিক পরিচয় জানাজানি হওয়ার পর আমিও যেন এই গৃহে অন্যান্য পাণিপ্রার্থীদের সঙ্গে সমান সমাদরে গৃহীত হই, যেন স্বাধীনভাবে এই ভবনে পদার্পণের এবং আপনার অনুগ্রহ লাভের অধিকারী হই। আমিও আপনার কন্যাদ্বয়ের শিক্ষার জন্য দুটি সামান্য উপহার এনেছি। এই বাদ্যযন্ত্রটি এবং এই কয়েকটি গ্রীক ও লাতিন পুস্তক। যদি আপনি গ্রহণ করেন তবে বুঝবো এগুলো মূল্যহীন নয়।

ব্যাপ্তিস্তা (পুস্তকের মলাট উলটে নাম পড়ে নিয়ে) আপনার নাম লুসেনসিও ? বাড়ি কোথায় ?

ত্রাণিও : পিসা। আমি ভিনসেনশিওর পুত্র।

ব্যাপ্তিস্তা : কী আনন্দের কথা! আপনার পিতা হলেন পিসার একজন অতিশয় গণ্যমান্য ব্যক্তি। লোকমুখে ওঁর কথা এত শুনেছি যে মনে হয় যেন অতি পরিচিত মানুষ। খুব ভালো কথা। খুব ভালো কথা। আপনি (হোর্টেনসিওকে) বেহালাটি নিয়ে যান এবং আপনি (লুসেনশিওকে) এই গ্রন্থগুলো। আপনাদের পরস্পরের ছাত্রীর সঙ্গে এক্ষুণি সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ওরে, কে আছিস ওখানে ?

[এক বৃদ্ধ ভৃত্যের প্রবেশ]

এঁদের দু'জনকে ভেতরে মেয়েদের কাছে নিয়ে যাও। দু'জনকেই বলে দেবে যে এরা হলেন শিক্ষক, ওদের ওস্তাদ। সেই রকমই ব্যবহার করে যেন, একটু হুঁশিয়ার করে দিও।

[ভৃত্য, লুসেনশিও, হোর্টেনশিও, বিয়োনদেলোর প্রস্থান]

চলুন আমরা কিছুক্ষণ বাগানে গিয়ে ভ্রমণ করি তারপর আহারে প্রবৃত্ত হব। আপনি মনে কোনো সংকোচ রাখবেন না। আমার গৃহে কখনই আপনার কোনো অনাদর বা অমর্যাদা হবে না।

পেট্রুশিও : ভিনব ব্যাপ্তিস্তা, কথা তা নয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে অতি শীঘ্রই আমাকে অন্যত্র চলে যেতে হবে। আমার হাতে এত সময় নেই যে, প্রত্যহ নিয়মিত এসে প্রণয় নিবেদন করি। আপনি আমার পিতাকে ভালো করে জানতেন, সেই সূত্রে আমার প্রকৃতিও হয়তো কিছু আন্দাজ করতে পেরেছেন। আমার পিতার মৃত্যুর পর তাঁর যাবতীয় সম্পত্তির মালিক হই আমি। আমার তত্ত্বাবধানে সেগুলো বেড়েছে, কমে নি। এরকম অবস্থায় আমি স্বভাবতই জানতে ইচ্ছুক যে, যদি আমি আপনার কন্যার ভালোবাসা অর্জন করতে পারি এবং তাকে যথাসময়ে পত্নীরূপে গ্রহণ করতে উদ্যোগী হই তাহলে যৌতুক স্বরূপ আমার কী কী সম্পদ লাভ করার সম্ভাবনা রয়েছে!

ব্যাপ্তিস্তা : বর্তমানে নগদ বিশ হাজার মুদ্রা এবং আমার মৃত্যুর পর আমার সকল সম্পত্তির অর্ধাংশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেট্রুশিও : বিনিময়ে আমিও আপনার কন্যাকে এই নিশ্চয়তা দান করব যে, যদি আমি আগে মৃত্যুবরণ করি তাহলে তিনি বৈধব্যদশাতেও আমার সকল সম্পদ ও সম্পত্তির ষোল আনা মালিক বলে স্বীকৃত হবেন। জনাব ব্যাপ্তিস্তা, আমি মনে করি, আমরা উভয়েই যেন আমাদের এই প্রতিশ্রুতি যথার্থরূপে রক্ষা করতে পারি সেজন্য এই কথাগুলো লিপিবদ্ধ করে একটি দলিল প্রস্তুত করে রাখা খুবই দরকার।

ব্যাপ্তিস্তা : আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে তার আগে আপনাকে আসল কাজটি ভালোভাবে সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ কন্যার ভালোবাসা অর্জন করতে হবে। সেটা হলে, অন্যগুলো অনায়াসে হবে।

পেট্রুশিও : সে অতি সামান্য কাজ। দেখুন পিতৃব্য, আপনার কন্যা যেমন গর্বিত স্বভাবের নারী আমিও তেমনি রাজকীয় মেজাজের পুরুষ। দুই লেলিহান অগ্নিশিখা যখন পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয় তখন মধ্যবর্তী সকল দাহ্যবস্তুকে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলে। সামান্য আগুন মৃদু বাতাসে বাড়ে, কিন্তু ঝড়ো হাওয়ায় নিভে যায়। আপনার কন্যার জন্য আমি সেই শক্তি। তাকে অবশ্য নতি স্বীকার করতে হবে। আমার স্বভাবই প্রচণ্ড, আমি নাবালকের মতো ভালোবাসতে জানি না।

ব্যাপ্তিস্তা : কামনা করি, তোমার উদ্যম সফল হোক। তুমি সত্বর জয়ী হও। তবে সব অবস্থাতেই কিছু রূঢ় বাণী শ্রবণের জন্য প্রস্তুত থেকো।

পেট্রুশিও : সেজন্য আপনি চিন্তিত হবেন না। অনন্তকাল ধরে আঘাত করেও বাতাস কোনোদিন পাহাড় টলাতে পারে না।

[হোর্টেনসিওর পুনঃপ্রবেশ, মস্তকে আঘাতের চিহ্ন]

ব্যাপ্তিস্তা : সে কী জনাব, এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন যে! আপনাকে অত পাণ্ডুবর্ণ দেখাচ্ছে কেন?

হোর্টেনসিও : ভয়ে, বিশ্বেস করুন, ভয়ে।

ব্যাপ্তিস্তা : আপনার কি মনে হয় আমার বড় মেয়ে গান-বাজনায় ভালো করতে পারবে?

হোর্টেনসিও : উনি সবচেয়ে ভালো করতে পারবেন সেনাবাহিনীতে যোগদান করলে। ওঁর হাতের মুঠোয় লোহা টিকে থাকতে পারে কিন্তু বাদ্যযন্ত্র পারবে না।

ব্যাপ্তিস্তা : সে কী! আপনি ওকে বেহালা ধরাতে পারলেন না?

হোর্টেনসিও : ধরেছিলেন ঠিকই। আমাকে আক্রমণ করবার জন্য। আমি শুধু বলেছিলাম যে, তারের ওপর ওর আঙুলের চাপ ঠিক হচ্ছে না। ওঁর হাতের ভাঁজ ঠিক করে দিয়ে আঙুলের সঞ্চালন শেখাতে চেষ্টা করছিলাম। এতে উনি চটে গিয়ে এক ভয়ানক মূর্তি ধারণ করলেন, আমাকে বললেন, "আমার আঙুলের চাপ ঠিক হচ্ছে না, না! বেশ, চাপাচাপি কাকে বলে আপনাকে ভালো করে দেখিয়ে দিচ্ছি।" এই না বলেই যন্ত্রটা চেপে ধরে এত জোরে আমার মাথার ওপর মারলেন যে ওটা ভেদ করে আমার মুণ্ডু উলটো দিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। যাঁতাকলে পড়লে যেমন দশা হয়, আমার অবস্থা হলো সেই রকম। আমি হতভম্ব হয়ে, ভাঙা যন্ত্রের ফাটলে চোখ রেখে ওঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। উনি প্রাণভরে আমাকে গালিগালাজ করলেন। বললেন, আমি নাকি লম্পট বাজনাদার, ওস্তাদির নামে বজ্জাতি করতে এসেছি। আমাকে সম্পূর্ণরূপে নাস্তানাবুদ করবার জন্য তিনি কম করে হলেও বিশ-পঁচিশ রকমের ভিন্ন ভিন্ন গালি ব্যবহার করেছেন।

পেট্রুশিও : বাঃ এই তো চাই! একেই বলে প্রাণবন্ত তন্বী। আমার তো এখন ওঁকে আগের চেয়ে দশগুণ বেশি ভালোবাসতে ইচ্ছে করছে। ইচ্ছে হচ্ছে এক্ষুণি ছুটে গিয়ে ওঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে আসি।

ব্যাপ্তিস্তা : আপনি অত ক্ষুব্ধ হবেন না জনাব। আমার সঙ্গে আসুন। আপনি আমার কনিষ্ঠা কন্যাকে সঙ্গীত শেখাবেন। ও শিখবেও তাড়াতাড়ি এবং আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে কার্পণ্য করবে না। জনাব পেট্রুশিও। আপনিও কি আমাদের সঙ্গে ভেতরে যাবেন, না আমি আমার কন্যা কেথিকে এখানে পাঠিয়ে দেব?

পেট্রুশিও : এখানেই পাঠিয়ে দিন। আমি অপেক্ষা করব।

[ব্যাপ্তিস্তা, গ্রিমিও, ত্রানিও, হোর্টেনসিওর প্রস্থান]

মহিলার প্রবেশ মাত্রই প্রচণ্ড আবেগ নিয়ে প্রণয়াভিনয় শুরু করব। যদি তিনি কটুবাক্য বর্ষণ করতে আরম্ভ করেন, ক্ষতি নেই। আমি নিতান্ত সহজভাবে তাঁকে বলব যে, তাঁর কণ্ঠস্বর বুলবুলির গানের মতো সুধাময়। যদি ভ্রূকুটি করেন, আমি বলব, তাঁর বদনের শোভা সকালবেলার শিশির ধোয়া গোলাপের মতো স্বচ্ছ। যদি মুখে কিছুই না বলে স্তব্ধ হয়ে থাকেন, আমি প্রশংসা করব তাঁর মুখরতার, তাঁর প্রতি উচ্চারণের অর্থপূর্ণ তীক্ষ্ণতার। যদি তাড়িয়ে দিতে চান, অশেষ ধন্যবাদ জানাব। এমন ভাব দেখাব যেন আরো এক হপ্তা ওঁর অতিথি হয়ে থাকার জন্য আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করেছেন। যদি বিবাহে অসম্মত হন, আমি তাগাদা দেব কাজিকে খবর দেয়ার জন্য, দিন তারিখ ঠিক করে ফেলার জন্য। এই যে উনি এসে পড়েছেন। পেট্রুশিও এইবার প্রস্তুত হও।

[ক্যাথেরিনার প্রবেশ]

সুপ্রভাত, কেথি, সুপ্রভাত। অন্যের মুখে শুনেছি বলেই আপনাকে ঐ নামে ডাকলাম।

ক্যাথেরিনা : ঠিকই শুনেছেন। তবে, আপনি সম্ভবত কানে কিছু খাটো। যারা আমার কথা বলাবলি করে তারা আমাকে ক্যাথেরিনা বলেই জানে।

পেট্রুশিও : মোটেই তা নয়। সবাই আপনাকে কেথি বলে। কেউ তার সঙ্গে যোগ করে মুখরা, কেউ দীর্ঘাঙ্গী। কেউ বলে, কেথি আমাদের চেনা জগতের সেরা সুন্দরী। রূপে অপরূপা, স্বভাবে সুচরিতা। আমিও বলি, যে-কেথি সর্বগুণের আধার সে কি আমারও সকল নিরাশার আশ্রয় হতে পারে না! মহানগরের ঘরে ঘরে আমি আপনার সলজ্জ স্বভাবের স্তব শুনেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনার গুণের প্রশংসায় সবাই মুখর। আপনার রূপের গভীরতা পরিমাপ করতে চায় অনেকেই, ঠাঁই পায় না কেউ। এই জনশ্রুতিই আমাকে টেনে এনেছে এখানে, আপনাকে পত্নী রূপে আকাঙ্ক্ষা করতে।

ক্যাথেরিনা : টেনে এনেছে। এতক্ষণে আসল কথাটা ফাঁস করে দিয়েছেন। যে আপনাকে এখানে টেনে এনেছে তাকেই আবার বলুন টেনে অন্যখানে নিয়ে যেতে। আমার প্রথম থেকেই সন্দেহ হচ্ছিল আপনি আসলে টানাহ্যাঁচড়া করারই বস্তু।

পেট্রুশিও : সেটা কী রকম ?

ক্যাথেরিনা : যেমন ধরুন, কেদারা-কুর্সি।

পেট্রুশিও : ভালো বলেছেন। তাহলে, আসন গ্রহণ করতে আজ্ঞা হোক।

ক্যাথেরিনা : শুনেছিলাম কেবল গর্দভই ভার বহন করে, আপনিও কি তাই করতে চান না কি!

পেট্রুশিও : নারীও ভার বহন করে, আপনিও করবেন।

ক্যাথেরিনা : আপনি নিশ্চিত থাকুন, কোনো হাবসী খোজার কর্ম নয় সে বোঝা আমাকে দিয়ে বহন করায়।

পেট্রুশিও : ভয় নেই কেথি, আপনাকে ভারাক্রান্ত করতে আমি আসিনি। আপনার তারুণ্য, আপনার ক্ষীণাঙ্গ, সব দেখে শুনেই আমি—

ক্যাথেরিনা : বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই যে এ ক্ষীণাঙ্গ এত সূক্ষ্ম যে কোনো স্থূলবুদ্ধি বর্বরের সাধ্য নয় তাকে হস্তগত করে। অথচ ওজনে আমি বেশিও নই কমও নই। ঠিক মাঝামাঝি।

পেট্রুশিও : মাঝামাঝিই বটে। আপনাকে দেখেও মনে হয় যেন মাঝ দরিয়ায় পড়ে এখন মাঝির খোঁজ করছেন।

ক্যাথেরিনা : পেলাম কোথায় ? দেখি এত মাঝি নয়, মাছি। কেবল ভনভন করে।

পেট্রুশিও : যে রকম রেগে গেছেন তাতে আপনার উপমা এখন মৌমাছি।

ক্যাথেরিনা : সাবধান, দেখবেন শেষে না হুল ফোটায় ?

পেট্রুশিও : বার করে নিলেই হলো।

ক্যাথেরিনা : হুল কোথায় থাকে মাছি কি তার খোঁজ রাখে ?

পেট্রুশিও : লেজে।

ক্যাথেরিনা : হলো না। জিবের ডগায়।

পেট্রুশিও : কার জিবের ডগায় ?

ক্যাথেরিনা : এত শিগগির! সবে তো জিবের ডগায় লেজ এসে ঠেকেছে।

পেট্রুশিও : সুন্দরী আরেক দফা হোক। আমি লাঙ্গুলে নই, ভদ্রসন্তান।

ক্যাথেরিনা : পরীক্ষা করে দেখি। (গালে চড় বসায়)

পেট্রুশিও : যদি আরেক বার হাত তোলেন, ধরে ফেলব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাথেরিনা : যদি মহিলার গায়ে হাত তোলেন তাহলে বুঝবো আপনি ভদ্রলোক নন। আর যদি নিজে ভদ্রলোক না হন, তাহলে হয়তো ভদ্রলোকের সন্তানও নন।

পেট্রুশিও : কথায় যা বলার বলুন, কিন্তু চোখ মুখ অত কুঁচকে কুঁচকে রেখেছেন কেন ?

ক্যাথেরিনা : কাঁকড়া-বিচ্ছু দেখলে আমার আপনা থেকেই ওরকম হয়ে যায়।

পেট্রুশিও : ছিল তো কেবল মাছি-মৌমাছি। কাঁকড়া-বিচ্ছু এলো কোত্থেকে।

ক্যাথেরিনা : এসেছে।

পেট্রুশিও : কোথায় ?

ক্যাথেরিনা : একটা আরশি থাকলে দেখাতে পারতাম।

পেট্রুশিও : আপনি আমার চেহারার কথা বলছেন ?

ক্যাথেরিনা : বয়স অল্প হলে কী হবে, আপনার অনেক বুদ্ধি।

পেট্রুশিও : তাহলে আপনিও বুঝতে পেরেছেন যে আপনার অনেক বয়স হয়েছে তুলনায় আমি হয়তো বেশি তরুণ!

ক্যাথেরিনা : সারামুখে এত রেখা কীসের ?

পেট্রুশিও : দুশ্চিন্তার।

ক্যাথেরিনা : সে-জন্যে আমাকেও চিন্তিত হতে হবে না কি ?

পেট্রুশিও : চিন্তা থেকে এত সহজে দূর করে দেবেন সেও আমি হতে দেব না।

ক্যাথেরিনা : সামনে থাকলেই আমাকে মন্দ কথা বলতে হবে। তার চেয়ে আমাকে চলে যেতে দিন।

পেট্রুশিও : না। কারণ, আমি বিশ্বাস করি যে তুমি সত্যিই প্রিয়ভাষিণী। লোকের মুখে শুনেছিলাম তুমি নাকি খুব রাগী, ছলনাময়ী এবং নির্মম। এখন বুঝেছি, জনশ্রুতি কতদূর মিথ্যা হতে পারে। তুমি প্রিয়ম্বদা, কৌতুকপরায়ণা, অতিথিবৎসল। তুমি আড়চোখে তাকাতে জান না, কুতর্কে আনন্দ পাও না, ভ্রূকুটি শেখনি, রুষ্ট রমণীর মতো ওষ্ঠ দংশনে পটু নও। বচনে, সৌজন্যে, সহানুভূতিতে কী করে পাণিপ্রার্থীকেও সুশোভন আপ্যায়ন জ্ঞাপন করতে হয় সে তুমি ভালো করে জান। দুনিয়ার লোক কেন যে বলে কেথি একটু খুঁড়িয়ে চলে, আমি ভেবে পাই না। কুৎসা রটনাকারী জগৎ! কই, আমি তো দেখছি কেথির দীর্ঘ ঋজু দেহ কী স্বচ্ছন্দ গতির অধিকারী। গায়ের রং সোনালি বাদামের মতো এবং নিশ্চয়ই বাদামের শাঁসের চেয়েও স্বাদু, কেথি থামবে না, আরেকবার পদচারণা কর, আমি নয়ন ভরে দেখি।

ক্যাথেরিনা : এ দেখছি আচ্ছা নাছোড়বান্দা। এবার বিদায় হন। যে মুনিবের তাঁবেদারি করেন তার কাছে ফিরে যান।

পেট্রুশিও : এই গৃহে তোমার পদচারণা সম্রাজ্ঞীর মহিমায় উজ্জ্বল। বনদেবী ডায়ানাও অরণ্যে এত মহিমাময় নয়। আমার কী মনে হয় জান কেথি! তুমি যদি ডায়ানা হতে আর ডায়ানা কেথি, তারপর হোকগে কেথি যত খুশি সতীসাধ্বী কিন্তু তুমি হতে বঙ্গময়ী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাথেরিনা : এরকম কারসাজি কোথায় শিখেছেন ?

পেট্রুশিও : বিশ্বেস কর কেথি, সব স্বতঃস্ফূর্ত, সব জন্মপ্রদত্ত!

ক্যাথেরিনা : জন্মদাত্রীরই দান হবে। নইলে সন্তানে বর্তালো কী করে!

পেট্রুশিও : সত্যি করে বল, তুমি কি আমাকে বিচক্ষণ মনে কর না ?

ক্যাথেরিনা : কিছু কিছু করি। হয়তো ঐ তাপেই বেঁচে আছেন।

পেট্রুশিও : তবে তাই হোক সুন্দরী ক্যাথেরিনা। সেই উত্তাপের অংশীদার হয়ে তুমিও বেঁচে ওঠ। এস এবার সব তর্ক দূরে সরিয়ে রেখে সহজ কথাটা স্বীকার করেনি। তোমার পিতা সম্মতি দিয়েছেন যে আমি তোমাকে পত্নী রূপে গ্রহণ করতে পারি। এমন কি যৌতুকের পরিমাণও স্থির হয়ে গেছে। এখন তুমি চাও আর না চাও আমি তোমাকে বিয়ে করবই। শুনে রাখ কেথি, তোমার স্বামী হবার আমিই একমাত্র যোগ্য পুরুষ। এই গৃহালোকে আজ আমি তোমার রূপকে আবিষ্কার করেছি। তোমার সেই রূপই আমাকে শিখিয়েছে তোমাকে ভালোবাসতে। আমাকে ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে তোমার বিয়ে হতে পারে না। কেথি, আমি জন্মেছি তোমাকে বশ করবার জন্য, বনের কেথিকে ঘরে ফিরিয়ে নেবার জন্য। যে কেথিরা আছে ঘরে ঘরে তাদের একজনে পরিণত করবার জন্য। তোমার পিতা আসছে। কোনো আপত্তি উত্থাপন করবে না। নিশ্চিন্ত জেনো, আমি তোমাকেই পত্নী রূপে গ্রহণ করব। করবই করব।

[ব্যাপ্তিস্তা, গ্রিমিও ও ট্রানিওর প্রবেশ]

ব্যাপ্তিস্তা : সিনর গ্রিমিও। কন্যার সঙ্গে আপনার পরিচয়ের ফলাফল শুভ তো!

পেট্রুশিও : অশুভ হবে কেন? আপনি সে রকম কিছু আশঙ্কা করেছিলেন না কি! আমার প্রয়াস ব্যর্থ হওয়া অসম্ভব ছিল!

ব্যাপ্তিস্তা : তুমি কী বল কন্যা। তোমাকে যেন একটু বিষণ্ন মনে হচ্ছে!

ক্যাথেরিনা : আর আমাকে কন্যা বলে সম্বোধন করবেন না। আমার প্রতি আপনার বিন্দুমাত্র স্নেহ-মমতা থাকলে এক বৃদ্ধ পাগলের হাতে আমাকে সঁপে দেবার কথা আপনি ভাবতে পারতেন না। এ লোক উন্মাদ। ডাকাত। এর মুখে কোনো অর্গল নেই। এ মনে করে যে কেবল শপথের বন্যায় দুনিয়া ভাসিয়ে দেয়া যায়।

পেট্রুশিও : দেখুন পিতা, আপনাকেও আমি কিছু কথা বলতে চাই। আপনি এবং আপনার আশে পাশের সবাই, যখনই কেথির কথা উঠেছে কেবল নিন্দাই করেছেন। আমি মনে করি যদি কখনও রূঢ়তা ও কর্কশতা প্রদর্শন করে থাকে, তা সে ইচ্ছে করে করে। একটা কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে করে। ওর স্বভাব আদৌ উদ্ধত নয়, উত্তপ্ত নয়। ও পায়রার মতো কোমল, ভোরের বাতাসের মতো সুস্নিগ্ধ। ধৈর্যে দ্বিতীয় জানকী, সতীত্বে সাবিত্রী। আমরা উভয়ে পরস্পরের সঙ্গে এরূপ সর্বাংশে একমত হয়েছি যে, এরপর আপনারা অনায়াসে আগামী রোববার আমাদের বিবাহের দিন ধার্য করতে পারেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাথেরিনা : তার আগে আমি ওকে শূলে চড়াব।

গ্রিমিও : পেট্রুশিও সাহেব, মহিলা কী বললেন শুনতে পেয়েছেন তো। উনি আপনাকে শূলে চড়াতে চান।

ব্রাণিও : এই নাকি শুভ পরিচয়ের পরিণাম! তাহলে তো আর আমাদের কোনো আশা-ভরসা দেখছি না।

পেট্রুশিও : আপনারা অযথা চিন্তিত হচ্ছেন। এই নারীকে আমি নির্বাচন করেছি আমার জন্যে। যদি আমরা দুজন সন্তুষ্ট থাকি, আপনারা উদ্বিগ্ন হবেন কেন! ধরে নিন, আমরা নিরালায় পরস্পরের সঙ্গে এই সন্ধি করে নিয়েছি যে, প্রকাশ্যে এখনো উনি উগ্রমূর্তি ধারণ করে বেড়াবেন। আপনারা বিশ্বাস করতে পারবেন না আমার জন্য ওর প্রণয় কত প্রগাঢ়। আমার হৃদয়েশ্বরী কেথি! এই কিছুক্ষণ আগে আমার কণ্ঠালিঙ্গন করে, উষ্ণ থেকে উষ্ণতর নিঃশ্বাসে উনি উচ্ছলিত প্রণয়ের সহস্র শপথ উচ্চারণ করেছেন। আমিও তৎক্ষণাত আমার বিমুগ্ধ হৃদয় তাকে দান করেছি। আপনারা দেখছি নিতান্ত অনভিজ্ঞ লোক! নারী যখন নিভৃতে প্রিয়জনের সাক্ষাৎ লাভ করে তখন তাঁর আত্মসমর্পণের রূপ জগতের এক পরমাশ্চর্য বস্তু। অথচ আরেক সময়ে ঐ লজ্জাবতীই কলহে চিৎকারে বিকট মারমূর্তি ধারণ করে। এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই। কেথি, এই তোমার হাতে হাত রাখলাম। স্বল্পকালের জন্য বিদায় দাও। ভেনিস যাব। উৎসবের জন্য পোশাকাদি সেখান থেকেই ক্রয় করব। পিতা, আপনিও আমন্ত্রণপত্র বিলি করতে আরম্ভ করে দিন এবং শুভ দিনের জন্য উৎকৃষ্ট ভোজের উদ্যোগ করুন। ক্যাথেরিনার জন্য চিন্তা করবেন না, সে অবশ্যই সুখী হবে।

ব্যাপ্তিস্তা : পেট্রুশিও, তোমাকে কী বলব আমি তার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। অন্তর থেকে কামনা করি তোমরা সুখে শান্তিতে থাকো। এ রকম জোড়ের মিল যে কখনও হতে পারে স্বপ্নেও ভাবি নি।

গ্রিমিও : এই সঙ্গে আমাদের শুভেচ্ছাও যোগ করে রাখলাম। আমরা এই অনুষ্ঠানে সাক্ষী হতে রাজি আছি।

পেট্রুশিও : পিতা, পত্নী, বন্ধুবৃন্দ, বিদায়! আজকে ভেনিস যাচ্ছি, রোববার ফেরত আসব। সঙ্গে করে নিয়ে আসব গয়না, পোশাক এবং আরো রাজ্যের জিনিসপত্র। হৃদয়ে আমার জন্য শুভেচ্ছা রেখো কেথি। আগামী রোববার আমরা হব স্বামী-স্ত্রী।

[একদিকে পেট্রুশিও, অন্যদিকে ক্যাথেরিনা নিষ্ক্রান্ত হয়।]

গ্রিমিও : এত আকস্মিকভাবে কখনও বোধ হয় কোনো বিয়ে ঠিক হয়ে যায় নি।

ব্যাপ্তিস্তা : এই প্রলয়ঙ্কর সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে বড় দুঃসাহসের কাজ করেছি। এখন আমার বণিক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে নির্বিঘ্নে সব পারাপার করতে পারলে হয়।

ব্রাণিও : প্রথমে যা পার করছেন সে পণ্য তো বহুদিন ঘরে পড়ে থেকে প্রায় অচল হবার যোগাড় হয়েছিল। এখন বিনিময়ে যদি কোনো নতুন বন্দরে আপনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাভ হয় ভালো, আর যদি মাঝ দরিয়ায় ডুবে যায়, যাক!

ব্যাপ্তিস্তা : আমি লাভের প্রত্যাশী নই। এই বিবাহে যদি কেবল শান্তি ও নীরবতা বিরাজ করে আমি তাহলেই খুশি।

গ্রিমিও কোনো সন্দেহ নেই যে পেট্রুশিও যে-রত্ন লাভ করছে তার মর্ম এখনো বোঝেনি। থাক ওসব কথা। জনাব ব্যাপ্তিস্তা, এবার আপনার কনিষ্ঠ কন্যার প্রতি দৃষ্টি ফেরাতে হয়। যে সুদিনের আমরা দীর্ঘকাল ধরে অপেক্ষা করছিলাম, আজ তা সমাগত। স্মরণ রাখবেন আমি আপনার ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী এবং আপনার দ্বিতীয় কন্যার প্রথম পাণিপ্রার্থী।

ত্রাণিও বিয়াঙ্কার প্রতি আমার ভালোবাসা এত গভীর যে তা ভাষায় প্রকাশ্য নয়, বুদ্ধি দিয়ে তার গভীরতা পরিমাপ করা যায় না।

গ্রিমিও : তুমি বয়সে নিতান্ত তরুণ। আমার মতো ভালোবাসতে তুমি পারবে না

ত্রাণিও : বুজর্গের ভালোবাসায় অঙ্গ শীতল হয়।

গ্রিমিও : তাহলে বলতে হয়, তোমাদের ভালোবাসায় পায়ে ফোস্কা পড়ে। লম্ফ-ঝম্প বন্ধ রেখে সরে পড়। প্রৌঢ়ই প্রতিপালনের ক্ষমতা রাখে।

ত্রাণিও : কিন্তু জনাব, তরুণীর চোখে কেবলমাত্র তরুণই লালিত হয়।

ব্যাপ্তিস্তা : এবার আপনারা ক্ষান্ত হন। এ দ্বন্দ্বের আমি মীমাংসা করে দিচ্ছি। কার্যের দ্বারা পুরস্কার অর্জন করতে হবে। আপনাদের উভয়ের মধ্যে যিনি আমার কন্যাকে অধিক যৌতুক দানে স্বীকৃত হবেন তিনিই বিয়াঙ্কার ভালোবাসার অধিকারী হবেন। সিনর গ্রিমিও, আপনিই প্রথম বলুন, আমার কন্যাকে কী দান করা স্থির করেছেন?

গ্রিমিও : এই মহানগরে আমার যে বাড়ি আছে আপনি জানেন, তা সোনা-রুপার জিনিসে ভর্তি। সেখানে আপনার কন্যার হস্তপদ প্রক্ষালনের জন্য মনোহর বদনা চিলমচি ওগোলদান সাজানো রয়েছে। ঘরে ঘরে কাশ্মীরের কাজ করা পর্দা ঝুলছে। হাতির দাঁতের দেরাজসমূহ স্বর্ণমুদ্রায় পরিপূর্ণ। চন্দন কাঠের বড় বড় বাক্সে থরে থরে সাজানো রয়েছে বহু বিচিত্র বিবিধ বস্ত্রখণ্ড, মহামূল্যবান পরিচ্ছদ, চাঁদোয়া, চাঁদর, সামিয়ানা, মুক্তোর ফুল তোলা বালিশ, ভেনিসের সূক্ষ্মতম সূচিকর্মের ওড়না, গৃহকর্মের জন্য যাবতীয় সোনালি কাসার বাসন-কোসন-চামচ-ডেকচি। সবই আপনার কন্যাকে দান করব। তারপর আমার খামার, গোয়ালঘর। দোহনের জন্য আছে শতাধিক দুগ্ধবতী গাভী। হলকর্ষণের জন্য অষ্টপঞ্চাশৎ বলদৃপ্ত ষাঁড়। আপনার কন্যা এগুলোও লাভ করবে। দেখতে পারছেন আমার বয়স হয়েছে। যদি আগামীকাল আমার মৃত্যু হয়, তখন তিনিই হবেন আমার সকল সম্পত্তির মালিক। যদি বেঁচে থাকি, আমি মালিক হব শুধুমাত্র আপনার কন্যার।

ত্রাণিও : এতক্ষণ পর একটা 'শুধুমাত্র' যোগ করে ভালোই করেছেন। এবার তাহলে আমার তালিকা শুনুন। আমি আমার পিতার একমাত্র পুত্র এবং উত্তরাধিকারী। পাদুয়ায় সিনর গ্রিমিওর যেমন একটি বাড়ি আছে, ধনসম্পদে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমৃদ্ধ পিসায় আমার পিতার সে রকম চার পাঁচটা আছে। সেগুলো আপনার কন্যারই হবে। আমাদের যে সুফলা জমি আছে তার বাৎসরিক আয় দুই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা। তার মালিকানা স্বত্বও আপনার কন্যার ওপর বর্তাবে। এসব কথা শুনে কি সিনর গ্রিমিও মনে বড় আঘাত পেলেন ?

গ্রিমিও : জমি থেকে আয় বাৎসরিক দুই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা! আমার জমির মূল্য যদিও অত বেশি নয়, তবু ঘোষণা করছি সে সবও আমি আপনার কন্যার নামে লিখে দেব। তাছাড়া আমার একটি পণ্যবাহী জাহাজ আছে। বিদেশের বন্দর ত্যাগ করে সেটা এখন স্বদেশের পথে পাড়ি জমিয়েছে। আমি তাও দান করলাম। জাহাজের কথা উল্লেখ করায় আপনার আশাতরী ডুবে গেল নাকি ?

ত্রাণিও : সিনর গ্রিমিওর জানা নেই যে, আমার পিতার একটা নয় তিনটে পণ্যবাহী জাহাজ আছে। আরো আছে দুটো যাত্রীবাহী অর্ণব, দ্বাদশটি দ্রুতগামী ক্ষুদ্র পোত। সবই কালে আপনার কন্যার হাতে আসবে। আমি আরো ঘোষণা করছি যে, সিনর গ্রিমিও যদি অতঃপর নতুন কিছু সংযোজন করেন আমি সেগুলোরও দ্বিগুণ দান করব।

গ্রিমিও : সে ভয় নেই। আমার যা ছিল সবই উল্লেখ করেছি। ওর অতিরিক্ত কোথায় পাব। যা আমার নেই তা আমি আপনার কন্যাকে দান করতে অপারগ। আপনি যদি আমাকে কন্যা দান করেন তবে সে আমার যা আছে সব এবং সেই সঙ্গে আমাকে পাবে।

ত্রাণিও : জনাব ব্যাপ্তিস্তা, আপনার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিচার করুন। গ্রিমিও হেরে গেছেন। ঐ কুমারী এখন অন্য কারো হতে পারে না, হবে আমার।

ব্যাপ্তিস্তা : দেখুন, পণ প্রস্তাব করে আপনি যে ফিরিস্তি দিয়েছেন সেটা অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। এখন আপনার পিতাকে বলুন দানপত্রে স্বাক্ষর করে দিতে, আমি সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে জামাতা রূপে বরণ করে নেব। অন্যথায় আমি নাচার। ভেবে দেখুন, যদি আপনার পিতার পূর্বে আপনার মৃত্যু হয় তবে আমার কন্যা কীসের উত্তরাধিকারী হবে ?

ত্রাণিও : এ আপত্তি যুক্তিসঙ্গত নয়। আমার পিতা বৃদ্ধ, আমি যুবক।

গ্রিমিও : তাতে কী হয়েছে। কেবল বৃদ্ধেরই মৃত্যু হয়, আর যৌবনে কেউ কখনও মরে না ?

ব্যাপ্তিস্তা : আপনারা বিবাদ করবেন না। আমার সিদ্ধান্ত আমি আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি। আপনারা জানেন যে, আগামী রোববার আমার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে। স্থির করেছি পরের রোববারই বিয়াঙ্কার বিয়ে দিয়ে দেবো। যদি ইতিমধ্যে আপনি আপনার পিতার প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়ে আসতে পারেন, তবে আপনার সঙ্গে ওর বিয়ে দেবো। যদি ব্যর্থ হন, সিনর গ্রিমিওই বর হবেন। আমার আর কিছু বলার নেই। আপনাদের দু'জনকেই অশেষ ধন্যবাদ। আমি এখন বিদায় নিচ্ছি।

[ব্যাপ্তিস্তার প্রস্থান]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রিমিও : আপনার মঙ্গল হোক। আপনি যত খুশি তারুণ্যের কারদানি দেখান না কেন, এখন আর আপনাকে কোনো ভয় নেই। আপনার পিতা বৃদ্ধ হলেও নিশ্চয়ই এত নির্বোধ নন যে, পড়ন্ত বয়সে পুত্রকে সর্বস্ব দান করে দিয়ে বাকি জীবন পুত্রের করুণা ভিক্ষা করে বেড়াবেন। বাপু, সম্পত্তি বালকের খেলনা নয়। বুড়ো হয়েছেন বলে ইতালির ঘুঘু পুত্রস্নেহে আত্মস্বার্থ এতদূর বিস্মৃত হবেন বিশ্বাস্য নয়।

[প্রস্থান]

ত্রাণিও : ওরে ধুরন্ধর বুড়ো, তোর জরাজীর্ণ গাত্রচর্মে এর প্রতিফল ভোগ করবি। শূন্যকুম্ভে আস্ফালন নিতান্ত কম করিনি। তবে যা বলেছি সবই আমার প্রভুর মঙ্গল চিন্তা করে এবং এখন আরো চিন্তা করে মনে হচ্ছে, নকল লুসেনশিওকে অবিলম্বে একজন পিতাও খুঁজে বের করতে হবে এবং তাকে ভিনসেনশিও বলে সম্বোধন করতে হবে। ব্যাপারটা একটু নিয়ম-বহির্ভূত হবে। কারণ জগতের নিয়ম হলো, পিতাই সন্তানের জন্ম দেয়। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, প্রণয়কালে সন্তানকেও পিতা সৃষ্টি করতে হয়, অন্তত আমার হেকমতে কুলোলে তাই হবে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

লুসেনশিও : বাজনাদার সাহেব, অত বেশি উৎসাহ প্রকাশ করবেন না। কিছুক্ষণ পূর্বে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর হস্তে যে সংবর্ধনা লাভ করেছেন সে কি ইতিমধ্যে বিস্মৃত হলেন ?

হোর্টেনসিও : আপনি নিতান্তই কুতর্কের পণ্ডিত। ইনি হলেন সুরসঙ্গীতের উপাসিকা। আপনার উচিত আমাকে অগ্রাধিকার দান করা। অর্ধপ্রহর কাল নির্বিঘ্নে সঙ্গীত চর্চায় অতিবাহনের পর আপনিও না হয় পুনরায় অর্ধপ্রহর কাল ওকে জ্ঞানের কথা শোনাবেন।

লুসেনশিও : বিদ্যাভ্যাসে আগ্রহ থাকলে এরূপ চতুষ্পদের মতো অজ্ঞানতা প্রকাশ করতে পারতেন না। আপনি কি জানেন না সঙ্গীতের সৃষ্টি হয় কেন ? সাধারণ জীবনের ক্লান্তি এবং জ্ঞানার্জনের শ্রমজনিত যে অবসাদ তা দূর করে সঙ্গীত মনকে সতেজ ও প্রফুল্ল করে তোলে। অতএব আপনি এখন আমাদের দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য কিঞ্চিৎ অবসর দিন। যখন আমি বিরতি দান করব তখন আপনি সুরলহরীর অবতারণা করবেন।

হোর্টেনসিও : বেশ। আমি ততক্ষণে আমার যন্ত্রে ঠিকমতো সুর বেঁধেনি। আমার সুর বাঁধা শেষ হলেই আপনি কিন্তু ওর বক্তৃতা শোনা বন্ধ করবেন

লুসেনশিও : সে কাজ আপনার কখনো শেষ হবে না। বাঁধতে থাকুন :

বিয়াঙ্কা : আমরা কোন পর্যন্ত পড়েছিলাম ?

লুসেনশিও : এই যে! এই পর্যন্ত। শুনুন, তার পর থেকে পড়ছি।

Hie ibat simois, hic est segeia tellus,

hic steterat priami regia celsa senis.

বিয়াঙ্কা : ভেঙে ভেঙে অর্থ বুঝিয়ে দিন।

লুসেনশিও : Hic ibat যেমন আপনাকে পূর্বে বলেছি, semois, আমি লুসেনশিও, hic est, পিসার ভিনসেনশিওর পুত্র, segeia tellus, এই ছদ্মবেশ ভালোবাসার জন্য, hic steterat, আর লুসেনশিও নামধারী পাণিপ্রার্থীটি, priami, আমার অনুচর, আসল নাম ত্রাণিও, ragia, আমার বেশ ধারণ করেছে, celsa senis, এক জাঁদরেল বুড়োর চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য।

হোর্টেনসিও : কুমারী, আমার সুর বাঁধা হয়ে গেছে।

বিয়াঙ্কা : দেখি, একটু বাজান তো। কোথায় হয়েছে ? ঐ তো খাদে বেসুরো বাজছে।

লুসেনশিও : এমন তো হবে না। থুথু দিয়ে কান মোচড়ান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিয়াঙ্কা : এবার আমি ভেঙে ভেঙে চেষ্টা করছি। দেখুন ঠিক হচ্ছে কি না। Hic ibat semois, আমি আপনাকে চিনি না, Hic est Segeia tellus, আমি আপনাকে বিশ্বাস করি না, hic seterat primi, ও লোক যেন শোনে না, regia, বেশি আশা করবেন না, celsa senis, একেবারে হতাশ হবেন না।

হোর্টেনসিও : সুন্দরী, এইবার ঠিক সুরে এসেছে।

লুসেনশিও : খাদে এখনো গোলমাল রয়েছে।

হোর্টেনসিও : খাদ ঠিকই আছে। তবে কেউ হয়তো খানায় পড়েছে তাই গোলমাল শুরু করেছে। এই ভাষা পণ্ডিতকে একটু বেশি উদ্যোগী এবং উদ্যমশীল বলে মনে হচ্ছে। আমি হলপ করে বলতে পারি বজ্জাত আমার প্রেয়সীকে প্রণয় নিবেদনের ফিকিরে আছে। এর ওপর কড়া নজর রাখতে হবে।

বিয়াঙ্কা : হয়তো পরে কোনো সময়ে বিশ্বাস করতেও পারি কিন্তু আপাতত অবিশ্বাসই করি।

লুসেনশিও : না, না। অবিশ্বাস করবেন না। 'অধিকন্তু কাব্যে একথা একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে যে এগজাক্স তাঁর পিতামহের নামানুসারে এই সিভেকস বলেও অভিহিত ছিলেন।'

বিয়াঙ্কা : আপনি এতবড় পণ্ডিত যে আপনাকে অবিশ্বাস করা দুঃসাধ্য। করলে ঐ এক সন্দেহ ভঞ্জনের তর্কে-বিতর্কে সারাদিন কেটে যাবে। তার চেয়ে এবার কিছুক্ষণ লিসিওর দিকে মনোযোগ দেয়া যাক। জনাব, আমি যে আপনাদের উভয়ের সঙ্গেই সহজভাবে মেশার চেষ্টা করছি আশা করি সে জন্য কোনো অপরাধ গ্রহণ করেন নি।

হোর্টেনসিও : আপনি এবার অনুগ্রহ করে কিছুক্ষণের জন্য বাগানে বেড়াতে যেতে পারেন। আমার সঙ্গীতে তিনজনে একত্রে অংশগ্রহণের কোনো সুযোগ নেই।

লুসেনশিও : আপনি এরূপ নিয়মানুসারে সঙ্গীত শিক্ষাদান করেন জানা ছিল না। বেশ, বাইরে গিয়েই অপেক্ষা করছি এবং আপনার ওপরও নজর রাখছি। আমার ঘোরতর সন্দেহ, কেবল সুরশিক্ষা নয়, কিছু প্রেমভিক্ষার বাসনাও এই বান্দার মনে রয়েছে।

হোর্টেনসিও : যন্ত্র হাতে নেয়ার আগে আপনাকে সুরসঙ্গীতের মূলতত্ত্ব একটু ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে চাই। অতি অল্প সময়ে ও অক্লেশে সরগম আয়ত্ত করার আমি এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করেছি। এই শিক্ষাপ্রণালী অন্য কোনো ওস্তাদের জানা নেই। স্বরলিপিসহ আমি এই কাগজে তা লিপিবদ্ধ করে এনেছি, আপনি একবার পড়ে দেখুন।

বিয়াঙ্কা : সারেগামা তো আমি কবেই শিখেছি।

হোর্টেনসিও তবুও আমার সরগম একবার পড়ে দেখুন :

বিয়াঙ্কা : বেশ।

সরগম, আমিই হলুম সকল সুরের মূলের মূলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সা, ভালোবাসা, হোর্টেনসিওর, তোমারই অনুকূলে।

রে, পতিরূপে তারে, মনেপ্রাণে গ্রহণ করো,

গা, সুভগা, ভালোবেসে তারে এখনি উদ্ধারো।

মা, নিরুপমা, দুইটি সুর একটি গীত, হৃদয়ে ধরেছি।

পা, অপরূপা, ভালোবাসো, দয়া করো, নইলে প্রাণে মরেছি।

এই নাকি আপনার সরগম শিক্ষার নিয়মাবলী! মাফ করবেন, এ-আমার পছন্দ নয়। আমার বুদ্ধি এত সূক্ষ্ম নয় যে বহু পরীক্ষিত পুরাতন নিয়ম বর্জন করে নিছক নতুন বলেই একটা অদ্ভুত কিছু বেছে নেব। আমি সেকেলে রেওয়াজের পক্ষপাতী।

[একজন ভৃত্যের প্রবেশ]

ভৃত্য : আপনার পিতার ইচ্ছা এই যে, আপনি এখন পুস্তকাদি ত্যাগ করে আপনার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর গৃহের পরিচর্যা করেন। আগামীকল্য বিবাহ, আর বিলম্ব করা সঙ্গত নয়।

বিয়াঙ্কা : আপনারা উভয়েই পরম স্নেহপরায়ণ গুরু। আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ। এখন বিদায়ের অনুমতি দিন।

[বিয়াঙ্কা ও ভৃত্যের প্রস্থান]

লুসেনশিও : এখন এখানে অবস্থান করার আমিও কোনো কারণ দেখি না।

[প্রস্থান]

হোর্টেনসিও : এই পণ্ডিতের অন্তরে কী আছে আমাকে তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। হাবভাব স্পষ্টই প্রেমিকের। কিন্তু বিয়াঙ্কা তোমার হৃদয় কি এতই সহজলভ্য যে, যে-কোনো পথচারী ইচ্ছা মাত্র তার অধিকারী হতে পারে? যদি তাই হয়, তুমি একেই অবলম্বন কর। আমি হোর্টেনসিও, নিজের হৃদয় পাল্টে বিদায় গ্রহণ করি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ব্যাপ্তিস্তা, গ্রিমিও, ত্রানিও, ক্যাথেরিনা, বিয়াঙ্কা, লুসেনশিও এবং অনুচরাদির প্রবেশ]

ব্যাপ্তিস্তা : সিনর লুসেনশিও, অদ্যই ছিল ক্যাথেরিনা-পেট্রুশিওর বিবাহের জন্য নির্ধারিত দিন। অথচ ভাবী জামাতার এখনো পর্যন্ত কোনো সংবাদ নেই। একটু পর পুরোহিত যখন বিবাহের মন্ত্রোচ্চারণের মুহূর্তে কন্যার পাশে বরকে না দেখে হতবাক হয়ে যাবেন, তখন আমি কী করব? আপনিই বলুন লুসেনশিও, সমাজের সকলের চোখে কি আমি হাস্যাস্পদ হব না, আমার সকল মানমর্যাদা কি ভূলুণ্ঠিত হবে না?

ক্যাথেরিনা : অপমান ও লাঞ্ছনা যা হবার সে আমার হবে। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনারা আমাকে বাধ্য করেছেন এক মারমুখো বদ্ধোন্মাদ দস্যুর কাছে নিজেকে সঁপে দিতে। এ-লোক প্রণয় নিবেদন করে রুদ্ধশ্বাসে আর বিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে চায় ধীরে সুস্থে। আমি প্রথম থেকেই বলে আসছি এটা এক বিকারগ্রস্ত ভাঁড়, খামখেয়ালি আচরণের আড়ালে কুটিল কৌতুকে মত্ত হয়। নিজেকে রসিক পুরুষ বলে জাহির করবার জন্য প্রণয়ের কথা বলে সহস্র ঢঙে, তোড়জোড় করে বিয়ের দিনক্ষণ পর্যন্ত ধার্য করে, হৃদ্যতার মুখোশ পরে জনে জনে আমন্ত্রণ জানায় উৎসবে যোগদান করবার জন্য! অথচ মনে মনে ঠিকই জানে, যেখানে প্রণয় নিবেদন করছে সেখানে কোনোদিনই বিয়ে করবে না। এখন দুনিয়া আঙুল দেখিয়ে হতভাগী ক্যাথেরিনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করবে। বলবে আহা, বেচারি উন্মাদ পেট্রুশিওর পত্নী হতে পারত, কিন্তু পারল না। কারণ পেট্রুশিও অবসর পায়নি, বিয়ের দিন সময়মতো হাজির হতে পারেনি।

ত্রাণিও : জনাব ব্যাপ্তিস্তা, ক্যাথেরিনা, আপনারা অত অধৈর্য হবেন না। কোন দুর্বিপাকে পড়ে আজ সে তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে ব্যর্থ হচ্ছে আমি জানি না। তবে আমি কিছুতেই এ কথা বিশ্বাস করতে পারছি না যে প্রথম থেকেই তার মনে দুরভিসন্ধি ছিল। পেট্রুশিওর আচরণ খামখেয়ালিপূর্ণ হতে পারে, কিন্তু সে অর্বাচীন নয়। সে কৌতুকপ্রিয় হতে পারে, অসাধু কখনোই নয়।

ক্যাথেরিনা : আমারই দুর্ভাগ্য যে, ওর মতো লোকের আমি সাক্ষাৎ লাভ করেছিলাম।

[কাঁদতে কাঁদতে প্রস্থান। বিয়ান্কা তাকে অনুসরণ করে]

ব্যাপ্তিস্তা : তুমি যাও। ঐ অশ্রুপাতের জন্য আজ তোমাকে দোষারোপ করতে আমি অপারগ। তোমার মতো তেজস্বী ও অধৈর্য মেয়ের তো কথাই নেই, অতি বড় সাধকও এত বড় অপমানে বিচলিত না হয়ে থাকতে পারত না।

[বিয়োনদেলোর প্রবেশ]

বিয়োনদেলো : জনাব খবর, খবর আছে। এমন নতুন ও জরাজীর্ণ সংবাদ আপনি কস্মিনকালেও শোনেন নি।

ব্যাপ্তিস্তা : একই সঙ্গে এত নতুন ও পুরাতন সংবাদ? কী হয়েছে?

বিয়োনদেলো : পেট্রুশিওর আগমন বার্তা একটা জবর খবর নয়?

ব্যাপ্তিস্তা : সে এসে গেছে?

বিয়োনদেলো : না তো!

ব্যাপ্তিস্তা : তাহলে কী?

বিয়োনদেলো : তিনি আসছেন।

ব্যাপ্তিস্তা : এখানে আসছেন কখন?

বিয়োনদেলো : এখন আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তিনি এসে সেখানে দাঁড়াবেন এবং আপনাকেও ঐখানে দেখবেন।

ব্যাপ্তিস্তা : আর জরাজীর্ণ সংবাদটি কীরূপ?

বিয়োনদেলো : তিনি আসছেন মাথায় নতুন টুপি, কিন্তু গায়ে এক টুটাফুটা কোর্তা চড়িয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরনের পাৎলুনে নিচের দিকে তিন মুড়ি, পায়ের জুতো তালিমারা। তার এক পাটিতে বকলস আঁটা, অন্য পাটিতে ফিতে ঝুলছে। কোমরে নিলামঘর থেকে তুলে আনা এক জংকার ধরা তলোয়ার, তার হাতল ভাঙা, খাপ দোমড়ানো। ঘোড়ার অবস্থাও তথৈবচ। পিঠের আসন শতছিন্ন, দু'পাশের রেকাব দুরকমের। তার ওপর সর্বাঙ্গে ব্যাধি। পায়ে গোঁদ, গলায় ঘ্যাগ, মুখে ঘা, নাক দিয়ে লালা ঝরছে। পিঠ বেঁকে গেছে, দৌড়াতে গেলে পায়ে ঠোকাঠুকি লাগে। লাগাম অনেকবার ছিঁড়েছে বলে তাতে গিঠ পড়েছে অনেকগুলো। এদিকে মেয়েদের ঘোড়ার মতো লেজ আটকানো রঙিন ফিতে দিয়ে।

ব্যাপ্তিস্তা : সঙ্গে কেউ আসেনি ?

বিয়োনদেলো : একটি অনুচর সঙ্গে এসেছে। তবে সে বান্দার নক্সাও অবিকল মুনিবের ঘোড়ার মতো। [illegible] পায়ে বদ্ধ জুতো, অন্য পায়ে চটি। মোজা একটি সুতির, অন্যটা পশমের। নানা রকম দড়াদড়ি দিয়ে সেগুলো পায়ের গোছার সঙ্গে পেঁচিয়ে বেঁধে রাখা। মাথায় এক আজব টুপি, যার মধ্যে হরেক রকম পাখির পালক এবং ফুল গুঁজে রেখেছেন। এমন এক সং সেজেছে যে দেখতে একেবারে ভূতের মতো দেখায়। মনে হয় না কোনো মানুষের অনুচর এ-রকম হতে পারে।

ত্রাণিও : পেট্রুশিওকে সব সময় অতি সাধারণ পোশাকে চলাফেরা করতে দেখেছি। আজ হয়তো কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এ রকম অদ্ভুত সাজগোজ করছে। যা খেয়ালি লোক, কিছুই বুঝতে পারছি না।

ব্যাপ্তিস্তা : যে-ভাবেই হোক, আসছে যে সে-ও এক সৌভাগ্য।

বিয়োনদেলো : দেখুন, পেট্রুশিও সাহেব আসছেন, এ-কথা কিন্তু সত্য নয়।

ব্যাপ্তিস্তা : তুমি নিশ্চয়ই তাই বলেছ।

বিয়োনদেলো : তাহলে ভুল বলেছি। আসছে পেট্রুশিও সাহেবের ঘোড়া। তিনি পিঠের ওপর বসে আছেন।

ব্যাপ্তিস্তা : সে তো একই হলো।

বিয়োনদেলো : এ আপনি কী বলছেন জনাব ? এক হতে যাবে কেন। জলজ্যান্ত একটা ঘোড়া তার ওপর একজন মানুষ, অনেক না হলেও একাধিক তো বটেই।

[পেট্রুশিও, গ্রুমিওর প্রবেশ]

পেট্রুশিও : মান্য ব্যক্তিরা কোথায় গেল ? বাড়িতে কি কেউ আছেন ?

ব্যাপ্তিস্তা : তোমার মঙ্গল হোক পেট্রুশিও। আশা করি সর্ব প্রকারে ভালোই ছিলে।

পেট্রুশিও : ছিলাম এক রকম। তবে এখন ভালো নেই।

ব্যাপ্তিস্তা : অসুস্থতার কোনো লক্ষণ তো দেখছি না।

ত্রাণিও : যা দেখছি, সে হলো আপনার বেশভূষা আশানুরূপ ভালো নয়।

পেট্রুশিও : পোশাক অন্য রকম পরিধান করলেও আমাকে এ-রকম উর্ধ্বশ্বাসেই ছুটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসতে হতো। ওসব কথা থাক। আমার রূপবতী বিয়ের কনেটি কোথায় ? পিতা, আপনি ভালো ছিলেন তো ? আপনাদের সকলের চোখে একটা বিস্ময়ের, একটা ভ্রূকুটির ভাব দেখছি। মনে হচ্ছে যেন আপনারা অকস্মাৎ কোনো অচিন্তনীয় বস্তু, কোনো ধূমকেতু, কোনো অপরিজ্ঞাত প্রাণীর মুখোমুখি হয়েছেন।

ব্যাপ্তিস্তা : আজ তোমার বিবাহের দিন। প্রথমে আমরা চিন্তিত হয়েছিলাম এই ভেবে যে তুমি হয়তো আদৌ আসবে না। যা হোক শেষ পর্যন্ত তুমি এসেছ। কিন্তু এসেছো এমন একটা অকাজের সাজসজ্জা করে যে, দেখে আমি আরো অধিক চিন্তিত হলাম। আজকের অনুষ্ঠানে তোমার এই পোশাক অতিশয় দৃষ্টিকটু, তোমার নিজের পদমর্যাদার জন্যও অবমাননাকর। যতশীঘ্র সম্ভব এগুলো পরিত্যাগ কর।

ত্রাণিও : এবং সেই সঙ্গে, কী গুরুত্বপূর্ণ কারণে পত্নীর নিকট পৌঁছুতে এত বিলম্ব করলেন এবং অবশেষে এরূপ অস্বাভাবিক চেহারায় এখানে হাজির হতে উদ্বুদ্ধ হলেন তাও ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন।

পেট্রুশিও : সে-কাহিনী বলায় আমার কোনো আগ্রহ নেই। আপনাদের কাছেও তা মধুর বলে মনে হবে না। তবে একথা সত্য যে, এখানে আসবার পথে আমি কিছু সময়ের জন্য অন্যকর্মে মনোনিবেশ করতে বাধ্য হই। পরে কখনও যদি যথেষ্ট সময় পাই, সে কর্ম সম্পর্কে আপনাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করব। বর্তমানে এটুকু জানলেই যথেষ্ট হবে যে, আমি আমার কথানুযায়ী হাজির হয়েছি। কিন্তু কেথি কোথায় ? ওর সঙ্গে দেখা না করে অনেক সময় নষ্ট করলাম। বেলাও যথেষ্ট বেড়েছে। অনেক আগেই আমাদের গীর্জায় চলে যাওয়া উচিত ছিল।

ত্রাণিও : অনুগ্রহ করে ঐ হাস্যকর পোশাকে কনের কাছে যাবেন না। বরঞ্চ আমার ঘরে গিয়ে এগুলো ছেড়ে আমার কিছু পরে নিন।

পেট্রুশিও : আমি সে রকম কিছু করতে রাজি নই। যে পোশাকে আছি, সে পোশাকেই কনের পাশে গিয়ে দাঁড়াব।

ব্যাপ্তিস্তা আমার মনে হয় না ঐ পোশাক দেখলে কোনো মেয়ে আপনাকে বিয়ে করতে আগ্রহ বোধ করবে।

পেট্রুশিও : একশবার করবে। এই পোশাকেই বিয়ে হবে। আপনারা অযথা কথা বাড়াবেন না। কেথি বিয়ে করছে আমাকে, আমার গাত্রাবাসকে নয়। পত্নীর মনোবাঞ্ছা অনুযায়ী যদি নিজের স্বভাবকেও পোশাকের মতো যখন তখন বদলে নিতে পারতাম তাহলে সন্দেহ নেই, তিনি খুবই খুশি হতেন এবং হয়তো আমারও অনেক উন্নতি হত। তা হয় না। আমি বৃথা এ সব কথা নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করছি। এখানে অপেক্ষা না করে আমার ভাবী পত্নীকে গিয়ে প্রিয় সম্ভাষণ জানাব। উচিত আমাদের আশু মন্ত্রোচ্চারিত পবিত্র বন্ধনের ওপর যত শীঘ্র চুম্বনের সীলমোহর একে দেয়া।

[পেট্রুশিও, গ্রুমিওর প্রস্থান]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ত্রাণিও : মনে হচ্ছে কোনো উদ্দেশ্য নিয়েই উনি ঐ উদ্ভট পোশাক পরিধান করেছেন। তবু আমি সাধ্যমতো ওঁকে বোঝাতে চেষ্টা করবো যাতে গীর্জায় গিয়ে ওঠার আগে বেশভূষার একটু সংস্কার করে নেয়।

ব্যাপ্তিস্তা : আমিও ওর সঙ্গে থাকব। সকল ঘটনাক্রম স্বচক্ষে দেখতে চাই।

[ব্যাপ্তিস্তা, গ্রিমিও এবং অনুচরাদির প্রস্থান]

ত্রাণিও : আপনার অগ্রগতি সম্পর্কে আমি অবহিত আছি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কন্যার প্রণয়ের সঙ্গে সঙ্গে পিতার অনুমতিও চাই। সেটা পেতে হলে, ইতিপূর্বেই আমি আপনাকে বলেছি, আমাদের অবিলম্বে একজন পিতা খুঁজে বার করতে হবে। এমন একজন পিতা যিনি নিজের পরিচয় প্রদান করবেন পিসার ভিনসেনশিও বলে। যেমন তেমন একটা লোক হলেই হয়, অবস্থা বুঝে আমরা তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নেব। পাদুয়াতে ঐ ব্যক্তির একমাত্র কর্ম হবে কন্যাকে যত সম্পদ দান করব বলে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি উনি তার অনেকগুণ বেশি দান করবেন বলে কন্যার পিতার সামনে বদান্যতা প্রকাশ করা। যদি ঠিকমতো করতে পারেন তাহলে অবিলম্বে আপনি আপনার প্রত্যাশার ফলভোগী হবেন এবং পিতার সম্মতিক্রমেই লাবণ্যবতী বিয়াঙ্কাকে লাভ করবেন।

লুসেনশিও : গৃহশিক্ষক রূপে আমার যে সহকর্মী রয়েছে ও ব্যাটা যদি প্রতি পদক্ষেপে বিয়াঙ্কাকে অনুসরণ করে না ফিরত তাহলে এতদিনে আমি মেয়েটাকে নিয়ে অন্যত্র পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে ফেলতাম। একবার বিয়ে হয়ে গেলে সারা দুনিয়ার আপত্তিতে আমার কিছু এসে যেত না। আমার পত্নী আমারই থাকত।

ত্রাণিও : তাড়াহুড়া করার কোনো দরকার নেই। প্রয়োজন হলে আমরা সেসব কথাও ভেবে দেখব। আমি চারদিকেই নজর রাখছি। ঐ দাড়িওয়ালা বুড়ো গ্রিমিও, বেশি সজাগ বাবা ব্যাপ্তিস্তা, মতলবের বাজনাদার নাগর লিসিও সবাইকে অতিক্রম করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আপনার আশীর্বাদে আমি সব ব্যবস্থাই করতে পারব।

[গ্রিমিওর প্রবেশ]

আপনি কি গীর্জা থেকে আসছেন?

গ্রিমিও : জি এবং শৈশবে যে আনন্দ নিয়ে স্কুল পরিত্যাগ করতুম সেই আনন্দ নিয়েই আজ গীর্জা পরিত্যাগ করে আসছি।

ত্রাণিও : বর-কনেও কি এখনি বাড়ি ফিরে আসছেন?

গ্রিমিও : বর বলছেন কাকে? বলুন বরাহ, বন্য বরাহ। ঐ মেয়েও টের পেতে শুরু করেছে।

ত্রাণিও : পেট্রুশিও কি তাহলে ক্যাথেরিনার চেয়ে উগ্র স্বভাবের! তাও কি সম্ভব?

গ্রিমিও : একেবারে জংলি ভূত, ভূত! একটা আস্ত দানব বিশেষ!

ত্রাণিও : সে তো উনিও। ডাকিনী, ডাকিনী! একটা আস্ত পেতিনী বিশেষ!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রিমিও : মোটেই নয়। ওর কাছে ক্যাথেরিনা শিশু, মেষ শাবক, কবুতর। বিয়ে পড়াবার সময় পাদ্রী সবে ওকে জিজ্ঞেস করতে গেছেন যে উনি ক্যাথেরিনাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করতে সম্মত আছেন কিনা, উনি জবাবে এত জোরে 'আলবত' বলে গর্জে উঠলেন যে পাদ্রীর হাত থেকে কেতাব খসে মাটিতে পড়ে যায়। সবাই একেবারে হতভম্ব! তারপর পাদ্রী যখন সেটা উপুড় হয়ে তুলতে চেষ্টা করছেন তখন পাদ্রীকে উঠতে সাহায্য করবার জন্য পেট্রুশিও তার কব্জি ধরে এমন এক টান মেরেছেন যে, এবার কেতাবের সঙ্গে সঙ্গে পাদ্রীও চিৎপটাং। তখন পেট্রুশিও আরেকবার হেঁকে উঠল, "এঁদেরকে দাঁড় করিয়ে দিন।"

ত্রাণিও : যখন উঠে দাঁড়ালেন তখন মহিলা কী বললেন ?

গ্রিমিও : তিনি থরথর করে কাঁপছেন। না কেঁপে করবেন কী ? পেট্রুশিও দাঁত কড়মড় করে, ঘনঘন মাটিতে পা ঠুকে, নানা রকম শপথ কেটে কেবলই বলতে চেষ্টা করছে যে সবই পাদ্রীর কারসাজি, সেই নাকি ইচ্ছে করে সব কিছু পণ্ড করে দিতে চেয়েছে। কোনো রকমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হতেই পেট্রুশিও পানপাত্র হাতে তুলে নেয়ার জন্য সবাইকে দরাজ গলায় আমন্ত্রণ জানাল। ঝড়ের পর খালাসিদের উৎসবে মেতে ওঠার জন্য কাপ্তেন যে ভাবে ডাকাডাকি করে পেট্রুশিও তাই করছিল। পাদ্রীর এক সহকর্মীর দাড়ি বেশি সঘন এবং সুচালো ছিল। পেট্রুশিওর বোধ হয় তা পছন্দ হয় নি। তাই যখন একবার মনে হলো যে ঐ লোকটিই এই টুকরো রুটি চাইছে, পেট্রুশিও নিজের পানপাত্রে ভেজানো টুকরোটা তুলে নিয়ে ওর নাকের ওপর ছুড়ে মারল! এই কাণ্ডের পর সে এগিয়ে গেল কনের দিকে। তারপর কনের ঘাড় ধরে তার ঠোঁটের ওপর এমন সশব্দে এক প্রচণ্ড চুম্বন হানল যে গীর্জার অলিন্দে চত্বরে সর্বত্র তার প্রতিধ্বনি শোনা গেল। সব দেখে শুনে হতভম্ব হয়ে আমি সেখান থেকে চলে এসেছি। আমি নিশ্চিন্ত যে, অন্যান্যরাও সেখানে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করবে না। জীবনে এমন অত্যাশ্চর্য বিবাহ আর কখনও দেখি নি। একী! আপনারা শুনতে পাচ্ছেন না! বাদ্যযন্ত্রীরাও যে এদিকেই আসছে মনে হচ্ছে।

[যন্ত্রসঙ্গীত। পেট্রুশিও, ক্যাথেরিনা, হোর্টেনসিও, ব্যাপ্তিস্তা, গ্রুমিও ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ]

পেট্রুশিও : আপনার কেউ আমার গুরুজন, কেউ বন্ধুস্থানীয়। আপনারা সকলে যে কষ্ট স্বীকার করেছেন সে জন্য আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। এই উৎসবের আনন্দ বর্ধনের জন্য আপনারা বিপুল পানাহারের আয়োজন করেছেন। আমার দুর্ভাগ্য আমি তাতে যোগদান করতে অপারগ। জরুরি কাজে আমাকে এক্ষুণি অন্যত্র চলে যেতে হচ্ছে। আপনারা অনুমতি দান করলে আমি বিদায় গ্রহণ করি।

ব্যাপ্তিস্তা : তুমি আজ রাতেই চলে যাবে একথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেট্রুশিও : রাত হবার আগেই আমাকে চলে যেতে হবে। এখন হয়তো কিছুই সহজভাবে গ্রহণ করতে পারছেন না। কিন্তু যদি সব কথা আপনাকে সবিস্তারে বলতে পারতাম তাহলে আপনিও আমাকে এখন ধরে রাখার বদলে চলে যাবার জন্য তাগাদা দিতেন। আমি সকল মেহমানদের ধন্যবাদ জানাই। এই পরম ধৈর্যশীলা মধুরস্বভাব গুণবতী রমণীকে পত্নীরূপে গ্রহণের অনুষ্ঠানে আপনারা সকলেই প্রত্যক্ষদর্শী হয়েছেন। আজকের উৎসবের শেষাংশ অসম্পূর্ণ রাখবেন না। আমাদের মঙ্গল কামনা করে পিতার সঙ্গে পানাহারে যোগ দিন। নিতান্ত নিরূপায় হয়ে আমি আপনাদের কাছ থেকে সাময়িকভাবে বিদায় নিচ্ছি।

ব্রাণিও : আমাদের একান্ত অনুরোধ, অন্তত ভোজের পর্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনি আমাদের সঙ্গদান করুন।

পেট্রুশিও : তা হয় না।

গ্রিমিও : জনাব, আমিও আপনাকে আরেকবার এই অনুরোধ করতে চাই

পেট্রুশিও : কোনো লাভ নেই।

ক্যাথেরিনা : আমিও অনুরোধ করছি।

পেট্রুশিও : খুব খুশি হলাম।

ক্যাথেরিনা : খুশি হয়ে থাকতে রাজি হলেন কি?

পেট্রুশিও : না, তুমি যে আমাকে থাকার জন্য অনুরোধ করলে সে জন্য খুশি হলাম তবে যে প্রকারেই অনুরোধ কর না কেন থাকার কোনো উপায় নেই।

ক্যাথেরিনা : যদি আমাকে ভালোবাসেন, চলে যাবেন না।

পেট্রুশিও : গ্রুমিও ঘোড়া ঠিক কর।

গ্রুমিও : ঘোড়া ঠিকই আছে প্রভু। দানাও ঘোড়া খেয়ে শেষ করে ফেলেছে।

ক্যাথেরিনা : বেশ, তাহলে তাই হোক। আপনার যা খুশি আপনি তা করতে পারেন, আমি আজ আপনার সঙ্গে যাচ্ছি না। আজ কেন, কালও যাচ্ছি না! যতদিন ইচ্ছে না হবে যাব না। আপনার যখন প্রবৃত্তি হবে আমি তখন যাব। আমি বুঝতে পারছি, সূচনাতেই আপনাকে অত সহজে স্বীকার করে নিলে পরে পতি হিসাবে আপনার দাপট আরো বেড়ে যাবে।

পেট্রুশিও : সে কথা চিন্তা করে এখনই আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ো না।

ক্যাথেরিনা : আপনার মতামতের অপেক্ষা না রেখেই আমি সন্তুষ্ট-অসন্তুষ্ট হব। পিতা আপনি ভাববেন না, উনি অবশ্যই আমার ইচ্ছাক্রমে আজ এখানে থাকবেন।

গ্রিমিও : উত্তম! এইবার বোধহয় আরম্ভ হলো!

ক্যাথেরিনা : আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, যে-মেয়ে সময়ে শক্ত হতে জানে না তার কপালে দুঃখ অনেক। আর বিলম্ব করবেন না, সকলে খেতে চলুন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেট্রুশিও : তুমি যখন বলছ ওঁরা অবশ্যই যাবেন। নববধূর আমন্ত্রণকে আপনারা অবহেলা করবেন না। সবাই গিয়ে খেতে বসুন, আনন্দ করুন, প্রাণভরে পানে প্রতিযোগিতা করুন। যে-কুমারীর নবজীবনের সূচনা হলো তার শুভকামনা করে সবাই নাচুন, গান করুন, যত ইচ্ছে মাতাল হন, মূর্চ্ছা যান, কিছু এসে যায় না। কিন্তু আমার প্রিয়তমা কেথি আমার সঙ্গেই থাকছে। না না আমাকে রাঙা চোখ দেখিও না। তোমার ঐ অগ্নিদৃষ্টি, তপ্ত নিঃশ্বাস, মৃত্তিকায় পদাঘাত নিজেকে নানা প্রকারে আসলের চেয়ে বিশালাকার করে তোলার চেষ্টা সবই বৃথা। আমি আমার নিজের জিনিসে অন্যের প্রভুত্ব স্বীকার করি না। আপনারা জেনে রাখুন, এই নারী, এখন আমার সম্পদ, আমার গৃহ, আমার গৃহের আসবাব, আমার তৈজসপত্র, আমার ক্ষেত, আমার খামার, আমার গরু, আমার অশ্ব, আমার মা, আমার মেষ, আমার সর্বস্ব। আপনাদের কারো সাহস থাকে একবার ওকে স্পর্শ করে দেখুন, পাদুয়া থেকে নিষ্ক্রমণের পথে কেউ আমাদের বাধা দিতে চেষ্টা করুন, যত বড় বীর পুরুষই তিনি হন না কেন তাকে আমি উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব। গ্রুমিও আর ইতস্তত না করে তরবারি কোষমুক্ত কর, আমরা দুর্বৃত্ত দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েছি। যদি প্রকৃত পুরুষ হয়ে থাক প্রভুপত্নীকে উদ্ধার কর। প্রেয়সী, তোমার কোনো ভয় নেই। সাধ্য কি কেউ তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করে! নিশ্চিন্ত জানবে লক্ষ দুশমন আক্রমণ করলেও আমার এই তরবারি তোমাকে রক্ষা করবে।

[পেট্রুশিও, ক্যাথেরিনা, গ্রুমিওর প্রস্থান]

ব্যাপ্তিস্তা : ঐ প্রজ্বলন্ত দম্পতিকে কেউ বাধা প্রদান কোরো না। ওদের নির্বিঘ্নে যেতে দাও।

গ্রিমিও : অতশীঘ্র চলে না গেলে আমি হয়তো হাসতে হাসতেই মরে যেতাম।

ত্রাণিও : অনেক অভাবনীয় বিবাহ বন্ধন দেখেছি কিন্তু এই জুটি একেবারে সকলের সেরা।

লুসেনশিও : জ্যেষ্ঠা ভগিনীর এই বিবাহ সম্পর্কে আপনার কী অভিমত ?

বিয়াঙ্কা : আমার ভগিনী যেমন উন্মাদিনী তেমনি উন্মাদের সঙ্গেই মিলিত হয়েছেন।

গ্রিমিও : পেট্রুশিও সাহেব শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যি কেথির কটিবন্ধ হলেন!

ব্যাপ্তিস্তা : বন্ধুবৃন্দ ও প্রতিবেশীগণ, যদিও খাবার টেবিলে অদ্য বর-কনে অনুপস্থিত থাকবেন, সুস্বাদু খাদ্যবস্তু কিন্তু প্রচুর পরিমাণেই বিদ্যমান থাকবে। লুসেনশিও, তুমিই না হয় বরের আসন গ্রহণ কর। বিয়াঙ্কা তার বড় বোনের স্থান পূরণ করবে।

ত্রাণিও : লাবণ্যবতী বিয়াঙ্কা কি কনের মহড়াও দেবে!

ব্যাপ্তিস্তা : তাতে ক্ষতি কী লুসেনশিও। চলুন, সবাই চলুন, আর দেরি করবেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[পেট্রুশিওর পল্লীভবন। গ্রুমিওর প্রবেশ]

গ্রুমিও : আমার মুনিব যেরকম বেরহম, আমিও তেমনি এক ঘানির বলদ। তার ওপর পড়েছে আকাল। নরক যন্ত্রণা আর কাকে বলে! আমার মতো পিটুনিও কেউ খায়নি, এত ময়লাও কেউ ঘাটেনি, এত খাটুনিও কেউ দেখেনি। আমাকে আগে পাঠান হয়েছে যাতে আমি ভালো করে চুল্লিগুলো জ্বালিয়ে রাখি। ওঁরা পরে এসে তাতে আগুন পোহাবেন। আমার কপাল ভালো যে আমি আকারে ছোট, ছোট পাতিলের মতো অল্প আঁচেই তেঁতে উঠি। নইলে, যা ঠাণ্ডা পড়েছে তাতে এতক্ষণে জমে ঠোঁট দাঁতের সঙ্গে মিশে যেত, জিব তালুতে। আর কলজেটা সেঁদিয়ে যেত পাকস্থলীর মধ্যে। আকারে যদি বড়সড় হতাম তাহলে ঠাণ্ডা মিয়া আমাকে ভালো মতন পাকড়াও করে সাবড়ে দিত। এই, কে আছিস রে! কুর্তিস, কোথায় গেল?

[কুর্তিসের প্রবেশ]

কুর্তিস : এই অসময়ে কে আবার স্যাঁতস্যাঁতে গলায় ডাকাডাকি করছে?

গ্রুমিও : কেবল গলা নয় ভাই, আগাগোড়াই জমে বরফ হয়ে গেছি। বিশ্বাস না হয় একবার মাথা থেকে পা পর্যন্ত হাত বুলিয়ে দেখ, এক পোঁচে পিছলে চলে যাবে। কোথাও আটকাবে না। ভাই তাড়াতাড়ি করে আগুন জ্বালো।

কুর্তিস : ব্যাপার কী গ্রুমিও? কর্তা কি নতুন বৌ নিয়ে বাড়ি ফিরছে না?

গ্রুমিও : বাপু ফিরছে। তাইতো বলছি আগুন, আগুন। ডাকাডাকি করছি নেভাবার জন্য নয়, লাগাবার জন্য।

কুর্তিস : আমরা শুনতে পেলাম এ আওরতের মেজাজ নাকি একেবারে আগুনের হলকার মতো। সত্যি নাকি?

গ্রুমিও : এই শীতের আগে হয়তো তাই ছিল। তবে এখন নিশ্চয়ই আর সে রকম নেই। মেয়ে-পুরুষ জংলি জানোয়ার হিমে সবাই কাবু হয়। এবারকার শীতে আমাদের মুনিব যেমন নরম হয়েছেন তেমনি তার নতুন বিবিও। আমিও নেতিয়ে পড়েছি।

কুর্তিস : তোমার কথা ছেড়ে দাও। তুমি তিন আংগুলে বেকুব বলে আমি জংলি জানোয়ার হতে যাব কেন?

গ্রুমিও : কী বললে? আমি তিনাংগুলে? তুমি না জানলেও তোমার বিবি জানে আমার মুরোদ কত। কথা না বাড়িয়ে এখন আগুন জ্বালো। দেরি করেছ কি নয়া বেগমের কাছে নালিশ করে দেব। নয়া বেগমের হাতে পড়লে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুঝবে। তোমার পড়তে আর বাকিও নেই। কাজে গাফিলতি করার মজা ভালো মতন টের পাইয়ে দেবে।

কুর্তিস : রাগ করো না ভাই। সব খবরাখবর খুলে বল।

গ্রুমিও : খবর সবই একদম ঠাণ্ডা। কেবল তোমার ঐ আগুন জ্বালাবার কাজটুকু ছাড়া। কথা না বাড়িয়ে এখন তাই করো। যেমন কাজ করবে তেমন ফল পাবে। মিয়া বিবি এখন শীতে কাবু, প্রাণ যায় যায়। তুমি ওঁদের আরামের ব্যবস্থা কর।

কুর্তিস : আগুন তৈরি করেই রেখেছি। তুমি নিশ্চিন্ত মনে আমাদের সঙ্গে গল্প কর। সব সংবাদ শোনাও।

গ্রুমিও : 'শোনো শোনো কান পাতি, শোনো মন দিয়া।' কি বলিস—গান গেয়ে শোনাব নাকি?

কুর্তিস : বজ্জাতি ছেড়ে সোজাসুজি বল।

গ্রুমিও : ঐ বললাম। আগুন জ্বালো, শীতে মরে গেলাম। বাবুর্চি ব্যাটা কী করছে? রান্না শেষ করেছে? ঘরের ঝুল ঝেড়েছে, ঝাড় দিয়েছে, ধুলো মুছেছে? ফরাসদের উর্দি ধোপার ধোয়া তো? দারোয়ান পায়ে পট্টি দিয়েছে? পাগড়ি পরেছে? সদরের নফর বাবরি ছেঁটেছে? অন্দরের বাঁদীগুলো চুল বেঁধেছে? কার্পেট ভালো করে বিছিয়েছে? সব একেবারে ছিমছাম না হলে মজা বুঝবে।

কুর্তিস : সব ঠিক আছে। তুমি খবর বলো।

গ্রুমিও : পয়লা খবর, আমার ঘোড়া মুখে ফেনা তুলেছে। দোসরা খবর, মিয়া বিবি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়েছেন।

কুর্তিস : সেটা কী রকম?

গ্রুমিও : ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে ধুলোর মধ্যে উল্টে পড়েছেন। জবর খবর নয়?

কুর্তিস : ভালো ভাইটি আমার, একটু সবিস্তারে বলো।

গ্রুমিও : তা হলে কান খাড়া কর।

কুর্তিস : এই করেছি, নাও।

গ্রুমিও : ভালো। নিয়েছি। (কান চেপে ধরে)

কুর্তিস : তোমাকে বলতে বলেছি, ধরতে বলিনি।

গ্রুমিও : একটু কচলে দিলাম। দেখবে এখন শুনতে আরো গরম মনে হবে। ভালো করে শোনো। আরম্ভটা এই রকম। রাস্তা ছিল খারাপ। নিচের দিকে ঢালু। ঘোড়ার পিঠে প্রভু, প্রভুর পেছনে বধূ—

কুর্তিস : বলিস কী, দু'জনে এক ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়েছেন?

গ্রুমিও : তাতে তোমার কী?

কুর্তিস : না, না। আমার কিছু হতে যাবে কেন? হলে ঘোড়ার হয়েছে।

গ্রুমিও : সব কথা যদি জানো, তুমিই কেসসা শোনাও। তোমাকে কিছুই বলব না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেজায় চটে গেছি। কী করে বিবি ঘোড়ার পিঠের ওপর থেকে পড়ে গিয়ে ঘোড়ার পেটের নিচে চলে গেলেন সে-গল্প তোমাকে আর শোনাচ্ছি না। বারবার ফোঁড়ন না কাটলে হয়তো শোনাতাম। জানতে পারতে, কাদায় বিবির কী হালত হলো; কীভাবে কর্তা আগে বিবিকে ঘোড়ার নিচ থেকে টেনে না তুলে, বিবির ঘোড়া পা হড়কে পড়ে গেল কেন সেজন্য আমাকে মারতে ছুটে গেলেন এবং বিবি মাটিতে পড়ে থেকেই হাত বাড়িয়ে স্বামীকে বাধা দিলেন যেন আমাকে বেশি প্রহার করতে না পারেন, প্রভু ক্ষিপ্ত হয়ে কত তর্জন গর্জন করলেন; যিনি জীবনে কোনো দিন কারো কাছে কোনো মিনতি জানাননি সেই বিবিও কত আকুতি কাকুতি করতে থাকলেন; লাগাম ছিঁড়ে বিবির ঘোড়া কোথায় উধাও হয়ে গেল; আমি কত কাঁদলাম। —আরো কত কথাই না তোমাকে বলতে পারতাম। তোমার ফোঁপরদালালিতে সব এখন বেমালুম ভুলে গেছি। এসব কথা আর কোনোদিন প্রকাশ পাবে না। তুমি যেমন অজ্ঞ আছ, তেমনি অজ্ঞ অবস্থাতেই কবরে গিয়ে সেঁদোবে।

কুর্তিস : তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, কর্তার চেয়ে গিন্নীর তেজই যেন কিছু বেশি।

গ্রুমিও : কার তেজ কতদূর কর্তা এসে পৌঁছুলেই তুমি অন্তত ভালো করে টের পাবে। তোমার সঙ্গে কথা বলে অনেক সময় নষ্ট করেছি। আর নয়। নাথানিয়েল, জোসেফ, নিকলাস, ফিলিপ, ওয়ালটার, সুগার্সপ— সবাইকে ডেকে পাঠাও। কাপড়-চোপড়, চুল-দাড়ি সব ধুইয়ে মুছে ঝেড়ে আঁচড়ে ফিটফাট হয়ে থাকুক। সবাই সার দিয়ে দরজায় এসে দাঁড়াও। প্রভু প্রবেশ করা মাত্র তাঁকে কোমর বাঁকিয়ে কুর্নিশ করবে। এবং ঘোড়া জিব দিয়ে হাত চাটার আগে কেউ ওদের লেজে হাত দেবে না। তৈরি হয়ে আছে তো?

কুর্তিস : সবাই তৈরি।

গ্রুমিও : ডাকো তাদের।

কুর্তিস : কে কোথায় আছ সব এদিকে এসো। যদি নতুন কর্ত্রীর মুখদর্শন করতে চাও তা হলে পুরনো মুনিবেরও মুখোমুখি হতে হবে সেজন্য তৈরি হয়ে নাও।

গ্রুমিও : কিন্তু নতুন কর্ত্রীরও তো একটা আলাদা মুখ আছে।

কুর্তিস : আমি কি তা অস্বীকার করেছি নাকি?

গ্রুমিও : তা হলে সবাইকে ডেকে ওভাবে মুখ দেখার কথা বললে কেন?

কুর্তিস : আরে, মুখ দেখা মানে নববধূকে মোবারকবাদ জানান।

গ্রুমিও : কেন তিনি কি কেল্লা ফতে করেছেন নাকি?

[চার-পাঁচজন গৃহানুচরের প্রবেশ]

নাথা : তুমি এসে গেছ গ্রুমিও?

ফিলি : কেমন ছিলে এতদিন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জোসে : খবর সব ভালো তো ?

মিক : খাসা লোক তুমি !

নাথা : তোমাকে দেখে বেশ খুশি লাগছে।

গ্রুমিও : তোমাকে, তোমাকে এবং তোমাকে—তোমাদের সবাইকে দেখে আমার খুব ফুর্তি হচ্ছে। এবার বলো সবকিছু মেজেঘষে ঝকঝকে তকতকে করে রেখেছ তো ?

নাথা : কোনো ত্রুটি খুঁজে পাবে না। তা কর্তা পৌঁছুবেন কতক্ষণে ?

গ্রুমিও : এই এসে পড়লেন বলে। সেজন্যই তো এত রকমে হুঁশিয়ার করে দিতে চাইছি। এই রে সেরেছে! শব্দ শুনতে পাচ্ছ না ? এসে গেছেন বোধ হয়।

[পেট্রুশিও ও ক্যাথেরিনার প্রবেশ]

পেট্রুশিও : বদমাশগুলো গেল কোথায় ? ঘোড়ার লাগাম ধরবার জন্য দোরগোড়ায় একটা হতভাগাকেও পেলাম না। নাথানিয়েল, গ্রেগর, ফিলিপ—তোরা সব গেলি কোথায় ?

অনুচরগণ : সালাম, সালাম, সালাম হুজুর।

পেট্রুশিও : সালাম, সালাম, সালাম হুজুর! সালামের আমি নিকুচি করি! ঝাঁকড়াচুলো গান্দা পোশাকের বান্দা, কোথায় ছিলি এতক্ষণ ? এই নাকি তোদের কাজের নমুনা ? আদবকায়দা সব চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছিস নাকি ? যে বেকুবটাকে দিয়ে আগেভাগে খবর পাঠালাম সে হতভাগা কোথায় গেল ?

গ্রুমিও : আমি এইখানেই রয়েছি হুজুর। পাঠাবার সময় যে রকম বেকুব ছিলাম এখনো সেই রকমই রয়ে গেছি।

পেট্রুশিও : বেটা বেজন্মা, চাষাড়ে, চোয়াড়। ঘানির বলদ কোথাকার! তোকে বলে দিইনি যে এই পাজি ছুঁচোগুলোকে নিয়ে সদর রাস্তার মোড় থেকে আমাদের সংবর্ধনা জানিয়ে এগিয়ে নিয়ে আসবি ?

গ্রুমিও : আমি এসে দেখি নাথানিয়েল তখনো চাপকান ঠিক করছে, গ্যাবরিয়েল জুতা পালিশ করছে, পিটার পাগড়ি বাঁধছে, ওয়ালটার তার ভোজালি খাপে ঢোকাচ্ছে। এই আডাম, রালফ, আর গ্রেগরী ছাড়া কোনো ব্যাটাই পুরোপুরি তৈরি ছিল না। সবক'টারই এমন ময়লা নোংরা জুবুথুবু সাজপোশাক ছিল যে মনে হচ্ছিল যে, রাস্তার ভিখিরি। এই এতক্ষণে একটু ফিটফাট হয়ে আপনার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

পেট্রুশিও : দূর হয়ে যা সামনে থেকে। জলদি খাবার ঠিক করে দে।

[ভৃত্যদের প্রস্থান]

(গুনগুন করে)

জনম অবধি হায়
রূপ নেহার লু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিয়ে হিয়ে রাখলু
তব হিয়া জুড়ন না গেল।

এতগুলো লোক এতক্ষণ ধরে কী করছিলো আমি বুঝতে পারছি না। তুমি বোসো কেথি, আরাম করে বোসো। তোমার শুভাগমনে আমার গৃহ মঙ্গলময় হোক। বেটাদের আমি জাহান্নামে পাঠাব।

[খাবার নিয়ে ভৃত্যের প্রবেশ]

কোথায় উধাও হয়েছিলি ? এতক্ষণ দেরি হলো কেন ? কেথি, প্রেয়সী, তুমি গম্ভীর হয়ে থেকো না। আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসো। হাসো! তুই হা করে দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন ? জুতো খুলে নিতে পারছিস না ?

(গুনগুন করে)

লাখ লাখ যুগ
হিয়ে হিয়ে রাখলু
তব হিয়া জুড়ন না গেল।

উহ। তুই কি পা-টা গোড়ালি থেকে উপড়ে ফেলবি নাকি। (ভৃত্যকে জোরে আঘাত করে) পাজি। বদমাশ। সাবধানে খুলতে পারছিস না ? কেথি, তুমি কিন্তু একটুও হাসছ না। হাসো। আনন্দ করো। কে আছিস পানি নিয়ে আয় এখানে। এই হতভাগা। ফার্ডিনান্ডকে ডেকে নিয়ে আয় এখানে। ওর মামির সঙ্গে এখনই আলাপ করে যাক। ফার্ডিনান্ড আমার ভাগ্নে। তুমি ওকে ভালো না বেসে থাকতে পারবে না। আমার চটি কোথায় গেল ? পানি নিয়ে এল না এখনো ?

[ভৃত্য হাতমুখ ধোয়ার পানি ও ভাণ্ড নিয়ে প্রবেশ করে]

কেথি, এস লক্ষ্মী, হাতমুখ ধুয়ে নাও। এ্যাঁ ! তুই কী সব পানি গায়ের ওপর ঢেলে দিবি নাকি ? (ভৃত্যকে প্রহার করে) বেজাত, বেজন্মা, কুষ্মাণ্ড!

ক্যাথেরিনা : আমার কথা শুনুন। অত রাগারাগি করবেন না। হঠাৎ হয়ে গেছে, ইচ্ছে করে করেনি।

পেট্রুশিও : হঠাৎই বা হবে কেন ? হাঁদা, গাধা কোথাকার। তুমি আরাম করে বসো কেথি। তোমার নিশ্চয়ই খুব ক্ষিদে পেয়েছে। নিজে নিয়ে খাবে, না , আমি তুলে দেব ? এটা কি বস্তু ? গোস্তের টুকরো ?

১ম ভৃত্য : জি।

পেট্রুশিও : এটা এখানে কে এনেছে ?

পিটার : জি, আমি।

পেট্রুশিও : সব পোড়া গোস্ত। বিলকুল পুড়ে গেছে। বাড়িতে আমি কতকগুলো জানোয়ার পুষছি। লম্পট বাবুর্চিটাকে ডেকে আন। আমি জীবনে কখনও পোড়া গোস্ত ছুঁয়েছি, বিটকেলে ? তুই কোন আক্কেলে এটা আমার সামনে নিয়ে এলি ? এই নে তোর গোস্তের টুকরো। এই নে তোর চামচ, পেয়ালা, বর্তন। দূর হ চোখের সামনে থেকে। (একটা একটা করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভৃত্যের দিকে ছুড়ে মারে) যত্তসব বে-আক্কেল, বেত্তমিজ, বেল্লিক! বিড়বিড় করে কী বলছিস আবার ? এখনো ভালো করে শিক্ষা হয়নি ?

ক্যাথেরিনা : দোহাই আপনার, অত অধৈর্য হবেন না। একবার মুখে দিয়ে দেখলে পারতেন। হয়তো একেবারে অখাদ্য ছিল না।

পেট্রুশিও : না না কেথি। ও একেবারে শুকিয়ে পুড়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। পোড়া গোস্ত আমার একদম সহ্য হয় না। ওতে পিত্ত জ্বলে, রক্তের চাপ বেড়ে যায়। এমনিতেই আমাদের দু'জনের শরীরের ধাত কড়া, তার উপর পোড়া গোস্ত খেলে রক্ত মাথায় চড়ে যাবে। অভুক্ত থাকব সেও ভালো। তুমি কিছু ভেব না। কাল সকালেই আমি এর একটা বিহিত করব। বড় ক্লান্ত তুমি, এস তোমার শোবার ঘর দেখিয়ে দি। এক রাতের উপবাস তোমার আমার মধুর মিলনকে মলিন করতে পারবে না। এসো প্রেয়সী। [দুজনের প্রস্থান]

নাথা : এরকম কাণ্ড কখনও ঘটতে দেখেছ পিটার ?

পিটার : মনে হচ্ছে, উনি বিবির অস্ত্রেই বিবিকে ঘায়েল করবেন মনস্থ করেছেন।

[কুর্তিসের পুনঃপ্রবেশ]

গ্রুমিও : সাহেব কোথায় ?

কুর্তিস : বাসরঘরে। নববধূকে পতিভক্তির প্রথম পাঠ শিক্ষা দিচ্ছেন। এত প্রবল বেগে এবং মুষল ধারায় দিচ্ছেন যে, বেচারি একেবারে বাক্যহারা। মনে হচ্ছে যেন, কোনো এক দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠে এখনো ঠাহর করতে পারছেন না কোন দিকে যাবেন, কী বলবেন, কী করবেন। এই রে সেরেছে! কর্তা এই দিকেই আসছেন। (ভৃত্যবর্গের দ্রুত প্রস্থান)

[পেট্রুশিওর পুনঃপ্রবেশ]

পেট্রুশিও : রাজ্য শাসনের প্রথম পর্ব ভালোই পরিচালনা করেছি। ভরসা রাখি, পরিসমাপ্তিও মনের মতন হবে। শিকারি চিড়িয়ার পেটে দানা পড়তে দিই নি, রগে রগে যেন তেঁতে থাকে তাই চাইছি। প্রথমেই বেশি খাওয়ালে সহজে পোষ মানতে চায় না। তখন হাজার তুড়িতেও উড়ে এসে বসে না। যে বুনো বাজ দানা খেয়ে উড়ে চলে যায় কিন্তু ইশারায় ফিরে আসে না, তাকে বশ করবার নিয়ম এই রকম। অভুক্ত রেখে তালিম দিলে, একডাকে পাঞ্জার ওপর এসে শান্ত হয়ে বসে থাকবে। গোস্তটা ছুঁতে দিইনি, অন্য কিছুই মুখে তুলতে দেব না। গত রাত পথে কেটেছে, আজ ঘরেও ঘুমুতে দেব না। যেমন গোস্তে দোষ খুঁজে পেয়েছি ঠিক তেমনি বিছানাতেও গলদ খুঁজে বার করব। প্রথমে বালিশ, তারপর লেপ, তারপর চাদর, তারপর তোষক—একটা একটা করে টেনে তুলে বাইরে ছুড়ে ফেলে দেব। আর সর্বক্ষণ এমন একটা ভাব দেখাব যেন সবই প্রেয়সীর প্রতি ভালোবাসার আধিক্য হেতু করছি। সারারাত ওকে জেগে থাকতে হবে। যদি কখনও লক্ষ করি যে ঘুমে ঢলে পড়ছে, এমন চিৎকার করে চাকর-বাকরদের গালিগালাজ শুরু করে দেব যে, ঘুমিয়ে পড়ার উপায় থাকবে না। সস্নেহে পত্নীবধের এই হলো আসল তরিকা। এ দম্ভ আর তেজ কব্জার মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনবই। গরবিনীর দর্প চূর্ণ করার অন্য কোনো উৎকৃষ্টতর উপায় যদি কারো জানা থাকে আমাকে বলবেন। আমি তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করব।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পাদুয়া। ব্যাপ্তিস্তার গৃহ। ত্রাণিও ও হোর্টেনসিওর প্রবেশ]

ত্রাণিও : কুমারী বিয়াঙ্কা লুসেনশিওকে ছাড়া অন্য কাউকে ভালোবাসবে, এও কি কখনও সম্ভব হতে পারে! লিসিও সাহেব, আপনি জানেন না ও মেয়ে কী গভীর ভালোবাসার চোখে আমাকে দেখে।

হোর্টেনসিও : বেশ। যা বলেছি তা আপনার সামনেই প্রমাণ করব। শিক্ষক ছাত্রীকে কী শেখাচ্ছে এক্ষুণি তার নমুনা দেখতে পাবেন। আড়াল থেকে ভালো করে লক্ষ করুন।

[বিয়াঙ্কা ও লুসেনশিওর প্রবেশ]

লুসেনশিও : প্রত্যহের পাঠ থেকে সুন্দরীর কি কোনো উপকার হচ্ছে?

বিয়াঙ্কা : গুরুজি প্রত্যহ কী পাঠ করেন, আগে সে কথা ব্যাখ্যা করে বলুন।

লুসেনশিও : আমি যাহা পাঠ করি, হৃদয়ে তা ধারণ করি। শাস্ত্রের নাম প্রেমকলা।

বিয়াঙ্কা : প্রার্থনা করি, এই বিদ্যা উত্তমরূপে আয়ত্ত করুন।

লুসেনশিও : যদি তুমি হৃদয়ের রানী হও, অনায়াসে তা পারি।

হোর্টেনসিও : শুনেছেন? কী দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে! আপনি না বড়াই করে বলেছিলেন যে, কুমারী বিয়াঙ্কা সারা দুনিয়ার মধ্যে লুসেনশিওকে ছাড়া অন্য কাউকে কোনোদিন ভালোবাসতে পারে না? এখন কী মনে হচ্ছে?

ত্রাণিও : আশ্চর্য! লিসিও কী আশ্চর্য! প্রেমে এত প্রবঞ্চনা? নারী এত বড় বিশ্বাসঘাতক?

হোর্টেনসিও : আপনার আরো কিছু ভুল ভাঙানো দরকার। আমার নাম লিসিও নয়। যদিও সাজগোজ করেছি বাজনাদারের, আমি আসলে বাজনাদার নই। যে মেয়ে আমার মতো চরিত্রবান পুরুষকে পরিত্যাগ করে এক বাউণ্ডেলের বন্দনা শুরু করতে পারে তার মন ভোলাবার জন্য এই ছদ্মবেশ ধারণ করেছি মনে হলেও লজ্জায় মরে যাই। আমার প্রকৃত নাম হোর্টেনসিও।

ত্রাণিও : আমি আপনার নাম অনেক শুনেছি। বিয়াঙ্কার প্রতি আপনবার সুগভীর ভালোবাসার কথাও শুনেছি। জনাব হোর্টেনসিও সাহেব, আজ সচক্ষে কুমারীর কাণ্ডকারখানা দেখলাম। আপনার সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমিও আজ ঘোষণা করতে চাই যে, বিয়াঙ্কা আর বিয়াঙ্কার প্রতি ভালোবাসা জন্মের মতো এ হৃদয় থেকে মুছে ফেললাম।

হোর্টেনসিও : দেখুন, দেখুন, কেবল ঘেঁসাঘেঁসি করে বসেনি, পরস্পরের হস্তধারণ করেছে। সিনর, লুসেনশিও, অন্ধের মতো ভালোবেসে এতদিন এ মেয়েকে যত প্রকারে বন্দনা করেছি ও তার কোনোটার উপযুক্ত নয়। আপনার হাতে হাত রেখে আজ আমি ঘোষণা করতে চাই যে ঐ [illegible] আর কখনও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনোদিন প্রেম নিবেদন করব না।

ত্রাণিও : আপনার মতো আমিও এই অকৃত্রিম সংকল্প গ্রহণ করতে চাই যে, যদি ঐ মেয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মিনতি জানায় তবু আমি তাকে গ্রহণ করতে সম্মত হব না। দেখুন, দেখুন, দু'জনে কী রকম নির্লজ্জের মতো ঢলাঢলি শুরু করেছে।

হোর্টেনসিও : আফসোস, আমার বন্ধু গ্রিমিও এই দৃশ্য দেখতে পেল না। দেখলে নিশ্চয়ই তারও মোহমুক্তি ঘটত। যাকগে, সে ভাবনা আমার নয়। এখন আমি যা মনস্থ করেছি সেটা কার্যে পরিণত করব। আমি যতদিন ধরে ঐ লঘুচিত্ত উদ্ধত কুমারীকে প্রণয় নিবেদন করেছি তার চেয়ে অধিক সময় এক ধনাঢ্য বিধবা আমার হৃদয় বন্দনা করেছেন। আপনি জেনে রাখুন, আগামী তিন দিনের মধ্যে আমি এই মহিলাকে বিবাহ করে ফেলব। রূপ নয়, এবার ভালোবাসব হৃদয়কে। সিনর লুসেনশিও, বিদায় নেবার অনুমতি দিন। যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি তা কার্যকর করবার জন্য কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বিদায়।

[প্রস্থান]

ত্রাণিও : প্রভুপ্রিয়া বিয়াঙ্কা, প্রার্থনা করি আপনার প্রেমময় জীবন যেন সর্বাংশে সুখের হয়। ক্ষমা করবেন, হোর্টেনসিওর প্ররোচনায় আমি অন্তরাল থেকে আপনার প্রেমলীলার কিছু অংশ দেখে ফেলেছি এবং হোর্টেনসিওর সঙ্গে যুগ্মভাবে আপনাকে চিরতরে পরিত্যাগ করেছি।

বিয়াঙ্কা : দু'জনে একসঙ্গে পরিত্যাগ করলেন ? আমি বিশ্বাস করি না।

ত্রাণিও : আমি একটুও মিথ্যা বলিনি।

লুসেনশিও : লিসিওটা যে খসে পড়েছে, ভালো হয়েছে।

ত্রাণিও : এখন তিনি ধাবিত হয়েছেন এক কলাবতী বিধবার প্রতি, যাকে তিনি অদ্য রজনীর মধ্যেই প্রথমে প্রণয় নিবেদন ও পরে বিবাহ করে ফেলবেন।

বিয়াঙ্কা : উত্তম ! বেচারা খুশি হলেই হলো।

ত্রাণিও : এই রমণীকে তিনি অবশ্যই বশ করতে পারবেন।

বিয়াঙ্কা : হোর্টেনসিও এই রকমই ঘোষণা করেছে নাকি ?

ত্রাণিও : এতক্ষণে তিনি বশীকরণ বিদ্যা প্রয়োগ করতে শুরু করে দিয়েছেন।

বিয়াঙ্কা : বশীকরণ বিদ্যা ? এই জ্ঞান শিক্ষাদানেরও বিদ্যালয় আছে নাকি ?

ত্রাণিও : আছে বৈকি! এর গুরু হলেন পেট্রুশিও। মুখরা রমণী দমন ও বশীকরণের তিনি নাকি একশ এক প্রকার কৌশল উদ্ভাবন করেছেন।

[বিয়োনদেলোর প্রবেশ]

বিয়োনদেলো : উহ্! প্রভু, পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জিব লম্বা হয়ে গিয়েছিল। এই এতক্ষণে, কাজে লাগতে পারে এমন প্রাচীন বান্দা নজরে পড়েছে। পাহাড়ের পথ ধরে নেমে আসছেন।

ত্রাণিও : কী করেন বলে মনে হয় ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিয়োনদেলো : হয় তেজারতি নয় গুরুগিরি। ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি। তবে পোশাক পরিচ্ছদ বেশ কেতাদুরস্ত, হাবভাব একেবারে মুরুব্বিদের মতো।

লুসেনশিও : ত্রাণিও, এসব খবর জেনে আমাদের কী লাভ?

ত্রাণিও : অনেক। ও-লোক যদি সরল হয় এবং আমাদের সব কথা যদি ওকে গেলাতে পারি তবে দেখবেন ও নিজেই কী রকম আহ্লাদের সঙ্গে ভিনসেনশিও সাজবে এবং আসল ভিনসেনশিওর মতোই জোর গলায় ব্যাপ্তিস্তা মিনোলাকে সর্বপ্রকার আশ্বাস দান করবে। প্রভু, আপনি আপনার প্রেয়সীকে নিয়ে কিছুক্ষণের জন্য অন্যত্র গমন করুন, আমি ততক্ষণ এদিককার কাজ গুছিয়ে নিই।

[লুসেনশিও ও বিয়াঙ্কার প্রস্থান। বৃদ্ধ গুরুর প্রবেশ]

গুরু : তোমাদের মঙ্গল হোক।

ত্রাণিও : আপনারও অশেষ মঙ্গল হোক। আপনি কি আরো দূরপাল্লার যাত্রী, না এখানেই যাত্রা শেষ?

গুরু : অন্তত দু'হপ্তার জন্য এখানেই শেষ বলতে পারেন। তারপর আবার চলতে শুরু করব যতদিন না রোম শহরে পৌঁছই। এরপরও যদি শরীরে সয়, ইচ্ছে আছে ত্রিপলী দর্শন করব।

ত্রাণিও : যদি কিছু মনে না করেন, আপনার দেশ কোথায়?

গুরু : মানাটুয়া।

ত্রাণিও : বলেন কী? আপনি মানাটুয়ার অধিবাসী? প্রাণের মায়া ত্যাগ করে পাদুয়ায় প্রবেশ করেছেন কোন দুঃখে?

গুরু : প্রাণের মায়া ত্যাগ করে? এসব আপনি কী বলছেন? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

ত্রাণিও : আপনি কি কিছুই শোনেননি? এখানকার ডিউকের সঙ্গে আপনাদের ডিউকের এক পুরনো শত্রুতার ফলে সম্প্রতি এখানকার ডিউক ঘোষণা করেছেন যে, মানাটুয়ার কোনো ব্যক্তি পাদুয়ায় পদার্পণ করলে তার শাস্তি প্রাণদণ্ড। ইতিমধ্যে ভেনিসেও আপনাদের জাহাজ আটক করা হয়েছে। আশ্চর্য যে আপনি এখনো এসব কথা শোনেননি। একটু আগেও এখানে উপস্থিত থাকলে স্বকর্ণে ঘোষণা শুনতে পেতেন।

গুরু : কী পরিতাপের বিষয়! আমি যে ফ্লোরেন্স থেকে সঙ্গে করে অনেক বায়নাপত্র নিয়ে এসেছি এখানে অর্থ আদায় করব বলে।

ত্রাণিও : আপনি বৃদ্ধ মানুষ! সে-ব্যাপারে আমি আপনাকে সাধ্যমতো সাহায্য করব। অন্যান্য সৎ পরামর্শও দেব। কিন্তু তার আগে বলুন আপনি কখনো পিসা গিয়েছেন কিনা।

গুরু : অনেকবার গিয়েছি। পিসা বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের জন্য বিশেষ বিখ্যাত।

ত্রাণিও : তাঁদের মধ্যে ভিনসেওশিও বলে কারো সঙ্গে কি আপনার পরিচয় আছে?

গুরু : ঠিক পরিচয় নেই তবে তাঁর কথা অনেক শুনেছি। তিনি একজন ব্যবসায়ী,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রভূত ধনসম্পত্তির মালিক।

ত্রাণিও : তিনি আমার পিতা হন। এবং সত্যি বলতে কী, আপনি দেখতেও অনেকাংশে অবিকল আমার পিতার মতো।

বিয়োনদেলো : (স্বগত) যেমন ঝিনুক আর শামুক, হুবহু এক। সেই রকম।

ত্রাণিও : আমার পিতার কথা স্মরণ করে, আপনাকে বর্তমান বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য একটা কাজ করব ঠিক করেছি। আপনি যে দেখতে আমার পিতার মতন সেটা কোনো সামান্য সৌভাগ্য মনে করবেন না। আমি প্রস্তাব করি, আপনি সাময়িকভাবে আমার পিতার নাম ও পদপর্যাদাও গ্রহণ করুন এবং স্বাভাবিকভাবেই আমার প্রিয় অতিথি হিসাবে আমার গৃহে আশ্রয় নিন। যতদিন এই নগরে আপনার কাজ শেষ না হয়েছে ততদিন আমার গৃহেই থাকবেন। আমি আন্তরিকভাবে এই প্রস্তাব করছি, ইতস্তত না করে রাজি হয়ে যান।

গুরু : অবশ্য, অবশ্যই রাজি। কেবল রাজি নয়, আমার জীবন-রক্ষক ও প্রতিপালকরূপে আমি সারা জীবন তোমার গুণকীর্তন করব।

ত্রাণিও : তাহলে আর বিলম্ব না করে আমাদের পরামর্শ মতো চলতে শুরু করুন। প্রসঙ্গত আপনাকে আরো একটা কথা জানিয়ে রাখি। জনৈক ব্যাপ্তিস্তা নামক এক ব্যক্তির কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির হয়েছে। সেই বিয়ের লেনদেনের কথা পাকাপাকি করার জন্য এখানে সবাই আমার পিতার আগমনের অপেক্ষা করছেন। এ-ব্যাপারে কারো সঙ্গে হঠাৎ সাক্ষাৎ হয়ে গেলে আপনার করণীয় কী, তা এক্ষুণি আপনাকে ভালো করে বুঝিয়ে দিচ্ছি। অবশ্য তার আগে উপযুক্ত পোশাক-পরিচ্ছদ ধারণ করে আপনি প্রস্তুত হয়ে নিন।

AMARBOI.COM

তৃতীয় দৃশ্য

[পেট্রুশিওর পল্লীভবন। ক্যাথেরিনা ও গ্রুমিওর প্রবেশ]

গ্রুমিও : আমাকে মাফ করবেন। প্রাণে মারা পড়ব।

ক্যাথেরিনা : আমার হয়তো অনেক দোষ, কিন্তু ওঁর আক্রোশের মাত্রা তার চেয়েও অনেকগুণ বেশি। উনি কি আমকে না খাইয়ে মেরে ফেলার জন্যই বিয়ে করেছিলেন? ভিখারিও যদি দুয়ারে এসে কাতর মিনতি জানায়, আমার পিত্রালয়ে সে কিছু না কিছু পাবেই। একজন ফিরিয়ে দিলে, অন্য কেউ দান করবে। কিন্তু আমি, যে কোনোদিন কাউকে মিনতি জানাতে শিখিনি, সেই আমি আজ এক টুকরো রুটির অভাবে ক্ষুধায় কাতর, এক পল ঘুমের অভাবে দুপায়ে দাঁড়াতে অক্ষম। কথার তোড়ে ঘুম কেড়ে নিয়েছে। গালিগালাজে ভরে রেখেছে আমাকে। আরো অসহ্য ওঁর এই ভাবখানা যেন সবই উনি করছেন আমার প্রতি গভীর ভালোবাসার তাড়নায়। যেন আমি ঘুমুলে কিংবা কিছু খেলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করব অথবা কোনো দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হব। দোহাই তোমার, আমাকে কিছু খেতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাও। যা কিছু হয় এনে দাও, কেবল একেবারে অখাদ্য না হলেই হয়।

গ্রুমিও : আপনি কি গরুর পায়ার গরম সুপ খান ?

ক্যাথেরিনা : অতি উপাদেয় খাদ্য। কোথায় আছে নিয়ে এসো।

গ্রুমিও : আপনার কি ওটা খাওয়া ঠিক হবে ? পায়াতেও বেশি গর্মী পয়দা হয়। একটু কম ঝালের কালিয়া কী রকম হবে মনে করেন ?

ক্যাথেরিনা : কালিয়া আমি খুব পছন্দ করি। লক্ষ্মী গ্রুমিও, আর দেরি কোরো না।

গ্রুমিও : আমার মনে হচ্ছে কালিয়াও বোধ হয় আপনার জন্য বেশি গুরুপাক হবে। বোটি কাবাব আর কাসুন্দি কি আপনি পছন্দ করেন ?

ক্যাথেরিনা : খুব, খুব, খুব ভালোবাসি।

গ্রুমিও : কিন্তু কাসুন্দিতে যে অনেক ঝাঁঝ।

ক্যাথেরিনা : তাহলে কাসুন্দি থাক, শুধু কাবাব নিয়ে এসো।

গ্রুমিও : তা হয় না। কাসুন্দি না দিয়ে শুধু কাবাব গ্রুমিও আপনাকে কখনই দেবে না।

ক্যাথেরিনা : তোমার ইচ্ছে হলে দুটোই আনো। দুটো না আনো একটা আনো, যেটা খুশি, যা খুশি নিয়ে এসো।

গ্রুমিও : তা হলে আমি কাবাব বাদ দিয়ে কাসুন্দিই নিয়ে আসি।

ক্যাথেরিনা : তুমি আমার সঙ্গে এতক্ষণ মশকরা করছিলে ? হতভাগা পাজি কোথাকার। (প্রহার করে) তুমি শুধু খাবারের ফিরিস্তি শুনিয়ে আমার পেট ভরাতে এসেছ ? আমি মরছি ক্ষিধের জ্বালায় আর তুমি এসেছ আমার সঙ্গে পরিহাস করতে ? এই আমি বলে দিচ্ছি, তোমাদের সবাইকে এর জন্য একদিন কঠিন ফলভোগ করতে হবে। বেরিয়ে যাও ঘর থেকে।

[পেট্রুশিও ও হোর্টেনসিওর প্রবেশ। হোর্টেনসিওর হাতের থালায় খাবার]

পেট্রুশিও : কেমন আছ, কেথি, প্রেয়সী, এত বিষণ্ন কেন ?

হোর্টেনসিও : তুমি নতুন বৌ, মিষ্টি করে হাসো।

ক্যাথেরিনা : হাসি শুকিয়ে গেছে।

পেট্রুশিও : উৎফুল্ল হতে চেষ্টা করো। আমাকে দেখে খুশি হয়ে ওঠো। লক্ষ্মীটি, তাকাও আমার দিকে। এই দ্যাখো, আমি স্বহস্তে সযত্নে তোমার জন্য খাবার সাজিয়ে এনেছি। সুহাসিনী, আমার এই আন্তরিক শ্রমের জন্য তোমার উচিত আমাকে অনেক প্রশংসা করা। কিছু বলছ না যে ? নিশ্চয়ই আমার জন্য তোমার মনে কোনোরকম ভালোবাসা নেই। বৃথাই তোমার জন্য কষ্ট স্বীকার করেছি। এই যা, খাবার ফিরিয়ে নিয়ে যা।

ক্যাথেরিনা : না, না। ফিরিয়ে নিয়ে যাবে কেন ?

পেট্রুশিও : সামান্য দানও কিছু প্রতিদান আশা করে। আমাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন না করে তুমি এ খাবার স্পর্শ করতে পারবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাথেরিনা : আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

হোর্টেনসিও : অনেক হয়েছে, পেট্রুশিও এবার থামো। আসুন, আমিও আপনার সঙ্গে বসে খাচ্ছি।

পেট্রুশিও : (নিম্নকণ্ঠে) তোমার মঙ্গল হোক, তুমি প্রকৃত সুহৃদের মতো প্রস্তাব করেছ। (স্বাভাবিক কণ্ঠে) তুমি খেতে আরম্ভ কর। কেথির কোনো তাড়াহুড়ো নেই। ও ধীরে সুস্থে খাবে। জানো মধুময়ী, আজ আমরা তোমার পিত্রালয়ে ফিরে যাব। দেখবে এবার আমি জাঁকজমকের একশেষ করে ছাড়ব। আমার জন্য দামি আংটি, জরিদার টুপি, সার্টিনের চোগা; তোমার জন্যে জড়োয়া গয়না, ঝলমলে ওড়না, কামিজ কোর্তা-মনোহরণের কোনো উপকরণ বাদ রাখব না। তোমার খাওয়া শেষ হয়ে গেল নাকি? বেশ। বেশ। ভুলেই গিয়েছিলাম, মূল্যবান বস্ত্রের সুকোমল স্পর্শে তোমার দেহ সুসজ্জিত করার জন্য দরজি অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে।

[দরজির প্রবেশ]

আসুন দরজি সাহেব। যে গারারা কামিজ তৈরি করেছেন একবার খুলে দেখান। নিশ্চয়ই বেশ জমকালো হয়েছে।

[দোকানির প্রবেশ]

আপনি কী নিয়ে এসেছেন?

দোকানি : বেগম সাহেবার জন্য আপনি যে মস্তক আবরণীর ফরমাস করেছিলেন, সেটা নিয়ে এসেছি।

পেট্রুশিও : এটাকে আপনি মস্তক আবরণী বলছেন? কাকাতুয়ার ঝুটির মতো এই মখমলের টুকরোটাকে আপনি আবরণী বলেন? এরকম একটা ইতর ফালতু জিনিস তৈরি করলেন কী করে? একি বাচ্চা ছেলের মাথা ঢাকবার জন্য বানিয়েছেন না কি যে এত ছোট করে করেছেন? এতো শামুকের খোল, বাদামের খোসা। যা বানিয়েছেন এ একটা খেলনা, একটা মশকরা। শিগগির চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যান। অনেকগুণ বড় করে আরেকটা তৈরি করে আনুন।

ক্যাথেরিনা : এর চেয়ে বড় আমি চাই না। আজকাল ভালো ভালো মেয়েরা মাথায় এ-রকম ছোট আবরণীই পরে।

পেট্রুশিও : সে তুমিও যখন হবে, তখন পরবে। তার আগে নয়।

হোর্টেনসিও : (স্বগত) মনে হচ্ছে তার এখনো কিছু দেরি আছে।

ক্যাথেরিনা : তাহলে আমাকেও মুখ খুলতে হলো। আমি শিশু নই, কচি খুকি নই। আমার যখন যা মনে আসে আমি সরাসরি তা বলে ফেলি। আপনার মুরুব্বিরা তা বরাবর সহ্য করে এসেছেন। আপনি যদি না পারেন, নিজের কান বন্ধ করে রাখুন। আমি চুপ করে থাকব না। আমার মনের আগুন আমি মুখে প্রকাশ করবই। যদি না করি তা হলে তার হলকায় আমার কলজে পুড়ে যাবে। আমি তা হতে দেব না। এখন থেকে আমার যা খুশি আমি তাই বলব, তাই করব। কারো কোনো বাধা গ্রাহ্য করব না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেট্রুশিও : আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। ব্যাটা নিতান্ত খেলো জিনিস তৈরি করেছে। এটাকে মস্তক আবরণী না বলে বলা উচিত ছাকনি, নারকেলের মালা, পুলি পিঠা। তোমারও যে এটা পছন্দ হয়নি, জেনে খুশি হয়েছি।

ক্যাথেরিনা : আপনি খুশি হন আর নাই হন, এইটেই আমার পছন্দ। এটা ছাড়া অন্য কোনোটা আমি গ্রহণ করব না।

[দোকানি বেরিয়ে যায়]

পেট্রুশিও : কামিজটা কেমন করেছে দেখি। কই দরজি সাহেব, বার করুন। ইয়া আল্লা! এ দেখি নাচনেওয়ালীর কোর্তা বানিয়ে এনেছেন। কামানের নলের মতো এ দুটো কী? হাতা না কি! ওপরে ঢোলা, নিচে সরু, এ রকম হাতির শুড় বানাতে আপনাকে কে বলেছে? তার ওপর এখানে ভাঁজ, ওখানে সেলাই, এদিকে ফাঁপানো, ওদিকে চাপানো, একেবারে কামারশালার হাঁপর বানিয়ে এনেছেন দেখছি। এটা কি আপনার দরজিগিরির নমুনা, না আপনার পাগলামির?

হোর্টেনসিও : (স্বগত) বেচারির ভাগ্যে বোধহয় কামিজও জুটবে না।

দরজি : হালের যা দস্তুর, আপনার কথা মতো সেই রকমই ছেঁটেছি। অনেক খেটে-খুটে যত্ন নিয়ে তৈরি করেছি।

পেট্রুশিও : হাল ফ্যাশনের ছাঁট দিতে বলেছি বলে কি আমি আপনাকে গোটা পোশাকটার দফারফা করতে বলেছি? বুলি কপচাতে হয় অন্য বাড়ির গিন্নীদের কাছে যান। ওসব কথায় ভোলবার লোক আমি নই। আপনি এখন যেতে পারেন।

ক্যাথেরিনা : এর চেয়ে সুন্দর কামিজ আমি জীবনে দেখি নি। সুন্দর কাপড়, সুন্দর ছাঁট। আমি কি আপনার সুতোবাঁধা পুতুল নাকি যে আপনি যা বলবেন আমাকে তাই পরতে হবে?

পেট্রুশিও : তুমি ঠিক ধরেছ। দরজি তোমাকে পুতুল বানাতে চাইছে।

দরজি : হুজুর, উনি আমার কথা বলেননি। আপনার কথা বলেছেন।

পেট্রুশিও : চুপ করো। বেয়াদপের মতো কথা বোলো না। ব্যাটা আঙুলের টুপি, সুঁচের ফুটো, সুতোর গুটি। ব্যাটা ফিতের গজ, গিরে, ইঞ্চি; ব্যাটা গুটি পোকা, মাকু, কার্পাস, এত বড় সাহস তোমার! আমার বাড়িতে বসে তুমি আমাকে চোখ মুখ পাকিয়ে সুঁই সুতো দেখাচ্ছ? ব্যাটা কাপড়ের থান, টুকরো, ফালি! তোমার গজের লাঠি দিয়েই তোমাকে এমন মাপামাপি করে দেব যে কঁকাতে কঁকাতে জীবন শেষ হয়ে যাবে। আমি বলছি কামিজটা তুমি একেবারে নষ্ট করে দিয়েছ।

দরজি : হুজুর আমাকে ভুল বুঝবেন না। হেড কারিগরকে আপনার লোক গ্রুমিও যেমন ফরমাশ করে এসেছে আমি সেই রকমই ছেঁটেছি।

গ্রুমিও : আমি তো কোনো ফরমাশ করিনি। আমি শুধু মাল পৌঁছে দিয়ে এসেছিলাম।

দরজি : কী রকম করে বানাতে হবে সে কথা কিছুই বলেননি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রুমিও : এতে আবার বলাবলির কি আছে। সুঁই সুতো ছাড়া আর কোন রকমে বানাবে ?

দরজি : কাটার কথা কিছু বলেননি ?

গ্রুমিও : আপনি হাত কেটেছেন, গলাও কেটেছেন!

দরজি : সে তো কাটতেই হবে।

গ্রুমিও : অন্যের কেটেছেন ভালোই করেছেন। আমাকে পারবেন না। কাটতেও পারবেন না, পট্টি লাগাতেও পারবেন না। আপনার হেড কারিগরকে আমি কাপড় কাটতে দিয়েছিলাম বলে একেবারে ফালিফালা করে ফেলতে বলিনি। একে তো অন্যায় করেছেন তার ওপর আবার কথা বানাচ্ছেন।

দরজি : কোন ফ্যাশনের ছাঁট হবে সেটা টোকায় লিখে দিয়েছিলেন।

পেট্রুশিও : সে টোকা কোথায় ?

গ্রুমিও : ওর জিব টেনে বার করে দেখুন। আমি কিছু বলিনি।

দরজি : (টোকা বার করে পড়ে) 'ঢোলা কামিজ' !

গ্রুমিও : হুজুর, আমি যদি ঢোলা বলে থাকি তা হলে ওর মুড়ির মধ্যে আমাকে সেলাই করে সুতোর রীল দিয়ে পিষে মেরে ফেলুন। আমি শুধু কামিজ বলেছি।

দরজি : 'গলার নিচে পাকানো ওড়নার মতো বাড়তি ঘের থাকবে'।

গ্রুমিও : বাড়তি ঘেরের কথা হয়তো বলেছিলাম।

দরজি : 'হাতা ফোলা ফোলা'।

গ্রুমিও : আমি শুধু বলেছি দুটো হাতা হবে।

দরজি : 'হাতা কাটতে হবে খুব কারদানী করে'!

পেট্রুশিও : এই তো বজ্জাতি বেরিয়ে পড়েছে।

গ্রুমিও : ভুল টুকেছে। হুজুর, সব ভুল টুকেছে। আমি শুধু বলেছি হাতা কাটতে আর সেলাই করতে। ব্যাটা আংগুলে লোহার টুপি পরে ভেবেছে কি ? ওকে ভালো রকম শিক্ষা দেয়া দরকার।

দরজি : আমি একটুও বানিয়ে বলিনি, গ্রুমিও। এটা যদি অন্য কোনো জায়গা হত, আমি আপনাকে সব ভালো করে বুঝিয়ে দিতে পারতাম।

গ্রুমিও : বেশ! রাস্তায় চলুন। টোকাটা হাতে নিয়ে নিন আর গজের ডাণ্ডা আমার কাছে দিন। দেখা যাবে কে কাকে কী বোঝাতে পারে।

হোর্টেনসিও : এটা ঠিক হলো না গ্রুমিও। ডাণ্ডা যদি তুমি নিয়ে নাও তা হলে কাট-ছাঁটের মাপ ও তোমাকে বোঝাবে কী করে ?

পেট্রুশিও : থাক, আর কথা বাড়িও না। নিয়ে যাও, কামিজ আমার জন্য নয়।

গ্রুমিও : ঠিক বলেছেন। ওটা বেগম সাহেবার জন্য।

পেট্রুশিও : আমার কোনো দরকার নেই। কামিজ তুলে নাও। তোমার হেড কারিগর যা খুশি তা করুকগে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রুমিও : হুজুর, এ আপনি কী বলছেন ? বেগম সাহেবার কামিজ তুলে হেড কারিগর আবার কী করবে ?

পেট্রুশিও : ও আবার কী প্যাঁচের কথা বলছিস ?

গ্রুমিও : শুধু প্যাঁচ নয় হুজুর, বড় গভীরও বটে। বেগম সাহেবার কামিজ তুলে কারিগরে কাম বানাবে—এও একটা কথা নাকি—তওবা, তওবা।

পেট্রুশিও : (জনান্তিকে হোর্টেনসিওকে) দরজির সব পাওনা মিটিয়ে দিও। (প্রকাশ্যে দরজিকে) আর একটি কথাও না বলে কামিজ তুলে সরে পড়।

হোর্টেনসিও : (জনান্তিকে দরজিকে) ওর কটু কথা গায়ে মাখবেন না। কালকে আসবেন। আপনার পাওনা মিটিয়ে দেব। (প্রকাশ্যে, জোরে) ব্যাস, এবার আপনি যেতে পারেন। সব কথা আপনার হেড কারিগরকে গিয়ে জানান।

[দরজির প্রস্থান]

পেট্রুশিও : কেথি, প্রেয়সী, কাছে এসো। এখন যে-সামান্য পোশাক পরে আছ, চল এই সাজেই তোমাকে তোমার পিত্রালয়ে নিয়ে যাই। যে-ঐশ্বর্য আমাদের গৌরব তা থাকবে অন্তরালে, বাইরের পরিচ্ছদ হবে আটপৌরে। তুমি তো জান প্রেয়সী, দেহ অপরূপ হয় অন্তরের আলোকে। ছেঁড়া পোশাক মনুষ্যত্বের জ্যোতিকে আড়াল করে রাখতে পারে না। মেঘ যত কালোই হোক না কেন, সূর্যের আলো তা বিদীর্ণ করে বেরিয়ে আসবেই। শালিকদের পালক সুন্দর বলেই কি লোকে তাকে কোকিলের চেয়ে বেশি ভালোবাসে ? সাপের পিঠে কত নকসা, তবুও লোকে মাছের পিঠ দেখেই বেশি খুশি হয়। কেথি, প্রিয়তমা, বিনা প্রসাধনে এই সামান্য পোশাকেই তুমি অনন্যা। যদি তবুও এর জন্য তোমার মনে কোনো ক্ষোভ জন্মে সব দোষ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিও। এরপর আর তোমার মুখ ভার করে থাকা উচিত নয়। শ্বশুরবাড়ি গিয়ে প্রাণভরে খাবোদাবো, মৌজ করব। আর দেরি নয়। এক্ষুণি রওনা হবার আয়োজন কর। কে আছো, সইস ডেকে ঘোড়া ঠিক করে, বড় রাস্তার মোড়ে অপেক্ষা করতে বলো। আমরা ওখান থেকেই সওয়ার হব। এই পথটুকু পায়ে হেঁটে আসছি। এখন বেলা কত হলো ? গোটা সাতেকের বেশি নিশ্চয়ই নয়। তা হলে ধরে নিতে পারো, দুপুরের খানা ওখানে গিয়েই খেতে পারব!

ক্যাথেরিনা : আপনি ভুল করছেন। এখন সকাল সাতটা নয়, দুপুর দুটো। অর্থাৎ ওখানে গিয়ে পৌঁছুতে পৌঁছুতে রাত হয়ে যাবে। খেলে রাতের খাবারই খেতে হবে।

পেট্রুশিও : আমি লক্ষ করেছি, আমার প্রত্যেক কাজের, প্রত্যেক কথার, প্রত্যেক ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমার কিছু করা চাই-ই। বেশ, তা হলে তুমি জেনে রাখ, যতক্ষণ না সাতটা বাজবে, আমিও রওনা হচ্ছি না। সবাই যে যার কাজে চলে যাও। আমি যতটা বলেছি আগে ততটা বাজুক, তারপর যেতে হয় যাব। কিন্তু তার এক মিনিট আগেও নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হোর্টেনসিও : শেষে কি চাঁদ সুরুজকেও আপনার হুকুম মোতাবেক চলতে বাধ্য করবেন নাকি ?

[প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

[পাদুয়া। ব্যাপ্তিস্তা ভবনের সম্মুখে। ত্রাণিওর প্রবেশ। সঙ্গে ভিনসেনশিওর ছদ্মবেশে গুরু]

ত্রাণিও : জনাব, এই সেই বাড়ি। আপনি প্রস্তুত তো ?

গুরু : এখন আর না হয়ে উপায় কী ? হুম্। সে আজ প্রায় বিশ বছর আগের কথা। জেনোয়াতে। দু'জনে একই ঘরে উঠেছিলাম। সিনর ব্যাপ্তিস্তা এতদিন পরে আমাকে দেখে চিনতে পারবে তো ?

ত্রাণিও : খাসা। এই তো চাই। চিনতে পারুক আর না পারুক আপনি চালিয়ে যাবেন। সব সময়ে মনে রাখবেন আপনি হলেন একজন পিতা, আপনাকে খুব গম্ভীর থাকতে হবে।

গুরু : তাই থাকব।

[বিয়োনদেলোর প্রবেশ]

এই যে, আপনার অনুগামী বালকটিও এসে পড়েছে। আমার মনে হয় একেও শিখিয়ে পড়িয়ে রাখা ভালো।

ত্রাণিও : সে জন্য ভাববেন না। বিয়োনদেলো! যা বলি মন দিয়ে শোন্ এবং সেই মতো কাজ কর্। এখন থেকে মনে করবি ইনিই হলেন ভিনসেনশিও।

বিয়োনদেলো : কোনো চিন্তা নেই, তাই হবে।

ত্রাণিও : সিনর ব্যাপ্তিস্তাকে যা বলতে বলেছিলাম বলেছিস ?

বিয়োনদেলো : বলেছি যে আপনার পিতা ভেনিস পৌঁছে গেছেন এবং আজ যে কোনো সময় পাদুয়াতেই তার সঙ্গে আপনার সাক্ষাত হয়ে যেতে পারে।

ত্রাণিও : একটা সেয়ানা সোমত্তের কাজ করেছিস। মিঠাই খাবার পয়সা নিয়ে যাস্। এই যে স্বয়ং ব্যাপ্তিস্তা এই দিকে আসছেন। আপনি মুখচোখ ঠিক করে নিন।

[ব্যাপ্তিস্তা ও লুসেনশিওর প্রবেশ]

সিনর ব্যাপ্তিস্তা, বড় সময় মতো আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। (গুরুকে) পিতা, যার কথা আপনাকে বলছিলাম ইনিই সেই মান্য ব্যক্তি। আপনি আমার সহায় হোন। উপযুক্ত যৌতুক দান করে বিয়াঙ্কাকে পুত্রবধূ করে নিন।

গুরু : অস্থির হোয়ো না পুত্র। জনাব ব্যাপ্তিস্তা, পাদুয়ায় পদার্পণ করেছিলাম কিছু পুরাতন পাওনা আদায় করব বলে। এমন সময় পুত্র লুসেনশিও শোনাল এক গুরুতর সংবাদ। আপনার কন্যা আর সে নাকি পরস্পরের প্রণয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পতিত হয়েছে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে আমার পুত্র আপনার কন্যাকে এবং আপনার কন্যা আমার পুত্রকে এরূপ গভীরভাবে ভালোবাসে যে, তারা হয়তো আর অধিক সময় বিচ্ছিন্ন থাকতে অনিচ্ছুক। আমি স্নেহশীল পিতা। আপনিও একজন সুবিখ্যাত ব্যক্তি। আমার কোনো আপত্তি নেই। আমিও চাই যথাশীঘ্র এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হোক। এবং আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে আপনার প্রত্যাশা অনুযায়ী আমিও সানন্দে আপনার কন্যার নামে সম্পত্তি লেখাপড়া করে দিতে রাজি আছি। আপনার মতো মান্য ব্যক্তির সঙ্গে এসব ব্যাপারে আমার কোনো মতানৈক্য ঘটতেই পারে না।

ব্যাপ্তিস্তা : আপনার সরল এবং সরাসরি কথাবার্তায় বড়ই প্রীত হলাম। যদি অনুমতি দেন তবে আমিও কিছু কথা যোগ করি। কোনো সন্দেহ নেই যে আপনার পুত্র লুসেনশিও আমার কন্যাকে এবং আমার কন্যা তাকে যারপরনাই ভালোবাসে। নতুবা বিশ্বাস করতে হবে যে প্রেমাভিনয়ে তারা খুবই পটু। এখন আপনি যদি নিজের পুত্রের প্রতি দায়িত্ব সম্পাদনের উদ্দেশ্যে ভাবী পুত্রবধূকে যথোপযুক্ত যৌতুক প্রদানে সম্মত হন তাহলে অবিলম্বে সকল সমস্যার সমাধান হতে পারে। আমার সম্মতিক্রমেই আপনার পুত্র আমার কন্যার পানিপীড়ন করতে পারবে।

ত্রানিও : আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আপনিই বলে দিন কবে কোথায় আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে পড়ান হবে এবং সাক্ষিসাবুদ সামনে রেখে যৌতুকের দলিলপত্রাদি সই করে দেবেন।

ব্যাপ্তিস্তা : লুসেনশিও, তুমি তো বুঝতেই পারছ এ কাজ আমার বাড়িতে না হওয়াই ভালো। একে তো দেয়ালেরও কান আছে। তার ওপর বাড়িভর্তি লোকজন। বুড়ো গ্রেমিও এখনো খোঁজ-খবর নেয়া বন্ধ করেনি। যদি দৈবাত কার্যকালে এসে হাজির হয়, নানা রকম বিঘ্ন সৃষ্টি করবে।

ত্রানিও : যদি আপনি আপত্তি না করেন, আমার গৃহেই সব কিছু হোক। পিতা সেখানেই অবস্থান করছেন। আপনিও রাত্রিবেলা আসুন। আমরা সংগোপনে দলিলপত্রের কাজ আগে চুকিয়ে দিয়ে তারপর আপনার এই বিশ্বস্ত গৃহশিক্ষককে পাঠিয়ে কন্যাকেও আনিয়ে নেব। যে মুহুরী দলিল লিখবে আমার এই বালক গিয়ে তাকে ডেকে আনুক। আমার একমাত্র আশংকা এই যে, তাড়াহুড়োয় দলিলে সম্পদ-সম্পত্তির কোনো কথা বাদ পড়ে না যায় এবং আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে না হয়।

ব্যাপ্তিস্তা : আমি এখন আর তার চিন্তায় চিন্তিত নই। ক্যাম্বিও, তুমি বাপু এক্ষুণি তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যাও। বিয়াঙ্কাকে বলো যে, একটুও দেরি না করে সে যেন তোমার সঙ্গে চলে আসে। বুঝিয়ে বোলো যে, লুসেনশিওর বাবা পাদুয়ায় এসে গেছেন এবং আজই সে লুসেনশিওকে পতিত্বে বরণ করে নিতে পারবে।

[লুসেনশিওর প্রস্থান]

বিয়োনদেলো : আল্লা করেন, বিয়াঙ্কার মনোবাঞ্ছা যেন ষোলআনা পূর্ণ হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ত্রাণিও : এখনি অত ঘটা করে মোনাজাত করতে হবে না। যা বললাম তাই করগে।

[বিয়োনদেলোর প্রস্থান]

জনাব, আমার সঙ্গে চলুন। আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আপনার জন্য আজ হয়তো কোনো ভুরিভোজনের ব্যবস্থা করতে পারব না। তবে, যখন পিসায় আসবেন, আপ্যায়নে ত্রুটি খুঁজে পাবেন না।

ব্যাপ্তিস্তা : চল, অগ্রসর হই। (ত্রাণিও, গুরু ও ব্যাপ্তিস্তার প্রস্থান]

[বিয়োনদেলোর পুনঃপ্রবেশ]

বিয়োনদেলো : (লুসেনশিওকে ডাকে) ক্যাম্বিও-

[লুসেনশিওর পুনঃপ্রবেশ]

লুসেনশিও : কী সংবাদ বিয়োনদেলো ?

বিয়োনদেলো : আমার নয়া প্রভু কিন্তু হাসতে হাসতে চোখ টিপে আপনাকে নানা রকম ইশারা করছিলেন।

লুসেনশিও : তাতে কী হয়েছে ?

বিয়োনদেলো : কিছুই নয়। তবে আমাকে এখানে রেখে গেছেন। যাতে ঐ ইশারা সংকেতের সারমর্ম আপনাকে ভালো রকম বুঝিয়ে দি।

লুসেনশিও : বোঝাও।

বিয়োনদেলো : পয়লা কথা এই যে, এক বঞ্চক পুত্রের ভণ্ড পিতা কথায় কথায় জনাব ব্যাপ্তিস্তাকে ভালো পটিয়েছে।

লুসেনশিও : তাতে কী লাভ হবে ?

বিয়োনদেলো : এবং আপনাকে নিযুক্ত করা হয়েছে তাঁর কন্যাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসার জন্য।

লুসেনশিও : নিয়ে আসার পর কী হবে ?

বিয়োনদেলো : বাকি কাজটুকু, সেনলুক গীর্জার যে-পাদ্রী দিবারাত্র আপনার কথায় ওঠবস করেন তিনি সম্পূর্ণ করে দেবেন।

লুসেনশিও : কী সম্পূর্ণ করে দেবেন ?

বিয়োনদেলো : এত কথা আমি কী করে বলব ? আমি শুধু জানি যে, বর্তমানে ওরা দুজন একটা ভুয়া দলিলের মুসাবিদা নিয়ে খুবই ব্যাস্ত রয়েছেন। আপনারও এই সময়ে উচিত ঐ মহিলাকে নিয়ে ব্যস্ত হওয়া। উকিল, সাক্ষি, পাদ্রী যা পারেন যোগাড় করে, ওঁকেসহ গীর্জায় গিয়ে ধরনা দিন। সর্বস্বত্ব সংরক্ষণের ব্যবস্থা পাকাপাকি করে ফেলুন। যদি তা না পারেন তাহলে কুমারী বিয়াঙ্কাকে সেলাম ঠুকে চিরকালের জন্য বিদায় নিন।

লুসেনশিও : এ তুই কী বলছিস বিয়োনদেলো ?

বিয়োনদেলো : যা বলেছি যথেষ্ট বলেছি। এর বেশি আর কী বলব। আমি এক গাঁয়ের মেয়েকে জানতাম। সে পাত্র নিয়ে নদীর ধারে গিয়েছিল পানি আনতে। সূর্য ডোবার আগে স্বামী জুটিয়ে ঘরে ফিরেছে। আর আপনি এটুকু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারবেন না ? আমি চললাম। আমার অন্য কাজ আছে। সেনলুকের পাদ্রীর কাছে যেতে হবে। আপনি আপনার শ্রেষ্ঠাংশ নিয়ে এখানে হাজির হবার আগেই তাকেও নিয়ে আসতে হবে। আমি যাই, আমার কাজ করি গে।

[প্রস্থান]

লুসেনশিও : যদি বিয়াঙ্কা রাজি হয়, তবে তাই হবে। যদি খুশি হয়ে রাজি হয়, তবে তো কথাই নেই।

হোক গে যা খুশি তাই,
আমি তাকে তবু চাই।
অকপটে।
কেম্বিও ভাসিবে শোকে,
সতনু বিয়াঙ্কাকে
যদি না জোটে।

[প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

[সদর রাস্তা। পেট্রুশিও, ক্যাথেরিনা ও হোর্টেনসিও এবং ভৃত্যগণ]

পেট্রুশিও : আর বিশ্রাম নয়। ওঠ সবাই। আবার চলতে শুরু কর। প্রেয়সী তোমার পিত্রালয় আর বেশি দূরে নয়। আজকের চাঁদের আলো দেখেছ ? কী উজ্জ্বল আর কী স্নিগ্ধ!

ক্যাথেরিনা : চাঁদ কোথায় ? এ তো সূর্য। চাঁদের আলো কোথায় পেলেন ?

পেট্রুশিও : আমি বলছি চাঁদ জ্বলছে, সূর্য নয়।

ক্যাথেরিনা : আমিও বলছি সূর্য জ্বলছে, চাঁদ নয়।

পেট্রুশিও : যদি আমি মাতৃগর্ভজাত হয়ে থাকি, যা আমি অবশ্যই হয়েছি, তা হলে জেনে রাখো আমার যা ইচ্ছা হবে এটাকেও তাই হতে হবে। যদি না হয় তা হলে, তোমার পিত্রালয়ে যাওয়াও অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখব। অসহ্য। পদে পদে কেবল বাধা, কেবল বিরোধিতা। ওরে, কে আছিস, ঘোড়ার সাজ খুলে ফেল।

হোর্টেনসিও : বেগম সাহেবা, ও যা বলে রাজি হয়ে যান। নইলে এই যাত্রা জীবনে শেষ হবে না।

ক্যাথেরিনা : তাই হোক। শেষে কি এতদূর এসে আবার ফিরে যেতে হবে ? হোক চাঁদ, হোক সূর্য, আপনি যা বলবেন তাই মেনে নেব। যদি বলেন এটা মশালের আলো, বিশ্বাস করুন, এখন থেকে এটা আমার চোখেও তাই হবে।

পেট্রুশিও : আমি বলছি ওটা চাঁদ।

ক্যাথেরিনা : অবশ্যই চাঁদ।

পেট্রুশিও : মিছে কথা। ওটা জ্বলজ্যান্ত সূর্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাথেরিনা : ঈশ্বরের অনন্ত মহিমা। জ্বলজ্যান্ত সূর্যই বটে। তবে যদি আপনি বলেন এটা সূর্য নয়, তাহলে সূর্যও থাকবে না। আপনি মন বদলালে, চাঁদের রূপও বদলে যাবে। আসল কথা আপনি যে নাম দেবেন, আপনার ক্যাথেরিনা সেই নামেই ওটাকে গ্রহণ করবে।

হোর্টেনসিও : (জনান্তিকে) পেট্রুশিও, এবার ক্ষান্ত দাও। যা চেয়েছিলে, তা তো করতে পেরেছ।

পেট্রুশিও : ওঠ ওঠ! সবাই উঠে পড়। আমরা এক্ষুণি চলতে শুরু করব। (জনান্তিকে) এখন থামলে চলবে না। পালে হাওয়া লেগেছে, স্রোতে উজান। এগিয়ে যাওয়ার এইতো সময়। কিন্তু এ কী, এদিকে যেন কারা আসছেন মনে হচ্ছে। থামো। একটু থামো সবাই।

[বৃদ্ধ ভিনসেনশিওর প্রবেশ]

(ভিনসেনশিওকে) সুপ্রভাত সুন্দরী, সুপ্রভাত। প্রিয়তমা কেথি, এই অপূর্ব যুবতীকে একবার ভালো করে দেখে বলো এমন সুন্দরী এর আগে কখনও দেখেছ কি? দেখ, দুই গণ্ডে দুধে আলতার কী গভীর সংমিশ্রণ। চন্দ্রবদনে এক জোড়া চোখ যেন নীলাকাশের শুকতারার চেয়েও উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে। সুন্দরী তোমাকে পুনর্বার অভিনন্দন জানাই। কেথি, ওকে আলিঙ্গন কর, আর কিছু না হোক ওর রূপের জন্য ওকে আলিঙ্গন কর।

ক্যাথেরিনা : সুন্দরী, সুহাসিনী, তোমার দেশ কোথায়? যাচ্ছ কোথায়? তুমি যে পিতামাতার নয়নের মণি, তারা না জানি কত সুখী? দৈবযোগে তোমার মতো সুন্দরীকে যে-পুরুষ জীবন সঙ্গিনীরূপে লাভ করবে তারও সৌভাগ্যের অন্ত নেই।

পেট্রুশিও : এসব তুমি কী বলছ কেথি? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? এক বিবর্ণ নীরক্ত লোলচর্ম বৃদ্ধকে তুমি বারবার সুন্দরী রমণী বলে সম্বোধন করছ কেন?

ক্যাথেরিনা : আপনি আমার পিতৃতুল্য। আমাকে ক্ষমা করবেন। অনেকক্ষণ রোদে পুড়ে চোখ ঝলসে গেছে। সবকিছুই উল্টোপাল্টা দেখছি। একটু একটু করে ঘোর কাটছে। এই এখন আপনাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ পিতার মতো আপনি। আমি যে ভুল করেছি তার জন্য আবার ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

পেট্রুশিও : ওর অপরাধ ক্ষমা করে দিন। আপনার গন্তব্যস্থল কোন দিকে? যদি পথ একই হয়, আপনাকে সঙ্গী হিসেবে পেলে আমরা বিশেষ আনন্দিত হব।

ভিনসেনশিও : বুঝতে পারছি আপনার স্ত্রী যেমন রঙ্গপ্রিয় আপনিও তেমনি সুরসিক। প্রথম সাক্ষাতেই আপনারা আমাকে যে অভিনব সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেছেন তাতে অভিভূত না হয়ে পারিনি। আমার নাম ভিনসেনশিও, নিবাস পিসা। যাব পাদুয়াতে। আমার এক পুত্র সেখানে থাকে। দীর্ঘদিন হলো তাকে দেখিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেট্রুশিও : আপনার ছেলের নাম কী ?

ভিনসেনশিও : লুসেনশিও!

পেট্রুশিও : কী আশ্চর্য ! কী আনন্দের কথা যে, আপনার সঙ্গে আমাদের এভাবে সাক্ষাৎ হয়ে গেল! আপনার ছেলে যখন শুনবে সে নিশ্চয়ই আরো খুশি হবে। আপনি এখনো জানেন না যে আপনি কেবল বয়োবৃদ্ধ বলে নন, আত্মীয়তা সূত্রেও আমাদের পিতৃতুল্য। আমি আপনাকে ন্যায্যতো পিতৃব্য বলে সম্বোধন করতে পারি। কারণ, এতদিন হয়তো আপনার পুত্রের সঙ্গে আমার পত্নীর কনিষ্ঠ ভগ্নির বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। আপনি এতে বিস্মিত হবেন না। দুঃখিত হবার কোনো কারণ নেই। আপনার পুত্রবধূ বড় বংশের মেয়ে, ধনী পিতার কাছ থেকে প্রচুর যৌতুক লাভ করেছে। কন্যাও গুণবতী। উচ্চতম পদমর্যাদার যে কোনো রাজপুরুষের পত্নী হবার যোগ্যতা তার ছিল। আপনার পুত্র যে এমন রমণী নির্বাচন করতে পেরেছে সেজন্য আপনাকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। চলুন আমরা এক সঙ্গে আপনার সুযোগ্য পুত্রের গৃহাভিমুখে অগ্রসর হই। এরূপ আকস্মিকভাবে আপনার দর্শন লাভ করে সে যে কত আনন্দিত হবে সে কথা ভেবে আমার মনেও খুব ফুর্তি হচ্ছে।

ভিনসেনশিও : এসব কি আপনি সত্যি কথা বলছেন ? শুনেছি এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা পথ চলতে হঠাৎ কারো সঙ্গে দেখা হলে একটু রঙ্গরসের কথা বলেন এবং তার পরেই আবার নিজের কথা ধরে এগিয়ে চলে যান। আপনি কি আমার সঙ্গে তাই করছেন ?

হোর্টেনসিও : জনাব উনি রসিকতা করেননি। সত্যি কথাই বলেছেন।

পেট্রুশিও : আর কথা না বলে চলুন আমরা এগোতে থাকি। আমাদের আনন্দকে আপনি এখন সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছেন, দেখুন। পাদুয়াতে পৌঁছে সত্যমিথ্যা স্বচক্ষে বিচার করবেন।

[হোর্টেনসিও ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

হোর্টেনসিও : পেট্রুশিও, তোমার আনন্দ দেখে আমার হৃদয়ও জেগে উঠেছে। আমার বিধবা বেঁচে থাকুক, আমি তার কাছেই চললাম।

হোর্টেনসিও নিয়েছে দীক্ষা,
তোমারই পদপ্রান্তে,
বিবি যদি করে বাড়াবাড়ি
সেও জানে শর হানতে।

[পর্দা]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[পাদুয়ায় লুসেনশিওর গৃহ-সম্মুখে। গ্রিমিও অপেক্ষা করছে। পেছন থেকে বিয়োনদেলো, লুসেনশিও এবং বিয়াঙ্কার প্রবেশ। গ্রিমিও লক্ষ করবে না।]

বিয়োনদেলো : আর দেরি করবেন না। তাড়াতাড়ি চলুন। পাদ্রী আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

লুসেনশিও : আমরাও এক প্রকার ছুটতে ছুটতে এসেছি বিয়োনদেলো। তা তুমি বাড়ি চলে যাও। হঠাৎ কোনো কাজে তোমার প্রয়োজন হতে পারে। চলে যাও।

বিয়োনদেলো : সে আমি যাব না। আপনাকে আগে গীর্জায় ঢুকিয়ে দিয়ে তারপর আমরা ডেরায় ফিরে যাব। তার আগে নয়।

[লুসেনশিও, বিয়াঙ্কা, বিয়োনদেলোর প্রস্থান]

গ্রিমিও : কী আশ্চর্য! এতক্ষণ হয়ে গেল, কেম্বিও এখনো আসছে না কেন?

[পেট্রুশিও, ক্যাথেরিনা, ভিনসেনশিও, গ্রুমিও ও অন্যান্য সহচরগণের প্রবেশ]

পেট্রুশিও : জনাব, এই হলো লুসেনশিওর বাসগৃহ। আমার শ্বশুরালয় আরেকটু সামনে, পণ্যকেন্দ্রের নিকটে। এবার আমরা আপনার কাছ থেকে বিদায় নেব।

ভিনসেনশিও : সে হতে পারে না। এখানে একটু মিষ্টিমুখ করিয়ে তবে আপনাদের যেতে দেব। এই গৃহে আমন্ত্রণ জানাবার অধিকার যে আমার আছে তা নিশ্চয় স্বীকার করবেন। আমার কোনো সন্দেহ নেই যে এখানে আপনাদের আপ্যায়নের কোনো ত্রুটি হবে না।

[ভিনসেনশিও দরজায় করাঘাত করে, দোতালার জানালা দিয়ে গুরু মুখ বার করে]

গুরু : কী ব্যাপার দরজা ভেঙে ফেলবেন না কি?

ভিনসেনশিও : সিনর লুসেনশিও কি ঘরে আছেন?

গুরু : ঘরে আছেন কিন্তু এখন কারো সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না।

ভিনসেনশিও : কেউ যদি ওকে দু'চারশ টাকা উপহার দেবার জন্যে এসে থাকেন তাহলেও কি উনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান না?

গুরু : আপনার টাকা আপনার কাছে রেখে দিন। যতদিন এই বুড়ো জীবিত আছে ততদিন টাকার জন্যে ওকে কখনো অন্যের কাছে হাত পাততে হবে না।

পেট্রুশিও : আমি আপনাকে বলিনি যে, পাদুয়ায় আপনার পুত্রের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর অভাব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই। ও সাহেব শুনতে পাচ্ছেন ? ঠাট্টা-মশকরা রেখে আসল কথাটা শুনুন। সিনর লুসেনশিওকে বলুন, পিসা থেকে ওর পিতা এসেছেন ? ওঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন বলে দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন।

গুরু : মিথ্যে কথা। ওঁর পিতা পাদুয়াতেই ছিলেন এবং এই মুহূর্তে জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে আপনাদের লক্ষ করছেন।

ভিনসেনশিও : আপনিই লুসেনশিওর পিতা না কি ?

গুরু : জি হ্যাঁ। অন্তত ওর মা সে কথাই আমাকে বলেছে। আমিও বিশ্বাস করেছি।

পেট্রুশিও : (ভিনসেনশিওকে) সে-কী কথা জনাব ? আপনি তো আচ্ছা ধড়িবাজ লোক! অন্যের নাম ভাঁড়িয়ে আমাদের খুব ধোঁকা দিয়েছেন।

গুরু : ওকে ধরো। পালিয়ে যেতে দিও না। নিশ্চয়ই এই শহরে কারো কাছ থেকে টাকা আত্মসাত করার উদ্দেশ্যে আমার নাম ধারণ করেছে। (বিয়োনদেলোর পুনঃপ্রবেশ)

বিয়োনদেলো : যাক, এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। দুজনকে সহিসালামতে গীর্জায় পৌঁছে দিয়ে এসেছি। এ্যাঁ, এ আবার কাকে দেখছি ? খোদ বুড়ো কর্তা না ? সর্বনাশ হয়েছে। সব বুঝি ভেস্তে গেল।

ভিনসেনশিও : (বিয়োনদেলোকে দেখে) এই ব্যাটা গিঠ্ঠু এই দিকে আয়।

বিয়োনদেলো : এসব আপনি কী বলছেন ?

ভিনসেনশিও : পাজি, বদমাশ, এদিকে আয় বলছি। আমাকে এরই মধ্যে ভুলে গেলি ?

বিয়োনদেলো : ভুলে যাব কেন ? মোটেই নয়। এর আগে জীবনে কখনও আপনাকে চোখেও দেখিনি, আজ ভুলে যাব কী করে ?

ভিনসেনশিও : বেটা বজ্জাত, তোর প্রভুর বাপকে তুই কখনও চোখে দেখিসনি ?

বিয়োনদেলো : বুড়ো সাহেবকে দেখব না কেন ? ভারি মজার কথা বলেন তো আপনি। ওইতো ওনাকে দেখতে পাচ্ছি, জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে উনিও আমাদের দেখছেন।

ভিনসেনশিও : কী, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! (বিয়োনদেলোকে প্রহার)

বিয়োনদেলো : কে আছো, বাঁচাও, বাঁচাও। এক উন্মাদ আমাকে মেরে ফেলল। বাঁচাও, বাঁচাও। (প্রস্থান)

গুরু : পুত্র, পুত্র, শিগগির এগিয়ে যাও। সিনর ব্যাপ্তিস্তা, ওকে বাঁচান, বাঁচান। (গুরু জানালার কাছ থেকে সরে যায়)

পেট্রুশিও : কেথি, ব্যাপার বেশ জটিল মনে হচ্ছে। এর শেষ না দেখে চলে যেতে ইচ্ছে করছে না! এস একটু আড়ালে গিয়ে দাঁড়াই। [দু'জনে আড়ালে চলে যাবে]

[গুরু নিচে চলে এসেছে। ত্রাণিও এবং ব্যাপ্তিস্তাও ছুটে বেরিয়ে এসেছে]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ত্রাণিও : জনাব, এসবের অর্থ কী ? আপনি কে ? অকারণে আমার ভৃত্যকে প্রহার করছেন কেন ?

ভিনসেনশিও : তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করছ আমি কে ? ইয়া আল্লা, এত বড় বজ্জাতি ? সিল্কের কোর্তা, ভেলভেটের জুতো, পশমি ফতুয়া, রেশমি টুপি এ্যাঁ। আমার সর্বস্ব তোরা এমনি করে নষ্ট করিস ? হায় খোদা, আমার মতো হতভাগ্য আর কে আছে ? আমি বাড়িতে বসে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা কামাই আর আমার ছেলে চাকরে মিলে সেই টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার নামে ফুর্তি করে উড়িয়ে দেয় ?

ত্রাণিও : আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। কী বলতে চান আপনি ?

ব্যাপ্তিস্তা : লোকটা সত্যি সত্যি উন্মাদ না কি ?

ত্রাণিও : দেখুন জনাব, আপনার পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে মনে হয় আপনি একজন ধীরমস্তিষ্ক গণ্যমান্য প্রবীণ ব্যক্তি। কিন্তু আপনার কথাবার্তা শুনে মনে হয় আপনি অপ্রকৃতস্থ। আমি সিল্কের জামা কাপড় পরেছি, গলায় মুক্তোর মালা ঝুলিয়েছি, হাতে সোনার আংটি নিয়েছি, এতে আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন কেন ? যাঁর অর্থাকূল্যে আমি এসব করতে পেরেছি তিনি আমার পিতা। তাঁকে আমি খুবই ভক্তিশ্রদ্ধা করি।

ভিনসেনশিও : তোর পিতা ? ওরে তোর পিতা তো বেরগামোতে নৌকার পাল সেলাই করে জীবিকা নির্বাহ করে।

ব্যাপ্তিস্তা : আপনি নিশ্চয়ই ভুল করছেন। আচ্ছা বলুন তো এর নাম কী ?

ভিনসেনশিও : ওর নাম কী ? কী যে বলেন। আপনি কি আশঙ্কা করেন যে আমি ওর নাম ভুলে গেছি ? সেই তিনচার বছর বয়স থেকে ও আমার বাড়িতে খেয়ে পরে বড় হয়েছে। ওর নাম ত্রাণিও।

গুরু : হলো না। ভুল। আমার নাম ভিনসেনশিও, ওর নাম লুসেনশিও। লুসেনশিও আমার একমাত্র সন্তান এবং আমার সকল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী।

ভিনসেনশিও : ওর নাম লুসেনশিও ? ওরে নরাধম, তুই নিশ্চয়ই আমার পুত্রকে হত্যা করে এখন নিজে লুসেনশিও সেজেছিস। ওকে ধরো, বন্দি করো। ব্যাটা নরহত্যাকারী। হা পুত্র, পুত্র! বল পাপিষ্ঠ, বল, লুসেনশিওকে কোথায় রেখে এসেছিস ?

ত্রাণিও : আপনি দেখছি ভয়ানক লোক। কেউ গিয়ে কোতোয়ালকে ডেকে নিয়ে আসুক। এই যে উনি নিজেই এসে পড়েছেন।

[কোতোয়ালের প্রবেশ]

এই দুষ্ট লোকটিকে কারাগারে আবদ্ধ করুন। জনাব ব্যাপ্তিস্তা, আপনিও সঙ্গে যান। ওর কারাবাসের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ না করে ফিরবেন না।

ভিনসেনশিও : আমাকে কারাগারে নিয়ে যাবে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রিমিও : কোতোয়াল সাহেব একটু সবুর করুন। আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে যে এ লোক কোনো অপরাধ করে নি।

ব্যাপ্তিস্তা : আপনি চুপ করুন গ্রিমিও সাহেব। এ লোককে কারাগারে যেতেই হবে।

গ্রিমিও : সিনর ব্যাপ্তিস্তা, আগে থেকে সাবধান হওয়া ভালো। ধোঁকাবাজদের ফাঁদে ধরা দেবেন না। আমি এক রকম হলপ করে বলতে পারি, ইনিই প্রকৃত ভিনসেনশিও।

গুরু : কসম খেয়ে বলতে পারেন ?

গ্রিমিও : বলেছি বলেছি। কসম খাব কেন ?

ত্রাণিও : আপনার কথা সত্য হলে আমার নাম যে লুসেনশিও সেটাও নাকচ করে দিতে হয়।

গ্রিমিও : তা কী করে হবে ? আপনাকে তো আমি লুসেনশিও বলেই জানি।

ব্যাপ্তিস্তা : কোতোয়াল সাহেব, আর দেরি করবেন না। বুড়োকে ধরে নিয়ে কারাগারে ভরে রাখুন।

ভিনসেনশিও : অচেনা বিদেশীকে বুঝি এমনি করেই অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে হয়। ওরে অকৃতজ্ঞ পশু!

[বিয়োনদেলোর পুনঃপ্রবেশ। সঙ্গে এগিয়ে আসে লুসেনশিও এবং বিয়াঙ্কা]

বিয়োনদেলো : এইবার সেরেছে ছোট কর্তা, দেখছেন না বুড়ো কর্তা ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ? যে ভাবে পারেন ওকে এড়িয়ে যান, না পারেন চিনতে অস্বীকার করুন। কসম কেটে বলেন উনি আপনার পিতা নন। যা হয় একটা কিছু করুন নইলে সব ভেস্তে যাবে।

লুসেনশিও : (পিতার সামনে নতজানু হয়ে) পিতা, আমাকে ক্ষমা করুন।

ভিনসেনশিও : নয়নের মণি, পুত্র আমার, তুমি জীবিত ?

[বিয়োনদেলো, ত্রাণিও এবং গুরুর দ্রুত প্রস্থান]

বিয়াঙ্কা : পিতা আমাকেও ক্ষমা করুন।

ব্যাপ্তিস্তা : তুই আবার কী অপরাধ করেছিস ? লুসেনশিও কোথায় গেল ?

লুসেনশিও : আমিই আসল লুসেনশিও আর ইনিই হলেন আমার প্রকৃত পিতা, প্রকৃত ভিনসেনশিও। আপনার নিকটও আমরা অপরাধী। এই কিছুক্ষণ আগে আপনি যখন এক ভুয়া দলিল সম্পাদনের কাজে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন তখন আমি এবং আপনার কন্যা বিয়াঙ্কা দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হই।

গ্রিমিও : ষড়যন্ত্র, গভীর ষড়যন্ত্র! সব আমাদের জব্দ করবার জন্য করেছে।

ভিনসেনশিও : বদমাশ ত্রাণিওটা কোথায় গেল ? যেভাবে আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাকে অস্বীকার করছিল, আমিও একেবারে হতভম্ব।

ব্যাপ্তিস্তা : এই যুবক কি তাহলে আমার গৃহশিক্ষক কেম্বিও নয় ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিয়াঙ্কা : বাবা, সেই কেম্বিওই এখন লুসেনশিও হয়েছে।

লুসেনশিও : ভালোবাসার অপার মহিমা। বিয়াঙ্কার ভালোবাসার বলে আমি ত্রাণিও, ত্রাণিও আমি হয়েছিলাম এবং যে স্বর্গসুখের প্রত্যাশী ছিলাম, ঘটনাচক্রে তা অচিরে লাভ করেছি। ত্রাণিও যা করেছে সবই আমার নির্দেশে করেছে। পিতা আমায় দয়া কর। আমার অপরাধ মনে করে ত্রাণিওর অপরাধ ক্ষমা করো।

ভিনসেনশিও : যে দুর্বৃত্ত আমাকে কারাগারে পাঠাতে চেয়েছিল আমি তার কান কেটে ছাড়ব।

ব্যাপ্তিস্তা : লুসেনশিও, তুমি আমার সঙ্গেও কিছু কথা বলো। আমার কন্যাকে বিয়ে করবার আগে তুমি কি জানতে চেষ্টা করেছিলে আমার মতামত কী? আমি কি সন্তুষ্ট, না অসন্তুষ্ট তা জানতে চেষ্টা করেছিলে?

ভিনসেনশিও : সে জন্য আপনি চিন্তিত হবেন না জনাব ব্যাপ্তিস্তা। আপনি যেন সন্তুষ্ট হন সে দায়িত্ব আমার। তবে তার আগে আমাকে যারা নাকাল করেছে তাদের আমি ভালো রকম শিক্ষা দিতে চাই। আমি ভেতরে চললাম।

[প্রস্থান]

ব্যাপ্তিস্তা : আর কারা কারা এই ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিল আমিও তাদের একটু খোঁজ-খবর নিতে চাই।

[প্রস্থান]

লুসেনশিও : ভয় পেয়ো না বিয়াঙ্কা, সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমার পিতা অবশ্যই ভালোবেসে আমাদের গ্রহণ করবেন।

[লুসেনশিও এবং বিয়াঙ্কার প্রস্থান]

গ্রিমিও : কেবল আমার বাড়া ভাতেই ছাই পড়ল। যাগকে। উৎসবে আমি সকলের সঙ্গে থাকব ঠিক করেছি। মনোবাঞ্ছা নাই বা পূর্ণ হলো, তাই বলে ভুঁড়িভোজনে অংশগ্রহণ করব না কেন? [প্রস্থান]

ক্যাথেরিনা : স্বামী, চলুন আমরাও সঙ্গে সঙ্গে থাকি। সবটা ঘটনা না দেখে আমারও চলে যেতে মন চাইছে না।

পেট্রুশিও : রাজি আছি। তবে তার আগে আমাকে তোয়াজ করতে হবে।

ক্যাথেরিনা : তার মানে?

পেট্রুশিও : রুমাল দিয়ে আমার কপালের ঘাম মুছে দাও। হাত ধরে মধুর কণ্ঠে মিনতি জানাও।

ক্যাথেরিনা : এই প্রকাশ্য সদর রাস্তায়?

পেট্রুশিও : কেন, সদর রাস্তায় আমি কি তোমার স্বামী নই?

ক্যাথেরিনা : ছিঃ ছিঃ, আমি কি সে কথা বলছি? তাই বলে কপালের ঘাম মুছে দেব, হাত ধরব— না না সে আমি পারব না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেট্রুশিও : বেশ। তাহলে চলো ঘরে ফিরে যাই। কে আছিস ঠিক হয়ে নে। আমরা এক্ষুণি বাড়ি ফিরে যাব।

ক্যাথেরিনা : দোহাই তোমার, যেয়ো না। ঠিক আছে। যা বলেছ তাই করব। তবু চলে যেয়ো না।

পেট্রুশিও : আহ্ কী আরাম! একেবারে বঞ্চিত হওয়ার চেয়ে অল্প একটু পাওয়াও ভালো। এস প্রেয়সী, ভেতরে যাই ?

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পাদুয়া। লুসেনশিওর বাসগৃহ। ত্রাণিওর তত্ত্বাবধানে বিয়োনদেলো এবং গ্রুমিও কয়েকজন খিদমতগারসহ টেবিলে খানাপিনা সাজাচ্ছে। প্রবেশ করে ব্যাপ্তিস্তা, ভিনসেনশিও, গ্রিমিও, গুরু, লুসেনশিও, বিয়াঙ্কা, পেট্রুশিও, ক্যাথেরিনা, হোর্টেনসিও, হোর্টেনসিওর নবপরিণীতা।]

লুসেনশিও : কিঞ্চিৎ বিলম্ব হলেও সব বেসুরো কণ্ঠ এবার সুরে মিলিত হয়েছে। সকল দ্বন্দ্বের অবসান ঘটেছে। সময় এসেছে সকল আঘাত হাসিমুখে ক্ষমা করবার। ভুলে যাবার। রূপসী বিয়াঙ্কা, প্রিয়তমা, এসো নবজীবনের সূচনায় তুমি আমার পিতার, আমি তোমার পিতার পদচুম্বন করি। ভ্রাতা পেট্রুশিও, ভগ্নি ক্যাথেরিনা, বন্ধু হোর্টেনসিও এবং বন্ধুপত্নী, আমি আপনাদের সবাইকে এই দরিদ্রের গৃহে সাদর সংবর্ধনা জানাই। আহারের ব্যবস্থা অতি সামান্য। ভোজনের জন্য নয়, এ শুধু চিত্তবিনোদনের উপলক্ষ মাত্র। আপনারা আসন গ্রহণ করুন, খেতে শুরু করুন এবং আলাপে মশগুল হোন।

পেট্রুশিও : বসে বসে খাও আর গল্প করো, এর চেয়ে উৎকৃষ্ট প্রস্তাব আর কী হতে পারে ?

ব্যাপ্তিস্তা : পুত্র পেট্রুশিও, পাদুয়ার আতিথেয়তা জগদ্বিখ্যাত।

পেট্রুশিও : কেবল আতিথেয়তা নয়, পাদুয়ার প্রত্যেক অধিবাসীর বিনয়, সৌজন্য ও নম্রতার পরিচয় লাভ করে আমরা মুগ্ধ।

হোর্টেনসিও : ঘরেও যদি তার পরিচয় পেতাম, বর্তে যেতাম।

পেট্রুশিও : কী ব্যাপার হোর্টেনসিও, বৌকে ভয় পাও নাকি ?

পত্নী : আমাকে যদি তোমার এতই ভয় তাহলে আমাকে বিশ্বাস করাও তোমার উচিত নয়।

পেট্রুশিও : আপনি অকারণে রাগ করছেন। আপনি ভয়ানক নন, ভয় হোর্টেনসিওর স্বভাবের মধ্যে।

পত্নী : যাদের মাথা ঘোরে তাদের মনে হয় সারা দুনিয়াটাই বুঝি অনবরত ঘুরছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেট্রুশিও : আপনি কথা ঘোরাতে জানেন।

ক্যাথেরিনা : আমি কিন্তু কথার অর্থ বুঝলাম না।

পত্নী : উনি বুঝেছেন। যে রকম চেয়েছেন সে রকম ফল পেয়েছেন।

পেট্রুশিও : আমি চাইলেই আপনি দেবেন ? আমার দ্বারা ফলবতী হবেন ? হোর্টেনসিওর নিশ্চয়ই তা মনঃপুত হবে না।

হোর্টেনসিও : উনি নিষিদ্ধ ফলের কথা বলেননি, কথা কাটাকাটির কথা বলেছেন মাত্র।

পেট্রুশিও : ভালো কাটিয়েছেন। আপনার উচিত আপনার স্বামীকে পুরস্কৃত করা।

ক্যাথেরিনা : 'যার মাথা ঘোরে তার মনে হয় গোটা দুনিয়া ঘুরছে', আপনি কী মনে করে কথাটা বললেন আমি এখনো বুঝতে পারছি না।

পত্নী : আপনার বোঝা উচিত ছিল। আপনার স্বামী তেজস্বিনী পত্নী লাভ করে ভাবছেন যে সকল স্বামীই বুঝি এক যন্ত্রণায় ভুগছে। এবার অর্থ পরিষ্কার হয়েছে ?

ক্যাথেরিনা : এত নোংরা অর্থ যে বেশি পরিষ্কার হতে পারল না।

পত্নী : ধোলাই করে নিন।

ক্যাথেরিনা : ইচ্ছে হচ্ছে আপনাকে তাই করি।

পেট্রুশিও : ছেড়ে দিও না, কেথি, এগিয়ে যাও।

হোর্টেনসিও : তুমিও ছেড়ে দিও না বৌ। কিছুতেই হার মানবে না।

পেট্রুশিও : বাজি ধরবেন ? একশ টাকা ? আপনার স্ত্রীকে কেথি অনায়াসে ধরাশায়ী করবে।

হোর্টেনসিও : সেটা তো আমার স্ত্রীর।

পেট্রুশিও : এতক্ষণে একটা জোয়ানমর্দের মতো কথা বলেছেন। আসুন এই ধরাশায়ীর উপর একটা কিছু পান করা যাক। (পান করে)

ব্যাপ্তিস্তা : তা জনাব গ্রিমিও, এই সব কথার বাজিকরদের কারসাজি কেমন লাগে আপনার ?

গ্রিমিও : কথা তো নয়, সব আগুনের ফুলকি, তুবড়ি, আতসবাজি!

বিয়াঙ্কা : সাবধানে থাকবেন, গায়ের উপর এসে পড়লে ফোস্কা পড়ে যাবে।

ভিনসেনশিও : বিয়ের কনের কি সেই আগুনের তাপে ঘুম ভেঙে গেল ?

বিয়াঙ্কা : কিন্তু তাই বলে ভয় পাইনি। দেখবেন এক্ষুণি আবার ঘুমিয়ে পড়ব।

পেট্রুশিও : না না, সে হবে না। সব গণ্ডগোলের মূলে হলে তুমি। কিছু কথার বাণে বিদ্ধ না হয়ে পালাতে পারবে না।

বিয়াঙ্কা : আপনি আমাকে ধরে রাখবার কে ? আমি আপনার পাখি নই। যে-বনে খুশি উড়ে চলে যাব। ক্ষমতা থাকে তো তীর ধনুক নিয়ে খুঁজতে বের হবেন। কোনো আপত্তি করব না।

[প্রথমে বিয়াঙ্কা এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্যাথেরিনা ও বন্ধুপত্নীর নিষ্ক্রমণ]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেট্রুশিও : পালিয়ে গেল। তা সিনর ত্রাণিও, আপনি তো এই পাখিকেই নিশানা করেছিলেন কিন্তু ঘায়েল করতে পারেননি। আসুন আজকে আমরা সেই সব হৃদয়বানদের মঙ্গল কামনা করে পানাহার করি যাঁরা তাক করেছিলেন ঠিকই কিন্তু লক্ষ্যভেদ করতে পারেননি কখনও।

ত্রাণিও : আর বলেন কেন জনাব, লুসেনশিও আমাকে তার শিকারি কুকুরে পরিণত করেছে। দৌড়েছি নিজে কিন্তু শিকার মুখে করে নিয়ে এসেছি প্রভুর ভোগের জন্য।

পেট্রুশিও : আপনার উপমাটি খুব দ্রুতগতিতে হয়েছে সন্দেহ নেই, তবে একটু পাশবিকও বটে।

ত্রাণিও : আপনার কথা আলাদা। নিজের হরিণ নিজেই পাকড়েছেন। তবে শুনেছি সে হরিণ নাকি এখন এমন প্রবলভাবে সিং নাড়ে যে কাছে ঘেঁসবার জো নেই।

ব্যাপ্তিস্তা : পেট্রুশিও জবাব দাও। ত্রাণিও তোমাকে কিন্তু একটা জবর খোঁচা দিয়েছে।

লুসেনশিও : সাবাশ ত্রাণিও, পেট্রুশিওকে যে ঠুকেছ সে জন্য অশেষ ধন্যবাদ।

হোর্টেনসিও : পেট্রুশিও স্বীকার করো যে ত্রাণিও একটা মোক্ষম শর হেনেছে।

পেট্রুশিও : শর ঠিকই হেনেছিল। তবে তাক একপেশে হওয়াতে ওটা আমাকে তেরছা ছুঁয়ে এদের দু'জনকে গেঁথে ফেলেছে।

ব্যাপ্তিস্তা : আমার কিন্তু এখনো মনে হয় তোমার ভাগ্যেই হয়তো সবচেয়ে মুখরা পত্নী জুটেছে।

পেট্রুশিও : আমি তা মনে করি না। বিশ্বেস না হয় একটা বাজি রাখুন। আসুন আমরা প্রত্যেকেই যে যার স্ত্রীকে অন্দরমহল থেকে ডেকে পাঠাই। যাঁর স্ত্রী স্বামীর ডাকে সাড়া দিয়ে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি এখানে ছুটে আসবেন, বুঝতে হবে সেই রমণীই স্বামীর সবচেয়ে বেশি বাধ্য। তার স্বামীই বাজির টাকা জিতে নেবেন।

হোর্টেনসিও : রাজি। কত টাকা বাজি?

লুসেনশিও : দুশো টাকা।

পেট্রুশিও : মাত্র দুশো টাকা! দুশো টাকার বাজি আমি মোরগ-পায়রার লড়াইতেও ধরি। বৌ পরীক্ষার বাজিতে টাকার অঙ্ক আরো দু'চারগুণ বাড়ান।

লুসেনশিও : পাঁচশ টাকা।

হোর্টেনসিও : রাজি।

পেট্রুশিও : পাঁচশ টাকাই তাহলে ঠিক হলো। মনে থাকে যেন, পাঁচশ টাকা।

হোর্টেনসিও : আরম্ভ করবে কে?

লুসেনশিও : আমি করছি। বিয়োনদেলো, ভেতরে গিয়ে আমার স্ত্রীকে আমার কাছে আসতে বলো।

বিয়োনদেলো : আমি এক্ষুণি যাচ্ছি। (বেরিয়ে যায়)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাপ্তিস্তা : পুত্র, বিয়াঙ্কা যে এক্ষুণি আসবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তোমার বাজির আদ্ধেক টাকা আমিও ধরতে রাজি আছি।

লুসেনশিও : ভাগে বাজি ধরব না। হারি-জিতি সব ঝুঁকি আমার।

[বিয়োনদেলোর পুনঃপ্রবেশ]

কী ব্যাপার ? কী সংবাদ ?

বিয়োনদেলো : আপনার স্ত্রী বলে পাঠিয়েছেন যে উনি এখন ব্যস্ত, আসতে পারবেন না।

পেট্রুশিও : সে কী কথা! ব্যস্ত বলে আসতে পারবেন না, একথা কি স্বামীর মুখের উপর বলা উচিত ?

গ্রিমিও : অনুচিত তো বটেই। প্রার্থনা করুন আপনার বেগমের জবাব যেন আরো কর্কশ না হয়।

পেট্রুশিও : আশা করি সে রকম হবে না।

হোর্টেনসিও : এই বিয়োনদেলো, আরেকবার ভেতরে যা। আমার স্ত্রীকে অনুরোধ কর গিয়ে যেন এক্ষুণি আমার কাছে চলে আসে।

[বিয়োনদেলো চলে যাবে]

পেট্রুশিও : তা অনুরোধ করলে কি আর না এসে থাকতে পারবেন ?

হোর্টেনসিও : তা, আপনিও না হয় অনুরোধ করে দেখবেন। আপনার স্ত্রী অনুরোধে পটবে বিশ্বাস করি না।

[বিয়োনদেলোর পুনঃপ্রবেশ]

একলা কেন ? উনি এলেন না ?

বিয়োনদেলো : উনি বললেন, এসব ডাকাডাকির মধ্যে নিশ্চয় কোনো রঙ্গরস আছে। উনি আসবেন না। আপনাকে ওঁর কাছে যেতে বলেছেন।

পেট্রুশিও : উনি দেখছি প্রথম জনকেও ছাড়িয়ে গেলেন! এত তেজ! বলেছেন আসতে পারবেন না ? অসহ্য! গ্রুমিও, তুমি এক্ষুণি ভেতরে গিয়ে, আমার স্ত্রীকে বলো যে, আমি হুকুম করেছি তাকে আমার কাছে আসার জন্য।

[গ্রুমিও ভেতরে চলে যায়]

হোর্টেনসিও : উনি কী বলবেন আমি বলে দিতে পারি।

পেট্রুশিও : কী ?

হোর্টেনসিও : দেবেন না, উত্তর দেবেন না।

পেট্রুশিও : তাহলে বুঝতে হবে আমার দুর্ভাগ্যই চরম। আমিও তার জন্য তৈরি আছি।

ব্যাপ্তিস্তা : কী তাজ্জব কাণ্ড, ক্যাথেরিনা চলে আসছে ?

[ক্যাথেরিনার প্রবেশ]

ক্যাথেরিনা : (পেট্রুশিওকে) তুমি কি আমাকে কিছু বলবে বলে ডেকে পাঠিয়েছ ?

পেট্রুশিও : হোর্টেনসিওর পত্নী, তোমার বোন, এরা কী করছে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাথেরিনা : অলিন্দে বসে নিজেদের মধ্যে গল্প-গুজব করছে।

পেট্রুশিও : ওদেরকে এখানে নিয়ে এসো। যদি আপত্তি করে প্রহার করবে। টেনে-হেঁচড়ে হলেও ওদের স্বামীদের কাছে পৌঁছে দেবে। যাও দেরি করো না। সোজা এখানে নিয়ে আসবে।

[ক্যাথেরিনা চলে যাবে]

লুসেনশিও : যা ঘটল তা আমার কাছে একটা ভোজবাজির মতো মনে হচ্ছে।

হোর্টেনসিও : ভোজবাজি ছাড়া আর কী! তবে পরিণামে কী হবে জানি না।

পেট্রুশিও : পরিণাম ভালো ছাড়া মন্দ হতে পারে না। জীবন শান্তিপূর্ণ হবে, প্রেমময় হবে। যে কর্তৃত্ব বাঞ্ছনীয় তা প্রতিষ্ঠিত হবে। যে শাসন মঙ্গলময় তা সুদৃঢ় হবে। এক কথায় দাম্পত্য জীবন বিঘ্নহীন এবং মধুময় হবে।

ব্যাপ্তিস্তা : তোমার কথাই যেন সত্য হয় পেট্রুশিও। বাজি তো তুমি জিতেইছ। তার সঙ্গে আমার আরো বিশ হাজার টাকা তুমি গ্রহণ কর। ধরে নাও এ টাকা আমি আমার বড় মেয়ের নামে দান করলাম। এত বড় পরিবর্তন যে তার মধ্যে সাধিত হতে পারে স্বপ্নেও ভাবিনি।

পেট্রুশিও : শুধু বাজিতে নয়, আরো কত রকমে জিতেছি এক্ষুণি তার নমুনা দেখতে পাবেন। ক্যাথেরিনা নবজন্ম লাভ করেছে। এখন থেকে সে তার নম্রতা ভদ্রতা পদে পদে প্রকাশ করবে। ঐ দেখুন কেথি আপনাদের দুই স্বাধীন স্বভাব পত্নীদের নিজের নারীত্বের মহিমায় বন্দি করে নিয়ে আসছে।

[ক্যাথেরিনার পুনঃপ্রবেশ। সঙ্গে বিয়াঙ্কা ও বন্ধুপত্নী]

কেথি, তোমার এই মস্তক আবরণীটি তোমাকে আদৌ মানাচ্ছে না। ওটা পদতলে নিক্ষেপ কর। ওটা মাথায় তুলে না রেখে পায়ের নিচে ফেলে দাও।

ক্যাথেরিনা : তোমার শাসন এমনি করেই যেন আমার লজ্জা চিরকাল ঢেকে রাখে।

বিয়াঙ্কা : এ রকম যুক্তিহীন পতিভক্তির কোনো মানে হয় না।

লুসেনশিও : তোমার পতিভক্তিও এরকম যুক্তিহীন হলে খুশি হতাম। বুদ্ধিমতী, ইতিমধ্যে পতিভক্তির যে নমুনা তুমি প্রদর্শন করেছ, তাতে একবেলার মধ্যেই পাঁচশ টাকা খেসারত দিতে হয়েছে।

বিয়াঙ্কা : তুমি আর বুদ্ধির বড়াই করো না। আমার পতিভক্তির ওপর তুমি বাজি ধরতে গেলে কেন?

পেট্রুশিও : ক্যাথেরিনা, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য কী সে কথাটা একবার এই দুই তেজস্বিনী রমণীকে ভালো করে বুঝিয়ে দাও তো।

বন্ধুপত্নী : আপনাকে আর রসিকতা করতে হবে না। আমরা কারো উপদেশ শুনতে চাই না।

পেট্রুশিও : বল ক্যাথেরিনা, ওকেই প্রথম বল।

বন্ধুপত্নী : না, বলবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেট্রুশিও : একশবার বলবে এবং আপনাকেই প্রথম বলবে।

ক্যাথেরিনা : ছিঃ বোন, কপালের ওপর থেকে রুক্ষ ভ্রূকুঞ্চন মুছে ফেল। যে স্বামী তোমার শাসক, তোমার সম্রাট, তোমার প্রভু, আয়ত চোখের অগ্নিদৃষ্টি হেনে তাকে আর আঘাত করো না। সে আঘাত তোমার রূপকেও ক্ষতবিক্ষত করবে, যেমন করে তুষারের ধার নবীন শস্যকে। নষ্ট করবে তোমার সুখ্যাতিকে যেমন করে হাওয়া নষ্ট করে ফুলের কুঁড়ি। বিশ্বাস করো এর মধ্যে কোনো গৌরব নেই, কোনো কৃতিত্ব নেই। উত্তেজিত রমণী ঘোলাটে নালার পানির মতো। অসুন্দর, অস্বচ্ছ, ক্লেদাক্ত। যত পরিশ্রান্ত আর পিপাসার্তই হোক না কেন কেউ তার এক গণ্ডুষ পান করবে না, এক বিন্দু স্পর্শ করবে না। স্বামী হলেন তোমার রক্ষক, তোমার প্রতিপালক, তোমার অধিপতি, তোমার প্রভু, তোমার সর্বস্ব। তুমিই তাঁর প্রধান ভাবনা। তুমি যখন ঘরের কোণে নিরাপদে, নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকো, তোমারই নিরাপত্তার জন্য সে তখন নিজেকে জলে-স্থলে বিপন্ন করে, জেগে থাকে ঝড়ো রাতে, উপেক্ষা করে দিনের হিমেল হাওয়া। বিনিময়ে সে শুধু এই আশা করে যে, তুমি সুন্দর হবে, তাকে ভালোবাসবে, তার কথা শুনবে। ঋণের তুলনায় এই প্রতিদান অতি সামান্য। রাজার প্রতি প্রজার যা কর্তব্য স্বামীর প্রতি স্ত্রীরও তাই। যে রমণী উদ্ধত, অবাধ্য ও স্বেচ্ছাচারী হয়, স্বামীর সদিচ্ছার বিরোধিতা করে, তার সঙ্গে তুলনা করা চলে সেই কৃতঘ্নের যে প্রজাবৎসল রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে ইতস্তত করে না। আমার দুঃখ হয় যখন দেখি নারী নতজানু হয়ে সন্ধির প্রস্তাবনা করে যুদ্ধের আহ্বান জানায়, প্রীতি ভক্তি সেবা তার স্বভাবের অঙ্গ জেনেও ক্ষমতা আধিপত্য কর্তৃত্বের জন্য লালায়িত হয়। আমাদের দেহ দুর্বল, কোমল, পেলব। কর্মময় পৃথিবীর শ্রম ও সংগ্রামের জন্য আমরা উপযোগী নই। আমাদের অন্তর-বাইরের এই নমনীয়তাকেই প্রকাশ করা উচিত। তোমরা অনেক স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছ, অনেক অকাজ করেছ, এবার আমার কথা শোন। আকাঙ্ক্ষায় আমি তোমাদের চেয়ে খাটো ছিলাম না, প্রচুর মনোবলও ছিল এবং সৌভাগ্যবশত বিপক্ষকে রক্তচক্ষুর খেলা অনেক দেখিয়েছি। কিন্তু অবশেষে উপলব্ধি করেছি আমার হাতিয়ার পাটখড়ির শক্তি দুর্বলতার। যা আদৌ আমার নিজের নয় তাকেই মূল্য দিয়েছি সবচেয়ে বেশি। তাই বলি— দর্প চূর্ণ কর, দর্পে তোমার মুক্তি নেই। হাত রাখ স্বামীর পায়ের উপর। এই আমিও হাত বাড়ালাম। যদি স্বামী অনুমতি দেন, কর্তব্য পালন করি। এই হাতে মুছে নেই তাঁর জীবনের অশান্তি।

পেট্রুশিও : কেথি, তুমি রমণীরত্ন। আমার হাতে হাত রাখ।

লুসেনশিও : বন্ধু তুমিই জয়ী। জয়ের মালা তোমার গলাতেই শোভা পায়।

ভিনসেনশিও : সন্তানের সুমতি হলে হৃদয় আনন্দে ভরে ওঠে।

লুসেনশিও : রমণী স্বাধীন হলে জীবন বিষময় হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেট্রুশিও : কেথি, এতদিনে তোমার আমার বাসর ঘরে যাবার সময় হলো। আমরা বিয়ে করেছি তিনজনেই কিন্তু ঘায়েল হয়েছে এরা দুজন। তবে লুসেনশিও দুঃখ করো না। তুমি বাজি হেরেছ বটে কিন্তু বিয়াঙ্কাকে ঠিকই পেয়েছ। কেথি, আমার এখনো জয়ের পালা চলছে, এদের কাছ থেকে বিদায় নেবার এইটেই উপযুক্ত সময়। এসো।

[পেট্রুশিও, ক্যাথেরিনার প্রস্থান]

হোর্টেনসিও : বিদায় বন্ধু, বিদায়, তুমিই শেখালে মন্ত্র মুখরা রমণী বশীকরণের।

লুসেনশিও : ভাবিনি কখনো কেথি, ত্যাজিবে দমননীতি পুরুষ হৃদয় অধিকরণের।

[যবনিকা]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৈদেশী

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

ললাট লিখন	২৫৯
মহারাজ	২৭৫
জমা খরচ ও ইজা	২৯৭
গুগণ্ডখার হীরা	৩২১
জনক	৩৪৩

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ললাটলিখন

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চরিত্র

লেনোমিঞা		মধ্যবয়স। নেশাখোর। ভগ্নস্বাস্থ্য। বেকার। ঘুমোয়। নাক ডাকে।
দবীর		বিশ বছরের যুবক : পাতলা লম্বা গড়ন। মুখে শহুরে বুলি। এককালে কিছু লেখাপড়া শিখেও থাকবে। পরনের পোষাক নোংরা ও জীর্ণ হলেও একেবারে পরিত্যাজ্য নয়।
বেলাল		পাহাড়ের মতো লম্বা-চওড়া মানুষ। বিশাল বক্ষ, সমতল মুখ। সে মুখের ভাব বর্বরোচিত, কখনো কখনো স্ফূর্তিতে ভরা। গায়ে চামড়ার ফতুয়া। গলায় সিল্কের রুমাল। মাথার চুল খাটো করে ছাঁটা; বাহুতে উল্কি; পরনে সারেংদের ঢোলা পাৎলুন, কোমরে সাপের চামড়ার চওড়া বেল্ট। সঙ্গে একটা বড় ঝোলা. তার মধ্য থেকে লোহা লক্কড়ের শব্দ শোনা যাবে।
সেকন্দর	:	ছোটখাটো রোগাপটকা আদমি। পুরু ঝোলা গোঁফ। উত্তেজিত হলে চোখ শশকের চোখের মতো কাঁপে, নড়ে।
নায়লা	:	মেয়ে, পরনে ময়লা ছেঁড়া কাপড়, কিন্তু মুখখানা ভারি সুন্দর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৃশ্য

একটা ছোট পুরনো ভাঙ্গা পড়ো বাড়ি। আধখানা ছাদ নেই, এদিকে ওদিকে দেয়াল ধ্বসে পড়েছে। একদিকে একটা ভাঙা কাঠের দরজা কোনো রকমে জোড়াতালি দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা। বাইরে ঘোর অন্ধকার। ঘরের এক কোণে কয়েকটা ইট সাজিয়ে কেউ হয়তো একটা চুলো বানিয়েছিল। চুলো এখন খালি, তবে আগুন অল্প অল্প জ্বলছে। একপাশে স্তূপাকার আবর্জনা, পাতা, কাগজের টুকরো। নাটক চলাকালে আস্তে আস্তে ঝড়ের দাপট কমতে থাকবে, একেবারে থেমে যাবে, পরিষ্কার আকাশে চাঁদ উঠবে, ভাঙ্গা ছাদ দিয়ে চাঁদের আলো ঘরের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়বে।

সময় : শীতের আরম্ভের এক ঠাণ্ডা রাত। বাইরে প্রবল ঝড় ও বৃষ্টি।

[পর্দা উঠবে অন্ধকারেব মধ্যে। বাইরে ঝড় ও বৃষ্টির শব্দ শোনা যাবে। আর শোনা যাবে লেনোমিঞার নাকের ডাক, যা একটা নিয়মিত তালে উঠছে, নামছে, থামছে। দর্শক স্তব্ধতার মধ্যে কান পেতে রয়েছে এমন সময় ভাঙ্গা দরজা সশব্দে ঠেলে ফেলে দিয়ে ঘরে ঢোকে দবীর। চৌকাঠ পেরিয়ে সে থমকে দাঁড়ায়।]

বেলাল : (নেপথ্যে দূর থেকে) থেমে পড়লে কেন ? ঘরের মধ্যে কেউ আছে নাকি ?

দবীর : আছে। ঢুকে পড়।

[বেলাল খোঁড়া পা ঘষে ঢোকে। একটা দেশলাই জ্বালে। কিন্তু কিছু ঠাহর করতে পারে না। কাঠি নিভে যায়। অন্ধকারেই ঘর জরিপ করতে চেষ্টা করে, ঘুমন্ত লেনোমিঞাকে দেখে।]

বেলাল : শালা নিষ্কর্মা। তাড়ি গিলে বুদ হয়ে আছে। ঠাণ্ডা ঠেকাবার জন্যে আবার আষ্টেপৃষ্ঠে খবরের কাগজ পেঁচিয়েছে। ভালো। কাগজ হয়তো আমাদের কাজেও আসবে। (ঘরের মধ্যে নড়েচড়ে বেড়ায়। একটা কাগজ তুলে নিয়ে চুলোর মধ্যে ঠুসে দেয়। ফুঁ দিতে থাকে।)

উহ্, এই জাড়ের মধ্যে শালা ঘুমুচ্ছে কী করে ? আমিই বা কোন আক্কেলে যে এমন রাতে পথে বেরিয়েছিলাম। শহরতলীতে আমার ভালো সার্কাস পার্টি ছিল। ছোট দল, কিন্তু জবর খেলা দেখাতাম। যে দেখত তারই দিলে ধড়কানি লেগে যেত। গোটা মুলুকে আমার জুড়ি ছিল না। কিন্তু সবই নসিবের ফের। পুঁজির অভাবে জমাতে পারলাম না। মার খেতে খেতে এখন পথের ভিখিরি বনেছি। তা দোস্ত, তুমি পথে নেমেছ কত দিন ধরে ?

[চুলোর আগুন জ্বলে উঠেছে। দবীর চুলোর বাঁ ধারে বসে আছে। বেলাল ডানে, একটু উপরে। লেনোমিঞা সটান চিত হয়ে সামনে। গায়ের ওপর কাগজ মেলে রাখা।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দবীর : গত ঈদের পর থেকে। তা সাত মাস হলো।

বেলাল : আমি সেই বাচ্চা বয়স থেকে পথে পথে ফিরছি। ঘর ছেড়েছি ছ'বছর বয়সে। এই লোকটাকে একবার ভালো করে দেখ। ঘুমুচ্ছে বলে এখন চেহারাটা কেমনতর হাসি-খুশি আর তরতাজা দেখাচ্ছে। যেন আমাদের সঙ্গদান করবার জন্যই এখানে পড়ে রয়েছে। শালা পথের সাথী।

[এক টুকরো পাথর তুলে ঘুমন্ত লেনোমিঞার গায়ের ওপর ছুঁড়ে মারে। লেনোমিঞা একটা হিক্কা তুলে তার নাক ডাকতে থাকে।]

জাগো মুসাফির, জাগ্ শালা। দেখছিস না, দুটো শরীফ আদমি তোর সঙ্গে খোসগল্প করবার জন্য অপেক্ষা করছে ? এখনও উঠলি না ? পথের মধ্যে মাতাল হয়ে পড়ে রয়েছিস, দেব নাকি পুলিশে ধরিয়ে ? বেটা নপুংসক। গিলেছিস মাত্র দু'এক ফোঁটা, তাতেই একেবারে টালমাটাল দশা ? চেহারাটা কেমন চেনা চেনা বলে মনে হচ্ছে। (কাত হয়ে একটা জ্বলন্ত কাঠ মুখের কাছে ধরে ভালো করে দেখে।) আরে এ দেখছি লেনোমিঞা। শালাকে একবার রেস খেলার মাঠে জবর ঠকিয়েছিলাম। সেদিনও মাতাল হয়ে খুব হল্লা মচাচ্ছিল। আমার কাছে একটা বানরের মাথার খুলি ছিল। ওটার সঙ্গে একটা মকর মাছের পিঠের হাড় তার দিয়ে বেঁধে ওকে দেখিয়ে বললাম, জানিস এটা কি ? জলপরীর হাড়ডি। ডাগরডোগর যুবতী জলপরীর। সঙ্গে সঙ্গে দশ টাকা দিয়ে কিনে নিল। যখন হুঁশ হয়েছে আমি পগার পার। এই খাটাশের পো, উঠে দেখ্ কে এসেছে। আমি সেই বাজীকর বেলাল। যার বোলা থেকে তুই জলপরীর কাঁকাল কিনেছিলি। তুই না আমাকে খুঁজে বেড়িয়েছিস ? এখন জেগে উঠে একবার মোলাকাত কর্ ব্যাটা।

[দবীর পরনের প্যান্টের পায়ের ভাঁজ খুলে পানি ঝেড়ে ফেলে। গায়ের কোট খুলে হাতা মুচড়ে পানি বার করে। আবার গায়ে চড়ায়।]

দবীর : যে আরামে আছে আজ রাতে আর ওকে জাগানো যাবে না।

বেলাল : ওর চেহারাটা ভালো করে লক্ষ্য করেছ ? ব্যাটা ফাঁসির আসামি। ওর কপালে ফাঁসি লেখা রয়েছে। মোটা ভুরু, একটার সঙ্গে আর একটা মিশে গেছে। ও লোকের ফাঁসি না হয়ে যায় না। ধর্ম-কর্ম করি না বটে, তবে কপালের লেখা মানি। কেবল নামাজ-রোজায় নসিব ফেরে না মিঞা। যদি কপাল ভালো হয় আর মওকা মতন তাগাদা তাবিজের জোর হাসেল করা যায় তাহলেই কিস্তিমাত। আমার এই সাপের চামড়ার বেল্টটা দেখছ তো ?

দবীর : হুঁম।

বেলাল : একবারে আসল চিজ। আস্ত গোখ্‌রোর খোলস। এক বর্মী ফকিরের কাছ থেকে হাত করেছি। মুর্দা কাটার খেলা ঐ ফকিরের কাছ থেকেই শিখেছিলাম। হাতের উল্কিও ঐ ফকিরের করে দেওয়া। কিন্তু নসিব মন্দ। কিছু করতে পারলাম না। তুমি বিয়েশাদি করেছ ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দবীর : না।

বেলাল : আকলমন্দীর কাজ করেছ। খবরদার ওর মধ্যে ঢুকবে না। হররোজ একই ডোবার পানি ঘোলা করে কোনো সুখ নেই। ঐ করেই আমি মরেছি।

দবীর : তুমি কী করেছ ?

বেলাল : বিয়ে করেছি। মানে করেছিলাম। এখন বেরিয়ে এসেছি। ফটো এখনো সঙ্গে আছে। তোমাকে দেখাচ্ছি। (পকেট হাতড়ে একটা প্লাস্টিকের মানিব্যাগ বার করে। ভেতর থেকে কয়েকটা ছবি বার করে।) এইটে দেখ। আমার ফটো। লঞ্চের ওপর তোলা। পা থেকে মাথা পর্যন্ত লোহার শেকল দিয়ে বেঁধে দেয়া হয়েছে। আমাকে ধাক্কা দিয়ে পানির মধ্যে ফেলে দেবে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সব খুলে সাঁতরে পাড়ে গিয়ে উঠেছি। এইটে আমার ছোটকালের ছবি। কেমন পরিষ্কার জামা-কাপড় পরা। একেবারে ভদ্রলোকের ছেলে। আহ এই যে পেয়েছি। এইটে আমার বিবির ফটো। (দবীর মনোযোগ দিয়ে দেখে) কী রকম মনে হয় ? ভালো ?

দবীর : হুঁম।

বেলাল : তুমি কিছু না বললেও আমি জানি। চেহারায় কোনো জেল্লা নেই। ফিল্মের আওরতের মতো নয়। হবে কী করে ঘরের বিবি তো। (দবীর অবাক হয়ে চোখ তোলে) পাহাড়ি মেয়ে। মেজাজও সেই রকম। একেবারে জংলি। নসিবের ফের। কেন যে ওকে শাদি করেছিলাম আল্লা মালুম। অথচ একেবারে বকায়দা বিয়ে করেছিলাম। কাজি ডেকে, সাক্ষি-সাবুদ রেখে।

দবীর : তুমি এঁকে বিয়ে করেছিলে ?

বেলাল : (আহত গলায়) তখন ওর মনে কি ছিল কে জানে। অনেক গুণের মেয়ে ছিল। বাপ-মার ঘর-বাড়ি ছিল, জায়গা-জমিও ছিল। কোনো মিশনারি মেমের বাড়ি কাজ করার সময় কিছু লেখাপড়াও শিখেছিল। ছাপা কাগজ গড় গড় করে পড়ে যেত। আমি এখনো বুঝতে পারি না বেটি আমাকে শাদি করতে গেল কেন। (লেনোমিয়া স্বপ্নে বিড়বিড় করে ওঠে) এই মিঞা শব্দ করবে না। কথার মাঝখানে আর একবার ফোঁড়ন কেটেছ কি একেবারে বান্ডিল করে বারিষের মধ্যে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেব। (নিজের-কথায় ফিরে আসে।)

যাক্‌গে। যা হবার হয়েছে। আমিও সে পাট চুকিয়ে দিয়েছি। হায় নসিব, কি জিন্দেগিই না কেটেছে। (দরজার কাছে শব্দ হয়) আবার কে এলো ? কে ? (দরজার কাছে আধো অন্ধকারে একটা লোক এসে দাঁড়ায়। আলোছায়ায় লোকটার নাক, নাকের নিচের গোঁফ নড়ে, কাঁপে।) দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? ঢুকে পড়, ঢুকে পড়।

[সেকন্দর প্রবেশ করে। গোঁফের পানি মোছে। আগুনের কাছে গিয়ে ডান ধারে বসে। পেছনে পেছনে ঢোকে একটি মেয়েলোক। পরনের কাপড় নিচের দিকে অনেকখানি ভিজে পায়ের সঙ্গে লেপটে জড়িয়ে রয়েছে। বৃষ্টির পানি ঠেকাবার জন্য একটা পুরোনো ছেঁড়া সুজনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাথার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে কাঁধের ওপর ছড়িয়ে রাখা। সেকন্দরের পেছন পেছন এসে এক পাশে সরে গিয়ে বসে। আবছায়া আলোতে মেয়েলোকটির চোখ-মুখ কিছুই দেখা যায় না।]

এইবার মহল সরগরম। গরিবের বালাখানা এর চেয়ে আর কত জমকালো হবে। বলুন কে কী ফরমাশ করতে চান। দেখি তুড়িতে হুকুম তামিল হয় কি না। হায়রে নসিব, এই জাড়ের রাতে বাইজি, সরাব দূরে থাক, এক পেয়ালা চাও যদি পেতাম। পাখোয়াজ মিয়ার অবস্থা কি রকম ?

সেকন্দর : আমার নাম পাখোয়াজ মিয়া নয়। (বিরক্তিতে ভরা খরখরে গলা। কথা বলবার সময় নাকের ডগা বার বার কুঁচকে যায়।) আমার নাম সেকন্দর। আপনি আমাকে পাখোয়াজ মিঞা বললেন কেন ?

বেলাল : (জোরে হেসে ওঠে) কেন পাখোয়াজ মিঞা বলে ডাকলাম ? জানি না। এমনি। না, সত্যি সত্যি কোনো কারণ রয়েছে। তুমি কী বলো দোস্ত। (দবীরের পাঁজরে গুতো মেরে হো, হো করে হাসতে থাকে।)

সেকন্দর : তাহলে অত হাসছেন কেন ?

বেলাল : (কৃত্রিম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে) আপনার গোস্বা হচ্ছে ? আমি কিন্তু খুব ঠাণ্ডা মেজাজের লোক। খামোখা কাজিয়া-ফ্যাসাদ করা আমার স্বভাব নয়। আমার সঙ্গে কেউ যদি ঝগড়া করতে চায়, আমি তৎক্ষণাত তাকে ধরে দু'ঘা লাগিয়ে দিই না। ওর কাছে এগিয়ে যাই। যেন আমার অনেক দিনের বন্ধু। তারপর কাছে এসে ওর চাঁদপানা মুখের একটা অংশ এক কামড়ে আলগা করে ফেলি। (সেকন্দর ঘোঁৎ করে ওঠে।) আপনি বেচায়েন হবেন না। আপনার ঐ গোমরা মুখ কামড়ে দেবার কোনো খায়েশ আমার নেই। (বলেই আচমকা অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে বোঁ করে ঘুরে নিজের মুখটা প্রায় সেকন্দরের মুখের মধ্যে ঠেলে দিয়ে বিকটভাবে চিৎকার করে ওঠে। সেকন্দর সভয়ে আর্তনাদ করে উল্টে পড়ে যায়।) কী রকম ভয় পেয়ে গেছে দেখলে ? সবাই ভয় পায়। প্রথমদিন নায়লাও খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। সে ছিল বিয়ের দিন। কাজির অফিসে। কাগজ-পত্র সই হচ্ছে সেই সময়ে। কাজি বেচারার ভিরমি খাবার জোগাড় হয়েছিল। (হাসে) ব্যাটা আমাকে সাবধান করে দিয়ে কি বলল, জান ? বলল, কাজির অফিস নাকি মশকরা করবার জায়গা নয়। হেঁঃ হেঁঃ হেঁঃ। শালার কাজি।

সেকন্দর : (শান্ত কণ্ঠে, অবজ্ঞা মিশিয়ে) ভালো বর সেজেছিলেন। বিয়ে করল কে ?

বেলাল : (সগর্বে) কনে পছন্দ করেই বিয়ে করেছিল। তবে সে অনেকদিন আগের কথা। আমার এই নওজোয়ান দোস্তকে সেই গল্প বলছিলাম। তোমার নামটা যেন কী ভাই ?

দবীর : দবীর।

বেলাল : হ্যাঁ, হ্যাঁ। দবীর। দবীরকে বলছিলাম কী করে সে পালা খতম করে দিয়েছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেকন্দর : বিয়ে শাদি ছেলে খেলা নয়। জিন্দেগির সম্পর্ক। ইচ্ছে করলেই যখন তখন চুকিয়ে দেয়া যায় না। কেউ দিতে পারে না।

বেলাল : আমি পেরেছি। সেও অনেক মাস হলো। কোনো মন্দ স্বামী ছিলাম না, তবু পেরেছি। নায়লাকে নীলফামারিতে ফেলে রেখে এসেছি। সাত মাস আগে।

দবীর : নীলফামারিতে কী করছিলে ওস্তাদ ?

বেলাল : খেলা দেখাতাম। পঁয়ত্রিশ ফুট লম্বা শেকল, সাত জোড়া সরকারি হাতকড়া। অনেকগুলো লোহার আংটা। সবকিছু তুচ্ছ করে পলকে নিজেকে মুক্ত করে নিতাম। খেলার মাঝখানে নায়লা বাসন নিয়ে ভিড়ের চারধারে ঘুরে ঘুরে পয়সা কুড়াতো। রোজগার মন্দ হতো না। (হাতের ঝোলাটা নেড়ে দেখায়) এই থলের মধ্যে আছে। দেশে বিদেশে যত রকম হাতকড়া হয় তার সবরকম নমুনা এর মধ্যে রয়েছে। ইংলিশ, আমেরিকান, জার্মান সবরকম। সবগুলোর কলকব্জা আমার মুখস্থ। কিছু কেরামতিও আছে। দেখবে ? (দু'হাতে নাক ঢেকে এক নাকের খোড়লের ভেতর থেকে কৌশলে একটা সরু নলের মতো চাবি বার করে।) দেখেছ এইটে ? দুনিয়ায় এমন কোনো হাতকড়া নেই, যেটা এর গুঁতোয় না খুলে যাবে। যদি কোনোটা একটু আটকেও যায়, তাহলে সামান্য এক টুকরো তার হলেই চলে। সেটাও মজুদ রাখি। অন্য নাকের খোঁড়লে আছে। (চাবিটা আবার নাকে চেপে ধরে নিঃশ্বাসের টানের কৌশলে সড়াৎ করে ভেতরে টেনে নেয়।)

দবীর : ওস্তাদ জেলে গেছ কখনো ?

সেকন্দর : নিশ্চয়ই গেছে।

বেলাল : গিয়েছি, তবে এক সঙ্গে বেশিদিন থাকতে পারি না। সহ্য হয় না। সশ্রম হলে বড়জোর তিন-চার টেনেটুনে পার করি। তারপর টপকাই। মফস্বলের ছোটখাটো জেল। সেপাইগুলোও হাবাগোবা, ভালোমানুষ। বেশি বাড়াবাড়ি করে না। কি বল লেনোমিঞা, এসব খবর তোমারও নিশ্চয়ই ভালো করে জানা আছে। তবে যে কথা বলছিলাম। বিবির কাছ থেকে যে ভেগেছি, সে কাজটা একেবারে নিষ্ঠুরের মতো করিনি। যতদিন এক সঙ্গে থেকেছি বিবির খুব যত্ন-আত্তি করেছি। এবারও যতদিন বেটি হাসপাতালে ছিল আমি সঙ্গ ছাড়িনি। কেউ বলতে পারবে না যে, ওর বিপদের দিনে আমি ওকে দাগা দিয়েছি। ও যবে ভালো হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল, তবে আমিও ওকে ছেড়ে পালালাম।

[স্মৃতির আলোড়নে কিঞ্চিত ভাবালুতায় আচ্ছন্ন হয়। সেকন্দরের বিরূপতার মাত্রা বৃদ্ধি পায়।]

দবীর : বিবির কী হয়েছিল ?

বেলাল : কিছু না। ঝগড়া। মেয়েলোক নিয়ে। বুঝলে না, আমি হলাম বাজিকর। কোনো খেলার প্রয়োজনে আমাকে কিছু বাড়তি মেয়েলোকও পুষতে হতো। কোনোদিন যদি একটাকে সঙ্গে করে বাড়িতে এনেছি, বিবি রেগে পাড়া মাথায় করে তুলত। আমাকে খুন করে ফেলবে বলে হুমকি দিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেজাজটা খুব কড়া ছিল বলে ওরকম করত। আসলে ওর অন্তঃকরণ ছিল খুব নরম। সত্যি সত্যি যে ও আমাকে খুন করতে চাইত তা হয়তো নয়। কিন্তু একদিন আমিও বেজায় ক্ষেপে গেলাম। একটা চ্যালা কাঠ তুলে একেবারে জানে খতম করে দিতে চাইনি বটে, তবে কমসম কিছু শিক্ষা দিতে চেয়েছিলাম। বেটি তালবেতালে ছুটোছুটি করে সব গোলমাল করে দিল। নিজে নিজেই হোঁচট খেয়ে উল্টে পড়ে গিয়ে পায়ের একটা হাড় ভেঙ্গে ফেলল।

[লেনোমিঞার নাক ডাকার শব্দ ছাড়া কিছুক্ষণের জন্য যেন সবকিছু স্তব্ধ হয়ে থাকে। সেকন্দর নিঃশব্দে পায়ের রাবারের জুতো খুলে উল্টে ভেতরের পানি গড়িয়ে ফেলে। পায়ের আঙ্গুলগুলো ফাঁক করে দেখে।]

বেটি একমাস হাসপাতালে ছিল। আমার তখন খুব দূরবস্থা। কোনো খেলাই ছিল না। এক হপ্তার বেশি চালাতে পারলাম না। তাও কোনো রাতেই দশ টাকার বেশি যোগাড় হয়নি। আমার আসল খেলা ছিল মুর্দা কাটার খেলা। একটি কফিন বাক্সে নায়লাকে ভরে তাতে তালা লাগিয়ে দিতাম। তারপর পা ফাঁক করে তার ওপর দাঁড়িয়ে একটা মন্ত করাত দিয়ে বাক্সটা দু'ফাঁক করে কেটে ফেলতাম। নায়লা না হলে আমারও খেলা অচল। ওর শরীরের কেরামতিই ছিল আলাদা। নতুন কোনো খেলা যে বানিয়ে দেখাবো সে বুদ্ধিও আর মাথায় যোগাত না। কপাল মন্দ হলে এরকমই হয়। যখন কপাল খোলে তখন বুদ্ধিও খোলে। যখন কপাল ভাঙ্গে তখন বুদ্ধিও পালায়। (স্ফূর্তির সঙ্গে) একবার চালনার মেলায় এক কাণ্ড করেছিলাম। তিন ফুট লম্বা এক টুকরো কাঠের গায়ে কয়েক শ' চীনা জোঁক গেঁথে চৌবাচ্চায় ছেড়ে দিয়েছিলাম। জোঁকগুলো কিলবিল করলেই কাঠটা পানির মধ্যে ভেসে বেড়াত। সবাইকে বলতাম এটা সমুদ্রের একটা আজব মাছ। লোক ভিড় করে পয়সা দিয়ে দেখতে আসত। একদিন খবরের কাগজে পর্যন্ত সংবাদ বেরিয়ে গেল। তখনই বুঝলাম কাজ খতম হয়েছে। কি এক রাগারাগির মাথায় নায়লাও একদিন দিল ওটার ওপর চূন ঢেলে। আমিও রটিয়ে দিলাম যে, সমুন্দরের জীবকে সমুন্দরে ছেড়ে দিয়েছি। (ঘড় ঘড় করে হাসে) কে একজন কাগজে বিজ্ঞাপন দিল যে, ওটা আবার কেউ ধরতে পারলে তাকে অনেক টাকা পুরস্কার দেয়া হবে। আর যায় কোথায়? জেলেরা সব জাল ফেলে দরিয়ার পানি ঘোলা করে ফেলল। এলাহি কাণ্ড।

সেকন্দর : লোকজনের উচিত ছিল তোমাকে ধরে সমুদ্রে ফেলে দেয়া।

বেলাল : পাখোয়াজ মিঞা, তুমি সেখানে ছিলে না বলে অন্য কারো মাথায় ঐ চিন্তা আসেনি। আমার কপাল ভালো, কী বল?

দবীর : শেষবার কি খেলা দেখাচ্ছিলে?

বেলাল : ও কোনো খেলাই নয়। আগুনের ডেলা গিলে ফেলতাম। পরে পেটের ভেতর বড় জ্বালা করত। একটানা ছ'মাসের বেশি ও খেলা কেউ দেখাতে পারে না। আঁত জ্বলে যায়। পাখোয়াজ মিঞা আমার পরামর্শ মনে রেখো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর যাই করো আগুনের খেলা কাউকে দেখাতে যেও না।

সেকন্দর : তোমাকে সে ভাবনা ভাবতে হবে না।

বেলাল : বুঝলে দবীর, এই আগুন গেলার খেলা দেখিয়ে কেরোসিনের পয়সাটাও উঠত না। নায়লা যেদিন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল, সেদিন আমার ট্যাকে মাত্র আড়াই টাকা মওজুদ রয়েছে। ঠিক করে ফেললাম আর নয়। বেটি ঘরে ঢোকার আগেই, বিছানায় একটা পাশবালিশ কম্বল চাপা দিয়ে রেখে পেছনের দরজা দিয়ে সটকে পড়লাম।

দবীর : তুমি যে চলে যাবে, নায়লা তা জানত ?

বেলাল : পাগল হয়েছ। ও জানতে পারলে চ্যাঁচামেচি করে রাজ্যের লোক জড় করে ফেলত। তবে বেটি আমারে খুব পেয়ার করত। আমিও ওর জন্য কম করতাম না। আমারে জবর মহব্বত করত। তা এতদিনে নিশ্চয়ই সামলে নিয়েছে। (ভাবে)

সেকন্দর : (ক্ষেপে গেছে। নাক কুঁচকে গেছে। গোঁফ ওঠানামা করছে। সরু গলায় চিৎকার করে বলছে—) তোমার মতো এত বড় বেঈমান আমি জন্মে দেখিনি। এতগুলো অজানা-অচেনা লোকের সামনে এসব গলিজ কথা বলতে তোমার গলায় আটকালো না ? একটু লজ্জাও হলো না ? পথের ভিখারি হয়েছি বলে কি আমরা সব জানোয়ার বনে গেছি ?

বেলাল : আরে, এ লোকগুলো। আবার কি বলছে ?

সেকন্দর : এক শ'বার বলব। তোমার কঠিন সাজা হওয়া উচিত। তোমাকে সারা জীবন জেলখানায় ভরে রাখা উচিত। তোমাকে—

[সেকন্দর কাঁপতে কাঁপতে হাঁপাতে থাকে। ততক্ষণে পেছনের মেয়েলোকটি মুখ সম্পূর্ণ সামনের দিকে ঘুরিয়ে এনেছে। মাথার ওপরের ভেজা সুজনী খসে পড়েছে। একখানি গৌরবর্ণ রোগাটে সুন্দর মুখ আলোছায়ায় ঝিকমিক করতে থাকে। সে মুখ ক্রোধে, ঘৃণায় জ্বলছে। বেলাল হতবাক হয়ে সে মুখ দেখতে থাকে। তারপর একটা নিতান্ত বেমানান হাসি আর মমতা মিশিয়ে অস্ফুটভাবে বিড়বিড় করে।]

বেলাল : আরে, সে-কী, তুমি ? আমি, তোমাকে—

[বেলাল কথা শেষ করতে পারে না। মেয়েলোকটি আঁচলের আড়াল থেকে পিস্তল বের করে গুলি ছোঁড়ে। বেলাল সারা শরীরে ঝাঁকুনি দিয়ে এক মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে থাকে, তারপর মুখ থুবড়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। দবীর চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকে।]

সেকন্দর : (থম ধরে বসে থাকে। আস্তে আস্তে বলে) এটা কী কাণ্ড। এ তুমি কী করলে ?

[লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। নায়লার নিশ্চল মুখের কাছে এগিয়ে গিয়ে বিড়বিড় করে বলে, 'ডাইনি' 'ডাইনি'। চিৎকার করে বলে, 'ডাইনি'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঙ্গুল দিয়ে বেলালকে স্পর্শ করে চমকে ওঠে। তারপর জুতো জোড়া বগলদাবা করে, নিজের মুখ সজোরে চেপে ধরে ভয়ার্ত গোঁ গোঁ শব্দ করতে করতে ছুটে বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে যায়।]

নায়লা : (সেকন্দরের নিষ্ক্রমণ লক্ষ করে না। ক্রোধ ও ঘৃণার ভাব ক্রমশ কেটে যায়। মুখে ফুটে ওঠে এক নির্বিকার নিরুত্তাপ কাঠিন্য। এক দৃষ্টিতে দেখে নিথর, নিশ্চল বেলালকে। শান্তকণ্ঠে বলে।) এই শিক্ষাটুকু হওয়ার ওর দরকার ছিল। একাজ সে আর কোনোদিন করবে না। (দবীরকে লক্ষ করে। গলার স্বর গাঢ়, স্নেহময়।) তুমি আমাদের কেউ নও। এর মধ্যে কেন থাকবে? চলে যাও।

দবীর : (সামলে নিয়েছে।) না।

নায়লা : থাকলে তোমারও বিপদ হতে পারে।

দবীর : হোক।

নায়লা : ও লোকটাতো চলে গেল।

দবীর : আমি থাকছি।

নায়লা : তোমার খুশি।

[উঠে দাঁড়ায়। পিস্তলটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয় সেটা গিয়ে পড়ে ঘুমন্ত লেনোমিঞার পাশে।]

দবীর : তুমি ঐ লোকটার সঙ্গি হলে কী করে?

নায়লা : সে কথা জেনে এখন আর কী লাভ?

দবীর : না, কারো কোনো লাভ নেই।

নায়লা : কোনো লাভ নেই।

দবীর : হয়তো তুমি ঠিকই করেছিলে। একা একা পথ চলার চেয়ে যে-কোনো রকম সঙ্গি ভালো।

নায়লা : হয়তো তাই।

দবীর : তোমার মতো এত সুন্দর মুখ আমি কখনো দেখিনি।

নায়লা : কখনো দেখনি?

[দবীর উঠে কাছে এগিয়ে আসে। মুখে কথা জোগায় না। লেনোমিঞা ঘুমের মধ্যে হিক্কা তোলায় দবীর চমকে ওঠে। সেদিকে দেখে।]

দবীর : লোকটার জোড়া ভ্রূ, দেখেছ?

লায়লা : না।

দবীর : একটার সঙ্গে অন্যটা মিশে গেছে। তার অর্থ কি জান?

নায়লা : না। (স্তব্ধতা)

দবীর : তোমার কোনো ভয় নেই।

নায়লা : (চোখ তুলে দবীরকে দেখে) ভয়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দবীর : কেউ জানতে পারবে না।

নায়লা : (শান্ত গলায়) হয়তো জানবে না।

দবীর : আমি কাউকে জানাব না।

নায়লা : কেন জানাবে ? (স্তব্ধতা)

দবীর : এখন যাবে ?

নায়লা : তুমি যাও।

দবীর : আমি আরও কিছুক্ষণ থাকব। (স্তব্ধতা। আড়ষ্টভাবে।) তুমি কি আমার পথের সঙ্গী হবে ? ইচ্ছে হলে কিছুদূর গিয়ে আলাদা হয়ে যেও। যাবে ?

নায়লা : তোমার বয়স কম। মনটা নরম। অন্যের কষ্টে এখনো তোমার পরান কাঁদে।

দবীর : ওসব কথা থাক।

নায়লা : থাক। সেই ভালো।

দবীর : (ক্রমশ গভীর আবেগে) আমি তোমাকে ভালোবাসতে পারি নায়লা। ভালোবাসতে পারি। তোমার ভালো করতে পারি। তোমাকে আমি অনেক দূরে নিয়ে যেতে পারি।

নায়লা : (জড়ো গলায়) পারবে না। রাতের বেলায় আমাকে পাশে দেখে ভয়ে আঁতকে উঠবে।

দবীর : মিথ্যে কথা। খুন করেছ তো কী হয়েছে ?

নায়লা : সে আমি জানি। কিন্তু তোমার মন মানবে কেন ?

দবীর : তুমিও একদিন ভুলে যাবে।

নায়লা : ভুলে যাব ?

দবীর : আমার কোনো ভয় নেই।

নায়লা : তোমার অনেক সাহস। (গাঢ়তর স্তব্ধতা।)

দবীর : (মিনতি জানায়) তোমার কাছে কোনোদিন কিছু চাইব না।

নায়লা : যে না চায়, সে কোনোদিন কিছু পায় না।

[দবীর অনিয়ন্ত্রিত আবেগে নায়লার দু'হাত জড়িয়ে ধরে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। নায়লার মুখে আবেগের চিহ্নমাত্র নেই।]

দবীর : তোমার হাত এত ঠাণ্ডা কেন নায়লা ? বরফের মতো ঠাণ্ডা।

নায়লা : তুমি কি মনে করেছিলে আমার শরীরে আগুন জ্বলছে ?

দবীর : তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছ ?

নায়লা : না। তোমার ওপর রাগ করব কেন ?

দবীর : তাহলে আমার সঙ্গে চল।

নায়লা : সত্যি, তাই চাও ? সত্যি ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দবীর : তোমার মতো মেয়ে হয় না। এত সহজে, এত শান্তভাবে আমি আমার জানের দুশমনকে খতম করতে পারতাম না।

নায়লা : (দবীরকে ওজন করে দেখে।) না। তা তুমি পারতে না।

দবীর : নায়লা, তুমি আমার সঙ্গে এস। অন্ধকারে একা একা তুমি পথ চলতে পারবে না। ওই লোকটার ভাবনা তোমার জানে ডর ধরিয়ে দেবে।

নায়লা : আবার একা চলব ? (ভাবে। হাসতে আরম্ভ করে।) এ ছাড়া আমার আর অন্য গতি কি ? নিশুতি রাতে একা একা ঘুরে বেড়াব। জঙ্গলের ধারে, খালের পাড়ে, মাঠে-রাস্তায় হঠাৎ আমাকে দেখে মানুষ ভয়ে চিৎকার করে পালিয়ে যাবে। খুব মজা হবে।

[অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। মাথার ঝাঁকুনিতে চুল খুলে মুখের ওপর এসে পড়ে। চোখ দিয়ে পানি গড়ায়। তবু হাসি থামে না।]

দবীর : (সভয়ে সরে দাঁড়াবে।) আল্লা তোমার ভালো করুন। আমি পারব না। আমার সাহস নেই।

নায়লা : (হঠাৎ শান্ত হয়। খুব স্পষ্ট করে জোর দিয়ে বলে) তুমি পারবে না। তোমার সাহস নেই।

[নায়লা আস্তে আস্তে চুল হাত দিয়ে গোছ করে পেছনে সরায়। খোঁপা বাঁধে। তারপর আচমকা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। মাটি খামচাতে খামচাতে চিৎকার করে ডাকে, 'বেলাল' 'বেলাল'। কান্নায় গলা ভারি হয়ে আসে। দবীর নয় কামড়াতে কামড়াতে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। লায়লা এক সময়ে হাঁটুতে ভর করে দাঁড়ায়। চুল, গায়ের কাপড় ঠিক করে নেয়। তারপর চলে যায়। অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। স্তব্ধতা।]

বেলাল : (সাবধানে এদিক-ওদিক তাকিয়ে উঠে বসেছে।) দোস্ত, বেটি চলে গেছে তো ?

দবীর : (খরগোসের মতো লাফ দিয়ে এগিয়ে আসে।) সে-কী ?

বেলাল : বেটিকে ভালো দাগা দিয়েছি। একেবার ভেঙ্গে পড়েছিল।

দবীর : তোমার গায়ে গুলি লাগেনি ?

বেলাল : কী যে বল ! আরে বেলাল বাজিকর জানে পিস্তলের খেলা। ও মেয়েলোক সেটা কোত্থেকে শিখবে ? (হাসে) আমার কাছ থেকে আরো একটা কথা শিখে রাখ। যত খুশি মেয়েলোকের হাতে পিস্তল দাও কোনো ভয় নেই। ও যদি গায়ে নল লাগিয়ে মারে তবু গুলি অন্যদিকে চলে যাবে। কিন্তু খবরদার, ওদের হাতে কখনো ছোরাছুরি তুলে দেবে না। নির্ঘাৎ মারা পড়বে। এবার ওর ভালো শিক্ষা হয়েছে। আমাকে খুন করবার মজা ভালো করে টের পাবে। তবে বেটি জবর ভালোবাসত। নইলে আমাকে মরতে দেখে ওরকম কাটা মুরগির মতো ছটফট করতে পারত না। ক'টা দিন এখন খুব কাঁদবে। কিন্তু দোস্ত, এটা আমার সমঝিতে আসে না যে, অতই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদি পেয়ার করবে, তবে আমাকে কতল করতে চাইল কেন ? মেয়েলোকের অত তেজ ভালো নয়। এখন মজা বুঝুক। তেজ ওর অনেক, সে আমি আগেও জানতাম। নইলে তবু ভাবতাম সব কেবল মুখের হম্বিতম্বি। ও যে সত্যি সত্যি আমাকে শেষ করে দিতে চাইবে বিশ্বাস করিনি। দবীর মিঞা তুমিও কম যাও না। ভেবেছিলে এবার তুমি মজা লুটবে। মোফ্‌তে পথের সাথী জুটিয়ে নেবে। তোমার কাণ্ডকারখানা দেখে হাসিতে আমার পেট ফাটার জোগাড়। কোনোরকমে দম বন্ধ করে পড়েছিলাম।

[উরুতে চাপড় মেরে হো হো করে হেসে ওঠে। উঠে ঘুমন্ত লেনো মিঞার দিকে এগিয়ে যায়।]

দবীর : তুমি আমাকে ভুল বুঝ না ওস্তাদ। আমি ঠিক-

বেলাল : (গম্ভীর গলায় লেনোমিঞাকে উদ্দেশ্য করে) খুব বেঁচে গেছ লেনোমিঞা। বোধহয় এখনো তোমার সময় হয়নি। (পিস্তলটা তুলে নেয়।) আমি মরে পড়ে থাকলে তোমার ঘুম ভাঙ্গতো হাজতে। সামনে লাশ, পাশে পিস্তল, আমার সঙ্গে পুরোনো দুশমনি মিঞাকে ঠিক লটকে দিত। ব্যাটা যেমন বদমাশ ওকে ঝুলিয়ে দেয়াই উচিত ছিল। তবে, ফাঁসি ও এড়াতে পারবে না। আজ হোক কাল হোক ওকে ঝুলতেই হবে। কপালে যার জোড়া ভ্রূ তার কোনোদিন নিস্তার নেই। এখন ঝুলেলেই ভালো ছিল। বিনা দোষে মারা যেত। এরপর সত্যি সত্যি একটা মহাপাপ করে তারপর ফাঁসিকাষ্ঠে চড়বে। হে হে হে, কথাটা কেমন বলেছি বল ?

দবীর : ভালো বলেছ।

বেলাল : (পিস্তলটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে।) তা দবীর মিঞা তুমি কি সত্যি সত্যি মনে করেছিলে নাকি যে, বেটি তোমার সঙ্গে চলে যেতে রাজি হবে ?

দবীর : (সন্ত্রস্ত) একিন যাও, আমার মনের মধ্যে খারাব কিছু ছিল না।

বেলাল : তাই না কি ? কোনোরকম খারাব ভাব ছিল না। (চোখ মটকে) তা অন্য মানুষের মেয়েলোক, ঘরের বিবি, তার হাত চেপে ধরলে কি মনে করে ? লজ্জা-শরম সব খেয়ে বসেছিলে নাকি ?

দবীর : তখন তার সোয়ামি ছিল না, আমি এক বেওয়া আওরতকে পেতে চেয়েছিলাম।

বেলাল : হোক বেওয়া। সে ইচ্ছে করে বিধবা হয়েছিল। তোমার চোখের সামনে তার স্বামীকে খুন করল। তবু তুমি তার কাছে গেলে কেন ?

দবীর : কেন যাব না। তুমি চুপ করে মরার মতো পড়ে রইলে কেন ? আরেকজন তোমার চোখের সামনে তোমার বিবির হাত ধরে টানাটানি করছে, চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়লে না কেন ? আমি হলে তাই করতাম।

বেলাল : তুমি করতে না ? আমি করিনি কারণ, কোনো কিছু খোয়াবার ভয় আমার ছিল না। আমি নায়লাকে ভালো করে জানি। তুমি এখনো জান না। তোমার কপাল ভালো যে, আর জানতেও হবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দবীর : বাজিকর, নিজের ওপর তোমার খুব বিশ্বাস না ?

বেলাল : খুব।

দবীর : কখনো তোমার ভুল হতে পারে না ?

বেলাল : হয়েছে বলে মনে পড়ে না। তোমার এখনো বয়স বেশি হয়নি, অনেক কিছু শিখতে বাকি আছে।

দবীর : ওস্তাদ, তোমার হয়তো এখনো সব কিছু শেখা শেষ হয়নি।

বেলাল : তা হতেও পারে। তবে নতুন কিছু শেখার খায়েশও নেই। তোমার বয়সে পৌঁছাবার আগে কমসে কম সাতবার জেলে ঢুকেছি এবং মেয়াদ শেষ হবার আগে ভেগেও এসেছি। দুনিয়ায় এমন তালা এখনো তৈরি হয়নি, যা আমার আঙ্গুলের চাপে দশ মিনিটের মধ্যে খুলে না যাবে। নম্বরী তালা পর্যন্ত আমি ঘুরিয়ে ভেতরের শব্দ শুনে ধরে ফেলব কখন খুলবে। তুমি ঘরের মধ্যে ঢুকে, ভেতর থেকে হুড়কো লাগিয়ে কড়ায় তালা মারো। চাবিটা তালার মধ্যে গুঁজে রাখো। দু'মিনিটের মধ্যে হুড়কো সরে যাবে, চাবি আমার হাতে এসে পড়বে, তালা খুলে যাবে।

দবীর : তোমার বাহাদুরি আছে। এত খেলা শিখলে কোত্থেকে ?

বেলাল : সব কথা খুলে বলা বারণ। জাহাজের খালাসি হয়ে একবার হংকং গিয়েছিলাম। সেখানকার এক ফেরারি আসামি আমাকে শেখায়। (অতীতের স্মৃতি মন্থন করে) ওখানকার মতো মেয়েলোক দুনিয়ায় নেই। যেমন তেজি তেমনি ছেনাল। তার কাছে কোথায় লাগে আমাদের পাহাড়িয়া বেদিনীর জাত।

[বাইরে বৃষ্টি থেমে গেছে। এতক্ষণ মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি করে হঠাৎ পরিষ্কার আকাশে চাঁদ ওঠে। ভাঙ্গা ছাদের ফাটল দিয়ে জ্যোৎস্নার আলোতে মঞ্চ ভরে গেল। সেই আলোতে এতক্ষণে স্পষ্ট দেখা গেল যে, ধ্বসে পড়া দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে একরকম কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে নায়লা।]

দবীর : কে ? ওটা কে ?

বেলাল : নায়লা। নায়লা। (এগিয়ে গিয়ে নায়লাকে ধরে। কোলপাঁজা করে তুলে সামনে নিয়ে আসে।) নায়লা, কি করেছিস ? এত রক্ত কেন ?

দবীর : তুমি যা চেয়েছিলে ওস্তাদ, তাই হয়েছে।

বেলাল : নায়লা, নায়লা। খুব মশকরা হয়েছে। আর খেলা দেখাতে হবে না। নায়লা ভালো চাস তো এক্ষুণি জেগে ওঠ। নায়লা।

দবীর : ও ভান করছে না। আসলেই মরে গেছে।

বেলাল : (আঙ্গুলের ডগায় নায়লার শরীর থেকে রক্ত মুছে নেয়। দেখে মাথা নাড়ে। চোখমুখ বিকৃত হয়।) মরে গেছে। একরত্তি শরীর, তার মধ্যে আবার ছুরি বসাতে গেলি কেন ? নায়লা এ তুই কী করলি ? কী করলি ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দবীর : তুমি মানুষ নও। তুমি পশু। তোমার মাথায় ঠাটা পড়ুক।

বেলাল : তুই, তুই, এ কাজ করবি কে ভেবেছিল ? এতদিন তোর সঙ্গে ঘর করেছি, কই, কোনোদিন তো ভাবিনি যে, তুই, তুই...

[মুকাভিনয়।

চাঁদ মেঘের আড়ালে চলে যায়।

চুলোর আগুন নিভু নিভু।

খুব ধীরে ধীরে পর্দা নামে।

অল্পক্ষণের জন্য আবার পর্দা উঠলে দেখা যাবে খালি রঙ্গমঞ্চে লেনোমিঞা আগের মতই নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে, পাশে পড়ে আছে নায়লার রক্তাক্ত লাশ।]

[যবনিকা]

রিচার্ড হিউস রচিত 'দি ম্যান বর্ণ টুবি হ্যাংড' নাটকের বাংলা ভাবানুবাদ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহারাজ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চরিত্র

আব্বা
মা
সমীর
লুৎফা
ফরাস
এবং
মহারাজ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৃশ্য

সময় : রাত তিনটা।

সৈয়দ মঞ্জিলের বৃহদায়তন হলঘর। ডান ধারে বড় জানালা, ভারী পর্দায় ঢাকা। অন্য পাশের দেয়ালে বসান বিরাট লোহার সিন্দুক। কোণে দরজা। মেঝেয় বড় টেবিল তাতে এখনো সরবতের সরঞ্জাম সাজানো রয়েছে। চারধারে নানা রকমের সুদৃশ্য কুর্সি-কেদারা। পর্দায় কার্পেটে, ছবিতে, ঝালরে সম্পদ ও বংশগৌরবের ছাপ স্পষ্ট।

প্রথমে এক রকম কিছুই দেখা যাবে না। আলোহীন অন্ধকার ঘর। তারপর জানালার পর্দার জোড়ের ভেতর থেকে এক ফালি তীব্র আলো ঘরের মধ্যে ঝলসে ওঠে। এক হাতে টর্চ অন্য হাতে পর্দা ঠেলে আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে মহারাজ। শহুরে ডাকাত। পরনে চিপা পাৎলুন, ঢিলা জ্যাকেট। মাথায় নাইট ক্যাপ। চোখের ওপর বেঁধে রাখা ঝরকাওয়ালা কালো পট্টি। কাঁধে ঝোলান মজবুত এয়ারব্যাগ। টর্চের আলো ধীরে ধীরে ঘুরিয়ে ঘরের সবকিছু দেখে নেয়। আলো ঘুরে-ফিরে সিন্দুকের ডালার ওপর এসে স্থির হয়। এগিয়ে এসে কাঁধের ব্যাগ নামিয়ে মেঝের ওপর রেখে দরজায় কান পেতে শব্দ শোনার চেষ্টা করে। আশ্বস্ত হয়ে। দরজাটা সামান্য ফাঁক করে রেখে সিন্দুকের কাছে ফিরে আসে। টর্চের আলোতে ব্যাগ খুলে তালা ও দরজা ভাঙ্গার যাবতীয় যন্ত্রপাতি নিঃশব্দে বের করতে থাকে। লম্বা তার প্যাঁচানো একটা বাতি হাতে তুলে উঠে দাঁড়ায়। দেয়ালে টর্চের আলো ফেলে সুইচ বোর্ড খুঁজে বের করে। এগিয়ে হাতের বাতির প্যাঁচানো তার খুলে একটা প্লাগে লাগিয়ে দেয়। তীব্র কিন্তু আবৃত আলোর ধারা সিন্দুকের ডালা মাত্র প্লাবিত করে। ঘর আধা অন্ধকারেই ঢাকা থাকে। ব্যাগ থেকে একটা পিস্তল বের করে পাশের চেয়ারের ওপর রাখে। সব আয়োজন শেষ হলে এবার মহারাজ কাজ শুরু করে। সিন্দুকের হাতল ধরে তালার ফোকরে একটা লোহার শিক ঢোকায়। সফল হয় না। অন্যান্য চেষ্টা চালাতে থাকে। মহারাজ নিজের কাজে এত মগ্ন হয়ে পড়ে যে, টের পায় না কখন নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করছে গমীরুদ্দিন সিদ্দিকী। পরনে শোবার পোশাক, পায়ে চটি।

গমীর : তুমি কে ?

মহারাজ : (লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়, পিস্তল তুলে ধরে) হ্যান্ডস আপ!

গমীর : (হাত তুলে) তুমি ডাকাত নাকি ?

মহারাজ : কেন, দেখে কি পানির কলের মিস্ত্রি মনে করেছিলেন নাকি ? খবরদার হাত নামাবেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গমীর : আরে বাপু হাত নামাচ্ছি না। কী আশ্চর্য! একেবারে জ্বলজ্যান্ত ডাকাত তুমি ?

মহারাজ : লোকে আমাকেই মহারাজ বলে। কোনো রকম চালাকি করবেন না। চুপ করে ঐ চেয়ারটায় বসুন। টুঁ শব্দটি করেছেন কি ছ্যাঁদা করে দেব।

গমীর : (আরাম কেদারায় বসে) কোনো দরকার নেই। তুমি জান না আজকে রাতেও আমরা খাবার টেবিলে বলাবলি করছিলাম যে, চারধারে জীবন কেমন ঝিমিয়ে পড়েছে। কিছুই ঘটছে না। আর সকাল না হতেই দেখ কি কাণ্ড! তুমি সত্যি বলছ তো ? আপনিই সেই ডাকসাইটে ডাকাত মহারাজ ?

মহারাজ : জ্বি। আমিই তিনি।

গমীর : এবারের ঈদ খাসা জমবে। জানেন, এ তল্লাটের সবাই বলে বেড়ায় যে, সৈয়দ মঞ্জিলে নাকি কখনই কিছু ঘটে না। সবাই বনেদি পুরাতন এবং একঘেয়ে। কেউ কখনো অন্যের স্ত্রীকে নিয়ে আসিনি, টাকা পয়সা নিয়েও কোনো রকম কেলেঙ্কারি করতে পারিনি। কিছুই করতে পারিনি। আমাদের জীবনে কোনো জ্যোতি নেই, কোনো কর্ম নেই। বছরের পর বছর কেবল ধুকে ধুকে বেঁচে চলেছি। এমন কোনো দুর্ঘটনাও ঘটে না যার জোরে খবরের কাগজে নাম উঠতে পারত। বাড়িতে ডাকাত পড়ে না, আগুন লাগে না। কিছুই ঘটে না। কেবল কিছু বিয়ে-শাদি হয়েছে, ছেলেমেয়ে জন্মেছে, বুড়ো হয়ে শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু এতদিনে বোধহয় ধারা পাল্টালো।

মহারাজ : আপনি এ ঘরে এলেন কেন ? আমি কি কোনোরকম শব্দ করেছি ?

গমীর : একটুও নয়। আমি এমনি এসেছি। রাতের খাওয়াটা একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল। মনে হলো গলাটা শুকিয়ে গেছে। ভাবলাম এক গ্লাস শরবত খেয়ে শুয়ে পড়ব। (টেবিলের দিকে তাকায়)

মহারাজ : খবরদার, হাত নামাবেন না।

গমীর : আপনি দেখছি বড্ড বদমেজাজি। আমাকে দুশমন মনে করছেন কেন ? আপনাকে আবিষ্কার করে আমি রীতিমত উল্লসিত হয়েছি। আপনার কথা শুনলে সবাই একেবারে ছুটে আসবে। শুধু আপনার জন্যেই এবারের ঈদ শতগুণ জমে উঠবে। আপনি বোধহয় ঐ সিন্দুকের মাল গাপ করতে এসেছেন। আপনাদের ভাষায় একে তো গাপ করাই বলে, না ?

মহারাজ : সিন্দুকে দেখছি নম্বরী তালা। কি নম্বরে খোলে জানেন ?

গমীর : আমি খুব দুঃখিত যে জানি না। জানলে অবশ্যই আপনার পরিশ্রম বাঁচিয়ে দিতাম। তালার নম্বর শুধু বড় আব্বাজানই জানেন। সকলের ঈদের উপহার তিনি ঐ সিন্দুকে ভরে রেখেছেন। আপনি নিশ্চয়ই সেগুলোর খোঁজে এসেছেন।

মহারাজ : জ্বি।

গমীর : বেশ তো, যা পারেন হাতিয়ে নিন। বড় আব্বাজানের এতে কিছু এসে যাবে না। ওঁর অঢেল টাকা। একদিক থেকে খালি হলে অন্যদিক থেকে আপনা আপনি ভরে ওঠে। আপনার ঐ পিস্তলটার মতো অটোম্যাটিক। মেজাজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠাণ্ডা রাখুন, আমাকে হাত নামাতে দিন, আপনাকেও এক গ্লাস শরবত এগিয়ে দি।

মহারাজ : বেইমানি করেছেন কি গেঁথে ফেলব।

গমীর : (উঠে দাঁড়ায়) সিদ্দিকীরা কখনো বেইমানি করেনি। গোটা দেশের মধ্যে এ বংশের সুনাম আছে। আমরা কখনো বাঁকাচোরা পথে চলিনি, নিয়মের বাইরে পা বাড়াইনি, কথার বরখেলাপ করিনি। সত্যবাদিতা আমাদের রক্তের ধর্ম। অত সৎ ও শুদ্ধ জীবনযাপন করি বলেই আমরা এত নির্জীব বটে। নিন এক গ্লাস শরবত খান, শরীরটা ঠাণ্ডা হবে। (গ্লাস এগিয়ে দেয়)

মহারাজ : (হাতে নিয়ে) বেশি মিঠা নয়তো ?

গমীর : কি মনে হয় এ সিন্দুকটা ভাঙ্গতে পারবেন ?

মহারাজ : মহারাজকে বোকা বানাবে এমন সিন্দুক এখনো তৈরি হয়নি।

গমীর : আপনি বাহাদুর লোক। এটা কিন্তু এদেশি সিন্দুক নয়, আমেরিকান। অবশ্য আমেরিকান কায়দা-কানুন হয়তো আপনারও রপ্ত করা আছে। মার্কিন দস্যুরা কিন্তু বড় কেতাদুরস্ত হয়।

মহারাজ : মার্কিন মুলুকে এসব কাজ করেও সুখ। ধরা পড়লেও সিং সিং জেল। সেখানে বাগিচায় গান-বাজনার জলসা বসে, বড় বড় পাদ্রিরা এসে ধর্মের কথা শোনায়। পাকা কারিগরের কদর করতে জানে ওরা। তবে আমি আমাদের দেশী তরিকাতেই কাজ করি।

গমীর : খুব খুশির কথা। বিদেশী ধারা নকল করে করে দেশটা উচ্ছন্নে গেল।

[শরবত পান করে]

মহারাজ : দরজাটা লাগিয়ে বসুন এবং বেশি জোরে কথা বলবেন না।

গমীর : (সিগারেট ধরায়) এক্ষুণি আরম্ভ করছেন ? আমার একটা অনুরোধ আছে। আপনি কিছু মনে না করলে আমার ছোট বোনকেও ডেকে নিয়ে আসি। ও খুব খুশি হবে। ওর ঈদের আনন্দ ষোলকলায় পূর্ণ হবে। লুৎফার মতো মেয়ের পক্ষে এ রকম উপ-শহরে পড়ে থাকা যে কী এক অসহ্য যন্ত্রণা, সে আপনাকে বলে বোঝান যাবে না। একটা নতুন কিছুর জন্যে ও প্রায় সব সময়ই ছটফট করছে।

মহারাজ : কোনোরকম বদ মতলব নেই তো এর মধ্যে ?

গমীর : কী যে বলেন! বদমতলবের কাজ সিদ্দিকীরা কখনো করেনি। আমি মশকরা করছি না। লুৎফা চমৎকার মেয়ে। ভেতরে ভেতরে আপনাদের মতোই, মানে সাম্যবাদী, তবে বাইরে প্রকাশ করতে পারে না। তার মিষ্টি চেহারা। কুড়ি-একুশ বছর বয়স। দুনিয়ার কিছুই এখনো দেখেনি। আপনাকে কর্মরত অবস্থায় দেখার সুযোগ পেলে ও একেবারে বর্তে যাবে। আপত্তি করবেন না। আমি নিশ্চিত যে আপনিও ওকে অপছন্দ করবেন না।

মহারাজ : ঠিক আছে। আমি মেয়েদের কখনো অসন্তুষ্ট করতে চাই না।

গমীর : আমিও পারি না। কোনো ভদ্রলোকই পারে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহারাজ : মনে থাকে যেন, আর অন্য কাউকে নিয়ে আসবেন না যেন।

গমীর : আমি কথা দিচ্ছি।

মহারাজ : বেশ লুৎফাকে নিয়ে আসুন।

গমীর : আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। দেখবেন, আমি ফিরে আসার আগে কাজ শুরু করে দেবেন না যেন, সকাল হতে এখনো ঢের দেরি আছে।

[গমীর বেরিয়ে যায়। মহারাজ যন্ত্রপাতি ঠিক করে সাজায়। আরো একটা অদ্ভুত বাতি জ্বালে। ঘরের আলো জ্বালে। আরেক গ্লাস শরবতের জন্য হাত বাড়ায়। শরবত চলছে এমন সময় প্রবেশ করে বুড়ো বাবুর্চি। নাম ফরাস। তার হাতে লাঠি।]

ফরাস : এই ত! আমি ঠিকই শব্দ শুনেছিলাম। ব্যাটা চোরের পো। [লাঠি বাগিয়ে এগোয়। লাফ দিয়ে এক পাশে সরে গিয়ে মহারাজ সুকৌশলে ফরাসের হাত থেকে লাঠিটা কেড়ে নেয়। ধাক্কা দিয়ে তাকে চেয়ারে বসিয়ে অন্য হাত দিয়ে মেঝের ওপর থেকে দড়ি তুলে নিয়ে ফরাসকে চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে ফেলে।]

মহারাজ : (পিস্তল তুলে) গলা দিয়ে একটা আওয়াজ বের করেছ কি একেবারে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দেব।

ফরাস : আমাকে ভয় দেখাচ্ছ না? (চিৎকার করে) চোর, ডাকাত। (মহারাজ ওর মুখ চেপে ধরে পকেট থেকে একটা বড় রুমাল বের করে মুখও বেঁধে ফেলে)।

মহারাজ : শালা প্রভুভক্ত চাকর! তোদের জ্বালায় অস্থির হয়ে গেলাম। কবে যে তোদের গুষ্ঠি শেষ হবে আল্লা জানেন।

[গমীরের লুৎফাকে নিয়ে প্রবেশ। লুৎফার পরনে জমকালো জাপানি কিমোনো।]

গমীর : (পরিচয় করিয়ে দেয়) আমার বোন, লুৎফা। আর ইনিই স্বনামখ্যাত মহারাজ।

লুৎফা : কী মজা! আপনিই সেই দুঃসাহসী পুরুষ! কী যে আনন্দ হচ্ছে, আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। কী মনে হয়, সিন্দুকটা ভাঙ্গতে পারবেন?

গমীর : আরে, এ যে দেখছি আমাদের ফরাস! তুমি আবার এ ঘরে ঢু মারতে এলে কেন? মহারাজ অনুমতি দেন তো ওকে মুক্ত করে দি! ও আমাদের বাবুর্চি। বুড়ো এতক্ষণে নিশ্চয়ই সব বুঝে নিয়েছে। কোনো গোলমাল করবে না।

লুৎফা : ও বেচারা বোধহয় ভেবেছিল নিজের দায়িত্ব পালন করছে। ও বয়সে প্রবীণ, চিন্তাতেও প্রাচীন। আপনি যেভাবে সম্পদ বন্টনের উদ্যোগী, সে বিষয়ে ওর কুসংস্কার এখনো কাটেনি।

মহারাজ : না কাটারই কথা। আপনারা সম্পদ ভোগ করেন এক রকমে, আমি ভাগ করে নিই আরেক রকমে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লুৎফা : আপনি ঠিক বলেছেন। কী চমৎকার আপনার যন্ত্রপাতিগুলো! এটাকে কী বলে ? কী কাজ হয় এটা দিয়ে (মহারাজ বোঝাতে চেষ্টা করে)।

গমীর : (ফরাসের দড়ি খুলে দিয়ে) তুমিও এক গ্লাস শরবত খাও, তারপর মাথা ঠাণ্ডা করে শুয়ে পড়ো। সারাদেশ তোলপাড় করে পুলিশ যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে ইনিই সেই বিখ্যাত মহারাজ। উনি যে আজ আমাদের বাড়ি বেছে নিয়েছেন সে আমাদের কপাল।

ফরাস : উনি এমনি আসেননি, সিন্দুক ভাঙ্গতে এসেছেন।

গমীর : সে তো বটেই। দুঃসাহসী লোক। ওর অর্ধেক সাহস থাকলে আমি বিশ্ব জয় করতে পারতাম।

ফরাস : বড় সাহেব যখন শুনবেন তখন...।

গমীর : আব্বাজানের কথা এখন থাক। সকালবেলা উনি সবই জানতে পারবেন। জীবনের সেরা ঈদের মজা পাবেন।

মহারাজ : এত গোলমাল করলে আমি কাজ করব কী করে ? এরপর কিন্তু আমি সোজা গুলি চালাতে শুরু করে দেব।

লুৎফা : আপনি বেশি রাগারাগি করছেন মহারাজ। কাজ শুরু করুন। ফরাস আর একবারও মুখ খুলতে পারবে না। হয় নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো, নয় চুপচাপ এখানে বসে বসে দেখো। যদি চোখ থাকত তাহলে বুঝতে পারতে আমাদের জীবনের কতবড় একটা মোক্ষম লগ্ন এটা। সিদ্দিকী বংশের ইতিহাসে এত বড় ঘটনা এ বাড়িতে এখনো ঘটেনি।

ফরাস : এটা একটা বদখোয়াব। এখনো আশা করছি ঘুম ভাঙ্গলেই সব কেটে যাবে।

মহারাজ : (পিস্তল তুলে নিয়ে) আর একবার মুখ খুলেছ কি এমন ঘুম ভাঙ্গাব যে জেগে উঠে দেখবে দোযখে বসে আছি।

গমীর : না না। ওকে গুলি করবেন না। ও ত এমনিতেই আমাদের জন্য মরতে চায়।

মহারাজ : বেশি বকবক করলে ওকে চাইতে হবে না, আমিই খতম করে দেব। (লুৎফাকে) তালার নম্বর তোমার জানা আছে ?

লুৎফা : দুঃখিত। নম্বর কেবল আব্বাজানই জানেন।

গমীর : আমি ওকে জিজ্ঞেস করে আসব ?

লুৎফা : না না। তা হবে কেন। ঐ সব যন্ত্রপাতি দিয়ে মহারাজ কী করে তালা খোলে সেটা দেখতে চাই।

মহারাজ : সহজে খোলা না গেলে ইস্পাত কেটে আমি একটা গর্ত বানিয়ে নেব।

ফরাস : সে আপনার মুরোদে কুলোবে না। বিক্রি করার সময় ওরা বলে গেছে কোনো ডাকাতের সাধ্য নেই যে এই লোহা কাটে, ভাঙ্গে, পোড়ায়। আমি স্বকর্ণে শুনেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লুৎফা : তুমি বেশি কথা বলো ফরাস।

মহারাজ : আলো, আরেকটু আলো ফেলুন তো এই দিকে।

গমীর : নিশ্চয়ই। নিশ্চয়।

[আরো কয়েকটা আলো জ্বলে ওঠে। কেউ একটা টেবিল ল্যাম্প মহারাজের যন্ত্রপাতির দিকে ঘুরিয়ে দেয়।]

লুৎফা : ভালো করে চেষ্টা করুন মহারাজ। আপনার শ্রম বিফলে যাবে না। ভেতরের প্রত্যেকটা জিনিস মহামূল্যবান। ঈদের দিনের উপহার কিনতে আব্বাজান কখনো টাকার হিসাব করেন না।

ফরাস : বড় সাহেবের জানের ওপর চোট পড়বে।

লুৎফা : তোমার অত দরদ দেখাতে হবে না। আব্বাজানকে আমিও ভালো করে জানি।

ফরাস : শোকর খোদা, বড় সাহেব নিজেই এসে পড়েছেন। (আব্বাজান অর্থাৎ সৈয়দ রাশেদুল সিদ্দিকী প্রবেশ করেন। গায়ে রক্ত বর্ণ ড্রেসিং গাউন। মাথায় পশমী টুপি। সদানন্দ বৃদ্ধ সুপুরুষ।)

আব্বা : ব্যাপার কী গমীর ? লুৎফাও দেখছি এখানে। এত রাতে তোমরা কী করছ ? আর এই পাণ্ডষটাই বা কে ?

গমীর : আপনি ওকে চিনতে পারেননি আব্বাজান। ওর নামই মহারাজ। চুরিতে ওর জুড়ি নেই। খবরের কাগজে অনেকবার ওর কথা আপনি পড়েছেন।

আব্বা : তুমি সেই বিখ্যাত মহারাজ ? আমার বাড়িতে এসেছো ? বিশ্বাস করি না। কোনো ছিঁচকে চোর হবে। বাহাদুরি দেখাবার জন্য নিজেকে মহারাজ বলে চালাতে চেষ্টা করছে।

মহারাজ : এরা ঠিকই বলেছেন। আমিই আসল মহারাজ।

আব্বা : তোমার চেহারার জেল্লা দেখে আমারও তা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে হিম্মতে হেকমতে তোমার মোকাবেলা কেউ নেই। তোমাকে দেখে বড় খুশি হলাম। আমিই এ বাড়ির মালিক, সৈয়দ রাশেদুল সিদ্দিকী।

[হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে।]

লুৎফা : ও এসেছে তোমার ঈদের উপহারগুলো চুরি করতে। সাহস আছে বলতে হবে।

আব্বা : ও জানতে পারল কী করে ?

মহারাজ : গোপনে খবর সংগ্রহের হাজার উপায় আমার জানা আছে।

আব্বা : নিশ্চয়ই ফরাসের কাছ থেকে নয়। বললেও আমি বিশ্বাস করব না।

ফরাস : তওবা তওবা হুজুর। আপনি আমাকে সন্দেহ করছেন ?

আব্বা : তুমি ঠাট্টাও বোঝ না। তোমাকে আমি সন্দেহ করতে যাব কেন ? তুমিই তাহলে মহারাজ ? আমার উপহার চুরি করতে এসেছ। আশ্চর্য যোগাযোগ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহারাজ : (পিস্তল তুলে) ভালো চান তো তাড়াতাড়ি তালার নম্বরটা বলে দিন। সারারাত ধরে এখানে ঝামেলা পোয়াতে আমি রাজি নই।

লুৎফা : (পিস্তল ছিনিয়ে নেয়) সে-কী মহারাজ। এ রকম তো কোনো কথা ছিল না। আপনি যদি সত্যি মহারাজ হয়ে থাকেন তাহলে আপনার ঐ সুন্দর সুন্দর যন্ত্রপাতি দিয়ে নিশ্চয়ই অতি সহজে সিন্দুক ভাঙ্গতে পারবেন। আমাদের দিকটাও একবার ভেবে দেখুন। হঠাৎ ও-রকম বেরসিকের মতো করলে চলবে কেন?

মহারাজ : অবশ্য ওভাবে দাবি জানালে আমাকে কিছু একটা করতেই হবে।

আব্বা : ও বলছে নাকি যে নম্বর ছাড়াই তালা ফাঁক করতে পারবে?

লুৎফা : (পিস্তলটা জানালার কার্নিসে রাখে) উনি নিশ্চয়ই পারবেন আব্বাজান! উনি ভাঙ্গতে পারবেন না এমন সিন্দুক দুনিয়ায় এখনো তৈরি হয়নি।

আব্বা : তাহলে তো কথাই নেই। চমৎকার হবে। সে একটা বলে বেড়াবার মতো কাজ হবে। ফরাস আমার চুরুট এগিয়ে দাও। (ফরাস উঠে গিয়ে চুরুটের বাক্স এনে দেয়) কোনো তাড়াহুড়া নেই। তুমি ধীরে সুস্থে কাজ কর। সেই কবে এই পরিবারের এক কোচওয়ান আমার দাদির কোনো খালাকে নিয়ে ভেগেছিল, তারপর থেকে আজ পর্যন্ত এ বাড়িতে কোন লোমহর্ষক ঘটনাই প্রায় ঘটেনি। সেও ঘটেছে প্রায় দু'শো বছর আগে।

মহারাজ : কী চুরুট? কোরোনা?

আব্বা : ডবল কোরোনা। খাও একটা।

মহারাজ : (চুরুট হাতে নিয়ে) এর মধ্যে অন্য কিছু নেই তো? যদি থাকে তাহলে কিন্তু-

আব্বা : সিদ্দিকীরা সে রকম নিচ কাজ কোনো দিন করবে না।

মহারাজ : (শুকে দেখে) কোনো রকম আফিম কোকেন মেশান নেই তো?

আব্বা : আমার চুরুটে আফিম-কোকেন? লোকটার কথা শুনলে ফরাস? মহারাজ এ তুর্কী চুরুট। একেকটার দাম সাড়ে চার টাকা।

মহারাজ : ফরাস আগুন দাও। (ফরাস দেয়)

লুৎফা : আম্মাকেও জাগিয়ে নিয়ে আসব আব্বা? পরে শুনলে আম্মা কিন্তু খুব রাগ করবেন মহারাজ। আপনি জানেন না যে-কোনো বড় ঘটনার জন্য আম্মার কী বেজায় কৌতূহল! ওকে বাদ দিয়ে আমরা আপনার ক্রিয়াকর্ম উপভোগ করলে আম্মা কাউকে ক্ষমা করবেন না।

আব্বা : তুই বেটি খুব মনে করেছিস। যা তোর মাকে এক্ষুণি নিয়ে আয় গিয়ে। গায় যেন ভালো করে গরম চাদর জড়িয়ে আসে। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে।

[লুৎফা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়]

(মহারাজকে) এ রকম সমঝদার দর্শকের সামনে কাজ করার সৌভাগ্য নিশ্চয়ই তোমার সব সময়ে ঘটে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তুমি যদি রাজি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হতে তাহলে লোকে পয়সা দিয়ে তোমার কলা-কৌশল দেখবার জন্য ভিড় জমাত।

মহারাজ : আমার রোজগার এমনিতেই সামান্য নয়।

আব্বা : সে তো বটেই, তুমি যে কেবল রোজগারের জন্যই এ কাজ কর না সে আমি বুঝি। এ হলো শিল্পীর নেশা। কোনো কাজে যদি আমার বিশেষ দক্ষতা থাকত, রোজগার না হলেও আমি হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারতাম না।

মহারাজ : (সিন্দুক দেখিয়ে) ভেতরে যে মালমাত্তা আছে তার দাম কত হবে ?

আব্বা : তা সাত আট হাজার টাকা হবে।

মহারাজ : তাহলে তো ভালোই হবে।

গমীর : (যন্ত্রপাতিগুলো দেখিয়ে) এগুলো সব খাঁটি ইস্পাতের তৈরি না ?

মহারাজ : মহারাজ মেকি জিনিস ছোঁয় না।

আব্বা : খাঁটি কথা বলেছ। আমিও তাই বলি। বাজারের সেরা মাল ছাড়া আমারও রোচে না।

গমীর : তালার কোন্ জায়গাটা কেটে গর্ত করবেন ঠিক করেছেন ?

মহারাজ : এই অক্সি-হাইড্রোজেন পিচকারিটা দেখছেন। এটা দিয়ে এই খানটায় গোল করে একটা চাঙড় খসিয়ে নেব।

[সিন্দুকের ডালায় চক দিয়ে চক্র আঁকে]

গমীর : আমরা কোনোরকম সাহায্য করতে পারি ?

মহারাজ : কোনো দরকার নেই। আমার কাজ আমি একলাই করি। আপনারা গোলমাল না করে চুপচাপ বসে বসে দেখুন। কোনোরকম চালাকি খাটাতে যাবেন না যেন।

গমীর : ফরাস, চেয়ারগুলো চারধারে ঠিকমত সাজিয়ে দাও।

[ফরাস অর্ধচক্রাকারে দর্শকমণ্ডলীর জন্য চেয়ার সাজিয়ে দেয়]

ফরাস : গোস্তাকি মাফ করবেন হুজুর। যদি জলসাই বসালেন, তবে আমিও আমার কোট চড়িয়ে পাগড়ি পরে আসি।

আব্বা : খাসা প্রস্তাব করেছ। তোমার ঐ গেঞ্জিপরা চেহারা আমার পছন্দ নয়। কিন্তু সাবধান অন্য কাউকে কিছু বলবে না। কাউকে জাগাবে না। যাও।

ফরাস : (স্বগত) কাকে কি বলব। সবই আজব কাণ্ড! তার ওপর কাল আবার ঈদ (বলতে বলতে বেরিয়ে যায়। মহারাজ কাজে লিপ্ত হয়।)

আব্বা : (মহারাজকে) তুমি ঐ বুড়োর বকবকানিতে কিছু মনে কোরো না। ওর, ওই একটাই দোষ, কোনো কল্পনাশক্তি নেই। রস-রোমাঞ্চ কিছু বোঝে না।

মহারাজ : (রুমাল বার করে কপালের ঘাম মোছে) দেখি, আরেক গ্লাস শরবত দিন তো।

[গমীর ঢেলে দেয়]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আব্বা : খাসা লোক তুমি। এই তো চাই। উৎসবের সময় মনের মধ্যে স্ফূর্তি জাগিয়ে রাখা চাই। এবার ঈদের আনন্দ যে আমার এত কানায় কানায় ভরে উঠবে কল্পনাও করিনি। গতকালও যদি কেউ বলত যে এ বাড়িতে অভিনব কিছু ঘটতে পারে, কিছুতেই বিশ্বাস করতাম না।

গমীর : (মহারাজকে) শুনলেন তো। আব্বা বয়সে প্রবীণ হলে কি হবে, যে কোনো আমোদ-আহলাদের ব্যাপারে উনি একটুও আমাদের চেয়ে কম উৎসাহী নন।

মহারাজ : তাই নাকি ? ভালো কথা। তবে আমোদ-আহলাদের ধারণা সকলের একরকম হয় না।

[লুৎফা মাকে নিয়ে প্রবেশ করে। মা'র গায়ে দামি শাল জড়ানো।]

মা : (আব্বাকে) যা শুনলাম তা সত্যি নাকি ?

আব্বা : তোমার সামনেই হাজির রয়েছে। আশ মিটিয়ে দেখে নাও।

মা : (খুঁটিয়ে দেখে) তুমিই মহারাজ ? সমস্ত দেশ যার ভয়ে অস্থির, তুমিই সেই লোক ? আমাদের বাড়ি বেছে নিয়েছ বলে যে কি খুশি হয়েছি তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না।

গমীর : বসো। কী করে উনি কাজ করেন এক্ষুণি সব দেখাবেন।

মহারাজ : এত গোলমালের মধ্যে তো আমি কাজ করতে পারছি না। আপনারা একটু চুপ করবেন ?

আব্বা : চুপ চুপ। কেউ কোনো কথা বলবে না।

লুৎফা : এক কাজ করি বাবা, আমরা সবাই না হয় গুন গুন করে গান করি। ঈদের গান। বেশ একটা আবহ তৈরি হবে। সবাই আমার সঙ্গে ধরো।

[সমবেত কণ্ঠে : 'আজকে খুশির ঈদ'।]

মহারাজ : (দু'হাতে কান ঢেকে) ওহ্ ? অসহ্য! চুপ করবেন আপনারা ?

[সবাই থামে]

আমার পিস্তলটা কোথায় ?

লুৎফা : এই দিচ্ছি। জানালার কাছে রেখে দিয়েছিলাম। নিন।

[পিস্তল দেয়]

গমীর : ওটা হাতের কাছে না থাকলে আরাম বোধ করেন না, না ?

মহারাজ : এই যন্ত্রটি দেখছেন তো ? গ্যাসের পিচকারি। এমনভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সিন্দুকের ডালায় এই গ্যাসের পিচকারি চালাব যে, দেখবেন, ইস্পাত মাখনের মতো গলে কেটে যাবে।

মা : তাহলে খুব সাবধানে করো শেষে নিজের হাত পা পুড়িয়ে ফেলো না।

লুৎফা : তাতে কী হবে। বাড়িতে ওষুধপত্র আছে। প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা আমি করে দেব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা : এক মিনিট অপেক্ষা কর। আমি চশমাটা পরে নি।

[চশমা পরে। মহারাজ পিচকারি নিশানা করে কাজ শুরু করে]

মহারাজ : এক্ষুণি দেখবেন গ্যাসের তেজে লোহা গলতে শুরু করেছে।

আব্বা : তোমার এটাতো তাহলে দারুণ যন্ত্র বলতে হবে। আমিও একটা সংগ্রহ করে রাখব। কখন কোন্ কাজে লাগে কে বলতে পারে। ওটা কোথায় কিনতে পাওয়া যায় ?

মহারাজ : সে সব সংবাদ বাইরের লোককে জানানো আমাদের নিয়ম নয়। তবে আপনার যদি খুবই আগ্রহ জন্মে থাকে তবে পরে আপনাকে একটা বেনামিতে পাঠিয়ে দেব।

আব্বা : খাসা লোক তুমি। ভুলে যেও না কিন্তু।

লুৎফা : দেখলে মা, আমাদের সমাজকে এরা কত করুণা করে। এরাই আসল কর্মী। সমাজকে ভেঙ্গেচুরে নতুন করে গড়ে তুলতে চায়।

মা : এদের সে ক্ষমতা আছে। তবে কি করতে চায় তা ঠিক জানে তো!

মহারাজ : না। এ তো ঠিক ইস্পাত মনে হচ্ছে না।

[সবাই গভীর কৌতূহলে ঝুঁকে পড়ে]

আব্বা : (উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়ে) কী বললে ? এটা তোমার কাছেও নতুন ধরনের সিন্দুক বলে মনে হচ্ছে ? মার্কিনী ব্যাটাদের হেকমতের অন্ত নেই। তা হোক। তুমি কিছুতেই হার স্বীকার করে নিও না।

মহারাজ : বসুন, বসে পড়ুন। অত লাফালাফি করবেন না। সবাই মিলে এত ব্যস্ত হলে চলবে কেন।

[চিন্তিত মুখে মহারাজ হাত বুলিয়ে সিন্দুক পরীক্ষা করে]

আব্বা : দুঃখিত। খুব দুঃখিত। (পুনর্বার আসন গ্রহণ করে) এ বড় কঠিন কাজ। মাথা ঠাণ্ডা রেখে ধীরে সুস্থে এগুতে হয়। আমি পারি না। কোনো কাজেই পারি না। চট করে মাথায় রক্ত চড়ে যায়। কিন্তু যারা পারে তাদের আমি খুব ইজ্জত করি। কঠিন কাজ।

গমীর : এত লোকজনের সামনে কাজ করে আপনার বোধহয় অভ্যেস নেই।

মহারাজ : আপনারা যদি এবার মুখ বন্ধ না করেন তবে আমি কিন্তু সবার দম বন্ধ করে দেব।

আব্বা : তুমি যে এ রকম অবস্থাতেও অনুপ্রাস ব্যবহার করতে পারছ তাতে মনে হচ্ছে তুমি একেবারে অশিক্ষিত নও। হয়তো তোমারও এক সময়ে সুদিন ছিল।

মহারাজ : সুদিন তো ছিলই। রাতও মন্দ কাটেনি। এই আজকেরটা ছাড়া।

আব্বা : না না অমন কথা এখনই বলো না। আগে দেখ কামিয়াব হতে পার কি না, তারপর যা ফয়সালা করতে হয় করো। (অন্যান্যদের) ও এসেছে কিন্তু মোক্ষম রাতে। সরাতে পারলে অনেক টাকার মাল পাবে। তোমার জন্য যে মোটা জড়োয়া নেকলেস কিনেছি সেটাও ওর মধ্যে আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা : তুমি আবার আমার জন্য গয়না কিনতে গেলে কেন ?

আব্বা : তোর জন্য মোতি পান্না বসানো একটা টায়রা কিনেছি লুৎফা। সেদিন দোকানে দেখে তুই যে খুব প্রশংসা করেছিলি সেইটে।

লুৎফা : সে যে অনেক দামি জিনিস বাবা। তোমরা সবাই আমাকে আদর দিয়ে একেবারে নষ্ট করে ফেলেছ।

আব্বা : গমীর সদ্য রাজনীতিতে ঢুকেছে। ওর জন্য একটা খুব দামি হালফ্যাসানের পোর্টফোলিও সুটকেস কিনেছি। ভেতরে একটা মোটা অংকের চেকও ভরে দিয়েছি।

গমীর : পোর্টফোলিও ব্যাগ দিয়েছিলে সেইত যথেষ্ট ছিল। সঙ্গে আবার চেক দিতে গেলো কেন ?

মহারাজ : (ব্যর্থতার আশঙ্কায় চিন্তিত) এ-ইস্পাত দেখছি বড় শক্ত। জুৎ করতে পারছি না। নিশ্চয়ই কোনো নতুন ধাতু হবে। অক্সিজেন ঠোকর খেয়ে ফিরে আসছে।

মা : কী কাণ্ড! কী কাণ্ড!

গমীর : একবার না পারিলে শতবার করিবে চেষ্টা।

[মহারাজ একটু পেছনে হটে সিন্দুকটা ভালো করে দেখে]

লুৎফা : এত চেষ্টার পরও যদি ব্যর্থ হয় তবে সে বড় দুঃখের কথা হবে। ওর ঈদের আনন্দই পণ্ড হয়ে যাবে।

মহারাজ : আমি হলফ করে বলতে পারি এটা কোনো নতুন ধাতু। ঐ মার্কিন ব্যাটাদের কোনো নতুন নোংরা ষ্টাটামো। আপনারাই বা এত হন্যে হয়ে বিদেশী জিনিস খরিদ করেন কেন ? এই আপনাদের দেশপ্রেমের নমুনা। দেশী জিনিস কিনতে পারেন না ?

আব্বা : দোকানদার বলেছিল বটে, তবে কেনবার সময় আমি বিশ্বাস করতে পারিনি যে ওটা সত্যি সত্যি অত মজবুত হবে। যত নিকৃষ্টই হোক না কেন, আমি বরাবরই দেশী জিনিস কিনে থাকি। ঐ একবারই যে কেন মতিভ্রম হলো জানি না।

মা : তুমি এবার আমার কথা শোনো। ও ওর সাধ্যমত চেষ্টা করেছে। এবার ওকে তালা খোলার নম্বরটা বলে দাও। ওর ঈদ পণ্ড হোক এ আমি চাই না।

গমীর : তার আগে তাহলে ওর কাছ থেকে কথা আদায় করে নাও যে, আমার ব্যাগ এবং চেক ও ছুঁতে পারবে না।

লুৎফা : এ তুমি বড় অসঙ্গত কথা বললে ভাইয়া। মহারাজের রেওয়াজই হলো কাচিয়ে নিয়ে যাওয়া। আজকে তার অন্যথা হবে কেন ?

মহারাজ : এই মেয়ে ঠিকই বলেছে। মহারাজ কখনো কিছু ফেলে রেখে যায় না। আজকেও তার অন্যথা হবে না।

(পিস্তলটা হাতে তুলে নেয়) ভালো চান তো তালার নম্বরটা তাড়াতাড়ি বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিন। বেশি দেরি করতে পারব না। আবার বলছি আমি কাউকে জীবন্ত রেখে যাব না, বলুন।

আব্বা : তুমি দেখছি সব মাটি করে দেবে। অযথা উত্তেজিত হবে না এবং অশিষ্ট আচরণ করবে না। পিস্তলটা সরিয়ে নাও। আমি তো প্রথম থেকেই ঠিক করেছিলাম যে, তুমি যদি সাধ্যমত চেষ্টা করেও ব্যর্থ হও তা হলে তালা খোলার কৌশলটা অবশ্যই তোমাকে বলে দেব। মনে ফুর্তি রাখো, ধীরে সুস্থে এগোও। আজকের রাত তুমিও চিরকাল স্মরণ রাখবে। ঐ নম্বরি তালাটার চারধারে যে হরফের ঘর আছে ওগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে 'সোফি' বানান করলেই তালা খুলে যাবে।

মা : তোমার যা কাণ্ড। সিন্দুকের তালার মধ্যে আবার আমার নাম খোদাই করতে গেলে কেন ?

[মহারাজ সিন্দুকের কাছে গিয়ে পলকে তালা খুলে ফেলে। ঘরে প্রবেশ করে ফরাস কেতাদুরস্ত খানসামার পোশাকে।]

ফরাস : আপনাদের খেদমতে হাজির হয়েছি। কারও কিছু আবশ্যক হলে বান্দাকে ফরমাশ করবেন।

মহারাজ : একটা ঝোলা নিয়ে এস। ভেতরের জিনিসগুলো ভরে নিয়ে যেতে হবে। আর আপনারা যদি জীবনের মায়া করেন তবে কেউ আর জায়গা থেকে নড়বেন না।

আব্বা : ওকে একটা বাজারের থলি এনে দে। ঝুলিয়ে নিয়ে যেতে সুবিধা হবে। কেউ কিছু সন্দেহ করবে না।

[ফরাস একবার চোখ কপালে তুলে হুকুম তামিল করতে বেরিয়ে যায়]

মহারাজ : এবার বোঝা যাবে এতক্ষণ যা বলেছিলেন সেগুলো সত্য না মিথ্যা।

গমীর : এই বংশে মিথ্যা কথা বলার কারও কখনো প্রয়োজন হয় নি।

মহারাজ : তার পরীক্ষা এখনই হবে। (সিন্দুকের ভেতর থেকে একটা মোড়ক বার করে।)

আব্বা : তুমি না নিয়ে গেলে ওটাই হতো লুৎফার মার ঈদের উপহার।

[মহারাজ মোড়ক খুলে ভেলভেটের অলঙ্কারের বাক্স বার করে। তার তালা খুলতেই ঝকমক করে ওঠে মহা মূল্যবান মণি-মুক্তা খচিত নেকলেস।]

মা : কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! আমার জন্য আবার এসব কেন ? এত সুন্দর নেকলেস যে কেউ তৈরি করতে পারবে স্বপ্নেও ভাবি নি।

আব্বা : অন্য কেউ পারবেও না। ঐ নেকলেস একটাই তৈরি হয়েছে। হংকং এর কারিগরের করা। সে এখন জীবিত নেই।

লুৎফা : মহারাজ, মাকে একবার নেকলেসটা পরতে দিন। শুধু একবার পরিয়ে দেখে আবার আপনাকে খুলে দিয়ে দেব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা : বেশ বলেছিস তুই! দাও দাও। একটুক্ষণের জন্য পরেই তোমাকে দিয়ে দেব।

মহারাজ : এর মধ্যে কোনো মতলব নেই তো? (মাকে হারের বাক্স এগিয়ে দেয়। মা হাতে নিয়েই হার তুলে গলায় পরে) কেউ কোনোরকম ধোঁকা দিতে চেষ্টা করেছেন কি আমি আম্মাজানকেই খতম করে দেব।

আব্বা : ও-রকম কিছু করতে আমি তোমাকে নিষেধ করছি। মাথা ঠাণ্ডা রাখো। আমরা কেউ তোমার শত্রু নই। আম্মাজানকে অশ্রদ্ধা করা তোমার উচিত নয়।

[মা গলায় হার পরলে সবাই দেখে মুগ্ধ হয় ও আনন্দে হাততালি দেয়]

লুৎফা : তোমাকে যা মানিয়েছে, কী বলব মা!

আব্বা : (খুশি) আমি জানতাম সবাই খুব পছন্দ করবে।

মহারাজ : খুব সুন্দর হয়েছে। দেখে আমার মনটাও খুশিতে ভরে আছে। তা দাম নিশ্চয় হাজার টাকার কম নয়।

আব্বা : অনেক, অনেক বেশি মহারাজ। অনেক বেশি।

[মহারাজ ভেতর থেকে টেনে আরেকটা মোড়ক বার করে।]

লুৎফা : বাবা তোমার সিন্দুকটাকে মনে হচ্ছে যেন একটা কল্পতরু। হাত বাড়ালেই ধনরত্ন মেলে।

আব্বা : এটা তোর সেই টায়রাটা।

[ফরাস থলি হাতে নিয়ে প্রবেশ করে। তখন মহারাজ লুৎফার টায়রা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে। টায়রার হীরা-পান্না-মোতি আলোতে ঝলমল করতে থাকে।]

লুৎফা : এ তুমি কি করেছ বাবা! এ যে রাণীর মাথার মুকুট।

ফরাস : আপার ঐ হাসিখুশি মুখ দেখেও কি আপনার মনে অন্যভাব জাগছে না?

মহারাজ : আমার মনের ভাবনা নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। চুপ করে থাক।

মা : আমার একটা অনুরোধ রাখো। মেয়েটাকে ওটা একবার পড়তে দাও।

লুৎফা : না করবেন না। কথা দিচ্ছি বেশিক্ষণ রাখব না। শুধু পরব আর খুলে দেব।

মহারাজ : (লুৎফার হাতে গয়নাটা তুলে দেয়) চটপট ফিরিয়ে দাও। সারারাত ধরে এক জায়গায় জলসা জমালে আমার চলে না। ক'টা বেজেছে ফরাস?

ফরাস : (ঘড়ি দেখে) সোয়া চার।

গমীর : এত রাতে তো এ ছোট স্টেশনে কোনো গাড়ি থামবে না, যাবেন কী করে। আপনি চলন্ত ট্রেনে লাফিয়ে চড়তে পারেন?

মহারাজ : ওসব বাহাদুরির কথা এখন রাখুন। আমার সঙ্গে বেশি চালাকির কথা বলতে চেষ্টা করলে এক গুলিতে খতম করে দেব। আমি হোন্ডায় চলাফেরা করি। আমার কাজের সুবিধে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গমীর : সে তো বটেই। তবে, মানে আমাদের এই রাস্তাঘাটের যা দূরবস্থা।

মহারাজ : একেবারে খাঁটি কথা, বলেছেন। আমি জন্মে এরকম রাস্তায় চলিনি।

মা : (লুৎফার টায়রার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে) কী চমৎকার পাথরগুলো জ্বলছে একেবারে আগুনের মতো! আর কত বড় বড়!

লুৎফা : মহারাজের কী মনে হয়! গয়নাটা সুন্দর নয়?

মহারাজ : একটু বাঁ দিকে হেলে রয়েছে, সোজা করে নাও। এবার ঠিক হয়েছে। হ্যাঁ, ঝকঝক তো খুবই করছে। তুমি পাঁচ মিনিট ওটা পরে থাকতে পার। কিন্তু তার বেশি এক মিনিটও নয়। আরেকবার হাতড়ে দেখি কী বার হয়।

মা : লোকটা বাহাদুর বটে। দেখো কী সাংঘাতিক মনোবল!

আব্বা : আমি বলিনি তোমাকে যে ও একটা অসাধারণ লোক। আমি তো বলি ও একটা মস্ত বড় নেতা, একটা মহাসেনাপতি হতে পারত (মহারাজ মোড়ক খুলে পোর্টফোলিও -সুটকেস বার করে) ওটা গমীরের জন্য কিনেছিলাম।

গমীর : এ জিনিস তুমি বার করলে কোত্থেকে? আমি কত খুঁজেছি।

লুৎফা : শুধু ফাইল কেন, ওর মধ্যে তো দু'চারটে শাড়ি ভাঁজ করে রাখা যাবে।

আব্বা : তোরা বোধহয় ভুলে গেছিস। আমি ভেতরে একটা চেকও ভাঁজ করে রেখেছি।

মহারাজ : (খুলে চেক বার করে) এ্যাঁ। এ দেখছি হাজার টাকার চেক! জবর বাপ পেয়েছে এরা। আমার বাপ এরকম হলে আমার জীবনও অন্যরকম হতে পারত।

আব্বা : অন্য যে রকমই হতো, মহারাজের মতো জমকালো কিছুতেই হতে পারত না।

গমীর : ব্যাগটা আমি একবার দেখতে পারি? আর ঐ চেকটা নিয়ে আপনি কী করবেন। ভাঙ্গাতে পারবেন না।

[ব্যাগ নিজের হাতে নেয়]

মহারাজ : একশোবার পারব। তুমি ওতে সই করে দিলেই পারব। ফরাস একটা কলম এগিয়ে দাও। দেখো অন্য কিছু হাতে তুলে নিও না যেন।

[ফরাস টেবিল থেকে কলম এগিয়ে দেয়।]

চেকটার পেছনে সই করে দিন। দেরি করবেন না। আমি আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারছি না। বড় তেষ্টা পেয়েছে। আরেক গ্লাস শরবত দিন। এইটেই শেষ। কই এবার আপনারা গয়নাগুলো খুলে ফেলুন।

মা : এক মিনিট অপেক্ষা কর, রাজা। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ শুধু মূল্যের জন্য নয় অন্য কারণে এই নেকলেস আমার কাছে প্রাণের চেয়ে প্রিয় বলে মনে হচ্ছে। আমার অনেক বয়স হয়েছে। এ রকম খুশির ঈদ আমার জীবনে আর আসবে কি না জানি না। তুমি এই নেকলেসটা নিয়ে চলে গেলে সব তছনছ হয়ে যাবে। (গমীর মহারাজকে শরবত এগিয়ে দেয়) এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হার নিয়ে গেলে তুমি জীবনে কখনো শান্তি পাবে না। এই ঈদের সকালের কথা যখনই মনে পড়বে তখনই তোমার আফসোস হবে। তোমার বিবেক তোমাকে কাটবে।

আব্বা : মহারাজ আমার মনে তখনই ভয় হয়েছিল যে ফেরত দেয়ার সময় হয়তো উনি ভেঙ্গে পড়বেন।

মহারাজ : আমি নাচার। কাজ কাজ! ওর মধ্যে অন্য কিছুর জায়গা নেই।

মা : জায়গা করে নাও। জীবনে একবার না হয় কাজে কিছু ত্রুটি ঘটুক। পরে যখন মনে হবে যে শুধু কাজের দায়ে মানুষের মনে ব্যথা দিয়েছ তখন কি নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে? তোমারও হয়তো মা আছে বা ছিল—

আব্বা : সে মা নিশ্চয়ই খুব বুদ্ধিমতীও ছিলেন।

মহারাজ : আমার মা সম্পর্কে কোনো মন্দ কথা আমি সহ্য করব না কিন্তু—

মা : আমরা কেন সে রকম কথা বলব। নিশ্চয়ই তোমার মা'র অমর্যাদা কেউ কখনো করেনি। তোমার সেই মা'র কথাই ভাবো। মনে করো, কোনো ঈদের সকালে তোমার সেই মায়ের গলার হার কেউ কেড়ে নিতে চাচ্ছে, তোমার মায়ের চোখে পানি টলমল করছে। দয়া করো মহারাজ, তোমার মায়ের নামে মিনতি করছি, এ নেকলেসটা আমাকে রাখতে দাও।

মহারাজ : ওসব কথা রাখুন। নেকলেসটা ভালোয় ভালোয় আমার হাতে তুলে দিন। (এক হাত নেকলেসের জন্য মেয়ে ধরে অন্য হাতে পিস্তল উঁচিয়ে রাখে।)

মা : (গলা থেকে নেকলেস খুলে দেয়) তুমি আজ একটা নিতান্ত কদর্য কাজ করলে। খবরের কাগজে পড়েছিলাম তুমি নাকি মেয়েদের সঙ্গে, এমন কি বয়স্কাদের সঙ্গেও খুব ভালো ব্যবহার কর। সব মিছে কথা।

মহারাজ : (নেকলেসের বাক্স থলির মধ্যে ভরে) আর কত ভালো ব্যবহার আশা করেন। আপনারা বুঝতে পারছেন না যে আপনাদের ভাগ্য কত ভালো। আজকে ঈদের দিন না হয়ে অন্য দিন হলে সবাইকে হয়তো এতক্ষণে লাশ হয়ে পড়ে থাকতে হতো।

গমীর : কী সাংঘাতিক কথা!

আব্বা : সেটাও যে একটা কত বড় অভিজ্ঞতা হতো তাও ভেবে দেখবার মতো।

মহারাজ : লুৎফা। টায়রাটা এবার খুলে ফেলো। তুমিও আবার চোখে পানি আনতে চেষ্টা করো না, ওতে কোনো ফল হবে না।

লুৎফা : ওহ্। আমার টায়রা। মহারাজ আর একবার কথাটা ভেবে দেখুন। এ টায়রা আপনার কি কাজে আসবে। পুরুষ মানুষ তো আর গয়না পরে না। এতটুকু উদার হবার জন্য আপনার কোনো কষ্টই স্বীকার করতে হবে না। অথচ চিরকাল আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব। চিরকাল। আমি যদি আপনার কন্যা হতাম, পারতেন, পারতেন আমার কাছ থেকে এ রকম টায়রা কেড়ে নিয়ে যেতে?

মা : ওর যে মেয়ে আছে সে হয়তো বাপের মতই লোভী, নিষ্ঠুর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহারাজ : আপনারা মনে করেছেন কী। আমাকে খেটে খেতে হয় না? নিজের স্ত্রী-পুত্রের ভরণ-পোষণের জন্য কাজ করতে হয় না? যার যা কাজ, এর মধ্যে দয়া মায়ার প্রশ্ন ওঠে না।

লুৎফা : আজকের একটা দিনেও কি কাজ না করলে নয়। ঈদের দিনে আবার কাজ কিসের। আজ সবার ছুটি। ঈদের দিনে মনের মধ্যে ভালোবাসা তৈরি করুন, দেখবেন নিজের কাছেও নিজেকে কত বড় মনে হয়।

মহারাজ : ওসব ছেঁদো কথা ফেলে রাখো।

ফরাস : (স্বগত) সেই সঙ্গে তোমাকে তুলে বাইরে ফেলে দিলে হয় না।

আব্বা : ফরাস, খামোখা কথা বলছ ফের?

লুৎফা : আমাকে ভাবতে দিন যে এবারকার ঈদের সকল আনন্দ আমি আপনার কাছ থেকে উপহার পেয়েছি। যখনই কাগজে আপনার কোনো নতুন কারসাজির কথা ছাপবে আমি সবার কাছে আপনার সাফাই গাইব। বলব, যাদের আপনি লুট করে নিয়েছেন তারা সবাই মন্দ লোক, বলব, আপনার হাতে তাদের উচিত শিক্ষা হয়েছে।

মা : সৎকর্ম কেউ ভোলে না। তার কোনো মৃত্যু নেই।

মহারাজ : আপনারা কী বলতে চান। আপনাদের ইচ্ছা বোধহয় এই আমি আমার পেশা ছেড়ে দিয়ে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে পথে বসি।

গমীর : দু'চার হাজার যা হয় আপনি আমাদের কাছ থেকে নিয়ে নিন। আব্বাজানের তো অনেক আছে।

মহারাজ : ঢের হয়েছে। তুমি কি টাকাটা নিজেই আমার হাতে দেবে না আমি হাত বাড়িয়ে তুলে নেব?

লুৎফা : (ফেরত দিয়ে) আপনার কোনো দয়ামায়া নেই। কোনো মনুষ্যত্ব নেই। আপনার জন্য আমার কোনোরকম সহানুভূতি নেই।

মহারাজ : পরী, তুমি একা নও। এদেশে আমার সম্পর্কে অনেকেরই এই রকম মনোভাব।

মা : তোমরা এতগুলো পুরুষ সামনে থাকতে লোকটা এত জুলুম করে চলে যাবে। কেউ কিছু করতে পারছ না।

আব্বা : এবার সত্যি তোমার মেজাজ বিগড়ে গেছে, অন্য দিকটাও বিচার করে দেখ। কত বড় অভিজ্ঞতা জীবনে, এমন ঘটনা দু'বার ঘটবে না।

মহারাজ : গমীর সাহেব, হাতব্যাগটা দিয়ে দিন।

গমীর : দিচ্ছি। (ব্যাগ দিয়ে দেয়) চেকটা রেখে দিতে চাচ্ছি। নিছক টাকার জন্য নয়। একটা চিহ্ন, একটা স্মৃতি হিসেবে আমার কাছে ওটা অমূল্য।

মহারাজ : না। দিন আমার হাতে। যদি ওটা পরে ব্যাংকে ভাঙ্গাতে আমার কোনো রকম অসুবিধা হয়, আমি আবার ফিরে আসব। তখন আর কেউ জীবন্ত থাকবেন না।

[গমীর চেক ফেরত দেয়]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবা : দূরে কোথাও আযান দিচ্ছে শুনতে পাচ্ছ।

লুৎফা : ঈদের দিনের সকালবেলার আযান বড় মধুর।

আব্বা : বছর ঘুরে আবার ডাক এসেছে গলা মেলাবার। অনেক খানাপিনা আর অনেক দেয়া-নেয়ার।

মহারাজ : আমরা অনেকক্ষণ ধরে ওই শেষের কাজটা করেছি। আর নয়। এবার আমাকে বিদায় নিতে হবে।

[থলিটা ঠিক করে।]

মা : তোমরা সত্যি কেউ কিছু করতে পারছ না ?

ফরাস : আপনি অনুমতি দিলে আমি ওকে দু'টো কথা বলে দেখতাম।

মা : সবাই যখন চেষ্টা করে দেখেছে, তুমি আর বাদ যাও কেন।

ফরাস : থলির মুখটা বন্ধ করবার আগে আমার একটা কথা শুনবেন। এতো সামান্য জিনিস, চেষ্টা করলে আপনি আরও অনেক বেশি জিনিস পেতে পারেন। কয়েকটা উপহারের পোটলার জন্য যদি আপনি একটা রত্নভাণ্ডার উপেক্ষা করেন তবে সেজন্যে পরে আপনাকে অনেক আক্ষেপ করতে হবে।

মহারাজ : মিয়া, ফাঁদের একটি চিড়িয়া জঙ্গলের অনেকগুলোর চেয়ে বেশি দামি।

ফরাস : আমি যে চিড়িয়ার কথা বলছি সেগুলো যে ঠিক জঙ্গলে থাকে তা নয়।

মহারাজ : বাপু জঙ্গল জরিপের এখন সময় নেই। তুমি একটু হাত লাগিয়ে আমার যন্ত্রপাতিগুলো গুছিয়ে ঐ ব্যাগটায় তুলে দাও। (ফরাস ছড়িয়ে থাকা যন্ত্রপাতি একটা একটা করে তুলে মহারাজের ব্যাগে ভরে) এখন যে চিড়িয়ার জন্য আমার মনে লোভ জেগেছে, আশা করি বাড়িতে গিয়ে দেখব সেটা চুলোর ওপর থেকে নামানো হচ্ছে।

ফরাস : ব্যাপার কী। যে চিড়িয়ার মূল্য লক্ষ টাকা তার সম্পর্কে আপনার কোনো উৎসাহ নেই।

মহারাজ : (আরেকটা চুরুট ধরায়) কোথায় থাকে ?

ফরাস : বলছি। ওয়ালিভাই গুজরাতির নাম শুনেছেন ?

মহারাজ : সকলেই শুনেছে।

ফরাস : তিনি এখন আমাদের প্রতিবেশী হয়েছেন। এখান থেকে তিন মাইল দূরের এক জমিদার কুঠি কিনে নিয়েছেন। কিছুদিন আগে একটা হাসপাতাল তৈরি করার জন্য আপা আর ভাইজান ওর কাছে কিছু সাহায্য চাইতে গিয়েছিলেন। লোকটা খালি হাতে ফিরিয়ে দিল। ওকে উপযুক্ত শাস্তি দেয়ার যোগ্য পুরুষ হলেন আপনি। লোকটা টাকার কুমির। আমাদের সাহেবের চেয়ে অনেক বড় ধনী। কিন্তু সুশিক্ষা সুরুচি বলে কিছুই নেই। সব সময়েই চেষ্টা করে নিজের ধন-দৌলতের কথা জাহির করতে। সমস্ত বাড়িটাকে একটা যাদুঘর বানিয়ে রেখেছে। কেবল এক ওর খাওয়ার ঘরেই যে সোনা-রূপার বাসন-কোসন এবং পুরনো জামানার ছোট-খাটো জিনিসপত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাজানো রয়েছে তার দামই তিরিশ চল্লিশ হাজার টাকার বেশি হবে।

মহারাজ : তুমি দেখছি অনেক খবর রাখো।

ফরাস : আমাকে রাখতে হয়। আমি ঐ বাড়ির ঘর-বারান্দা-দরজা-জানালা ছিটকানির খবর পর্যন্ত ভালো করে জানি। বহুদিন আগে এক সময় ও বাড়িতে খানসামার কাজ করেছি। যে মুনিবের অধীনে আমি কাজ করেছি তিনি খাঁটি মানুষ ছিলেন।

গমীর : ফরাস অক্ষরে অক্ষরে সত্য কথা বলছে। ওয়ালীভাইয়েরা ও বাড়িতে নতুন এসেছে। চোর-ডাকাতের ভয়ে হুশিয়ার হয়ে থাকা ভাব এখনো ওদের মনের মধ্যে তৈরি হয়নি।

মহারাজ : নতুন বাসিন্দার ও-রকম মনোভাব হওয়া বিচিত্র নয়।

আব্বা : ওয়ালীভাইরা আজ রাতে আমাদের এখানে আসবেন। ওদের পেশোয়ারি বাবুর্চি হঠাৎ করে দেশে চলে যাওয়াতে ওরা অকূল পাথারে পড়েছেন। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে এতই শৌখিন যে, যার তার হাতের রান্না খেতেও পারছেনা। ঈদের দিনেও একরকম অভুক্ত থাকার দশা। আমি সেজন্যই বলতে পার করুণা পরবশ হয়ে তাঁদেরকে বলেছি আজ রাতে আমাদের এখানে খেতে। চেষ্টা করে দেখুক আমাদের ফরাসের রান্না মুখে রোচে না কি।

গমীর : বাড়িসুদ্ধ সব্বাই আসছেন ?

ফরাস : চাকর-বাকররা থাকবে বটে, কিন্তু ওদের আস্তানা দালানের একেবারে শেষ প্রান্তে। তার ওপর ঈদের দিনের সন্ধ্যায় ওরা নিজেরাও নিশ্চয়ই কিছু ফুর্তি মৌজে মশগুল হয়ে থাকতে চাইবে।

গমীর : ফরাস যা বলতে চাচ্ছে তার সার অর্থ হলো এই যে আপনি সহজেই আজ রাত আটটা থেকে এগারটা পর্যন্ত ঐ বাড়ি নিজের কব্জায় রাখতে পারেন।

মহারাজ : সবটা শুনে আমিও বেশ উৎসাহ অনুভব করছি।

মা : তাহলে তো আর কথাই নেই। এই সামান্য কয়েকটা মোড়কের বদলে এখন হয়তো তুমি বিশ-পঁচিশ গুণ বেশি মূল্যের মাল সরাতে সক্ষম হবে।

ফরাস : আম্মা যে ঐ বদলে কথাটা বললেন, আশাকরি আপনি তার অর্থ পুরোপুরি বুঝেছেন। যদি আপনি আমাদের মোড়কগুলো নিয়ে উধাও হন তাহলে দুপুরের মধ্যেই সব কথা ওয়ালীভাইদেরকেও সবিস্তারে জানাতে হবে। আর তাহলে ওয়ালীভাইরা যদি সন্ধ্যেয় আমাদের বাড়িতে আসেনও নিশ্চয়ই আটঘাট বেঁধে আসবেন। আপনিও জীবনের একটা সেরা সুযোগ হারাবেন। আর আপনি যদি এই কয়েকটা সামান্য গয়নাগাটির লোভে ওয়ালীভাইদের লাখ লাখ টাকার মালমাত্তা ছেড়ে দেন তাহলে আমাদের দেলেও চোট লাগবে। মনে হবে আসলে আপনার নামে যত রটে আপনি তত বড় নন।

গমীর : যদি আপনি চান তাহলে আপনার জন্য ছোটখাট একটা গাড়ির ব্যবস্থাও করে দিতে পারি। অনেক মালপত্র, টানাটানি করতে সুবিধা হতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহারাজ : তার কোনো দরকার নেই। আমার নিজের ব্যবস্থা আমি নিজেই করব। শুধু সতর্ক থাকবেন, ওয়ালীভাইরা যেন ঘুণাক্ষরেও আগে থেকে কিছু আঁচ করতে না পারে।

আব্বা : সিদ্দিকীরা কখনো কথার খেলাফ করে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, ওরা কিছুই জানতে পারবে না।

মহারাজ : বেশ। ভালো। উত্তম। (একটু চিন্তা করে মৃদু হাসে) আমি আপনাদের বিশ্বাস করলাম। (থলির মধ্যে হাত ঢোকায়) এই নিন আপনাদের উপহার। এই আপনার নেকলেস, এই তোমার টায়রা। এই তোমার ব্যাগ। শুধু সবাই মনে রাখবেন যে যদি কেউ বেঈমানি করে আমি নিশ্চয়ই ফিরে এসে কঠিন বদলা নেব।

গমীর : সিদ্দিকীরা বেঈমানি করতে পারে এমন চিন্তা মনে স্থান দেবেন না। জান দিয়ে হলেও রক্ষা করব।

মহারাজ : (সবাই উপহারগুলো গ্রহণ করেছে) এমনও ভাবতে পারেন এবারের ঈদে এগুলো মহারাজ আপনাদের উপহার দিয়েছেন।

মা : ভাবতে হবে কেন বাবা, সত্যি সত্যিই তো তাই। এগুলো তোমারই উপহার। তুমি সত্যি মহারাজ।

[মা নেকলেস পরে, লুৎফা টায়রা পরে, গমীর হাতে সুটকেস ঝুলিয়ে মহারাজকে একপ্রকার অভিবাদন জানায়]

মহারাজ : এটা তুমি উঠিয়ে রাখতে পার, ফরাস, ওটার আর কোনো দরকার নেই। (বাবাকে) আর আপনি আজকের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে আমার এই পিস্তলটা রেখে দিন। ভয় পাবেন না, ওর মধ্যে গুলি ভরা নেই।

আব্বা : বাঃ, চমৎকার জিনিস। তুমি খাসা লোক। এ তো একটা ঐতিহ্যবাহী সম্পদ। এমন জিনিস তুমি আমায় দান করে দিলে।

মহারাজ : আমার আরও অনেক আছে। এবার তাহলে আসি। আজকে রাতের কথা মনে থাকে যেন। ওয়ালীভাইরা যেন রাত এগারটার আগে বাড়ি ফিরতে না পারে। যে করে হোক আটকে রাখবেন।

লুৎফা : আমরা আছি। কোনো চিন্তা করবেন না।

ফরাস : আপনি নিজেও হয়তো জেনে নিতেন, তবুও আমি যতদূর মনে করতে পারছি বলে দিচ্ছি। সদর দরজা পার হয়ে কামিনী গাছের আড়ালে যে জানালাটা আছে সেটা দিয়ে ঢোকাই সবচেয়ে সহজ হবে। হল ঘর পেরিয়ে বারান্দা ঘুরে খাবার ঘরে ঢুকবেন, বাঁ দিকের দেয়ালে তৃতীয় দরজার পাশের আলমারিতে সোনার বাসন-কোসন। বসবার ঘরের দক্ষিণ দেয়ালে চুল্লি। তার ডান ধারের জানালার পাশে যে দেরাজের থাক তাতেও অনেক জিনিস রয়েছে।

মহারাজ : (মনে মনে টুকে নেয়) কোনো ভুল হবে না। এবার তাহলে চলি। (জানালার দিকে এগোয়।)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আব্বা : ফরাস। মহারাজের জন্য একটা বাঁশ বা মই কিছু লাগিয়ে দে, নিচে যাবে কী করে।

মহারাজ : সে জন্য আপনি ব্যস্ত হবেন না। খাড়া দেয়াল বেয়ে ওঠানামা করতে মহারাজের কোনো অসুবিধা হয় না।

মা : সহি সালামতে থেকো। জীবনে তোমাকে কখনো ভুলতে পারব না।

লুৎফা : আমার অশেষ শুভেচ্ছা জানবেন। অযথা কোনো বিপদের ঝুঁকি নেবেন না।

গমীর : অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।

মহারাজ : আপনাদেরও। (জানালা দিয়ে শরীর বাইরে গলিয়ে দিতে দিতে) এরপর কারও কাছে কোনোদিন মহারাজের নিন্দা করবেন না। [জানালার বাইরে অদৃশ্য হয়ে যায়, সবাই জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ঝুঁকে দেখতে থাকে।]

সবাই : কক্ষণো নয়। কক্ষণো করব না। (বাইরের দিকে হাত নেড়ে) ঈদ মোবারক। ঈদ মোবারক হো।

মহারাজ : (নেপথ্যে দূর থেকে) ঈদ মোবারক।

আব্বা : ফরাস, তুমি একবার দৌড়ে নিচে গিয়ে দেখ ওর হোন্ডার সব কিছু ঠিক আছে নাকি। তেল মোবিল কোনো কিছুর অসুবিধা হলে তার ব্যবস্থা করে দাও।

ফরাস : আমি এক্ষুণি যাচ্ছি।

আব্বা : দৌড়ে যাও। দেরি করেছ কি এক গুলিতে তোমাকে খতম করে দেব।

[ফরাস বেরিয়ে যায়, আব্বা জানালার কাছ থেকে সরে আসেন]

লুৎফা : (তখনো জানালায় মুখ বাড়িয়ে দূরে চলে যেতে থাকা মহারাজের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ছে) বাবা চলে গেছে। নির্বিঘ্নে চলে গেছে।

গমীর : সত্যি আমাদের সৌভাগ্য বলতে হবে। কে জানত যে এ রকম ঘটনাও এ বাড়িতে ঘটতে পারে।

আব্বা : খাসা লোক। একটা বলে বেড়াবার মতো ঘটনা ঘটল বটে।

[যবনিকা]

Eden Phillpottes রচিত Something To Talk About নাটক থেকে রূপান্তরিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জমা খরচ ও ইজা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চরিত্র

জামালউদ্দিন সৈয়দ (ব্যবসায়ী)
চুন্নু মিয়া আকন্দ (আত্মীয়)
হায়দার শেখ (উকিল)
মরিয়ম (জামালউদ্দিনের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী)
মিসেস জয়নাব মল্লিক (মরিয়মের মা)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[জনাব জামালউদ্দিন সৈয়দ শয্যাশায়ী। সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত। প্রায় সমস্ত মুখমণ্ডল ও মস্তকদেশ ব্যান্ডেজ দিয়ে পেঁচিয়ে রাখা। শাশুড়ি মিসেস জয়নাব মল্লিক কোনো এককালে হাসপাতালে নার্সের কাজ করেছিলেন স্বল্পকালের জন্য। শুশ্রূষার ভার তিনি স্বহস্তে গ্রহণ করেছেন। তাঁর পারদর্শিতায় মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। যেমন কর্মপটু তেমনি হুঁশিয়ার, হিসেবী এবং আত্মবিশ্বাসী। কন্যা মরিয়ম এতটা পরিণত না হলেও মায়েরই মেয়ে।]

মরিয়ম : পুলিশের মুখে শুনেছি, ট্রাকের চাকাটা নাকি একেবারে ওঁর মাথার উপর দিয়ে গড়িয়ে গিয়েছিল।

জয়নাব : সবই আল্লার কুদরত, তাঁর রহমত।

মরিয়ম : সত্যি মা, একেকটা ঘটনা এমন যে, তখন আল্লার রহমতে বিশ্বাস না করে উপায় থাকে না। নিশ্চয়ই চাকাটি কোনো পাথরে আটকে ছিটকে উপরে উঠে গিয়েছিল নইলে কিছুই আর অবশিষ্ট থাকত না। যদি পাথরটা না থাকত তাহলে (কল্পনা করে শিউরে ওঠে)।

জয়নাব : তাহলে বেচারা শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগে সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থা করে যেতে পারত না। আর একথাটাও একবার ভেবে দ্যাখ মা। এতদিন পর্যন্ত উইল না করে বসে থাকাও কি বাবাজির কম অন্যায় হয়েছে! অতবড় ব্যবসা চালায় অথচ নিজের আসল কাজেই এরকম অমনোযোগী। যদি এ যাত্রায় শেষ হয়ে যেত, উইল করার সময় না পেত, তাহলে ওর প্রথম পক্ষের সেই হতচ্ছাড়া ছেলে কামাল আমাদের সবাইকে পথে বসিয়ে একা সকল সম্পত্তির মালিক হয়ে যেত। ভাবলেও অঙ্গ শীতল হয়ে যায়।

মরিয়ম : ওসব কথা এখন থাক মা। আমি তো ভাবতে পারি না—

জয়নাব : ভাবতে না পারলে চলবে কেন। ভাবতে আমাদের হবেই এবং ওরও অনেক আগেই এসব কথা ভাবা উচিত ছিল। সন্তান যদি অসচ্চরিত্র হয় ছোট লোকের মেয়েকে ঘর থেকে বার করে নিয়ে যায় তবে তাকে অবশ্য ত্যাজ্যপুত্র করতে হবে এবং সম্পত্তির সমস্ত উত্তরাধিকার থেকে খারিজ করে দিতে হবে। যখন তোকে বিয়ে করে তখন একথা এক রকম স্থির ছিল যে, ঐ পুত্র কামাল তার মাতার মতই সর্বাংশে মৃত বলে বিবেচিত হবে। সর্বাংশে।

মরিয়ম : যা হয়েছে, হয়েছে। আমার মনে কোনো আক্ষেপ নেই। (বিষয় পরিবর্তন করে) সত্যি, তুমি যে কিছুদিন নার্সের কাজ করেছিলে সেও আমাদের কপাল জোর।

জয়নাব : সেতো বটেই। টাকা দিয়ে নার্স রাখতে হলে খরচের একশেষ হতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝামেলাও কম পোহাতে হতো নাকি! এ বাড়িতে তাকে জায়গা দিতি কোথায় ? কষ্টের কষ্ট, খরচের খরচ। মুসিবতের অন্ত থাকত না।

মরিয়ম : সব দিক থেকেই তুমি আমার সোনার মা। ওঁর ইনজেকশনটা দেয়ার সময় হলো কি!

জয়নাব : দেরি আছে। আমি ভাবছি উকিল সাহেব আসতে এত দেরি করছেন কেন। তোকে আর বুঝিয়ে বলব কী। যতক্ষণ পর্যন্ত উইলে দস্তখত না হয়েছে ততক্ষণ জামাই বাবাজিও কি মনে মনে শান্তি পাবেন ? এমরানকে পাঠিয়েছিস কতক্ষণ হয় ?

মরিয়ম : তা প্রায় আধ ঘন্টার ওপর হবে। ওকে বাসের পয়সাও দিয়েছি। আমাদেরই কপাল মন্দ। ঠিক এই সময়েই মোজাফ্ফর সাহেবও নেই। ওঁর বিষয় সম্পত্তির সকল খবর মোজাফ্ফর সাহেবই ভালো করে জানতেন। ওঁর কারবারের নতুন উকিল, কি যেন নাম, হ্যাঁ, হায়দার শেখ, তা উনি কি সব কথা বুঝতে পারবেন!

জয়নাব : এই হচ্ছে আর এক ফ্যাসাদ। এই উকিল আর ডাক্তার সত্যি সত্যি সকলের নাড়ির খবর রাখে। ওদের মরে যাওয়াও উচিত নয়, সরে যাওয়াও উচিত নয়।

মরিয়ম : একটা উইল তৈরি করে দেয়া এমন কি কঠিন কাজ। আমার মনে হয় হায়দার সাহেবও ঠিকমত করে দিতে পারবেন।

জয়নাব : অন্তত এই উইলের মধ্যেতো কোনোরকম জটিলতাই নেই। জামাই শুধু মুখ খুলে বলে দেবে যে, আমি সব কিছু আমার স্ত্রীর নামে রেখে গেলাম। ব্যস সব চুকে গেল। আরতো কিছু বলার নেই। আমরাও এর বেশি কিছু শুনতে চাই না কি বলিস ?

মরিয়ম : তুমি একটু থামো না। এ সময় বার বার হিসেব-নিকেশের কথা এত খোলাখুলি আলোচনা করতে ভালো লাগছে না।

জয়নাব : তুই আমায় ভুল বুঝিস না। ওকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করা এখন আমাদের কর্তব্য। ওর সকল রকম চিন্তা-ভাবনার দায়িত্ব এখন আমাদের। ও এখনো সংযমহারা এবং খুবই দুর্বল। দলিলে সই করার মতো শক্তিও ওর আছে কিনা আল্লা জানেন। তোর মনে আমি অযথা কোনো ভয় ঢোকাতে চাই না। কিন্তু সত্যি সত্যি যদি হঠাৎ অবস্থা আরও খারাপের দিকে যেতে থাকে এবং যদি আচমকা শেষ সময় ঘনিয়ে আসে-

মরিয়ম : ডাক্তার ডাকারও সময় পাব না!

জয়নাব : ডাক্তার কেন, যদি উকিল ডাকারও সময় না পাস।

মরিয়ম : ওরকম করে বলো না মা। ডাক্তার বলেছেন এক্ষুণি কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই। দেড় ঘন্টার মধ্যে আরেকবার এসে দেখে যাবার ওয়াদা করেছেন। আমাদের শুধু খেয়াল রাখতে বলেছেন যেন সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জয়নাব : যেন ডাক্তারেরা সবজান্তা। যাক্‌গে। ভালোয় ভালোয় সব কিছুর নিষ্পত্তি হয়ে গেলেই আমি খুশি।

[বিছানা থেকে গোঁতানি শোনা যাবে। মরিয়ম কাছে এগিয়ে যায়। জামালউদ্দিন কোনো রকমে কনুইয়ে ভর করে মাথা উঁচু করে। মুখে মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা। গলা পর্যন্ত সাদা চাদরে ঢাকা।]

জামাল : (ক্ষীণকণ্ঠে) হায়দার শেখ এখনো এলো না?

মরিয়ম : এমরানকে পাঠিয়েছি। বাসে করে যেতে বলেছি। নিশ্চয়ই এক্ষুণি আসবেন। তুমি উত্তেজিত হয়ো না। শান্ত হও, শান্ত হও।

জামাল : হবো, হবো, চিরকালের জন্য শান্ত হবো। উকিল আসার আগে আমি তোমাদের দু'একটা কথা বলতে চাই। ওর সঙ্গে আমার পরিচয় বেশি দিনের নয়। সব কথা ওর সামনে আলোচনা করতে চাই না।

জয়নাব : দেখ বাবাজি, তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে বলেছে। উত্তেজিত হতে তোমাকে নিষেধ করেছে। ঠিক হয়ে শোও, মর্ফিয়া ইনজেকশনটা দিয়ে দি। (বিছানার পাশের টেবিলের ধারে গিয়ে সিরিঞ্জ ঠিক করতে থাকে)

জামাল : কোনো দরকার নেই। যা বলতে চাইছি তা শেষ করার আগে শরীরে কোনোরকম সুচ ফোটাতে আমি দেব না। আপনিও আমার সামনে এসে বসুন। আমার কথা শেষ হলে পর যতবার খুশি সুই চালাবেন।

জয়নাব : বেশ, কিন্তু বেশিক্ষণ কথা বলতে পারবে না।

[মিসেস জয়নাব মল্লিক ও মরিয়ম সামনে এসে বসে]

জামাল : মরিয়ম, মাথার নিচের বালিশগুলো আর একটু উঁচু করে ধরো। (মরিয়ম তাই করে দেয়। জামাল নিজেকে বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় খাড়া করে রাখে) এই উইল সম্পর্কেই কিছু বলতে চাই। দ্বিতীয় পক্ষ গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে আমি এই উইল রচনা করলাম না কেন সে জন্য তোমরা হয়তো আমাকে নিতান্ত অবিবেচক বলে ধরে নিয়েছ।

জয়নাব : তা বাবাজি সে রকম মনে হওয়াই তো স্বাভাবিক। তবে এখন অবশ্য সবই আবার ঠিক হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া তোমার মরতে ঢের দেরি আছে।

জামাল : না, দেরি নেই। আমি নিশ্চয়ই খুব অল্প সময়ের মধ্যে মরে যাব। হয়তো দু'এক ঘণ্টার মধ্যেই। তাই যা আমি করব বলে ঠিক করেছি তা তোমাদের জানিয়ে যেতে চাই। আমি কোনো কাজ অবিবেচকের মতো করি না। আমি ঠিকই জানতাম যে দ্বিতীয়বার বিয়ে করার সঙ্গে সঙ্গে আমার পুরানো উইল বাতিল হয়ে গেছে। কিন্তু তবু আমি কোনো নতুন উইল তৈরি করিনি তারও একটা সঙ্গত কারণ ছিল। অবশ্য এত হঠাৎ করে যে মরে যেতে পারি সে কথা তখনো ভাবিনি। স্বাস্থ্য ভালো ছিল, বয়স সবে পঞ্চাশ পেরিয়েছে। এ রকম যে ঘটবে কে জানত। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম। নতুন উইল করার আগে আমি নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলাম যেন আবার একটা ভুল না করি। (শাশুড়ি ভালো করে নড়েচড়ে বসে জামাইকে দেখে) তুমি হয়তো জানো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মরিয়ম, তোমাকে বিয়ে করার আগেই আমার প্রথম পক্ষের ছেলে কামালকে ত্যাজ্যপুত্র করে উইল করে দিয়েছিলাম। তোমাকে বিয়ে করার পর সেটা আপনা থেকেই নাকচ হয়ে গেল। (শাশুড়িকে) তখনকার সকল কথা হয়তো আপনার ভালো করে জানা নেই।

জয়নাব : পুরোপুরি জানি না।

জামাল : মরিয়মকে বিয়ে করার পর আমার সকল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে দাঁড়াল প্রথম পক্ষের ছেলে। আরেকটা নতুন উইল না করা পর্যন্ত ওর দাবিই বলবৎ থাকার কথা। কিন্তু আমি তা চাইনি। (শাশুড়ি অনুমোদন করে মাথা নাড়ে) আমার নতুন বৌকেই আমি উত্তরাধিকারী করতে চেয়েছি।

জয়নাব : ভালো কথা।

জামাল : কিন্তু সেই সঙ্গে আরও একটা কথা ভাবলাম। নতুন বৌকে আইনত উত্তরাধিকারী করার আগে আমি চাইলাম, সে যেন সত্যি সত্যি ন্যায্যত সকল সম্পদ অর্জনের অধিকারী হয়। (মরিয়ম মুখ তুলে স্বামীকে দেখতে থাকে। জামালও স্ত্রীর চোখে চোখ রাখে) আমি আমার যাবতীয় সম্পত্তির হিসাব-নিকাশ করে একটা খাতায় তোমার নামে জমা রাখলাম। কামালের নামে এক পয়সাও নয়।

জয়নাব : সে আমরা ধরে নিয়েছিলাম।

জামাল : কী ধরে নিয়েছিলেন আমরা জানি না। মানুষ অনেক ভুল কথাও ধরে বসে থাকে। (শাশুড়ির মুখে আর কথা যোগায় না) মরিয়মের নামে সব টাকা জমার খাতে লিখলাম। তারপর একটা নতুন নিয়মে হিসাব রাখতে শুরু করলাম। নিয়মটা নিজের মাথা থেকে বার করেছি। (দুই নারী উৎকর্ণা হয়। জামাল একটু নিঃশ্বাস নেয়, আবার বলতে থাকে) আমি সব কথা খোলাখুলি বলতে চাই। বহু বছর ধরে যেসব কথা মনের মধ্যে চেপে ধরে রেখেছিলাম আজ সেগুলো বলে ফেলায় কোনো অসুবিধা নেই। আমি বরাবরই শান্তিপ্রিয়। ঝগড়া-ঝাটি আমার সহ্য হয় না। ঝগড়া এড়াবার জন্যে আমি নীরবতাকে বেছে নিয়েছিলাম।

জয়নাব : ঝগড়া-ঝাটি!

জামাল : অবাক হবার কিছুই নেই। আপনার এবং আপনার কন্যার মেজাজের নমুনা আমি দেখেছি। কেউ বাসন-কোসন ছুঁড়ে মেরেছে বা ঝাঁটা পেটা করতে চেয়েছে সে রকম কথা বলছি না। সে তো দিন মজুরদের বউ-শাশুড়িরা করে। তবে বিরোধ বাড়তে দিলে জীবন যে আমার অশান্তিময় হয়ে উঠত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অশান্তি আমি সহ্য করতে পারি না, আমি বড় দুর্বল লোক! শান্তিপূর্ণ জীবনের জন্যে আমি সব কিছু জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত ছিলাম।

মরিয়ম : তুমি কি বলতে চাও আমি তোমার জন্যে শুধু—

জামাল : কিছুই করনি একথা আমি বলি না। গৃহকর্ত্রী হিসেবে তোমার ঐ পটুত্বকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি খুব স্বীকার করি। এ পর্যন্ত। তার বেশি আর কিছু দাবি করতে যেয়ো না। আমার তর্ক করার সময় নেই। কি যেন বলছিলাম। হ্যাঁ, হিসেব রাখতে শুরু করলাম আমার নিজস্ব নিয়মে। শান্তি নষ্ট হবার ভয়ে এতদিন এ নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য আমি করিনি, শান্তি ঠিকই রক্ষা করতে পেরেছিলাম। (শাশুড়িকে) আপনার সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে, আপনাকে আমার কোনোদিন পছন্দ হয়নি।

জয়নাব : ঘুণাক্ষরে যদি তা টের পেতাম, জীবনে তোমার কাছে ঘেষতাম না।

জামাল : ঘেষতেন। ওটা আপনার স্বভাবের অন্তর্গত। ঘরে স্বামী নেই, ব্যাংকে টাকা নেই, অথচ ইচ্ছাশক্তিটি বরাবরের মতই প্রবল রয়ে গেছে। আমি জানতাম আপনার ইচ্ছাশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে আমি টিকতে পারব না। তার ওপর মরিয়ম ছিল আপনার পক্ষে। আমার কোনো সন্দেহ নেই আপনারা একজোটে কাজ করতে নেমেছিলেন। পারিবারিক আনুগত্য প্রকাশে আপনারা দু'জন আদর্শ। দু'জন মহিলার বিরুদ্ধে একজন পুরুষ কতক্ষণ টিকে থাকতে পারত! তাকে কাবু করার জন্যে একজনই যথেষ্ট।

মরিয়ম : এ তোমার অন্যায় নালিশ। অপছন্দের কাজ মা কোনোদিনই করেননি। বরঞ্চ হাজার রকমে আমাদের সাহায্য করেছেন।

জামাল : শেষ সময়ে আর তর্ক করব না। তুমি যা যা বলছ তোমার মা তার সবই করেছেন, কিন্তু সে কেবল তোমার জন্য। ওঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল আগুন আর পানির, বেড়াল আর ইঁদুরের। (শাশুড়িকে) ভাষা মার্জনা করবেন।

জয়নাব : আসল কথা কী বলতে চাও বলে ফেলো।

জামাল : আসল কথাটা সামান্য। আপনার নামে আহার ও বাসস্থানের খরচ বাবদ একটা টাকার অংক ধার্য করেছি।

জয়নাব : কী বললে?

জামাল : খাওয়া-থাকার খরচ। আপনি আমার মেহমান ছিলেন না। সে রকম অবস্থায় নিজের ক্ষতি স্বীকার করে বৌয়ের আত্মীয়স্বজনদের আমি আদর-আপ্যায়ন করতে চাইনি। সে খরচটা আমি আপনার কন্যার টাকা থেকে খরচ করেছি। আপনি চিন্তা করবেন না, আমি সব কিছুই খুব কম করে ধরেছি। (মরিয়মকে) আলমারির ডানদিকের তাকে একটা কালো নোট বই আছে। আমার জমা খরচের খাতা। বার করে আমার হাতে দাও। (মরিয়ম খাতা বের করে দেয়। উল্টেপাল্টে দেখে। উভয় নারী বাক্যহারা) এই যে পেয়েছি (পড়তে থাকে) মিসেস মল্লিকের আহার ও বাসস্থানের জন্য সপ্তাহে পঁচিশ টাকা হারে, পনের বছর নয় মাসের জন্য ঃ মোট আঠার হাজার টাকা। অংকের হিসাবে আরও ন'শ পঁচিশ টাকা বেশি হয়। হাজারের নিচে ভাঙা টাকাটা আর ধরিনি। (শাশুড়িকে) সপ্তাহে পঁচিশ টাকা নিশ্চয়ই খুব বেশি হয়নি। তাছাড়া ফলমূল মিষ্টি আপনার এই প্রিয় খাদ্যগুলোও আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিসাবের মধ্যে ধরিনি। তবু আপনার যদি কোনো বক্তব্য থাকে বলতে পারেন।

জয়নাব : আমি জীবনে কারো কাছ থেকে এরকম কথা শুনিনি।

জামাল : না শোনারই কথা। হিসেবের এই নিয়ম আমিই প্রথম চালু করলাম। যদি খরচের কথা বলেন, অন্য যে-কোনো জায়গায় আপনাকে এর চেয়ে অনেক বেশি টাকা খরচ করতে হতো। অনেক টাকা ছেড়েও দিয়েছি। দশ বছর আগে আপনি দশ দিনের জন্য এ বাড়িতে ছিলেন না। সে টাকাটা আমি বাদ দিয়ে হিসেব করেছি। আরেকবার সবাই মিলে কক্সবাজার বেড়াতে গিয়েছিলাম, সে সময়টা আপনাকে ফাউ দিয়েছি। যদিও তখন খরচ বেশি বই কম হয়নি।

মরিয়ম : কী বলব। আমার মুখ দিয়ে কথা সরছে না। তুমি এত নিচ হবে স্বপ্নেও ভাবিনি। আমাদের সুখ-সুবিধার জন্য মা এতকাল সাথে রয়েছেন। তুমি তাঁর কাছ থেকে খরচ আদায় করতে চাও?

জামাল : তোমার সুখ-শান্তির জন্যে হতে পারে, আমার জন্য নয়।

মরিয়ম : তোমার এইসব টাকা-পয়সার হিসেব আমার কোনোদিন সহ্য হয়নি। আজও এগুলোর পরোয়া করি না। এই আঠার হাজার কি তুমি আমার জরিমানা হিসেবে কেটে রাখতে চাও নাকি?

জামাল : জরিমানা নয়, তোমার মার খাওয়া-থাকার খরচ বাবদ এ টাকাটা কাটতে হয়েছে। জরিমানার কথায় এখনো আসিনি।

মরিয়ম : জরিমানা?

জামাল : হ্যাঁ, জরিমানা। ওটাও আমার এই নতুন নিয়মের অঙ্গ। ওটা যে রাখতে হলো সে জন্য আমি দুঃখিত। অবশ্য যে নিয়মে আমি তা প্রয়োগ করেছি ব্যাখ্যা করে না বললে তোমরা আমাকে ভুল বুঝতে পারো।

মরিয়ম : তুমি আমাকে জরিমানা করেছ?

জামাল : তোমার মন্দ আচরণের জন্য।

মরিয়ম : তুমি মন্দ বলো কাকে?

জামাল : যেমন মেজাজ দেখানো, অবজ্ঞা প্রকাশ করা, মায়া-মমতা না রাখা। চরিত্রদোষ।

মরিয়ম : আমার? এমন কথা তুমি মুখে আনতে পারলে?

জামাল : এসব কথা জানবার জন্যে আমাকে গোয়েন্দা লাগাতে হয়নি। এত মোটা কাজ করা আমার স্বভাব নয়। তাছাড়া একটা তালাকের হাঙ্গামা বাঁধিয়ে আমি চারদিকে জানান দিতে চাইনি যে বিবি বশ করার মুরোদ নেই আমার। আমি আমার নিয়মে ফয়সালা করেছি। তোমার হয়তো মনে আছে, প্রথম দু'একবার প্রতিবাদ করেছিলাম। তোমার মেজাজ বুঝে থেমে গেছি। পরে আর বাধা দেইনি। তোমার পথেই তোমাকে চলতে দিয়েছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(নিঃশ্বাস নেয়ার জন্য থামে) অন্য যুবকের পেছনে তোমাকে ছুটতে দেখেছি। অনেকে তোমার পেছনেও ছুটাছুটি করেছে। আমাকে বাড়িতে ফেলে রেখে তুমি তাদের সঙ্গে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়িয়েছ। (মরিয়ম কিছু বলতে চাইলে জামাল বাধা দেয়) জানি তুমি সবই করতে আমার আরামের জন্য। যেন নিরিবিলি মনের সুখে তোমার মার সঙ্গে কথাবার্তা বলে সময় কাটাতে পারি। (তিক্ততার সঙ্গে) তোমার কাছে আমি ক্রমশ অদরকারি হয়ে পড়ছিলাম। আমি কাছে থাকা মানেই স্ফূর্তি নষ্ট হওয়া। দু'একটা ঘটনার পর আমার কাছে সব স্পষ্ট হয়ে গেল। নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিলাম। তুমি বিভিন্ন যুবকের সঙ্গে অন্তরঙ্গতায় মেতে উঠলে। যতবার মাত্রা ছাড়িয়ে গেছ, এই হিসেবের খাতায় একটা করে জরিমানার অংক বসিয়ে গেছি।

মরিয়ম : (ভেঙ্গে পড়ে) তুমি সত্যি সত্যি আমাকে বিশ্বাস করতে না ?

জামাল : না। যে স্ত্রী ভালোবাসা বন্ধ করেছে তাকে বিশ্বাস করা বোকামি। এ নিয়ে হৈ চৈ করা আরও বোকামি। আমি করিনি। তার বদলে আমি শুধু জরিমানা করেছি।

মরিয়ম : (সামান্য ফুঁপিয়ে! নিষ্ঠুর) নিষ্ঠুর। কত করেছ ?

জামাল : অপরাধের অনেক শ্রেণী, একেক সময় একেক রকম। (নোট বইয়ের পাতা উল্টাতে থাকে) চরিত্রদোষ ছাড়াও যেগুলোর কথা একটু আগে উল্লেখ করলাম, এদেশে আইনত সেগুলোর জন্য কোনো শাস্তি পেতে হয় না। কিন্তু আমার আইনে অযত্ন অবহেলা, মেজাজ, সবই দণ্ডনীয়।

মরিয়ম : আমি তোমাকে অবহেলা করেছি, তোমার কোনো যত্ন নেই নি, একথা তুমি বলতে পার না।

জামাল : তুমি আমাকে খাইয়েছ। আমার ঘরদোর দেখে রেখেছ। তার বদলে আমিও প্রতিমাসে তোমার আয়ের খাতে টাকা জমা রেখেছি। মাসে মাসে দেড়শ' করে যোগ দিয়ে গেছি। বিয়ের এক বছর পর থেকে তোমার কাছ থেকে রাঁধুনি চাকরাণীর বেশি কিছুই লাভ করিনি। অবশ্য আয়ার চেয়ে অনেক বেশি সুখে তোমাকে রেখেছি। দামি কাপড়-চোপড় পরেছ তার জন্য আলাদা খরচ লিখিনি। এখানে সেখানে যেতে গাড়ি ভাড়াও ব্যয় করেছ। আর কত রকমে তুমি খরচ করেছ, সেগুলো আমি হিসেবের মধ্যে ধরিনি। সাধ্যমত উদার হতে চেষ্টা করেছি। (খাতার পাতা ওল্টায়) অনেক লম্বা তালিকা। দু'একটা নমুনা পড়ে শোনাই। গোটা খাতাটা আমি তোমাকে দান করে যাব। ধীরে সুস্থে অন্যগুলো পড়ে নিও। (পড়ে) চৌঠা জানুয়ারি। আমাদের বিয়ের এক বছর পর। জরিমানা ত্রিশ টাকা, ঘটনাটা হয়তো তোমার মনে আছে। সেই আমাদের প্রথম ঠোকাঠুকি। তুমি লাহোরে বেড়াতে যেতে চেয়েছিলে। আমার তখন টাকার কিছু টানাটানি ছিল। সে কথা বলতেই তুমি ক্ষেপে গেলে। রেগে-মেগে যা-তা বললে বিশেষ করে বেশি বয়সের স্বামীর সঙ্গে ঘর করার বিড়ম্বনা নিয়ে। আমার এখনো মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয় ওরকম কথা বলা তোমার উচিত হয় নি। জরিমানা অবশ্য সামান্যই হলো। (পড়ে) ঐ একই বছর। দশই জুন। সহানুভূতির অভাবের জন্য পনের টাকা।

মরিয়ম : সহানুভূতির অভাব কাকে বলতে চাও ?

জামাল : সেদিন আমার খুব মাথা ধরেছিল, তুমি যখন বেরিয়ে যাও, অনুরোধ করেছিলাম, ফেরার সময় কিছু এ্যাসপিরিন নিয়ে আসতে। যখন ফিরে এলে তখন ওষুধের কথা জিজ্ঞেস করায় জবাব দিয়েছিলে,(খাতা থেকে পড়ে) 'একটা চাকর পাঠিয়ে এ কাজটুকু করিয়ে নিতে পারলে না ? 'পনের টাকা বেশি হয়নি।

জয়নাব : তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

জামাল : না, আমি বাস্তববাদী। কেবল নিজের স্বার্থে নয়, সকলের স্বার্থে। আমার পথ অবলম্বন করলে সারা জগত উপকৃত হবে। হয়তো স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের প্রতি সদয় হয়ে উঠবে। (আবার খাতার পাতা ওল্টায়) অন্য যে ধরনের জরিমানা রয়েছে তারও দু'একটা নমুনা শোনো। সাত-আট বছর আগের তারিখ। লেখা আছে, মিঃ আক্রামের সঙ্গে ঢলাঢলি করার জন্য, নয় শত টাকা। ব্যাখ্যা করে বোঝাবার কোনো দরকার আছে ?

মরিয়ম : তুমি কি বলতে চাও আমি জানি না।

জামাল : তুমি ভুলে যেতে পারো আশঙ্কা করে আমি টাকার অংকের পাশাপাশি ঘটনাও বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। আক্রামপ্রণয়ে তোমার বেশি খরচ হয়নি। (খাতার পাতা উল্টায়) যে প্রেমের ফাঁদের জন্য তোমার সবচেয়ে বেশি জরিমানা দিতে হয়েছে, সে হলো মি. লুৎফে আলীর মহব্বত।

মরিয়ম : আমি তোমার কাছ থেকে প্রত্যেক ঘটনার পূর্ণ বিবরণ শুনতে চাই নি।

জামাল : সেই ভালো। তারিখ ধরে ধরে লেখা রয়েছে। প্রয়োজন মতো পড়ে দেখো। কিন্তু সব জমা খরচের পর তোমার মোট পাওনা কততে এসে দাঁড়াল তা তোমাকে জানিয়ে রাখা দরকার। (হিসেবের শেষ পৃষ্ঠা পরীক্ষা করে।) আমার সম্পত্তির মোট মূল্য থেকে বাদ যাবে তোমার মায়ের ভরণ-পোষণের খরচ, বাদ যাবে তোমার ওপর ধার্য যাবতীয় জরিমানার টাকা-সব বাদ দিয়ে থাকলো— আহ্ মরিয়ম, এক গ্লাস পানি! (মরিয়ম গ্লাস এগিয়ে দেয়। হাত কাঁপছে। জামাল পানি খেলো, শ্বাস টানে, ভালোভাবে খাড়া হয়ে বসতে চেষ্টা করে। মরিয়ম তাড়াতাড়ি করে পিঠের নিচে বালিশ গোছ করে দেয়) সব বাদ দিয়ে, সব বাদ দিয়ে হিসেব অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, মরিয়মের পাওনা মানে মল্লিক পরিবারের মোট পাওনা হলো গিয়ে নগদ ন'শ টাকা।

[মা ও মেয়ে হতভম্ব। ক্ষণিকের স্তব্ধতা। জামাল শরীর লম্বা করে শুড়ে পড়ে। মিসেস জয়নাব মল্লিকই প্রথম ফেটে পড়ে]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জয়নাব : বজ্জাতি! সব বজ্জাতি! নিজের স্ত্রীর সঙ্গে এতবড় প্রবঞ্চনা! ওকে একটুও না জানতে দিয়ে, তৈরি হবার কোনো পথ খোলা না রেখে, গোপনে গোপনে ওকে সম্পত্তির সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত করার এতবড় ষড়যন্ত্র করতে পারলে ?

জামাল : (কোনো রকমে মাথা উঁচু করে শ্বাস টানতে টানতে) অনেক সুযোগ দিয়েছি। যদি তোমরা দু'জনেই এত বেবুঝ না হতে, এত কঠিন না হতে, তাহলে ঘটনা কখনই এতদূর গড়াত না। তবু মরিয়ম না খেয়ে মরবে না। ওর নিজের জন্য বরাদ্দ বাৎসরিক ছয়শত টাকা ও পেতে থাকবে।

জয়নাব : তুমি অতি নিচ, অতি হীন। নিজের বিকৃত মনের আক্রোশ মেটাতে চাইছ, প্রতিশোধ নিতে চাইছ।

জামাল : এ মোটেই প্রতিশোধ নয়। বলো ন্যায়বিচার। তোমাদের উভয়ের জীবন অতি সুখে অতিবাহিত হয়েছে। এক কানাকড়িও তার দাম দাওনি। এখন সে দেনা মিটিয়ে দেয়ার সময় এসেছে। আর কিছু নয়। আমি নিচ বা ক্ষুদ্রাত্মা নই। আমি ন্যায় বিচার করেছি। আল্লার বিচারের চেয়ে আমার বিচার দুনিয়ার বেশি উপকারে আসবে। আল্লার ফয়সালা গোপন থাকে। আমার বিচার আমি লেখাপড়া করে যাব।

জয়নাব : মরার মুখে আল্লা-খোদার নাম নিয়ে মশকারা করো না, সম্পত্তি কার নামে রেখে যাচ্ছ তাই বলো।

জামাল : সে কথা আলোচনা করতে আমি বাধ্য নই। তবু বলছি। সম্পত্তি পাবে কামাল।

মরিয়ম : কামাল!

জয়নাব : ঐ বখাটে ছেলেটা আর তার ছোট লোকের ঘরের বৌ?

জামাল : হোক ছোট লোকের মেয়ে। শুনেছি এখনো কামালের সঙ্গেই ঘর করছে। খোঁজ নিয়ে এও জেনেছি যে, সে কামালকে সুখে রেখেছে। ছোটলোকের মেয়ে নিয়ে ঘর করার চেয়েও বড় দুর্ভাগ্য মানুষের ঘটতে পারে। (ক্লান্ত হয়ে কপালের ঘাম মোছে, বালিশে হেলান দিয়ে কাত হয়ে) উকিল আসতে এত দেরি করছে কেন ? আর বেশি দেরি করলে উইল হয়তো আর করাই হবে না। অথচ যাবার আগে সবকিছু পাকাপাকি করে দিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। মরিয়মের মাসোহারাটা সামান্য হলেও ফ্যালনা নয়। লেখাপড়া না হয়ে থাকলে ওটা সুদ্ধ কামালের হাতে চলে যাবে। (পাশ ফিরে চোখ বন্ধ করে।)

জয়নাব : তুমি একটা আস্ত শয়তান। দোজখের আগুনে পুড়ে মরবে। এত বড় পাপ করার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে ?

মরিয়ম : মা!

জয়নাব : আমাকে বাধা দিসনে। মরার আগে ও জেনে যাক ওকে আমি কি নজরে দেখেছি। শয়তান, নাফরমান, বিশ্বাসঘাতক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মরিয়ম : মা, মা।

জয়নাব : আমাকে প্রাণ ভরে বলতে দে। প্রত্যেকটা গালি ওর পাওনা। ওকে ভালো করে শুনতে দে। পশু, কুচক্রী, গোয়েন্দাবাজ, চোখ বন্ধ করে ভান করা বৃথা। সব শুনতে পাচ্ছে। শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগে নিজের আসল পরিচয়টা জেনে নাও। জবাব দিচ্ছ না কেন ? একটা কথাও কি মিথ্যা বলেছি? যদি মেষ না হয়ে মানুষ হও, যদি মুরোদ থাকে, জবাব দাও। জবাব দাও।

[আবেগের প্রবলতায় মিসেস মল্লিকের শ্বাসরোধ হবার উপক্রম। উভয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মরিয়ম একবার স্বামীকে দেখে, আরেকবার মাকে সামলাতে চেষ্টা করে। জামালের কম্পিত হাত শূন্যে কী যেন খোঁজে। দেখে চমকে ওঠে। সভয়ে সরে আসে]

মরিয়ম : মা, মা ! নেই। মরে গেছে।

জয়নাব : মরে গেছে ? বাজে কথা। নিশ্চয়ই মটকা মেরে পড়ে আছে।

মরিয়ম : না, না, না। আমি বলছি, মরে গেছে, মরে গেছে।

জয়নাব : জামাল! জামাল! আমার কথা শুনতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই। চোখ মেল। (মিসেস জয়নাব মল্লিক জামাই জামালউদ্দিনকে তুলে ধরতে চেষ্টা করে, কিন্তু সহজে সমর্থ হয় না। জামালের মাথা কেঁপে কেঁপে বার বার এদিক ওদিক পড়ে যেতে চায়।) মরিয়ম, তাড়াতাড়ি করে একটা আয়না নিয়ে এস।

[জয়নাব উৎকণ্ঠিত হয়ে পট পট করে জামালের শার্টের বোতাম খুলে ফেলে। বুকে কান চেপে ধরে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অনুভব করতে চেষ্টা করে]

মরিয়ম : এই যে, আয়না এনেছি মা! মরে গেছে ?

জয়নাব : চেঁচিও না এখন।

[জয়নাব আয়না জামালের ঠোঁটের কাছে ধরে। জামালের মাথা এক পাশে ঢলে পড়তে চায়। শেষবারের মতো পরীক্ষা করে জয়নাব জামালের কাঁধ ছেড়ে দেয়। জামালের মাথা বিছানায় লুটিয়ে পড়ে]

মরিয়ম : শ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে।

জয়নাব : ওহ! ওহ্!

[মরিয়ম চেয়ারে বসে পড়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। জয়নাব আয়নাটা টেবিলের ওপর রেখে জামালকে দেখতে থাকে। স্তব্ধতা। জয়নাব উঠে গিয়ে মরিয়মকে দু'হাতে বেষ্টন করে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে।]

জয়নাব : কাঁদিসনে। যা হবার হয়েছে, একটু আগে আর পরে। আমাদের কোনো হাত ছিল না। একটু পরই ডাক্তার আসবে। সেও কিছু করতে পারত না। (মনে পড়ে) আর ঐ উকিল ব্যাটা এখনো এসে পৌঁছুতে পারল না। যাকগে। তা নিয়েও এখন আফসোস করার কিছু নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মরিয়ম : অত নিষ্ঠুর হয়ো না মা। সবে লোকটা মারা গেল। এখন ওসব কথা থাক।

জয়নাব : আমি সবই বুঝি মা। কিন্তু তোর মঙ্গল চিন্তা ছাড়া যে আমি অন্য কিছু ভাবতে পারি না। ওর মনের কথা যদি জানা না থাকত, ভেবে দ্যাখ, সব আয়োজন করার পরে আমাদের আঘাতটা আরো কত কঠিন হতো!

মরিয়ম : ওসব চিন্তা এখন থাক মা।

[কে যেন দরজায় ঘন্টা বাজায়]

জয়নাব : বোধহয় উকিল সাহেব। তা এসেছেন যখন ভেতরে এনে বসাই। আমি দরজা খুলে দিচ্ছি।

[জয়নাব বেরিয়ে যায়। মরিয়ম এগিয়ে গিয়ে শেষবারের মতো স্বামীর মুখ দর্শন করে। আপাদমস্তক সাদা চাদরে ঢেকে দেয়। তারপর চেয়ারের ওপর, দুই বাহুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে থাকে। জয়নাব প্রবেশ করে। সঙ্গে একজন পৌঢ় ভদ্রলোক। বেঁটে খাটো। মামুলি পোশাক।]

জয়নাব : ইনি উকিল সাহেব নন। এঁর নাম মিঃ চুন্নু মিয়া আকন্দ।

মরিয়ম : আপনি বসুন। আমাদের শোকের কথা আপনাকে আর কী বলব। সব শেষ হয়ে গেছে।

আকন্দ : শোক প্রকাশের ভাষা আমি হারিয়ে ফেলেছি। বেচারা জামাল। তবে যে রকম দুর্ঘটনায় পড়েছিল বেশিদিন বাঁচারও কথা ছিল না। কি করুণ এই মৃত্যু, কী ভয়ানক দুঃখের। বলতে গেলে এখনো ছিল তাঁর পূর্ণ যৌবন। তা মরার সময় কোনো কষ্ট হয়নি তো?

জয়নাব : এ্যাঁ! ওহ্ হ্যাঁ। খুবই শান্তিতে মরেছে। এক রকম ঘুমের মধ্যেই পরপারে চলে গেল। আমরা টের পাইনি। কিছু চাইছে কিনা সেটা জানবার জন্য মরিয়ম কাছে গিয়ে দেখতে পেল যে, সব শেষ হয়ে গেছে।

মরিয়ম : (শিউরে ওঠে।) ওহ্!

জয়নাব : শেষ সময়ে কোনো যন্ত্রণা ভোগ করেনি।

আকন্দ : খুব ভালো। জামাল ভারি চমৎকার লোক ছিল। এই রকমই হয়। পূর্ণ যৌবনে মরণের ডাক। ভারি করুণ, ভারি করুণ!

জয়নাব : আপনি হয়তো জানেন না যে, জামালের বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গিয়েছিল।

আকন্দ : পঞ্চাশ আজকালকার দিনে কোনো বয়স নাকি। আমার তো পঞ্চাশ পার হলো বলে। হেঁ হেঁ হেঁ। (আকন্দ সাহেবকে দেখতে ষাট বছরের মনে হয়) তা আমি একবার ওকে দেখতে পারি?

জয়নাব : দেখুন।

[দু'জনে বিছানার কাছে এগিয়ে যায়। মরিয়ম বাহুতে মুখ গুঁজে পূর্ববৎ বসে থাকে।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকন্দ : বেচারা জামাল। এই তো জীবনের পরিণাম। রুখবে কে? ভেবেছিলাম ওঁর সঙ্গে আরেকবার দেখা হবে। হলো না।

[মিসেস জয়নাব মল্লিক এতক্ষণে স্বাভাবিক আত্মস্থতা ফিরে পেয়েছেন। আকন্দ সাহেবের এবং মৃত জামালের মুখ বারবার মিলিয়ে দেখেন।]

জয়নাব : আশ্চর্য! আপনাদের দু'জনের চেহারায় এত মিল!

আকন্দ : জ্বি। একই বংশ, একই রক্ত। জামাল দূর সম্পর্কে আমার চাচাত ভাই হতো। কিন্তু আজ আমি আছি, সে নেই। (জয়নাব জামালের মুখ ঢেকে দেয়। কুর্সিতে বসে। আকন্দ সাহেবও) বড় ভালো লোক ছিল, বড় দিল-দরিয়া লোক ছিল।

জয়নাব : তাই নাকি?

আকন্দ : কেন? আপনাদের ধারণা কি অন্যরকম?

জয়নাব : (সামলে নিয়ে) না, না। আমি অন্য কথা ভাবছিলাম। কোনো ব্যাপারে নিশ্চয়ই ছিলেন বৈকি।

আকন্দ : আমার কাছে জামাল বরাবরই দিলওয়ালা লোক ছিল। সত্য বলতে কি, জীবনে একাধিকবার ওর সহানুভূতি লাভ করে আমি ধন্য হয়েছি। আপনারা ওর নিকটতম আত্মীয় সেই সূত্রে আমারও। আপনাদের কাছে বলতে বাধা নেই, ও আমাকে একবার বিনা সুদে দু'হাজার টাকা ধার দিয়েছিল। সত্যিকার মহানুভব না হলে দিতে পারত? কেবল তাই নয়, পরে আভাসে ইঙ্গিতে আমাকে এ কথাও জানিয়েছিল যে, এ ঋণ আমাকে কোনোদিন শোধ করতে হবে না। বলেছিল মরার আগে সে রকম ব্যবস্থাই করে যাবে। ওর নিজস্ব রসিকতার সঙ্গে বলেছিল, দু'দিন সবুর কর মিয়া, নিজের অবস্থাটা একটু ফিরুক, আমি সবাইকে মুক্তি দিয়ে যাব। কাউকে কোনো টাকা শোধ করতে হবে না। বলেছিল উইল করে সকলের ঋণ মাফ করে যাবে।

জয়নাব : উইল?

আকন্দ : জ্বি। বলতে আর লজ্জা কী! আমি অনেকটা ওই উইলের খোঁজ নিতে এসেছিলাম। দেখতেও এসেছিলাম আর ভেবেছিলাম ওই সঙ্গে একবার ওকে ওয়াদার কথা মনে করিয়ে দিয়ে যাব। জামাল ব্যবসায়ী ছিল বটে কিন্তু ওয়াদার বরখেলাপ করেনি কোনোদিন।

জয়নাব : জামাল কোনো উইল করে যায়নি।

আকন্দ : কী বলেন?

জয়নাব : আধঘন্টা আগে উইল করবার জন্য উকিল ডাকতে লোক পাঠানো হয়েছিল। এখনো কেউ আসেনি।

আকন্দ : হায়, খোদা!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জয়নাব : শুনে খুব আঘাত পেলেন, না ? কিন্তু আপনার চেয়ে আমাদের দুঃখের পরিমাণ অনেক বেশি। এখন ওর সকল সম্পত্তি কে লাভ করবে জানেন? ওর সেই প্রথম পক্ষের লম্পট সন্তানটি। পোড়াকপালি সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

আকন্দ : (অপরের দুঃখে অভিভূত হয়ে) ইয়া খোদা! আপনি আমাকে কী ভয়ানক কথা শোনালেন !

জয়নাব : নসিব, সবই নসিব। কাকে কী বলব ?

আকন্দ : কিন্তু এ অন্যায়। ঘোরতর অবিচার। আজরাইল আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে পারল না ? মরবার সময় একটা লোক তার শেষ সদিচ্ছা পূর্ণ করার অবকাশ পেল না ? আল্লার বিচার! আপনারা ঠিক জানেন কোনো উইল করে যায়নি ?

জয়নাব : মরবার আগে জামাল নিজ মুখে সে কথা বলেছে। এই বিশ মিনিট আগে। উকিলের অপেক্ষায় যখন সকলে বসেছিলাম তখন জামাল তার সকল মনোবাঞ্ছা আমাদের কাছে প্রকাশ করে।

আকন্দ : উহ্! কী ভয়ানক কথা! আপনারা আর কিছুক্ষণ ওকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলেন না ?

জয়নাব : আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি।

আকন্দ : বলকারক কিছু খাইয়েছিলেন ? হুইসকি, অক্সিজেন, কিছু দিতে চেষ্টা করেছিলেন?

জয়নাব : আকন্দ সাহেব আপনি ভুলে যাবেন না, আমি এক সময়ে হাসপাতালে নার্সের কাজ করেছি। যা কিছু করার ছিল, সব করেছি।

আকন্দ : আমাকে মাফ করবেন। এ সময়ে আপনার চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি পাশে কে থাকতে পারত! আমি শোকে দিশেহারা হয়ে কি বলতে কি বলেছি নিজেই জানি না। আমাকে মাফ করবেন।

জয়নাব : না না না। আপনার মনের কষ্ট কি আমরা বুঝি না। যে অবিচার ঘটেছে তা আমাদের সকলের জন্যই দুঃখজনক।

আকন্দ : (বসে পড়ে আপন মনে বিড় বিড় করে) অবিচার ? বঞ্চনা। প্রবঞ্চনা।

[তিনজনই কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে বসে থাকে। মরিয়ম তেমনি মাথা গুঁজে বসে আছে। জয়নাব গভীরভাবে কি যেন চিন্তা করছে এবং বারবার আকন্দ সাহেবের চেহারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে। এক সময়ে হঠাৎ যেন কিছু আবিষ্কার করেছে এই উল্লাসে উঠে দাঁড়ায়। আড়চোখে একবার মরিয়মকে দেখে, মরিয়ম পূর্ববৎ নিঃসাড়। জয়নাবের চোখ-মুখ কোনো নতুন সংকল্পে জ্বলে উঠেছে। সমস্ত অঙ্গে ফুটে ওঠে সতর্কতা ও দৃঢ়তা। মরিয়মের দিকে এগিয়ে যায়।]

জয়নাব : মরিয়ম আমার শোবার ঘরে ইউডিকোলোনের শিশি আছে। নিয়ে এসো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা রুমালও এনো। (মরিয়ম বেরিয়ে যেতেই জয়নাব আকন্দ সাহেবের কাছে ছুটে যাবে এবং ফিস ফিস করে তাকে বলতে থাকবে) আপনি ঠিকই বলেছেন। নসিব আমাদের সঙ্গে চরম বঞ্চনা করেছে। জামালকে তার সদিচ্ছা পালনে মৃত্যু এসে কেন বাধা দিল? কেন আমরা বঞ্চিত হলাম ? এ ঘোর অবিচার।

আকন্দ : (থতমত) সেতো বটেই। কিন্তু উপায় কী ?

জয়নাব : আছে। আমি আপনাকে সে উপায়ের পথ বাতলে দিতে পারি।

আকন্দ : কী রকম ?

জয়নাব : এক মুহূর্তও সময় নেই। মন দিয়ে শুনুন। আগে আমাদের দু'জনের এক মত হওয়া চাই। পরে মরিয়মকে বলব। হয়তো প্রথমে মানতে চাইবে না, কিন্তু পরে না মেনে পারবে না। আপনাকে জামাল হতে হবে।

আকন্দ : আমাকে ?

জয়নাব : হ্যাঁ আপনাকে। আপনাদের দু'জনের চেহারায় অনেক মিল। এই নতুন উকিলও জামালকে খুব বেশি ক'বার দেখেনি। এক রকম জানে না বললেই হয়, তাছাড়া নাক-মুখ পেঁচিয়ে পুরু ব্যান্ডেজ বাঁধা থাকবে। জোরে কথা বলতে পারবেন না দুর্বলতার জন্য। হাত ভেঙ্গে গেছে, লিখতে কষ্ট হবে। কোনোরকম মুখে মুখে উইলের কথা বলে দেবেন। দস্তখত পর্যন্ত স্পষ্ট হবে না। যা হয়, একটা আঁক রেখে দেবেন, আমরা সাক্ষি হব।

আকন্দ : ইয়া আল্লা!

জয়নাব : এর মধ্যে কঠিন কিছু নেই।

আকন্দ : কিন্তু, ঐ জামাল, ওর কী করবেন ?

জয়নাব : আমি তার ব্যবস্থা করব। উকিল চলে না যাওয়া পর্যন্ত কোথাও সরিয়ে রাখব। এখন সব আপনার হাতে। আপনি আমাদের সকলকে রক্ষা করতে পারেন। জামালের শেষ ইচ্ছা পূরণে সাহায্য করতে পারেন। নিজের পাওনাটা আদায় করে নিতে পারেন। এ আপনার অধিকার, আপনার কর্তব্য। তাড়াতাড়ি বলুন, রাজি আছেন। তাড়াতাড়ি বলুন, মরিময় এসে পড়ল বলে।

আকন্দ : (অর্ধসম্মোহিত) রাজি।

[মরিয়ম রুমাল ও ইউডিকোলোন নিয়ে প্রবেশ করে]

জয়নাব : মরিয়ম, আমি তোমাকে সব সময়ে আমার পাশে পেতে চাই।

মরিয়ম : আমি কখনো তোমার কাছ ছাড়া হবো না মা।

জয়নাব : সকল ভুলের প্রতিকার আমি করব, কিন্তু তোমার সর্বপ্রকার সাহায্য চাই।

মরিয়ম : তুমি কীসের কথা বলছ মা ?

জয়নাব : আমি চাই জামালের শেষ ইচ্ছা পূরণে তুমি আমাকে সাহায্য কর।

মরিয়ম : কোন ইচ্ছা মা ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জয়নাব : (শক্ত করে মরিয়মের হাত ধরে, চোখে চোখ রেখে) মরার আগে জামালের একান্ত ইচ্ছা ছিল উইল করে যাওয়ার, যাতে তোমার প্রতি, আমার প্রতি, এই মি. চুন্নু মিয়া আকন্দের প্রতি-সকলের প্রতি ন্যায় বিচার হয়।

[মরিয়ম শিউরে ওঠে কিন্তু হাত ছাড়াতে পারে না। ভয়ার্ত চোখে মাকে দেখে।]

মরিয়ম : মা এ তুমি কী বলছ ? সে রকম কোনো ইচ্ছা ওর থাকলেও এখন আমরা তার কী করতে পারি ?

জয়নাব : খুব সহজে পারি। আকন্দ সাহেবকে দেখ। ঠিক জামালের চেহারা। জামালের সঙ্গে জায়গা বদল করে উনি উইল করে দেবেন।

মরিয়ম : (সবটা পরিকল্পনা হৃদয়ঙ্গম করে) ওহ, না না না।

জয়নাব : বোকার মতো কোরো না। আমরা ঠিকই বলছি। এটাই ন্যায় বিচার।

মরিয়ম : মা।

জয়নাব : (ক্রুদ্ধ) হ্যাঁ, এটাই ন্যায়সঙ্গত, তুমিও সে কথা জানো। এখন আর দেরি করো না। যে কোনো মুহূর্তে উকিল সাহেব এসে পড়তে পারেন। (আকন্দকে) আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

মরিয়ম : (ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ে) না, না, না। এ আমি কিছুতেই পারব না।

জয়নাব : অবুঝের মতো কোরো না। (মরিয়ম তবু মাথা নাড়ে) বেশ, তোমার যা খুশি করো। আকন্দ সাহেব আপনি আমার সঙ্গে আসুন। আগে আপনার পোশাকটা পাল্টে নিতে হবে। তারপর মুখে মাথায় পট্টি বাঁধব। (মরিয়মকে) আমরা তৈরি না হওয়া পর্যন্ত দয়া করে কাউকে ঘরের মধ্যে ঢুকতে দিও না। আসুন।

আকন্দ : নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আমি তৈরি। তবে ভাবছি এতে ঠিক কী লাভ হবে।

জয়নাব : অনেক কিছু। আপনার লাভ দু'হাজার টাকা। আমাদের লাভ সুবিচার। তাছাড়া ভুলে যাবেন না জামালের শেষ ইচ্ছা পূরণের চেষ্টা করাও আমাদের কর্তব্য। আর দেরি না করে চলে আসুন। আমরা অন্যায় কিছু করছি না। আসুন।

[আকন্দ সাহেবকে ঠেলে নিয়ে বেরিয়ে যাবে জয়নাব। মরিয়ম বাহ্য জ্ঞানহারা হয়ে বসে বসে হাতের মুঠ খোলে এবং বন্ধ করে। টেলিফোন বেজে ওঠে, মরিয়ম টেলিফোন ধরে।]

মরিয়ম : জ্বি। আমি মিসেস জামালউদ্দিন বলছি। কে ? আপনি কে বলছেন ? হায়দার শেখ ? উকিল সাহেব ? জ্বি জ্বি মানে উনি, উনি— (গলায় কথা আটকে যায়। কিছু বলতে পারে না। সাহস করে না। কিছু না বলেই টেলিফোনটা রেখে দেয়) না, না, আমি পারব না।

(আবার টেলিফোন বেজে ওঠে, মরিয়ম নিরুপায় হয়ে টেলিফোন তুলে নেয়। ক্ষীণ কণ্ঠে থেমে থেমে মরিয়ম টেলিফোনে কথা বলে) জ্বি, আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসেস জামালউদ্দিন। টেলিফোনটা হঠাৎ কেটে গিয়েছিল। হ্যাঁ, বিছানায় শুয়ে আছেন। অবস্থা খুবই খারাপ। আপনি এক্ষুণি চলে আসুন। যত তাড়াতাড়ি পারেন। আপনি কোথায় আছেন এখন ? ট্যাকসিতে আসতে মাত্র পাঁচ সাত মিনিট লাগবে ? জ্বি অশেষ ধন্যবাদ। আমরা অপেক্ষা করছি। (মরিয়ম টেলিফোন রেখে দেয়। লক্ষ্য করে না যে, ততক্ষণে মিসেস জয়নাব মল্লিক আকন্দ সাহেবকে নিয়ে ফিরে এসেছে। আকন্দের পরনে জামালের ডোরাকাটা পাজামা শার্ট। গলার উপর থেকে পুরো করে পট্টি জড়ানো। মরিয়ম মুখ ঘুরিয়ে ঐ মূর্তি সামনে দেখে চিৎকার করে ওঠে)

আকন্দ : (তারও গলা কাঁপছে) না , না , ভয় পাবেন না মিসেস জামাল।

মরিয়ম : (ক্ষীণ কণ্ঠে) আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে, হায়দার শেখ, উকিল সাহেব আসছেন।

জয়নাব : (সকল কর্তৃত্ব গ্রহণ করে।) ঠিক আছে। আমি তোমার উপর খুব খুশি হয়েছি মা। যদি কিছু করতে ইচ্ছা না করে, কোরো না। দরকারও নেই তুমি চুপ করে এক পাশে বসে থেকো। (আকন্দকে) আপনি আসুন, দেরি করবেন না আর। (আকন্দকে সঙ্গে নিয়ে বিছানার কাছে এগিয়ে যায়)

আকন্দ : (ফিসফিস করে) ওঁকে, মানে এটাকে কোথায় রাখবেন ?

জয়নাব : (বিছানার মুখোমুখি যে আলমারিটি সেটা দেখিয়ে) ওর মধ্যে ভরে ডালা বন্ধ করে দিলেই হবে।

আকন্দ : ইয়া খোদা ! বেশ, বেশ, তাই হোক।

[চাদর সরিয়ে দু'জন মিলে জামালের দেহ সরাতে চেষ্টা করে। ভারি শরীর। টানাটানি করা কষ্টসাধ্য। একবার ওদের হাত থেকে মুর্দা ধড়াস করে মাটিতে পড়ে যায়। মরিয়ম আর্তনাদ করে ওঠে এবং অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। কেবল মুর্দা টানা হেঁচড়া করার শব্দ এবং সেই শ্রমজনিত কারণে মিসেস মল্লিক এবং আকন্দ সাহেবের দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের ধ্বনি ছাড়া চারদিক নিরব, নিস্তব্ধ। অবশেষে তারা মুর্দাকে কোনোরকমে আলমারির মধ্যে ঠেলে ঠুসে দেয় এবং চাপাচাপি করে ডালা বন্ধ করে। আকন্দ কপালের ঘাম মোছে।]

বাবা বাঁচা গেছে! যা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ওহ্, কী সাংঘাতিক কাণ্ড! কী সাংঘাতিক!

জয়নাব : নিজেকে আরও শক্ত করে নিন। অত সহজে বিচলিত হলে চলবে কেন ? নিজে উদ্যোগী না হলে খোদাও সাহায্য করে না।

[চুন্নু মিয়া আকন্দ জীবন দর্শনের সমুদ্রে নিমগ্ন হয়। দেয়াল, জানালা, মিসেস মল্লিক সব কিছু ভেদ ও অতিক্রম করে মহাশূন্যে নিজের দৃষ্টি প্রসারিত করে দেয়। ক্রমে মুখে ফুটে ওঠে একটা স্বর্গীয় হাসি। জয়নাব তা লক্ষ্য করে বলে।]

জয়নাব : এবার বোধহয় সব বুঝতে পারছেন। সব সংশয় কেটে যাচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকন্দ : আমার কেবলই মনে হচ্ছে সবটা ঘটনার মধ্যে যেন একটু কৌতুকও মেশানো রয়েছে। কী বলেন ? একটু উৎকট গোছের হলেও কৌতুক তো বটেই। হেঁ হেঁ হেঁ!

[দরজায় কে ঘন্টা বাজায়, সবাই চমকে ওঠে]

জয়নাব : (আকন্দকে) জলদি বিছানায় ঢুকে পড়ুন। (ঠেলে আকন্দকে বিছানায় শুইয়ে দেয়। মরিয়মকে) এবার মা তুমি ওকে ভেতরে নিয়ে এসো।

[মরিয়ম দরজার দিকে এগিয়ে যায়। জয়নাব শেষবারের মতো বিছানাটা দেখে নেয়। এগিয়ে গিয়ে আকন্দকে চাপা গলায় নির্দেশ দিতে থাকে।]

সব দুর্বলতা মন থেকে মুছে ফেলুন। শক্ত হোন। মনে থাকে যেন আপনার শরীর খুব দুর্বল। গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুতে চায় না। বেশি নড়া-চড়া করবেন না। শুধু কষ্টে-সৃষ্টে মুখে দু'একটা কথা বলবেন। কী বলতে হবে সেতো বুঝতেই পারছেন। সব মরিয়মের নামে দান করে যাবেন। আমাকে কিছু দেবেন না যেন, তাহলে আমি আবার সাক্ষি হতে পারব না।

আকন্দ : (জড়ানো জিহ্বায়) বুঝেছি, মনে রাখব।

[মরিয়ম প্রবেশ করে। সঙ্গে হায়দার শেখ, উকিল, হাতে পোর্টফোলিও ব্যাগ।]

মরিয়ম : ইনিই হায়দার শেখ। উকিল সাহেব। (অভিনন্দন বিনিময়)

জয়নাব : আপনাকে দেখে আশ্বস্ত বোধ করছি। আমাদের ভয় ছিল হয়তো শেষ পর্যন্ত আপনি আসতে পারবেন না। যাহোক খুব সময় মতো এসেছেন।

হায়দার : না, না, সে কেন হতে যাবে। আপনারা হয়তো যতটা নয় তার চেয়ে বেশি আশঙ্কা করেছেন।

জয়নাব : ওর যা অবস্থা তার চেয়ে বেশি খারাপ কী হতে পারে ভাবতে পারি না।

হায়দার : সত্যি! এতই খারাপ! আমি না জেনে যা বলেছি তার জন্যে মাফ চাইছি। (মরিয়মকে) আপনার স্বামীকে বলুন আমি এসেছি। উনি কি এখন ঘুমুচ্ছেন ?

জয়নাব : ঠিক ঘুম নয়, তন্দ্রার মতো। সর্বক্ষণই এই রকম। শরীরও খুব দুর্বল। উঠে বসে যে লিখতে পারবে তা মনে হয় না। উইলটা হয়তো মুখেই মুখেই বলে দেবে। ওকে নড়তে দিতে আমাদের সাহস হয় না। হাত একেবারে মুচড়ে ভেঙ্গে গেছে। ভালো করে নাম সই করতে পারবে বলেও মনে হয় না। আদ্যক্ষর কোনোক্রমে আচড়ে দিলেও দিতে পারে।

হায়দার : হবে, তাতেই হবে। আপনি সাক্ষি হিসেবে সনাক্ত করে দেবেন।

জয়নাব : তাহলে ওকে বলি যে আপনি এসেছেন। জামাল বাবাজি । (খুব মৃদুভাবে নাড়া দিয়ে) বাবাজি! উকিল সাহেব এসেছেন।

আকন্দ : (খুব ধীরে ধীরে ক্ষীণ কণ্ঠে) কে ? হায়দার শেখ ? হায়দার শেখ এসেছে ? বড় মেহেরবানি! (একটু জোরে) শরীর বড় দুর্বল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হায়দার : (এগিয়ে এসে) শুনে আমরাও খুব দুঃখিত হয়েছি। তবে আশাকরি-

আকন্দ : (সময় নষ্ট করতে নারাজ) সরাসরি কাজ আরম্ভ করা যাক। ভণিতায় ব্যয় করার মতো অতিরিক্ত শক্তি আমার নেই। সময়ও নেই। কোনোরকমে মরার আগে উইলটা করে যেতে চাই। (একটু থেমে শ্বাস টেনে আবার আরম্ভ করে) আপনি তৈরি তো ? আমি মুখে মুখে বলে যাই। লিখে নিন।

[হায়দার শেখ ব্যাগ খুলে কাগজপত্র বার করে বিছানার পাশে ঠিক হয়ে বসে]

হায়দার : বলুন জনাব।

আকন্দ : (মুমূর্ষু ব্যক্তির কণ্ঠে) আমার উইল অল্প কয়েক কথায় শেষ হয়ে যাবে। বেশি ছোট হলেও কোনো দোষ আছে ?

হায়দার : মোটেই নয়। আপনি অল্প কথায় আপনার ইচ্ছা প্রকাশ করুন, আমি সেটাই আইনের ভাষায় আঁটসাঁট করে লিখে দিচ্ছি।

আকন্দ : বেশি আইনের মারপ্যাঁচ আমি চাই না। আমার যা ইচ্ছে তা আমি সরাসরি সরল ভাষায় প্রকাশ করার পক্ষপাতি।

হায়দার : না, না, মারপ্যাঁচ থাকবে কেন। ভাব দ্ব্যর্থহীন এবং স্পষ্ট হলেই হলো।

আকন্দ : আমার যা বক্তব্য তার মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা নেই। তবে আপনাকে একটা কথা আগে-ভাগে বলে রাখতে চাই। আমার নিকটতম আত্মীয় দু'জন আমার স্ত্রী এবং আমার প্রথম পক্ষের পুত্র সন্তান।

হায়দার : জ্বি, আমি জানি।

আকন্দ : আপনাকে যে কথাটা জানিয়ে রাখতে চাই। আমার স্বাভাবিক স্নেহ ভালোবাসা যাদের জন্য থাকা উচিত যদি উইলে আমি তাদের বিশেষ কোনো মর্যাদা দান না করি, বুঝবেন, তার বিশেষ কোনো কারণ রয়েছে।

হায়দার : শুনেছি আপনার পুত্র নাকি কোনো দাসীর সঙ্গে-

আকন্দ : সেসব কথা এখন থাক। আপনাকে শুধু এটুকু বুঝলেই হবে যে, সাধারণ স্নেহ-ভালোবাসার মানদণ্ডে আমার উইল যদি অস্বাভাবিক মনে হয়, জানবেন নিশ্চয়ই তার কোনো সঙ্গত কারণ রয়েছে।

হায়দার : নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। উইল রচনার পেছনে কী কী কারণাদি সক্রিয় থাকে তা অনুসন্ধান করা আমাদের পেশা নয় এবং উইলের কার্যকারিতাও সেসব কারণাদির ওপর নির্ভর করে না।

আকন্দ : খুব ভালো কথা। আপনার কথা শুনে আশ্বস্ত হলাম। বড় শান্তি পেলাম। তাহলে আর কি, আমি আরম্ভ করি! আপনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন তো ?

হায়দার : খুব।

আকন্দ : লিখুন। আমি জামালউদ্দিন সৈয়দ অদ্য চৌঠা জানুয়ারি সজ্ঞানে আমার শেষ উইল রচনা করলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হায়দার : (লেখা শেষ করে) রচনা করলাম।

আকন্দ : আমার সকল সম্পত্তি—

হায়দার : স্থাবর-অস্থাবর কিছু বললে ভালো হয়।

আকন্দ : আমার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি—

হায়দার : যাবতীয় বা সর্বপ্রকার এই রকম কোনো কথা যোগ করে দেব কি ?

আকন্দ : দিন দিন। আমি দান করে গেলাম— দানইতো বলব, না অন্য কোনো শব্দ আছে ?

হায়দার : দান ঠিক আছে।

আকন্দ : দান করে গেলাম আমার বিশ্বস্ত ও একনিষ্ঠ বন্ধু চুন্নু মিয়া আকন্দকে।

[জয়নাব ভয়ানকভাবে চমকে ওঠে! মরিয়ম যে এতক্ষণ হত-চেতন অবস্থায় বসেছিল সেও 'ওহ' বলে আর্তনাদ করে ওঠে। আকন্দ ক্ষীণতর কণ্ঠে বলে চলে]

বিনাশর্তে, স্থায়ীভাবে— এসব কথা যোগ করার দরকার আছে কি ?

হায়দার : (বুঝতে পারে যে ঘটনা একটা নাটকীয় তুঙ্গে আরোহণ করেছে তবু, পেশাগত নৈর্ব্যক্তিক প্রশান্তি মুখে ফুটিয়ে) সেটা আরো ভালো হয়।

আকন্দ : তাহলে তাও যোগ করে দিন।

হায়দার : উইলের একজিকিউটর বা ব্যবস্থাপনাকারী কে হবেন সেটাও যদি এই সঙ্গে বলে দিতেন।

আকন্দ : চুন্নু মিয়া আকন্দ নিজেই একজিকিউটর হবেন।

হায়দার : অতি উত্তম। (খসখস করে লিখতে থাকে)

[ঘরের অন্য কোণে তখন বিস্ফোরণমুখো আগ্নেয়গিরির উত্তাপ সঞ্চিত হয়েছে। পাণ্ডুগণ্ড ক্রুদ্ধ মিসেস জয়নাব মল্লিক দ্রুত পায়ে কন্যার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়, চাপা গলায় তাকে কি যেন বলে। মরিয়ম অস্ফুট স্বরে দু'একটা শব্দমাত্র উচ্চারণ করে এবং মাথা নাড়ে]

আকন্দ : সমস্ত উইলটা একবার পড়ে শোনাবেন কি ?

হায়দার : আমি জামালউদ্দিন সৈয়দ, ৪৭/২, জামশেদী রোড,পোঃ-উয়ারী , থানা-সূত্রাপুর, জিলা-ঢাকা, অদ্য ৪ঠা জানুয়ারি ১৯৬৮ ইং আমার সর্বশেষ উইল রচনা করিলাম। আমি সজ্ঞানে আমার যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিনা শর্তে স্থায়ীভাবে আমার বিশ্বস্ত ও একনিষ্ঠ বন্ধু চুন্নু মিয়া আকন্দকে দান করিয়া গেলাম এবং গ্রহীতা উক্ত চুন্নু মিয়া আকন্দকেই অত্র উইলের একজিকিউটর নিযুক্ত করা হইল এবং সম্পত্তি বন্টন সম্পর্কিত পূর্ববর্তী যাবতীয় দলিলাদি এতদসঙ্গে বাতিল তামাদি নাকচ করা হইল। দলিল স্বাক্ষরকারীর স্বাক্ষরের সাক্ষি প্রত্যক্ষ করিয়া নিম্নে তাহা সনাক্ত করিল। ইতি তাং ৪/১/৬৮ইং।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকন্দ : আমি ঠিক যেমনটি চেয়েছিলাম। মা, কৃতজ্ঞতায় সামান্য চিহ্ন স্বরূপ ভেবেছিলাম আপনার নামেও কিছু লিখে দিয়ে যাই। কিন্তু আপনি গ্রহীতা হলে সাক্ষি হতে পারবেন না এই ভয়ে বিরত হলাম। আমার বর্তমান অবস্থায় আপনি হয়তো সাক্ষি হওয়াটাকেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করবেন।

জয়নাব : (মহাক্রোধে) আপনার উইলের সাক্ষি আমি হবো না। মরিয়মও হবে না।

আকন্দ : বেশ আপনারা রাজি না হলে এমরানকেই ডেকে পাঠান। দেখে শুনে সে-ই সই করুক। আইনের চোখে সবাই সমান।

জয়নাব : ওহ্। থাক এর মধ্যে আবার চাকর ডেকে আনার দরকার নেই। আমি সই করব।

আকন্দ : আমি জানতাম আপনি করবেন। (উকিলকে) দলিলটা আমার হাতের কাছে এগিয়ে দিন। এইহাতে কি আর সই করতে পারব ? কলমটা মুঠ করে ধরতে পারলে, দু' এক আঁচড়ে আদ্যক্ষর লিখে দিতে চেষ্টা করছি। (কোনোরকমে দলিলে আঁচড় কাটে) যাক আমার কাজটুকু তো শেষ করলাম। এবার সাক্ষিদের দিয়ে সই করান। সবটা দেখে যেতে পারলে আমার মরতেও আর কষ্ট হবে না। একবার অনুরোধ করে দেখেন যদি মরিয়মও সই করতে রাজি হয় তা হলে ও'র প্রতি আমি চির কৃতজ্ঞ থাকব।

[উভয় মহিলা অতি ধীরে ধীরে এবং উকিল দ্রুত ও সহজে দলিলে নাম স্বাক্ষর করে]

হায়দার : জামাল সাহেব, সবার সই নেওয়া হয়েছে।

আকন্দ : বড় মেহেরবানি। আপনার ঋণ জীবনে কোনোদিন শোধ করতে পারব না। উইলটা আমার কাছেই থাক শেখ সাহেব। আমার মনে হচ্ছে ওটা একবার হাতের মুঠোর মধ্যে লাভ করার পর মরে গেলেও সুখ। মানুষের খেয়াল কত অদ্ভুত, না ? হেঁ হেঁ হেঁ। আজ মরতে বসেছি বলে আপনারাও আমাকে কত রকমে খুশি রাখতে চেষ্টা করছেন।

হায়দার : আপনি মন্দ দিকটাই বেশি ভাবছেন। আমিও মনে করি, আপনি নিশ্চয়ই বেঁচে উঠবেন এবং দীর্ঘকাল বেঁচেও থাকবেন।

আকন্দ : হেঁ হেঁ হেঁ। আমিও সেই আশাই পোষণ করি। আমার বাসনা— বেঁচে থাকি, বছরের পর বছর, বহু দীর্ঘ বছরের পর বছর। কিন্তু মাঝে মাঝে এও মনে হয়, জনাব জামালউদ্দিন সৈয়দ ইতিমধ্যেই মৃত, বিগত। যাক এসব কথা। আপনাকে হয়তো অযথা আটকে রাখছি। অথচ কী আশ্চর্য, আপনারা আমাকে আটকে রাখতে পারছেন কৈ ? হেঁ হেঁ হেঁ। কোনোমতেই পারবেন না। অবশ্য আটকে রাখেন এও আমি চাই না। যদি কাউকে আটকে রাখতে হয় তবে মরহুম জামালউদ্দিন সৈয়দকেই আটকে রাখবেন। আমাকে নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হায়দার : (মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রলাপে অস্বস্তি বোধ করে, চলে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়) এই ধরুন আপনার উইল। (বালিশের নিচে গুঁজে দেয়) আমি এখনো বিশ্বাস করছি আপনি যা আশঙ্কা করছেন তার চেয়ে অনেক বেশি দিন বেঁচে থাকবেন।

আকন্দ : সে হবার জো নেই। আমি সব দিক ভেবে-চিন্তেই বলছি জামালউদ্দিনের মরে যাওয়াই ভালো। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। খোদা হাফেজ।

[চুনু মিয়া আকন্দ হাত দিয়ে উইল চেপে ধরে, মুখে শান্তি ও ক্লান্তির মিশ্রিত ভাব ফুটিয়ে চোখ বন্ধ করে, মহিলা দু'জনে উঠে দাঁড়ায়। হায়দার শেখ টেবিল থেকে তার ব্যাগ তুলে নেয়। মেয়েদের কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্যে এগিয়ে আসে।]

হায়দার : এখন তবে আসি মিসেস মল্লিক।

জয়নাব : খোদা হাফেজ।

হায়দার : আসি মিসেস জামাল। আপনি অত চিন্তিত হবেন না। আমি এখনো বিশ্বাস করি অপ্রত্যাশিতরূপে মঙ্গলকর কিছু যে-কোনো মুহূর্তে ঘটতে পারে।

মরিয়ম : অনেক ধন্যবাদ। খোদা হাফেজ।

[হায়দার শেখ দরজার দিকে পা বাড়াতেই অপ্রত্যাশিতভাবে হোঁচট খায়। টাল সামলাবার জন্য আলমারির হাতল চেপে ধরে। সমস্ত আলমারিটা দুলে ওঠে। ডালা সশব্দে খুলে যায় এবং ভেতর থেকে মরহুম জামালউদ্দিন সৈয়দের লাশ মেঝের ওপর পড়ে। ভয় পেয়ে হায়দার শেখ এক লাফে দূরে সরে যায়। আকন্দ ভয়ার্ত বিস্ফারিত চোখে বিছানার ওপর উঠে বসে। জয়নাব অভিভূত। মরিয়ম দু'হাতে চোখ ঢেকে তারস্বরে চিৎকার করতে থাকে।]

[যবনিকা]

লেফটন্যান্ট কর্নেল ইলিয়ট ক্রশে-উইলিয়ামস্ রচিত 'ই এ্যাণ্ড ও ই' নাটিকার বাংলা রূপান্তর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুর্গণ খাঁর হীরা

রহস্যময় প্রহসন

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চরিত্র

মা

রাবা

মেয়ে

আগন্তুক

আবিদ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[মহানগরের উপকণ্ঠে কোনো মধ্যবিত্তের বাড়ি। বসবার ঘর। দর্শকের বাঁয়ে বড় কাচের জানালা। মঞ্চের পেছনে, ডান ধারে দরজা। সাধারণ আসবাবপত্র। দেয়ালে ঘড়ি। সময়, সন্ধ্যের কিছু পর। বাবা খবরের কাগজ পড়ছে। মা বুনছে। মেয়ে একটি বৃহদাকার পুস্তকে মনোনিবেশ করতে সচেষ্ট]

মা : এই একঘেয়ে জীবনের মধ্যে কোনো আনন্দ নেই।

বাবা : হুম্।

[মেয়ে চোখ তুলে উভয়কে একবার দেখে বইয়ে মন দেয়]

মা : বিকেল থেকে সময় আর কাটতে চায় না। সেই একই রকম সন্ধ্যা, একই রকম রাত। চা খাও, ঝিমোও। ভাত খাও, ঘুমোও। রোজই এক রকম। কোনো রদবদল নেই।

বাবা : শুধু তোমার একার নয়, আমাদের সকলের জীবনই ঐ রকম।

মা : তোমাদের কথা আলাদা।

বাবা : আলাদা কী রকম?

মা : সকালবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও। কাজে-অকাজে সারাদিন বাইরে কাটাও।

বাবা : আমি ঘরে বসে থাকলে সংসার চলবে?

মা : আমি সেকথা বলেছি নাকি? তুমি জানো, তোমার কোনো কাজে আমি কখনো বাধা দেইনি।

বাবা : বাধা দেবার মতো কাজ না করলে বাধা দেবে কেন?

মেয়ে : দোহাই তোমাদের, তোমরা এবার একটু থামবে?

মা : দেখ্ পরী, তোকে অনেকদিন বলেছি, আমাদের কথার মধ্যে মাথা গলাবি না। অসুবিধা হলে অন্য ঘরে চলে যা।

মেয়ে : আমার নাম পরী নয়।

বাবা : মেয়েটা বলে কী?

মেয়ে : আমার নাম মোহসেনা।

বাবা : বাপরে বাপ! মেয়ের ঠাট দেখ!

মা : ও ঠিকই বলেছে। কতকাল আর পরী হয়ে থাকবে? সকলের মনই রং বদলাতে চায়।

মেয়ে : মাঝে মাঝে তোমাদেরও রং বদলানো উচিত। তিন শ' পঁয়ষট্টি দিন একই রকম। আমারও ভালো লাগে না।

বাবা : তুইও আরম্ভ করলি নাকি?

মেয়ে : মার কথা মতো আজ সিনেমা দেখতে গেলেই হতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবা : হ্যাঁ, সবাই মিলে সিনেমা দেখতে যাই আর আবিদ এসে দরজা তালাবদ্ধ দেখে ফিরে যাক।

মেয়ে : সন্ধ্যার পর ও আসতে পারত না! বিকেল থেকেই তো কাজে ব্যস্ত থাকে।

বাবা : কী কাজে ব্যস্ত থাকে আল্লাই জানে।

মেয়ে : সে কথা আমাদের জানতেই হবে তার কোনো মানে নেই।

মা : আমাদের না বলুক। তোকে তো সব কথা খোলাখুলি বলবে। কী কাজ করে ও?

বাবা : কথাটা আমিও অনেকবার জিজ্ঞেস করতে চেয়েছি। আবিদ কী করে?

মেয়ে : কী আবার করবে, চাকরি করে।

মা : এর বেশি তোকেও কিছু বলেনি?

বাবা : সব কথা খুলে বলতে ওর এত আপত্তি কেন? আশা করি কোনো দুর্নীতির কাজে লিপ্ত থাকে না।

মেয়ে : তোমরা কী যে বলো!

মা : তা তুই বলে দিলেই পারিস, কী করে।

মেয়ে : ও কারও কাছে এখনও সেকথা প্রকাশ করতে চায় না।

বাবা : এটা একটা কথা হলো নাকি?

মা : তোমরা আছ বেশ। তুমি আছ তোমার কাজকর্ম নিয়ে, পরী ব্যস্ত ওর নিজের জীবন সমস্যা নিয়ে। শুধু আমার দিনগুলোই ফাঁকা রয়ে গেল। সেখানে কিছুই ঘটে না। কিছুই করার নেই।

বাবা : তোমার আবার নতুন কিছু করার কী থাকবে? আর সব বাড়ির গিন্নীদের দিন যেমন করে কাটে, তোমারও তেমন করেই কাটবে। এ নিয়ে আজ হঠাৎ তোমার এত আক্ষেপ কিসের জন্য জানি না। এই তো গত মাসে দশ দিনের জন্য বাপের বাড়ি বেড়িয়ে এলে।

মা : এক বাড়ি থেকে আর এক বাড়ির মধ্যে, একে বেড়ানো বলো?

বাবা : আমি তো জানতাম মেয়েদের কাছে নিজের ঘর-সংসারের চেয়ে প্রিয় অন্য কিছু নেই।

মা : আমার নিজের সংসার আমি ভালোবাসি না, এমন কথা আমি বলিনি।

বাবা : কী বলতে চেয়েছ?

মা : ঘরে ফিরে আসা সুখের, কিন্তু ঘরের মধ্যে বন্দি হয়ে থাকাটা সুখের নয়।

মেয়ে : মা আসলে ভারি রোমান্টিক!

মা : ও কথাটার অর্থ কিরে পরী? তোকে আরও দু'একবার বলতে শুনেছি।

বাবা : তুই বলিস কি পরী? এই বয়সেও রোমান্টিক!

মা : কথাটার অর্থ তুমি জানো না কি?

বাবা : জানব না কেন? ও হলো মনের একটা ঝোঁক। একটা বাসনা। সমুদ্রের, স্বপ্নের, ভালোবাসার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা : আমিতো এর মধ্যে নিন্দার কিছুই দেখছি না।

বাবা : ভালো বলেছ।

মা : আমি সব সময়েই চেয়েছি বেরিয়ে পড়তে। দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতে।

মেয়ে : যাঃ তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে পৃষ্ঠাটাই হারিয়ে গেল।

মা : হারিয়ে ফেলেছিস, না! আমারও থেকে থেকে এই রকম মনে হয়। মনে হয় যেন কিছু পৃষ্ঠা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। খুঁজছি কিন্তু পাই না।

বাবা : বেশ তো সুখে-শান্তিতে ঘর-সংসার করছিলে হঠাৎ এসব কথা বলছ কেন?

মা : কেন এরকম মনে হচ্ছে আমিও জানি না। হয়তো এ বাড়িতে আবিদের ঘন ঘন আসা-যাওয়া দেখে আমার মনটাও এলোমেলো হয়ে গেছে।

মেয়ে : আবিদকে দেখে?

মা : বারবার মনে পড়ছে আমিও একদিন নতুন জীবনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকতাম।

বাবা : কী যে বলো আর না বলো!

মা : কেন, আমি বরাবরই এই রকম বুড়ি ছিলাম নাকি?

বাবা : এখন তো বটেই।

মা : সেকথা ওরকম দাঁতে দাঁত চিবিয়ে না বললেও আমি বুঝতে পারতাম।

বাবা : বলো, ফোকলা দাঁতে।

মা : এ একটা রসিকতা হলো।

বাবা : মোটেই নয়।

মা : নিশ্চয়ই তাই।

মেয়ে : (মাকে) আবিদের কথা ভেবে তুমি বিচলিত হবে কেন তা আমিও বুঝতে পারছি না।

মা : সে তুই বুঝতেও পারবি না। পারলে, আবিদের সন্ধ্যা কোথায় কাটে সে খবরও রাখতি।

মেয়ে : এ তোমাদের বাড়াবাড়ি। ওর কাজ ও বোঝে। তোমরা তার ওর মধ্যে মাথা গলাতে চাও কেন?

বাবা : এ তুই কি বলছিস? আমি তোর বাপ। আবিদের উচিত, ও কি চাকরি করে না করে সেসব কথা আমাকে বিস্তারিতভাবে বলা।

মেয়ে : সব কথা তোমাকে বলতেই হবে?

বাবা : নিশ্চয়ই। ওর রুজি রোজগারের ভবিষ্যৎ কি তা আমার ভালো করে জানা দরকার।

মেয়ে : ওর চাকরি নিয়ে ওকে কিছু জিজ্ঞেস করতে ও আমায় বারণ করেছে।

মা : এটা কোনো কথা হলো নাকি?

মেয়ে : বলেছে কাজটা গোপনীয়।

বাবা : তোকে পর্যন্ত খুলে বলেনি!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা : তাও দিনে নয়, রাতে। তোকেও যেমন বুঝিয়েছে, তুইও তেমনি বুঝেছিস।

মেয়ে : কেন, রাতের বেলায় কেউ কোনো কাজ করে না নাকি ?

বাবা : করবে না কেন, তবে সেগুলো সব সময় বলে বেড়াবার মতো নয়।

মেয়ে : তোমাদের সঙ্গে তর্কে পারব না। আমি বই পড়ছি।

[মেয়ে গ্রন্থে মনোনিবেশ করে, মা বুনে চলে, বাবা কাগজের মধ্যে ডুবে যায়। ক্ষণিকের স্তব্ধতা।]

মা : এতক্ষণে বোধহয় সেকেন্ড শোর ছবিও শুরু হয়ে গেছে।

মেয়ে : (বইয়ের পাতা উল্টে) যাক, জায়গাটা খুঁজে পেয়েছি।

মা : কাগজে কোনো খবর আছে ?

বাবা : মন্ত্রীসভার কিছু রদবদল হবে।

মা : হোক গে। কোনো জমকালো খবর নেই?

বাবা : একটা বাচ্চা ছেলে, পয়সা চুরি করে ধরা পড়বার ভয়ে সেটা গিলে ফেলেছে।

মা : বেচারা।

বাবা : এই যে, আরেকটা খবর আছে। যেমনটি তুমি চেয়েছ। লোমহর্ষক চুরি। গুর্গণ খাঁর হীরা উধাও!

মা : বলো কী ? পড় তো সবটা।

মেয়ে : গুর্গণ খাঁ কার নাম ?

বাবা : সোয়াতের এক আমির। 'তিনি সপরিবারে পূর্ব পাকিস্তান পর্যটনে আসিয়া শাহীন হোটেলে অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ মহামূল্য হীরক বেগম গুর্গণ খাঁর কণ্ঠহারের লকেটের শোভা বর্ধন করিত। কোনো দুঃসাহসী চোর অতি কৌশলে সেই হীরক অপসারিত করিয়া ঐ স্থলে একই আকৃতির একটি সুবৃহৎ কাচের মার্বেল বসাইয়া রাখিয়াছিল।'

মা : বলো কি ? বড় কাচের মার্বেলের মতো হীরা ? ওটা নিশ্চয়ই বাতির মতো জ্বলত !

মেয়ে : ওখানে মার্বেল বসিয়ে রাখতে গেল কেন ?

বাবা : আসলটার বদলে একটা কিছু বসিয়ে রাখতে হবে তো।

মেয়ে : হীরার বদলে সব সময়ে কাচের মার্বেল বসিয়ে রাখে নাকি ?

বাবা : হবে হয়তো। কাগজে লিখেছে, পাক-ভারতে এর চেয়ে মূল্যবান হীরা নাকি দ্বিতীয়টি নেই। একেবারে বেমালুম হজম করে ফেলেছে। পুলিশ, গোয়েন্দা-পুলিশ সবাই মিলে জোর অনুসন্ধান চালাচ্ছে।

মা : এইটে একটা খবর শোনালে বটে।

মেয়ে : ওটার দাম কত হবে বাবা ?

বাবা : অনুমান করা কি আমার মুরোদে কুলোবে ? হবে হয়তো এই হাজার হাজার লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা! এটা নাকি মোগল বাদশার কোহিনূরের চেয়ে বড় ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা : সত্যি বলছ ?

বাবা : ধরো এই পাথরটা যদি কোনো উৎসবে আমি এনে তোমায় উপহার দিতাম, তুমি কী করতে ওটা দিয়ে! ওটা হাতে পেলে তুমি কী করতে ? ভালো করে ভেবে বলো।

মা : কী আবার করতাম। হয়তো আমিও লকেট বানিয়ে গলায় পরতাম।

মেয়ে : পারতে না মা। অত দাম শুনলে গলায় ঝোলাবার সাহস হতো না তোমার।

মা : খুব সাহস হতো।

মেয়ে : চোর ডাকাত সব সময় চারপাশে ওঁৎ পেতে বসে থাকত।

মা : যারা চুরি করেছে তারা ওটা দিয়ে এখন কী করবে ?

বাবা : হয়তো ছোট ছোট করে কেটে বিক্রি করতে চেষ্টা করবে।

মা : বলো কি! অমন সুন্দর হীরাটাকে ওরা টুকরো টুকরো করে কাটবে ?

বাবা : তারপর হয়তো চলে যাবে কলম্বো কি কাঠমুন্ডু।

মা : সেখানে যাবে কেন ?

বাবা : মানে যেতে সুবিধা। ওরা ভিসা পাসপোর্টের একরকম পরোয়া করে না বললেই হয়। ওসব জায়গায় গা ঢাকা দিয়ে থাকার সুবিধেও অনেক।

মেয়ে : ওখানে গেলেই ওরা হীরাটা বেচে দিতে পারবে ?

বাবা : শুনেছি ওখানে এরকম হীরা জহরতের কারবার খুব চলে।

মা : বইটা এবার রাখ পরী। দুদিন ধরে বলছি পর্দাটার সেলাই এক ধারে খুলে গেছে, লাগিয়ে দিস। তা এখনও পারলি না।

মেয়ে : দিচ্ছি। (ঠিক করে টেবিলের ওপর বই রেখে দেয়)।

মা : একতলা বাড়িতে এই এক অসুবিধা। রাস্তা থেকে সব স্পষ্ট দেখা যায়। তার ওপর ঘরের ভেতর বাতি জ্বলতে থাকলে সবকিছু একেবারে উদাম মনে হতে থাকে।

মেয়ে : (জানালার কাছে গিয়ে) এখন পর্দা নামিয়ে সেলাই করতে গেলে তাই হবে।

মা : হবে না। শীতের রাত। লোক চলাচল নেই বললেই হয়। তুই আর কথা না বাড়িয়ে সেলাই করে দে।

মেয়ে : দিচ্ছি। তোমাদের কোনো অসুবিধা না হলে আমার কী!

[জানালার এক অংশের পর্দা খুলে নিয়ে সেলাই করতে যাবে]

সাদা সুতোর গুটিটা কোথায় ?

মা : এই নে। একটু যত্ন নিয়ে করিস।

[বাবা খবরের কাগজ পড়তে পড়তে ঝিমুতে থাকে। নাক ডাকে। মা বুনতে বুনতে হাই তোলে]

মা : আর কী। এবার খেয়েদেয়ে সবাই শুয়ে পড়লেই হয়।

মেয়ে : ও কিসের শব্দ মা ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা : কারা যেন ছুটোছুটি করছে। জানালার সামনে দিয়ে দৌড়ে চলে গেল মনে হলো।

[ঠিক সেই মুহূর্তে বন্ধ জানালার কাচ ভেঙ্গে কী যেন ছিটকে ঘরের মধ্যে পড়ে।]

মেয়ে : মাগো !

মা : এ্যাঁ! ব্যাপার কী ?

বাবা : (আচমকা জেগে ওঠে) আগুন ! আগুন ! এ্যাঁ ! কী, কী, কোথায় ?

মা : আহ্‌হ্‌। তুমি আবার কি চ্যাঁচামেচি শুরু করে দিলে। আগুন লাগেনি। পাড়ার পাঁজী ছেলেগুলো হয়তো কিছু ছুঁড়ে মেরেছে। পার তো বাইরে গিয়ে এক আধটাকে ধরে নিয়ে এস।

বাবা : কে ? কোথায় ? কোন্ দিকে ?

মেয়ে : না বাবা। তুমি এখন বাইরে যেতে পারবে না। এ নিশ্চয়ই ছেলেপুলের কাণ্ড নয়।

বাবা : একি ! এই জানালার কাচটা আবার কে ভাঙ্গল ?

মেয়ে : আমরা কেউ ভাঙ্গিনি। বার থেকে কেউ ইট-পাথর ছুঁড়ে মেরেছে।

মা : এতক্ষণে ছোড়াগুলো নিশ্চয়ই ভেগেছে। কিন্তু ঘরের মধ্যে এসে যেটা ছিটকে পড়ল সে জিনিসটা গেল কোথায় ?

মেয়ে : এখনও আমার হাত-পা কাঁপছে।

মা : তোমার উচিত ছিল সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে দু'একটাকে ধরে ফেলা। একতলায় থাকি বলে কি এসবও সহ্য করতে হবে নাকি ?

বাবা : না, না। এসব তো ভালো কথা নয়। তোমরা কি কাউকে দেখেছ ?

মা : পায়ের শব্দ শুনেছি। দৌড়ে চলে গেল।

মেয়ে : একজন নয় মা। আমার মনে হলো দু'জন। শেষের জনও দৌড়ে চলে গেল বটে, কিন্তু কেমন যেন পা টিপে টিপে নিঃশব্দে দৌড়াবার চেষ্টা করছিল।

বাবা : তোর যত সব আজগুবি কথা। যা, সেলাই হয়ে গিয়ে থাকলে পর্দাটা এবার টাঙ্গিয়ে দে।

মেয়ে : তুমি লাগিয়ে দাও বাবা।

বাবা : তুই লাগাতে জানিস না ?

মেয়ে : আমার ভয় করছে।

মা : দে, আমার কাছে দে।

[পর্দা লাগাতে লাগাতে বাইরে দেখতে চেষ্টা করে]

মেয়ে : মা ওখানে দাঁড়িয়ে থেকো না।

বাবা : কিন্তু ওই ইট না কি ছুঁড়ে মেরেছে বললি, সেটা কোথায় ?

[সবাই খুঁজতে থাকে]

মেয়ে : এই যে। আমি পেয়েছি। বাঃ এ দেখছি একটা কাচের মার্বেল!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবা : দেখি, দেখি।

মা : দেখি, আমায় দেখতে দাও।

[সবাই একসঙ্গে ঝুঁকে পড়ে দেখতে থাকে]

বাবা : এ্যাঁ ! এ যে দেখছি বড় ঝকমক করছে।

মেয়ে : এটা কী ? এটা কী ?

মা : পরী, আমার হাতে দে ওটা। (ছোঁ মেরে হাতে তুলে নেয়)

বাবা : একবার আলোর দিকে তুলে ধর তো।

মেয়ে : কেন বাবা ? তাতে কী বোঝা যাবে ?

মা : বাজে কথা ! অসম্ভব ! তা হতেই পারে না।

[বাবার হাতে তুলে দিয়ে নিজের আসনে বসে উলের কাঁটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে, অন্তরের উত্তেজনা প্রশমিত করবার জন্য]

বাবা : খাসা জিনিস তো !

মেয়ে : সত্যি কী সুন্দর !

বাবা : কে জানে হয়তো—

মেয়ে : হীরা ?

বাবা : এ্যাঁ ! যাঃ কী যে বলিস !

মা : (এক লাফে ছুটে কাছে আসে) লুকিয়ে ফেল ! (আবার ছিনিয়ে নিজের হাতে নেয় এবং ঘরের চারদিকে তাকাতে থাকে)

মেয়ে : কেন মা ? ও কথা কেন বললে মা ?

মা : এটা মার্বেল নয়। এটাই আসলটা।

বাবা : মার্বেল নয় ? আসল ? কীসের আসলটা ? কী বলছ তুমি ?

মা : আমি কি বলছি তুমি ঠিকই বুঝতে পেরেছ।

বাবা : এ্যাঁ ? মানে, তুমি বলতে চাও— যত সব উদ্ভট কথা ! তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।

মা : (হাতের তালুতে পাথরটা ধরে তন্ময় হয়ে দেখে) এটাই গুর্গণ খাঁর হীরা !

বাবা : তাহলে তো বড় বিপজ্জনক কথা।

মা : কে বলেছে ?

মেয়ে : আমাদের এখন কী হবে ? (প্রায় কেঁদে ফেলে)

মা : তুই আবার কাঁদতে শুরু করলি কেন ?

বাবা : আমার মনে হয়, আমাদের একবার পুলিশে খবর দেয়া উচিত।

মা : না।

বাবা : যদি ওটা সত্যি আসল হীরা হয় তাহলে যতক্ষণ কাছে থাকবে ততক্ষণ আমরা কেউ নিরাপদ নই।

মা : পরোয়া করিনা।

বাবা : কিন্তু তুমি এটা দিয়ে করবে কী ? রাখবে কোথায় ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা : আপাতত এইখানে। (হাত উঁচু করে ঘড়ির ডালা খুলে পেন্ডুলামের কোটরে জিনিসটা ঠুসে ভরে ডালা বন্ধ করে রাখে)

বাবা : তোমার মাথার মধ্যে কি চিন্তা ঢুকেছে আল্লাই জানে।

মেয়ে : মা, ওটায় আমাদের কোনো দরকার নেই। ছুঁড়ে আবার রাস্তায় ফেলে দাও। আপদ যেখান থেকে এসেছে সেখানেই চলে যাক।

মা : না, কক্ষণো না।

বাবা : তুমি করতে চাও কী ?

মা : ওটা আপনা থেকে আমাদের মুঠোর মধ্যে এসেছে। সাধ্যমতো চেষ্টা করব যেন অন্য কেউ কেড়ে নিয়ে যেতে না পারে।

বাবা : কিন্তু জিনিসটাতো আর আমাদের...

মেয়ে : এ তুমি কী বলছ মা !

মা : এই রাস্তায় পরপর সবগুলো ফ্ল্যাটই একরকম। ওরা হয়তো চেষ্টা করেও বাড়িটা আবার খুঁজে বার করতে পারবে না।

বাবা : জানালার ভাঙ্গা কাচ দেখেও কি বুঝতে পারবে না ?

মা : টুকরোগুলো পরিষ্কার করে উপরে ফেলি। তাহলে আর বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যাবে না।

[মা একবার জানালা দিয়ে বাইরের রাস্তা দেখে নিতে চেষ্টা করে তারপর তাড়াতাড়ি করে ভাঙ্গা কাচের ফলাগুলো পরিষ্কার করতে শুরু করে। আচমকা মুখ বিকৃত করে আঙ্গুল চুষতে থাকে]

বাবা : কী হলো ? হাত কেটে ফেলেছ ?

মা : ও কিছু নয়। পরী, তুই মেঝেটা পরিষ্কার করে ফেল। এক টুকরো কাচও যেন এদিক-ওদিক পড়ে না থাকে।

[পরী কথামতো কাজ করে। ভাঁজ করা খবরের কাগজে মেঝে থেকে ভাঙ্গা কাচের টুকরো জড়ো করতে থাকবে]

বাবা : এসব করার মানে কী ?

মেয়ে : মা'র আজ কী হয়েছে কে বলবে ?

মা : অত জড়সড় হয়ে থাকিস না পরী। একটু স্বাভাবিক হতে চেষ্টা কর্। কোনো টুকরো এদিক ওদিক পড়ে নেই তো ?

মেয়ে : আর তো দেখছি না।

মা : ঐ যাঃ। এক খণ্ড কাচ বাইরে পড়ে গেল। (বাবাকে) তুমি বাইরে গিয়ে টুকরোটা তুলে নিয়ে এসো। না, না। থাক। এখন বোধহয় কারও বাইরে না যাওয়াটাই ভালো।

বাবা : দেখ পরীর মা তোমার মতলবটা কী ?

মা : আমার কাছে দে।

[মা হাত বাড়িয়ে পরীর কাছ থেকে ভাঙ্গা কাচের টুকরোগুলো নেয়। সন্তর্পণে সবটা আবর্জনা সোফার কুশনের নিচে চাপা দিয়ে রাখে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘরের চারদিক ভালো করে দেখে। জানালায় কান পেতে কিছু শুনতে চেষ্টা করে। তারপর ফিরে গিয়ে নিজের কাজে বসে পুনর্বার বোনার কাজে মন দেয়।]

মা : মনে থাকে যেন, এখন যে কেউ আসুক আমাদের জবাব, আমরা কিছুই জানি না।

বাবা : যে কেউ মানে কী? তেমন লোক হলে সব কথা খুলে বলতে হবে বৈকি।

মা : না। বলবে না।

বাবা : ধরো, যদি পুলিশের লোক হয়?

মা : না তবুও নয়।

বাবা : সে কী করে হয়? এসব তুমি কী বলছ? বুঝতে পারছ না, তুমি কি বলছ।

মা : জীবনে এরকম সুযোগ দু'বার আসবে না। এসেছে যখন, ছাড়ব না।

মেয়ে : মা!

মা : এ হীরা আল্লার দান। আপনা থেকে কোলের ওপর এসে পড়েছে হয়তো আমার অনেক আর্জির ফল।

বাবা : তুমি আল্লার কাছে হীরা চেয়েছিলে?

মা : ঠিক হীরা চাইনি। তবে, অনেক কিছুই চেয়েছি।

বাবা : বলো আল্লা নয় শয়তান দিয়েছে।

মা : শয়তানকে আমি জানি না, মানি না।

বাবা : তোমার কথা শুনে আমি হতভম্ব হয়ে গেছি।

মেয়ে : ওটা তুমি সামলাবে কী করে? কী করবে ওটা দিয়ে?

মা : খণ্ড খণ্ড করে কেটে বিক্রি করে দেব।

বাবা : কোথায় বিক্রি করবে?

মা : হয় কলম্বো না হয় কাঠমুন্ডুতে।

বাবা : এ্যাঁ! কী বললে?

মেয়ে : ওখানে যাবে কী করে?

বাবা : সব কাণ্ডজ্ঞান কি একেবারে হারিয়ে ফেলেছ?

মা : তোমাদের যা ইচ্ছে বলতে পারো।

বাবা : বলতে শুনেছি যে, মেয়েরা নাকি স্বভাবত পুরুষের চেয়ে অসাধু। তোমাকে দেখে আজ সে কথা বিশ্বেস করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

মা : থাক। ওসব কথা আমাকে শুনিও না। তুমি যে খুব সাধু তার প্রমাণ কী?

বাবা : আমি কখনো অন্যের জিনিস নিইনি। অফিসে আমার গোটা চাকরি জীবনের রেকর্ড রয়েছে।

মা : ওসব কথা আমি জানি না। জানতে চাইও না। এ হীরা আমার হাতছাড়া করব না। কক্ষণো নয়। কিছুতেই নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবা : এ হীরা তুমি ধরে রাখবে কী করে ?

মা : সারা জীবন এই ঘরের কোণে বসে বসে ঝিমিয়েছি আর অপেক্ষা করেছি, আর সেলাই করেছি, আর তালি দিয়েছি। বড় রকমের একটা কিছু করার সুযোগ কোনোদিন পাইনি। জীবনের সেরা সুযোগ আজ এসেছে।

মেয়ে : তুমি এরকম দুর্নীতির কাজ করবে এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

মা : এর মধ্যে দুর্নীতির কিছু নেই। এই হীরা আমাদের।

বাবা : আমাদের কী করে হয়ে গেল ?

মা : আমাদের নয়ত কার ?

বাবা : কার আবার, গুর্গণ খাঁর !

মা : খাঁ সাহেব কোত্থেকে পেলেন ? তাঁর পূর্ব-পুরুষদের কাছ থেকে। তাঁরা কোত্থেকে পেয়েছিলেন ? নিশ্চয়ই অন্য কারও কাছ থেকে লুট করে নিয়ে এসেছিলেন। এটা এখন আমাদের কাছে এসেছে। এটা আমাদের। একদিন অন্যের ছিল, আজ আমাদের। সবই ভাগ্যের ফের !

মেয়ে : কিন্তু তুমি তো এটা তোমার কাছে রাখতে পারবে না।

বাবা : তোর মার কাণ্ডকারখানা দেখে আমি আজ একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছি।

মা : আমি দেখেছি কাগজে বিজ্ঞাপন বার হয়। চট্টগ্রাম থেকে কবে কবে কলম্বোর জাহাজ ছাড়ে সকালবেলা দেখে নেব।

মেয়ে : মা, তুমি কী বলছ ?

বাবা : তোর মা পাগল হয়ে গেছে।

মা : কেউ যেতে না চায় আমি একলা চলে যাব।

বাবা : তুমি বুঝতে পারছ না, তোমার মাতার ওপর কত বড়ো বিপদের খাঁড়া ঝুলছে।

মা : আমার মনে কোনো ভয় নেই।

বাবা : তোর মা যে এরকম কাজ করতে পারে কোনোদিন ধারণা করিনি।

মেয়ে : মা, কোন জায়গায় যাবার কথা বলছ ? কলম্বো কোথায় ?

মা : তোকে অনেক গয়না বানিয়ে দেব। রোজ রোজ নতুন শাড়ি পড়বি, নতুন নতুন জায়গায় বেড়াতে যাবি। আনন্দের কোনো শেষ থাকবে না।

মেয়ে : ওরকম করে বোলো না মা।

বাবা : হুম্। কলম্বো পাড়ি দেবেন ! উনি কাসেম ভাট্টি হবেন।

মেয়ে : কাসেম ভাট্টিও তো পরে জল-পুলিশের হাতে ধরা পড়ল, গ্রেপ্তার হলো।

বাবা : অত বড়লোক হবার আমার কোনো সখ নেই।

মা : আমরা ধরা পড়ব না। অনেক ধনদৌলতের মালিক হব। ঠাটের সঙ্গে বাঁচব। গাড়ি করব, বাড়ি করব, দেশ-বিদেশে বেড়াব। এমন সুযোগ জীবনে আর কখনো পাব না।

বাবা : এগুলো কিছুই হবার নয়। যতসব উদ্ভট খেয়াল। এসব কথা ভাবাও পাপ!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা : কত্‌তো বড় হীরা ! কী রকম ঝকমক করছিল। না, পারব না। ওটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলতে পারব না। ওটা এমনি রেখে দেব আস্ত। কেবল মাঝে মাঝে বার করে দেখব। আবার তুলে রাখব।

বাবা : কোথায় তুলে রাখবে ?

মা : বারবার বার করে দেখতেও চাই না। শুধু জানা থাকলেই হলো যে ওটা আছে, হাতের কাছেই আছে। আর কিছুই চাই না। ওতেই বেঁচে থাকার সুখ উসুল হয়ে যাবে।

মেয়ে : সারাজীবন বিপদের ভয়ে তটস্থ থাকতে হবে মা !

মা : বড্ড বেশি নিরাপদে জীবন কেটেছে। এবার না হয় একটু অন্যরকম হলো।

বাবা : পরীর মা, এসব তুমি কী বলছ ?

মেয়ে : কিন্তু কী আশ্চর্য বাবা, এখনও কেউ এল না!

মা : কেউ আসবেও না। ভাগ্য আমাদের এটা উপহার দিয়েছে।

বাবা : হয়তো তুমি যা ভাবছ তার সবটাই ভুল। ওটা আদৌ কিছু নয়।

মা : অসম্ভব। আমি নিশ্চিত যে এটা হীরা।

বাবা : তাহলে নিশ্চয়ই ওটার জন্য কেউ না কেউ এতক্ষণে আসত। হয় পুলিশ না হয় অন্য কেউ।

মা : আসতে দাও।

[দরজায় কে ঘন্টা টেপে, সবাই চমকে উঠে শক্ত হয়ে দাঁড়ায়]

বাবা : ঐ বোধহয় এসেছে।

মেয়ে : এবার কী হবে বাবা ?

মা : খবরদার কেউ কোনো কথা প্রকাশ করবে না। আমি যেমন বলব তাই করবে। মনে থাকে যেন, আমরা কিছু জানি না।

মেয়ে : জানালার কাচটা ?

মা : সে আমি বুঝব।

বাবা : দেখ পরীর মা, আমি এখনো বলছি, সময় থাকতে—

মা : আমিও তোমাকে বলে রাখছি, যদি ফাঁস করে দাও সারাজীবন তোমাকে তার জন্য পস্তাতে হবে।

[দরজায় করাঘাত]

বাবা : দরজা খুলে দেবে কে ?

মা : আমি যাচ্ছি। মনে থাকে যেন! (দরজা খোলার জন্য বেরিয়ে যায়)

মেয়ে : আমরা এখন কী করব বাবা ?

বাবা : আমিও তো, কোনো কূল কিনারা দেখছি না।

মেয়ে : ওটা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দি ?

বাবা : না, না। ওকাজ করিসনে। তার চেয়ে আরও কিছুক্ষণ তোর মার সঙ্গে তাল দিয়ে চল। হয়তো সত্যি জিনিসটা কিছু নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা : (নেপথ্যে) না। ও-কী করছেন ? ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন ?

আগন্তুক : (নেপথ্যে) আমাকে ভেতরে আসতে দিন।

মা : (নেপথ্যে) দেখো, কে একটা লোক জোর করে ঘরের মধ্যে ঢুকতে চাইছে।

মেয়ে : বাবা।

বাবা : কী হয়েছে ? ব্যাপার কী ? কে ? কে ঢুকতে চাইছে ?

[মা প্রবেশ করে এবং তাকে একরকম ঠেলে সরিয়ে আগন্তুক প্রবেশ করে। লোকটার পরনে স্যুট, চোখে কালো চশমা]

মা : আপনি তো আচ্ছা লোক। মেয়ে মানুষকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে চান। কী চাই আপনার ?

আগন্তুক : সে কথা আপনাকে বলেছি।

মা : ভালো গল্প ফেঁদেছেন! একটা বাচ্চা ছেলে আর তার কাচের মার্বেল! তা আপনার ছেলেটা কোথায় গেল ? হুম্! আপনাকে আবার বলছি, আমরা কিছু জানি না। (বাবা-মেয়েকে লক্ষ্য করে) বলো না কেন আমরা কিছুই জানি কিনা ?

বাবা : (দুর্বল গলায় প্রতিবাদের উষ্মা প্রকাশ করতে চেষ্টা করে) এভাবে বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ার মানে কী ?

মেয়ে : মা !

মা : তুই চুপ কর !

আগন্তুক : এভাবে ঘরে ঢোকার জন্য ক্ষমা চাইছি। আমার একটা জিনিস খোয়া গেছে।

মা : তা কী করে হয় ? সব বাজে কথা।

আগন্তুক : (বাবাকে) আমি আপনার স্ত্রীকে সব কথা বলেছি। আমার ছোট ছেলেটা-

মা : কোথায় সে ?

আগন্তুক : ওর খুব প্রিয় একটা কাচের মার্বেল। খেলতে খেলতে হঠাৎ হাত ফসকে আপনাদের কাচের জানালার ওপর এসে ছিটকে পড়ে। আমি সেজন্য খুব দুঃখিত। মেরামতের সব খরচ আমি দিয়ে যাব। এখন দয়া করে মার্বেলটা আমাকে ফিরিয়ে দিন। কোথায় আছে ? তাড়াতাড়ি বার করে দিন। আমাকে এক্ষুণি অন্যত্র চলে যেতে হবে।

মা : আপনার ছেলেকে নিয়ে আসুন।

আগন্তুক : ও রাস্তার মোড়ে অপেক্ষা করছে।

মা : আমি বিশ্বাস করি না।

আগন্তুক : (কিঞ্চিত রূঢ়তার সঙ্গে) বিশ্বাস আপনাকে করতেই হবে। অযথা প্রশ্ন করে সময় নষ্ট করবেন না। (বাবাকে) বলুন কোথায় রেখেছেন ?

বাবা : আপনার ব্যাখ্যা কিন্তু মোটেই জোরদার নয়।

আগন্তুক : ব্যাখ্যার কথা ছেড়ে দিন। আমি মশকরা করতে আসিনি। ভালো চান তো হাতে তুলে দিন।

[আগন্তুক ঘরের চারদিকে দেখে এগিয়ে গিয়ে জানালার পর্দাটা ধরে]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা : বেশি বাড়াবাড়ি করছেন। বেরিয়ে যান এ ঘর থেকে।

বাবা : আপনি এসব কী করছেন ? (নিচু গলায় মাকে) আমার কিন্তু এসব ভালো মনে হচ্ছে না।

আগন্তুক : এই সেই জানালা। এর কাচ কোথায় গেল ?

মা : কীসের কাচ ?

আগন্তুক : জানালার কাচটা ভাঙ্গা। আমি জানতাম আমি ভুল করিনি।

মা : জানালার কাচ অনেক রকমেই ভাঙ্গতে পারে।

মেয়ে : মা, বিদায় করে দাও, ওকে বলে দাও—

মা : নিশ্চয়ই বলব। সবই এই মেয়ের কাণ্ড। হাওয়া চলাচলের জন্য ও ইচ্ছে করে একটা কাচ ভেঙ্গে রেখেছে। আর বলেন কেন, স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যতসব নতুন নিয়ম শিখেছে। সে আজ দু'তিন হপ্তা আগের কথা। কবে না ভাঙ্গলি পরী ? গত রোববারের আগের রোববারের-তার মানে, তিন হপ্তার মতো হবে।

আগন্তুক : এসব বাজে কথা রেখে দিন। ওটা কোথায় রেখেছেন ? ঐ হীরা না নিয়ে আমি এখান থেকে নড়ছি না।

মা : (প্রায় সোল্লাসে চীৎকার করে) হীরা ! এইবার আসল কথা বলেছেন!

আগন্তুক : হ্যাঁ, এবার সব কথাই খুলে বলছি। যেচে একটা বিপদের মধ্যে মাথা গলিয়েছেন। ওটা গুর্গণ খাঁর হীরা।

বাবা : এখানে এলো কী করে ?

আগন্তুক : একটা চোর সেটা চুরি করে পালিয়ে যাচ্ছিল। তাড়া খেয়ে বিপদ বুঝে, আপনাদের জানালার ওপর ছুঁড়ে মেরে গা ঢাকা দিয়েছে।

বাবা : কিন্তু ঠিক এ বাড়ির মধ্যেই ছুঁড়ে ফেলতে গেল কেন ?

আগন্তুক : বোকামো তর্ক করছেন।

মা : আপনার পরিচয় কী ?

আগন্তুক : আমি গুর্গণ খাঁর কর্মচারী।

মা : প্রমাণ কী ?

আগন্তুক : চুপ করুন। যথেষ্ট হয়েছে। (পকেট থেকে পিস্তল বার করে)

[মেয়ে চিৎকার করে ওঠে, বাবা সভয়ে পেছনে সরে যেতে থাকে। মা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।]

বাবা : পরীর মা! পরীর মা!

আগন্তুক : বলুন কোথায় রেখেছেন ?

মা : বলছি। ভালো করে শুনুন।

আগন্তুক : তাড়াতাড়ি করে বলুন।

মা : গিলে ফেলেছি!

আগন্তুক : কী করেছেন ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা : কাঁঠাল দানার মতো। সড়াৎ করে গলা দিয়ে নেমে গেছে।

আগন্তুক : আপনি গিলে ফেলেছেন ? বদ রসিকতা করবেন না।

মা : আমি রসিকতা করছি না। আজকের খবরের কাগজে পড়েননি ? বাচ্চা ছেলের কীর্তি। ধরা পড়ে যাবার ভয়ে পয়সা গিলে ফেলেছিল। ওটা পড়েই আমার মাথায় দুর্বুদ্ধি আসে।

আগন্তুক : (অন্যান্যদের) সত্যি না কি ?

মেয়ে : আমি বলতে পারব না।

বাবা : আমি খবরের কাগজ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

আগন্তুক : ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ?

বাবা : তুমি কিছু বলছ না কেন পরীর মা ? আমি তখন ঘুমিয়ে পড়িনি ?

মা : (আগন্তুক) ওঁর কথা ছেড়ে দিন । উনি বেশিরভাগ সময় ঘুমিয়ে কাটান।

আগন্তুক : আপনি সত্যি বলছেন ? গুর্গণ খাঁর হীরা কোথায় ?

মা : বলেছি তো।

আগন্তুক : কিরা করে বলুন তো-।

মা : আবার কসম কাটতে হবে নাকি ? একজন মহিলার মুখের কথায় বিশ্বাস করতে পারছেন না। ?

আগন্তুক : তাহলে সত্যি ? কোথায় ? মানে কোন্ জায়গায় ? টের পাচ্ছেন, ঠিক কোন্ জায়গায় আছে ?

মা : ভদ্রলোক হলে এরকম প্রশ্ন আপনি করতে পারতেন না।

আগন্তুক : ভদ্রলোকের নিকুচি করি। দরকার হলে আপনাকে কুচি কুচি করে কেটে ঐ হীরা বার করব।

মা : জ্বি না। তা পারবেন না।

আগন্তুক : হীরা আগুনে গলে না। দরকার হলে আপনাকে আগুনে পোড়াব।

মা : সে অনুমতি আমি আপনাকে দেব না। মরে গেলে আমাকে কবরে পুঁতে রাখতে হবে। হীরা সুদ্ধ।

[আগন্তুক ক্রুদ্ধভাবে ঘরময় পায়চারি করে। মা ইশারায় অন্য দু'জনকে শান্ত থাকার নির্দেশ দেয়]

আগন্তুক : (বিড়বিড় করে) এখন উপায় কী ? বার করি কী করে ? বমির ওষুধ গেলাব ?

মা : কোনো কাজ হবে না। তার চেয়ে এখন হোটেলে ফিরে যান। গিয়ে বলেন যে, পাওয়া গেল না।

আগন্তুক : আপনার কপাল মন্দ। আপনি জানেন না যে, এ ব্যাপারের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের চোখে আপনার জীবনের কোনো মূল্য নেই।

মা : তা কী করে হবে। মূল্য সকলকেই দিতে হয়।

আগন্তুক : বেশ। আমি এখনো ওর কথায় বিশ্বাস করতে পারছি না। এ অসম্ভব। তবু আপনাদের আরেকবার জিজ্ঞেস করছি। উনি কি সত্যি ওটা গিলে ফেলেছেন ? যদি তাই করে থাকেন তাহলে অবশ্যিই ওঁকে মরতে হবে। বলুন !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়ে : না, না, না। মিথ্যে কথা!

মা : আহাম্মক মেয়ে কোথাকার ?

মেয়ে : মা!

বাবা : পরীর মা, আর তো কোনো উপায় দেখছি না।

মা : অন্তত চুপ করে থাকতে পারতে। তোমাদের দিয়ে কোনো কাজ হবার জো নেই।

আগন্তুক : আপনারা সবাই হুঁশ হারিয়ে ফেলেছেন। এ হীরা দিয়ে আপনারা কী করবেন ? ওটা আপনাদের মরণ ডেকে আনবে। একেবারে শেষ হয়ে যাবেন। ঐ হীরা কি ধরে রাখতে পারবেন ? পাগলামি করবেন না। বেবুঝ হলে পলকে আপনাদের জান খতম হয়ে যাবে।

মেয়ে : মা, দিয়ে দাও, দিয়ে দাও, দিয়ে দাও। এ আমি বলে দেব কোথায় আছে ! ঐ-।

মা : চুপ কর্ পরী।

বাবা : পরীর মা এবার ক্ষান্ত দাও! ফেলে দাও ওটা, ফেলে দাও।

মা : আমার চোখে ধুলো দেওয়া কঠিন। দেখছ না লোকটার কত তাড়া। আমার কোনো সন্দেহ নেই যে, এই লোকটাই হীরা চুরি করেছিল।

আগন্তুক : আপনাদের সবাইকে জাহান্নামে পাঠাব। আর নয়, অনেক সময় নষ্ট করেছি।

[দেয়ালে ঘড়ি দেখে চমকে ওঠে। নিজের ঘড়ির সঙ্গে সময় মেলায়] আপনাদের ঘড়ি কি ঠিক নাকি ? নাঃ থেমে আছে। ঠিক ঐ সময়েই তো আমি ঢুকলাম।

মেয়ে : ওকে বলে দাও মা, বলে দাও।

বাবা : আর কত, এবার ছেড়ে দাও পরীর মা।

আগন্তুক : (সন্দিগ্ধ) ঘড়িটা বন্ধ হলো কী করে ?

মেয়ে : (এক রকম বিকারগ্রস্তের মতো) বলে দাও, বলে দাও, বলে দাও।

মা : পরী ! পরী ! তোর কাণ্ড দেখে লজ্জায় মরে যাচ্ছি।

[জানালার ওপাশে একটি মুখ ভেসে উঠে। ঘরে ভেতরের কেউ তা লক্ষ্য করে না।]

আগন্তুক : ঘড়ির মধ্যে ভরে রেখেছেন ?

[আগন্তুক ঘড়ির দিকে এগিয়ে যেতেই মা ছুটে এসে পথ আগলে দাঁড়ায়]

মা : না, ওর মধ্যে কিছুই নেই। আমার কোনো জিনিসে আপনি হাত দিতে পারবেন না।

আগন্তুক : (পিস্তল বার করে) ভালো চান তো সরে দাঁড়ান।

মা : (চিৎকার করে) বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও এ-ঘর থেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[আগন্তুক একটু ইতস্তত করে তারপর আচমকা ঘুরে মেয়েকে লক্ষ্য করে পিস্তল তুলে ধরে]

আগন্তুক : তুমি বলো। ঘড়ির মধ্যে আছে ? বলো শিগগির!

[পরী ভয়ে চিৎকার করে ওঠে এবং ঠিক সেই ভাঙ্গা জানালার ফাঁক দিয়ে কেউ একটা হাত ঘরের মধ্যে গলিয়ে দিয়েছে। সে হাতে একটা পিস্তল। নিশানা ঠিক করে সেই গুলি ছোঁড়ে। আগন্তুকের হাত থেকে পিস্তল ছিটকে মাটিতে পড়ে যায় এবং নিজের রক্তাক্ত হাত চেপে ধরে সে আহত পশুর মতো গর্জাতে থাকে। ততক্ষণে ভাঙ্গা জানালার ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে জানালার ছিটকিনি খুলে অন্য লোকটি লাফ দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢোকে।]

মেয়ে : আবিদ ! তুমি ?

মা : কে ? আবিদ ?

[আগন্তুক ছুটে ঘরের অন্য কোণে গিয়ে সুইচ টিপে ঘরের আলো নিভিয়ে দেয়। অন্ধকার। চিৎকার। শোরগোল। আবিদ আলো জ্বালে। ঘরের জিনিসপত্র এলোমেলো। আগন্তুক উধাও। দেয়ালে ঘড়িটাও নেই। মা নিজের চেয়ারে শান্ত হয়ে বসে আছে।]

আবিদ : হীরাটা কার কাছে ?

বাবা : লোকটা পালিয়েছে।

মেয়ে : আবিদ, কী হবে এখন ?

আবিদ : হীরাটা কোথায়!

বাবা : ওটাতো ঘড়ির মধ্যে ছিল।

আবিদ : ঘড়ি ? তাইতো ঘড়িটা কোথায় গেল ?

মেয়ে : ওহ্! আবিদ!

বাবা : ব্যাটা অন্ধকারের মধ্যে ঘড়িটা খুলে নিয়ে পালিয়েছে।

মা : না। ঘড়ি নিয়ে যেতে পারেনি।

[মা ঝুঁকে পড়ে নিজের শাড়ির ঘেরের নিচে থেকে ঘড়িটা টেনে বার করে দেখায়]

বাব : এ্যাঁ! কী কাণ্ড তোমার!

মেয়ে : মা, তুমি কী!

আবিদ : তাই বলুন। হীরা তাহলে আপনার কাছে।

মা : এক শ' বার আমার কাছে। (টেবিলের ওপর ঘড়িটা রেখে ডালা খুলে হীরাটা বার করে হাতে তুলে নেয়) লোকটা কি আবার আসবে নাকি ?

আবিদ : না, সে রাস্তা বন্ধ।

মা : সেকথা তুমি জান কী করে ?

আবিদ : আমি জানি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা : পরী জানালার ওপর পর্দাটা ভালো করে টেনে দে। রাস্তার লোক হাঁ করে সব কিছু দেখুক এ আমার পছন্দ নয়।

মেয়ে : আমি জানালার কাছে যেতে পারবো না। আমার ভয় করছে।

আবিদ : এবার হীরাটা আমার কাছে দিয়ে দিন।

মা : তোমাকে ?

আবিদ : হ্যাঁ। দিয়ে দিন। এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে।

মা : ব্যাপার কী ? এর মধ্যে তুমি আবার কোত্থেকে এলে ?

আবিদ : কথা পরে হবে। এখন দিয়ে দিন। এর ওপর আমার সমস্ত ভবিষ্যত নির্ভর করছে।

মা : কেবল তোমার কেন, বলো আমাদেরও। আমাদের সকলেরই বোধহয় এখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া উচিত।

মেয়ে : কোথায় মা ?

মা : সামনের দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে রাখ্। আমরা পেছনের দরজা দিয়ে বার হয়ে যাব। যা হয় সামান্য দু'একটা জিনিস হাতব্যাগে পুরে তৈরি হয়ে নে।

আবিদ : কী ব্যাপার ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

মা : এখন সব কথা ব্যাখ্যা করে বোঝাতে গেলে অযথা অনেক সময় নষ্ট হবে। আমরা সবাই যে এর মধ্যে আছি, এটুকু তো বুঝতে পেরেছ ?

আবিদ : হ্যাঁ, সে তো এক অর্থে বটেই। কিন্তু তবু আমি ঠিক-

মা : কাঠমুন্ডু নয়। আমার মনে হয় কলোম্বোই ভালো হবে। জাহাজের খোঁজ-খবর কিছু রাখ্ ? না কি রেঙ্গুন যেতে চেষ্টা করব ?

আবিদ : খালাম্মার কথা কিন্তু একটাও আমি ধরতে পারছি না!

মা : পারবে কী করে ? পরীর বাপের মতো তোমরা সবাই এখনও ঘুমের ঘোরে আছ। পরী, দাঁড়িয়ে রইলি কেন ? হাতব্যাগগুলো গুছিয়ে নে না। (বাবাকে) তুমিও তৈরি হয়ে নাও। ঘরের আলোটা কিছুক্ষণ নিভিয়ে রাখা দরকার। বাইরের দরজা আমি নিজে গিয়ে দেখে আসব। (বাবাকে) তুমি খবরের কাগজগুলো সঙ্গে নিয়ে এসো। বিজ্ঞাপনগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে।

[মা বাড়ির ভেতরে চলে যাবার জন্য পা বাড়াতেই আবিদ সামনে এসে দাঁড়ায়।]

আবিদ : হীরাটা দিয়ে যান। আপনার সব কথা পরে এসে বুঝতে চেষ্টা করব।

মা : তোমাকে দেব কেন ? ওটা আমার কাছে থাকবে।

আবিদ : তা কি করে হয় ? ওটা এক্ষুণি আমাকে নিয়ে যেতে হবে। আমার উন্নতি অবনতি সবকিছু ওটার ওপর নির্ভর করছে। আর দেরি করিয়ে দেবেন না। দিয়ে দিন।

মা : তা হবে না। ওটা আমার এবং আমার কাছেই থাকবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবিদ : আপনার মানে ?

মা : আমার নয় কেন ? গুর্গণ খাঁর হীরা যার কাছে থাকবে সে-ই তার মালিক। এসব ব্যাপারে কে কবে সাধুতা দেখিয়েছে ? তবে আমি কিছুই একা ভোগ করতে চাই না। তোমাদেরও ভাগ দেব। কিন্তু এটা স্পষ্ট জানবে যে, এই হীরার মালিক আমি। এটা আমার হীরা। কী অদ্ভুত সুন্দর। চোর, ডাকাত, পুলিশ কেউ আমার কাছ থেকে এটা ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।

আবিদ : আপনি পুলিশকে বাধা দেবেন কী করে ?

মা : এক শ' বার বাধা দেব।

আবিদ : তা আপনি পারেন না। আমি পুলিশের লোক।

মা : তুমি, কে বললে।

মেয়ে : তুমি কীসের লোক ?

আবিদ : কেন, তুমি জানতে না ? এত দিনেও তোমরা কেউ কিছু আঁচ করতে পারনি ? কী কাজ করি ভেবেছিলে ?

মা : তুমি কি বলতে চাও যে—

আবিদ : যা বলার বলেছি। অনেকক্ষণ আগেই আমার হীরাটা সঙ্গে নিয়ে চলে যাওয়া উচিত ছিল। ওদের দলের সব ক'টা নিশ্চয়ই এতক্ষণে ধরা পড়েছে।

মেয়ে : দলের সব ক'জন মানে ?

বাবা : ও লোকটা তাহলে একা আসেনি। সঙ্গে দলবল রয়েছে ? আমার তখনই সন্দেহ হয়েছিল। লোকটা এখন কোথায় ?

আবিদ : এ বাড়ি থেকে বার হবার সময়েই বেচারাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আপনাদের বাড়ি যে পুলিশ ঘেরাও করে রেখেছিল আপনারা তা টের পাননি ?

মা : কিন্তু হীরাটা এই বাড়ির মধ্যে এলো কী করে ? কে ছুঁড়ে মেরেছিল ?

আবিদ : আমি।

বাবা : তুমি ছুঁড়ে মেরেছিলে ?

আবিদ : এছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না।

বাবা : তার মানে ?

আবিদ : বদমাশগুলো আমাকে তাড়া করেছিল। যদি হীরাটা আঁকড়ে ধরে থাকতাম তাহলে ওরা আমাকে তখনই শেষ করে দিত। নিরুপায় হয়ে হীরাটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। অবশ্য আমার ঠিকই জানা ছিল কোন্ বাড়ির মধ্যে ফেলছি।

মেয়ে : তুমি যে এত কাণ্ডের মধ্যে থাকতে পারো স্বপ্নেও ভাবিনি!

আবিদ : ঐ ডাকাতগুলোকে তোমরা জানো না। ওরা না পারে এমন কাজ নেই।

বাবা : আশ্চর্য! সবই আশ্চর্য! এই পাড়ায় আজ ত্রিশ বছর ধরে আছি, কিন্তু এরকম কাণ্ড ঘটতে কখনো দেখিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়ে : (আবিদকে) আমাকে অন্তত সব কথা আগে থেকে খুলে বলে রাখা উচিত ছিল।

আবিদ : বলিনি যে, তারও কারণ ছিল।

মা : তুমি গোয়েন্দা পুলিশের চাকরি কর ? তুমি ডিটেকটিভ ?

আবিদ : জ্বি। এবার দিয়ে দিন। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না।

[মা হীরাটা হাতের তালুতে মেলে দু'চোখ ভরে দেখে। অবশ্য আবিদের কাছ থেকে হাত দূরে সরিয়ে রেখে।]

মা : হীরাটা একবার ভালো করে দেখো আবিদ।

আবিদ : আমি দেখেছি।

মা : এমন রত্নের জন্য যে-কোনো মানুষ অমানুষ হয়ে যেতে পারে। আরেকবার ভালো করে দেখ।

আবিদ : উনি নিশ্চয়ই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

বাবা : আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না যে, পরীর মা এসব কথা মন থেকে বলছেন। আজ ত্রিশ বছর এক সঙ্গে সংসার করেছি। কোনো মন্দ কাজ করতে ওকে কখনো দেখিনি।

মা : এই হীরা আমার!

মেয়ে : তোমাকে এরকম করতে দেখে আমার পর্যন্ত লজ্জা হচ্ছে।

বাবা : আর আমাকে, অফিসে, ছোট-বড়ো সবাই সৎ চরিত্রবান কর্মচারী হিসেবে বিশ্বাস করে, ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে।

আবিদ : উনি করতে চান কী ? খালাম্মা, হীরাটা এবার আমার হাতে তুলে দিন।

মা : যদি না দেই ?

আবিদ : (পকেট থেকে হুইসিল বার করে) না দিলে, আমি এটা বাজাতে বাধ্য হব। আমি পারব না, অন্য পুলিশ এসে আপনার দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

মা : তুমি দেখছি একেবারে তৈরি হয়ে এসেছ!

আবিদ : জ্বি।

মা : বেশ। তাহলে, যে পথে ওটা এসেছিল, ঠিক সেই পথেই ওটাকে ফেরত পাঠালাম।

[বলতে বলতে মা জানালা লক্ষ্য করে হীরাটা সজোরে বাইরে ছুঁড়ে মারে]

বাবা : গেল! গেল! আরেকটা কাচ ভাঙ্গল!

আবিদ : এ আপনি কী করলেন ? (ছুটে বেরিয়ে যায়)

মেয়ে : (মাকে) তোমার একটা খেয়ালের জন্য আবিদের গোটা জীবনটাই হয়তো নষ্ট হয়ে যাবে।

মা : (যেন হাতের ময়লা ঝেড়ে ফেলছে) আপদ চুকেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়ে : (জানালার কাছে দাঁড়িয়ে) আল্লা করে ও যেন ওটা খুঁজে পায়। ঐতো ওকে দেখা যাচ্ছে। আরেকটা পুলিশকে কি যেন বলছে। আমার মনে হয় পেয়ে গেছে। আবিদ, আবিদ! একবারও মুখ তুলে তাকাচ্ছে না। ঐ যে পেয়েছে। নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করে দেখছে সবটা অক্ষত আছে কিনা। এই দিকে মাথা তুলে তাকাল। সব ঠিক আছে। আমাকে ইশারা করে হাত নাড়ল।

মা : (নিজের চেয়ারে শান্ত হয়ে বসে) মন্দ নয়। অন্তত একটা বিকাল বেশ কিছুটা উত্তেজনার মধ্যে কাটল!

মেয়ে : তোমার সম্পর্কে আবিদ কী ভাবল আল্লাই জানে।

মা : ও বিয়ে করবে তোকে। সে ভাবনা তোর, আমার নয়।

বাবা : তোমার সম্পর্কে আমার কী ধারণা জন্মেছে সেটা শুনবে না ?

মা : যা খুশি তুমি বলতে পার। কোনোকালেই তোমার কোনো কল্পনাশক্তি ছিল না।

মেয়ে : নিজের মায়ের আচরণ নিয়ে লজ্জিত হতে হবে, ধারণা করিনি।

বাবা : আজ তুমি যে কাণ্ডটা করলে তা রীতিমতো দুর্নীতিমূলক। সবার অন্তরেই যদি এরকম চিন্তা-ভাবনার উদয় হয় তাহলে তো গোটা সমাজই রসাতলে যাবে।

মা : ভাঙ্গা কাচের ফাঁক দিয়ে বড্ড ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। পরী পর্দাটা চারপাশে ভালো করে ছড়িয়ে দে।

[পরী পর্দাটা ঠিক করে দেয়। পুনর্বার যে যার স্থানে আসন গ্রহণ করে, কাজে মগ্ন হয়। মা বুনতে থাকে, বাবা খবরের কাগজ পড়ে, মেয়ে বই]

মা : (বাবাকে লক্ষ্য করে) গুর্গণ খাঁর হীরার মূল্য কত না হবে বলেছিলে ?

বাবা : যা খুশি হোক গে, তাতে আমাদের কী ?

মা : ঠিকই বলেছ। আমি এমনিতেই খুশি। একদিনের জন্য হলেও, জীবনের স্বাদ মিটিয়ে উত্তেজনার মজা ভোগ করেছি।

[যবনিকা]

এ্যালান মঙ্কহাউস রচিত 'দি গ্রান্ড চ্যাম্‌স্ ডায়মন্ড'-এর বাংলা রূপান্তর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনক

রহস্যময় প্রহসন

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চরিত্র

ক্যাপ্টেন	:	আদিল
লায়লা	:	তাঁর স্ত্রী
বাতুনী		কন্যা
মৌলানা	:	স্ত্রীর ভাই
মোগরজান	:	ক্যাপ্টেনের দাই-মা
ডাক্তার	:	ওয়াসিমুদ্দিন
নজু	:	গৃহভৃত্য
আর্দালী		

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম অঙ্ক

[ক্যাপ্টেন আদিলের বনেদি পৈতৃক বাড়ির একটি কক্ষ। ডান দিকে বেরুবার দরজা। ঘরের মধ্যস্থলে বড় গোল টেবিল। তাতে খবরের কাগজ, পত্র-পত্রিকা। টেবিলের ডানে লম্বা চামড়া-ঢাকা সোফা, একটা ছোট টেবিল। এক কোণে একটি এক পাল্লার সংকীর্ণ দরজা। বাঁয়ে সেক্রেটারিয়েট টেবিল এবং অন্দর মহলে যাবার দরজা। দেয়ালে বন্দুক, তলোয়ার ও অন্যান্য শিকারের অস্ত্রাদি। ভেতরে যাবার দরজার পাশে সামরিক পোশাক ঝুলছে।]

প্রথম দৃশ্য

[ক্যাপ্টেন ও মৌলানা সোফার ওপর বসে। ক্যাপ্টেনের পরনে অসম্পূর্ণ সামরিক পোশাক, পায়ে বুট। মৌলানার পোশাক পরিচ্ছন্ন এবং ধোপদুরস্ত। ক্যাপ্টেন ঘন্টা টিপতেই আর্দালী এসে হাজির হয়।]

আর্দালী : হুজুর।

ক্যাপ্টেন : নজু কোথায় ?

আর্দালী : রান্নাঘরের ওদিকে গেছে।

ক্যাপ্টেন : আবার ওদিকে গেছে। ডেকে নিয়ে এসো।

[আর্দালী চলে যাবে]

মৌলানা : আবার কিছু ঘটেছে নাকি ?

ক্যাপ্টেন : বদমাশটা আবার এক চাকরাণী নিয়ে পড়েছে। হতচ্ছাড়া জ্বালিয়ে খেলো।

মৌলানা : নজু গত বছরও নাকি এক গোলমাল বাধিয়েছিল ?

ক্যাপ্টেন : তোমার সে কথাও মনে আছে দেখছি। এবার তুমি ওকে কিছু সদুপদেশ দিয়ে যাও। তোমার কথায় কোনো সুফল হয় কিনা দেখি। আমি তো ওকে অনেক গালিগালাজ করেছি। কোনো লাভ হয়নি।

মৌলানা : আমার ওয়াজ-নছিহতে হবে ? সেনাবাহিনীর লোকের ওপর আল্লার কালামের আছর হবে বলে মনে হয় না।

ক্যাপ্টেন : ভালো কথা বলেছ সম্বন্ধি ! আমার ওপর যে হয়নি সে তুমি জান—

মৌলানা : ভালো করে জানি।

ক্যাপ্টেন : ওর ওপর হতেও পারে, চেষ্টা করে দেখ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ক্যাপ্টেন, মৌলানা ও নজু]

ক্যাপ্টেন : ব্যাপার কী নজু ?

নজু : মৌলানা সাহেবের সামনে সব কথা বলতি লজ্জা হয় হুজুর।

মৌলানা : ভড়ং রাখ। যা বলার আছে বলে ফেল।

ক্যাপ্টেন : কথা বানিয়েছিস কি নতিজা ভালো হবে না। গতবারের কথা ভুলে গেলি ?

নজু : কী বলব হুজুর। মিঞা বাড়ির সামনে বয়াতির আসর বসেছিল। আমরাও সব সেখানে গিইছিলাম। বাবুর্চি আমারে ইশারা করল—

ক্যাপ্টেন : এর মধ্যে আবার বাবুর্চিকে টানছিস কেন ? বাজে কথা ছেড়ে আসল কথাটা বল।

নজু : ফতেমা আমারে ডেকে কইল, ভিড়ের মধ্যি বড়ো গরম। চল ঘাটে গে বসি।

ক্যাপ্টেন : ফতেমাই তোকে ফুসলে নিয়ে গেছে, না ?

নজু : একেবারে মিথ্যে কথা নয় হুজুর। আমি তো বলি, আওরত নারাজ হলি এমন মুরোদ নেই যে তার ক্ষতি করতি পারে।

ক্যাপ্টেন : নজু, সাফ সাফ বল্। ওর পেটে যে বাচ্চা এসেছে তার বাপ কে ?

নজু : মুই কী করে বলব ?

ক্যাপ্টেন : তুই ওকে সঙ্গ দিসনি ?

নজু : দিইছি। কিন্তু আরো কেউ দিইছে কিনা তা মুই কী করে জানব ?

ক্যাপ্টেন : ঠিক করে বল। দোষ কার ? তোর না বাবুর্চির ?

নজু : কার দোষ সে-বিচার মুই ক্যামনে করব ?

ক্যাপ্টেন : ফতেমাকে নাকি তুই বলেছিস যে ওকে নিকে করবি।

নজু : মেয়েলোককে ওরকম কথা বলতি হয়।

ক্যাপ্টেন : (মৌলানাকে) দেখেছ, কী রকম পাকা বদমাশ।

মৌলানা : এসব ঘটনা দুনিয়ায় নতুন নয়। তবে নজু, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। বাপ হবার মুরোদ নেই, কেমন মর্দ তুমি।

নজু : তওবা, তওবা হুজুর। আপনি কী যে বলেন। সঙ্গ আমি দিইছি। এ সাচ্চা কথা। কিন্তু সব সময়েই যে নতিজা কিছু হবেই সে কথা কে বলতি পারে ?

মৌলানা : অত ঘোরপ্যাঁচের কথার দরকার নেই। তুমি ওকে ছেড়ে দিলে পেটে বাচ্চা নিয়ে মেয়েটা যাবে কোথায় ? তোমাকে জবরদস্তি শাদি করাতে চাই না। কিন্তু বাচ্চা পয়দা হলে কিছু ঝুঁকি তোমাকেও নিতে হবে। রেহাই পাবে না।

নজু : বেশ। তাহলে বাবুর্চিও কিছু খেসারত দিক।

ক্যাপ্টেন : যা ব্যাটা। তোর বিচার আমরা করতে পারব না। তোর শাস্তি আদালত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবে। কার কতটুকু দোষ, নিক্তি মেপে ওজন করার ক্ষমতাও আমার নেই প্রবৃত্তিও নেই।

মৌলানা : আমার একটা কথা শোন নজু। বিবেচনা করে দেখ। এভাবে একটা মেয়েকে পথে বসাতে তোমার, মানে তোমার বিবেকে একটুও বাধছে না।

নজু : বাধত। যদি নিশ্চিন্তি জানতাম যে আমিই বাপ! হুজুরের সামনে আর কী বলব, কোনো মরদই কি আর একেবারে ঠিকঠিক সে কথা জানতি পারে? পয়দা করল অন্যে, আর সারা জনম বোঝা টানব আমি, এও তো কোনো ন্যায্য বিচার নয় হুজুর। আপনারা জ্ঞানী মানুষ, সব কথা বোঝেন। আমারে এমন কথা কয়েন না।

ক্যাপ্টেন : ভাগ এখান থেকে। দূর হয়ে যা!

নজু : যাই হুজুর (বেরিয়ে যায়)

ক্যাপ্টেন : খবরদার, রান্নাঘরের দিকে যাবি না আর।

তৃতীয় দৃশ্য

ক্যাপ্টেন : ওকে আরো ভালো করে চেপে ধরলে না কেন?

মৌলানা : কেন? আমি তো বেশ কড়া কথা বলেছি।

ক্যাপ্টেন : তুমি ওকে কিছু বললে কোথায়? ফিস ফিস করে নিজের সঙ্গে আলাপ করেছ।

মৌলানা : তোমার সঙ্গে বঞ্চনা করব না। কী যে ওকে বলব তা নিজেও স্থির করতে পারছিলাম না। মেয়েটার যে কপাল ভেঙেছে সে আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু পুরুষটিও কিছু সৌভাগ্যবান নয়। যদি, সত্যি সত্যি ও বাপ না হয়ে থাকে। বড়লোকের চাকরানি। বিপদ একরকমে সে কাটিয়ে উঠতেও পারে। দু'দিন বাচ্চাটাকে কোলে পিঠে মানুষ করে কোনো এতিমখানায় হাওলা করে আসবে। তারপর আবার তোমার এখানেই, না হলে অন্য কোনোখানে চাকরি জুটিয়ে নেবে। কিন্তু নজুর ছোটখাট হলেও সেনাবাহিনীর একটা পদবী আছে। কেলেঙ্কারির জন্য একবার পদচ্যুত হলে জীবনে আর কখনো ওপরে উঠতে পারবে ভেবেছ?

ক্যাপ্টেন : এ রকম কাণ্ডের বিচারক আমি হতে চাই না। আমি মনে করি না যে নজু সম্পূর্ণ নির্দোষ, যদিও নিশ্চয় করে কিছুই বলতে পারব না। অবশ্য অন্যদের কথা না বলতে পারলেও একজন যে দোষী তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সে ওই মেয়েটা।

মৌলানা : সে আমিও জানি। তবে এসব ব্যাপারে কোনো একজনকে দোষী সাব্যস্ত করা ন্যায়সঙ্গত নয়। যাক্‌গে ওসব কথা। যে কথা নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম। তোমার কন্যা বাতুনীর জন্মদিনের উৎসবে কী করবে না করবে সে বিষয়ে পরামর্শ চাইছিলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাপ্টেন : শুধু জন্মদিনের উৎসবের কথা নয়। আমি ভাবছি ওর সমগ্র জীবন ও চরিত্র গঠনের কথা নিয়ে। তুমি জান, আমার এ বাড়িতে রাজ্যের মেয়েলোক থাকে। তারা সবাই যে যার ইচ্ছানুযায়ী আমার মেয়েটাকে গড়তে চাইছে। আমার শাশুড়ি চায় মেয়েটা ধর্মে কর্মে সুমতি হোক; লায়লা চায় বাতুনী চিত্রশিল্পী হোক; ওর শিক্ষয়িত্রী চায় ওকে দেশনেত্রী বানাতে, দাইমা চায় ও যেন চাঁদসুলতানা হয় আর দাসীরা ক্ষেপেছে ওকে আর্তের সেবিকা বানাবার জন্যে। বুঝলে মৌলানা, মানুষের আত্মা নকশী কাঁথার মাঠ নয়, দশ রকম রঙ্গিন সুতোয় তাকে বোনা যায় না। আমার কন্যার ভবিষ্যৎ নির্বাচন করার মুখ্য অধিকার আমার। কিন্তু এরা চারদিকে বাধা সৃষ্টি করে রেখেছে। যে করে হোক, এদের কবল থেকে মেয়েটাকে উদ্ধার করে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে হবে।

মৌলানা : সত্যি, তোমার এখানে মেয়েলোক কিছু বেশি।

ক্যাপ্টেন : সে কথা আর তোমাকে বলে দিতে হবে না। সব খাঁচায় পোরা বাঘিনী। ওদের নাক বরাবর যদি সর্বক্ষণ গরম লোহার শিক ধরে না রাখি, প্রথম সুযোগেই এরা আমার ঘাড় মটকে দেবে। আমার অবস্থা দেখে তোমার তো হাসি পাবেই। নিজে তো ধুরন্ধর কম নও। শুধু বোন গছিয়ে সাধ মেটেনি, সেই সঙ্গে নিজের সৎমাকেও আমার বাড়ি চালান করে দিয়েছ।

মৌলানা : পাগল হয়েছ ? সৎমাকে নিয়ে এক বাড়িতে বাস করতে পারে কেউ ?

ক্যাপ্টেন : বুঝেছি। অন্যের বাড়িই তার জন্য প্রশস্ত।

মৌলানা : অল্প-বিস্তর কষ্ট সবাইকে সহ্য করতে হয়।

ক্যাপ্টেন : আমার জন্য একটু বেশি বিস্তর হয়ে পড়েছে। বাড়িতে বুড়ি দাইমাও থাকে। তার ধারণা আমার নাক দিয়ে এখনো অনবরত শিকনি গড়ায়। বুড়ির মনটা ভালো সে আমি জানি। কিন্তু তাকেও আমার এখানেই থাকতে হবে কেন জানি না।

মৌলানা : দোষ তোমার। কী করে এদের রশি টেনে ধরতে হয় তুমি জান না। উল্টো এরাই তোমাকে শাসন করে।

ক্যাপ্টেন : তোমার জানা আছে নাকি ?

মৌলানা : দেখো, আমি খোলাখুলি বলছি। লায়লা আমার বোন হলে কী হবে, ওকে সামলানো কঠিন কাজ।

ক্যাপ্টেন : লায়লার কথা ছেড়ে দাও। একটু খামখেয়ালি স্বভাবের। তাই বলে ওর সব কিছুই যে মন্দ তা নয়।

মৌলানা : থাক। আমাকে আর বোঝাতে হবে না। ওকে আমি ভালো করেই জানি।

ক্যাপ্টেন : আদরে লালিত হয়েছে। বাস করেছে কল্পনার জগতে। জীবনকে এখনো সরাসরি গ্রহণ করতে শেখেনি। কিন্তু শত হলেও সে আমার বিবাহিত স্ত্রী—

মৌলানা : কাজে কাজেই ধরে নিতে হবে নাকি যে তিনি অনন্যা। আমার কাছ থেকে শুনে রাখ, লায়লাই তোমার পায়ের বেড়ি, গলার শিকল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাপ্টেন : লায়লা ? আমি তো বলি, গোটা বাড়িটাই আমার কাছে অসহ্য। লায়লা এক মুহূর্তের জন্যও মেয়েটাকে চোখের আড়াল হতে দেয় না। অথচ আমি জানি, বাতুনীর মঙ্গলের জন্যই তাকে এ বাড়ি থেকে সরিয়ে নিতে হবে।

মৌলানা : ওহ, তাই বল! লায়রা বুঝি দিতে চায় না ? তা লায়লা যদি বেঁকে বসে থাকে তোমার কপালে দুঃখ আছে। ও যখন ছোট ছিল তখনো কোনো কিছুর জন্য বায়না ধরে না পেলে সটান মাটিতে শুয়ে পড়ত। মরার মতো নিঃসাড় হয়ে পড়ে থাকত। একটুও নড়ত না। শেষে নিরুপায় হয়ে যখন জিনিসটা তাকে দেয়া হতো, সে তখন সেটা ফিরিয়ে দিত। বলত যে, জিনিসটা পাবার জন্য সে অত কাণ্ড করেনি। সে শুধু পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছিল তার জিদ বজায় থাকে কি না।

ক্যাপ্টেন : ছোটকালেই ওর স্বভাব ঐ রকম ছিল। হুম! এখনো মাঝে মাঝে ওর আবেগের তীব্রতা দেখে আমি ভয় পেয়ে যাই। অনেক সময় সন্দেহ পর্যন্ত হয়, ও কি অসুস্থ নাকি।

মৌলানা : বাতুনীকে নিয়ে তোমাদের মধ্যে আসল বিরোধটা কী নিয়ে ? আপোস-রফার কোনো মধ্যপথ খোলা নেই ?

ক্যাপ্টেন : তুমি হয়তো ভাবছ ওকে আমি হুবহু আমার ছাঁচে গড়ে তুলতে চাই। সেটা সত্য নয়। ওকে বিদুষী বানাবার আমার কোনো সঙ্কল্প নেই। তাই বলে আমি ওর বিয়ের বাজারের দালালও হতে চাই না। কেবল বিয়ের জন্য মেয়েকে তৈরি করলে, শেষে যদি বিয়ে না হয়, তাহলে হবে এক মেজাজি বুড়ি। আর আমি এও চাই না যে পুরুষের মতো ও কোনো বিশেষ পেশায় দক্ষতা অর্জন করুক। সে জন্যে ওকে অনেক পড়তে হবে, শিখতে হবে, সাধনা করতে হবে। এবং তারপর যদি বিয়ে করে, সবই বিফলে যাবে।

মৌলানা : সে তো বটেই। কিন্তু আমি যে শুনলাম ও নাকি ছবি আঁকায় খুব উৎসাহী। তুমি বাধা দিতে চাও কেন ?

ক্যাপ্টেন : মিছে কথা। ওর আঁকা কিছু ছবি আমি একজন নামজাদা শিল্পীকে দেখিয়েছি। তিনি বললেন যে, মাস্টারের কাছে শিখে স্কুলের ছেলেমেয়েরা ওরকম একটু আধটু আঁকতে পারে। কিন্তু গত গ্রীষ্মে এক তরুণ গর্দভ, যে নাকি চিত্রকলা সম্পর্কে অনেক কিছু জানে, ঐ ছবিগুলো দেখে বলেছে, বাতুনী এক প্রতিভা। ব্যস, এরপর আর লায়লাকে অন্য কথা বোঝায় কার সাধ্য ?

মৌলানা : ছোকরা কি বাতুনীর প্রেমে পড়েছে নাকি ?

ক্যাপ্টেন : হয়তো তাই হবে।

মৌলানা : তাহলে তোমার আর কোনো উপায় নেই। ভাল গ্যাঁড়া কলে পড়েছ। বাড়ির অন্যরাও হয়তো লায়লার পক্ষে।

ক্যাপ্টেন : সে কথা আর বলতে! বাড়িসুদ্ধ সবাই। একেবারে হাতিয়ার তুলে রুখে দাঁড়িয়েছে। তোমার কাছে গোপন করে লাভ কী। একেবারে দয়ামায়া না রেখে লড়ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৌলানা : (উঠে দাঁড়ায়) জানি। সে অভিজ্ঞতা আমারও আছে।

ক্যাপ্টেন : বল কী, তোমারও ?

মৌলানা : অবাক হলে ?

ক্যাপ্টেন : আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ এই যে, ওরা বাতুনীর ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, আমার বিরুদ্ধে ওদের যে আক্রোশ তার ভিত্তিতে। নানারকম ইশারায় ওরা যেন আমাকে জানিয়ে দিতে চায় যে, পুরুষ মানুষ দেখে নিক, মেয়েমানুষও ক্ষমতা রাখে। দিনরাত ওদের এই একটাই কাজ, পুরুষের বিরুদ্ধে লড়ে যাওয়া। ওকি, চলে যাচ্ছ নাকি ? বসো, বসো। খেয়ে যেও। বেশি কিছু নেই হয়তো। তা হোক। তোমাকে বলিনি হয়তো। আমাদের নতুন ডাক্তারটির আজ এখানে আসার কথা আছে। তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে ?

মৌলানা : পথে এক নজর দেখেছি। বেশ হাসিখুশি এবং প্রাণখোলা মনে হলো।

ক্যাপ্টেন : সত্যি ? উত্তম। কী মনে হয়, আমার পক্ষে থাকবে তো ?

মৌলানা : তা কী করে বলব ? স্ত্রী জাতি সম্পর্কে এর জ্ঞান কতদূর, তার ওপরই সবটা নির্ভর করবে।

ক্যাপ্টেন : চলে যেও না। আরো কিছুক্ষণ থাক।

মৌলানা : না ভাই, আজকে মাফ কর। বিবিকে কথা দিয়েছি যে তাড়াতাড়ি ফিরব এবং বাড়িতেই খাব। ফিরতে দেরি হলে চিন্তা করবেন।

ক্যাপ্টেন : চিন্তা নয়, বল রুষ্ট হবেন। থাকগে, সেসব তোমার মর্জি। চলো তোমার ওভারকোট পরিয়ে দিচ্ছি।

মৌলানা : আজ রাতে দেখছি বেজায় ঠাণ্ডা পড়েছে। ধন্যবাদ আদিল ভাই। তোমাকে কিন্তু তোমার শরীরের আরো যত্ন নিতে হবে। সব সময়ই কেমন একটা উৎকণ্ঠার মধ্যে বলে মনে হয়।

ক্যাপ্টেন : তাই নাকি ?

মৌলানা : কেমন যেন মনে হয় একটা অস্থির ভাব, ঠিক তোমার যা স্বাভাবিক ভাব তা নয়।

ক্যাপ্টেন : লায়লা তোমাকে সে রকম ধারণাই দিয়েছে, না ? লায়লা তো গত বিশ বছর ধরেই আমাকে আধা মানুষ আধা লাশ হিসাবে বিচার করে আসছে।

মৌলানা : না, না। লায়লা কিছু বলতে যাবে কেন ? এমনি আমার মনে হয়েছিল বলে বললাম। এখনো বলছি, শরীরের যত্ন নিও। যাক, চলি এখন। তা বাতুনীর জন্মদিনে কিছু ধর্মকর্মও করাবে বলে ভেবেছিলে নাকি ?

ক্যাপ্টেন : পাগল হয়েছ! ওসবের মধ্যে আমি নেই। তোমার বিবিকে আমার সালাম জানিও।

মৌলানা : চলি। খোদা হাফেজ। লায়লাকে বলে দিও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চতুর্থ দৃশ্য

[প্রথমে ক্যাপ্টেন এবং একটু পরে লায়লা প্রবেশ করে]

ক্যাপ্টেন : (টেবিলের ড্রয়ার খুলে গুণতে থাকে) চৌত্রিশ। উনচল্লিশ। তেতাল্লিশ। সাতচল্লিশ। আটচল্লিশ। ছাপ্পান্ন।

লায়লা : (অন্দর থেকে এ ঘরে প্রবেশ করে) তোমার সঙ্গে কিছু কথা ছিল।

ক্যাপ্টেন : একটু অপেক্ষা কর। ছেষট্টি। একাত্তর। চুরাশি। উননব্বই। একশ হ্যাঁ, কী বলছিলে ?

লায়লা : তোমার কাজে বিঘ্ন ঘটালাম নাকি ?

ক্যাপ্টেন : মোটেই নয়। তা, তুমি বোধহয় সংসারের খরচের জন্য টাকা নিতে এসেছ ?

লায়লা : তাই। সংসারের খরচের জন্য।

ক্যাপ্টেন : দোকানের রসিদগুলো ওখানে রেখে যাও, আমি অবসর মতো নেড়েচেড়ে দেখব।

লায়লা : দোকানের রসিদ ?

ক্যাপ্টেন : হুম্।

লায়লা : ওহ্! এখন থেকে দোকানের রসিদও তোমাকে দেখাতে হবে নাকি ?

ক্যাপ্টেন : হবে। তুমি জান যে, বর্তমানে আমি কিছু অর্থ সংকটে পড়েছি। যদি একেবারে ডুবে যাবার দশা হয়, তখন লোকজনের দেখাবার জন্য হলেও হিসাবপত্রগুলো অন্তত পরিষ্কার করে রাখা দরকার। কেবল দেনাদার নয়, একেবারে অবিবেচক দেনাদার হিসাবে আমি সাজা পেতে চাই না।

লায়লা : তোমার আর্থিক সংকটের জন্যও কি আমি দায়ী নাকি ?

ক্যাপ্টেন : হিসেবের খাতা পরীক্ষা করলেই সে কথার জবাব পাওয়া যাবে।

লায়লা : তোমার ভাড়াটে যদি বাড়ি ভাড়া না দেয় সে দোষ আমার নয়।

ক্যাপ্টেন : ও লোককে বাড়ি ভাড়া দেওয়ার জন্য সোপারেশ করেছিল কে ? তুমি। ওরকম এটা আস্ত অপদার্থের জন্য তুমি কেন এত জোর সোপারেশ করেছিলে আমি আজও ভেবে পাই না।

লায়লা : যদি ওকে অপদার্থ বলেই জানবে, তা হলে রাজি হলে কেন ?

ক্যাপ্টেন : যতক্ষণ রাজি না হতাম, খেতে-বসতে-শুতে তুমি আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলতে। তুমি ওকে রাখতে চেয়েছ কারণ তোমার ভাই ওকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। তোমার মা ওকে রাখতে চেয়েছেন কারণ আমি ওকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। তোমার সখি ওর জন্য তদবির করেছেন কারণ লোকটা নাকি ধর্মকর্মে পোক্ত। আর, দাইমা ওর পক্ষ নেয় কারণ ওর দাদির সঙ্গে শৈশবে এক সঙ্গে খেলেছে। আমি সাধে রাজি হয়েছি। যদি তোমাদের বাধা দিতে চেষ্টা করতাম তাহলে এতদিনে আমাকে হয় পাগলা গারদে না হয় গোরস্থানে আশ্রয় নিতে হতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লায়লা : আমাদের মতামতকে তুমি এত মূল্য দাও জানতাম না। যাক সে কথা। তা তুমি নিজে যে টাকা পয়সা খরচ কর তার রসিদগুলোও কি জমিয়ে রাখ নাকি ?

ক্যাপ্টেন : কেন, তুমি পরীক্ষা করে দেখবে নাকি ? সে অধিকার নেই।

লায়লা : বটে! তোমার মতে, নিজের মেয়ের জীবন কীভাবে গঠন করা উচিত সে বিষয়েও বোধহয় আমার কোনো অধিকার নেই। ভালো। তা তোমরা দু'জন পুরুষ মানুষ সারা বিকেল ধরে সলা-পরামর্শ করে কী ঠিক করলে ?

ক্যাপ্টেন : আমার সিদ্ধান্ত আগেই ঠিক করা ছিল। তবে যেহেতু মৌলানাই একমাত্র ব্যক্তি যাকে তোমরা সকলে এবং আমিও অর্থাৎ উভয়পক্ষই সজ্জন বলে স্বীকার করি, কী ঠিক করেছি তা তাকে জানিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। বাতুনী এ বাড়িতে থাকবে না। শহরে থেকে পড়াশুনা করবে। দু'হপ্তার মধ্যেই যেন ও এখান থেকে চলে যেতে পারে, আমি তার ব্যবস্থা করছি।

লায়লা : শহরে গিয়ে যে থাকবে, থাকবে কার সঙ্গে ? না সে কথা জিজ্ঞেস করার অধিকারও আমার নেই ?

ক্যাপ্টেন : আমার বন্ধু উকিল সাহেব, তাঁর বাড়িতে থাকবে। আমি সব ঠিক করে রেখেছি।

লায়লা : আমি লোকমুখে শুনেছি উনি নাকি নাস্তিক।

ক্যাপ্টেন : তাতে কিছু এসে যায় না। আমি বাতুনীর জনক। ওর লেখাপড়ার ব্যবস্থা আমার ইচ্ছানুযায়ী হবে। আইন আমাকে সে অধিকার দিয়েছে।

লায়লা : মায়ের এ বিষয়ে কিছুই বলার অধিকার নেই ?

ক্যাপ্টেন : কিছুই নয়। যা একবার বিক্রি করে দিয়েছ, খেসারত না দিয়ে তা ফেরত পাবার কোনো উপায় নেই।

লায়লা : যদি পিতামাতা ঘটনাচক্রে এক মত হয় তাহলেও নয় ?

ক্যাপ্টেন : একমত হবে কী করে ? আমার ইচ্ছে মেয়ে শহরে গিয়ে লেখাপড়া করুক। তুমি চাও এই বাড়ির মধ্যে আটকে রাখতে। হিসেব করে যদি একটা মধ্যস্থল বার করতে হয় তাহলে মেয়েকে গিয়ে কোনো স্টেশনে পড়ে থাকতে হবে। আপোসে এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা হয় না।

লায়লা : তোমার ইচ্ছে বোধহয় আপোসে না হলে বলপ্রয়োগ করা। বেশ। নজুকে ডেকেছিলে কেন ?

ক্যাপ্টেন : আমি তা প্রকাশ করতে বাধ্য নই।

লায়লা : তার কি কিছু বাকি আছে নাকি। বাবুর্চিখানার সবাই তো জানে।

ক্যাপ্টেন : তাহলে আর জিজ্ঞেস করছ কেন ? তুমিও নিশ্চয়ই জান।

লায়লা : জানি।

ক্যাপ্টেন : হয়তো ইতিমধ্যে বিচারও করে ফেলেছ।

লায়লা : এরকম অপরাধে আইনের নির্দেশ অস্পষ্ট নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাপ্টেন : সন্তানের পিতা কে আইন তা স্পষ্ট করে বলে দিতে পারে না।

লায়লা : আইন না পারতে পারে। কিন্তু আশপাশের লোকজন ঠিকই জানতে পারে।

ক্যাপ্টেন : বিচক্ষণ লোকেরা বলেন, এ ব্যাপারে কেউ কখনো নিশ্চিন্ত হতে পারে না।

লায়লা : সন্তানের পিতা কে, সুনিশ্চিতভাবে কেউ তা বলতে পারে না ?

ক্যাপ্টেন : লোকে বলে পারে না।

লায়লা : আশ্চর্য! যদি তাই হয়, তাহলে সন্তানের ওপর পিতার অধিকার এত প্রবল হলো কী করে ?

ক্যাপ্টেন : সন্তানের দায়িত্ব যিনি গ্রহণ করেন বা গ্রহণ করতে বাধ্য হন, অধিকার খাটাবার বেলাতেও তার প্রাধান্য স্বীকার করে নিতে হবে বৈকি। আর সন্তান যদি বৈধ হয় তবে তার পিতা কে তা নিয়েও তর্ক চলে না।

লায়লা : কখনোই চলে না ?

ক্যাপ্টেন : অন্তত আমি সে রকমই মনে করি।

লায়লা : যদি স্ত্রী অসতী হয়, তাহলেও নয় ?

ক্যাপ্টেন : সে তর্ক এ ক্ষেত্রে অবান্তর! আমার সঙ্গে তোমার অন্য কোনো কথা বাকি আছে কি ?

লায়লা : না।

ক্যাপ্টেন : তাহলে আমি এখন আমার ঘরে চলে যাচ্ছি। ডাক্তার এলে আমাকে খবর দিও।

লায়লা : দেব।

ক্যাপ্টেন : (দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে) দেরি করবে না। আসামাত্রই খবর দেবে। আমি চাই না যে, প্রথম দিনই ওর কোনো রকম অনাদর হোক। আশা করি আমার কথা বুঝতে পেরেছ।

লায়লা : বুঝব না কেন ? খুব ভালো করেই বুঝেছি। (ক্যাপ্টেন বেরিয়ে যায়)

পঞ্চম দৃশ্য

[লায়লা একা। হাতের টাকাগুলো নেড়েচেড়ে দেখছে]

মা : [নেপথ্যে] লায়লা!

লায়লা : আমি এখানে মা।

মা : [নেপথ্যে] আমার চা-টা কি তৈরি হয়েছে ?

লায়লা : আমি এক্ষণি নিয়ে আসছি।

[লায়লা উঠে যাবার উপক্রম করতেই আর্দালীর প্রবেশ]

আর্দালী : ডাক্তার ওয়াসিমুদ্দিন সাহেব এসেছেন।

ডাক্তার : (প্রবেশ করে) আপনিই বোধহয় গৃহকর্ত্রী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লায়লা : আমিই ক্যাপ্টেন আদিলের স্ত্রী। আপনিই বুঝি আমাদের নতুন ডাক্তার ? ক্যান্টনমেন্টের সকল অধিবাসীর পক্ষ থেকে আমি আপনাকে সাদর সংবর্ধনা জানাই। ক্যাপ্টেন একটু বাইরে গেছেন, এক্ষুণি এসে পড়বেন। আপনি আরাম করে বসুন।

ডাক্তার : এসেই এত নতুন রোগির কাছে ছুটতে হলো যে, আপনাদের এখানে আসতে দেরি হয়ে গেল। আশা করি কিছু মনে করেননি।

লায়লা : কী যে বলেন। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন।

ডাক্তার : বসছি। অনেক ধন্যবাদ।

লায়লা : এই সময়টাতে অসুখবিসুখ একটু বেশি। তবু আশাকরি এ জায়গা আপনার অপছন্দ হবে না। আমরা শহর থেকে অনেক দূরে পড়ে রয়েছি। এখানে সবকিছুই নিরালা, নিসঙ্গ। ভাবতে ভালো লাগছে যে, একজন নতুন ডাক্তার এসেছেন যিনি আপদে বিপদে সকলের খোঁজ নেবেন। লোকমুখে আপনার সুখ্যাতি শুনেছি। আশা করি আরো ভালো করে জানার সুযোগ দেবেন।

ডাক্তার : এ কথা বলে আমাকে আর লজ্জা দেবেন না। যে বাড়িতে আপনি রয়েছেন, সেখানে আমি রোগী দেখার প্রয়োজন ছাড়াও আসব। বাড়িতে কারও অসুখ-বিসুখ নেই তো ?

লায়লা : না, তা ঠিক নেই। বড় রকমের অসুখ এ বাড়িতে কারো হয়নি বললেই চলে। কেবল সম্প্রতি কিছু দুর্যোগ দেখা দিয়েছে বলে ভয় হচ্ছে।

ডাক্তার : ভয় ? কী হয়েছে ?

লায়লা : এ রকম যে কখনো হতে পারে আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি।

ডাক্তার : আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে খুব গুরুতর কিছু ঘটেছে। খুলে বলুন।

লায়লা : তা বোধহয় পারব না। কিছু পারিবারিক কথা আছে যা মেয়েরা বাইরের লোকের কাছে প্রকাশ করে না। তার বিবেক, তার আত্মমর্যাদা তাকে বাধা দেয়।

ডাক্তার : আমার কথা স্বতন্ত্র। আমি ডাক্তার। আমার কাছে সব কথা খুলে বলতে আপনার কোনো সংকোচ করা উচিত নয়।

লায়লা : আমিও তাই স্থির করেছি। ঠিক করেছি, আমার যত কষ্টই হোক, গোড়াতেই আমি আপনাকে সব কথা খুলে বলব।

ডাক্তার : তার আগে আমার মনে হয়, আপনার স্বামীর সঙ্গেও আমার আলাপ-পরিচয় হয়ে যাওয়া উচিত।

লায়লা : না ও'র সঙ্গে দেখা হবার আগেই আপনাকে সব কথা শুনতে হবে।

ডাক্তার : কথাটা কি আপনার স্বামীকে নিয়েই ?

লায়লা : জ্বি! আমার প্রিয় হতভাগ্য স্বামী !

ডাক্তার : আপনি আমার উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়েছেন। আপনার কষ্ট দেখে আমিও অস্বস্তি বোধ করছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লায়লা : (চোখে আঁচল চেপে) আমার স্বামী মানসিক রোগে ভুগছেন। মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। কথাটা মুখ ফুটে এতদিন বাইরের কাউকে বলতে পারিনি। আপনাকে বললাম ওঁর দেখা সাক্ষাতের পর আপনি নিজেও হয়তো অনেক কিছু জানতে পারবেন।

ডাক্তার : আশ্চর্য! খনিজ-বিজ্ঞানের ওপর আপনার স্বামীর গবেষণামূলক মূল্যবান প্রবন্ধগুলো আমি গভীর আগ্রহ নিয়ে পড়ি। আমার ধারণা ছিল খুব কম পন্ডিতই এরকম জোরালো এবং ধারালো চিন্তার অধিকারী হয়।

লায়লা : ওঁর লেখা পড়ে আপনার তাই মনে হতো ? আমাদের আশঙ্কা যদি ভুল প্রমাণিত হয় তাহলে আমরা যে কত খুশি হব সে আপনি সহজেই অনুমান করতে পারেন।

ডাক্তার : অসম্ভব নয় যে, ঐ এক গবেষণার কাজ ছাড়া অন্য সব বিষয়ে তিনি অপ্রকৃতস্থ।

লায়লা : আমাদের তাই সন্দেহ হয়েছে। হঠাৎ এক একটা অদ্ভুত চিন্তা ওর মাথায় চাপে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাতে গোটা পরিবারের কোনো ক্ষতি হবার সম্ভাবনা দেখা না দেয় আমরা ওঁর সঙ্গে সায় দিয়ে চলি। যেমন, হালে ওর রোখ চেপেছে জিনিস কেনার।

ডাক্তার : কী কেনে ?

লায়লা : গাদা গাদা বই কিনছে, একটাও পড়ছে না।

ডাক্তার : পন্ডিত মানুষ বই কিনছেন, এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই।

লায়লা : আপনি বোধহয় আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছেন না।

ডাক্তার : বিশ্বাস করব না কেন? আপনি নিশ্চয়ই কিছু বানিয়ে বলছেন না।

লায়লা : ওঁর পাগলামির আর একটা নমুনা শুনুন। উনি দাবি করেন যে, অন্য গ্রহ উপগ্রহে কী ঘটেছে তা উনি মাইক্রসকোপ দিয়ে দেখতে পান।

ডাক্তার : উনি তাই দাবি করেন নাকি ?

লায়লা : জ্বি।

ডাক্তার : মাইক্রসকোপ দিয়ে দেখতে পান বলেছেন ?

লায়লা : জ্বি। মাইক্রসকোপ দিয়ে।

ডাক্তার : যদি তাই হয়, তাহলে অবশ্য সন্দেহ করতে হবে যে অবস্থা বেশ গুরুতর।

লায়লা : এখনো যদি তাই হয় বলছেন ? আপনি আমার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করছেন না। অথচ আমি পারিবারিক কোনো কথা গোপন না রেখে সব আপনাকে অকপটে বলে ফেলেছি।

ডাক্তার : আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না মিসেস আদিল। আপনি যে আমাকে বিশ্বাস করে সব কথা খুলে বলেছেন, কিছুই গোপন করেননি, সে জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। তবে, আমি ডাক্তার। ভালোমতো পরীক্ষা না করে রোগ সম্পর্কে আমরা সহজে কিছু বলতে চাই না। কখন কী করবেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্থির করতে না পারা, বারবার মত পাল্টানো, এসব লক্ষণও এর মধ্যে দেখা দিয়েছে কিনা, জানা দরকার।

লায়লা : দেখা দেবে কী, এসব লক্ষণ ওর স্বভাবের অন্তর্গত। আমাদের বিশ বছর হয় বিয়ে হয়েছে। আজ পর্যন্ত এমন একটা কাজ করেনি দু'দিন পর যার উল্টোটা করতে না চেয়েছে।

ডাক্তার : কাজকর্মে জোর খাটাতে চেষ্টা করেন।

লায়লা : খুবই। নিজের যা ইচ্ছে তাই করবেন। অন্যের কথা বিন্দুমাত্র শুনবেন না। কিন্তু যখন দেখবেন কেউ ওঁকে বাধা দিচ্ছে না, তখন হয়তো সবটা আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে অন্য কাজে মন দেবেন।

ডাক্তার : এটা ভালো লক্ষণ নয়। আরো কিছুকাল ওঁকে ভালো করে লক্ষ্য করতে দিন। ইচ্ছাশক্তিই হলো মনের মেরুদণ্ড। ওটা অসুস্থ হলে গোটা মানুষটাই ধ্বসে পড়বে।

লায়লা : খোদা জানেন, বছরের পর বছর, সকল দুঃখ কষ্ট সহ্য করেও সাধ্যমত ওর ইচ্ছানুযায়ী চলতে চেষ্টা করেছি। আমার জীবন কীভাবে কেটেছে তা আপনি জানেন না। সে দুঃখ আপনি বুঝতে পারবেন না।

ডাক্তার : আপনি জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছেন একথা আমি বুঝব না কেন? আমি কথা দিচ্ছি এ ব্যাপারে যা কিছু করা সম্ভব আমি করব। তবে, আপনার কাছ থেকে সব কথা শোনার পর, আমিও আপনাকে একটা নির্দেশ দিয়ে রাখতে চাই। আপনার স্বামী উত্তেজিত হতে পারেন এমন কোনো প্রসঙ্গ ওর সামনে উত্থাপন করবেন না। মস্তিষ্ক একবার দুর্বল হলে, সামান্য সামান্য কারণে তার মধ্যে হাজার রকম বিকার প্রবেশ করতে থাকে। কোনো কোনো বিকার হয়ত স্থায়ীভাবে মনের ওপর জেঁকে বসবে। তখন একেবারে উন্মাদও হয়ে যেতে পারেন। আশা করি, আপনি আমার কথা বুঝতে পেরেছেন।

লায়লা : অর্থাৎ আমি এমন কিছু না করি যাতে ওঁর মনে সন্দেহ জাগতে পারে।

ডাক্তার : তাই সাবধানে এগুতে হবে। অসুস্থ মন অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ হয়। একবার সন্দেহ করা আরম্ভ করলে কতদূর যে ভাবতে থাকবে তার কোনো ঠিকানা নেই।

লায়লা : আমি বুঝতে পেরেছি। (ভেতরের দরজায় ঘণ্টার শব্দ) মাফ করবেন। আমি ভেতরে যাচ্ছি। মা হয়তো আমাকে কিছু বলতে চাইছেন। আপনি যাবেন না। ক্যাপ্টেন আসছেন।

ষষ্ঠ দৃশ্য

[ডাক্তার। প্রবেশ করে ক্যাপ্টেন]

ক্যাপ্টেন : ডাক্তার সাহেব এসে গেছেন দেখছি। আপনার সঙ্গে দেখা হওয়াতে খুব খুশি হলাম।

ডাক্তার : আমিও। আপনি তো কেবল সৈনিক নন, একজন দেশবিখ্যাত বিজ্ঞানীও বটে। আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে পারা আমার পক্ষে সৌভাগ্যের কথা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাপ্টেন : বাজে কথা। সেনাবাহিনীর দায়িত্ব পালন করবার পর গবেষণা করার সময় পাই কোথায় ? তবু সম্প্রতি খুব আশা হচ্ছে যে, শিগগির একটা নতুন তথ্য আমি বিজ্ঞানের জগতে উপস্থিত করতে পারব।

ডাক্তার : সত্যি ?

ক্যাপ্টেন : উল্কাচূর্ণ চেনেন। আমি সেগুলো সংগ্রহ করে তার রশ্মিজাত বিশ্লেষণ করি। কোনো নমুনায় আমি কার্বন পেয়েছি। আর কার্বন থাকার অর্থই হচ্ছে যে তার সঙ্গে জীবিত প্রাণীর যোগ রয়েছে। একটু ভেবে দেখলে বুঝতে পারবেন এটা একটা কত বড় কথা।

ডাক্তার : উল্কার মধ্যে এই জীবিত প্রাণীর চিহ্ন আপনি মাইক্রসকোপ দিয়ে দেখেন ?

ক্যাপ্টেন : মাইক্রসকোপ ? পাগল নাকি ! যন্ত্রটার নাম স্পেকট্রসকোপ।

ডাক্তার : ওহ! স্পেকট্রসকোপ! তাই বলুন। আপনার পরীক্ষা সফল হলে মঙ্গল গ্রহে কী হচ্ছে সে সংবাদও আপনি দুনিয়াকে জানাতে পারবেন।

ক্যাপ্টেন : সামান্য একটু ভুল হলো। কী হচ্ছে তা তো বলতে পারব না। তবে কী হয়েছিল তার হয়তো ইঙ্গিত দান করতে পারব। তাও পারব কিনা জানি না। কারণ বিলেতের দোকানদাররা আমার সঙ্গে রীতিমতো অসহযোগিতা শুরু করেছে। এতগুলো বইয়ের অর্ডার করেছি, ব্যাটারা ষড়যন্ত্র করে একটাও পাঠাচ্ছে না। গত দুমাস হলো আমার কোনো চিঠির জবাব পর্যন্ত দিচ্ছে না। পারবে না যে, সে কথাটা আমাকে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিলেও হতো। মনে হচ্ছে সবাই মিলে আমাকে পাগল করে দিতে চাইছে। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

ডাক্তার : ষড়যন্ত্র করবে কেন ? হয় অলসতা না হয় অক্ষমতা, তাই পারছে না। সেজন্যে আপনার অত অস্থির হওয়া উচিত নয়।

ক্যাপ্টেন : হব না মানে ? সর্বশেষ তথ্যাদি সামনে মজুত না থাকলে আমি আমার নিজের আবিষ্কার বিজ্ঞানের ভাষায় গুছিয়ে লিখব কী করে ? আমি জানি বিদেশেও একাধিক বৈজ্ঞানিক এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন। থাকগে ওসব বিজ্ঞানের কথা। আপনার নিজের কথা বলুন। আপনার সঙ্গে যে কথাটা আলোচনা করতে চেয়েছিলাম সেটা হলো এই যে, আমাদের বাঙলোর সঙ্গের বাঙলোটা খালি পড়ে আছে। আপনি ইচ্ছে করলে স্বচ্ছন্দে সেটায় থাকতে পারেন। অবশ্য আপনি সুবিধা মনে করলে আমাদের আগের ডাক্তার সাহেব যে বাড়িতে থাকতেন আপনি সেটাতেও থাকতে পারেন।

ডাক্তার : আপনারা যা ভালো মনে করেন তাই করব।

ক্যাপ্টেন : বাজে কথা। আপনার কী ইচ্ছে তাই বলুন। এখনি ঠিক করে ফেলুন।

ডাক্তার : আমার হয়ে আপনিই ঠিক করে দিন।

ক্যাপ্টেন : না। তা হয় না। আপনার কী ইচ্ছে তা আপনাকেই বলতে হবে। এ ব্যাপারে আমার কোনো বক্তব্য নেই। থাকতে পারে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক্তার : কিন্তু দেখুন, আমার পক্ষেও কিছু স্থির করা কঠিন।

ক্যাপ্টেন : কী যা তা বলছেন। আপনি আপনার ইচ্ছেটা প্রকাশ করতে পারছেন না ? আমার কোনো দিকেই কোনো ঝোঁক নেই। আপনার আস্তানা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা থাকতে যাবে কেন ? তবে, আপনি যে নিজের পছন্দ-অপছন্দ কোনোটাই স্থির করতে পারছেন না, এ আমার কাছে বড় অদ্ভুত ঠেকছে। বলতে পারেন, আপনি আমার মেজাজ পর্যন্ত বিগড়ে দিয়েছেন।

ডাক্তার : যদি আমাকে স্থির করতেই হয় তাহলে আমি বলব, আমি আপনাদের কাছাকাছি থাকতে চাই।

ক্যাপ্টেন : শুনে খুব খুশি হলাম। অনেক ধন্যবাদ। আশা করি আমার রূঢ়তাকে ক্ষমা করতে পেরেছেন। আপনার কাছে প্রকাশ করতে আমার সংকোচ নেই ডাক্তার সাহেব, যারা মন স্থির করতে পারে না, আজকাল আমি তাদের একদম সহ্য করতে পারি না। মাথায় রক্ত চড়ে যায়। (ঘণ্টা বাজায়। বুড়ি দাইমা প্রবেশ করে) এই যে দাই মা। আমাদের পাশের বাঙলোটায় সব কিছু ঠিক আছে তো ? ডাক্তার সাহেব ওটাতেই থাকবেন।

দাইমা : আজ সকালে লোক লাগিয়ে আমি সব কিছু সাফ করে রেখেছি।

ক্যাপ্টেন : চমৎকার! তাহলে ডাক্তার সাহেব, আজ আর আপনাকে আটকে রাখব না। আপনি নিশ্চয়ই খুব পরিশ্রান্তও বটে। আপনি এখন গিয়ে আরাম করুন। কালকে আবার দেখা হবে।

ডাক্তার : আমি তা হলে উঠি এখন।

ক্যাপ্টেন : আমার স্ত্রী হয়তো ইতিমধ্যে এখানকার অনেক খবরাখবর দিয়ে থাকবে। আস্তে আস্তে আপনি নিজেও অনেক কিছু জেনে নিতে পারবেন।

ডাক্তার : আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন। নতুন লোক হিসেবে যে দু'একটা কথা জেনে নিলে আমার কাজের সুবিধা হবে, সেরকম কিছু কথা আপনার স্ত্রী আমাকে বলেছেন। এখন আসি ক্যাপ্টেন। গুড নাইট।

সপ্তম দৃশ্য

[ক্যাপ্টেন ও দাইমা]

ক্যাপ্টেন : আমাকে কিছু বলবে দাইমা ? কিছু হয়েছে নাকি ?

দাইমা : তোমাকে একটা কথা বলতে চেয়েছিলাম।

ক্যাপ্টেন : কী কথা ? বলে ফেল। এ বাড়িতে একমাত্র তুমিই আছ, যার কথা শুনলে মাথায় রক্ত চড়ে যায় না।

দাইমা : আমার কথাটা একটু মন দিয়ে শোন। আমি বলি কি বাতুনীর মা'র সঙ্গে একটা আপোস করে ফেল। এটা তো অস্বীকার করলে চলবে না যে, লায়লা বাতুনীর মা।

ক্যাপ্টেন : এটাও ভুলে গেলে চলবে না যে আমি বাতুনীর বাবা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাইমা : আবার ঐ একই কথা শুরু করলে। একথা বোঝ না কেন যে, সন্তান ছাড়াও বাপের রয়েছে বাইরের গোটা দুনিয়া। সন্তান ছাড়া মায়ের অন্য কিছু নেই।

ক্যাপ্টেন : আমিও তো সে কথাই বলি। লায়লার দায়িত্ব শুধু একজনের। ওকে সুদ্ধ আমার দায়িত্ব তিনজনের। তুমি কি মনে কর ঐ মেয়ে আর তার মায়ের বোঝা কাঁধের ওপর না থাকলে আমি সারা জীবন সেনাবাহিনীর চাকরি নিয়ে পড়ে থাকতাম ?

দাইমা : আমি সে কথা বলিনি।

ক্যাপ্টেন : না, তা তুমি বলতে চাওনি। তুমি শুধু চেয়েছ আমাকে উল্টো রাস্তায় ঠেলে দিতে।

দাইমা : এ তুমি কী বলছ ? আমি কোনোদিন তোমার ভালো ছাড়া মন্দ করতে চেয়েছি ?

ক্যাপ্টেন : না। সে তুমি চাওনি। তবে আমার কীসে ভালো, কীসে মন্দ তা তুমি জান না। সন্তানকে জন্ম দিয়েছি এইটেই যথেষ্ট নয়। ওর স্বভাবও আমি নিজ হাতে গড়ে তুলতে চাই। আমার আত্মা আমি ওকে দান করতে চাই।

দাইমা : তোমার এসব কথা আমি বুঝতে পারছি না। আমি শুধু এই চাইছি যে, তোমরা স্বামী-স্ত্রী একজোট হয়ে বিবাদ মিটিয়ে ফেল।

ক্যাপ্টেন : বুঝতে পেরেছি। তুমি ঐ পক্ষের লোক। আমার কেউ নও।

দাইমা : আমি তোমার কেউ নই ? একথা তুমি বলতে পারলে ? এই এত্তটুকু থেকে তোমাকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছি, আর আজ তুমি আমাকে এই কথা বলতে পারলে ?

ক্যাপ্টেন : আমি কিছুই ভুলিনি। সেই শৈশবে মাকে হারিয়ে আমি তোমাকে পেয়েছিলাম। এ বাড়িতে সবাই আমার বিরুদ্ধে চলে গেলেও তুমি আমাকে ত্যাগ করনি। কিন্তু আজকে, যখন তোমাকে আমার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তুমি আমার শত্রুর সঙ্গে যোগ দিয়েছ।

দাইমা : তোমার শত্রুর সঙ্গে ?

ক্যাপ্টেন : শত্রু নয়তো কী ? এ বাড়ির সব কিছুই তুমি জান। প্রথম থেকে সব কিছুই তোমার চোখের সামনে ঘটেছে।

দাইমা : দেখেছি সবই কিন্তু আর দেখতে চাই না। তোমরা যে কেন একজন আরেকজনের টুটি চেপে ধরে পরস্পরের প্রাণ নাশ করতে চাইছ আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না। অথচ তোমরা দু'জনই আলাদাভাবে কত ভালো! কত মেহেরবান। তোমার বৌ, আমার সঙ্গে কেন, কারও সঙ্গেই কখনো কোনো মন্দ ব্যবহার করে না।

ক্যাপ্টেন : যা করে শুধু আমার সঙ্গে। আমি তা জানি। দাইমা, তুমি আমার মায়ের মতো। একটা কথা তোমাকে জানিয়ে রাখছি। আমার চারধারে একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র চলছে। ডাক্তারও নিশ্চয় চক্রান্তে যোগ দিয়েছে। এ সময়ে যদি তুমি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কর সে বড় গুনাহর কাজ হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাইমা : এ তুমি কী বলছ বাবা। আজকাল সবাইকে মন্দ ভাবছ। বই পড়ে পড়ে সব কিছুকে কেবল অবিশ্বাসই করতে শিখেছ!

ক্যাপ্টেন : আর বিজ্ঞানকে অস্বীকার করে তোমরা সব কিছুকেই বিশ্বাস করতে শিখেছ। মিথ্যেটাকে সুদ্ধ। এ তোমাদের দুর্ভাগ্য, সৌভাগ্য নয়।

দাইমা : তবু, তোমার অবস্থার চেয়ে সেটা শতগুণে ভালো। বাবা, মনটাকে অত কঠিন করে রেখো না। মাথা নত কর। দেখবে সব মেঘ কেটে যাবে। আল্লাহই তোমাকে সুখী করবেন। সবাইকে সহজে ভালোবাসতে পারবে।

ক্যাপ্টেন : কী আশ্চর্য! জান খালা, তুমি যখনই ধর্মীয় ভাব এবং স্বর্গীয় প্রেমের কথা বলতে শুরু কর, তোমার কণ্ঠস্বরে কোনো স্নেহমমতা থাকে না। তোমার চোখে জ্বলতে থাকে একটা বিদ্বেষের ভাব। দাইমা, ধর্ম তোমাকে কোনো সত্যের সন্ধান দিতে পারেনি।

ক্যাপ্টেন : তোমার দম্ভের শেষ নেই। শেষ বিচারের দিন তোমার বিদ্যা কি তোমাকে রক্ষা করতে পারবে?

ক্যাপ্টেন : ওরে আমার নম্র হৃদয়। কী দম্ভ নিয়েই না তুমি আমাকে শাসালে! আমি জানি তোমার মতো এমন আরো অনেক ভালো মানুষ আছে যাদের চোখে জ্ঞানের কোনো মূল্য নেই।

দাইমা : তুমি আমাকে অপমান করতে চাও কর। সে জন্য আমি রাগ করব না। তুমি আমার ছেলের মতো। আমার মস্ত গুণী ছেলে। আমি তোমাকে ভালো না বেসে পারি! আমি জানি, যদি কখনো ঝড় ওঠে বিপদ ঘনিয়ে আসে, ছোট্ট লক্ষ্মী ছেলেটির মতো তুমি ছুটে এসে আবার আমার কোলেই আশ্রয় নেবে।

ক্যাপ্টেন : আমাকে মাফ করে দাও। কী বলতে কী বলেছি। বিশ্বেস কর দাইমা, এ বাড়িতে তুমি ছাড়া আমাকে আর কেউ ভালোবাসে না। তুমি আমাকে রক্ষা কর, সাহায্য কর। আমি পরিষ্কার টের পাচ্ছি। একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। কী ঘটতে যাচ্ছে জানি না, কিন্তু মহা ভয়ানক অশুভ কিছু যে এগিয়ে আসছে তা আমি পরিষ্কার টের পাচ্ছি। (বাড়ির ভেতরে কে যেন চিৎকার করে ওঠে) কে? চিৎকার করছে কে?

অষ্টম দৃশ্য

[ক্যাপ্টেন। দাইমা। বাতুনীর প্রবেশ]

বাতুনী : বাবা! বাবা! আমাকে বাঁচাও, বাঁচাও!

ক্যাপ্টেন : কী হয়েছে মা, কী হয়েছে, ? আমাকে বল।

বাতুনী : আমাকে আগলে রাখ বাবা। একলা পেলে খুন করে ফেলবে!

ক্যাপ্টেন : কে খুন করবে? আমাকে খুলে বল্।

বাতুনী : নানি। নানিজান। তবে দোষ আমার। আমি ওকে ঠকাতে চেষ্টা করেছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাপ্টেন : তোর কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।

বাতুনী : তোমাকে সব খুলে বলছি। কিন্তু কথা দাও, কারও কাছে প্রকাশ করবে না।

ক্যাপ্টেন : কথা দিলাম। এবার বল!

[দাইমা চলে যাবে]

বাতুনী : প্রায়ই বেশ রাত হলে, ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে নানি আমাকে ডেকে নিয়ে আসেন। এক টুকরো পেন্সিল আর কাগজ আমার হাতে গুঁজে দিয়ে ওঁর সামনের টেবিলে আমাকে বসতে বলেন। তারপর ফিস ফিস করে বলেন যে, এবার কয়েকজন মৃত ব্যক্তির আত্মা ঘরে ঢুকবে, ওদের কথা আমাকে দিয়ে হাতের কাগজে লিখিয়ে নেবেন।

ক্যাপ্টেন : এসব কথা আমাকে বলিসনি কেন?

বাতুনী : ভয়ে বলিনি। নানি বারবার করে বলেছেন যে, প্রেতাত্মারা নাকি ভয়ানক রাগী। ওঁদের কথা অন্যের কাছে প্রকাশ করে দিলে কঠিন প্রতিশোধ নেয়। প্রায় রোজই আমার হাতের কলম চলতে শুরু করত। আমি ঠিক বুঝতে পারতাম না যে, আমি নিজেই লিখে যেতাম না অন্য কেউ আমাকে দিয়ে লেখাত। কখনো অল্প সময়ের মধ্যে অনেকখানি লেখা হয়ে যেত আবার কখনো লেখা কিছুতেই এগোত না। যেদিন ক্লান্ত থাকি, সে দিন আমার হাতের কলমও থেমে থাকে। অথচ নানি চান যে লেখা হতেই থাকুক। আজকে রাতে লেখা ভালোই চলছিল, হঠাৎ নানি সে লেখার অংশ বিশেষ দেখে চিৎকার করে বলে উঠলেন যে, আমি নাকি আমার পাঠ্য-পুস্তকের কোনো কবিতা মুখস্থ করে সেটা লিখে ওকে ধোঁকা দিতে চেষ্টা করেছি। নানি রেগে খুন!

ক্যাপ্টেন : জিন পরীতে বিশ্বাস করিস্ নাকি?

বাতুনী : জানি না!

ক্যাপ্টেন : আমি জানি, এগুলো মিথ্যা কথা।

বাতুনী : নানি বলেন যে, এমন অনেক কথা আছে যা তুমি জান না। এবং তুমি যা জান বলে দাবি কর তাও নাকি সত্য হতে পারে না। অন্য গ্রহ-নক্ষত্রে কী হয় তা কি তুমি দেখতে পাও?

ক্যাপ্টেন : এসব কথা তোর নানি বলেছে? আর কী বলেছে?

বাতুনী : বলেছে যে, চাঁদ সুরুজ বশ করার মন্ত্র তোমার জানা নেই।

ক্যাপ্টেন : আমি কোনো মন্ত্রই জানি না। উল্কা কাকে বলে জানিস? গ্রহ-নক্ষত্র থেকে ছিটকে পড়া পাথরকুচিকে বলে উল্কা। আমি ওগুলো পরীক্ষা করি। পরীক্ষা করে বুঝতে চেষ্টা করি যে, আমাদের পৃথিবীর মাটি যে উপাদানে গড়া ওগুলোর মধ্যেও সেই উপাদান রয়েছে কিনা। আমার দেখার ক্ষমতা এই পর্যন্তই।

বাতুনী : নানি বলেন যে, এমন অনেক জিনিস আছে যা উনি দেখতে পান, তুমি পাও না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাপ্টেন : তোমার নানি মিথ্যে কথা বলেন।

বাতুনী : না। নানি মিথ্যা কথা বলেন না।

ক্যাপ্টেন : কী করে জানলে ?

বাতুনী : মা বলেছেন।

ক্যাপ্টেন : তাই নাকি ?

বাতুনী : যদি মাকে মিথ্যেবাদী বল, তাহলে তোমাকেও আমি কোনো দিন বিশ্বাস করব না।

ক্যাপ্টেন : সে কথা আমি এখনো বলিনি। কিন্তু যে কথা তোমাকে বিশ্বাস করতেই হবে সে হলো এই যে, জীবনে যদি সুখী হতে চাও তবে এ বাড়ি ছেড়ে তোমাকে অন্য কোথাও চলে যেতে হবে। যাবে ? শহরে গিয়ে থাকবে ? নতুন জগতে অনেক নতুন জিনিস শিখবে। যাবে ?

বাতুনী : এখান থেকে চলে যেতে হলে আমিও বেঁচে যাই। শহরে গিয়ে থাকব সে তো খুব খুশির কথা। কিন্তু তোমাকে মাঝে মাঝে, ঘন ঘন দেখতে পাব তো ? এ বাড়ির পরিবেশ আমারও একদম পছন্দ নয়। এখানকার সব কিছুই যেন রহস্যময়, বিষণ্ন, থমথমে ! শীতের অন্ধকার রাতের মতো। কেবল মাঝে মাঝে হঠাৎ যখন তোমাকে দেখি মনে হয় যেন খোলা জানালা দিয়ে সকাল বেলার রোদ এসে ঘর ভরে দিল।

ক্যাপ্টেন : বাতুনী, বাতুনী। মা আমার !

বাতুনী : কিন্তু বাবা, মাকেও তুমি কখনো বকতে পারবে না। সব সময় আদর করবে। তুমি জান না, মা একা বসে বসে কত কাঁদে!

ক্যাপ্টেন : ওহ্! শহরে গিয়ে থাকতে তোর কোনো আপত্তি নেই তা হলে।

বাতুনী : একটুও না।

ক্যাপ্টেন : যদি তোর মা রাজি না হন ?

বাতুনী : নিশ্চয়ই রাজি হবেন।

ক্যাপ্টেন : যদি না হন ?

বাতুনী : যদি না হন ? তখন আমি কী করব ? জানি না। কিন্তু রাজি হবেন না কেন ? নিশ্চয়ই হবেন।

ক্যাপ্টেন : তুই তোর মাকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখবি ?

বাতুনী : সুন্দর করে গুছিয়ে তুমিই মাকে বল। আমার কোনো কথাতেই মা কান দেয় না।

ক্যাপ্টেন : বেশ ! তবে যদি আমি চাই এবং তুই চাস অথচ তোর মা আপত্তি করেন, তখন কী করবি ?

বাতুনী : তাহলে ? তাহলে সব আবার গোলমাল হয়ে যাবে। বাবা, তোমরা দু'জন কি একমত হতে পার না ? কেন ? কেন ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নবম দৃশ্য

[ক্যাপ্টেন, বাতুনী, লায়লা]

লায়লা : ওহ, মেয়ে দেখছি এইখানে। ভালোই হলো। এই বেলা ওর কী মত দু'জনেই শুনে রাখি।

ক্যাপ্টেন : নিজের ভবিষ্যত জীবন সম্পর্কে পরিষ্কার করে চিন্তা করবার মতো বয়স ওর এখনো হয়নি। সে বিচারশক্তি আমাদের থাকতে পারে। আমাদের বয়স হয়েছে, আরো দু'চারটে মেয়েকে বড় হতে দেখেছি।

লায়লা : কিন্তু যখন আমাদের দু'জনের মতের মিল হচ্ছে না, তখন বাতুনীই ঠিক করুক ও কী করবে।

ক্যাপ্টেন : না। স্ত্রী হও, সন্তান হও, তোমাদের কাউকেই আমি আমার অধিকার খর্ব করতে দেব না। বাতুনী, তুই এখন চলে যেতে পারিস।

[বাতুনী চলে যায়]

লায়লা : তুমি মেয়েটাকে কথা বলতে দিতে চাওনি। ভয়ে। তুমি জানতে যে, ও আমার ইচ্ছাকেই মেনে নেবে।

ক্যাপ্টেন : বাজে কথা। ও আমাকে বলেছে যে, ও এখান থেকে চলে যেতে চায়। অবশ্য আমার একথাও জানা আছে যে, তুমি তোমার খেয়ালখুশি মতো মেয়েটার মন মোচড়াতে পার।

লায়লা : আমার এত ক্ষমতা ?

ক্যাপ্টেন : হ্যাঁ। তাই। তুমি যা চাও তা লাভ করবার মতো একটা পৈশাচিক শক্তি তোমার রয়েছে। যাদের বিবেক বলে কিছু নেই তারা এই রকমই। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে-কোনো পন্থা অবলম্বন করতে পারে। একবার মনে করতে চেষ্টা কর। ডঃ নওরোজকে তুমি কী করে সরালে আর কী করে তার জায়গায় এই নতুন লোকটাকে আমদানী করলে।

লায়লা : তুমিই বল কী করে করেছি।

ক্যাপ্টেন : তুমি তাকে এমনভাবে অপদস্থ করলে যে, বেচারা তোমার ভাইকে বলে নিজের জায়গায় এই নতুন লোকটাকে বহাল করিয়ে নেয়।

লায়লা : তাহলে বল কাজটা খুব সহজে সেরেছি। বে-আইনি কিছু করিনি। যাকগে সে সব কথা। বাতুনীকে কি খুব শিগগিরই চলে যেতে হবে।

ক্যাপ্টেন : দু'হপ্তার মধ্যে।

লায়লা : সব ব্যবস্থা পাকাপাকি করে ফেলেছ ?

ক্যাপ্টেন : হ্যাঁ।

লায়লা : বাতুনীকে বলেছ ?

ক্যাপ্টেন : বলেছি।

লায়লা : আমি ওকে যেতে দেব না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাপ্টেন : সে ক্ষমতা তোমার নেই।

লায়লা : নেই ? মেয়েটাকে মানুষ করবার ভার তুমি যাদের উপর ছেড়ে দিতে চাইছ, তারা আমার শত্রু। তারা মেয়েটাকে বোঝাবে যে, এতদিন আমি যা কিছু শিখিয়েছি সব ভুল। তখন আমার নিজের মেয়েই সারাজীবন আমাকে ঘৃণা করবে। তুমি কি মনে কর এরকম ব্যবস্থা আমি মেনে নিতে রাজি হব ?

ক্যাপ্টেন : আর তোমরা গুটি কতক মেয়েলোক মিলে ওকে শেখাবে যে আমি ভণ্ড, বাপ হয়ে আমিই তা সহ্য করব ভেবেছ ?

লায়লা : তোমার তাতে সামান্য ক্ষতি হতো।

ক্যাপ্টেন : তার অর্থ ?

লায়লা : মায়ের সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। সম্প্রতি তোমাদের কে একজন একথাও প্রমাণ করেছে যে, সন্তানের প্রকৃত পিতা কে, সে সম্পর্কে কোনো পুরুষই নিশ্চিন্ত হতে পারে না।

ক্যাপ্টেন : এসব অবান্তর কথা কেন বলছ ?

লায়লা : তুমি হলপ করে বলতে পার না যে, তুমিই বাতুনীর জনক।

ক্যাপ্টেন : কী বললে ? আমি হলপ করে বলতে পারি না— ?

লায়লা : না, পার না। যেমন অন্য কেউ পারে না, তেমন তুমিও পার না।

ক্যাপ্টেন : তুমি আমার সঙ্গে রহস্য করছ ?

লায়লা : একটুও নয়। তোমার কথাই আমি তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছিলাম। আমি কখনো তোমার বিশ্বাস ভঙ্গ করেছি কিনা তুমি তা কী করে জানবে ?

ক্যাপ্টেন : তোমার সম্পর্কে সব কিছু বিশ্বাস করতে পারলেও এতদূর হয়তো পারি না। আর যদি তা সত্য হতো, নিশ্চয়ই সে কথা তুমি প্রচার করে বেড়াতে না।

লায়লা : মনে কর জীবনে আমি সব কিছু সহ্য করতে প্রস্তুত। গৃহ থেকে বিতাড়িত হব, লোকে আমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখবে— সব কিছু আমি মেনে নিতে রাজি আছি। কিন্তু আমার সন্তানকে আমি আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যেতে দেব না। মনে কর, আজ সে সঙ্কট দেখা দিয়েছে বলে আমি মরিয়া হয়ে সব কথা প্রকাশ করে দিচ্ছি। যদি বলি যে, বাতুনী আমার সন্তান কিন্তু তোমার নয়, তাহলে সত্যি কথাই বলেছি। যদি বলি—

ক্যাপ্টেন : চুপ কর ! চুপ কর !

লায়লা : একটু ভেবে দেখ। ও মেয়ের ওপর সত্যি তোমার কোনো অধিকার আছে কি নেই!

ক্যাপ্টেন : থাকবে না যদি তুমি প্রমাণ করতে পার যে সত্যি সত্যি আমি ওর পিতা নই।

লায়লা : সে কোনো কঠিন কাজ নয়। তুমি এখনই প্রমাণ চাও ?

ক্যাপ্টেন : তোমার কোনো কথা শুনতে চাই না। একটা কথাও নয়।

লায়লা : বেশি কিছু করতে হবে না। শুধু একটি পুরুষের নাম, আর কবে, আর কখন— এইটুকু বললেই সব বুঝতে পারবে। বাতুনীর জন্ম কখন হলো মনে আছে ? আমাদের বিয়ের তিন বছর পর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাপ্টেন : চুপ কর। আর একটা কথা বলেছ কি—

লায়লা : কী করবে ? বেশ, চুপ করলাম। তবে, নিজের ইচ্ছা খাটাবার আগে সব দিক ভালো করে ভেবে দেখ। এমন কাজ করো না যাতে পরে নিজেকে হাস্যাস্পদ হতে হয়।

ক্যাপ্টেন : ইচ্ছে হচ্ছে নিজের মাথার চুল ছিঁড়ে চিৎকার করে কাঁদি।

লায়লা : করো না। দেখে লোক হাসাহাসি করবে!

ক্যাপ্টেন : তুমিও ?

লায়লা : না। তা করব না। কারণ সন্তানের দিক থেকে আমরাই ওর বাবা-মা। সেটা উপেক্ষা করা যায় না।

ক্যাপ্টেন : এইখানেই তোমার জয়। এমনি করেই তুমি আমার অস্ত্র কেড়ে নাও। আর আঘাত করতে পারি না।

লায়লা : আঘাত করবার দরকার কী ? যে তোমার চেয়ে অনেক গুণ বেশি শক্তি রাখে, তার সঙ্গে শত্রুতা করতে যাও কেন ?

ক্যাপ্টেন : আমার চেয়ে বেশি শক্তি রাখ ?

লায়লা : নিশ্চয় রাখি। বললে হয়তো তুমি বিশ্বেস করবে না কিন্তু পুরুষ মানুষকে দেখে আমার সব সময়েই মনে হয়েছে যে, আমরা মেয়েরা বেশি শক্তিশালী।

ক্যাপ্টেন : তাহলে জেনে রাখ যে, এবার তোমাকে সমানে সমানে লড়তে হবে। এমন অভিজ্ঞতা লাভ করবে, যা কোনোদিন ভুলতে পারবে না।

লায়লা : মন্দ কী। দেখা যাক।

[দাইমা প্রবেশ করে]

দাইমা : অনেকক্ষণ হলো খাবার দিয়ে দেয়া হয়েছে। তোমরা খেতে আসবে না ?

লায়লা : যাচ্ছি।

[ক্যাপ্টেন একটু ইতস্তত করে, সোফার পাশের যে চেয়ারটা টেবিলের সামনে তাতে বসে পড়ে]

লায়লা : কী হলো, খাবে না ?

ক্যাপ্টেন : না কিছুই মুখে দিতে পারব না।

লায়লা : কেন ? মন খারাপ বলে ?

ক্যাপ্টেন : না ক্ষিদে নেই।

লায়লা : তাহলেও খেতে চল। যত দেরি করবে তত কথা বেশি রটবে। মাথা ঠাণ্ডা রেখে উঠে এসো। আসবে না ? বেশ! থাক বসে।

[লায়লা চলে যাবে]

দাইমা : বাবা আদিল, তোমাদের মধ্যে আবার কী হলো ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাপ্টেন : আমাকে একটা প্রশ্নের জবাব দেবে খালা ? মেয়েরা বয়স্ক পুরুষকেও ছেলেমানুষ বলে মনে করে কীসের জোরে ?

দাইমা : ও কথার জবাব কি আমি দিতে পারব ? তোমরা বাচ্চাই হও আর বুড়োই হও জন্মেছ মেয়ে মানুষের পেটে। হয়তো সে জন্যই ওরকম হয়।

ক্যাপ্টেন : আর কোনো নারী জন্মেনি পুরুষ থেকে। তা হোক। কিন্তু বাতুনীর বাবা আমি। আমি। আমি। তুমি বল। দাইমা তুমি বল। আমি সত্যি বলছি কি না তুমি বল। বল।

দাইমা : কী আজব ছেলে তুমি। তোমার নিজের মেয়ের বাবা তুমি হবে না তো আর কে হবে ? মনের রাগ মুছে ফেলে এবার খেতে চল। আর দেরি কর না। চল। চল।

ক্যাপ্টেন : (উঠে পড়ে) বেরিয়ে যাও আমার ঘর থেকে। জাহান্নামে যাও সব। আমি কোনো মেয়েলোকের মুখ দেখতে চাই না। বেরিয়ে যাও। (দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে) আর্দালী! আর্দালী !

আর্দালী : (প্রবেশ করে) হুজুর।

ক্যাপ্টেন : আমার গাড়ি বার করতে বল। এক্ষুণি।

দাইমা : বাবা আদিল, আমার কথা শোন। কী হয়েছে তোমার ?

ক্যাপ্টেন : আমার চোখের সামনে থেকে সরে যাও। আর মুহূর্তও দেরি করো না।

দাইমা : খোদা তোমার ভালো করুন। কী যে হবে কিছুই বুঝতে পারছি না।

ক্যাপ্টেন : (মাথায় টুপি পরে। বাইরে যাবার জন্য এগিয়ে যায়) আমার ফিরতে বেশ রাত হবে। (বেরিয়ে যায়)

দাইমা : কিছুই বুঝতে পারছি না। আজ কার কপালে কী আছে কে জানে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় অঙ্ক

[দৃশ্য প্রথম অঙ্কের অনুরূপ। রাত্রি বেলা। টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে।]

প্রথম দৃশ্য

[লায়লা এবং ডাক্তার]

ডাক্তার : আপনার স্বামীর সঙ্গে কথা বলেছি। আপনার ভয়ের কোনো কারণ আছে বলে মনে করি না। আপনি বলেছিলেন যে, উনি মাইক্রসকোপ দিয়ে দেখে গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কে নানা রকম অদ্ভুত সিদ্ধান্তে উপণীত হন। আপনি ভুল করেছিলেন। উনি যে-যন্ত্রটি ব্যবহার করেন তার নাম স্পেকট্রোস্কোপ ! একথা জানার পর ওকে কিছুতেই উন্মাদ বলে সন্দেহ করতে পারছি না। বরঞ্চ আমার এ রকমও মনে হচ্ছে যে উনি হয়তো সত্যি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন কিছু দান করার ক্ষমতা রাখেন।

লায়লা : আমি তো আপনাকে সে রকম কিছু বলিনি।

ডাক্তার : আপনি আমাকে যা যা বলেছেন আমি আমার ডায়রিতে তা টুকে রেখেছিলাম। মাইক্রসকোপের কথায় আমার মনে হয়েছিল আমি বোধহয় ভুল শুনেছি, সে জন্য আমি আপনাকে সে বিষয়ে বিশেষভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করি। দেখুন মিসেস আদিল, কারো মানসিক অসুস্থতা সম্পর্কে কিছু বলতে হলে খুব সাবধানে হিসেব করে বলা উচিত। এই রকম অভিযোগের ভিত্তিতে আদালত একটা লোককে সংসার পরিচালনার অযোগ্য বলে ঘোষণা করতে পারে।

লায়লা : আদালত অযোগ্য বলে ঘোষণা করবে ?

ডাক্তার : করতে পারে। আইন পাগলের নাগরিক বা পারিবারিক অধিকারকে স্বীকার করে না।

লায়লা : আমি জানতাম না।

ডাক্তার : ওঁর আরো একটি কথায় আমি বেশ অস্বস্তি অনুভব করেছি। বিদেশে পুস্তক বিক্রেতাদের কাছে উনি যেসব চিঠিপত্র লিখেছেন, তার কোনো জবাব উনি পাচ্ছেন না। কিছু মনে করবেন না। সে সম্পর্কেও আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইছি। হয়তো ওর ভালো হবে মনে করেই করেছেন। তবুও আপনি ওর কোনো চিঠিপত্র আটকে রেখেছেন।

লায়লা : রেখেছি। পারিবারিক স্বার্থে আমাকে তা করতে হয়েছে। উনি নির্বিবাদে আমাদের সকলের ক্ষতিসাধন করবেন তা হতে পারে না।

ডাক্তার : মাফ করবেন। যা করেছেন তার পরিণাম কত ভয়ানক হতে পারে আপনি তা ভাবতে পারবেন না। যদি উনি জানতে পারেন যে, আপনি গোপনে ওর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজে বাধা দিচ্ছেন তাহলে আপনার বিরুদ্ধে ওঁর সন্দেহ শতগুণ বেড়ে যাবে, মনের মধ্যে আবদ্ধ থেকে থেকে এক সময়ে সেটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ফেটে পড়বে। ওঁর ইচ্ছাশক্তিকে এভাবে দমন করে আপনি ওঁর মনের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছেন। আপনার কোনো ঐকান্তিক ইচ্ছাকে কেউ যখন ব্যর্থ করে দেয়, মনে হয় না যে, সে যেন আপনার শরীরের একটা অংশ কেটে নিয়ে গেল ? এসব কথা আপনি নিজেও জানেন।

লায়লা : জানি।

ডাক্তার : তাহলে ওঁর দিকটাও অনুভব করতে চেষ্টা করুন।

লায়লা : (উঠে দাঁড়ায়) রাত বারোটা বেজে গেছে। উনি এখনো ফেরেননি। আমি আশঙ্কা করছি আজই ভয়ানক কিছু ঘটতে পারে। আমাদের তৈরি থাকা উচিত।

ডাক্তার : মিসেস আদিল, আজ বিকেলে ঠিক কি ঘটেছিল আপনি এখনো আমাকে তা বলেননি। প্রত্যেকটি কথা আমার জানা খুব দরকার।

লায়লা : হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে আমাকে যাবতীয় অকথ্য কথা বলেছেন। আপনি বিশ্বেস করবেন ? উনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, উনি সত্যি সত্যি ওর সন্তানের পিতা কিনা!

ডাক্তার : আশ্চর্য! এরকম সন্দেহ ওঁর মনের মধ্যে জাগল কী করে ?

লায়লা : আমিও ভাবতে পারছি না। অবশ্য আজ সকালে একটা কাণ্ড ঘটেছিল। আমাদের এক দাসী অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে। তিনি এ ব্যাপারে বাড়ির একজন চাকরকে জেরা করছিলেন। আমি দাসীর পক্ষ নিয়ে দু'একটা কথা বলা মাত্র উনি ভয়ানক রেগে গেলেন। আমাকে জানিয়ে দিলেন যে সন্তানের পিতৃত্ব সম্পর্কে কোনো পিতাই নিশ্চিন্তভাবে কিছু বলতে পারে না। আমি ওঁর উত্তেজনা শান্ত করবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করি। এখন মনে হচ্ছে সব চেষ্টা বৃথা।

[কাঁদতে আরম্ভ করে]

ডাক্তার : না, না। আর তো এভাবে চলতে দেয়া উচিত হবে না। তাড়াতাড়ি একটা কিছু করতেই হবে। তবে সাবধানে এগুতে হবে যেন ওঁর মনে কোনো সন্দেহ সৃষ্টি না হয়। আচ্ছা, ক্যাপ্টেন আদিল আগে কখনো এরকম অস্থিরতা প্রকাশ করেছেন কি ?

[দুশ্চিন্তাগ্রস্তের মতো]

লায়লা : বছর কয়েক আগে আরেকবার এরকম হয়েছিল। তখন ওঁর পরিচিত এক ডাক্তারকে নিজেই চিঠি লিখে জানান যে, ওর ভয় হচ্ছে যে, উনি পাগল হয়ে যেতে পারেন।

ডাক্তার : কী সাংঘাতিক কথা! এ অসুস্থতা নিশ্চয়ই একদিনের নয়। হয়তো ওর অভিজ্ঞতার কোনো গভীর মর্মমূলে এর অঙ্কুর লুকিয়ে রয়েছে। আমি জানি, দাম্পত্য জীবনের অনেক অংশ আছে, যা একান্ত ব্যক্তিগত, গোপনীয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পবিত্র। আমি সেগুলো জানতে চাইছি না। যা প্রকাশ্য আবরণে প্রত্যক্ষ করা যায় আমি তার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখব। অতীতে যা হয়ে গেছে সে নিয়ে এখন আফসোস করে কোনো লাভ নেই। তবে কিছু কিছু ব্যবস্থা অনেক আগেই করা দরকার ছিল। যাকগে এখন উনি কোথায় গিয়েছেন বলে মনে হয়?

লায়লা : বলা সম্ভব নয়। আজকাল ওঁর মাথায় কখন কী খেয়াল চাপবে কেউ বলতে পারবে না।

ডাক্তার : আপনি যদি চান তাহলে ওঁর ঘরে ফেরা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করতে পারি। জিজ্ঞেস করলে বলব যে, আপনার মার শরীর হঠাৎ বেশি খারাপ হয়ে পড়াতে আমাকে ডাকিয়ে এনেছেন। অন্যরকম কিছু সন্দেহ নাও করতে পারেন।

লায়লা : আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আপনি ভাবতে পারবেন না আমরা কী পরিমাণ ভয় আর দুশ্চিন্তার মধ্যে সময় কাটাচ্ছি। আচ্ছা, ওঁর অবস্থা সম্পর্কে আপনি যা ভাবছেন সে কথাটা ওকে খোলাখুলি জানিয়ে দিলে কেমন হয়।

ডাক্তার : মানসিক রোগীকে তার অসুস্থতার কথা কখনো এভাবে জানানো উচিত নয়। অন্তত যতক্ষণ না সে নিজে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে ততক্ষণ পর্যন্ত নয়ই। যখন করবে তখনো খুব সাবধানে হিসেব করে কথাটা তুলতে হবে। কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। আমাদের বোধহয় আর বেশিক্ষণ এই ঘরে বসে থাকা ঠিক হচ্ছে না। আমি বরঞ্চ পাশের ঘরে গিয়ে বসি। সাধ্যমতো হুঁশিয়ার থাকতে হবে যাতে উনি যেন কিছু সন্দেহ না করেন।

লায়লা : ভালো কথা বলেছেন। দাইমা এই ঘরে বসে অপেক্ষা করুক। ক্যাপ্টেনের ফিরতে দেরি হলে বরাবর ও-ই জেগে থাকে। একমাত্র দাইমার কথাই উনি এখনো কিছু কিছু শোনেন।

[বাঁয়ের দরজার কাছে এগিয়ে ডাকে]

দাইমা! দাইমা!

[দাইমা প্রবেশ করে]

দাইমা : আমাকে ডেকেছ মা? ছেলে ফিরেছে?

লায়লা : না। এখনো ফেরেননি। তুমি ওর জন্য এই ঘরেই অপেক্ষা কর। যখন আসবেন তখন জানিয়ে দিও যে, মার শরীরটা বেশি ভালো নেই, ডাক্তার এসেছেন ওকে দেখবার জন্যে।

দাইমা : সে আমি ওকে বুঝিয়ে বলব।

লায়লা : (বাঁয়ের দরজা খুলে) আসুন ডাক্তার সাহেব।

ডাক্তার : জ্বি, চলুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় দৃশ্য

[দাইমা গুন গুন করে গান করে। এক গ্লাস দুধ ও কিছু বিস্কুট নিয়ে প্রবেশ করে বাতুনী]

বাতুনী : (ফিস ফিস করে) দাদি ওপরতলায় একা একা আমার খুব ভয় করছে। কিছুক্ষণ তোমার সঙ্গে থাকি ?

দাইমা : পাগলি মেয়ে! এখনো ঘুমোওনি তুমি ?

বাতুনী : আব্বার জন্য যে সোয়েটার বুনছি ওটা ঈদের আগেই শেষ করতে চাই। রাত জেগে না করলে শেষ হবে কী করে ? এই দেখ, তোমার জন্যও কি নিয়ে এসেছি।

দাইমা : লক্ষ্মী নাতিনী আমার! কিন্তু রাত বারটা বেজে গেছে, এখন শুতে না গেলে সকালে উঠবে কী করে ?

বাতুনী : না হয় দেরি করে উঠব, তাতে কী হবে। তাই বলে আমি এখন ওপরতলায় একা থাকতে পারব না। আমার কেবল মনে হয় বারান্দায় কারা যেন ঘুরে ফিরে বেড়ায়।

দাইমা : আমি বলিনি এ বাড়ির ওপর গজব আছে ? জ্বিনের আছর আছে! তা তুমি কোনো রকম শব্দ শুনেছ ?

বাতুনী : আমার মনে হলো কে যেন চিলেকোঠায় বসে গান গাইছে।

দাইমা : গান ? এই নিঝুম রাতে ?

বাতুনী : হ্যাঁ দাদি একটা খুব দুঃখের গান। খুব করুণ সুরে গাইছে। আমি জীবনে এত দুঃখের গান শুনিনি। চিলেকোঠার কোণে ভাঙ্গা আলমারির পাশে যেখানে পুরোনো দোলনাটা রাখা আছে, মনে হচ্ছিল যেন সেই গানটা সেইখান থেকে ভেসে আসছে।

দাইমা : আহা, বাছা আমার! বড় ভয় পেয়েছে। পাবে না কেন ? ওদিকে আবার কী রকম ঝড় উঠেছে। আমার নিজেরই ভয় হচ্ছিল যে, উঠোনের শিরিষ গাছটা বুঝি এক্ষণি ভেঙ্গে পড়ে। খোদা তোমাকে সাহস দিক, তোমাকে সুখে রাখুক।

বাতুনী : দাদি, আব্বার কি অসুখ হয়েছে নাকি ?

দাইমা : বোধহয়।

বাতুনী : আব্বার অসুখ হলে এবার ঈদে কোনো মজাই হবে না। আচ্ছা দাদি, আব্বার যদি অসুখই হবে তাহলে এই রাতেরবেলায় বাইরে গেলেন কেন ?

দাইমা : এটা সে রকম অসুখ নয়। এ অসুখে চলাফেরা করতে কোনো অসুবিধা হয় না। চুপ। সিঁড়ি বেয়ে কে যেন আসছে মনে হচ্ছে। তুমি শুতে চলে যাও। আর তাড়াতাড়ি করে এই দুধের গ্লাসটা সরিয়ে ফেল। তোমার আব্বা দেখলে রাগ করতে পারেন।

(বাতুনী গ্লাস নিয়ে চলে যাবে) খোদা তোমার ভালো করুক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় দৃশ্য

[দাইমা, ক্যাপ্টেন]

ক্যাপ্টেন : (গরম ওভারকোট খুলে রেখে) কি ব্যাপার এখনো জেগে রয়েছ ? শুতে যাও।

দাইমা : তুমি কখন আস সে জন্য বসেছিলাম।

[ক্যাপ্টেন টেবিল ল্যাম্প জ্বালে, বসে। ড্রয়ার খুলে কিছু কাগজপত্র বার করে। পকেট থেকে চিঠি বার করে। খবরের কাগজ নেয়। গুছিয়ে বসে]

বাবা আদিল!

ক্যাপ্টেন : কী বলবে বলে ফেল।

দাইমা : বাতুনীর নানীর শরীর বেশি ভালো নয়। ডাক্তারকে খবর দেয়া হয়েছিল। উনি এখনো আছেন।

ক্যাপ্টেন : খুব বেশি খারাপ ?

দাইমা : না, তেমন কিছু নয়। ঠাণ্ডা লেগেছে।

ক্যাপ্টেন : দাইমা, বহুদিন আগে তোমার গর্ভেও এক সন্তান হয়েছিল। বাপ কে ছিল ?

দাইমা : সে-কথা তোমাকে অনেক দিন বলেছি। জয়নুদ্দিন শেখ।

ক্যাপ্টেন : এত নিশ্চিত ভাবে বলছ কী করে ?

দাইমা : বোকার মতো কথা বল না। নিশ্চয় করে বলতে পারব না কেন ? আমার জীবনে কোনো দ্বিতীয় পুরুষ ছিল না।

ক্যাপ্টেন : তুমি তো নিশ্চিন্ত হতে পারবেই। কিন্তু আমি ওর কথা ভাবি। সেই পুরুষ মানুষটি নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিল কি ? নিশ্চয়ই পারেনি। কিন্তু তুমি পেরেছিলে। তুমি অস্বীকার করতে পারবে না দাইমা, নারী আর পুরুষের মধ্যে অনেক পার্থক্য, অনেক ব্যবধান।

দাইমা : আমার কখনো সে রকম মনে হয়নি।

ক্যাপ্টেন : তোমার মনে হোক বা না হোক। এই পার্থক্য কেউ অস্বীকার করতে পারে না। (একটা ফটো এ্যালবাম খুলে দেখায়) বাতুনী কি দেখতে আমার মতো হয়েছে ?

দাইমা : হুবহু এক রকম। নাক মুখ চোখ সব তোমার গড়ন।

ক্যাপ্টেন : জয়নুদ্দিন শেখ নিজেকে পিতা বলে স্বীকার করে নিয়েছিল ?

দাইমা : অস্বীকার করবে এমন ক্ষমতা ছিল না ওর।

ক্যাপ্টেন : বেচারা! এই যে, আসুন ডাক্তার সাহেব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চতুর্থ দৃশ্য

(ক্যাপ্টেন ও ডাক্তার)

ক্যাপ্টেন : আসুন ডাক্তার সাহেব। বসুন। কেমন আছেন ? আমার শাশুড়ি কেমন আছেন ?

ডাক্তার : গুরুতর কিছু নয়। পড়ে গিয়ে বাঁ পাটা সামান্য মচকে গেছে।

ক্যাপ্টেন : দাইমা বলছিল ওর নাকি ঠাণ্ডা লেগেছিল। দেখা যাচ্ছে আপনারা দু'জনে দু'নিয়মে রোগ নির্ণয় করেছেন। দাইমা, তুমি শুতে যাও। (দাইমা চলে যায়) দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ? বসুন।

ডাক্তার : (বসে) ধন্যবাদ।

ক্যাপ্টেন : আচ্ছা ডাক্তার, মাদি ঘোড়া আর মদ্দা জেব্রার মিশাল বাচ্চার গায়ে কি জেব্রার ডোরা থাকবে ?

ডাক্তার : থাকতেও পারে।

ক্যাপ্টেন : তাহলে এটা অসম্ভব নয় যে খয়েরি ঘোড়া ডোরাকাটা জেব্রার জন্ম দিতে পারে আবার জেব্রাও এক রঙ্গা ঘোড়ার জন্ম দিতে পারে।

ডাক্তার : পারে।

ক্যাপ্টেন : তাহলে তো ডাক্তার এ কথাও স্বীকার করতে হয় যে, বাপের সঙ্গে সন্তানের চেহারার মিল থাকলেই সব কথা মীমাংসা হয়ে যায় না।

ডাক্তার : আপনি কী বলতে চাইছেন ?

ক্যাপ্টেন : আমি বলতে চাই যে, জনক কে তা কেউ হলপ্ করে বলতে পারে না।

ডাক্তার : তার মানে কথাটা এক অর্থে—

ক্যাপ্টেন : আপনার নিজের কথাই ধরুন! বেশ কয়েকটি ছেলেমেয়ে রেখে আপনার স্ত্রী মারা যান।

ডাক্তার : হ্যাঁ, তা ঠিক, তবে আপনি—

ক্যাপ্টেন : আপনার কি কখনো মনে হয়নি যে, আপনার অবস্থা একটু হাস্যকর ছিল ? আমি তো রাস্তায় যখনই কোনো পুরুষকে সন্তানের হাত ধরে চলতে দেখি কিংবা কোনো পিতাকে শুনি পুত্র কন্যাদের কথা বলাবলি করছে, ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই হাস্যকর বলে মনে হয়। নিজের সন্তান না বলে ওর বলা উচিত "আমার স্ত্রীর সন্তান" পিতৃত্বের সংস্কারটাই যে প্রমাদপূর্ণ হতে পারে এ সম্পর্কে কখনই কি আপনার মনে কোনো চিন্তা জাগেনি। ঠিক স্ত্রীকে সন্দেহ করার কথা আমি বলছি না। ভদ্রসন্তান হিসেবে আমিও মনে করি যে আপনার স্ত্রী হয়তো সত্যি সতীসাধ্বী ছিলেন।

ডাক্তার : নিশ্চয় ছিলেন। এ সম্পর্কে গ্যেটে কী বলেছেন মনে আছে ? "পুরুষ সন্তানকে গ্রহণ করে বিশ্বাসে, নির্ভরতায়।"

ক্যাপ্টেন : বিশ্বাস ? স্ত্রী জাতে বিশ্বাস ? কঠিন কাজ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক্তার : সব নারী এক রকম নয়।

ক্যাপ্টেন : বর্তমান কালের একাধিক সমাজ বিজ্ঞানী একথা প্রমাণ করেছেন যে, রমণী এক রকমই হয়। যখন বয়স অল্প ছিল, দেহে যৌবন ছিল, লোকে বলত, আমি নাকি খুব সুদর্শনও ছিলাম। আমার জীবনে এমন দুটো ঘটনা ঘটে যাবার পর থেকে আমি নতুন করে ভাবতে শুরু করি। শুনবেন ? একবার জাহাজে করে কোথায় যেন যাচ্ছিলাম। জাহাজেই মহিলার সঙ্গে প্রথম পরিচয়। সদ্য বিধবা হয়েছেন। দুদিনের অসুখে স্বামী মারা গেছেন। এক রকম কাঁদতে কাঁদতে সব ঘটনা আমাকে শোনালেন। আমি অনেক সহানুভূতি প্রকাশ করলাম। সান্ত্বনা দেবার জন্য কাছাকাছি থাকলাম। এক সময় হাতের ওপর হাত রাখলাম। ক্রমে কাঁধের ওপর এবং ভোর হবার আগে চোখের পানি প্রায় সবটাই মুছে দিয়েছি।

ডাক্তার : এটা ব্যতিক্রম।

ক্যাপ্টেন : তাহলে আরো একটা শুনুন। এটাই যে নিয়ম আপনিও তা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন। শহরতলীতে থাকি। পাড়াতেই এক ভদ্র মহিলা থাকতেন। অল্প বয়স, স্বামী অন্য জায়গায় চাকরি করেন। সতী সাধ্বী গৃহলক্ষ্মী। ধর্মে কর্মে মতি আছে। দেখা হলে আমাকেও অনেক ধর্মোপদেশ দিতেন। ওঁর আচরণের মধ্যে অশোভন কিছুই কখনো লক্ষ করিনি। একবার আমার কাছ থেকে বই নিয়েছিলেন। দুটো বই। ওঁর স্বামীর সঙ্গে পাড়া ত্যাগ করে চলে যাবার সময় বই দুটো ফিরিয়ে দিয়ে যান। মাস তিনেক পর হঠাৎ কি কারণে ঐ দুটো বইয়ের একটা নাড়াচাড়া করতে গিয়ে দেখি ভিতরে এক টুকরো কাগজ গোঁজা রয়েছে। প্রেমপত্র। অকপটে আমার নিকট প্রণয় নিবেদন করেছেন। কোনো খারাপ চিঠি নয়। দেহগত কোনো স্থূল কামনা-বাসনার কথা তাতে ছিল না। এক বিবাহিতা রমণী এক অর্ধ পরিচিত ভদ্র যুবকের কাছে হৃদয়ের ব্যাকুলতাকে প্রকাশ করেছে মাত্র! এটাকে কী বলবেন ? এখন বুঝতে পারছেন, আমি কেন বলি যে স্ত্রী লোককে বেশি বিশ্বাস করবেন না ?

ডাক্তার : আমার মতে বেশি সন্দেহ করাও উচিত নয়।

ক্যাপ্টেন : আমি একমত। যতটুকু করা সঙ্গত ততটুকুই করব। বেশিও নয়, কমও নয়। এই ভদ্র মহিলা আরো কি করেছিলেন জানেন ? তিনি নিজের মনের পাপ সম্পর্কে এতই অচেতন ছিলেন যে, আমার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কথাটা স্বামীকে পর্যন্ত অবলীলাক্রমে শোনাতে পেরেছিলেন। এইটেই হলো সবচেয়ে মারাত্মক। মহাপাপের বীজ ওদের স্বভাবের মধ্যে রয়েছে অথচ ওরা নিজেরা ও বিষয়ে আদৌ সচেতন নয়। সজ্ঞানে করে না বলে ওকে কম অপরাধি মনে করতে পারি, কিন্তু তাই বলে যা মহাপাপ তার রূপ বদলে যায় না।

ডাক্তার : ক্যাপ্টেন, এ সব অসুস্থ চিন্তা মনের মধ্যে বেশি পুষবেন না। আমি চিকিৎসক হিসেবে আপনাকে অনুরোধ করছি—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাপ্টেন : থাক। আমাকে অসুস্থতার কথা বলবেন না। ফ্যাক্টরিতে বয়লার দেখেছেন? আগুনের চুল্লি? তাপমাত্রা চূড়ান্ত সীমা পেরিয়ে গেলে সব বয়লারই ফেটে যায়। তবে সব বয়লারই একই তাপমাত্রার হয় না। আমি জানি, আপনাকে ডেকে আনা হয়েছে আমার ওপর নজর রাখবার জন্য। যদি পৌরুষের অহমিকা আমার না থাকত তাহলে আমি আপনাকেও দায়ী করতে পারতাম, আপনাকে জড়িয়ে আদালতে নালিশ করতে পারতাম। হয়তো তখন নিজের অসুখের প্রকৃত রূপ, আমার অসুস্থতার প্রতিটি কারণ, তার সম্পূর্ণ ইতিহাস সবার কাছে প্রকাশ করতে পারতাম। পারব না কারণ এখনো আমার মধ্যে পুরুষের গর্ব মরে যায়নি। পারব না বলেই আঘাত অপমান যা আসে মাথা পেতে নেব, তবু প্রতিবাদ করতে পারব না। আপনি এখন যেতে পারেন।

ডাক্তার : দেখুন, আমি একজন ডাক্তার। যদি আপনি অসুস্থ হয়ে থাকেন তবে সে অসুস্থতার কথা আমার কাছে প্রকাশ করার মধ্যে আপনার কোনো অপমান বা অগৌরব থাকতে পারে না। আমি উভয় পক্ষের কথাই মন দিয়ে শুনব।

ক্যাপ্টেন : আমি ভেবেছিলাম এক পক্ষের কথা আপনি হয়তো সবই শুনে নিয়েছেন। একটু বেশি করেই শুনেছেন।

ডাক্তার : আপনি আমাকে জানেন না। কয়েকদিন আগে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলাম। ইবসেনের 'গোস্টস'। মিসেস আলভিং যখন তাঁর মৃত স্বামীর দুশ্চরিত্রতা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকেন, আমার কী মনে হচ্ছিল জানেন? আমার মনে হচ্ছিল, বেচারা স্বামী, মরে ভূত হয়ে গেছে। ইচ্ছে থাকলেও আত্মপক্ষ সমর্থন করে কিছু বলতে পারবে না।

ক্যাপ্টেন : ডাক্তার, বেঁচে থাকলেও মুখ খুলতে সাহস করত না। আর মানুষ কবর থেকে উঠে এসে যাই বলুক না, তাকে বিশ্বাস করবে কে? এবার আপনি চলে যান। দেখতেই পারছেন আমি আদৌ উত্তেজিত নই। আপনি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুতে যান।

ডাক্তার : বেশ। তাই হোক। ক্রমশ আমারও মনে হচ্ছে আপনাদের ব্যাপারে আমার হয়তো মাথা না গলানোই উচিত।

ক্যাপ্টেন : একটা কথা জিজ্ঞেস করব ডাক্তার?

ডাক্তার : বলুন।

ক্যাপ্টেন : আপনি কি আমার বন্ধু না শত্রু।

ডাক্তার : শত্রু হতে যাব কেন? তবে এখনো যে বন্ধু হতে পারলাম না, সেজন্য দুঃখিত। চলি।

[ক্যাপ্টেন ডাক্তারকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে বিদায় দেয়। তারপর ঘরের পেছনের বাঁ ধারের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। হাতল ধরে টেনে দরজাটা খোলে।]

ক্যাপ্টেন : লায়লা, এ ঘরে এসো। তুমি যে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনছিলে সে আমি অনেকক্ষণ আগেই টের পেয়েছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঞ্চম দৃশ্য

[লায়লা কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হয়ে ঘরে ঢোকে। ক্যাপ্টেন নিজের সেক্রেটারিয়েট টেবিলের চেয়ারে বসে।]

ক্যাপ্টেন : অনেক রাত হয়েছে, আমি জানি। তবু আমি চাই, কথাটা এখনই তোমার সঙ্গে হয়ে যাক। বসো (একটু থেমে) চিঠিপত্রের খোঁজ নেওয়ার জন্য আমি নিজে পোস্ট অফিসে গিয়েছিলাম। ওদের কাছ থেকে খোঁজখবর নিয়ে বুঝতে পারলাম যে, তুমি এতদিন আমার সব চিঠি আটকে রেখে আগে নিজে পড়ে নিয়ে তারপর বাইরে পাঠাতে বা আমার কাছে আসতে দিতে। তোমার এই কাণ্ডের ফলে বিভিন্ন সংবাদ পেতে যে দেরি হয়েছে। তাতে আমার গবেষণার কাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

লায়লা : আমি যা করেছি সকলের ভালোর জন্যই করেছি। গবেষণার নামে মেতে উঠে তুমি তোমার কর্তব্যে অবহেলা করছিলে।

ক্যাপ্টেন : কারো ভালোর জন্য তুমি এ কাজ করনি। তুমি আশঙ্কা করেছিলে যে আমার আবিষ্কার আমাকে নতুন গৌরবে ভূষিত করবে। আমার সেনাবাহিনীর পদবীর চেয়েও আমাকে অনেক বড় সম্মান দান করবে। তুমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলে যে আমার খ্যাতি তোমার ক্ষুদ্রতাকে আরো স্পষ্ট করে তুলবে। আমি সবই বুঝতে পেরেছি। এবং আমিও আজ তোমার কিছু পত্র আটক করেছি।

লায়লা : মহৎ কাজ করেছ।

ক্যাপ্টেন : আমার মহত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারছ জেনে খুশি হলাম। তোমার চিঠিগুলো পড়লাম। তুমি আমার আত্মীয় বন্ধু সবাইকে আমার বিপক্ষে টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছ। সবাইকে তুমি জানিয়েছ যে, আমি অসুস্থ মানসিক রোগে আক্রান্ত। অনেকদূর পর্যন্ত তুমি সফলও হয়েছ। আমার কমান্ডিং অফিসার থেকে শুরু করে বাবুর্চি আর্দালী পর্যন্ত কেউ আর বাকি নেই যে ইতিমধ্যে আমাকে অপ্রকৃতস্থ ভাবতে শুরু না করেছে। আমার প্রকৃত মানসিক অবস্থা কী তা জেনে রাখ। আমার মস্তিষ্ক একটুও বিকারগ্রস্থ নয়। পল্টনে সৈনিক হিসেবে আমার দায়িত্ব পালনে এবং গৃহে জনক হিসেবে আমার ভূমিকা গ্রহণে আমিও এখনো সম্পূর্ণ সক্ষম। আমি আবেগে দিশেহারা হই না এবং আমার চিন্তাধারাও বিপর্যস্ত নয়। অবশ্য যেভাবে ক্রমাগত তুমি আঘাত করে চলেছ তাতে হয়তো ফাটল ধরতে এবং সব চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেতেও বেশি দেরি নেই। তোমার কাছে আমি কোনো সহানুভূতি চাই না। সে বোধশক্তি তোমার নেই। তোমার শক্তির মূল কারণও তাই। কিন্তু আমি তোমাকে তোমার স্বার্থের কথাই ভেবে দেখতে বলছি।

লায়লা : কী বলতে চাও খুলে বল।

ক্যাপ্টেন : তোমার আচরণের দ্বারা তুমি আমার মনে নানা রকম সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়েছ। এই সন্দেহ ক্রমে আমার বিচারশক্তিকে আচ্ছন্ন করবে। আমার মনের ভারসাম্যকে নষ্ট করে দেবে। আমার যে অবস্থা ঘটাবার জন্য তুমি অপেক্ষা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করছিলে তার হয়তো আর বেশি বিলম্ব নেই। যে-কোনো সময়ে আমি উন্মাদ হয়ে যেতে পারি। কিন্তু একটা কথা হয়তো তুমি ভালো করে ভেবে দেখনি। তোমার নিজের স্বার্থেই তোমার সাধ্যমত চেষ্টা করা উচিত যাতে আমি সুস্থ থাকি, অসুস্থ না হই। কথাটা খেয়াল করে শোন। যদি আমার মৃত্যু স্বাভাবিক হয় তাহলে আমার জীবন বীমার পুরো টাকা তুমি পাবে। কিন্তু যদি আত্মহত্যা করে বসি, কিছুই পাবেনা। তোমার চেষ্টা করা উচিত যেন আমি আরো অনেক দিন বেঁচে থাকি।

লায়লা : আমাকে আটকাবার জন্য ফাঁদ পাতছ নাকি ?

ক্যাপ্টেন : ফাঁদই বটে! তবে তাতে মাথা গলিয়ে প্রাণে মারা পড়বে, না পাশ কাটিয়ে জান বাঁচাবে, সে দায়িত্ব তোমার।

লায়লা : মুখে বলছ বটে আত্মহত্যা করবে। পারবে না।

ক্যাপ্টেন : তুমি নিশ্চিন্ত যে আমি পারব না ? আচ্ছা লায়লা, তুমি বলতে পার যার বেঁচে থাকার কোনো আকর্ষণ নেই, সে বেঁচে থাকতে চাইবে কেন ?

লায়লা : কী ব্যাপার। বড় দুর্বল হয়ে গেছ মনে হচ্ছে। আত্মসমর্পণ করতে চাও নাকি ?

ক্যাপ্টেন : না। একটা আপোস রফা করা যায় নাকি, চেষ্টা করে দেখতে চাই।

লায়লা : কোন শর্তে ?

ক্যাপ্টেন : আমাকে উন্মাদ হয়ে যেতে দিও না। একবার শুধু সন্দেহমুক্ত কর, আমি সকল বিরোধ পরিত্যাগ করব।

লায়লা : কোন সন্দেহের কথা বলছ ?

ক্যাপ্টেন : বাতুনীর পিতা কে ?

লায়লা : এর মধ্যে সন্দেহের কী আছে ?

ক্যাপ্টেন : আছে। আমার মধ্যে তুমিই সেগুলো জাগিয়ে তুলেছ।

লায়লা : আমি ?

ক্যাপ্টেন : হ্যাঁ তুমি। ফোঁটা ফোঁটা বিষের মতো সেগুলো একটু একটু করে আমার মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছ। চারপাশের ঘটনা দিনে দিনে সাহায্য করেছে সেই বিষের ক্রিয়া বাড়াতে। এই অনিশ্চয়তার নাগপাশ থেকে আমাকে মুক্ত করো লায়লা। শুধু একবার বল যে 'যা সন্দেহ করেছি তা মিথ্যা নয়' তাহলেও নিশ্চিন্ত হতে পারব। তাহলেও তোমাকে ক্ষমা করতে পারব।

লায়লা : যে পাপ আমি করিনি তা স্বীকার করে নেব কী করে ?

ক্যাপ্টেন : স্বীকার করলে ক্ষতি কী ? তুমি জান একথা আমি কারো কাছে প্রকাশ করব না। কোনো পুরুষই নিজের লজ্জা জাহির করে বেড়ায় না।

লায়লা : যদি আমি বলি যে তোমার সন্দেহ মিথ্যা তাহলে তুমি তা বিশ্বাস করবে না। যদি বলি সত্য, বিশ্বাস করবে। মনে হচ্ছে তুমি সত্যি সত্যি চাইছ যে, তোমার সন্দেহ সত্য হোক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাপ্টেন : হয়তো তুমি ঠিকই ধরেছ। কারণ তুমি ইচ্ছে করলে একটা সত্য বলে প্রমাণ করতে পার, কিন্তু অন্যটা সম্পর্কে আমি কোনোদিন নিঃসংশয় হতে পারব না।

লায়লা : কিন্তু তুমি এত সন্দেহ করছ কেন ? কোনো কারণ আছে, না এমনি ?

ক্যাপ্টেন : বলতে পার আছেও, নেইও।

লায়লা : তুমি চাও যে আমি যেন সত্যি সত্যি অসতী হই। তাহলে সেই অজুহাতে তুমি আমাকে ঘর থেকে বার করে দিয়ে মেয়েটাকে নিজের কাছে রেখে দিতে পারবে। অত সহজে তোমার ফাঁদে ধরা পড়ছি না।

ক্যাপ্টেন : ভুল করলে। যদি জানি যে তুমি অসতী, তাহলে তুমি পেটে ধরেছ বলেই অন্যের সন্তানকে আমি আকড়ে ধরে রাখতে চাইব কেন ?

লায়লা : আমারও তাই ধারণা। সেই জন্যেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, যখন আমাকে ক্ষমা করে দেবে বলছিলে, তখন আমাকে মিথ্যা আশ্বাস দিচ্ছিলে।

ক্যাপ্টেন : (দাঁড়িয়ে পড়ে) লায়লা, আমাকে রক্ষা কর। আমাকে প্রকৃতস্থ থাকতে দাও। আমার কথা তুমি বুঝতে চাইছ না। যদি সত্যি সত্যি বাতুনী আমার সন্তান না হয়ে থাকে, আমি ওকে চাই না, ওর ওপর আমার কোনো অধিকারই থাকবে না। তুমিও তো তাই চাও। চাও না ? না তুমি আরো কিছু চাও ? হয়তো তুমি মেয়েটার ওপরও তোমার কর্তৃত্ব রাখতে চাও, আবার ভরণ-পোষণের উপায় হিসাবে আমাকেও ঘরের মধ্যে রাখতে চাও। বল, তাই চাও, না ?

লায়লা : কর্তৃত্ব ? ক্ষমতা ? হ্যাঁ, আমি তাই চাই। তা না হলে তোমার সঙ্গে এই মরা বাঁচার লড়াই কীসের জন্য ?

ক্যাপ্টেন : দেখ লায়লা, আমি পরকালে বিশ্বাস করি না। এই সন্তানই ছিল আমার অনন্ত জীবনের স্বপ্ন। আমার জীবনের একমাত্র স্বপ্ন, যার শিকড়, বাস্তবের মাটি আকড়ে আছে বলে বিশ্বাস করতাম। ওকে কেড়ে নিলে, তুমি আমার আয়ু কেড়ে নেবে।

লায়লা : যখন সময় এসেছিল তখন পৃথক হতে রাজি হলে না কেন ?

ক্যাপ্টেন : তখনো আশা করেছিলাম সন্তানের স্নেহই আমাদের এক সূত্রে গেঁথে রাখবে। ভাবিনি যে সে বন্ধন এমন কঠিন শৃঙ্খলে পরিণত হবে, কেন এমন হলো ? তুমি বলতে পার, কেন ? আমি নিজেও সবটা ব্যাপার কখনো গুছিয়ে ভাবতে চেষ্টা করিনি। এখন একটু একটু করে মনে পড়ছে। অনেক অভিযোগ নিয়ে মনের মধ্যে বারবার স্মৃতি মোচড় দিয়ে উঠছে। তখন আমাদের বিয়ের পর সবে দু'বছর হয়েছে। কোনো সন্তান হয়নি। কেন তা নিশ্চয় তোমার মনে আছে। হঠাৎ কঠিন অসুখে পড়লাম। মরার মতো বিছানায় পড়ে থাকতাম। একদিন একটু সুস্থ বোধ করছিলাম। হঠাৎ শুনতে পেলাম বসবার ঘরে কারা যেন আলাপ করছে। তুমি আর আমাদের উকিল, তোমরা দু'জনে আলাপ করছিলে, আমার ধনসম্পত্তি নিয়ে আমার কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পদ তখনো ছিল। উকিল সাহেব তোমাকে বলেছিলেন যে, নিঃসন্তান বলে তুমি আমার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারবে না। তারপর উনি তোমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি অন্তঃসত্ত্বা কিনা। তুমি কি জবাব দিয়েছিলে আমি শুনতে পারিনি। কিছুদিন পর আমি সুস্থ হয়ে উঠি। আমাদের সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো। ওর জন্মদাতা কে?

লায়লা : তুমি।

ক্যাপ্টেন : মিথ্যে কথা। অন্য কেউ। একটা মহাপাপ তুমি এতদিন লুকিয়ে রেখেছিলে। এবার তা একটু একটু করে প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। যা তুমি করেছ এর চেয়ে জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা আর কিছু হতে পারে না। তোমার জন্য, তোমার সন্তানের জন্য, তোমার মায়ের জন্য, তোমার দাসদাসীর জন্য আমি উদয়াস্ত খেটে মরেছি। নিজের জীবন বিপন্ন করেছি, পদোন্নতির সুযোগ অবহেলা করেছি, রাতের ঘুম, দিনের স্বস্তি বিসর্জন দিয়েছি। হাজার রকম অপমান অত্যাচার দুশ্চিন্তায় মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে। সব সহ্য করেছি শুধু এইজন্যে যেন তুমি সুখে থাক, যেন বেশি বয়সেও নিজের সন্তানের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করতে পারি। নিরবে সব সহ্য করেছি শুধু এই বিশ্বাস নিয়ে যে, ঐ সন্তানের জনক আমি। এর চেয়ে বড় বঞ্চনা, বড় লাঞ্ছনা আর কী হতে পারে! আমার মনে হচ্ছে আমি যেন সতের বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেছি। এর বিনিময়ে তোমার এমন কি আছে যা তুমি আমায় দান করতে পার।

লায়লা : তুমি সত্যি উন্মাদ হয়ে গেছ।

ক্যাপ্টেন : (বসে) অন্তত তুমি যে রকমই আশা করছ। নিজের পাপ তুমি কত রকমে মাটি চাপা দিয়ে রাখতে চাইতে আমি তা অনেক বার লক্ষ্য করেছি। কেন তুমি অত বিষণ্ন হয়ে থাকতে তখন বুঝতে পারতাম না। তোমার জন্য কষ্ট হতো। কিছু না বুঝে তোমার দুষ্ট বিবেককে সান্ত্বনা দেবার জন্য অনেক রকমে চেষ্টা করতাম। ভাবতাম তোমার মনের কোনো দুঃখকে আমি মুছে ফেলতে সাহায্য করছি। কোনো রাতে তুমি ঘুমের মধ্যে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে। শুনতে চাইতাম না তবু শুনতে হতো। এখন মনে পড়ল। গত রাতের আগের রাতে। বাতুনীর জন্মদিনে। তখন ভোর রাত দুটো তিনটে হবে। আমি তখনো শুতে যাইনি; বসে বসে পড়ছিলাম। হঠাৎ তুমি চিৎকার করে উঠলে, কেউ তোমাকে গলাটিপে মেরে ফেলতে চেষ্টা করছিল। চিৎকার করে বলছিলে, "না, না, কাছে এসো না, কাছে এসো না।" তোমার ঐ চিৎকার আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। উঠে গিয়ে তোমার ঘরের দেয়ালে জোরে জোরে আঘাত করতে লাগলাম। সন্দেহ আমি বরাবরই করেছি। নিজের কানে তার প্রমাণ শুনতে হবে, এর জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। সারা জীবন তোমার জন্য এই যন্ত্রণা ভোগ করেছি। এবার তুমি আমার জন্য কী করবে বল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লায়লা : আমি তোমার জন্য কী করব ? জীবনে আমি যা কিছু প্রিয় ও পবিত্র বলে জানি সে সব কিছুর নামে শপথ করে আমি তোমাকে বলছি। তুমিই বাতুনীর পিতা।

ক্যাপ্টেন : এখন ও-কথা বলে লাভ নেই। কারণ তোমার মুখেই শুনেছি, পাপ হোক, মহাপাপ হোক, এমন কোনো কাজ নেই, সন্তানের মঙ্গলের জন্য মা যা করতে না পারে। আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, আমাদের যে অতীত সুখের ছিল একবার তাকে স্মরণ কর, দোহাই তোমার— আহত সৈনিক যেমন করে প্রাণ ভিক্ষা চায় আমি তেমনি করে কাকুতি মিনতি জানাচ্ছি— আমাকে একবার সব কিছু খুলে বল। আমাকে একবার ভালো করে দেখ। আমি শিশুর মতো অসহায়। শিশু যেমন মায়ের কাছে চিৎকার করে কাঁদে, আমি তেমনি করে কাঁদছি, তুমি শুনতে পাচ্ছ না ? কেন ভাবতে পারছ না যে, আমি শক্ত পুরুষ নই, যে সৈনিকের হুঙ্কারে লোকে ভয় পায়, পশু বশ হয় আমি সে সৈনিক নই! মৃত্যুশয্যায় শায়িত রোগী যে করুণার প্রত্যাশী, আমি তোমার কাছে সেই করুণা ভিক্ষা চাইছি। আমার পৌরুষের ক্ষমতার সকল দর্প এই তোমার পায়ের কাছে মাটিতে লুটিয়ে দিচ্ছি। দয়া কর, ভিক্ষা দাও, প্রাণভিক্ষা চাইছি তোমার কাছে।

লায়লা : (কাছে এসে স্বামীর কপালের ওপর হাত রাখে) এ-কী! পুরুষ মানুষ হয়ে তুমি কাঁদছ ?

ক্যাপ্টেন : হ্যাঁ। পুরুষ হয়েও কাঁদছি। কেন, পুরুষ মানুষ হয়েছি বলে কি আমার চোখ নেই ? আমার কি হাত পা হৃদয় মন আনন্দ-বেদনা এগুলো থাকতে নেই ? জীবন ধারণের জন্য পুরুষকেও কি নারীর মতো অন্ন গ্রহণ করতে হয় না ? অস্ত্রাঘাতে সেও কি আহত হয় না ? সেও কি শীতে কাতর, গ্রীষ্মে পরিশ্রান্ত হয় না ? শরবিদ্ধ হলে আমাদের কি রক্তক্ষরণ হয় না ? শরীরে সুড়সুড়ি দিলে আমরা কি হেসে উঠি না ? যদি বিষ পান করাও আমরা কি মৃত্যুবরণ করব না ? পুরুষ হয়েছি বলে নালিশ করতে পারব না কেন ? সৈনিক হয়েছি বলে কাঁদতে পারব না কেন ? কেন তা অগৌরবের হবে ? কীসে পুরুষের অগৌরব, বলতে পার আমাকে ?

লায়লা : প্রাণ ভয়ে কাঁদ। যেমন করে শিশু মায়ের কাছে কাঁদে, আমার কাছেও তুমি তেমনি কাঁদ। আমি তোমার চোখের পানি মুছে দেব। তোমার মনে আছে আদিল, তোমার জীবনে আমি যখন প্রথম প্রবেশ করি, তুমি আমাকে এক রকম মাতৃমূর্তিতেই বন্দনা করেছিলে। দেখতে মস্ত শক্ত জোয়ান ছিলে বটে, কিন্তু শরীরে তোমার কোনো সাহস ছিল না। মনে হতো এক বড় সড় শিশু বিলম্বে ভূমিষ্ঠ হয়েছে কিংবা কেউ চায়নি, জোর করে এসে পড়েছেন।

ক্যাপ্টেন : তোমার কথাই ঠিক। আমি আমার পিতামাতার অনিচ্ছার সন্তান। আমার নিজের চিত্তে যে দৃঢ়তার অভাব তার কারণও বোধহয় তাই। যখন তুমি আর আমি এক হলাম, ভাবলাম এইবার বুঝি আমিও সম্পূর্ণ হয়ে উঠব। আমি স্বেচ্ছায় তোমার শাসন মেনে নিতে চাইলাম। ব্যারাকে যে আমি অন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈন্যের ওপর হুকুমদারী করতাম সেই আমিই ঘরে তোমার হুকুমের তাঁবেদার ছিলাম। আমি বেড়ে উঠেছি তোমার ছায়ায়। তোমাকে মনে হতো আমার চেয়ে কত বড়, কত মহৎ। ছোট শিশু যেমন মায়ের কথা মন দিয়ে শোনে আমিও তেমনি তোমার কথা শুনতাম।

লায়লা : আমার মনে আছে। আমিও বোধহয় তোমাকে ওভাবেই বেশি ভালোবেসেছি। মায়ের মতো করে তোমাকে ভালোবেসেছি। তুমি লক্ষ্য করেছ কিনা জানি না, যখনই আমার প্রতি তোমার ভালোবাসার রূপ বদলে যেত, তুমি প্রেমিক পুরুষের বাসনায় আমাকে পেতে চাইতে, আমি অস্বস্তি বোধ করতাম। ক্ষণকালের জন্য তোমার আলিঙ্গনের আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেও পর মুহূর্তে বিবেকের দংশনে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যেতাম। সমস্ত রক্তে লজ্জা ও গ্লানির বন্যা বয়ে যেত। মনে হতো আমি মাতা হয়েও রক্ষিতা বনেছি। উহ্ সে কী অসহ্য যন্ত্রণা।

ক্যাপ্টেন : আমি সবই লক্ষ করেছি। কিন্তু বুঝতে পারতাম না। কেন, কীসের জন্য, মাঝে মাঝে ভাবতাম হয়তো আমার পৌরুষের অক্ষমতাকে তুমি ধিক্কার দিতে চাইছ। আর আমিও বার বার স্থির করতাম যে পুরুষের শক্তিতেই আমি তোমার নারীত্বকে আরো পরিপূর্ণরূপে জয় করব।

লায়লা : এইখানেই তুমি সবচেয়ে বড় ভুল করেছিলে। আমার মধ্যে যে মাতৃসত্ত্বা ছিল সে তোমার প্রকৃত বন্ধু ছিল। কিন্তু যে নারী সত্ত্বাকে তুমি পেতে চেয়েছিলে সে তোমার শত্রু। স্ত্রী-পুরুষের ভালোবাসা দ্বন্দ্বযুদ্ধের মতো। কখনো ভেব না যে আমি তোমার কাছে পরাভব স্বীকার করেছিলাম। আমি কখনো তোমাকে কিছুই দিইনি, কেবল নিয়েছি। যখন প্রয়োজন হয়েছে, নিয়েছি। তবে আসল ক্ষমতা ছিল তোমার হাতে। আমিও সেটা টের পেতাম এবং চেষ্টা করতাম যাতে তুমিও সেটা ভালো করে টের পাও।

ক্যাপ্টেন : মিছে কথা। বরাবরই আমার চেয়ে তোমার ক্ষমতা অনেক বেশি ছিল। তুমি আমাকে এমনভাবে সম্মোহিত করে রাখতে যে, আমি না চোখ দিয়ে কিছু দেখতে পেতাম, না কান দিয়ে কিছু শুনতে পেতাম। তুমি যা বলতে তাই করতাম। যদি তুমি আমার হাতে আলু তুলে দিয়ে বলতে এটা আপেল, আমি প্রতিবাদ করতে পারতাম না। তোমার যে কোনো মামুলি চিন্তাকে অসামান্য প্রতিভার নিদর্শন বলে প্রশংসা করার জন্য তুমি আমাকে বহুবার বাধ্য করেছ। শুধু অন্যায় নয়, তুমি আমাকে পাপের পথেও টেনে নামাতে চেষ্টা করেছ। করেছ কারণ তোমার কোনো চিন্তাশক্তি ছিল না। আমার পরামর্শ তোমার পছন্দ হতো না। তুমি নিজের খেয়াল-খুশি মতো চলতে চেষ্টা করেছ। যখন একদিন সজাগ হলাম তখন দেখি আমার মনুষ্যত্বের মান-মর্যাদা ধুলায় লুণ্ঠিত। কলঙ্ক মোচনের জন্য ভাবলাম কোনো মহৎ কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ি। কোনো আবিষ্কারের সাধনায় মেতে উঠি, কোনো দুঃসাহসিক কার্যে ব্রতী হই। আর কিছু না পারি সম্মানজনক আত্মহত্যার আশ্রয় নেই। যুদ্ধক্ষেত্রে চলে যেতে চেয়েছিলাম। পারিনি। এক সময়ে আশ্রয় খুঁজে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেলাম বিজ্ঞানের চর্চায়। এতদিন সাধনার পর এখন ফল লাভের সময় হয়েছে। আমি সেই উপহার গ্রহণের জন্য কেবল হাত বাড়িয়ে দিলাম, তুমি এক আঘাতে বাহু কেটে ফেললে। আজ আমার আত্মমর্যাদা সম্পূর্ণ রূপে লুপ্ত। যে মানুষ নিজেকে নিজে শ্রদ্ধা করতে পারবে না তার বেঁচে থেকে লাভ কী ?

লায়লা : আর আমি নারী হয়ে—

ক্যাপ্টেন : তুমি নারী হয়েছ বলেই তোমার সন্তান রয়েছে। পুরুষের কেউ নেই। তবু দেখ, তুমি আমি এবং আরো কত শত মেয়ে পুরুষ সারা দুনিয়া জুড়ে শিশুর মতো সরল বিশ্বাস নিয়ে এক সঙ্গে বসবাস করছি। অনবরত কত স্বপ্ন আর আদর্শের আকাশ কুসুম রচনা করেছি। তারপর এক সময়ে জেগে উঠেছি। জেগে উঠেছি বটে কিন্তু তখনো ঘুমের ঘোর কাটেনি। আর যে আমাদের ঘুম ভাঙ্গাল সে লোকও নিশি পাওয়া। মেয়েরা যখন বুড়ি হয়, আর মেয়ে থাকে না, ওদের থুথুনিতে নাকি দাড়ি গজায়। বার্ধক্যে পুরুষ যখন আর পুরুষ থাকে না, তাদের কি হয় জানি না। আমরা সবাই যারা সকাল বেলার নতুন সূর্যকে উচ্চকণ্ঠে আহবান করেছিলাম, আমাদের মিথ্যে ডাকে সাড়া দিয়ে অনেক কুককুটি এল বটে কিন্তু তখন দেখা গেল, কোথায় সূর্য, আমরা সব বসে আছি চাঁদের আলোর নিচে, ভগ্নস্তূপের ওপর চিরকাল যেমন বসেছিলাম। সবই একটা দুঃস্বপ্ন, এক নবীন ঊষার মরিচিকা। এর মধ্যে কোথাও জাগরণের চিহ্নমাত্র নেই।

ক্যাপ্টেন : হয়তো।

লায়লা : আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে। তোমার কবিতা শোনানো যদি এখনো শেষ না হয়ে থাকে, বাকিটা জমিয়ে রাখ, কাল সকালে শুনব।

ক্যাপ্টেন : একটা কথা শুনে যাও। এর মধ্যে কোনো কাব্যিকতা নেই। তুমি আমাকে ঘৃণা কর ?

লায়লা : সব সময় নয়, যখন পুরুষ মানুষ হয়ে ওঠো তখন করি।

ক্যাপ্টেন : আমার একেক সময় মনে হয় তোমার আমার যে বিরোধ তা ব্যক্তিগত নয়, জাতিগত। যদি একথা সত্য হয় যে আমরা সবাই বানরের বংশধর, তাহলে আমি বলব যে আমরা দু'জন নিশ্চয় দুই আলাদা জাতের বানরের বংশধর। আমাদের দু'জনের শরীরের রক্ত এক নয়।

লায়লা : একথা কেন বলছ ?

ক্যাপ্টেন : আমাদের দু'জনের মধ্যে একজনকে অবশ্যই পরাজয় স্বীকার করতে হবে।

লায়লা : কাকে ?

ক্যাপ্টেন : যে দুর্বল তাকে।

লায়লা : এবং যার জোর বেশি তাকেই সত্য বলে মেনে নিতে হবে ?

ক্যাপ্টেন : চিরকাল তাই হয়ে এসেছে। কারণ আসল ক্ষমতা তার হাতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লায়লা : তাহলেও তোমাকে স্বীকার করে নিতে হবে যে সত্য আমার পক্ষে।

ক্যাপ্টেন : তুমি কি মনে কর, সে ক্ষমতা তোমার আছে ?

লায়লা : আছে। এবং আগামীকাল সে ক্ষমতা আরো পাকাপাকিভাবে আমার হাতে আসবে। কারণ আদালতের হুকুমে কাল সকালবেলা এই পরিবার পরিচালনার সকল দায়িত্ব পালন থেকে তোমাকে বিরত থাকতে বাধ্য করা হবে।

ক্যাপ্টেন : বিরত থাকতে বাধ্য করা হবে!

লায়লা : হ্যাঁ। কাল থেকে বাতুনীকে গড়ে তোলার সম্পূর্ণ দায়িত্ব একা আমার উপর বর্তাবে। বাতুনী সম্পর্কে এতকাল তুমি যে স্বপ্ন দেখে এসেছ সেগুলোর কোনো মূল্য থাকবে না।

ক্যাপ্টেন : যদি আমাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, সংসারের খরচের জন্য টাকা আসবে কোত্থেকে ?

লায়লা : তোমার পেনসন থেকে।

ক্যাপ্টেন : সংসার পরিচালনার দায়িত্ব থেকে আমাকে বিরত রাখার জন্য আদালতের নির্দেশ যোগাড় করলে কী করে ?

লায়লা : (পত্র দেখিয়ে) এই চিঠির সাহায্যে। এর একটা নকল আমি সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছেও জমা রেখে এসেছি।

(একটু একটু করে পেছনে হটে দরজার কাছে চলে যাবে) তোমার চিঠি। ডাক্তারকে লেখা। এই পত্রে তুমি ডাক্তারের কাছে স্বীকার করেছ যে তুমি উন্মাদ হয়ে গেছ।

[ক্যাপ্টেন হতবাক হয়ে স্ত্রীকে দেখে]

জনক ও ভরণ-পোষণকারী হিসেবে তোমার কর্তব্য তুমি করেছ। তোমার আর কোনো প্রয়োজন নেই। এখন তুমি চলে গেলে কিছু এসে যায় না। এবার নিশ্চয় উপলব্ধি করছ যে, আমার বুদ্ধি আমার ইচ্ছাশক্তির মতোই যথেষ্ট ক্ষমতা রাখে। তুমি যখন এখনো তা মেনে নিতে পারছ না, তোমার চলে যাওয়াই উচিত।

[ক্যাপ্টেন টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে টেবিল ল্যাম্পটা তুলে নিয়ে সজোরে লায়লার মুখের উপর ছুঁড়ে মারে। লায়লা দ্রুত দরজার আড়ালে সরে গিয়ে নিজেকে রক্ষা করে।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় অংক

[দৃশ্য দ্বিতীয় অংকের অনুরূপ। টেবিল ল্যাম্পটি নতুন। পাশের ঘরে যাবার সংকীর্ণ দরজাটি বড় চেয়ারে ঠেস দিয়ে বন্ধ করে রাখা]

প্রথম দৃশ্য

[লায়লা ও দাইমা]

লায়লা : চাবিগুলো তোমাকে দিয়েছে ?

দাইমা : এত সহজে আমাকে দেবে ? খোদা আমাকে মাফ করুন। আমি ওর পকেট থেকে এক সময়ে তুলে নিয়েছিলাম। যে কোটটা নজুকে সাফ করবার জন্য দেয়, চাবির ছড়া তার পকেটে ছিল।

লায়লা : আজ বুঝি নজুর ডিউটি পড়েছে ?

দাইমা : জ্বি।

লায়লা : চাবিগুলো আমার কাছে দাও।

দাইমা : এ একেবারে চুরি করার মতো হলো, মা। কী যে হবে জানি না। ওই শোন, ঘরের মধ্যে কী রকম দাপাদাপি শুরু করেছে।

লায়লা : দরজায় ভালো করে তালা দেয়া আছে তো ?

দাইমা : তালা ঠিক আছে। আমি ভালো করে দেখেছি।

লায়লা : (সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ড্রয়ার খুলে এটা ওটা দেখে) অত অস্থির হয়ো না দাইমা। মনের আবেগ দমিয়ে রাখতে চেষ্টা কর। এখন আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে যেন আমরা দিশেহারা হয়ে না পড়ি। (দরজায় কে আঘাত করে) কে ? নজু নাকি ?

দাইমা : (হল ঘরের দরজা খুলে দেখে) আমাদের নজু।

লায়লা : ওকে ভেতরে আসতে বল।

নজু : মিলিটারি বড় সাহেবের কাছ থেকে চিঠির জবাব এসেছে।

লায়লা : আমার হাতে দাও (পড়তে পড়তে) নজু, ওর পিস্তল বন্দুকগুলির বাক্স সব পরিষ্কার করে রেখেছ তো ? গুলি বুলেট বার করে নিয়েছ তো ?

নজু : যেমন যেমন বলেছেন, সব করেছি।

লায়লা : তুমি বাইরে গিয়ে একটু অন্য কাজ করো। আমি ততক্ষণে চিঠির জবাবটা লিখে দি। (নজু বেরিয়ে যায়, লায়লা চিঠি লেখে।)

দাইমা : ঐ শোন মা। সব বোধহয় একেবারে তছনছ করে ফেলছে। কী যে করছে আল্লাই জানে !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লায়লা : আহ! একটু চুপ করবে ? চিঠিটা শেষ করতে চাও। (পাশের ঘর থেকে করাত দিয়ে কিছু কাটার শব্দ ভেসে আসে)

দাইমা : আল্লা সবাইকে রক্ষা করুন। আজ কী যে হবে কে জানে।

লায়লা : এই চিঠিটা নিয়ে নজুকে দাও। আর খেয়াল রাখবে আমার মা যেন এ সবের কিছুই টের না পায়। কী বললাম বুঝতে পেরেছ ?

[দাইমা বেরিয়ে যাবে। লায়লা ড্রয়ার খুলে আরো কাগজপত্র ঘাটে, পড়ে]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[মৌলানা প্রবেশ করে লায়লার পাশে একটা চেয়ার টেনে বসে। লায়লা সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সামনে বসেছে।]

মৌলানা : কেমন আছ ? সারাদিন বাইরে বাইরে ছিলাম। খবর পেলে আরো আগেই আসতাম। বড় আফসোসের কথা!

লায়লা : আপনি তো সবই জানেন ভাইজান। গত চব্বিশ ঘন্টা আমার কীভাবে কেটেছে আমি তা বর্ণনা করে কাউকে বোঝাতে পারব না।

মৌলানা : তবু তুমি যে শারীরিক ভাবে অক্ষত আছ সেও এক মস্ত শান্তির কথা!

লায়লা : খোদার মেহেরবানি। কিন্তু কী সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটতে পারত সে কথাটাও একবার ভেবে দেখবেন।

মৌলানা : আমি এখনো সব কথা ভালো করে শুনিনি। ব্যাপারটা আরম্ভ হলো কী নিয়ে ? আমি একেক জনের কাছে একেক রকম শুনেছি।

লায়লা : সে কথা আর বলবেন না। উনি বাতুনীর জন্ম নিয়ে কতগুলো নিতান্ত অসঙ্গত কথা বলাবলি করছিলেন। নিজেকে সন্দেহ করছিলেন যে উনি হয়তো বাতুনীর প্রকৃত পিতা নন। তারপর এক সময় ক্ষিপ্ত হয়ে জ্বলন্ত টেবিল ল্যাম্প তুলে নিয়ে আমার মুখের উপর ছুঁড়ে মারলেন।

মৌলানা : কী বীভৎস কাণ্ড! নিশ্চয়ই একেবার উন্মাদ হয়ে গেছে। কিন্তু তোমরা এখন কী করবে ঠিক করেছ ?

লায়লা : উনি ক্ষিপ্ত অবস্থায় যেন কারো কোনো গুরুতর ক্ষতি করতে না পারেন আগে তার ব্যবস্থা করতে হবে। ডাক্তার গারদে গেছে পাগলের জন্য বিশেষভাবে তৈরি লোহার ফাঁস কোট আনতে। আমি ওর সেনাবাহিনীর কর্নেলকেও পত্র দিয়েছি। ওর বেতন এবং অন্যান্য আর্থিক সুবিধা সম্ভাবনাগুলো একটু একটু করে বুঝতে চেষ্টা করছি। উনি নিজের সংসারের কাজ এবং টাকা পয়সার হিসেবাদি এমন এলোমেলো করে রেখেছেন যে কাগজপত্র পড়ে কিছুই বোঝবার উপায় নেই।

মৌলানা : সবটাই বড় দুঃখজনক। খুবই মর্মান্তিক। এরকম ভয়ানক কিছু যে ঘটতে পারে আমি বরাবরই সে-রকম আশঙ্কা করেছি। দু'একবার হয়তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমাকেও বলেছি। ওর স্বভাবের মধ্যেই আগুন আর পানির এমন একটা মিশাল ছিল যে একদিন না একদিন সেটা ফেটে পড়তই। ড্রয়ারের মধ্যে জরুরি কিছু পেলে ?

লায়লা : (সম্পূর্ণ ড্রয়ার টেনে বার করে) দেখুন, কী সব জিনিস সে এখানে লুকিয়ে জড়ো করে রেখেছে।

মৌলানা : (ঝুঁকে পড়ে দেখে) কী আশ্চর্য ! এ দেখছি তোমার ভাঙ্গা পুতুলটা। তোমার ছোটকালের চুল বাঁধার ফিতে! আর বাতুনীর ঝুমঝুমি! তোমার লেখা চিঠি— তোমার ছিঁড়ে যাওয়া গলার হারের লকেট— লায়লা! লায়লা! যাই বল না কেন, লোকটা তোমাকে খুব ভালোবাসত। কই, আমার যে স্ত্রী মরে গেছে তার এরকম কোনো স্মৃতি চিহ্ন তো আমি এত যত্ন করে তুলে রাখিনি।

লায়লা : আমিও বিশ্বাস করি একদিন ও আমাকে খুবই ভালোবাসত। কিন্তু সময়ে সময়ে সব কিছুই বদলে যায়।

মৌলানা : ঐ বড় কাগজটা কীসের ? ওহ্। গোরস্থানে নিজের জন্য যে জমি কিনেছিল তার রশিদ আর নকশা। ভালো। পাগলা গারদের চেয়ে গোরস্থান অনেক ভালো। আচ্ছা লায়লা, আমাকে একটা কথা সত্যি করে বলবে ? এই সবটা ব্যাপারের মধ্যে তোমার নিজের কি কোনো হাত ছিল না ?

লায়লা : আমার ? কেউ উন্মাদ হয়ে গেলে তার জন্যও আমাকে অপরাধী হতে হবে নাকি ?

মৌলানা : যাকগে। এ নিয়ে আর কোনো কথা আমি তোমাকে বলব না। তুমি আমার মায়ের পেটের বোন। শরীরে একই রক্ত। তুমি তো আমার অচেনা নও!

লায়লা : এসব কথা কেন বলছেন ?

মৌলানা : (এক দৃষ্টিতে লায়লাকে দেখে) তুমি বুঝতে পারছ না ?

লায়লা : না।

মৌলানা : তা হলে শোন। তুমি চেয়েছিলে তোমার কন্যাকে তোমার মতো করে গড়তে। তুমি অস্বীকার করতে পারবে না যে ঘটনাচক্রে অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে এখন নির্বিঘ্নে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হতে পারবে।

লায়লা : আমি এখনো আপনার কথা বুঝতে পারছি না।

মৌলানা : তোমার মনোবলের প্রশংসা করি।

লায়লা : আপনি আমার তারিফ করছেন ?

মৌলানা : আমারও যেমন কপাল! এখন ঐ ধর্ম চিন্তাহীন অসুস্থ লোকটার অভিভাবকত্ব করতে এই পরিপাটি সংসারের মধ্যে আদিলকে দেখে আমার সব সময়ই মনে হত যেন, ধান খেতে নলখাগড়া!

লায়লা : (একটা সংক্ষিপ্ত চাপা হাসি হাসে। সমলে নিয়ে গম্ভীর হয়) আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে আমি ওঁর স্ত্রী। এসব কথা আমাকে শোনানো আপনার উচিত নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৌলানা : তুমি সত্যি শক্তিময়ী লায়লা। তোমার মনের জোর আমার চেয়ে অনেক বেশি। এক রকমের তেজি শেয়াল আছে, যেগুলো ফাঁদে পড়লে, কামড়ে নিজের পা কেটে ফেলে রেখে যাবে তবু ধরা দেবে না। তুমি তার চেয়ে কম যাও না। শুনেছি পাকা দুর্বৃত্ত যে, সে সব কাজ একা করে। কাউকে বিশ্বাস করে না, নিজের বিবেককে পর্যন্ত নয়। যদি সাহস থাকে মাঝে মাঝে নিজেকে আয়নার মধ্যে দেখো।

লায়লা : আমি আয়না ব্যবহার করি না।

মৌলানা : আমিও তাই আশঙ্কা করেছিলাম। তোমার হাত দু'খানা একবার দেখি ? যে রক্তের ছোপ তোমাকে প্রকাশ করে দিতে পারত তার সব চিহ্ন মুছে গেছে। যে বিষ তুমি ঐ হাতে এত কচলেছ এখন কণামাত্র ওতে লেগে নেই। অথচ নিরবে নিরাপদে একটি মানুষ অপসারিত হয়েছে। সাধ্য নেই আইন তোমাকে স্পর্শ করে। হয়তো এ পাপ তোমার কোনো সজ্ঞান ইচ্ছার ফল নয়। হয়তো ইচ্ছে করেই সেটা অবচেতনায় লুপ্ত রেখেছ। বড় নিপুণ ভাবে সবটা করেছ। কোনো খুঁত রাখোনি। তবে শুনতে পাচ্ছ তো পাশের ঘরে কী রকম মাতামাতি শুরু করেছে ? সাবধানে থেকো বোন। ও যদি একবার বেরিয়ে আসতে পারে তোমাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলবে।

লায়লা : আপনি বক্তৃতা দিয়ে অভ্যস্ত বলে সব কথাই একটু বাড়িয়ে বলেন। বিবেকের দংশন অনুভব করছেন নাকি ? তা হলে বসে রয়েছেন কেন ? সরাসরি আমাকে অভিযুক্ত করছেন না কেন ?

মৌলানা : না, তা পারব না।

লায়লা : আমি জানতাম আপনি পারবেন না। পারবেন না কারণ আমি নির্দোষ। আপনার কর্তব্য আপনি করুন। আমার যা করণীয় আমি করব। এই যে ডাক্তার সাহেব এসে গেছেন।

তৃতীয় দৃশ্য

[লায়লা, মৌলানা, ডাক্তার]

লায়লা : আসুন ডাক্তার সাহেব। আপনার সাহায্যের ওপরই সবচেয়ে বেশি নির্ভর করছি। অবশ্য যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে অন্যের সাহায্য করবার খুব বেশি কিছু আছে বলে মনে হয় না। ঘরের মধ্যে উনি কী রকম করছেন শব্দ শুনে তা আঁচ করতে পারছেন বোধহয়। আশাকরি এরপর আমাকে আর অবিশ্বাস করবেন না।

ডাক্তার : আমি কিছুই অবিশ্বাস করছি না। গত রাতে যে উনি আপনাকে মারাত্মকভাবে আক্রমণ করেছিলেন, সে আমি শুনেছি। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, সে কি উনি সাময়িকভাবে ক্রোধোন্মত হয়ে করেছেন না সত্যি সত্যি উন্মাদের মতো আচরণ করেছেন, সেটা ভালো করে বুঝে দেখা দরকার।

মৌলানা : আক্রমণের ঘটনা ছাড়াও, আপনি তো জানেন কতগুলো বিষয়ে ওর অদ্ভুত রকম বদ্ধমূল ধারণা ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক্তার : মৌলানা সাহেব, আপনার অনেক ধারণা তার চেয়েও বদ্ধমূল।

মৌলানা : আমার আধ্যাত্মিক বিশ্বাসগুলো যদি আপনার কটাক্ষের লক্ষ্য হয়ে থাকে তা হলে—

ডাক্তার : আমি কটাক্ষ করে কিছু বলিনি। যাগগে এসব কথা। এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে মিসেস আদিলকে। আপনার স্বামীকে আপনি ইচ্ছা করলে জেল জরিমানা বা যে-কোনো রকম সাজা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন। ইচ্ছা করলে পাগলা গারদেও পাঠাতে পারেন। আপনার স্বামীর বর্তমান মানসিক অবস্থাকে আপনি ঠিক কিভাবে বর্ণনা করতে চান আরেকবার বলুন।

লায়লা : এখন এরকম প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারব না। আমি জানি না।

ডাক্তার : অর্থাৎ আপনি বুঝে উঠতে পারছেন না, কোন উত্তরটা দিলে, পরিবারের সকলের স্বার্থ অক্ষুণ্ন থাকবে। মৌলানা সাহেবের কী মত ?

মৌলানা : যেটাই করি না কেন কেলেংকারির একশেষ হবে। আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না যে—

লায়লা : জরিমানা হলে, জরিমানার টাকা শোধ করে নিয়ে তিনি আবার লোকজন আক্রমণ করতে পারেন।

ডাক্তার : যদি জেল হয় তাহলেও একদিন উনি সেখান থেকে ছাড়া পাবেন। যদি তাই হয়, তাহলে আমাদের তো আর কোনো উপায় নেই। সকলের স্বার্থে ওকে উন্মাদ বলেই ধরে নিতে হবে। দাইমা কোথায় ?

লায়লা : দাইমার খোঁজ করছেন কেন?

ডাক্তার : আমি ফাঁসকোট নিয়ে এসেছি। প্রথমে আমি ঘরে ঢুকে ওঁর সঙ্গে কথা বলব। তারপর আমি ইশারা করলে দাইমা ঢুকে ওর গায়ে ফাঁসকোট পরিয়ে দেবে। ওটা একবার ভালো করে পরাতে পারলে আর নড়াচড়া করতে পারবে না। (বারান্দায় গিয়ে একটা বড় মতোন প্যাকেট বহন করে আবার ঢোকে) দাইমাকে আসতে বলুন। কী করে পরাতে হবে এবং ফাঁসগুলো টেনে টেনে সেঁটে দিতে হবে আমার কাছ থেকে বুঝে নিক।

[লায়লা ঘন্টা বাজায়]

মৌলানা : বীভৎস ! বীভৎস!

[দাইমার প্রবেশ]

ডাক্তার : (প্যাকেট খুলে দেখায়) ভালো করে এটা দেখে নাও। যখন সময় হবে, আমি তোমাকে ইশারা করব। এটা এভাবে ধরে, পেছন থেকে এগিয়ে গিয়ে, ওঁর গায়ে চড়িয়ে দেবে। একবার গায়ে এঁটে বসলে আর বেশি নড়তে চড়তে পারবে না। হাতাগুলো ইচ্ছে করে অনেক লম্বা রাখা রয়েছে যাতে সহজে হাত চালাতে না পারে। এই চামড়ার ফিতেগুলো পেছনে টেনে বেঁধে দিতে হবে। এই দড়ি দুটো এই বকলেসের ভেতর দিয়ে পার করিয়ে আঁট করে বাঁধবে। পারলে চেয়ার বা সোফার পিঠের সঙ্গে আটকে দিতে হবে। পারবে না ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাইমা : না। না। আমি পারব না।

লায়লা : ও রাজি হলেও পারবে কি-না কে জানে ? তার চেয়ে আপনি নিজেই এ কাজটুকু করে দিন না।

ডাক্তার : না, আমাকে দিয়ে হবে না। কারণ রোগী আমাকে বিশ্বাস করে না। ওর স্ত্রী হিসেবে আপনিই হয়তো এ কাজের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত। কিন্তু আপনাকেও উনি বোধহয় খুব সন্দেহের চোখে দেখেন। তাহলে— মৌলানা সাহেব, আপনি ?

মৌলানা : না, না। অসম্ভব। এ কাজ আমাকে দিয়ে হবে না।

চতুর্থ দৃশ্য

[লায়লা, মৌলানা, ডাক্তার, দাইমা, নজু]

লায়লা : চিঠি দিয়ে এরই মধ্যে ফেরত চলে এসেছে ?

নজু : জ্বি আম্মা। চিঠি দিইছি।

ডাক্তার : এই তো একজনকে পাওয়া গেছে। নজু, এদিকে এসো। কী ঘটছে না ঘটছে সবই বোধহয় জান। তবু আবার বলছি। তোমাদের ক্যাপ্টেন সাহেব, ওঁর গুরুতর অসুখ হয়েছে। আমরা ওঁর দেখাশুনার সব ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলেছি। তবে আপাতত এক্ষুণি তোমার একটু সাহায্য চাই।

নজু : আমাকে দিয়ে যদি ক্যাপ্টেন সাহেবের জারাসি কাজ হয় আমি তোয়ের আছি।

দাইমা : না। না। ওকে এ কাজের ভার দেবেন না। ও আদিলকে কষ্ট দেবে। না না ওকে দেবেন না। এর চেয়ে আমি নিজে ফাঁসকোট পরাব। খুব সাবধানে পরিয়ে দেব, যাতে একটুও ব্যথা না পায়। নজুকে বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করতে বলুন। যদি দরকার হয় আমি ডেকে পাঠাব। সাহায্য করতে হয় তখন করবে।

[অবরুদ্ধ সঙ্কীর্ণ দুয়ারের কপাটে ভেতর থেকে ক্যাপ্টেন প্রচণ্ডভাবে আঘাত করতে থাকে।]

ডাক্তার : ঐ যে, দরজার ওপাশে এসে গেছে। একটা কিছু দিয়ে ফাঁসকোটটা ঢেকে রাখ। ঐ চেয়ারটার ওপর চাদর দিয়ে ঢেকে রাখ। আর তোমরা সব বাইরে চলে যাও। আমার সঙ্গে শুধু মৌলানা এ ঘরে থাক। এই দরজা আর বেশিক্ষণ টিকবে না, এক্ষুণি ভেঙ্গে পড়বে। তোমরা দেরি করো না আর। বেরিয়ে যাও।

দাইমা : আল্লা, তুমি সবাইকে সহিসালামতে রাখ।

[লায়লা সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ড্রয়রে ঢুকিয়ে রাখে। তারপর চলে যাবে। নজুও বেরিয়ে যায় অন্য দরজা দিয়ে।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঞ্চম দৃশ্য

[দরজার কবজা উপ্‌ড়ে ছিটকে পড়ে। যে সোফা দিয়ে কপাট ঠেস দেয়া ছিল সেটা উল্টে যায়। ক্যাপ্টেন প্রবেশ করে। দুই হাত ভর্তি মোটা মোটা বই। সামনে ডাক্তার ও মৌলানা।]

ক্যাপ্টেন : (বইগুলো টেবিলের ওপর রাখে) তোমরা মিছেমিছি আমাকে পাগল ঠাউরেছ। জান, সব কথা এই বইগুলোর মধ্যে লেখা রয়েছে। গ্রিক মহাকাব্য, ওডিসির কথাই ধর। উৎকৃষ্ট অনুবাদ, উপসালা সংরক্ষণ। প্রথম খন্ডে, ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় ২১ ৫১ নং পংক্তি দেখ। টেলিমেকস, তার প্রিয়তমা এথেনীকে বলছে, "আমি জানি আমার মা নিয়ত উচ্চারণ করেছেন যে, সেই মহাবীর আমার পিতা যাঁর নাম ওডিসিয়াম। কিন্তু এ বিষয়ে আমি নিঃসংশয় নই কারণ এ কথা নিশ্চিত জানা মানুষের অসাধ্য।" ওডিসিয়াসের পত্নী পেনেলোপ, দুনিয়ায় যার বড় সতী দ্বিতীয় কেউ নেই, সেই পেনেলোপ সম্পর্কে এই উক্তি। খাসা বলেছে কিন্তু ! তারপর এই শোনো আরেকটা। মহামানব এথেকীল বলেছেন, "তারপর অর্বাচীন বালক বলল, 'দেখ এই আমার জনক।' এরূপ নির্দেশ ভ্রান্ত। কারণ কে নিশ্চিত বলতে পারে যে সে কার ঔরসজাত ?" এরচেয়ে স্পষ্ট ভাষণ আর কী হতে পারে ? এই দেখ আরেকটা বই। মেরস্লাভের 'রুশ সাহিত্যের ইতিহাস।' গ্রন্থকার, "রুশ দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি পুশকিন দ্বন্দ্বযুদ্ধে গুলিবিদ্ধ হন। কিন্তু অন্তিম সময়ে হৃদয়ে বিদ্ধ গুলির চেয়ে যে বেদনা পুশকিনকে বেশি মুহ্যমান করে সে হলো প্রিয়তমা স্ত্রীর চরিত্রঘটিত বহুবিদিত দুর্নাম। তবে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের প্রাক-মুহূর্তে ঈশ্বরের নামে শপথ করে ঘোষণা করে যান তাঁর স্ত্রী সতীসাধ্বী, নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক।" মরণকালে কবির বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়েছিল। নইলে এ কথা কি কেউ হলপ করে বলতে পারে ? আমি না জেনে কোনো কথা বলি না। বিস্তর বই পড়েছি। কেমন আছ মৌলানা ? তোমার খবর কি ডাক্তার ? এক ইংরেজ মহিলা আমার কাছে আক্ষেপ করে বলছিলেন যে আয়ারল্যান্ডের পুরুষরা নাকি রেগে গেলে স্ত্রীর মুখের ওপর বাতি ছুঁড়ে মারে। আমি কি জবাব দিয়েছিলাম শুনবে ? আমি বলেছিলাম "ওখানকার স্ত্রীগণ নিশ্চয়ই সাংঘাতিক রমণী।" ভদ্রমহিলা অবাক হয়ে শুধু প্রশ্ন করলেন "স্ত্রীগণ ?" আমি জোর দিয়ে বললাম "জ্বি হ্যাঁ! যখন স্বামী ক্ষিপ্ত হয়ে, যে স্ত্রীকে সারা জীবন ভালোবেসেছেন, শ্রদ্ধা করেছেন, তার মুখে বাতি ছুঁড়ে মারেন, বুঝতে হবে যে নিশ্চয়ই এর মধ্যে হুম্ হুম্—

মৌলানা : খুলে বল। নিশ্চয়ই এর মধ্যে কিছু আছে ?

ক্যাপ্টেন : কিছুই নেই। আছে কি নেই কে বলতে পারে ? নিশ্চয় করে কেউ কিছু বলতে পারে না। মৌলানা, মানুষ বেঁচে থাকে শুধু বিশ্বাসে। বিশ্বাসে মেলে সত্য তর্কে বহুদূর। সত্য মেলে। হুম্। কিন্তু বিশ্বাস করে মানুষ নরকাগ্নিতে পুড়ে মরেছে। এ আমি ভালো করে জানি।

ডাক্তার : ক্যাপ্টেন আদিল!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাপ্টেন : আপনি চুপ করুন। আপনাকে আমি কোনো কথা বলতে চাই না। আপনার কোনো কথা আমি শুনতেও চাই না। কারণ, আপনি কথা বলেন না, শুধু ধ্বনি তোলেন, ঐ টেলিফোন যন্ত্রের মতো। অন্যে যা আপনার কানে ঢেলে দেয় সেটা পারাপার করেন। কী বলতে চেয়েছি বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই। মৌলানা, সত্য কথা বলবে আমাকে ? তুমি বিশ্বাস কর যে তুমিই তোমার সন্তানদের প্রকৃত পিতা; যে গৃহশিক্ষক তোমার বাড়িতে থাকত তাকে নিয়ে কিন্তু লোকজন অনেক কথা বলাবলি করেছে। ওর সুন্দর আয়াত চোখের অনেক প্রশংসা আমিও শুনেছি।

মৌলানা : যা মুখে আসছে তাই বলছ। একটু সামলে চল।

ক্যাপ্টেন : ইয়োরোপে এক প্রবাদ আছে। স্ত্রী পরপুরুষের উপগত হলে স্বামীর কপালে সিং গজায়। মাথায় হাত বুলিয়ে দেখ, গুটলি বেরিয়েছে কিনা। কী মৌলানা, ফ্যাকাশে হয়ে গেলে যে, আমি জানি সব গুজব, গুজব। কিন্তু কী রটনাই না রটিয়েছে! কিছু করার উপায় নেই। স্বামী মাত্রই তামাশার পাত্র। ডাক্তার কি অস্বীকার করতে চাও নাকি ? তোমার দাম্পত্য জীবন কেমন ছিল ? এক সুদর্শন লেফটেন্যান্ট এক সময়ে তোমার সহকর্মী ছিল না ? নামটা যেন কী ছিল। মনে পড়েছে। (ডাক্তারের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বলে।) দেখ দেখ, ডাক্তারও কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। এখন এত বিষণ্ন বদন কেন ? কবে স্ত্রী মরে গেছে, ইচ্ছে কবলেই কি জীবনটা নতুন করে শুরু করতে পারবে ? ঐ লেফটেন্যান্টের সঙ্গে অনেক পরে আমার পরিচয় হয়। পাষণ্ড এখন মেজর বনেছে। আমার চোখের দিকে একবার তাকাও তো ডাক্তার। মেজর বনেছে। সন্দেহ নেই যে ওর কপালেও সিং গজিয়েছে।

ডাক্তার : ক্যাপ্টেন, অন্য কিছু নিয়ে আলাপ করলে হয় না ?

ক্যাপ্টেন : দেখলে মৌলানা। যেই সিং-এর কথা বলেছি, অমনি বিষয় পাল্টাতে বলছে।

মৌলানা : আদিল, বুঝতে চেষ্টা কর। তোমার অসুখ হয়েছে। তুমি পাগল হয়ে গেছ।

ক্যাপ্টেন : জানি। কিন্তু এও জানি, যদি তোমাদের মাথার সিং ধরে আমিও দু'এক হপ্তা ভালো করে তোমাদের ঝাঁকাতে পারতাম তা হলে তোমাদেরও পাগলা গারদে নিয়ে যেতে হতো। আমি উন্মাদ। কিন্তু উন্মাদ হলাম কী করে তোমরা তা জানতে চাও না। কেউ তা জানতে চায় না। বেশ, এসো অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আলাপ করি। (টেবিলের ওপর পড়ে থাকা একটা ফটো-এ্যালবাম তুলে দেখতে থাকে) এ-কী ? এটা কার ছবি ? আমার সন্তানের ? আমার ? আমি তা কী করে জানাব ? সত্যি সত্যি যদি কেউ নিঃসংশয় হতে চায় তার কী করা উচিত জান। বিয়ের কদিন পরই বৌকে তালাক দিয়ে ভালোবাসা চালিয়ে যাবে। সন্তান জন্মালে তাকে পোষ্য করে নেবে। তখন অন্তত নিশ্চিন্ত মনে এইটুকু জানবে যে এ আমার পোষ্য সন্তান। সেও মন্দের ভালো। আর আমার দশা কি রকম ? আমার অনন্ত জীবনের স্বপ্নকে তোমরা কেড়ে নিয়েছ, আমার আত্মমর্যাদাকে ধুলোয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লুটিয়ে দিয়েছ। এখন আমি বেঁচে থাকব কীসের আশায় ? আমার বিজ্ঞানের সাধনা, দর্শনের পিপাসা—এগুলো দিয়ে আমি এখন কী করব বলতে পার ? আমি দক্ষিণ বাহু কেটে নিয়ে, মস্তিষ্কের একটা অংশ তুলে নিয়ে, আমার পাঁজরের অস্থি খুলে নিয়ে এক নবীন চারার সঙ্গে জোড় দিয়ে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম দুয়ের মিশাল নতুন বৃক্ষকে দ্বিগুণ সতেজ, দ্বিগুণ সবল করে তুলবে। হঠাৎ কে এসে তীক্ষ্ণধার ছুরি দিয়ে ঠিক জোড়ের নিচ থেকে আলাদা করে ফেলল। আমি হলাম কর্তিত, খণ্ডিত। আর আমারই সৃষ্ট নবাঙ্কুর আমার বল নিয়ে, আমার বুদ্ধি নিয়ে নব-জীবনে পল্লবিত হলো। মৃতমূল আমি বিবর্ণ বিশুষ্ক হয়ে মরণের পথে এগিয়ে চলেছি। আমি মরতে চাই। তোমাদের যা খুশি করতে পার। কিন্তু আমি মরতে চাই। আমি মৃত! মৃত! মৃত!

[ডাক্তার মৌলানাকে কী যেন বলে। বাঁ দিকের দরজা দিয়ে দুজন বেরিয়ে যায়। কয়েক মুহূর্ত পর প্রবেশ করে বাতুনী।]

ষষ্ঠ দৃশ্য

[ক্যাপ্টেন ও বাতুনী। ক্যাপ্টেন টেবিলের সামনে মাথা নিচু করে একরকম উপুড় হয়ে বসে আছে। বাতুনী আস্তে কাছে এগিয়ে যায়]

বাতুনী : তোমার অসুখ করেছে বাবা ?

ক্যাপ্টেন : (অর্থহীন দৃষ্টি মেলে ধরে) আমার ?

বাতুনী : তোমার মনে আছে তুমি কী করেছ ? তুমি জান যে, তুমি মার মুখের ওপর জ্বলন্ত বাতি ছুঁড়ে মেরেছিলে ?

ক্যাপ্টেন : আমি— মেরেছিলাম ?

বাতুনী : হ্যাঁ, তুমিই মেরেছিলে। মার গায়ে লাগেনি বটে, কিন্তু, লাগতে তো পারত!

ক্যাপ্টেন : তাতে কার কী এসে যেত ?

বাতুনী : তুমি যদি আবার ওরকম ভাবে কথা বল তা হলে বুঝব তুমি আমার বাবা নও।

ক্যাপ্টেন : কী বললি ? আমি তোর বাবা নই তুই জানলি কী করে ? তোকে কে বলেছে ? যদি আমি না হই তা হলে তোর বাবা কে ? কে ?

বাতুনী : যে-ই হোক তুমি নও!

ক্যাপ্টেন : তবু আমি নই! তা হলে কে ? বল কে ? মনে হচ্ছে অনেক কিছুই তুই জানিস। এসব কে শেখাচ্ছে তোকে ? আমার নিজের মেয়ে এসে আমার মুখের ওপর বলে যাচ্ছে যে আমি তার পিতা নই— এও কি আমাকে সহ্য করতে হবে ? জানিস না যে ওকথা বললে তোর মায়ের অপমান হয় ? বুঝতে পারিস না যে ও কথার অর্থ তোর মা কুলটা।

বাতুনী : মার বিরুদ্ধে আর একটা কথাও আমি তোমার কাছ থেকে শুনতে চাই না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাপ্টেন : তা চাইবি কেন ? মেয়েতে-মায়েতে মিলে জোট বেঁধেছিস। তোরা সব আমার শত্রু। চিরটা কাল আমার সঙ্গে শত্রুতা করে এসেছিস।

বাতুনী : বাবা !

ক্যাপ্টেন : না ! ঐ শব্দটা আর কখনো উচ্চারণ করবে না।

বাতুনী : বাবা ! বাবা !

ক্যাপ্টেন : (মেয়েকে কাছে টেনে নেয়) মা, বাছা আমার কাছে আয়। কে বলেছে তুই আমার মেয়ে না ? তুই আমার মেয়ে, তোকে আমার মেয়ে হতেই হবে, একশ বার তুই আমার মেয়ে। রোগের জীবাণুর মতো একটা কুচিন্তা মনের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল। আমার দিকে চোখ তুলে তাকা ; আমার মানস-সত্ত্বার ছায়া তোর চোখের মণিতে দেখব। কিন্তু একি ? তোর চোখে তোর মায়ের ছায়া পড়েছে কেন ? বুঝেছি। তোরও হৃদয় দুটো। একটা দিয়ে আমাকে ভালোবাসিস, অন্যটা দিয়ে ঘৃণা করিস। না, পারবি না। তোকে শুধু ভালোবাসতে হবে। তোকে শুধু একটা হৃদয় রাখতে হবে। একটা, নইলে তোরও শান্তি নেই, আমারও শান্তি নেই। তুই আমার কল্পনায় গড়া। অন্য কেউ নয়। তোর চিন্তায় আমিই হব সর্বস্ব; আমার ইচ্ছাই হবে তোর ইচ্ছা।

বাতুনী : আমি তা চাই না। আমি আমার মতোই হতে চাই।

ক্যাপ্টেন : খবরদার, সে চেষ্টা করবি না। তুই বুঝতে পারছিস না। আমি নরখাদক, তোকে গ্রাস করতে চাই। তোর মা আমাকে গ্রাস করতে চেয়েছিল, পারেনি। আমি হলাম শনি, সন্তান ভক্ষণ করতে চাই, নইলে দেবতার নির্দেশে সন্তানরা আমাকে গ্রাস করবে। বড় কঠিন প্রশ্ন! আমি অন্যকে খাব, না অন্য কেউ আমাকে খাবে ? আমি যদি তোকে না খাই তবে নিশ্চয়ই তুই আমাকে খেয়ে ফেলবি। তোর দাঁতের ধারও একটু আগে দেখেছি। ভয় পাসনে বেটি। কোনো কষ্ট দেব না তোকে। (দেয়ালে ঝোলানো পিস্তল হাতে তুলে নেয়)

বাতুনী : (পালাতে চেষ্টা করে) বাঁচাও, বাঁচাও! মা ! মা! মেরে ফেলল, মেরে ফেলল, বাঁচাও।

দাইমা : (ছুটে ঘরে ঢুকে) আদিল! এসব কী হচ্ছে ?

ক্যাপ্টেন : (পিস্তলটা পরীক্ষা করে) আমার পিস্তল থেকে গুলি বার করে নিয়েছে কে ? তুমি ?

দাইমা : হ্যাঁ। আমি সরিয়ে রেখেছি। তুমি শান্ত হয়ে এই চেয়ারটায় বসো। ওগুলো আমি এক্ষুণি নিয়ে আসছি।

[হাত ধরে ক্যাপ্টেনকে এগিয়ে নিয়ে আসে। চেয়ারে বসিয়ে দেয়। ক্যাপ্টেন স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। দাইমা ফাঁসকোট নিয়ে আসে। চেয়ারের পিছনে এসে দাঁড়ায়। বাতুনী পা টিপে টিপে বেরিয়ে যায়।]

দাইমা : ছোটবেলার কথা মনে আছে বাবা ? যখন এই এতটুকু ছিলে! কোলে করে তোমাকে কত আদর করতাম। রাতেরবেলা আমি নিজের হাতে তোমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুইয়ে দিতাম। ভালো করে চারপাশে মশারি গুঁজে দিতাম। মনে আছে? ঘুম ভেঙ্গে গেলে দাইমা দাইমা করে ডাকতে? আমি গ্লাসে করে পানি নিয়ে আসতাম। একবার খারাপ স্বপ্ন দেখে যদি আর ঘুমোতে না পারতে, বিছানার পাশে বসে তখন কত গল্প শুনিয়েছি তোমাকে। মনে পড়ে?

ক্যাপ্টেন : দাইমা আরো বল। তোমার কথা শুনে এখন মাথার মধ্যে কত আরাম লাগছে। থেমো না। আরো বল।

দাইমা : থামব কেন? তবে তোমাকে খুব মন দিয়ে শুনতে হবে। একবার রুটি কাটার এক বড় ছুরি কী করে যেন দখল করে নিয়েছিলে। ঠিক করেছিলে যে ওটা দিয়ে কাঠ কেটে নৌকা বানাবে। বড্ড বোকা ছিলে। সব সময় সন্দেহ করতে যে, আমরা তোমাকে কষ্ট দিতে চাই। গল্প বলে বলে তোমার মন ভুলাতে হতো। হঠাৎ আমি বললাম, ওটা সাপ, তোমাকে কামড়ে দেবে। শিগগির আমাকে দিয়ে দাও। আর তুমি আপত্তি করলে না। আমি ছুরিটা তোমার হাত থেকে নিয়ে নিলাম। (ক্যাপ্টেনের হাত থেকে পিস্তলটা নিয়ে নেয়।) ছোটকালে কত জেদ করতে তুমি। কাপড় পরাবার সময় কিছুতেই কাপড় পরাতে দিতে না। তোমাকে বলতাম, লক্ষ্মী আমার, দেখ তোমার জন্য কেমন সুন্দর জরিদার কোট এনেছি। এইটে পরলে তোমাকে একেবারে রাজপুত্রের মতো দেখাবে। তুমি খুশি হয়ে উঠতে। তখন তোমার ছোট্ট সবুজ গরম জামাটাই তোমার সামনে মেলে ধরে বলতাম— "দেখি হাত দেখি। এইখান দিয়ে হাত ঢোকাও।" জামা গায়ে পরানো হয়ে যেত। আবার বলতাম, "সোনামণি, চুপ করে বসে থাক তো। একটু নড়বে না। আমি পেছনের ফিতেগুলো ঠিক করে বেধে দি।" (দাইমা ফাঁসকোট পরিয়ে দিয়েছে) তাবপর বলতাম, "একবার একটু উঠে দাঁড়াও তো বাবা, দেখি তো তোমায় কেমন মানিয়েছে।" (ক্যাপ্টেন উঠে দাঁড়ায়, দাইমা তাকে ধরে হাতলওয়ালা আরাম কেদারার কাছে নিয়ে আসে) তারপর বলতাম, "তোমার ঘুমের সময় হয়েছে। আর কোনো কথা নয়। চুপটি করে শুয়ে চোখ বন্ধ করতে থাক।"

ক্যাপ্টেন : এ তুমি কি বলছ দাইমা? রাজপুত্রের পোশাক পরেছি, সে কি ঘুমুতে যাবার জন্য? আমার সঙ্গে বজ্জাতি! এ-কী? এ তুমি কী করেছ? (উঠতে চেষ্টা করে, পারে না। ততক্ষণে দাইমা তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে আরাম কেদারার সঙ্গে পেঁচিয়ে বেঁধে ফেলেছে।) বজ্জাত, বিশ্বাসঘাতক, ডাইনী! কে মনে করতে পারত যে তোমার মাথাতেও এত শয়তানী খেলে? (চেয়ারে এলিয়ে পড়ে) হাত-পা বেঁধে মাড়িয়ে থেথলে দিয়েছে। এখন বোধহয় মরতে চাইলেও মরতে দেবে না!

দাইমা : আমাকে মাফ করে দাও আদিল। মাফ করে দাও। আমি চাইনি যে ঐ বাচ্চা মেয়েটাকে তুমি মেরে ফেল।

ক্যাপ্টেন : কেন বাধা দিলে? কেন মেয়েটাকে মেরে ফেলতে দিলে না। তুমি কি জান না জীবন অভিশপ্ত, শান্তি শুধু মরণে! ওকে শান্তি লাভ করতে দিলে না কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাইমা : ও কথা বল না বাবা। মরণের পর কী আছে, তার তুমি কী জান।

ক্যাপ্টেন : মরণের পর কী আছে ভালো জানি ? জানি না শুধু জীবনকে। যদি একেবারে প্রথম দিন থেকে সবটা জানতে পারতাম, বুঝতে পারতাম!

দাইমা : বাবা আদিল। মনটাকে আর শক্ত করে রেখো না। নরম হও। মাথা নোয়াও। মাফ চাও। আল্লাহ্ চাইলে তোমাকেও শান্তি দিতে পারেন। সারা জীবন গোনাহ্ করেও ঠিক মতো কাঁদতে পারলে, আল্লা তাকে মরার মুহূর্তেও শান্তি দিতে পারেন।

ক্যাপ্টেন : মরার কথা বলছ কেন ? শুয়ে আছি বলে এখনি কাফন ঢাকা দিতে চাও নাকি। বিলাপ বন্ধ কর। (দাইমা একটা নামাজ শিক্ষা বার করে দোয়া দরুদ পড়তে থাকে। ক্যাপ্টেন চিৎকার করে ডাকে) নজু! নজু কোথায় ?

[নজু প্রবেশ করে]

ক্যাপ্টেন : এই মেয়েলোকটাকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দে। দোয়া দরুদ পড়ে ও আমার দম বন্ধ করে দিতে চাইছে। ওকে জানালা দিয়ে ফেলে দে, সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে দে— যেখান দিয়ে যেমন করে পারিস এ ঘর থেকে ও বেটিকে বার করে দে।

নজু : (দাইমাকে এক নজর দেখে) আমাকে মাফ করবেন হুজুর। ও কাজ আমি পারব না। আমার দ্বারা হবে না। শুধু একটা নয়, যদি দশটা পুরুষ মানুষও হতো, পরোয়া করতাম না। কিন্তু হুজুর,আওরত যে, ও একা হলেও—

ক্যাপ্টেন : একটা মেয়ে মানুষের গায়ের জোর তোর চেয়ে বেশি ?

নজু : জোর আমার বেশি। কিন্তু তা হলে কি হবে হুজুর। সব পারব, মেয়েলোকের গায়ে হাত ওঠাতে পারব নি।

ক্যাপ্টেন : কেন পারবি নে। ওরা কি আমাকে ছেড়ে দিয়েছে ?

নজু : তা হলিও নয় হুজুর। এর চেয়ে আপনি কন না কেন যে আপনার বড় কুটুম মৌলানা সাহেবরে ধরে মারধর করি। তা কি হয় ! ই হলো একটা রক্তের ধর্ম, এই ইমান আমানের মতো। আমি পারব নি!

সপ্তম দৃশ্য

[একই দৃশ্য। লায়লা প্রবেশ করে। নজুকে ইশারা করে চলে যেতে। নজু চলে যায়।]

ক্যাপ্টেন : শিকার ফাঁদে আটকা পড়েছে। এবার ইচ্ছা মতন তাকে নিয়ে খেলা করতে পার।

লায়লা : (এগিয়ে এসে মুখোমুখি দাঁড়ায়) আদিল, আমার চোখের দিকে তাকাও। তুমি কি মনে কর আমি তোমার শত্রু ?

ক্যাপ্টেন : হ্যাঁ, তুমি আমার শত্রু। তোমরা সবাই আমার শত্রু। আমার মাও আমার শত্রু ছিল। প্রসবের যন্ত্রণা কষ্টকর হবে বলে আমাকে পর্যন্ত পৃথিবীতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনতে চায়নি। যখন গর্ভে ছিলাম তখন যত্ন নেয়নি বলে আমি জন্মেছিলাম রুগ্ন হয়ে। আমার বড় বোন আমার সঙ্গে শত্রুতা করেছে। পদে পদে সে প্রমাণ করতে চেষ্টা করত যে আমি তার তুলনায় সর্বাংশে হেয়, নগণ্য! প্রথম যে নারীর মুখ চুম্বন করেছিলাম, সে আমার শত্রু ছিল। ভালোবাসার বিনিময়ে সে আমায় দান করেছিল ব্যাধি। আরোগ্য লাভ করতে দশ বছর লেগেছিল। আমার কন্যা আমার শত্রু হলো যখন থেকে তুমি তাকে বাধ্য করলে আমাদের দু'জনের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে। আর তুমি আমার স্ত্রী, তুমি হলে আমার জীবনের সেরা শত্রু। একটু একটু করে নিঃশেষে আমার জীবন নিংড়ে নিয়ে তারপর তুমি আমায় মুক্তি দিতে রাজি হয়েছ।

লায়লা : তুমি যা সন্দেহ করছ তার এক বর্ণও সত্য নয়। আজ যা ঘটেছে তার কোনোটাই আমার পরিকল্পনা বা ইচ্ছানুযায়ী ঘটেনি। হয়তো মনের গভীরে তোমাকে পরিত্যাগ করার একটা অস্পষ্ট বাসনা ছিল। কারণ আমি বরাবরই জানি যে আমার চলার পথে তুমি একটা বাধা। অবশ্য তুমি মনে কর যে আমি একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে ধাপে ধাপে এগিয়ে গেছি, আমি তা মানব না। এসব কথা আমি স্পষ্ট করে চিন্তা করিনি। যা ঘটেছে তার কোনো কলকাঠি আমি ঘোরাইনি। তোমার পরিণামকে তুমি নিজেই আহ্বান করে এনেছ। আমার বিবেকের কাছে, বিশ্বাসের কাছে, আমি সম্পূর্ণ দোষমুক্ত। স্বীকার করি যে তোমার সান্নিধ্য জগদ্দল পাথরের মতো আমার হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে রাখে। নিষ্পেষণ যখন শ্বাসরোধকারী মনে হয়েছে তখন বিদ্রোহ করেছি। তখন নিজের অজান্তে যদি তোমাকে আঘাত করে থাকি আমাকে মাফ করে দিও।

ক্যাপ্টেন : তোমার কথা সত্য হলেও আমার তাতে লাভ কী? দোষ কার? হয়তো সব দোষ দাম্পত্য বন্ধনের। পুরনো আমলে পুরুষ বিয়ে করে বৌ ঘরে আনত। এখন পুরুষ নারীকে সঙ্গী করে নেয়। নারী এসে পুরুষের সঙ্গে বাস করে। তারপর এক সময় পুরুষ নষ্ট করে নারীকে! নারী অপমান করে পুরুষকে। বলতে পার ভালোবাসার কী হলো? যে ভালোবাসা সুস্থ সবল দেহজ? অভুক্ত থেকে নীরক্ত হয়ে মরে গেছে, তার বদলে যে ভালোবাসার বিকিকিনি আমদানী করেছ সে কীসের জন্ম দিচ্ছে? যে নিঃস্ব সে আবার কাকে ঐশ্বর্য দান করবে? দেউলিয়ার আবার আত্মসম্মান কীসের? বলতে পার, যে-সন্তান মানুষের স্বপ্ন কামনার ধন তার প্রকৃত জনক কে হতে পারে?

লায়লা : তুমি বাতুনীর জন্ম নিয়ে যে সব সন্দেহ পোষণ কর তার কিছুই সত্য নয়।

ক্যাপ্টেন : আমার জন্যে তাই হয়েছে মরণেব চাড়া যন্ত্রণা! এর চেয়ে যদি আমার সন্দেহ সত্য বলে প্রমাণ করতে পারতাম! সেও শতগুণে ভালো ছিল। একটা কিছু পেতাম যার ওপর নির্ভর করতে পারতাম। যাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারতাম। তার বদলে এখন সামনে শুধু অস্পষ্ট ছায়া অন্ধকার ঝোপের মধ্য থেকে মাথা তুলে উকি ঝুঁকি দেয়, দাঁত বের করে হাসে। এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করা মানে বাতাসের সঙ্গে লড়াই করা, ফাঁকা কার্তুজ ফুটিয়ে কেবল কুচকাওয়াজ করা। মাথার নিচে একটা বালিশ দাও। ঠাণ্ডা লাগছে। গায়ের ওপর একটা গরম কিছু দাও। আমার সমস্ত শরীর শীতল হয়ে আসছে।

[লায়লা নিজের গায়ের শাল ক্যাপ্টেনের শরীরের ওপর বিছিয়ে দেয়। দাইমা বালিশ আনতে বেরিয়ে যায়]

লায়লা : তুমি আমার শত্রু নও। একবার আমার হাতের ওপর হাত রাখ।

ক্যাপ্টেন : আমার হাত ? যে হাত তুমি দুমড়ে মুচড়ে দড়ি দিয়ে বেধে রেখেছ, সেই হাত ? আমি অনুভব করতে পারছি, তোমার নরম শালের পাড় আমার ঠোঁট মুখ স্পর্শ করছে। মনে হচ্ছে তোমার বাহুর মতো উষ্ণ, মসৃণ। জুঁই ফুলের মতো একটা মৃদু মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। একদিন এই সৌরভ তোমার চুলের মধ্যে পেতাম। সে অনেক দিন আগের কথা লায়লা। হাত ধরাধরি করে দু'জনে আমলকি বনে বেড়িয়েছি, আর পাখির গান শুনেছি। কী মধুর! কী অপরূপ ছিল সে দিনগুলো! আর এখন সেই দিনগুলোই এই রকম হয়ে গেছে। কেন হলো ? তুমি চাওনি যে এরকম হোক। ওহ এরকম হলো কেন ? আমাদের জীবন কে নিয়ন্ত্রণ করছে ?

লায়লা : যিনি বিশ্বের স্রষ্টা পালক, শান্তিদাতা তিনিই—

ক্যাপ্টেন : মিথ্যে কথা। তিনি পালক নন, তিনি পীড়ক। তিনি শান্তিদাতা নন, অশান্তির স্রষ্টা। তিনি পুরুষ নন, নারী। আমার গায়ের ওপর এটা কী ? সরিয়ে নাও। (দাইমা বালিশ নিয়ে ঘরে ঢুকেছে। এগিয়ে এসে ক্যাপ্টেনের শরীরের ওপর থেকে চাদরটা সরিয়ে নেয়) আমার ওভারকোটটা নিয়ে এস। গায়ের ওপর বিছিয়ে দাও। দাইমা কোট এনে ভালো করে টেনেটুনে গায়ের ওপর বিছিয়ে দেয়। বাঃ বেশ হয়েছে। এই হলো আমার পৌরুষের সিংহ চাড়া। তোমরা কেড়ে নিতে চেয়েছিলে না ? এত বড় শয়তানী তোমাদের মাথায় যে, শান্তির গান গাইতে গাইতে এমন কৌশলে পুরুষকে নিরস্ত্র কর যে সে টের পর্যন্ত পায় না। তার বর্ম কেড়ে নিয়ে বল যে ওটা দিয়ে কোনো কাজ হতো না, ওটা কাগজের। কিন্তু তোমরা স্পর্শ করার আগে ওটা ইস্পাতেরই ছিল, কাগজের নয়। সৈনিকের বর্ম আগে কামারশালে তৈরি হতো। এখন পুরুষের পোশাক সেলাই করে স্ত্রীলোক। দুর্বলের চাতুরী, শক্তিকে নষ্ট করে দিয়েছে। যদি আমার ক্ষমতা থাকত জগতের সব নারী মাটির নিচে পুঁতে ফেলতাম। (মাথা উঁচু করে থু থু ফেলতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়, চিৎ হয়ে পড়ে থাকে) দাইমা, এ তুমি কী রকম বালিশ দিয়েছ ? কী শক্ত আর কী ঠাণ্ডা। দাইমা, আমার পাশের ঐ চেয়ারটায় বসো। হ্যাঁ বসো। আমার মাথাটা তোমার কোলের ওপর তুলে নেবে ? আহ ! কী আরাম। নিচু হয়ে আমাকে বুকের কাছে টেনে নাও। মাতা হোক, জায়া হোক, মাতা হলেই সবচেয়ে সুখের, নারীর বুকের কাছে ঘন হয়ে ঘুমোতে পারলে কত শান্তি!

লায়লা : আদিল, তোমার সন্তান একবার দেখতে চাও কি ? ইচ্ছে হলে বল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাপ্টেন : আমার সন্তান ? পুরুষের কোনো সন্তান নেই। সন্তান হয় শুধু নারীর, শুধু নারীই দেখতে পায় ভবিষ্যতের স্বপ্ন। পুরুষ মৃত্যুবরণ করে নিঃসন্তান হয়ে। খোদা, তুমি কি শিশুদের ভালোবাস ?

দাইমা : ঐ শোন। ওর মনের ভাব বদলেছে। ও আল্লাকে ডাকছে।

ক্যাপ্টেন : আমি তোমাকে ডাকছি দাইমা। আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দাও। আমি বড় ক্লান্ত, বড় ক্লান্ত। তোমরা আমাকে ঘুমুতে যেতে দাও। আমি ঘুমুবো। দাইমা, সুখে থেকো শান্তিতে—

[অস্পষ্ট শব্দ করে দাইমার কোলে ক্যাপ্টেনের মাথা ঢলে পড়ে]

অষ্টম দৃশ্য

[লায়লা বাঁ দিকের দরজা দিয়ে চলে যাবে। ডাক্তারকে ডাকে। ডাক্তারসহ লায়লা, মৌলানা প্রবেশ করে]

লায়লা : ডাক্তার সাহেব কিছু একটা করুন। তাড়াতাড়ি করুন। শ্বাস পড়ছে না কেন ?

ডাক্তার : (ক্যাপ্টেনের নাড়ি দেখে) হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

মৌলানা : তার মানে কী ? মরে গেছে ?

ডাক্তার : না। হয়তো জ্ঞান আবার ফিরে আসবে, জীবনও ফিরে পাবেন। কিন্তু ঠিক কী অবস্থায় জ্ঞান ফিরে পাবেন বলা কঠিন।

মৌলানা : "একবার মৃত্যুকে বরণ কর, তারপর মাথা পেতে নাও অনন্তের বিচার।"

ডাক্তার : কর্মফল বিচার করা আমার কাজ নয়। আমি চিকিৎসক, অভিযোগ প্রণয়নকারী নই। আপনারা যারা বিশ্বাস করেন যে সর্বশক্তিমান স্রষ্টাই মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করে, তাদের উচিত এই হতভাগ্যের মুক্তির জন্য সেই সর্বশক্তিমানের কাছে অবিরত প্রার্থনা জানান।

দাইমা : মৌলানা, মরবার আগে আদিল অনুতপ্ত হৃদয়ে খোদার কাছে মাফ চেয়েছে।

মৌলানা : (লায়লাকে) সত্যি ?

লায়লা : সত্য।

ডাক্তার : যদি তাই হয় তা হলে আমার চিকিৎসার এখন আর কোনো আবশ্যকতা নেই। এখন থেকে, মৌলানা, আপনিই এর দায়িত্বভার গ্রহণ করুন।

লায়লা : যে মানুষ মৃত্যুবরণ করতে চলেছে তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যেও কি আপনি কিছু বলতে চান না ?

ডাক্তার : না, আমার জ্ঞান ইহলোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যিনি আরো অধিক জানেন, কেবল তিনিই এখন আশ্বাসের বাণী শোনাতে পারবেন।

বাতুনী : (ঘরে ছুটে মার কাছে এগিয়ে যায়) মা! মা!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লায়লা : বাছা আমার! আমার আমার আমার সন্তান।

মৌলানা : আমীন।

[যবনিকা]

জন অগাস্ট স্ট্রিন্ডবার্গ রচিত 'দি ফাদার' নাটকের বাংলা রূপান্তর।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসম্পূর্ণ রচনা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উইলিয়াম শেক্‌সপিয়রের

ভেনিসের আরব্য সেনাপতি

ওথেলো

একটি বিষাদান্ত নাটক

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চরিত্র

ভেনিসের ডিউক

ব্রাবানশিও : সেনেটর এবং ডেসডিমোনার পিতা

কয়েকজন সেনেটর

ব্রাশিয়ানো : ব্রাবানশিওর ভ্রাতা

লোডোভিকো : ব্রাবানশিওর আত্মীয়

ওথেলো : মূর সেনাপতি

ক্যাসিও : সহ-সেনাপতি

ইয়াগো : সহচর

রোডেরিগো : এক নির্বোধ ও প্রবঞ্চিত যুবক

মোনটানো : সাইপ্রাসের বিদায়ী রাজ্যপাল

ভাঁড় : ওথেলোর ভৃত্য

ডেসডিমোনা : ব্রাবানশিওর কন্যা, ওথেলোর পত্নী

এমিলিয়া : ইয়াগোর পত্নী

বিয়াংকা : বারাঙ্গনা

এবং নাবিক, দূত, ঘোষক, পদস্থ সৈনিক, গণ্যমান্য নাগরিক, যন্ত্রীদল ও অনুচরবৃন্দ

ঘটনাস্থল : ভেনিস ও সাইপ্রাস

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[ভেনিসের রাজপথ। রোডেরিগো ও ইয়াগোর প্রবেশ]

রোডেরিগো : থাক্। আপনার আর কোনো কথা শুনতে চাই না। যখন যেমন চেয়েছেন, আপনাকে অকাতরে আমার টাকা খরচ করতে দিয়েছি। আর এত বড় একটা কথা জানা সত্ত্বেও আপনি আমার কাছে তা প্রকাশ করেননি ?

ইয়াগো : আপনি আমার কোনো কথাই ভালো করে শুনতে চাইছেন না। যত খুশি গালমন্দ করুন, কিন্তু বিশ্বেস করুন, এসব কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

রোডেরিগো : উল্টে আমাকে আরো বলেছিলেন যে, আপনি নাকি সেনাপতিকে নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখেন।

ইয়াগো : যদি মিথ্যে বলে থাকি, আপনিও আমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখুন। আমাকে সহ-সেনাপতি নিযুক্ত করবার জন্য এই মহানগরের তিন তিনজন অতিশয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ওকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিলেন। নিজের মান-মর্যাদা সম্পর্কে আমি নিজেও বেশ সচেতন। সহ-সেনাপতির চেয়ে নিম্নপদে নিযুক্ত হওয়ার মতো লোক আমি নই। কিন্তু ওথেলো যেমন দেমাগি তেমনি একরোখা, রণ-নীতির কটমটো বুলি আউড়ে, লম্বা চওড়া কথার ধূম্রজাল সৃষ্টি করে, আমার জন্যে যাঁরা বলতে এসেছিলেন, তাঁদের আবেদন নাকচ করে দিলেন। তাঁদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি নাকি ইতিমধ্যে অন্য ব্যক্তিকে সে পদে বহাল করেছেন। সে লোকের পরিচয় কী ? তার নাম হলো মাইকেল ক্যাসিও, ফ্লোরেন্সের অধিবাসী, যে কোনোদিন এক সুন্দরী কলাবতীকে বিয়ে করে রসাতলে যাবার অপেক্ষায় আছে। মনে হয় না রণক্ষেত্রে কোনোদিন সৈন্য পরিচালনা করেছে। ব্যূহ রচনার কৌশল সম্পর্কে কুমারী মেয়ে যতদূর জানে, ওর প্রত্যক্ষ জ্ঞান তার চেয়ে একরত্তিও বেশি নয়। অবশ্য রাজনৈতিক নেতাদের মতো ইনিও অনেক বুলি কপচাতে জানেন। ওঁর বীর্যবত্তা কেবল বাক্যবিন্যাসে, কার্যকালে ফাঁকা। তবুও ওই বান্দাই নির্বাচিত হলেন উচ্চতম পদে। আর আমি, যে রোডস্-এ সাইপ্রাসে স্বধর্মী বিধর্মীদের সঙ্গে একাধিক যুদ্ধে নিজের দক্ষতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি, তাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন। আমার পালের হাওয়া কেড়ে নিল এক পদোন্নতির বেনে, স্বার্থসিদ্ধির ঠিকাদার। ভাগ্যান্বেষণের জুয়াড়ি লাভ করল সহ-সেনাপতির পদ আর আমি যে মনেপ্রাণে সৈনিক যোদ্ধা হয়েও নিম্নপদস্থ অনুচরের বেশি মর্যাদা লাভ করতে পারলাম না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোডেরিগো : আমি হলে ওকে ফাঁসি কাঠে ঝোলাতাম।

ইয়াগো : যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। এখন আর তা ওল্টানো যাবে না। এই হলো চাকরির অভিশাপ! যোগ্যতা ও দক্ষতার ক্রমানুসারে প্রথম জনের পর দ্বিতীয় জনের অধিকার এখন আর কেউ স্বীকার করে না। এখন পদোন্নতি হয় সোপারেশ, খোশামদে। এর পর ঐ আরব্য সেনাপতিকে আমি অন্তর থেকে শ্রদ্ধাভক্তি করতে পারি কিনা, সে কথা আপনি নিজেই ভেবে দেখবেন।

ইয়াগো : সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিত থাকুন। আমি যে এখনো ওর সঙ্গ ছাড়িনি তার কারণ আমি প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগের জন্য অপেক্ষা করছি। সবাই যে প্রভু হয় তা নয়, আবার সকল প্রভুকেই সবাই অন্তর থেকে ভক্তি করে তাও নয়। কিছু প্রভুভক্ত নতজানু ভৃত্য আছে যারা দাসত্বের শৃঙ্খলকেই মহাগৌরবের বস্তু মনে করে, প্রভুর সেবায় দিনরাত খেটে মরে গাধার মতো, বিনিময়ে কিছু ঘাস-বিচালী পেলেই বর্তে যায়। ইচ্ছে হয় এসব ভৃত্যকে কষে চাবকাই। আবার এমন ভৃত্যও আছে যে বাহ্যিক আচরণে কর্তব্য পালনের ভাবখানা ষোল আনা কেতামাফিক ফুটিয়ে রাখে। কিন্তু অন্তরে অন্তরে সর্বক্ষণ কেবল নিজের স্বার্থই অনুসন্ধান করে বেড়ায়। বাইরে ভাব দেখায় প্রভুর সেবায় ব্যস্ত, ভেতরে তলপি গোছায় নিজের খাতে। যে পুঁজি বাড়ে তা ভোগে আসে। মানুষের কিছু আত্মা এদের মধ্যেই আছে। সত্যি বলতে কী আমিও এই প্রকৃতিরই মানুষ। আপনার নাম রোডেরিগো এ কথা যেমন জ্বলজ্যান্ত সত্য, তেমনি আর একটি সত্য হলো এই যে, যদি আমি আরব্য সেনাপতি হতে পারতাম তবে অবশ্যই ইয়াগো হতে চাইতাম না। আমি ওর গোলামি করছি আমার নিজের স্বার্থে। আমার কর্তব্য পালন আর ভালোবাসা জ্ঞাপন সবই ভান মাত্র। ঈশ্বর জানেন আমার আসল উদ্দেশ্য, নিজের স্বার্থ উদ্ধার করব। অন্তরের ভাবকে আচরণে প্রকাশ দেবার আগে নিজের কলজে আস্তিনে ঝুলিয়ে রাখব যাতে কাক এসে ঠোকরাতে পারে। আমি যা, আসলে তা নই।

রোডেরিগো : কিন্তু যদি কাজটা সেরে ফেলতে তাহলে বলতেই হবে ঐ ঠোঁট মোটা লোকটার বড় পরিপুষ্ট সৌভাগ্য।

ইয়াগো : তার আগে আপনি ঐ মেয়ের বাপকে সব কথা জানিয়ে দিন। ওর পেছনে ভালো করে লাগুন, ওর চোখের ঘুম কেড়ে নিন, জীবন বিষময় করে তুলুন, রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে থাকুন। ওর আত্মীয়স্বজনদের ক্ষেপিয়ে তুলুন। জীবনে যদি কোনো অশান্তি না থাকে তবু অন্তরে জ্বালা ধরিয়ে দিন। যদি সত্যি সত্যি ওর আনন্দ করার কিছু থাকেও আপনি তার এমন একটা দুশ্চিন্তা ঢুকিয়ে দিন যাতে স্ফূর্তির রং ফিকে হয়ে যায়।

রোডেরিগো : এই তো মেয়ের পিত্রালয়! আমি চিৎকার করে ডাকতে থাকি ?

ইয়াগো : ডাকুন! জনাকীর্ণ মহানগরে, রাত্রির অসতর্ক অন্ধকারে, হঠাৎ অগ্নিকাণ্ড লক্ষ করে ভীত-সন্ত্রস্ত নগরবাসী যেভাবে তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করতে থাকে, সেইভাবে চিৎকার করে ডাকুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোডেরিগো : ব্রাবানশিও বাড়ি আছেন ? সিনর ব্রাবানশিও! সিনর ব্রাবানশিও।

ইয়াগো : তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে আসুন। ব্রাবানশিও, চোর চোর। একবার উঠে বাড়িঘর দেখুন, নিজের মেয়ের খোঁজ করুন, ঘরের মালপত্রের কী দশা হলো দেখুন। চোর! চোর!

[উপরের জানালায় ব্রাবানশিওর মুখ দেখা যাবে]

ব্রাবানশিও : এত মহাব্যস্ত হয়ে ডাকাডাকি করছেন কেন ? কী হয়েছে ?

রোডেরিগো : সিনর, বাড়ির সবাই কি ভেতরে রয়েছেন ?

ইয়াগো : দরজায় ভালো করে তালা লাগানো আছে তো ?

ব্রাবানশিও : এসব কথা কেন বলছেন ?

ইয়াগো : আপনার বাড়িতে ডাকাতি হয়ে গেছে। আর দেরি না করে জামা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে আসুন। আপনার কপাল ভেঙেছে, কলজের টুকরো লুট হয়ে গেছে। হয়তো এতক্ষণে আপনার প্রিয় সাদা ভেড়িটাকে কোনো মিশকালো ভেড়া মহানন্দে ভোগ করতে শুরু করেছে। জেগে উঠুন, জেগে উঠুন! ঘণ্টা বাজিয়ে ঘুমন্ত নগরবাসীদের জাগিয়ে দিন। আর বেশিক্ষণ দেরি করলে শয়তানটা আপনাকে নাতির মুখ দেখিয়ে ছাড়বে। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ? একটা কিছু করুন।

ব্রাবানশিও : পাগলের মতো আপনারা এসব কী বলছেন ?

রোডেরিগো : মান্যবর সিনর, আপনি কি আমার কণ্ঠস্বর চিনতে পারছেন না ?

ব্রাবানশিও : না। আপনি কে কথা বলছেন ?

রোডেরিগো : আমি রোডেরিগো।

ব্রাবানশিও : তুমি আবার এসেছ ? এ বাড়ির সামনে ঘুরাফেরা না করার জন্যে তোমাকে আমি বহুবার নিষেধ করেছি। তোমাকে আমি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছি যে আমার কন্যা তোমার জন্য নয়। তবু আবার এখানে পাগলামি করতে এসেছ ? বেশি খেয়ে, বেশি টেনে, মাতাল হয়ে, এই মাঝরাতে এসেছ আমার শান্তি নষ্ট করতে ?

রোডেরিগো : আপনি আমার কথাটা আগে শুনুন তো। জনাব শুনুন... জনাব!

ব্রাবানশিও : আজকের এই কাণ্ডের জন্য তোমাকে অনেক দুঃখ পেতে হবে রোডেরিগো। আমার রাগ আর পদমর্যাদা কতদূর ক্ষমতা রাখে তোমাকে আমি ভালো করে টের পাইয়ে দেব।

রোডেরিগো : আপনি অযথা অধৈর্য হচ্ছেন। শান্ত হোন।

ব্রাবানশিও : তুমি আমাকে গৃহ লুণ্ঠনের কী সংবাদ শোনাচ্ছ ? এটা ভেনিস শহর। আমার বাড়ি নির্জন প্রান্তরের খামার নয়।

রোডেরিগো : মহামতি মান্যবর ব্রাবানশিও, আমি যথার্থই সরল চিত্তে মুক্ত মন নিয়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইয়াগো : আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি তাঁদের একজন যারা শয়তানের কথায় ঈশ্বর বন্দনা করতেও রাজি হবেন না। আমরা এসেছি আপনার উপকার করতে অথচ আপনি ধরে নিয়েছেন আমরা দুর্বৃত্ত। এক আরব্য ঘোটকের সঙ্গে আপনার কন্যার সংযোগ হতে আর বেশি দেরি নেই। সত্বর পৌত্রপুত্রির হ্রেষা শুনতে পাবেন এবং আপনাকে অচিরে পশু বংশেই অনেক জাতিকুটুম্ব মেনে নিতে হবে।

ব্রাবানশিও : তোমার কথাবার্তা অতি কদর্য। তুমি কে ?

ইয়াগো : অতি সামান্য ব্যক্তি। এখানে এসেছিলাম আপনাকে একটা সংবাদ দেবার জন্যে। এই মুহূর্তে এক কাফরি আর আপনার কন্যা দু'জোড়া পা সংযুক্ত করে চতুষ্পদের খেলা খেলছে।

ব্রাবানশিও : তুমি এক মহাপাপিষ্ঠ পামর।

ইয়াগো : আর আপনি ? এক মহাপ্রতিষ্ঠ সেনেটর।

ব্রাবানশিও : তুমি যা বললে তার জন্যে তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে। আর রোডেরিগো, তোমাকেও আমি ভালো করে চিনে রেখেছি।

রোডেরিগো : আমরা ষোল আনা জবাবদিহি করব। তবে দোহাই আপনার আমাদের কথাগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন। এই যদি আপনার অন্তরের ইচ্ছা এবং সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে যে, আপনার সুন্দরী কন্যা এই অর্ধ অচেতন মধ্যরাতে গৃহত্যাগ করুক, তাও কোনো উপযুক্ত দেহরক্ষীর তত্ত্বাবধানে নয়, চলে যাক এক সামান্য দিনমজুর, এক নৌকার মাঝির সঙ্গে গিয়ে আবদ্ধ হোক এক কামোন্মত্ত আরব্য বর্বরের স্থূল বাহুপাশে— যদি এর সবই আপনার জ্ঞাতসারে এবং অনুমতিক্রমে হয়ে থাকে তবে অবশ্যই আমরা আপনার প্রতি অতি গর্হিত অপরাধ করেছি। আর যদি আপনি এখনো এসবের কিছুই না জেনে থাকেন, তাহলে আমি বলতে বাধ্য হব যে, আপনি আমাদের অন্যায় ভর্ৎসনা করেছেন। আমার মধ্যেও সামাজিক সৌজন্যবোধ আছে। আপনার মতো মান্য ব্যক্তির সঙ্গে এ রকম ব্যাপার নিয়ে রঙ্গ করব, ভ্রমেও বিশ্বাস করবেন না। আমি আবার বলছি, যদি আপনার কন্যা, আপনার অনুমোদন ছাড়া, তার বুদ্ধি বিবেক রূপ ঐশ্বর্য সব এক ছন্নছাড়া গৃহহীন যাযাবর বিদেশীকে দান করে থাকে, তবে সে মহা অপরাধ করেছে। বিশ্বাস না হয়, আপনি এক্ষুণি গিয়ে দেখে আসুন। যদি তাকে তার কক্ষে কিংবা গৃহের অন্য কোনো স্থানে খুঁজে বার করতে পারেন তাহলে আপনাকে অকারণে উত্যক্ত করবার জন্য আমাকে আইনের সাধ্যানুযায়ী কঠিন শাস্তি দেবেন।

ব্রাবানশিও : কে আছ, দেউড়িতে ঘণ্টা বাজাও। আমার হাতে মশাল দাও একটা। ঘুম থেকে তুলে দাও সবাইকে। ক'দিন আগে যে দুঃস্বপ্ন দেখেছি এই দুর্ঘটনার সঙ্গে তার মিল রয়েছে। আশঙ্কায় আমার মন ভারাক্রান্ত। আলো, কে আছ, আলো নিয়ে এসো।

[ওপর থেকে সরে যাবে]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইয়াগো : বিদায় বন্ধু, আমাকে এবার চলে যেতে হবে। যদি ওর অধিকক্ষণ এখানে থাকি তাহলে হয়তো মূর সেনাপতির বিরুদ্ধে আমাকে সাক্ষ্য দিতে হবে। সেটা আমার পক্ষে সঙ্গতও হবে না, শোভনও হবে না। কারণ আর কেউ না জানলেও আমি ভালো করে জানি যে, সেনাপতিকে কিছু গঞ্জনা হয়তো সহ্য করতে হতে পারে কিন্তু রাষ্ট্র ওকে পদচ্যুত করতে সাহসী হবে না। সাইপ্রাসের যুদ্ধে সেনাপতি মহা শৌর্যবীর্য প্রকাশ করেছেন। এই যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি। জয়লাভ করতে হলে ওঁর নেতৃত্ব স্বীকার করে নিতে হবে। সবাই জানে এ ব্যাপারে যোগ্যতায় ওঁর সমকক্ষ দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। তাই, যদিও আমি ওকে নরকযন্ত্রণার মতোই ঘৃণা করি তবুও বাস্তব অবস্থার প্রয়োজনে আমাকে ওর পশ্চাতে আনুগত্যের ছাপ মারা পতাকা তুলে ধরে এগুতে হবে। অবশ্য সেটা ছাপই হবে অন্য কিছু নয়। ওকে খুঁজে বার করার জন্য যারা এখানে জড়ো হবে আপনি তাদের স্যাগিটারির দিকে নিয়ে যান। আমি নিশ্চিন্ত সেনাপতিকে সেখানেই পাবেন। আমিও সেখানে ওঁর সঙ্গে থাকব। এবার বিদায় দিন।

[প্রস্থান]

[নৈশ পোশাকে প্রবেশ করবে ব্রাবানশিও এবং মশাল হস্তে কতিপয় ভৃত্য]

ব্রাবানশিও : কী ভয়ানক নির্মম সত্য! কন্যা নেই, বৃদ্ধ বয়সে জীবনে অবশিষ্ট রইল শুধু ঘোর লাঞ্ছনা। রোডেরিগো, বল, কোথায় দেখেছ ওকে? ওরে হতভাগ্য সন্তান! তুমি সত্যি বলছ, ওই মূরের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে? এরপর কে আর সাধ করে পিতা হতে চাইবে? তুমি তাকে চিনতে পেরেছিলে? হাঁ, ঈশ্বর আমার কন্যা আমার সঙ্গে এত বড় প্রবঞ্চনা করতে পারে স্বপ্নেও ভাবিনি। ও কি তোমাকে কিছু বলেছিল? আরো মশাল জ্বালো। আত্মীয়স্বজন যে যেখানে আছে জাগিয়ে দাও। রোডেরিগো, তুমি মনে করো ওদের বিয়ে হয়ে গেছে?

রোডেরিগো : আমার তো তাই মনে হয়।

ব্রাবানশিও : হা বিধাতা! কিন্তু ঘর থেকে বার হলো কী করে? আমার নিজের রক্ত আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল? জগতের সব পিতারা শুনে রাখো, কন্যার ভালোবাসাকে কখনো বিশ্বাস করবে না। শুধু বিশ্বাস করবে তাদের আচরণকে, কাজকে। তবে শুনেছি, কেউ কেউ নাকি এমন মন্ত্র জানে, যা প্রয়োগ করে কুমারীর জীবন যৌবন সব নিজের বশে আনতে পারে। রোডেরিগো এসব কথা কোনো বইয়ে পড়োনি কখনো?

রোডেরিগো : বিলক্ষণ পড়েছি।

ব্রাবানশিও : আমার ভাইকে ডেকে নিয়ে এসো। এর চেয়ে ভালো ছিল যদি আমি তোমার হাতেই ওকে সপে দিতাম। তোমরা কিছু লোক এই দিকে যাও, কিছু ওই দিকে। তুমি বলতে পার কোন্ দিকে গেলে আমরা ওকে আর ওর মূরকে ধরতে পারব?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোডেরিগো : আপনি কিছু শক্ত সমর্থ লোক আমার সঙ্গে দিন। আমার বিশ্বাস আমি খুঁজে বার করতে পারব।

ব্রাবানশিও : তুমিই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও। আমি প্রত্যেক ঘরে ঘরে খোঁজ করব। এ নগরের সবাই আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবে। সবাই অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নাও। কয়েকজন রাতের পাহারাদারকেও ডেকে তুলে নাও। রোডেরিগো, পথ দেখাও। তোমার শ্রমের যোগ্য পুরস্কার দেব।

[সবাই বেরিয়ে যাবে]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ভেনিসের সুরম্য বিশ্রামভবন স্যাগিটারির সম্মুখে। ওথেলো, ইয়াগো ও কতিপয় অনুচরের মশালসহ প্রবেশ]

ইয়াগো : রণক্ষেত্রে আমি অনেক সৈনিক বধ করেছি। কিন্তু যতক্ষণ সামান্যতম বিবেকও অবশিষ্ট আছে, সিদ্ধান্ত নিয়ে কাউকে হত্যা করার কথা ভাবতে পারব না। এটা আমার একটা দুর্বলতা। নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যেও অপকর্ম করতে পারি না। তা নইলে, কয়েকবারই মনে হয়েছিল দি ব্যাটার পাঁজরের নিচে এক ঘা লাগিয়ে।

ওথেলো : যা করেছ ভালোই করেছ।

ইয়াগো : বুড়ো বেশি কথা বলে। আপনার বিরুদ্ধে এমন সব জঘন্য এবং উস্কানিমূলক গালিগালাজ ব্যবহার করেছে যে, যতটুকুন ধৈর্য ঈশ্বর আমাকে দিয়েছিলেন, সেটা আঁকড়ে ধরে অতিকষ্টে নিজেকে দমন করেছি। তা প্রভু, বিয়েটা তো পাকাপাকি করে ফেলেছেন? আপনি হয়তো জানেন যে, সেনেটর একজন অতি জনপ্রিয় বয়োবৃদ্ধ, ওঁর প্রভাব প্রতিপত্তি ডিউকের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। এ বিয়ে উনি নাকচ করে দিতে চেষ্টা করবেন। অন্তত ওঁর সাধ্যে যতদূর কুলোবে আইন প্রয়োগ করে বাধা-বিপত্তি ঘটাতে কসুর করবেন না।

ওথেলো : ওঁর সাধ্যমতো উনি যা খুশি করতে পারবেন। তবে এই দেশের আমি যে সেবা করেছি, তার জোর ওঁর সকল অভিযোগের চেয়ে বড় বলে [illegible] ই প্রমাণিত হবে। এখনো সময় হয়নি, কিন্তু যখন বুঝব যে দম্ভ প্রকাশ করা অগৌরবের নয়, তখন আমিও তা উচ্চকণ্ঠে প্রচার করব। যে বংশে আমি জন্মেছি, প্রতিপালিত হয়েছি, পদমর্যাদায় সে বংশও রাজকীয়। আজ আমি যে অত্যুচ্চ সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছি তার সামনে আমার নিজস্ব যে গৌরব তা অনাবৃত করে স্থাপন করতে আমি কুণ্ঠিত নই। তুমি জেনে রাখো ইয়াগো, শুধু চারুশিলা ডেসডিমোনাকে ভালোবাসি বলে, নইলে সমুদ্রগর্ভের সকল রত্নরাজির বিনিময়েও আমার সর্ববন্ধনমুক্ত সত্তাকে আমি আবদ্ধ ও অপ্রকাশিত রাখতাম না। কিন্তু দেখ তো, এত আলো নিয়ে এরা কারা এই দিকে আসছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইয়াগো : এরা নিশ্চয়ই সেই উত্তেজিত পিতা এবং তাঁর বন্ধু-বান্ধব। এখন ভেতরে গমন করাই আপনার পক্ষে অধিক সমীচীন হবে।

ওথেলো : তা কখনো হবে না। আমি চাই ওঁরা আমার সাক্ষাৎ লাভ করুক। আমার কীর্তি, আমার পদমর্যাদা, আমার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র প্রমাণ করবে যে আমি কোনো অন্যায় করিনি। ভালো করে দেখ তো তারাই না কি ?

ইয়াগো : ওরে আমার দুমুখো জেনাস! এরা মনে হচ্ছে অন্য লোক।

ওথেলো : ডিউকের অনুচরবৃন্দ আর আমার সহ-সেনাপতি, রাত্রি তোমার জন্য শুভ হোক বন্ধু। কী সংবাদ ?

ক্যাসিও : সেনাপতি, মহামান্য ডিউক আপনাকে স্মরণ করেছেন। তাঁর ইচ্ছা যে, আপনি অতি সত্ত্বর সম্ভব হলে এক্ষুণি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন।

ওথেলো : কী ব্যাপার, তুমি কিছু জান ?

ক্যাসিও : অনুমান করি সাইপ্রাস সংক্রান্ত কিছু হবে। ঘটনা বোধহয় গুরুত্বপূর্ণ। নৌবহর থেকে এক রাত্রির মধ্যে একাধিক্রমে দ্বাদশবার দূত প্রেরিত হয়েছে। একজনের পশ্চাতে অন্যজন ছুটতে ছুটতে এসেছে। মন্ত্রিসভার সবাইকে ঘুম থেকে জাগিয়ে সংবাদ দেয়া হয়েছে। এতক্ষণে তাঁরা হয়তো ডিউকের কাছে পৌঁছেও গেছেন। সবাই খুব ব্যস্ত হয়ে আপনার খোঁজ করছেন। আপনার গৃহে যখন আপনাকে পাওয়া গেল না, তখন মন্ত্রিসভা মহানগরের তিন দিকে তিন দল অনুসন্ধানকারী প্রেরণ করেন।

ওথেলো : ভালোই হয়েছে যে তোমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হলো। একটু অপেক্ষা কর, আমি বাড়ির ভেতরে দুটো কথা বলে আসি, তারপর তোমার সঙ্গেই বেরিয়ে পড়ব।

[ভেতরে চলে যাবে]

ক্যাসিও : সেনাপতি এখানে কী করছিলেন ?

ইয়াগো : অদ্য রজনীতে তিনি একটি মণি মাণিক্যে বোঝাই স্থলগামী জাহাজ আটক করেছেন। যদি আইন এই সম্পদে ওঁর অধিকার স্বীকার করে নেয়, তাহলে সেনাপতি জীবনের মতো বনে গেলেন।

ক্যাসিও : আমি কিন্তু আপনার কথা বুঝতে পারলাম না।

ইয়াগো : সেনাপতি শাদি করেছেন।

ক্যাসিও : কাকে ?

ইয়াগো : যাকে করেছেন তিনি হলেন— এই যে সেনাপতি এসে গেছেন। আপনি কি এক্ষুণি রওনা হচ্ছেন না কি ?

ওথেলো : হ্যাঁ, তুমিও সঙ্গে আসতে পার।

ক্যাসিও : আপনার খোঁজে আরো একটি দল এসে পড়ল মনে হচ্ছে।

ইয়াগো : না সেনাপতি। ব্রাবানশিও আসছেন। হুঁশিয়ার থাকবেন। উনি নিশ্চয় সদুদ্দেশ্য নিয়ে আসছেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[মশাল এবং অস্ত্রশস্ত্র হাতে সদলবলে প্রবেশ করে ব্রাবানশিও, রোডেরিগো এবং কয়েকজন রক্ষী]

ওথেলো : থাকুন। আর অগ্রসর হবেন না।

রোডেরিগো : সিনর, ওই যে মূর।

ব্রাবানশিও : আঘাত করো একে। এ চোর!

[উভয় পক্ষ তরবারি কোষমুক্ত করে]

ইয়াগো : এসো রোডেরিগো, তোমার ব্যবস্থা আমি করছি।

ওথেলো : থামো তোমরা। ঝকঝকে তলোয়ারগুলো সবাই খাপে ভরে রাখো, শিশিরে ভিজে গেলে মর্চে ধরে যাবে। মাননীয় সিনর, অস্ত্র কেন, পক্ক কেশেই আপনি অধিক পূজনীয়।

ব্রাবানশিও : বিকৃত মূর্তি তস্কর! আমার কন্যাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ? তুমি আমার কন্যাকে যাদু করেছ। আমার যে কন্যা ছিল সুখী শান্ত সুন্দর সুকোমল, বিবাহে যার এতই অনিচ্ছা ছিল যে এ দেশের একাধিক বিত্তশালী মার্জিত রুচি সুবেশধারী সুদর্শন তরুণকে প্রত্যাখ্যান করেছে, সে কিনা তার স্বগৃহের নিরাপদ আশ্রয় পরিত্যাগ করে সমগ্র দেশবাসীর হাস্যাস্পদ হয়ে ছুটে গেল তোমার ঐ নিকষ কালো বক্ষে লুটিয়ে পড়বার জন্য? এই বক্ষের স্পর্শ তার অন্তরে সন্ত্রাস নয়, আনন্দের সঞ্চার করবে? যাদুমন্ত্রের শৃঙ্খলে আবদ্ধ না হলে এমন কাজ সে করতে পারে সুস্থ মস্তিষ্কে আমি তা কখনো বিশ্বাস করব না। যদি আমি অসত্য কিছু বলে থাকি জগৎ আমার বিচার করুক। কোন্ জঘন্য মায়া বিস্তার করে তুমি আমার কন্যাকে মোহাচ্ছন্ন করেছ, কোন্ সুরা কিংবা গরল পান করিয়ে তুমি তাকে হতচেতন করে তার নিঃসহায় কুমারীত্বকে নষ্ট করেছ, প্রকাশ্য বিচারালয়ে আমি এর প্রতিকার প্রার্থনা করবো। সমাজের বুকে বসে তুমি সমাজ বিরুদ্ধ আচরণে লিপ্ত হয়েছ। নিষিদ্ধ এবং আইন বিরুদ্ধ তন্ত্রমন্ত্রের প্রয়োগে তৎপর হয়েছ— এই অপরাধে অভিযুক্ত করে আমি তোমাকে গ্রেফতারের আদেশ দিচ্ছি। ওকে আবদ্ধ কর। যদি বাঁধা দেয় বল প্রয়োগ করবে।

ওথেলো : তোমরা সবাই নিরস্ত হও। আমার পক্ষের বা বিপক্ষের কাউকেই কিছু করতে হবে না। যখন অস্ত্র ধারণ করার সময় হবে আমি নিজেই তার উদ্যোগ গ্রহণ করব। অন্যের সাহায্যের দরকার হবে না। আপনার অভিযোগের জবাব দানের জন্য আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চান?

ব্রাবানশিও : আপাতত কারাগারে। বিচারালয়ের নির্দেশ না আসা পর্যন্ত তোমাকে সেখানেই থাকতে হবে।

ওথেলো : আপনার আদেশ মেনে নিলেই কি সমস্যার সমাধান হবে? ডিউক কি তাতে সন্তুষ্ট হবেন? আমার চারধারে তাঁর এই যে দূতরা রয়েছেন রাষ্ট্রের কোনো জরুরি দায়িত্ব পালনের জন্য এরা এসেছেন আমাকে ডিউকের কাছে নিয়ে যাবেন বলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজকর্মী : উনি ঠিকই বলেছেন মাননীয় সেনেটর। ডিউক তাঁর মন্ত্রণা পরিষদের জরুরি বৈঠক আহ্বান করেছেন, নিশ্চয়ই আপনার সন্ধানেও দূত প্রেরিত হয়েছে।

ব্রাবানশিও : সে কী কথা! ডিউক পরিষদ আহ্বান করেছেন ? এই গভীর রাতে ? বেশ ওঁকেও সঙ্গে নিয়ে চলো। আমার অভিযোগও সামান্য নয়। আমার লাঞ্ছনাকে আমার রাষ্ট্রসভায় সহকর্মীরা এবং ডিউক স্বয়ং অবশ্যই তাদের নিজেদের বিপর্যয় বলেই গ্রহণ করবেন। এত বড় অপরাধ যদি বিনা শাস্তিতে পার পেয়ে যায় তবে বুঝতে হবে যে ঘরের ক্রীতদাস এবং বিদেশের বিধর্মীরাই এদেশ শাসন করবে।

[সকলের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

[ভেনিস। সেনেট ভবনের মন্ত্রণাকক্ষ। সেনেটরগণসহ ডিউক উপবিষ্ট। আলোক বহনকারী অনুচরবৃন্দ চার ধারে।]

ডিউক : সংবাদগুলো এত পরস্পরবিরোধী যে এর কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা যাচাই করা কঠিন।

১ম সেনেটর : সত্যি, খবরগুলো বড়ই অসঙ্গতিপূর্ণ। আমার পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে জাহাজের সংখ্যা মোট একশত সাতাশটি।

ডিউক : আমার পত্রে বলা হয়েছে একশ চল্লিশ।

২য় সেনেটর : আমার পত্রে দু'শ। তবে যদিও সঠিক সংখ্যার দিক থেকে বিভিন্ন সংবাদে কোনো মিল নেই, অনুমানের ওপর নির্ভর করে সংখ্যা নিরূপণের জন্যেই হয়তো এ রকম হয়েছে, তথাপি সবাই এ ব্যাপারে একমত যে ঐ নৌবহর তুরকদের এবং সেটা সাইপ্রাস অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে।

ডিউক : আমাদের বিচারেও এই সংবাদ সত্য হওয়াই সম্ভব। ভুল যদি ওর মধ্যে কিছু থেকেও থাকে তাতে আমি স্বস্তি বোধ করতে পারছি না। মূল ঘটনাটা ভয়ানক এবং আমি সেভাবেই সেটা গ্রহণ করেছি।

নাবিক : (নেপথ্যে) দরজা খুলুন। দরজা খুলুন। আমাকে প্রবেশ করতে দিন।

[নাবিকের প্রবেশ]

প্রতিহারী : আমাদের নৌবহর থেকে প্রেরিত আরেকজন দূত এসেছেন।

ডিউক : কী হয়েছে ? কী সংবাদ ?

নাবিক : তুরকদের নৌবহর রোডস্ অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে। আপনাদের এ সংবাদ শোনাবার জন্যে সিনর এঞ্জেলো আমাকে প্রেরণ করেছেন।

ডিউক : তাদের এই লক্ষ্য পরিবর্তনের অর্থ কী হতে পারে ?

১ম সেনেটর : কোনো যুক্তিতেই একথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। নিশ্চয়ই আমাদের দৃষ্টিকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করার জন্য এটা ওদের একটা ছলনা মাত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিবেচনা করে দেখুন, তুরকদের কাছে সাইপ্রাসই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এটাও লক্ষ করার মতো বিষয় কেবল যে তারা রোডস্‌কে গৌণ মূল্যের মনে করে তাই নয়, সামরিক দিক থেকেও রোডস্ যে রকম অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে, সাইপ্রাসের মোটেই সেই প্রস্তুতি ও যোগ্যতা নেই। সাইপ্রাস জয় করা তুরকদের নিকট অনেক সহজ কর্ম ছিল। এসব কথা বিবেচনা করলে বিশ্বাস করা কঠিন যে, তুরকরা এতই অপরিণামদর্শী হবে যে, যা তাদের জন্য প্রথম করণীয় ছিল তা তারা সবার শেষে করার জন্য সরিয়ে রাখবে এবং অনায়াসে যে অভিযান ফলপ্রসূ হতে পারত তা উপেক্ষা করে, যে সময় সংঘাতে কোনো ফল লাভ হবে না তাতে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ডিউক : তুরকদের লক্ষ্য রোডস্, একথা আমিও বিশ্বাস করি না। দেখি আরো কী নতুন সংবাদ নিয়ে এলো।

[দূতের প্রবেশ]

দূত : মাননীয় পূজ্যপাদ প্রভু, তুরকরা রোডস্ দ্বীপ বরাবর অগ্রসর হয়ে সেখানে তাদের আরেকটি পশ্চাৎগামী নৌবহরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

১ম সেনেটর : ঠিক আমরা যা সন্দেহ করেছিলাম। এই নয়া বহরে জাহাজের সংখ্যা কটি ?

দূত : তিরিশ পালের কম হবে না। এবং সেখানে পৌঁছে তার গতি পরিবর্তন করে বেগে বিপরীত মুখে অগ্রসর হচ্ছে। এবার স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ওদের লক্ষ্য সাইপ্রাস। আপনার বীর ও বিশ্বস্ত সৈনিক মোনটানো আপনাকে এই সংবাদ প্রেরণ করা আশু কর্তব্য বিবেচনা করেছেন এবং তৎসঙ্গে এই প্রার্থনাও করেছেন যে আপনি যেন তা বিশ্বাস করেন।

ডিউক : আর তাহলে কোনো সন্দেহ নেই যে সাইপ্রাসই তাদের লক্ষ্য। মার্কাস লুসিওস কি নগরে অবস্থান করছেন ?

১ম সেনেটর : উনি ফ্লোরেন্সে গমন করেছেন ।

ডিউক : তাঁকে সংবাদ প্রেরণ কর। একটুও যেন বিলম্ব না হয়।

১ম সেনেটর : আমাদের মহাবীর মূর এবং সিনর ব্রাবানশিও এসে গেছেন।

[ব্রাবানশিও, ওথেলো, ইয়াগো, রোডেরিগো ও অন্যান্য রাজকর্মচারীর প্রবেশ]

ডিউক : মহাবীর ওথেলো, আমাদের প্রধান শত্রু তুরকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য আপনাকে এক্ষুণি উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (ব্রাবানশিওকে) আপনাকে লক্ষ করিনি। উত্তম হয়েছে যে আপনিও এসে পড়েছেন। আজ রাতে আপনার উপদেশ ও পরামর্শের অভাব আমরা খুবই অনুভব করছিলাম।

ব্রাবানশিও : অদ্য রজনী আমিও আপনাদের অভাব বোধ করেছি। আমাকে ক্ষমা করবেন প্রভু। আজকের পরিস্থিতির কোনো সংবাদ লাভ করে কিংবা আমার রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের জন্য আমি শয্যাত্যাগ করে আপনাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছে ছুটে আসিনি। এই মুহূর্তে কোনো রাষ্ট্রীয় বিপদের চিন্তায় আমার মন ভারাক্রান্ত নয়। আমার ব্যক্তিগত মর্মযন্ত্রণার কারণ এত সর্বপ্লাবী ও সর্বগ্রাসী যে অন্য সব দুঃখকে গ্রাস ও শোষণ করেও শান্ত হতে অপারগ।

ডিউক : কী হয়েছে প্রকাশ করুন।

ব্রাবানশিও : আমার কন্যা! আমার প্রাণপ্রিয় কন্যা !

সবাই : মারা গেছে ?

ব্রাবানশিও : আমার জন্যে তাই। আমার কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। হাতুড়ের কাছ থেকে কেনা ওষুধ খাইয়ে, মন্ত্রবশ করে আমার কন্যাকে পথভ্রষ্ট করেছে, তার কুমারীত্ব কলঙ্কিত করেছে। আমার মেয়ে অন্ধ নয়, পঙ্গু নয়, উন্মাদ নয়, এ কিছুতেই বিশ্বাস্য নয় যে, সে কুহকাচ্ছন্ন না হলে এমন এক প্রকৃতিবিরুদ্ধ অস্বাভাবিক আচরণ করবে।

ডিউক : যে এইরূপ ঘৃণ্য উপায়ে আপনার কন্যার কাছ থেকে তার বিবেক বুদ্ধি এবং আপনার কাছ থেকে তাকে হরণ করেছে, আপনি স্বয়ং আপনার বিবেচনানুযায়ী দেশের দণ্ডবিধির নির্মম গ্রন্থ থেকে তার বিরুদ্ধে কঠিনতম শাস্তির সূত্রটি পাঠ করবেন। সে যদি আমার পুত্রও হয়, আপনার নির্দেশ বলবৎ থাকবে।

ব্রাবানশিও : বিনয়াবনত চিত্তে আপনার প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। প্রভু, এই মূরই সেই ব্যক্তি, যাকে হয়তো রাষ্ট্রের কোনো জরুরি দায়িত্ব পালনের জন্য আপনিও আজ এখানে আহ্বান করে এনেছেন।

সবাই : শুনে আমরা সবাই খুব দুঃখিত হলাম।

ডিউক : ওথেলো, তোমার নিজের যদি কোনো বক্তব্য থাকে বল।

ব্রাবানশিও : ওঁর কোনো বক্তব্য থাকতে পারে না। আমি যা বলেছি সব সত্য।

ওথেলো : সর্বক্ষমতাধিকারী, মাননীয়, প্রাজ্ঞ মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ, উদার হৃদয়বান মহানুভব প্রভু, এই বৃদ্ধের কন্যাকে আমি পত্নীরূপে গ্রহণ করেছি। এই আমার অপরাধের স্বরূপ, তার শীর্ষ, তার সর্বশেষ সীমানা এর অধিক কিছু নয়। আমি দুঃখিত যে আমার কথা বলার ভঙ্গি অমার্জিত; শান্তির মধুর বাণী আমি কখনো আয়ত্ত করতে পারিনি। সাত বছর বয়সে যখন এই বাহুতে প্রথম শক্তি সঞ্চারিত হয়, সেই সময় থেকে শুরু করে কয়েক মাস পূর্ব পর্যন্তও আমার সর্বপেক্ষা প্রিয় কর্মক্ষেত্র ছিল তাঁবু বেষ্টিত রণাঙ্গণ। যুদ্ধবিরোধের ক্রিয়াকর্ম ব্যতীত এই বৃহৎ পৃথিবীর অন্য কোনো প্রসঙ্গ সম্পর্কেই আমি বেশি বলতে অপারগ। তবু যদি আপনারা দয়া পরবশ হয়ে ধৈর্য ধারণ করেন, আমি আমার সহজ নিরলঙ্কার ভালোবাসার কাহিনী আদ্যোপান্ত প্রকাশ করব। কোনো বিষ, কোনো মাদুলি প্রয়োগ করেছি; কোনো যাদু কোনো মন্ত্রের বলে কন্যাকে জয় করেছি— আমার বিরুদ্ধে এগুলোই তো আপনাদের অভিযোগ; আমি সব কথার জবাব দেব।

ব্রাবানশিও : আমার কন্যা বড় কোমল প্রকৃতির। তার অন্তর এত শান্ত ও নিস্পন্দ যে, নিজের হৃদয়ের চঞ্চলতায় সে নিজেই লজ্জায় আরক্তিম হয়ে উঠত। সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়ে, তার স্বভাব, দেশ, বয়স, মর্যাদা সব কিছুকে উপেক্ষা করে প্রণয় নিবেদন করল এমন এক পুরুষকে, যাকে দেখে সে পূর্বে আতঙ্কিত হত। যে বিশ্বাস করে যে, এমন অকলঙ্ক স্বভাব প্রকৃতির সকল নিয়ম ভঙ্গ করে এরূপ অভাবিত ভ্রমে পতিত হতে পারে, তার বিচার শক্তি নিশ্চয় বিকৃত ও বিকারগ্রস্ত। এর প্রকৃত কারণ খুঁজে বার করতে হলে অবশ্যই নারকীয় কুহকবিদ্যার কারসাজি অনুসন্ধান করতে হবে। আমি আবার ঘোষণা করছি যে, রক্তে প্রবল প্রভাব বিস্তার করতে পারে এমন কোনো ঔষধ প্রয়োগ করে কিংবা মন্ত্রপুত কোন সূরা পান করিয়ে এ লোক আমার কন্যার চিত্তবিভ্রম ঘটিয়েছে।

ডিউক : আপনার দাবি, কোনো নিশ্চিত প্রমাণ নয়। ক্ষীণ অনুমান ও দুর্বল সম্ভাবনার ওপর ভিত্তি করে আপনি ওর বিরুদ্ধে কতগুলো অলীক অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। নিশ্চিত হতে হলে, আপনাকে আরো সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ কারণ দর্শাতে হবে।

১ম সেনেটর : ওথেলোর বক্তব্য ওথেলোই বলুক। আপনি সত্যি বক্র পথে, চক্রান্ত করে কন্যাকে বিষ বিবশ করে তার ভালোবাসা লাভ করেছেন ? না, হৃদয়ে হৃদয়ে যে ভাবের মুক্ত বিনিময় হয়, সেই প্রীতি-মিনতির পথ ধরেই ভালোবাসা এসে ধরা দিয়েছে ?

ওথেলো : আমি আপনাদের অনুরোধ করছি, কেউ স্যাগিটারিতে গিয়ে ওর কন্যাকে এখানে নিয়ে আসুক। আমার সম্পর্কে মেয়ের যা বক্তব্য তা সে তার পিতার সম্মুখেই বলুক। যদি কন্যার বিবরণ শুনে আমাকে অপরাধী মনে হয়, তাহলে যে সম্মান ও উচ্চপদ আপনারা এতকাল আমাকে দান করেছেন, আজ তা কেড়ে নেবেন; ইচ্ছে হয় শাস্তিস্বরূপ প্রাণদণ্ডের আদেশ দেবেন।

ডিউক : ডেসডিমোনাকে এখানে ডেকে নিয়ে এসো।

ওথেলো : ইয়াগো, তুমি সঙ্গে যাও। সে স্থান তুমি ভালো করে চেন।

[অনুচরবৃন্দসহ ইয়াগোর প্রস্থান]

যেমন ঈশ্বরের সামনে নিজের শোণিতের সকল অপরাধ অপরাধ ব্যক্ত করি, তেমনি যতক্ষণ ডেসডিমোনা না আসছে, আমি ততক্ষণ আপনাদের বিচক্ষণ দৃষ্টির সামনে সততার সঙ্গে প্রকাশ করতে চাই, কী করে ধীরে ধীরে আমি এই রূপসীর, সে আমার ভালোবাসায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠে।

ডিউক : তুমি সব বল ওথেলো।

ওথেলো : ওঁর পিতা আমাকে স্নেহ করতেন। অনেকদিন নিমন্ত্রণ করে বাড়িতে ডেকে নিয়ে যেতেন। সমরে সাফল্যে অবরোধে বছরের পর বছর আমার জীবন কী করে অতিবাহিত হয়েছে সে সম্পর্কে বহু প্রশ্ন করতেন। আমিও সব বলেছি। শুরু করেছি বাল্য বয়স থেকে, শেষ করেছি একেবারে আলাপের মুহূর্তে এসে। শুনিয়েছি আমার জীবনের অনেক সর্বনাশা দুর্ঘটনার কথা, সমুদ্র ও প্রান্তরে যে সকল ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হয়েছি তার কথা, কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে আসন্ন মৃত্যুর চুল পরিমাণ দূরত্ব থেকে রক্ষা পেয়েছি, কী করে দুর্বিনীত শত্রুহস্তে বন্দি হয়ে দাসরূপে বিক্রীত হলাম, মুক্তি লাভ করে দেশ-দেশান্তরে গমনের কালে কী কী অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি তার কথা। জনমানবহীন, মরুভূমি, গভীর পার্বত্য গুহা, খাড়া অসমতল খাত পর্বতমালা, যার চূড়া আকাশ ছুঁয়েছে যে ভাবে যে কথা মনে পড়েছে, আমি সেভাবেই বলে গেছি। কখনো সেই নরখাদকের কথা, যারা পরস্পরকে ভক্ষণ করে, অদ্ভুত জাতি এ্যানথ্রপোফাগিদের কথা যাদের মাথা গজায় কাঁধের নিচ থেকে। আমার এইসব গল্প শোনার জন্য ডেসডিমোনা খুবই আগ্রহ প্রকাশ করত; কিন্তু সব সময় পারত না, বারবার গৃহ কাজে চলে যেতে হত বলে। তবু যখনই সম্ভব হতো, তাড়াতাড়ি করে কাজ শেষ করে আবার চলে আসত, তারপর দুই ক্ষুধাতুর কান দিয়ে আমার সকল কথা গ্রাস করত। আমি তা লক্ষ করে, এক অনুকূল অবসরে, তার মুখ দিয়ে এই আকুল প্রার্থনা ব্যক্ত করিয়ে নিলাম যে, আমি যেন আমার জীবনের বিচিত্র অভিযাত্রার সম্পূর্ণ কাহিনী তাকে সবিস্তারে শোনাই। তার দুঃখ ছিল এই যে, সে টুকরো টুকরো অংশে তার কিছু কথা শুনেছিল বটে কিন্তু সবটা প্রাণভরে শুনতে পারেনি। আমি সম্মত হই এবং তরুণ বয়সে কোনো গুরুতর বিপদে আক্রান্ত হয়ে কী যন্ত্রণা সহ্য করেছি তার কথা বলে বহুবার ওর চোখে পানি এনে দিয়েছি। যখন গল্প শেষ হয়েছে, আমার সকল বেদনার প্রতিবাদ স্বরূপ সে বারংবার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেছে; বারংবার সখেদে উচ্চারণ করেছে, কী অদ্ভুত ! কী অবিশ্বাস্যরকম অদ্ভুত ! এত করুণ, এত আশ্চর্য করুণ। একবার বলেছে এমন কাহিনী না শোনাই ওর ভালো ছিল এবং পরক্ষণে বলেছে ঈশ্বর যদি তাকে এই রকম এক পুরুষ করে গড়তেন। আমার প্রতি অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। তারপর একটি অনুরোধ জানাল। বলল, যদি আমার কোনো বন্ধু কখনো ওর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হয়, আমি যেন তাকে আমার জীবনের গল্প বলতে শিখিয়ে দিই। সেই বলাই নাকি হবে প্রকৃষ্ট প্রণয় নিবেদন। এই ইঙ্গিতে উৎসাহী হয়ে আমিও তখন নিজেকে ব্যক্ত করলাম। জীবনে যত বিপদ দুঃখ বক্ষে ধারণ করেছিলাম সে আমাকে তার জন্যে ভালোবাসল; আমার দুঃখের জন্য তার মনে করুণা জেগেছিল। আমি সেইজন্য তাকে ভালোবাসলাম। এর মধ্যে এর বেশি অন্য কোনো মোহিনীবিদ্যার কারসাজি নেই। ডেসডিমোনা এসে পড়েছে, এবার ওর মুখ থেকেই সব কথা শুনুন।

[ডেসডিমোনা, ইয়াগো ও অনুচরবর্গের প্রবেশ]

ডিউক : আমার ধারণা এমন কাহিনী আমার কন্যাকেও জয় করে নিত। মাননীয় ব্রাবানশিও, যা ঘটেছে, স্বীকার করে নিন। এখন এই ভগ্নদশার যতটুকু মীমাংসা হতে পারে করে নিন। একেবারে খালি হাতে লড়াই করবার চেয়ে সৈনিক ভাঙা হাতিয়ারও তুলে নেয়।

ব্রাবানশিও : আমার প্রার্থনা, কন্যা কী বলে সে কথাও আমরা শুনি। যদি সে স্বীকার করে যে এই প্রণয়ে তার সামান্যতম সম্মতিও ছিল এবং তারপরও যদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ওথেলোর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনি আমার যেন মৃত্যু হয়। কন্যা, আমার কাছে এস। তোমার সামনে এই যে মহাশয় ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন এঁদের সবাইকে একবার ভালো করে দেখ। তারপর বল তোমার জন্য এঁদের মধ্যে কে সর্বাপেক্ষা বেশি মান্য ?

ডেসডিমোনা : মহানুভব পিতা, আশঙ্কা করি আমার কর্তব্য এখানে দ্বিধাবিভক্ত। আমার জনন ও শিক্ষার সূত্রে আমি আপনার সঙ্গে গ্রথিত। তারা উভয়ে আমাকে শিখিয়েছে আপনাকে অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করতে। কন্যারূপে আমার সকল কর্মের প্রভু আপনি। কিন্তু ইনি আমার স্বামী। আমার মাতা, বিবাহের পর তার পিতাকে অতিক্রম করে পতির প্রতি যে আনুগত্য প্রকাশ করেছেন, আমার দাবি আমার মূর স্বামীর প্রতি আমাকেও ততখানি প্রকাশ করবার অধিকার দেয়া হোক।

ব্রাবানশিও : ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। আমার আর কোনো বক্তব্য নেই। প্রভু অনুমতি দিন, আমরা রাজকার্যে মনোযোগী হই। জননদাতার গৌরব আর করব না, এর চেয়ে পালিত কন্যাও ভালো। এস মূর, যে কন্যাকে তুমি আগেই নিয়ে নিয়েছ; সাধ্য থাকলে যাকে আমি সর্বান্তকরণে তোমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করতাম, আজ সর্বান্তকরণে তাকেই তোমার হাতে তুলে দিলাম। কন্যারত্ন, তোমার কারণেই আমি এই কথা ভেবে আনন্দিত যে আমার কোনো দ্বিতীয় কন্যা নেই। নইলে তোমার গৃহত্যাগ আমাকে এত নির্মম হতে শেখাত যে অন্য সন্তানদের আমি পায়ে বেড়ি পরিয়ে রাখতাম।

ডিউক : আপনার মতো আমিও দু একটা অনুশাসনের নির্দেশ দিতে ইচ্ছুক। হয়তো তার সংকেত অনুসরণ করে এই প্রেমিকযুগল ক্রমশ আবার, আপনার স্নেহ ভালোবাসা ফিরে পাবে। যতক্ষণ আশা থাকে ততক্ষণ দুঃখেরও সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যখন সকল আশা শেষ হয়ে যায়, দুঃখ তার চূড়ান্ত রূপ নেয়, তখন বেদনারও একপ্রকার অবসান ঘটে। যে বিপদ এসে চলে গেছে তার জন্য শোক করার অর্থ দ্বিতীয় এক নতুন শোকের কারণকে আহ্বান করে আনা। ভাগ্য কেড়ে নিতে চাইলে রক্ষা করা যায় না; তবে দিশাহারা না হলে দৈবই দুর্বল হয়। সব হারিয়েও যে হাসতে পারে সে অপহরণকারীর কিছু আনন্দ চুরি করে নেয়। নিষ্ফল শোকে যে কাতর হয় সে নিজেকে নিজে নিঃস্ব করে।

ব্রাবানশিও : যদি তাই হয় তাহলে তুর্কীরা সাইপ্রাস দখল করে নিক। আমরা যতক্ষণ হাসতে পারব, ততক্ষণ সেটা আমাদেরই রয়ে যাবে। গুরুদণ্ড লঘু হয় যদি দণ্ডদানকালীন সান্ত্বনাসূচক নীতিবাক্য শুনে কেউ অন্য সব কিছু ভুলে যেতে পারে। দণ্ডাদেশ দুঃসহ হয় যদি কেউ অতি দুঃখে ধৈর্যকেও হারায়। এসব কথায় চিনি বিষ দুইই আছে; দুদিকেই সমান ধার; সমান কাটে। তবে কথা কথাই। কখনো শুনিনি যে, কানের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করে মর্মযন্ত্রণা লাঘব করা যায়। আমি প্রার্থনা করি, পুনরায় রাজকার্য শুরু হোক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডিউক : তুরক সাইপ্রাস আক্রমণের জন্য বিরাট প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। সাইপ্রাস কতদূর সুরক্ষিত সেনাপতি ওথেলো অবশ্যই তা ভালো করে জানেন। এখন সেখানে যিনি আমাদের প্রতিনিধিত্ব করছেন তাঁর যোগ্যতা কেউ অস্বীকার করে না। তবে সকল রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের নিয়ন্তা যে জনমত, তার আস্থা আপনার উপর সর্বাধিক। অতএব উপায় নেই। আপনার নবলব্ধ সৌভাগ্যের আনন্দকে খণ্ডিত করে রূঢ় কোলাহলময় এই সমরাভিযানকে গ্রহণ করতে হবে।

ওথেলো : নির্মম নিয়তির নির্দেশে বহুবার ইস্পাতে প্রস্তরে গড়া রণাঙ্গনের ক্রোড়ই আমার সুকোমল সুখশয্যা হয়েছে। আমি জানি, বিপদকে সহজে বরণ করে নেবার একটা স্বাভাবিক তৎপরতা ও প্রবণতা আমার মধ্যে রয়েছে। তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব আমি গ্রহণ করলাম। এই প্রসঙ্গে, রাষ্ট্রের প্রতি আমার অন্তরের গভীরতম শ্রদ্ধা নিবেদন করে, এই প্রার্থনা জ্ঞাপন করতে চাই যে, আমার অনুপস্থিতির কালে, আমার স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তাঁর জন্য যে আবাস, প্রতিবেশ ও বৃত্তি নির্দিষ্ট করে দেবেন তা যেন যথার্থই তাঁর রুচি ও পদমর্যাদা অনুযায়ী হয় তৎপ্রতি লক্ষ রাখবেন।

ডিউক : আপনি যদি ইচ্ছা করেন তবে ডেসডিমোনা তাঁর পিত্রালয়ে অবস্থান করতে পারেন।

ব্রাবানশিও : আমার তাতে আপত্তি আছে।

ওথেলো : আমারও।

ডেসডিমোনা : আমারও। আমিও সেই গৃহে সর্বক্ষণ পিতার চোখের সামনে উপস্থিত থেকে তাঁর মনের অসন্তোষ জাগিয়ে রাখতে চাই না। মহামান্য ডিউক, আপনার উদার হৃদয়ের নিকট আমার মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করার অনুমতি দিন, আমার সরলতা আপনার আশ্বাসবাণীতে আশ্রয় খুঁজে পাক।

ডিউক : তোমার কী ইচ্ছা তুমি বল ডেসডিমোনা।

ডেসডিমোনা : আমার জীবনের ঝড়, আমার আচরণের প্রবলতা সবই দুনিয়ার কাছে সরবে প্রকাশ করেছে যে, আমি মূরকে ভালোবেসেছি জীবনে তাঁর নিত্য সহচর হবো বলে। এখন আমার সমগ্র সত্তা আমার স্বামীর গুণে গুণান্বিত। ওথেলোর রূপ আমি তাঁর মনের মুকুরে দেখেছি। আমার বিত্ত আমার চিত্ত সব আমি সপে দিয়েছি তাঁর মহত্ত্ব ও বীর্যবত্তার কাছে। প্রভু, এখন আমি যদি এক শান্তির প্রজাপতির মতো পেছনে পরিত্যক্ত হই, আর তিনি যুদ্ধে গমন করেন, তাহলে আমার ভালোবাসার অধিকার লাঞ্ছিত হবে। বিচ্ছেদের দিবস-রজনী আমার জন্য বেদনায় দুঃসহ হবে। আমাকে অনুমতি দিন। আমি ওঁর অনুগামী হই।

ওথেলো : আমিও প্রার্থনা করি, আপনারা সম্মতি দান করুন। ঈশ্বর সাক্ষী, আমি আমার বাসনার পরিতৃপ্তি সাধনের জন্য এই অনুমতি ভিক্ষা করিনি। উদ্দীপিত কামনা যে স্বাভাবিক চরিতার্থতা দাবি করে আমি তার কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবিনি। নবীন যুবকের সে উদ্দামতা আমার মধ্যে নেই। আমি শুধু চেয়েছি ওর মনোবাঞ্ছার প্রতি পরিপূর্ণরূপে শ্রদ্ধাশীল হতে, যদি আপনারা আশঙ্কা করেন যে, পত্নী সঙ্গে থাকবে বলে আপনারা আমাকে যে বিরাট গুরুদায়িত্বের ভার দিয়েছেন আমি তার প্রতি অবহেলা করব, ঈশ্বর তার বিচার করবেন। যদি কখনো লঘুপক্ষ পঞ্চশর স্থূল কামলীলায় আমার বিবেক বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, প্রণয়ে মগ্নতা আমার কর্তব্যবোধকে বিচলিত ও কলঙ্কিত করে, তবে যেন গৃহবধূরা আমার শিরস্ত্রাণ দিয়ে পাকশালার পাত্র তৈরি করে। হীন ঘৃণ্য বিপর্যয় যেন আমার সকল কীর্তি গৌরবকে ভূলুণ্ঠিত করে।

ডিউক : ডেসডিমোনা থাকবে কি যাবে এ বিষয়ে আপনি নিজে যা স্থির করবেন তাই হবে। কিন্তু আপনার রাজকার্য আশু তৎপরতা দাবি করছে, উদ্যোগ গ্রহণে এক মুহূর্তও বিলম্ব করা চলে না। আজ রাতেই আপনাকে রওনা হতে হবে।

ডেসডিমোনা : আজ রাতেই প্রভু ?

ডিউক : আজ রাতেই।

ওথেলো : আপনার আদেশ শিরোধার্য।

ডিউক : আগামীকাল সকাল ন'টায় আমরা সবাই আবার এখানে মিলিত হব। সেনাপতি ওথেলো, আপনার কোনো বিশ্বস্ত কর্মচারীকে এখানে রেখে যান। এই ব্যক্তি আমাদের সামরিক নির্দেশ এবং সেই সঙ্গে অন্য যে কোনো সংবাদ যা আপনি জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করতে পারেন, আপনার নিকট পৌঁছে দেবে।

ওথেলো : মহামান্য ডিউক, এই আমার এক যোগ্য সহচর, আমার পূর্ণ আস্থাভাজন এবং বিশ্বস্ত সহকর্মী। আমার স্ত্রীকে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব আমি ওঁর হাতেই অর্পণ করলাম। পরে আমাকে যা কিছু আপনি জানাতে চান, ওর মারফতই প্রেরণ করবেন।

ডিউক : তাই হবে। আপনারা সবাই এখন বিদায় নিতে পারেন। (ব্রাবানশিও-কে) মান্যবর সিনর, চরিত্র শক্তির সৌন্দর্যের শেষ নেই। আপনার জামাতা যত না কৃষ্ণকায় তার চেয়ে অনেক বেশি সুদর্শন।

১ম সেনেটর : বিদায় বীর মূর। ডেডডিমোনাকে সুখে রেখ।

ব্রাবানশিও : যদি চোখে তোমার দৃষ্টি থেকে থাকে মূর ওকে ভালো করে দেখে রেখো। ও ওর পিতাকে ফাঁকি দিয়েছে, তোমাকেও দিতে পারে।

[ডিউক, সেনেটর ও অন্যান্য পদস্থ ব্যক্তিগণের প্রস্থান]

ওথেলো : ওকে অবিশ্বাস করার আগে যেন আমার মৃত্যু হয়। শুদ্ধাত্মা ইয়াগো, আমার ডেসডিমোনাকে আমি তোমার তত্ত্বাবধানে রেখে যাচ্ছি। আমার অনুরোধ, তোমার স্ত্রী যেন সাধ্যমতো ওঁকে সঙ্গদান করে। পরে যখন উপযুক্ত সময় হবে তখন তুমি ওদের পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবে। এবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গৃহে চলো ডেডডিমোনা। তোমার কাছে থেকে সংসারের কথা বুঝে নেবার, বুঝিয়ে দেবার, ভালোবাসার এক ঘণ্টার বেশি সময় আর অবশিষ্ট নেই। সময়ের নির্দেশ সবাইকেই মেনে চলতে হবে।

[ওথেলো ও ডেসডিমোনার প্রস্থান]

রোডেরিগো : ইয়াগো—

ইয়াগো : মহৎপ্রাণ বন্ধু আমার, কী বক্তব্য বলুন।

রোডেরিগো : এখন আমার কী করণীয় বাতলে দিন।

ইয়াগো : কেন, শয্যাগ্রহণ করুন এবং নিদ্রা যান।

রোডেরিগো : আমি এক্ষুণি গিয়ে নদীতে ঝাঁপ দেব।

ইয়াগো : যদি তা করেন, তাহলে আর কখনো আপনাকে ভালোবাসতে পারব না। এমন নির্বোধ ভদ্রলোক তো আমি আর দেখিনি।

রোডেরিগো : জীবন যখন বিষময় হয় তখন বেঁচে থাকাই নির্বুদ্ধিতা। মৃত্যুই যখন রোগমুক্তির একমাত্র উপায়, তখন যমই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক।

ইয়াগো : হা আমার কপাল ! চার সাতা আটাশ বছর ধরে জগতটাকে দেখে আসছি। যখন থেকে লাভ-ক্ষতির পার্থক্য বুঝতে শিখেছি সেই বয়স থেকে আজ পর্যন্ত এমন কাউকে দেখলাম না যে নিজেকে ভালোবাসতে জানে ! রঙ্গিলা মুরগির ভালোবাসার জন্য পানিতে ডুবে মরার আগে মানুষের ভোল পাল্টে বাঁদর বনে যেতে রাজি আছি।

রোডেরিগো : কিন্তু আমি কী করতে পারি ? স্বীকার করি যে, প্রেমে এত মজে যাওয়া বোকামি, কিন্তু মনের গতি ফেরাতে পারি সে সাধ্য আমার নেই।

ইয়াগো : সাধ্য নেই ? বাজে কথা। আমি কী হব আর কী হব না, তা আমার ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে। এ দেহ বাগানের মাটি, আমাদের ইচ্ছাশক্তি সেই বাগানের মালী। ইচ্ছে হলে তাতে লেটুস বুনবো নইলে তাতে কাঁটা গাছ গজাতে দেব। আগাছা তুলে ফেলে ফুল গাছ রেখে দিতে পারি। লাগাতে পারি শুধু একজাতের গাছ। সাজাতে পারি হরেক রকম উদ্ভিদে। অযত্নে অবহেলায় তাকে বন্ধ্যা ফেলে রাখতে পারি, যত্নে তাকে সারবান করে তুলতে পারি। সব ক্ষমতা, রদবদলের সব কর্তৃত্ব আমাদের ইচ্ছাশক্তির মধ্যেই রয়েছে। জীবনের পাল্লার একধারে যদি থাকে ভোগ লালসা, অন্যধারে রয়েছে বুদ্ধি বিবেচনা। যদি না থাকতো তাহলে আমাদের শোণিত আর স্বভাবের বিকার জীবনের পরিণামকে অতি কদর্য করে তুলত। কিন্তু আমাদের বিচারবুদ্ধি আছে। আছে বলেই উচ্ছ্বসিত কামাবেগকে, জ্বলন্ত সম্ভোগ স্পৃহাকে, অদম্য ইন্দ্রিয়শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারি। শুনেছি এই কারণেই কেউ কেউ প্রণয়কে বলে কলমের চারা।

রোডেরিগো : আমি তা সম্ভব বলে মনে করি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইয়াগো : কেন নয় ? ইন্দ্রিয়ের আসক্তি আর মনের ইচ্ছা ছাড়া এর মধ্যে অন্য কিছুই নেই। এত সহজে ভেঙে পড়বেন না। আপনি ডুবে মরবেন কেন ? ডুবে মরুক বেড়াল, মরুক কুকুরের কানা বাচ্চা। আমি আপনাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছি। নিজেকে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আপনার সঙ্গে যুক্ত করেছি। আপনি দেখে নেবেন, সে বন্ধুত্বের কখনো অমর্যাদা করব না। আপনার উপকার করার সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত সময় আজ উপস্থিত হয়েছে। আপনি টাকা যোগাড় করুন। নকল দাড়ি সেটে আপনার ঐ সুন্দর চেহারাটা কিছু বিকৃত করে নিয়ে আপনিও যুদ্ধে যোগ দিন। শুধু মনে রাখবেন, ট্যাঁকে টাকা গুজে রাখা চাই। এ হতে পারে না যে ডেসডিমোনা অনন্তকাল ধরে মূরকে ভালোবাসতে থাকবে। আপনি ট্যাঁকে টাকা গুজতে থাকুন— ঠিক জানবেন— মূরও ডেসডিমোনাকে এক নাগাড়ে বেশিদিন ভালোবাসতে পারবে না। এদের মিলনের আদি পর্ব যেমন প্রলয়ঙ্কর হয়েছে, বিচ্ছেদের পরিণামটাও তেমনি প্রচণ্ড হবে। আপনি শুধু ট্যাঁকে টাকা গুজে যান। এই মূরদের চিত্ত বড় অস্থির। ঘনঘন রং বদলায়। অনবরত ট্যাঁকে টাকা ঢালবেন। আজ যে রমণী ওঁর কাছে অমৃতের মতো মধুর মনে হচ্ছে, কালই তা বিষাক্ত ফলের মত বিস্বাদ মনে হবে। তরুণীও তরুণ খুঁজবে। সতী যখন ওর দেহের স্বাদ পাবে তখন প্রণয়ের ভুল বুঝতে পারবে। তখন মত বদলাবে। এ না হয়ে যায় না। অতএব আপনার কাজ হবে ট্যাঁক ভর্তি করে রাখা। যদি মরতেই হয়, পানিতে ডুবে মরবেন কেন, অন্য কোনো মোহনীয় উপায় বেছে নেবেন। যত পারেন টাকা পয়সা সংগ্রহ করে নিন। এক যাযাবর বর্বর আর এক কলাবতী ভেনিসীয় তন্বী ধর্মের নামে শপথ করে পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। আমার বুদ্ধি আর নরকের শয়তানির যদি কোনো ক্ষমতা থাকে, ওটা টিকতে পারে না। আমি বলছি, এই মেয়ে আপনার ভোগেই আসবে। অতএব টাকা যোগাড় করতে থাকুন। জাহান্নামে থাক ডুবে মরা। তার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। একবার ওকে ভোগ করে ফাঁসি কাঠে ঝুলবেন সেও ভালো, কিন্তু অভুক্ত থেকে ডুবে মরতে যাবেন কেন ?

রোডেরিগো : আমি ভবিষ্যতের আশায় ধৈর্য ধরে থাকব। কিন্তু আপনি কথা দিন যে আমার মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য আপনি দৃঢ় সংকল্প থাকবেন।

ইয়াগো : আমার সম্পর্কে নিশ্চিত থাকুন। বাড়ি যান, টাকা সংগ্রহ করুন। পূর্বেও বলেছি, এখনো আবার বলছি, ওই মূরকে আমি ঘৃণা করি। এ একেবারে আমার অন্তরের কথা। আপনার মনের বিক্ষোভও আমার চেয়ে কম নয়। অতএব ঠিক হোক, ঐ মূরের বিরুদ্ধে আমরা একজোটে প্রতিশোধ গ্রহণ করব। যদি আপনি ওর স্ত্রীর সতীত্ব নাশ করতে পারেন তাহলে আপনি যেমন পরিতৃপ্তি লাভ করবেন, আমিও তেমনি স্ফূর্তি বোধ করব। কালের গর্ভে আরো অনেক ঘটনা এখনো লুকিয়ে আছে, সময়ে তা প্রকাশ পাবে, আপনি এখন ছুটে ঘরে ফিরে যান। টাকা পয়সা যোগাড় করে তৈরি হয়ে নিন। এ বিষয়ে কাল আরো কথা হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোডেরিগো : কাল সকালে কোথায় দেখা হবে ?

ইয়াগো : আমার বাসগৃহে।

রোডেরিগো : আমি খুব সকালে গিয়েই হাজির হব।

ইয়াগো : তা আসবেন। বিদায়। বন্ধু, সব কথা ভালো করে মনে রেখেছেন তো ?

রোডেরিগো : আপনি কীসের কথা বলছেন ?

ইয়াগো : আর ডুবে মরা নয়, মনে থাকে যেন।

রোডেরিগো : আমি এখন অন্য মানুষ। বাড়ি গিয়ে সব জায়গা জমি বিক্রি করে দেব।

[প্রস্থান]

ইয়াগো : এমনি করেই নির্বোধকে দিয়ে টাকার থলে বানাই। যদি কিছু ফূর্তি কিছু লাভ না হবে তাহলে এমন অকাট মূর্খের সঙ্গে কালক্ষয় করাকে আমার মার্জিত জ্ঞান বুদ্ধির কলঙ্ক বিবেচনা করতাম। মূরকে আমি ঘৃণা করি। শুনেছি, কেউ কেউ নাকি এরকম মনে করে যে, ওথেলো গোপনে আমার শয়নকক্ষে আমার কর্মটি করেছে। সত্য-মিথ্যা জানি না। তবে এক্ষেত্রে নিশ্চিতরূপে সত্য জানলে যা করতাম কেবল সন্দেহের বশেও তাই করব। সেনাপতি আমার সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। এতে আরো সুবিধা হবে, আমার পরিকল্পনা ওর উপর বেশি কার্যকর হবে। ক্যাসিও অতি সুদর্শন যুবক। একটু ভালো করে ভেবে দেখি। চক্রান্তটা হবে দু'মুখো। ক্যাসিওর পদ আমার চাই এবং সেই সঙ্গে মনের আক্রোশও ভালো করে মেটাতে হবে। কী করে তা আরেকটু ভেবে দেখি। কিন্তু সময় পার হোক, ওথেলোর কানে বিষ ঢালব। বলব যে, ক্যাসিও ওঁর পত্নীর সঙ্গে বেশি অন্তরঙ্গতা প্রকাশ করছে। লোকটির চেহারা খাসা, চাল-চলনেও বড় মসৃণ এবং পরিপাটি। এ রকম পুরুষ তৈরিই হয় মেয়ে লোকের পদস্খলন ঘটাবার জন্য। মনে সহজেই সন্দেহ জাগবে। মূরের প্রকৃতি অতি সরল উদার। কাউকে দেখতে ভালো মনে হলে মনে করেন সে বুঝি স্বভাবেও সাধু, নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরালে গাধার মতো বিনা ওজরে ঘুরবে। এইবার পেয়েছি! মাথার মধ্যে সবটা তৈরি হয়ে গেছে। নরক আর নিশা মিলিত হয়ে মর্তের আলোতে তার ভয়ানক রূপ ক্রমশ প্রকাশ করবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[সাইপ্রাসের সমুদ্র বন্দর। পোতাশ্রয়ের নিকটস্থ কোনো উন্মুক্ত স্থল]

[প্রবেশ করে মোনটানো এবং দুইজন নাগরিক]

মোনটানো : দ্বীপের এখান থেকে সমুদ্রের মধ্যে কিছু দেখা যাচ্ছে কি ?

১ম নাগরিক : ঢেউ এর পর ঢেউ ছাড়া অন্য কিছুই দেখা যাচ্ছে না। দিগন্ত আর সৈকতের মধ্যে জাহাজের পালের কোনো নাম নিশানা নেই।

মোনটানো : ঝড় কাল স্থলেও ভালো দাপট দেখিয়েছে। ঝড়ি ঘর কাঁপানো এমন প্রবল বাত্যা আগে কখনো দেখিনি। যদি সমুদ্রকেও এইভাবে মন্থর করে থাকে, তা'হলে ধ্বসে পড়া পানির পাহাড়ের আঘাতে জাহাজের শাল কাঠের পাটাতন নিশ্চয় চূর্ণ চূর্ণ হয়ে গেছে। এর পরিণাম যে কী হবে কে জানে ?

২য় নাগরিক : তুর্কি নৌবহর নিশ্চয়ই খণ্ড বিখণ্ড হয়ে গেছে। একবার ঐ ফেনাময় সৈকতে দাঁড়িয়ে দেখুন, মনে হচ্ছে যেন উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গ মেঘকে আঘাত করতে উদ্যত হয়েছে। বাতাসে ফুঁসে ওঠা ঢেউ পাহাড়ের মতো কেশর ফুলিয়ে পানির ঝাপটায় সপ্তর্ষিমণ্ডলীকে ঢেকে দিতে চাইছে, লুপ্ত করে দিতে চাইছে শুকতারার আলো। জলোচ্ছ্বাসের এমন তাণ্ডবলীলা কে কবে দেখেছে ?

মোনটানো : তুর্কি নৌবহর বাত্যা তাড়িত হয়ে হয় কোনো খাড়িতে কি চড়ায় আটকে পড়েছে নয় সমুদ্র বক্ষে নিমজ্জিত হয়েছে। ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে কোথাও ভেসে বেড়াচ্ছে এ হতে পারে না।

[তৃতীয় নাগরিকের প্রবেশ]

৩য় নাগরিক : সুসংবাদ বন্ধুগণ, সুসংবাদ। বলতে পারেন যুদ্ধের অবসান ঘটেছে। এই প্রলয়ঙ্কর ঝড়ে বিপর্যস্ত হয়ে তুর্কি নৌবহর তাদের সকল আক্রমণাত্মক পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। ভেনিস থেকে আগত এক জাহাজের সৌভাগ্যবান নাবিকেরা স্বচক্ষে দেখেছে। গতরাতের ভয়াবহ দুর্বিপাকে পড়ে তুর্কি নৌবহরের এক বৃহদাংশ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে যায়।

মোনটানো : সত্যি ? এও কি সম্ভব ?

৩য় নাগরিক : সে জাহাজ তীরে পৌঁছে গেছে। ভেরোনা থেকে আগত। মহাবীর ওথেলোর সহ-সেনাপতি মাইকেল ক্যাসিও তীরে অবতরণ করেছেন। মূর সেনাপতি এখনো সমুদ্র বক্ষে বিরাজমান। সাইপ্রাস রক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব এখন তাঁর।

মোনটানো : শুনে বড় আশ্বস্ত হলাম। তিনি সর্বাংশে যোগ্য ব্যক্তি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩য় নাগরিক : তুর্কিদের বিপর্যয়ের কথা বলতে গিয়ে ক্যাসিও যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করে থাকলেও পরে আবার বিমর্ষ হয়ে পড়েন এবং বারবার মূরের নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করতে থাকেন। যে ঝড়ে তাঁরা পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন তার রূপ ছিল বড় প্রচণ্ড ও ভয়ানক।

মোনটানো : ঈশ্বর তাঁকে বিপদমুক্ত রাখুন। আমিও তাঁর অধীনে কাজ করেছি। সত্যিই তিনি যথার্থ বীরের মতো সৈন্য পরিচালনা করেন। আসুন, সবাই সমুদ্র তীরে গিয়ে দাঁড়াই। চারদিকে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে বীর ওথেলোকে দেখতে চেষ্টা করি। তাকিয়ে থাকতে থাকতে যদি চোখে ঘোর লাগে, সমুদ্র আর আকাশের নীল একাকার হয়ে যায় তবুও আমরা হাল ছেড়ে দেব না।

৩য় নাগরিক : চলুন তাই করি গিয়ে। এখন প্রতি মুহূর্তই আগমনের সম্ভাবনায় পূর্ণ।

[ক্যাসিওর প্রবেশ]

ক্যাসিও : বীরপ্রসূ এই দ্বীপের দুঃসাহসিক নাগরিকবৃন্দ, মহাবীর ওথেলোর প্রতি যে আস্থা প্রদর্শন করেছেন তার জন্য আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ। এ নির্মম সমুদ্রে আমি তাঁকে পরিত্যাগ করে এসেছি। প্রকৃতির রোষ থেকে ঈশ্বর তাঁকে রক্ষা করুন।

মোনটানো : সেনাপতির জাহাজ দুর্বল নয় তো?

ক্যাসিও : কঠিনতম কাষ্ঠে নির্মিত সুদৃঢ় রণতরী। তার নাবিকগণও অতি সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ। আমার আশাও তাই নিরাশায় নিমজ্জিত নয়, বরঞ্চ পরিপূর্ণ প্রত্যয়ে বলিয়ান।

(নেপথ্যে; ঐ যে মাস্তুল, মাস্তুল দেখা যাচ্ছে)

[চতুর্থ নাগরিকের প্রবেশ]

এত কোলাহল কীসের?

৪র্থ নাগরিক : সমস্ত নগর জনশূন্য হয়ে গেছে। শত সহস্র নাগরিক সমুদ্র তীরে দাঁড়িয়ে 'মাস্তুল মাস্তুল' বলে চিৎকার করছে।

ক্যাসিও : আমার হৃদয় বলছে, এ নিশ্চয়ই আমাদের সেনাপতি।

[কামানের গর্জন]

২য় নাগরিক : এই তোপের ধ্বনি অভ্যর্থনাসূচক। অবশ্যই আমাদের মিত্রস্থানীয় কেউ হবেন।

ক্যাসিও : অনুগ্রহ করে আপনারা কেউ ওখানে চলে যান। সত্যি সত্যি কে এসেছে সে খবরটা নিয়ে আসুন।

২য় নাগরিক : আমি যাচ্ছি।

[প্রস্থান]

মোনটানো : একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করছি। সেনাপতি নাকি বিয়ে করেছেন?

ক্যাসিও : মহা ভাগ্যবানের মতো করেছেন। এমন এক রমণীরত্ন লাভ করেছেন, সকল বর্ণনা যার কাছে হার মানে, অবিশ্বাস্য জনশ্রুতিও যার কাছে তুচ্ছ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারুকার্যমণ্ডিত কথায় কবি যে স্তব রচনা করেন এই রমণীর রূপ তা সহজে অতিক্রম করে যায়। সৃষ্টির সে ঐশ্বর্যকে প্রকাশ করতে গিয়ে কল্পনা নিঃশেষিত হয়।

[দ্বিতীয় নাগরিকের প্রবেশ]

কী সংবাদ ? কে এসেছেন ?

২য় নাগরিক : নাম ইয়াগো। সেনাপতির একজন পদস্থ সহচর।

ক্যাসিও : তিনি যে এত দ্রুত নির্বিঘ্নে আসতে পেরেছেন সে বড় সৌভাগ্যের কথা। বিক্ষুব্ধ সমুদ্র, গর্জিত বায়ু, প্রচণ্ড ঝড়, বন্ধুর খাড়ি আর প্রস্তরিভূত বালুর পাহাড়, যা জলের নিচে আত্মগোপন করে থাকে এবং অচেতন হালকে অতর্কিতে বেষ্টন করে ফেলে তারাও বুঝি রূপের কদর করতে জানে! নিজেদের ভয়ঙ্কর স্বভাব ত্যাগ করে অনুপম ডেসডিমোনাকে নিরাপদে অগ্রসর হতে দিয়েছে।

মোনটানো : ডেসডিমোনা কে ?

ক্যাসিও : এর কথাই তো বলছিলাম। ইনিই হলেন, সেনাপতির সেনাপতি। বীর ইয়াগোর ওপর ভার ছিল তাঁকে এখানে নিরাপদে পৌঁছে দেবার। আমাদের প্রত্যাশিত সপ্ত রজনীর পূর্বেই তিনি এখানে পৌঁছে গেছেন। ঈশ্বর ওথেলোকে রক্ষা করুন। তাঁর জাহাজের পাল প্রবল বাতাসে বিস্ফোরিত রাখুন। এই সমুদ্র তাঁর দীর্ঘ তরী বক্ষে ধারণ করে আনন্দিত হোক, ডেসডিমোনার বাহু পাশে আবদ্ধ হয়ে তাঁর প্রেম দ্রুত নিঃশ্বাসে স্পন্দিত হবার সুযোগ লাভ করুক, আমাদের নির্বাপিত আশা নতুন অগ্নিশিখায় জ্বলে উঠুক, সমগ্র সাইপ্রাস পুনর্বার শান্তি খুঁজে পাক।

[ডেসডিমোনা, এমিলিয়া, ইয়াগো, রোডেরিগো এবং অন্যান্য সহচরগণের প্রবেশ]

সবাই প্রাণভরে দর্শন করুন, সমুদ্রের রত্ন ভাণ্ডার সৈকতে এসে দেখা দিয়েছেন। সাইপ্রাসীগণ, নতজানু হয়ে আপনাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করুন। স্বাগতম দেবী! সম্মুখে, পশ্চাতে, চতুষ্পার্শ্ব হতে স্বর্গের কল্যাণময় জ্যোতি আপনাকে ঘিরে রাখুক।

ডেসডিমোনা : বীর ক্যাসিও, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আমার স্বামীর কী সংবাদ ?

ক্যাসিও : তিনি এখনো এসে পৌঁছাননি। তবে এতটুকু নিশ্চিত বলতে পারি যে অবশ্যই তিনি কুশলে আছেন এবং অবিলম্বে এসে যাবেন।

ডেসডিমোনা : আমার কেবলই ভয় হচ্ছে— তা আপনি তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হলেন কী করে ?

ক্যাসিও : সমুদ্র আর আকাশের মহাদ্বন্দ্ব আমাদের বন্ধনকে ছিন্ন করে ফেলে। কিন্তু ঐ শুনুন, কারা যেন মাস্তুল দেখতে পেয়েছে!

[নেপথ্যে : মাস্তুল, মাস্তুল! এবং তোপধ্বনি]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২য় নাগরিক : নগরবাসীরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করে তোপধ্বনি করছে। ইনিও নিশ্চয়ই আমাদের কোনো মিত্র হবেন।

ক্যাসিও : কেউ গিয়ে সংবাদ নিয়ে আসুন।

[কতিপয় নাগরিক বেরিয়ে যাবে]

(ইয়াগোকে) বীর সৈনিক, আপনাকেও সাদর সংবর্ধনা জানাই। (এমিলিয়াকে) আপনাকেও। যদি মহাত্মা ইয়াগোর ধৈর্যচ্যুতি না ঘটে, আমার অন্তরের উচ্ছ্বাসকে আর একটু বিস্তৃতভাবে ব্যক্ত করতে চাই। আমার সৌজন্য প্রকাশের রীতিই একটু দুঃসাহসিক। এ আমাদের বংশের রেওয়াজ।

[ক্যাসিও এমিলিয়ার মুখ চুম্বন করে।]

ইয়াগো : ওঁর মুখের যত কথা আমাকে অনবরত শুনতে হয় তার সামান্যতম অংশও ওঁর ওষ্ঠ যদি আপনাকে দান করে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে আপনার যথেষ্ট প্রাপ্তি ঘটেছে।

ডেসডিমোনা : বেচারি একেবারে বাক্যহারা হয়ে গেছে।

ইয়াগো : নিশ্চয়ই যথেষ্ট হয়েছে। কারণ, যখন আমার নিদ্রাকর্ষণ হয় কেবল তখনই ওকে স্তব্ধ হতে দেখি। এখন হয়তো প্রভুপত্নীর সামনে ও জিহ্বা হৃদয়ে সংকুচিত করে রেখেছে। গালমন্দ যা করার মনে মনে করছে।

এমিল : তুমি অযথা আমার বিরুদ্ধে বলছ।

ইয়াগো : মোটেই নয়। প্রকাশ্যে তুমি চিত্রের মতো শান্ত কিন্তু অন্দর মহলে কাঁসার ঘণ্টা, রান্নাঘরে বুনো বেড়াল, উৎপীড়নে সন্ন্যাসিনী, আহত হলে অগ্নিমূর্তি, গৃহকর্মে উদাসিনী, পালঙ্কে রণরঙ্গিণী!

ডেসডিমোনা : আপনি তো আচ্ছা কুৎসা রটনাকারী!

ইয়াগো : যদি এক বর্ণও মিথ্যা বলে থাকি, তাহলে আমাকে তুরক বলবেন। ও শয্যা ত্যাগ করে অবসর যাপনের জন্য এবং শয্যাগ্রহণ করে কর্মতৎপরতা দেখাবার জন্যে।

এমিল : তুমি যে কোনোদিন আমার প্রশংসা করে কিছু বলবে না, সে আমি জানি।

ইয়াগো : ঠিকই বলেছ। সে হবার জো নেই।

ডেসডিমোনা : যদি আমার প্রশংসা করে কিছু বলতে হয়, কী বলবেন বলুন দেখি।

ইয়াগো : দোহাই আপনার, আমাকে ওরকম কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলবেন না। আপনি জানেন না, আমার স্বভাবই হলো সমালোচনা করা।

ডেসডিমোনা : তা হোক। চেষ্টা করুন। সংবাদ আনবার জন্য কাউকে কি সমুদ্রতীরে পাঠিয়েছেন?

ইয়াগো : পাঠানো হয়েছে।

ডেসডিমোনা : আমার মনে কোনো আনন্দ নেই। ভুলে থাকার জন্য অন্যরকম হতে চেষ্টা করছি। কই, বললেন না তো, আমাকে বন্দনা করতে হলে কীভাবে করবেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইয়াগো : চেষ্টা করছি। পাখির পালক থেকে আঠা ছাড়াতে গেলে যে দশা হয়, আমার মাথার ভেতর থেকে কল্পনা বার করতে হলে সেই একই অবস্থা ঘটে। মগজ শুদ্ধো উপড়ে আসে। তবে কল্পনার সৃষ্টি যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেছে, যা প্রসব করার এখনই করবে। রমণী যদি একই সঙ্গে সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী হয়, তবে তার সৌন্দর্য আনন্দের কারণ হবে এবং তার বুদ্ধি সেই আনন্দকে আয়ত্তাধীন রাখতে পারবে।

ডেসডিমোনা : এত অতি উত্তম প্রশংসা হলো। যদি সে নারী হয় কৃষ্ণকায় এবং বুদ্ধিমতী, তাহলে কী হয়?

ইয়াগো : যদি কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং বুদ্ধি থাকে, তাহলে গৌরবর্ণের জুটি মেলাতে তার কোনো বেগ পেতে হবে না।

ডেসডিমোনা : আরো মন্দ হলে?

এমিল : ধরো সে যদি সুন্দরী কিন্তু নির্বোধ হয়?

ইয়াগো : সুন্দরী কখনো বুদ্ধিহীনা হয় না। হলেও অনায়াসে বিত্তশালী উত্তরাধিকারীর জন্মদাত্রী হতে পারবে।

ডেসডিমোনা : এসব হলো পুরনো হেঁয়ালি। সুড়িখানার মাতাল এগুলো আউড়ে মজা পায়। আচ্ছা, যে মেয়ের রূপও নেই, বুদ্ধিও নেই তার জন্য আপনি কী খোঁড়া প্রশংসা করবেন বলুন দেখি?

ইয়াগো : নিজে অসুন্দর ও নির্গুণ হয়েও যে মেয়ে গুণবতী সুন্দরীদের কর্মে লিপ্ত হয় তার মতো নির্বোধ ও মন্দ মেয়ে আর হয় না।

ডেসডিমোনা : আপনি ইচ্ছে করে চূড়ান্ত অজ্ঞতার ভান করছেন। যে প্রশংসার যোগ্য নয় তাকেই উচ্চতম প্রশংসায় ভূষিত করেছেন। কিন্তু যিনি যথার্থই প্রশংসার যোগ্য, মূর্তিমান বিদ্বেষও যার গুণাবলীকে অস্বীকার করতে পারবে না, এমন গুণবতী সম্পর্কে আপনার কী বক্তব্য বলুন।

ইয়াগো : যাঁর অনেক রূপ কিন্তু কোনো গর্ব নেই, যিনি ইচ্ছে করলেই অনেক কথা বলতে পারতেন কিন্তু কখনই বেশি কথা বলেন না, অনেক ধন-দৌলতের অধিকারিণী কিন্তু তাতে আত্মহারা নন, বাসনার রাশ টেনে রেখে নিজেকে প্রশ্ন করেন, 'এখন কি এ কাজ করা উচিত হবে?' যখন রুষ্ট হন এবং প্রতিশোধ গ্রহণের উপায়ও মুঠোর মধ্যে থাকে তখনো দুঃখকে বরণ করে নেন, অসন্তোষকে বিদায় দিয়ে দেন; যিনি বুদ্ধিতে এত কাঁচা নন যে স্যামন মাছের লেজ ছেড়ে দিয়ে বড় মাছের মুড়ো বেছে নেবেন; যিনি অনেক ভাবেন কিন্তু প্রকাশ করেন না কিছুই, প্রণয়াকাঙ্ক্ষিদের অনুসরণ করতে দেন কিন্তু পেছন ফিরে তাকান না একবারও সেই রকম মেয়ে যদি কোথাও থেকে থাকে, তাহলে আমি বলব, এই রকম মেয়েই—

ডেসডিমোনা : কী? কথাটা শেষ করুন।

ইয়াগো : জন্ম দেবে হাবা ছেলের এবং খরচ করবে হিসেব করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডেসডিমোনা : এত বড় ভূমিকার এই নাকি উপসংহার ? বড় অন্যায় এবং অসঙ্গত কথা বলেছেন। বুঝলে এমিলিয়া, ইনি তোমার স্বামী হলেও আমি তোমাকে বারণ করে দিচ্ছি, এর কাছ থেকে কিছু শিখতে যেও না। আপনি কী বলেন ক্যাসিও ? ইয়াগোর মতন এমন নগ্ন ও নীতিজ্ঞানশূন্য কথা কাউকে কখনো বলতে শুনেছেন ?

ক্যাসিও : প্রভুপত্নী, উনি একটু বেশি খোলামেলা কথা বলেন একথা সত্য। তবে আপনি ওর বিজ্ঞতার প্রশংসা না করতে পারলেও ওঁর বীরত্বের তারিফ না করে পারবেন না।

ইয়াগো : (স্বগত) ক্যাসিও ডেসডিমোনার হাত ধরেছে। উত্তম, অতি উত্তম! ফিসফিস করে কথা বলছে। এইটুকু জালই আমার জন্যে যথেষ্ট। এই জালেই ক্যাসিওর মতো মহামক্ষিকা আটকা পড়বে। হাসো, আরো মধুর করে হাসো। তোমার প্রেমের ফাঁসেই তোমাকে লটকাবো। সহ-সেনাপতি আপনার কথাই সত্য হোক। আপনি যখন বলছেন, তখন তা মিথ্যে হবে কেন। তবে যদি জানতেন যে, আপনার এই খেলা আপনার সহ-সেনাপতিত্ব ঘুচিয়ে দেবে তাহলে হয়তো অত মহানন্দে এত ঘনঘন তিন আঙুলের চুম্বন বর্ষণ করতেন না! ঐ আবার সেই নাগরালি শুরু করেছেন। অতি উত্তম! চুম্বনে সৌজন্য প্রকাশের ভালো রীতি বার করেছেন। সে তো বটেই! আবার ঠোঁটে আঙুল ছোঁয়াচ্ছেন ? যদি জানতেন যে ঐ আঙুল তার রক্ত শুষে নেবে, বেঁচে যেতেন।

[নেপথ্যে সিঙ্গাধ্বনি]

নিশ্চয়ই মূর এসে গেছে। ওঁর সিঙ্গাধ্বনি আমি চিনি।

ক্যাসিও : আপনি বোধহয় ঠিকই বলেছেন।

ডেসডিমোনা : চলুন আমরা এগিয়ে যাই। সেনাপতিকে সংবর্ধনা জানাই।

ক্যাসিও : ঐ যে, উনি নিজেই এসে গেছেন।

[অনুচরবৃন্দসহ ওথেলোর প্রবেশ]

ওথেলো : এই যে আমার সুন্দরী বনদেবী!

ডেসডিমোনা : ওথেলো!

ওথেলো : আমার আগে তোমাকে এখানে পৌঁছুতে দেখে যেমন উল্লসিত হয়েছি, তেমনি বিস্মিতও হয়েছি। তুমি আমার আত্মার আনন্দ! যদি প্রতি ঝড়ের পর এমন অপার শান্তির সাক্ষাৎ লাভ করি, তবে মরণ জাগানো ঝড়কে বারবার স্বাগত জানাতে রাজি আছি। যদি সে ভয়ানক ঝড়ের প্রকোপে জাহাজ ঢেউয়ের পাহাড়ে উৎক্ষিপ্ত হয়ে আকাশে আছড়ে পড়ে পড়ুক; পাতালে তলিয়ে যায়, যাক! যদি এই মুহূর্তে আমার মৃত্যু হয়, সে মৃত্যুকে আমি চরম সুখের বলে গ্রহণ করব। যে চূড়ান্ত আনন্দ এই মুহূর্তে হৃদয়ে অনুভব করছি, অনাগত ভবিষ্যৎ তার তুল্য সুখ আবার কখনো আমাকে দান করতে পারবে বলে বিশ্বাস করি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডেসডিমোনা : ঈশ্বর না করুন, যেন তা না হয়। আমাদের সুখ ও ভালোবাসা যত দিন যাবে, তত বাড়বে বই কমবে না।

ওথেলো : ঈশ্বর করুক যেন তাই হয়। আমার সুখের পরিমাণ আজ অত্যধিক। ভাষায় আমি তার কিছুই প্রকাশ করতে পারছি না। বাক্ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাই হোক। আমাদের হৃদয়ের প্রবলতম সংঘাত যে রূপ নেবে তাহলো এই রকম, এই রকম।

[ডেসডিমোনার মুখ চুম্বন]

ইয়াগো : (স্বগত) হৃদয় বীণার তার এখন খুব উঁচু সুরে বাঁধা আছে। তবে যদি আমার নাম সদাশয় ইয়াগো হয়ে থাকে, ঐ সুরও খাদে নামবে।

ওথেলো : চলো সবাই, দুর্গের দিকে অগ্রসর হই। প্রিয় বন্ধুগণ, আমি আপনাদের জন্য সুসংবাদ বহন করে এনেছি। আমাদের যুদ্ধের আর কোনো প্রয়োজন নেই। তুর্কি নৌবহর পানিতে ডুবে খতম। এই দ্বীপের আমার পুরনো বন্ধুরা সবাই ভালো আছেন তো? প্রিয়তমে, তুমি দেখে নিও, সাইপ্রাসে সবাই তোমাকে সাদরে গ্রহণ করবে। আমি ওঁদের কাছ থেকে অনেক ভালোবাসা পেয়েছি। আমাকে ক্ষমা করো প্রেয়সী, আমি হয়তো আত্মসুখে বিভোর হয়ে অনেক অসংলগ্ন কথা বলছি। প্রিয় বন্ধু ইয়াগো, তুমি সমুদ্র তীরে গিয়ে জাহাজ থেকে আমার জিনিসপত্র নামাবার ব্যবস্থা কর। জাহাজের ক্যাপ্টেনকেও দুর্গে নিয়ে এসো। বড় গুণী লোক, আমাদের সকলেরই উচিত এঁর প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করা। এসো ডেসডিমোনা, সাইপ্রাসে আমাদের পুনর্মিলন মঙ্গলময় হোক!

[ইয়াগো এবং রোডেরিগো ছাড়া সবাই নিষ্ক্রান্ত হয়।]

ইয়াগো : রোডেরিগো, আপনিও দেরি না করে বন্দরে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। এক্ষুণি সোজা সেখানে চলে যান। যদি সত্যিকারের বীর্যবান পুরুষ হন তবে আমার কথা মন দিয়ে শুনুন। আর তা হবেনই বা না কেন। প্রেমে পড়লে সামান্য লোকও এমন অসাধারণ শক্তিমত্তার পরিচয় দেয় যা স্বাভাবিক অবস্থায় তার মধ্যে কল্পনীয় নয়। সহ-সেনাপতি স্বয়ং আজকে রাতের পাহারাদারদের তদারকে নিযুক্ত থাকবেন। অবশ্য তার আগে একথাও আপনাকে জানানো উচিত যে, ডেসডিমোনা গভীরভাবে সহ-সেনাপতির প্রেমে পড়েছেন।

রোডেরিগো : সহ-সেনাপতির সঙ্গে? তা কী করে সম্ভব?

ইয়াগো : ঠোঁটে আঙুল চেপে রাখুন, কোনো রা করবেন না। যা বলি শুনে যান। নিজের বাহাদুরি জাহির করবার জন্য মূর ডেসডিমোনাকে রাশি রাশি অলীক এবং অবিশ্বাস্য গল্প বানিয়ে শোনায়। সেগুলো শুনেই ডেসডিমোনা মূরের প্রতি প্রথম প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়। আপনি কি মনে করেন, এতদিন পর, সেনাপতি শুধু অনর্গল কথা বানাতে পারেন এই জন্যেই ডেসডিমোনা এখনো তার ভালোবাসায় বিভোর হয়ে থাকবে? আপনি বিচক্ষণ ব্যক্তি, নিশ্চয়ই তা মনে করেন না। ডেসডিমোনার তৃষ্ণার্ত চোখকেও পরিতৃপ্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করা চাই। বারবার ঐ কালাপাহাড়কে দেখে ওর কি আনন্দ হতে পারে? দেহের রঙ্গকৌতুক সমাপ্ত হবার পর শোণিত যখন স্তিমিত হয়ে পড়ে তখন বাসনার পুনরুজ্জীবনের জন্য, পরিতৃপ্ত চেতনায় নতুন পিপাসা সঞ্চারের জন্য চাই সুন্দর ক্লান্তি, চাই আচারে, রুচিতে, বয়সে মনমোহন ঐক্য। সেনাপতির মধ্যে এর কোনোটাই নেই। যখন এই আকাঙ্ক্ষিত পরিতৃপ্তি খুঁজে পাবে না তখন ডেসডিমোনার অন্তরাত্মা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে। যা একবার উদরস্থ করেছে তা সে উগরে দিতে চাইবে। সেনাপতিকে উপেক্ষা এবং ঘৃণা করতে শুরু করবে। নারী হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রবণতাই ওকে বাধ্য করবে নতুন কোনো প্রেমাস্পদকে অনুসন্ধান করতে। সব কার্যকারণী এত স্বচ্ছ এবং অবধারিত যে প্রকৃত অবস্থা অন্য রকম হতে পারে না এবং যদি তাই হয়, আপনিই বলুন, ঐ সৌভাগ্যের অধিকারী হবার মতো ক্যাসিওর চেয়ে অধিকতর গুণবান পুরুষ আর কে হতে পারে? দুশ্চরিত্র, কিন্তু কথার কারুকার্য জানে, বিবেক বলতে আছে এক সৌজন্যের মুখোশ এবং প্রীতি প্রকাশের ভণ্ডামি, যার আসল লক্ষ্য হলো নিজের ইতর অভিলাষ চরিতার্থ করা। কুপ্রবৃত্তির এমন পাপিষ্ঠ দ্বিতীয়টি নেই। পিচ্ছিল স্বভাব, ধুরন্ধর লম্পট। সর্বক্ষণ সুযোগের সন্ধানে থাকে; দৃষ্টি সজাগ রাখে। যদি প্রকৃত সুযোগ না আসে তবে সে ডেকে আনে, বানিয়ে নেয়। আস্ত নরকের শয়তান। অবশ্য দুর্বৃত্ত সুদর্শন পুরুষ, বয়সে নবীন এবং অন্যান্য সেইসব গুণাবলীর অধিকারী কাঁচা আর কচিরা অতি সহজে যার বশ হয়। আদ্যোপান্ত মহাবঞ্চক! আর এই মেয়ে ঐ লোককেই খুঁজে বার করেছে।

রোডেরিগো : এ আমি বিশ্বাস করতে পারি না। ডেসডিমোনার স্বভাব অতি বিশুদ্ধ, মন অতি পবিত্র।

ইয়াগো : পবিত্র মন না ডুমুরের ফুল! কেন, যে পানীয় ও পান করে সেটা আঙ্গুরের রস থেকে তৈরি হয় না? যদি অত পবিত্র ও বিশুদ্ধই হবে তবে ঐ মূরকে ভালোবাসতে যাবে কেন? পবিত্র না পবিত্রতার পিটুলি। কী করে ক্যাসিওর হাত চটকাচ্ছিল লক্ষ করেননি?

রোডেরিগো : তা করেছি বৈকি? তবে সে নিছক সৌজন্য রক্ষার্থে।

ইয়াগো : আমি হলপ করে বলতে পারি, এ স্পর্শ কামের স্পর্শ। অন্তরে যে ইতর ইচ্ছা জেগে উঠেছে এ হলো তার উপক্রমণিকা। দেহের পিপাসা মেটাবার যে ইতিহাস ভবিষ্যতে রচিত হবে এ হলো তার এক সূক্ষ্ম পূর্বাভাস মাত্র! দু'জনের ঠোঁট পরস্পরের এত কাছাকাছি এসে পড়েছিল যে সন্দেহ নেই যে একজনের নিঃশ্বাস অপরের প্রশ্বাসকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করেছে। আপনি হয়তো বলতে চাইবেন যে, এসবই আমার পাপ মনের কল্পনা! মোটেই নয়। সৌজন্য যখন এরকম মাখামাখিতে পরিণত হয় তখন বুঝবেন আদত কর্মটি ঘটতে আর বেশি বাকি নেই। অনিবার্য পরিণাম দেহের মিলন। থাকগে সে কথা! আপনাকে কিন্তু এখন থেকে পুরোপুরি আমার কথামতো চলতে হবে। আমি আপনাকে ভেনিস থেকে এখানে এনেছি। তার কারণ আছে। আপনাকে আজকের নৈশ প্রহরায় নিযুক্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকতে হবে। তার প্রয়োজনীয় নির্দেশ আপনি পেয়ে যাবেন। আমি নিজেও আপনার কাছাকাছি থাকব। ক্যাসিও আপনাকে চেনে না। আপনি ওঁর কাছে গিয়ে যে কোনো উপায়ে পারেন ওকে চটিয়ে দেবেন। হয়তো চেঁচিয়ে কথা বলবেন, না হয় ওঁর সামরিক শিক্ষার কোনো ত্রুটির প্রতি কটাক্ষপাত করবেন কিংবা ঠিক সেই মুহূর্তের অবস্থা বুঝে যা খুশি একটা কিছু বলে ওকে ক্ষেপিয়ে দেবেন।

রোডেরিগো : তারপর ?

ইয়াগো : ক্যাসিও রগচটা লোক। রেগে গেলে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। হয়তো তৎক্ষণাৎ হাতের অস্ত্র তুলে আপনাকে দুঘা লাগিয়ে দিতে পারে। দিক। আমিও তাই চাই। ওকে এতদূর উস্কিয়ে দেয়া চাই, যেন ও সত্যি সত্যি উত্তেজিত হয়ে আপনাকে আঘাত করতে উদ্যত হয়। ব্যাস, ঐটুকু হলেই হবে। আমি ওর সাহায্যেই সমগ্র সাইপ্রাসবাসীদের ক্ষেপিয়ে তুলব। এমন ক্ষেপিয়ে তুলব যে ক্যাসিওর অপসারণ ছাড়া কিছুতেই শান্তভাব ধারণ করবে না। এবং তখন আপনার মনের সাধ মেটাবার পথ সুগম হবে কারণ তখন আপনাকে সাহায্য করার ক্ষমতা আমার হাতে আসবে। বিঘ্ন দূর করবার এই হবে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। যদি তা করতে না পারি, আমাদের কারো আশাই চরিতার্থতা লাভ করবে না।

রোডেরিগো : আপনি সুযোগ তৈরি করে দিন, আমি আমার দায়িত্ব অবশ্যই পালন করব।

ইয়াগো : উত্তম। আমি এখন সেনাপতির জিনিসপত্র নামাবার ব্যবস্থা করি গিয়ে। আপনিও এখন চলে যান। আবার নগর দুর্গের সামনে দেখা হবে।

রোডেরিগো : বেশ। তাই হবে।

[প্রস্থান]

ইয়াগো : ক্যাসিও যে ডেসডিমোনার প্রেমে পড়েছে আমি তা এরকম ভালোভাবেই বিশ্বাস করি। ডেসডিমোনাও যে ওর প্রেমে পড়েছে, সেও খুব স্বাভাবিক এবং খুবই বিশ্বাসযোগ্য। আর ঐ মূর, (আমি তাকে আদৌ বরদাস্ত করতে না পারলেও) লোকটা স্বভাবে মহৎ, প্রণয়ে একনিষ্ঠ। এবং এ রকমও মনে করি যে প্রাণপ্রিয় পতি হিসেবে ডেসডিমোনার সামনে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। তা ডেসডিমোনাকে আমিও যথেষ্ট ভালোবাসি। ঠিক কামনার ভাব নিয়ে হয়তো নয় (যদিও অনেকে সন্দেহ করে যে সে রকম পাপচিন্তাও আমার মধ্যে রয়েছে)। প্রকৃতপক্ষে আমার প্রবৃত্তি প্রতিহিংসার। কারণ আমি সন্দেহ করি যে, কামুক মূর, দু'একবার আমার বিছানায় ঝাঁপ দিয়েছে। সে কথা মনে হলেও ভেতরটা বিষের ক্রিয়ায় ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকে। তখন মনে হয় যতদিন না এর পাল্টা প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারি, আমার অন্তরাত্মা কিছুতেই শান্ত হবে না। স্ত্রীর বদলে স্ত্রী চাই। যদি তা না পারি, অন্তত মূরের মনে এমন ঈর্ষা বিষ ঢেলে দেব যাতে কোনো রকম বিচারবুদ্ধি ওকে রক্ষা করতে না পারে। সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কার্যসিদ্ধির জন্যেই ভেনিসের ঐ অপদার্থটিকে পাকড়াও করেছি, কষে চাবকাচ্ছি যাতে শিকারের পেছন পেছন দ্রুত ছুটে চলে। যদি আমার শাসনে বান্দা টিকে থাকে, তাহলে আমিও সত্বর মাইকেল ক্যাসিওর টুটি চেপে ধরতে পারব। আমার আশঙ্কা ক্যাসিও-ও আমার বিছানায় দু'এক রাত কাটিয়েছে। ওর বিরুদ্ধে জঘন্যতম অপবাদ আমি মূরের কানে পৌঁছে দেব। আমার হাতেই ঐ মূর মর্মান্তিকভাবে নাকাল হবে; আমিও ওর মনের সুখ শান্তি বিনষ্ট করে ওকে উন্মাদ করে তুলব অথচ এমন ভাব করব যাতে বিনিময়ে উনি আমাকেই আরো বেশি ধন্যবাদ জানান, ভালোবাসেন, পুরস্কৃত করেন। সবটা এইখানে জমা রয়েছে, আমার কাছেও এখনো পুরোপুরি স্বচ্ছ নয়। তবে পাপের প্রকৃতিই এই রকম, যতক্ষণ কার্যে পরিণত না হয়, ততক্ষণ তার গোটা চেহারাটা দেখতে পাওয়া যায় না।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[রাজপথ]

[ঘোষণাপত্রসহ ওথেলোর পতাকাবাহী ঘোষকের প্রবেশ]

ঘোষক : মহাবীর মহামতি ওথেলো সর্বসাধারণের জন্য এ ঘোষণা প্রচারের নির্দেশ দিয়েছেন যে, তুর্কি নৌবহর সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হবার আরো কিছু নতুন সংবাদ তিনি সদ্য প্রাপ্ত হয়েছেন। এই কারণে তিনি সকল নাগরিককে আহ্বান জানাচ্ছেন, সবাই যেন নিজ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী আনন্দ উৎসবের আয়োজন করেন। নৃত্যগীতে মেতে উঠুন, বহ্নুৎসবের উদ্যোগ গ্রহণ করুন। শুধু যুদ্ধের সংবাদের জন্য নয়, সেনাপতির নববধূ বরণ উপলক্ষেও অদ্য রজনী সবাই আনন্দ প্রকাশ করুন। সেনাপতির নির্দেশক্রমে এই ঘোষণা সর্বসাধারণের নিকট প্রচারিত হলো। অদ্য অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকা থেকে শুরু করে যতক্ষণ না রজনীর একাদশ ঘণ্টা ধ্বনিত হবে, সকল ভোজনালয়ের দ্বার যদৃচ্ছা পানাহারের নিমিত্ত অবারিত থাকবে। ঈশ্বর সাইপ্রাসবাসীদের এবং মহানুভব সেনাপতি ওথেলোর মঙ্গল বিধান করুন।

[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

[নগররক্ষীদের অবস্থান এলাকায়]

[ওথেলো, ডেসডিমোনা, ক্যাসিও এবং অনুচরবৃন্দ]

ওথেলো : প্রিয় মাইকেল, আজ রাতে নগর রক্ষায় নিযুক্ত পাহারাদারদের একটু খোঁজ-খবর নেবে। আনন্দ যেন দায়িত্বকে অতিক্রম করে না যায়, সময়ে যেন সসম্মানে রশি টেনে ধরতে পারি, সে বিষয়ে আমাদের হুঁশিয়ার থাকতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাসিও : সকল কর্তব্য সম্পর্কে ইয়াগোকে বিস্তারিত নির্দেশ দান করা আছে। কিন্তু তবুও আপনি যখন ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, আমি নিজেও একবার সরেজমিনে সব কিছুর তদারক করে আসব।

ওথেলো : তুমি যথার্থ বলেছ। ইয়াগো অতিশয় সৎ ও চরিত্রবান পুরুষ। শুভরাত্রি, মাইকেল। কাল সকালে যথাশীঘ্র সম্ভব আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে (ডেসডিমোনাকে) এস প্রেয়সী, আমরা এবার বিদায় গ্রহণ করি। সঞ্চয়ের শ্রম সমাপ্ত হয়েছে, এবার ফল ভোগের পালা। তোমার আমার মধ্যে যে আনন্দ জন্ম নেবে এখনো তা অনাগত। সবাইকে শুভরাত্রি জানিয়ে আমরাও এবার বিদায় নেব।

অনুচরবৃন্দসহ ওথেলো ও ডেসডিমোনার প্রস্থান।

[ইয়াগোর প্রবেশ]

ক্যাসিও : এই যে ইয়াগো। আপনি এসে পড়েছেন ভালোই হয়েছে। চলুন একবার নগররক্ষীদের তদারক করে আসি।

ইয়াগো : তার জন্য এখনি ব্যস্ত হওয়ার কোনো দরকার নেই। রাত দশটাও বাজেনি। কারণ সেনাপতি যে এত শীঘ্র আমাদের পরিত্যাগ করলেন সে কেবল ডেসডিমোনার প্রতি ভালোবাসার টানে। এর জন্য আমরা ওঁর ওপর কোনো রকম দোষারোপ করতে পারি না। এ রজনী ওথেলো এখনোও সম্ভোগে পরিপূর্ণ করে তুলতে পারেনি। আর ডেসডিমোনার মতো রমণী-সম্ভোগ দেবতা জোভের জন্যও পরম পরিতৃপ্তিকর হত।

ক্যাসিও : ডেসডিমোনা সত্যি অপূর্ব রমণী।

ইয়াগো : মিলনেও যে খুব আনন্দদায়িনী হবে তাতেও কোনো সন্দেহ নেই।

ক্যাসিও : আপনি হয়তো ঠিকই বলেছেন। বড় স্নিগ্ধ এবং সুকোমল তন্বী।

ইয়াগো : আশ্চর্য একজোড়া চোখ। শুধু চাহনির গুঞ্জরণে বাসনা জাগিয়ে তুলতে পারে।

ক্যাসিও : বড় মোহময় দৃষ্টি, তবে তাতে নারীসুলভ লজ্জা যথেষ্ট রয়েছে।

ইয়াগো : যখন কথা বলে তখন কণ্ঠস্বরে আপনি প্রণয়ের আমন্ত্রণ শুনতে পান না?

ক্যাসিও : সত্যি, সর্বাংশে অনুপম রমণী।

ইয়াগো : থাকগে। কামনা করি ওথেলোর শয্যা আনন্দময় হোক। আসুন একটা নতুন বোতল খোলা যাক। সাইপ্রাসের কিছু বীর সেনানী বাইরে সমবেত হয়েছেন। তাঁদের একান্ত ইচ্ছা, আপনার সঙ্গে বসে কৃষ্ণকায় ওথেলোর স্বাস্থ্য পান করেন।

ক্যাসিও : আজ রাতে আর নয় ভাই। বেশি মদ্যপানের জন্য আমার বেচারা মস্তিষ্ক বড়ই অনুপযুক্ত। আনন্দোৎসব পালনের অন্য কোনো উপায় উদ্ভাবিত হলে আমি বড় খুশি হতাম।

ইয়াগো : এ আপনি কী বলছেন! ওরা আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু স্থানীয়। এক আধ পেয়ালাতে আর কী হবে। না হয় আপনার হয়ে আমিই খেয়ে নেব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাসিও : আমি ইতিমধ্যে একপাত্র খেয়েছি এবং সেটাও আমি খুব কৌশলে হালকা করে নিয়েছিলাম। কিন্তু তাতেও বুঝতে পারছি মাথার মধ্যে হরেক রকম গোলযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আমার দুর্ভাগ্য যে এ ব্যাপারে আমি খুবই দুর্বল লোক। আর বেশি অগ্রসর হওয়ার মতো সাহস আমার নেই।

ইয়াগো : এ কোনো কথাই নয়। আজ হলো উৎসবের রাত। সম্ভ্রান্ত কয়েকজন সৈনিক চাইছে আপনি শুধু তাদের আনন্দে শরিক হন।

ক্যাসিও : ওরা কোথায় ?

ইয়াগো : দরজার বাইরে অপেক্ষা করছেন। আপনি তাদের ভেতরে ডেকে নিয়ে আসুন।

ক্যাসিও : আপনি যখন বলছেন করব। কিন্তু আমার মন সায় দিচ্ছে না।

[প্রস্থান]

ইয়াগো : আজ রাতে ইতিমধ্যে ও যা খেয়েছে তার ওপর যদি আরো এক পেয়ালা গেলাতে পারি, তাহলেই বান্দা আমার বেগম সাহেবার কুকুরের মতো কাজিয়া ফ্যাসাদের জন্য আদ্যোপান্ত তেঁতে উঠবে। আর এদিকে আমার হতভাগ্য ভাঁড় রোডেরিগো, ভালোবাসা যার অন্তরের সব বিকারকে নাঙ্গা করে দিয়েছে, সে বোধহয় সারারাত তার ডেসডিমোনার উদ্দেশে বোতলের পর বোতল উপুড় করে ঢেলেছে। সেও পাহারায় নিযুক্ত থাকবে। আত্মমর্যাদায় স্ফীত সাইপ্রাসের তিন যুবক, নিজেদের বংশগৌরবকে যারা সর্বক্ষণ অন্ধাংদেহী ভাব নিয়ে রক্ষা করতে উদ্যত, এই দ্বীপের বীর্যবান পৌরুষের যারা হচ্ছে একেবারে আদত প্রতিনিধি তাদেরকেও আমি পাত্রের পর পাত্র ঢেলে প্লাবিত করে দিয়েছি। এরাও অদ্যরজনী পাহারায় যোগ দেবে। এই মাতালদের জলসায় ক্যাসিওকে এনে ছেড়ে দেব, তাকে দিয়ে এমন কিছু করাব যাতে সমগ্র দ্বীপ ঘোরতরভাবে অপমানিত বোধ করে। (ক্যাসিও, মোনটানো এবং সম্ভ্রান্ত যুবকগণের প্রবেশ। অনুচরবৃন্দ মদের পাত্রসহ তাদের অনুসরণ করবে) ঐ যে, ওঁরা এসে পড়েছেন। যদি পরিণাম পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়, তরী আমার অবাধে এগুবে, হাওয়া আর উজান দুইই তাকে ঠেলে নিয়ে যাবে।

ক্যাসিও : কপালে ছিল, ওঁরা আমাকে ভালো মতন খাইয়েছে।

মোনটানো : কী যে বলেন, এত অতি সামান্য হয়েছে। আমি সৈনিক মিছে কথা বলব না। আপনি আধসের পরিমাণও খাননি।

ইয়াগো : কে আছ, আরো ঢাল।

পেয়ালাতে পেয়ালাতে টুংটাং সুরতান
বাজে তান টুংটাং কত সুর কত গান।
সেনানীর জীবনের কিবা দাম কিবা মান
আজ আছে কাল নাই ভেঙে হয় খানখান।।
ওর ভাই আরো ঢাল, প্রাণভরে করি পান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করি গান, করি পান, প্রাণভরে করি পান।
ঢাল আরো!

ক্যাসিও : খাসা গান ধরেছ ইয়াগো।

ইয়াগো : ইংরেজদের কাছ থেকে শিখেছি। মদ্যপানে ওদের অপরিসীম ক্ষমতা। ওলন্দাজ বল, জার্মান বল, এমনকি ওই পেটমোটা দিনেমাররাও এ ব্যাপারে ইংরেজদের কাছে ঘেঁসতে পারবে না।

ক্যাসিও : তোমার ইংরেজরা কি এ কাজে সত্যি এত পারঙ্গম নাকি?

ইয়াগো : তোমার ওলন্দাজ যখন মাতাল হয়ে হুঁশ হারিয়ে ফেলবে ও তখনো অবলীলাক্রমে টেনে চলবে, একটুও না থেমে সে তোমার আলবেনিয়কেও হারিয়ে দেবে। তোমার দিনেমার যখন বমি করতে শুরু করবে ও তখন নতুন বোতল খুলতে এগিয়ে যাবে।

ক্যাসিও : এসো আবার সেনাপতির স্বাস্থ্য পান করি।

মোনটানো : আমি আছি আপনার সঙ্গে সহ-সেনাপতি। আপনার প্রতি যেন সুবিচার করা হয় আমি তার দায়িত্ব নিলাম।

ইয়াগো : আহা কী সুন্দর দেশ ঐ ইংল্যান্ড!
স্টিফেন রাজা মস্ত মর্দ্দ।
ইজের পরেন কিনে সদ্য॥
দরজি ব্যাটা পাজির হদ্য।
ঠকান তারে আনা চোদ্দ॥
ক্ষেপে রাজা আসেন তেড়ে।
গালমন্দ করেন ঝেড়ে॥
রাজা ছিলেন মস্ত মানি।
তুমি বাপু ইতর প্রাণী॥
দেশ ডুবেছে মানের টানে।
তুমি লুকোও ঘরের কোণে॥
কোথায় গেলে ভায়া, পাত্রটা একবার ভরে দাও না।

ক্যাসিও : খাসা গান বেঁধেছ বন্ধু। এই শেষেরটা একেবারে মোক্ষম।

ইয়াগো : আর একবার শুনতে চান?

ক্যাসিও : না, না। ওসব কর্ম যারা করে, আমি মনে করি তারা তাদের মান মর্যাদা মাটিতে লুটিয়ে দিচ্ছে। অবশ্য এসব বিচার করার ভার আমার ওপর নয়। সকলের মাথার ওপরই ঈশ্বর রয়েছেন। তিনি অবশ্যই জানেন বিপদে কাদের রক্ষা করা উচিত আর কাদের রক্ষা করা উচিত নয়।

ইয়াগো : আপনি ঠিকই বলেছেন।

ক্যাসিও : এবং আমি আমার নিজের সম্পর্কে এইটুকু বলতে চাই— আশা করি তাতে সেনাপতি কিংবা অন্য কোনো মান্য ব্যক্তি অপরাধ গ্রহণ করবেন না—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বলতে চাই যে, আমি অবশ্যই পরিত্রাণ লাভ করতে চাই।

ইয়াগো : সে তো আমিও চাই।

ক্যাসিও : মাফ করবেন, আমার আগে তা হতে পারবে না। প্রথম রক্ষা করতে হবে সহ-সেনাপতিকে, তারপর তার সহচরকে। এ বিষয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। আসুন, আমরা এখন আমাদের কাজে মনোযোগ দেই। পাপ করে থাকলে ঈশ্বর ক্ষমা করবেন। এখন আপনারা যে যার কাজে চলে যান। মনে করবেন না যেন যে, আমি মাতাল হয়েছি। এই তো ইনি হলেন আমার সহচর, এই হলো আমার ডানহাত, আর এটা আমার বামহাত। আমি একটুও মাতাল হইনি। দিব্যি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি। স্পষ্ট করে কথা বলছি।

সবাই : খাসা। অতি যথার্থ বলেছেন।

ক্যাসিও : শুনে আমিও খুব খুশি হলাম। কখনো ভাববেন না যে আমি মাতাল।

[প্রস্থান]

মোনটানো : রক্ষীগণ, যে যার পাহারা বেদিতে চলে যান। টহল শুরু করে দিন।

ইয়াগো : যিনি একটু আগে নিষ্ক্রান্ত হলেন, সবাই তাকে ভালো করে লক্ষ করেছেন নিশ্চয়ই। মস্তবড় সৈনিক। সিজারের পাশে দাঁড়িয়ে ইনি সিজারকে পর্যন্ত পরিচালনা করার ক্ষমতা রাখেন কিন্তু কী দুর্ভাগ্য, এমন লোকের মধ্যেও কত বড় দুর্বলতা। এ যেন তার গুণের বিপরীত পিঠ। এর মধ্যে এইটাই সবচেয়ে দুঃখজনক যে, উভয় প্রবণতাই সমান শক্তিশালী। ওথেলো যে পরিমাণ ওর ওপর আস্থা রাখেন তাতে আমার বড় ভয় হয়। ভয় হয়, ওর চরিত্রগত দুর্বলতা কবে সমগ্র দ্বীপের জন্য মহাবিপদ ডেকে আনে।

মোনটানো : তা উনি মাঝে মাঝেই এ রকম হয়ে পড়েন নাকি?

ইয়াগো : নিদ্রা যাবার পূর্বে এ হলো ওর নিত্যকার গৌরচন্দ্রিকা। ঘড়ির কাঁটা দুবার ঘুরপাক খেয়ে যাবে, তবু এক গ্লাস মদের দোলানি ছাড়া উনি কখনো ঘুমুতে যেতে পারবেন না।

মোনটানো : আমার মনে হয় সেনাপতিকে এসব কথা জানানো উচিত। হয়তো এদিকটি তার নজরে পড়েনি। তিনি নিজে সরল স্বভাব বলে ক্যাসিওর সদগুণাবলীর বাহ্য মূর্তিটাকেই মহামূল্যবান মনে করেছেন, ভেতরের বিকারকে কখনো লক্ষ করেননি। আমার তো তাই মনে হয়।

[রোডেরিগোর প্রবেশ]

ইয়াগো : (একান্তে) কী খবর রোডেরিগো? আর দেরি করবেন না। তাড়াতাড়ি সহ-সেনাপতির কাছে চলে যান।

[রোডেরিগোর প্রস্থান]

মোনটানো : বড়ই পরিতাপের বিষয় যে অস্থিমজ্জায় বিকারগ্রস্ত এক লোককে মহামতি মূর সহ-সেনাপতির মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। একথা সরাসরি মূরকে জানানো আমি আমার নৈতিক কর্তব্য বলে মনে করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইয়াগো : আপনাদের এই প্রিয় দ্বীপের মঙ্গলার্থেও আমি তা করতে পারব না। আমি ক্যাসিওকে ভালোবাসি এবং তাকে বিকারমুক্ত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

[নেপথ্যে : বাঁচাও! বাঁচাও!]

শুনতে পেয়েছেন ? এত গোলমাল কীসের?

[রোডেরিগোকে তাড়া করে ক্যাসিওর প্রবেশ]

মোনটানো : ব্যাপার কী সহ-সেনাপতি!

ক্যাসিও : হতভাগা কিনা আমাকে আমার কর্তব্য শেখাতে চায়। ব্যাটাকে কেটে কেটে ছিকেয় ঝোলানো বোতল বানিয়ে দেব না ?

রোডেরিগো : আমাকে কাটবেন কেন ?

ক্যাসিও : আবার বুকনি ঝাড়ছ ?

[আঘাত করে]

মোনটানো : শান্ত হোন সহ-সেনাপতি, শান্ত হোন! (বাধা দিতে চেষ্টা করে) দোহাই আপনার, অস্ত্র সংবরণ করুন।

ক্যাসিও : আমাকে ছেড়ে দিন। নইলে আপনার খুলিটাও আমি থেঁথলে দেব।

মোনটানো : আপনি বুঝতে পারছেন না যে আপনি সম্পূর্ণ মাতাল অবস্থায় আছেন।

ক্যাসিও : আমি মাতাল ?

[তরবারি যুদ্ধ শুরু করে]

ইয়াগো : (জনান্তিকে) রোডেরিগো, আপনি বাইরে ছুটে গিয়ে জোর চেঁচামেচি করতে থাকুন। (রোডেরিগো বেরিয়ে যাবে) আহাহা, আপনারা মান্য ব্যক্তিরা এসব কী শুরু করেছেন। কে কোথায় আছ, রক্ষা কর, রক্ষা কর। মান্যবর সহ-সেনাপতি, মাননীয় মোনটানো! কে কোথায় আছ, ছুটে এসো! ভালো পাহারাদারিতে নিযুক্ত হয়েছি দেখছি! (নেপথ্যে নগর বিপর্যয়ের সংকেতসূচক ঘণ্টা ধ্বনিত হতে থাকে।)

হা ঈশ্বর, কে আবার বিপদঘণ্টা বাজাতে শুরু করল ? এক্ষুণি সমস্ত নগরবাসী জেগে উঠবে। ঈশ্বরের দোহাই সহ-সেনাপতি নিরস্ত হোন। জন্মের মতো বেইজ্জত হয়ে যাবেন।

[অনুচরবৃন্দসহ ওথেলোর পুনঃপ্রবেশ]

ওথেলো : এ সব কী হচ্ছে এখানে ?

মোনটানো : এ লোক আমার রক্তপাত করেছে। আমাকে মারাত্মকভাবে আঘাত করেছে।

ওথেলো : বাঁচতে চাও তো তোমরা দুজনেই অস্ত্র পরিত্যাগ কর।

ইয়াগো : এবার ক্ষান্ত দিন। যথেষ্ট হয়েছে। সহ-সেনাপতি, মোনটানো— আপনারা আপনাদের দায়িত্ব, পদমর্যাদা সব কি ভুলে গেলেন না কি ? থামুন এবার। সেনাপতির আদেশে কর্ণপাত করুন। এ রকম আচরণের জন্য আপনাদের গভীরভাবে লজ্জিত হওয়া উচিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওথেলো : কিন্তু কেন ? এই সময়ে এ রকম একটা কাণ্ড শুরু হলো কী করে ? আমরা কি সব তুর্কি বনে গেলাম নাকি ? ঈশ্বর তুর্কিদের ঠেকিয়েছেন, সে কি আমরা আমাদের ঘায়েল করব বলে ? আপনাদের এই বর্বরোচিত আত্মকলহ গোটা খ্রিষ্ট সমাজের কলঙ্ক। মনের আক্রোশ মেটাবার জন্য কেউ এক পা নড়েছেন কি আমি ধরে নেব যে তিনি নিজের জীবনকে মূল্যবান মনে করেন না। নড়ামাত্র তাঁর মৃত্যু নিশ্চিত। কেউ বাইরে গিয়ে ওই ভয়াবহ ঘণ্টাটাকে বন্ধ করে দিন। দ্বীপের সবাই ঐ শব্দে আতঙ্কে অস্থির হয়ে উঠবে। কী হয়েছে আমাকে খুলে বলুন। প্রিয় সুহৃদ ইয়াগো, অনুশোচনায় আপনি অভিভূত হয়ে পড়েছেন। তবু আপনাকেই জিজ্ঞেস করছি। এই বিরোধের সূত্রপাত করেছে কে ? যদি আপনি আমাকে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা করেন, অকপটে বলুন।

ইয়াগো : আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। একটু আগেই দেখে গেলাম দুজনের মধ্যে কী মধুর ভাব। যেন বর বধূ শয্যাগ্রহণের পূর্বে পরস্পরকে প্রিয় সম্ভাষণ জানাচ্ছে। কিন্তু একটু পরেই দেখি যেন কোনো দুষ্ট গ্রহের প্রভাবে সবাই বুদ্ধিহারা হয়ে গেছে। তরবারি কোষমুক্ত করে, চরম আক্রোশের সঙ্গে একে অন্যের বক্ষস্থলে আঘাত করতে উদ্যত। আমি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না এ রকম একটা অর্থহীন কলহের সূত্রপাত হলো কী করে ? যে পদযুগল আমাকে এই ঘটনাস্থলের সন্নিকটে বহন করে এনেছে, বিগত কোনো গৌরবময় যুদ্ধে যদি তা আগেই খোয়া যেত, আমি তাকে সৌভাগ্য বলে মনে করতাম।

ওথেলো : মাইকেল, তুমি এত আত্মবিস্মৃত হলে কী করে ?

ক্যাসিও : আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার বলবার কিছুই নেই।

ওথেলো : মান্যবর মোনটানো, শিষ্ট আচরণের জন্য আপনার সুনাম আছে। বয়সে নবীন হয়েও স্বভাবে আপনি কীরূপ ধীর ও স্থির সমগ্র দুনিয়া তা ভালো করে জানে। আপনার কঠিনতম সমালোচকরাও আপনাকে শ্রদ্ধার পাত্র বলে বিবেচনা করেন। সেই যশোগৌরবকে আজ আপনি কীসের জন্য এভাবে ভূলুণ্ঠিত করলেন ? সুখ্যাতির ঐশ্বর্য জলাঞ্জলি দিয়ে নিশাচর দুষ্কৃতিকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন কেন আমি আপনার মুখ থেকে জবাব শুনতে চাই।

মোনটানো : মহামান্য ওথেলো, আমি গুরুতররূপে আহত। আমার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি যা জানি, আপনার পদস্থ সৈনিক ইয়াগোর কাছ থেকেই তা জানতে পারবেন, আমার জ্ঞাতসারে, আমি কোনো অন্যায় কাজ করিনি, কোনো অসঙ্গত কথা বলিনি। অবশ্য আত্মরক্ষার চেষ্টাকে যদি আপনি অপরাধ বিবেচনা করেন, আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান যদি পাপ বলে পরিগণিত হয়, তাহলে আমি অবশ্যই দোষী।

ওথেলো : আমি আর নিজেকে সংযত রাখতে অপারগ। প্রশান্ত বুদ্ধির দ্বারা নয়, আমি এখন তপ্ত শোণিতে নিয়ন্ত্রিত। আমার ক্রোধ বিবেচনা শক্তিকে আচ্ছন্ন করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেলেছে। যত বড় মান্যব্যক্তি হও না কেন, কেউ সামান্যতম পদসঞ্চালন কিংবা বাহু উত্তোলিত করেছে আমার রোষাগ্নি তাকে তৎক্ষণাৎ মাটিতে মিশিয়ে দেবে। এখন বল এই ইতর কলহ আরম্ভ হলো কী করে ? এর সূচনা করেছে কে ? যে দোষী বলে প্রমাণিত হবে, সে যদি আমার যমজ সহোদর হয়, একই লগ্নে ভূমিষ্ঠ হয়ে থাকে, তবুও সে আজ আমাকে চিরতরে হারাবে। যুদ্ধক্লান্ত নগরে যখন জনসাধারণের হৃদয় মহাভয়ে পরিপূর্ণ, জীবন বিপর্যস্ত তখন আপনারা কিনা মধ্যরাতে নগররক্ষার পাহারায় নিযুক্ত থাকা অবস্থায় ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক কলহে মেতে উঠেছেন ? এর চেয়ে ঘৃণ্য কাজ আমি কল্পনা করতে পারি না। ইয়াগো, কে আরম্ভ করেছে ?

মোনটানো : কোনো সৌহার্দ্য রক্ষার্থে, পক্ষপাতিত্ব করে, যদি যা ঘটেছে তা থেকে একটুও বাড়িয়ে বা কমিয়ে বলেন, বুঝব আপনি সৈনিক নন।

ইয়াগো : কেউ কি অত নিরপেক্ষ হতে পারে ? মাইকেল ক্যাসিওর বিরুদ্ধে কোনো কথা বলার আগে এ মুখ থেকে কেউ যেন আমার জিভ কেটে ফেলে দেয়। ক্যাসিওর কোনো ক্ষতিসাধন না করে আমিও স্থির করেছি সত্য কথা বলব। মহামান্য সেনাপতি, যা ঘটেছে তা বলছি। আমি আর মোনটানো পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছিলাম। বাঁচাও বাঁচাও বলে একটি লোক সে সময়ে আমাদের দিকে ছুটে আসে। ওকে ঘায়েল করবার জন্য খোলা তলোয়ার উঁচিয়ে ছুটে আসে ক্যাসিও। ইনি তখন সামনে এগিয়ে এসে ক্যাসিওকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করেন। আক্রান্ত লোকটা চিৎকার করতে করতে দৌড়ে পালিয়ে গেল। আমার ভয় হলো যে ওর চেঁচামেচি শুনে নগরবাসীরা আতঙ্কিত হয়ে না পড়েন। পরে অবশ্য তাই হলো। আমি ওকে থামাবার জন্য ওর পিছু নিলাম। কিন্তু ওর দ্রুতগতি আমার উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দিল। যখন ফিরে আসছি তখন কানে ভেসে এল অস্ত্রের ঝনঝনা, তরবারি সঞ্চালনের শব্দ, আর ক্যাসিও যেন কাউকে কঠিন গালমন্দ করছেন। এর আগে কখনো সে রকম শুনেছি বলতে পারব না। অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলাম আমি। এসে দেখি উভয়ে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত, একজন অন্যজনকে আঘাত করতে, আহত করতে চেষ্টা করছেন। আপনিও ঠিক ঐ সময়েই এসে এদেরকে পৃথক করে দিলেন। এর অতিরিক্ত কিছু আমিও বলতে পারব না। তবে মানুষ, মানুষ, মহৎ ব্যক্তিরাও কখনো কখনো আত্মবিস্মৃত হন। হয়তো ক্যাসিও ওর প্রতি কিছু অন্যায় করে থাকবেন। ক্রোধোন্মত্ত পুরুষ তার শুভাকাঙ্ক্ষীকেও আঘাত করে। তবে হয়তো এমনও হতে পারে যে, যে লোকটা পালিয়ে গেল সে হয়তো ক্যাসিওর সঙ্গে এমন কোনো গর্হিত আচরণ করে যা ক্যাসিওর পক্ষেও সহ্য করা সম্ভব ছিল না।

ওথেলো : আমি সবই বুঝেছি ইয়াগো। তোমার নিজের অন্তঃকরণ সরল এবং প্রীতিপূর্ণ বলে তুমি সব কিছুই একটু রেখে ঢেকে বলছ। চেষ্টা করছ যাতে ক্যাসিওর অপরাধ লঘু বলে বিবেচিত হয়। ক্যাসিও, আমি তোমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালোবাসি সত্য, কিন্তু আজ থেকে তুমি আমার সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কেউ নও।

[অনুচরসহ ডেসডিমোনার প্রবেশ]

দেখ তুমি কী করেছ ? নববধূ পর্যন্ত তার শয্যাত্যাগ করে উঠে এসেছে। তোমাকে যে শাস্তি দিলাম অন্য সকলের জন্য তা দৃষ্টান্ত হয়ে থাক।

ডেসডিমোনা : কী হয়েছে ?

ওথেলো : কিছুই হয়নি প্রিয়া। চলো আমরা শয্যা গ্রহণ করি গিয়ে। আপনি যে আহত হয়েছেন, সে জন্য আমি খুবই দুঃখিত। এর সুচিকিৎসার সকল দায়িত্ব আমি গ্রহণ করলাম। তোমরা ওঁকে ধরে এগিয়ে নিয়ে যাও।

[মোনটানোকে নিয়ে যাবে]

ইয়াগো, খুব হুঁশিয়ার হয়ে চারদিক নজর রাখবে। আর যারা এই ইতর হট্টগোলে জেগে উঠে বিভ্রান্ত বোধ করছে, তাদের শান্ত করে আসবে। চলো, ডেসডিমোনা। এই হলো সৈনিকের নিত্যকার জীবন, বারবার সংঘাতে সুখনিদ্রা টুটে যাবে।

[ইয়াগো আর ক্যাসিও ব্যতীত অন্য সবাই চলে যাবে]

ইয়াগো : সহ-সেনাপতি কি কোনো গুরুতর আঘাত পেয়েছেন ?

ক্যাসিও : হ্যাঁ এবং তা সকল চিকিৎসার অতীত।

ইয়াগো : না, না, ওরকম কথা বলবেন না।

ক্যাসিও : আমার মান, আমার মর্যাদা, ওহ্ আমি আমার মানমর্যাদা সব খুঁইয়েছি। আমার মধ্যে যেটুকু দেবত্ব ছিল তা শেষ হয়ে গেছে, বাকি পড়ে রয়েছে শুধু পশুত্ব। ইয়াগো, আমি আমার সর্বস্ব হারালাম।

ইয়াগো : আমি ভাই সরল মানুষ, ভেবেছিলাম আপনি বোধ হয় কোনো শারীরিক আঘাতের কথা বলছেন। মানমর্যাদা খোয়াবার মনোবেদনার চেয়ে তাতে যন্ত্রণা অনেক বেশি হওয়ার কথা। আমার বরাবরই মনে হয়েছে সুনাম বড়ো মেকি এবং অকেজো; যেমন অপাত্রে তা আরোপিত হয়, তেমনি তা অকারণে হারাতেও হয়। নিজে যদি মনে করেন যে মানহানি হয়েছে তাহলে হয়েছে, নইলে কিছুই নয়। অত মুষড়ে পড়বেন না। আপনি অল্পকালের মধ্যেই আবার সেনাপতির প্রীতিভাজন হতে পারবেন। আজকে একটা বিশেষ ভাবাবেগের মুহূর্তে তিনি আপনাকে পদচ্যুত করেছেন। এ শাস্তি তিনি দিয়েছেন অনেকটা নিয়ম রক্ষার্থে, অন্তরের বিদ্বেষ থেকে নয়। অনেক শিকারি, রুষ্ট সিংহকে ভয় দেখাবার জন্য, নিজের নিরীহ কুকুরটাকেও বেদম প্রহার করে। আপনি ওঁর কাছে গিয়ে একটু আবেদন নিবেদন করুন, উনি অবশ্যই আবার আপনাকে গ্রহণ করে নেবেন।

ক্যাসিও : আমি আমার ক্ষুদ্রতা, আমার মত্ততা, আমার দায়িত্বজ্ঞানহীনতার দ্বারা ওঁর মতো মহানুভব সেনাপতির সঙ্গে যত বড় প্রতারণা করেছি, তারপর ওঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছে ঘৃণা ছাড়া অন্য কিছু প্রার্থনা করতে পারব না। আমি মাতাল হয়েছি। প্রলাপ বকেছি। সদর রাস্তায় তলোয়ার নিয়ে ঝাঁপাঝাঁপি করেছি। অন্যকে গালমন্দ করেছি। নিজের ছায়ার সঙ্গে আপন মনে কথা বলেছি। হায়রে মদের নেশা। অন্য কোনো নামে নয়, তোমাকে সম্বোধন করা উচিত শয়তান বলে।

ইয়াগো : আপনি যাকে তলোয়ার উঁচিয়ে তাড়া করেছিলেন, সে লোকটা কে ? ও আপনাকে কী করেছিল ?

ক্যাসিও : আমার কিছুই মনে নেই।

ইয়াগো : তা কী করে হবে ?

ক্যাসিও : অনেক কিছুই একসঙ্গে ঝাপসা মতোন মনে পড়ছে, কিন্তু আলাদা করে কোনো কথাই স্পষ্ট স্মরণ করতে পারছি না, একটা কোনো বিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল। ব্যাস আর কিছুই মনে নেই। হা ঈশ্বর কী অদ্ভুত কাণ্ড! মানুষ স্বেচ্ছায় সেই শত্রুকে নিজের মুখের মধ্যে গ্রহণ করে যে ভেতরে প্রবেশ করে তার বুদ্ধিকে হরণ করে নেয়। যখন সে পশুতে পরিণত হতে থাকে তখন সে নৃত্যে গীতে আনন্দে উল্লাসে মেতে উঠে।

ইয়াগো : আপনি এখন তো দিব্যি ভালো আছেন। অন্য রকম হয়ে গেলেন কী করে ?

ক্যাসিও : সে শয়তান, মাতলামি সরিয়ে, সে জায়গায় ক্রোধ জাগিয়ে দিয়ে যায়। আমার স্বভাবের একটা বিকার অন্য বিকারকে বিকট করে তোলে। সত্যি বলছি, আমি নিজেকে ঘৃণা করি।

ইয়াগো : আপনি একটু বেশি নীতিবাক্য আউড়ে চলেছেন। একশবার স্বীকার করি যে, এই দেশে, এই সময়ে এই অবস্থায় ঘটনাটা না ঘটলে ভালো ছিল। কিন্তু যা ঘটার তা যখন ঘটে গেছে, তখন কীসে এখন নিজের ভালো হয়, সে চেষ্টাই করতে হবে।

ক্যাসিও : আমি যদি এখন সেনাপতির কাছে আমার পূর্বপদ প্রার্থনা করি, তিনি শুধু বলবেন যে, আমি একজন মাতাল। যদি হাউড্রার মতো আমার শত সহস্র মুখ থাকত তবু ঐ একটি মাত্র কথায় আমার সকল জবাব বন্ধ হয়ে যেত। আজ সামান্য লোকে পরিণত হয়েছি। কাল ভাঁড়ে পরিণত হব, পরশু পশুতে! সুরার প্রতিটি পূর্ণ পাত্র অভিশপ্ত, প্রতি পাত্রে শয়তানি মেশানো।

ইয়াগো : ও কথা বলবেন না। ওর সঙ্গে যথাযথ আচরণ করলে, উত্তম মদ্য আপনার অন্তরঙ্গ সুহৃদ হবে। ওটাকে আর অভিশাপ দেবেন না। মাননীয় সহ-সেনাপতি, একটা কথা বলি। আমার ধারণা যে, আপনি বিশ্বাস করেন, আমি আপনাকে ভালোবাসি। শুধু আপনি কেন, যে কোনো জীবন্ত মানুষই কোনো না কোনো সময়ে মাতাল হয়। আপনার এখন কী করা উচিত আমি বলছি। আমাদের সেনাপতির পত্নী এখন সেনাপতির সেনাপতি। কথাটা এইজন্য বললাম কারণ সেনাপতি এখন তার পত্নীর বড়ই অনুগত, তার রূপ ও প্রেমের ধ্যানে একেবারে বিভোর। আপনি ডেসডিমোনার কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলুন। যথাসাধ্য তাঁর কাছে কাতর মিনতি জানান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উনি আপনাকে আবার আপনার পূর্ব পদে অধিষ্ঠিত করে দেবেন। ওঁর স্বভাব এত উদার, এত মধুর, এত সহানুভূতিশীল, এত কর্মতৎপর যে, তাকে যা অনুরোধ করা হয় তার চেয়ে অতিরিক্ত কিছু না করাকেই তিনি অপরাধ বিবেচনা করেন। ওঁকে অনুরোধ করুন যে তিনি যেন তার স্বামীর সঙ্গে আপনার বিরোধ মিটিয়ে দেন। আমি আমার সর্বস্ব বাজি রেখে বলতে পারি, আপনাদের উভয়ের মধ্যকার ফাটল পূর্বের চেয়ে অনেকগুণ বেশি শক্ত হয়ে জোড়া লেগে যাবে।

ক্যাসিও : আপনি আমাকে ভালো পরামর্শ দিয়েছেন।

ইয়াগো : আপনার প্রতি আমার যে অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং নিঃস্বার্থ সহানুভূতি রয়েছে। আমি বশবর্তী হয়েই এসব কথা বললাম।

ক্যাসিও : আমাকে একটু নিজের মনে সব ভেবে দেখতে দিন। হয়তো সকাল বেলাই আমি প্রেমময়ী ডেসডিমোনাকে অনুরোধ জানাব যেন তিনি আমার হয়ে সুপারিশ করতে রাজি হন। যদি আজকের বিপর্যয়ের কোনো আশু প্রতিকার না হয়, বুঝব আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন।

ইয়াগো : আপনি যথার্থ বলেছেন। এখন তাহলে আমি বিদায় নি সহ-সেনাপতি। নগর-পাহারার তদারকে বেরুতে হবে।

ক্যাসিও : মহৎ হৃদয় ইয়াগো, শুভ রাত্রি!

[বেরিয়ে যাবে]

ইয়াগো : কে আমাকে দুর্বৃত্ত বলে? স্বেচ্ছায় যে উপদেশ দিয়েছি তাতে কোনো প্রবঞ্চনা নেই। কোনো অযৌক্তিক কথা বলিনি। মূরের হৃদয় জয়ের স্বাভাবিক রাস্তাই বাতলে দিয়েছি। একটা ন্যায্য আর্জির স্বপক্ষে কোমলমতি ডেসডিমোনাকে টেনে আনা মোটেই কোনো কঠিন কাজ হওয়া উচিত নয়। ডেসডিমোনার স্বভাবই হলো, অজস্র ফলপ্রসূ মুক্ত প্রকৃতির মতো। বাকি কাজটুকু হলো, সে গিয়ে মূরকে বশীভূত করবে। তা মূরের গোটা আত্মা ওর প্রণয়ে এমন আষ্টেপৃষ্ঠে শৃঙ্খলিত যে, ডেসডিমোনা তাকে যেমন খুশি ভাঙতে পারে, গড়তে পারে। ডেসডিমোনা যদি চায় তাহলে মূর তার পৈতৃক ধর্ম পরিত্যাগ করবে, পাপের পরিত্রাণের জন্য যত পুণ্য সঞ্চয় করেছে সব বিসর্জন দিতে সম্মত হবে। কামনার লীলায় সে তার স্বামীর দুর্বল পৌরুষকে সম্পূর্ণরূপে পদানত রাখবে। তার নিজের মঙ্গল সাধনের জন্য আমি ক্যাসিওকে সরলতম উপায় অবলম্বনের পরামর্শ দান করেছি। তাতে আমি দুর্বৃত্ত হতে যাব কেন? নরকেরও স্বর্গীয় শোভা আছে। শয়তান যখন তার গাঢ় কৃষ্ণ পাপের অভিপ্রায় নিয়ে প্রথম আবির্ভূত হয় তখন সেও এক প্রকার স্বর্গীয় জ্যোতি বিকীর্ণ করে। যেমন এই মুহূর্তে আমি করছি। যখন ঐ সরল হতচেতন লোকটি নিজের ভাগ্য পুনরুদ্ধারের জন্য ডেসডিমোনার কাছে ধরনা দিয়ে পড়ে থাকবে আর ডেসডিমোনা তার মূরকে ওর হয়ে বারংবার কঠিন মিনতি জানাবে আমি তখন মূরের কানে অন্য বিষ ঢালতে থাকব। বলব যে, ডেসডিমোনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাসিওকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত দেখতে চায়, নিজের দেহের পিপাসা মেটাবার জন্য। ক্যাসিওর ভালোর জন্য ও যত বেশি চেষ্টা করবে, মূরের চোখে তত বেশি সে মন্দ হতে থাকবে। ডেসডিমোনার স্বভাবের যা গৌরব আমি তাকেই কলঙ্কে পরিণত করব। ডেসডিমোনার গুণের বাহার থেকেই আমি আমার জাল তৈরি করে নেব, তারপর সবাইকে সেই জালের ফাঁসে আটকে ফেলব।

[রোডেরিগোর প্রবেশ]

কী খবর রোডেরিগো ?

রোডেরিগো : এ শিকার খেদাবার আয়োজনে আমার ভূমিকা শিকারি কুকুরের নয়। আমি শুধু ট্যাঁঢড়া পিটিয়ে চলেছি। যা অর্থসম্বল ছিল তা প্রায় নিঃশেষিত। অদ্য রজনী গুরুতর রূপে প্রহৃতও হয়েছি। সব কিছুর ফলস্বরূপ, সকল বেদনার বিনিময়ে আমি যা লাভ করেছি সে বোধহয় কেবল মাত্র অভিজ্ঞতা। সকল টাকা খুঁইয়ে এবং কিছু জ্ঞান লাভ করে, এখন আমার একমাত্র করণীয় কাজ বোধহয় ভেনিসে প্রত্যাবর্তন করা।

ইয়াগো : ধৈর্যহীন মানুষ সত্যই বড় হতভাগ্য। এমন কোনো ব্যাধির কথা আপনি ভাবতে পারেন যা ধীরে ধীরে নয়, নিমেষে ভালো হয়ে যায় ? আপনি জানেন যে, আমি মাথা খাটিয়ে কাজ করি, যাদু মন্ত্রবলে নয়। মাথার কাজে সময় কিছু বেশি ব্যয় করতে হয়। এ পর্যন্ত সব কিছুই কি আমাদের স্বপক্ষে অগ্রসর হচ্ছে না ? ক্যাসিও আপনাকে প্রহার করেছে সত্য, কিন্তু সে সামান্য বেদনার বিনিময়ে আপনি ক্যাসিওকে কাবু করেছেন। সূর্যের তাপে সব কিছুই সমান তেজে বাড়ে সত্য কিন্তু যে ফল আগে ধরে, সে ফল আগে পাকেও। অতএব আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এই দেখুন, সকাল হয়ে গেছে। মনের ফূর্তি আর কাজের ব্যস্ততা সময়কে কী দ্রুতগতিতে পার করে দিয়েছে। আপনি এখন চলে যান। যেখানে থাকার কথা সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করুন। আর দেরি করবেন না। পরে সব কথা জানতে পারবেন। এবার চলে যান।

[রোডেরিগোর প্রস্থান]

দুটো কাজ করতে হবে। আমার স্ত্রীও যাতে ক্যাসিওর হয়ে ডেসডিমোনাকে অনুরোধ জানায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। আর এদিকে আমিও মূরকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাব। তারপর সময় বুঝে, যখন ক্যাসিও ডেসডিমোনাকে আকুল মিনতি জানাতে শুরু করবে ঠিক সেই মুহূর্তে অতর্কিতে ওথেলোকে সামনে নিয়ে আসব। চমৎকার হবে। তবে অনেক উত্তম পরিকল্পনাও বিলম্বে শীতল ও নিষ্ফল হয়ে যায়। আমি তা হতে দেব না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[যন্ত্রীদলসহ ক্যাসিওর প্রবেশ]

ক্যাসিও : ওস্তাদজি, আপনারা এইখানে দাঁড়িয়ে বাজান। আপনাদের শ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার আমি দেব। অল্প কিছুক্ষণ বাজান, তারপর সেনাপতিকে সম্বোধন করে নতুন প্রভাতের শুভ সম্ভাষণ জানান।

[যন্ত্রীদল বাজাবে। ভাঁড়ের প্রবেশ]

ভাঁড় : ওস্তাদজি, আপনাদের যন্ত্রগুলো নেপলস্ শহর ঘুরে এসেছে না কি? এত নাকি সুরে বাজছে কেন?

যন্ত্রী : তার অর্থ?

ভাঁড় : মানে, আমি জিজ্ঞেস করছিলাম, এগুলো কি সব বায়ু-যন্ত্রী না কি?

যন্ত্রী : আপনি ঠিকই বলেছেন।

ভাঁড় : সে জন্যই পশ্চাতে পুচ্ছ ঝুলছে।

যন্ত্রী : পশ্চাতে পুচ্ছ?

ভাঁড় : বুঝলেন না, আমি অনেক বায়ু-যন্ত্র দেখেছি যার পশ্চাতে ওটা থাকে। যাকগে এসব কথা। এই কিছু পয়সা নিন। আমাদের সেনাপতি আপনাদের সঙ্গীত এতই পছন্দ করেন যে, সেও ভালোবাসার টানে আপনাদের অনুরোধ জানাচ্ছেন যে, এগুলোর দ্বারা আর সোরগোল সৃষ্টি করবেন না।

যন্ত্রী : বেশ তো। আমরা আর বাজাব না।

ভাঁড় : লোকে বলে যে, আমাদের সেনাপতি সঙ্গীতের ধার ধারেন না। তবে, কানে শোনা না যায় এমন কিছু বাজাতে পারলে বাজিয়ে যেতে পারেন।

যন্ত্রী : ওরকম সঙ্গীত আমাদের জানা নেই।

ভাঁড় : তাহলে বাঁশির নল থলের মধ্যে ভরে রাখুন, আমি বিদায় হই। আপনারাও আর দেরি না করে হাওয়া হয়ে যান।

[যন্ত্রীদল চলে যাবে]

ক্যাসিও : প্রাণের বন্ধু কি দুটো কথা শুনবেন?

ভাঁড় : প্রাণের বন্ধু কিছু শোনেন না। তবে আমি শুনতে পাচ্ছি।

ক্যাসিও : ওসব কথার মারপ্যাঁচ এখন রাখুন। এই নিন একটা ঘষা মোহর। আমার একটা কাজ করে দেবেন? যে ভদ্রমহিলা এখন আমাদের সেনাপতির পত্নীর সহচরী, যদি তিনি ঘুম থেকে উঠে থাকেন, তাকে একবার বলবেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে, তার সঙ্গে বাক্যালাপের সৌভাগ্য লাভের জন্য ক্যাসিও সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছে। এ কাজটুকু করবেন তো?

ভাঁড় : জেগে উঠেছেন নিশ্চয়ই। তবে উঠে এতদূর আসবেন কি না তা বলতে পারব না। যদি এদিকে আসেন, তাহলে হয়তো আপনার কথা তাঁকে জ্ঞাত করাতে পারি।

ক্যাসিও : দোহাই আপনার, করবেন। আপনি যথার্থই আমার প্রিয় বন্ধু।

[ভাঁড়ের প্রস্থান। ইয়াগোর প্রবেশ]

বড় সুসময়ে আপনার সঙ্গে দেখা হলো।

ইয়াগো : আপনি বোধহয় রাতে শুতে যাননি।

ক্যাসিও : না। তার আগেই সকাল হয়ে গেল। ইয়াগো, আমার দুঃসাহসকে ক্ষমা করবেন। আমি আপনার স্ত্রীকে এখানে ডেকে পাঠিয়েছি। তাকে অনুরোধ করব, সতী সাধ্বী ডেসডিমোনার সঙ্গে যেন আমি দেখা করতে পারি তার ব্যবস্থা করে দেয়।

ইয়াগো : আমি এক্ষুণি তাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমি মূরকে ঐ সময়ে একটা কোনো উছিলায়, অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাবো। আপনি মন খুলে কথা বলবেন, কার্যোদ্ধার করবেন।

ক্যাসিও : আপনাকে এজন্য অশেষ ধন্যবাদ।

[ইয়াগো চলে যাবে]

আমি আমার নিজ দেশ ফ্লোরেনসেও কাউকে এতটা হৃদয়বান ও সদাশয় হতে দেখিনি।

[এমিলিয়ার প্রবেশ]

এমিলিয়া : সুপ্রভাত, সহ-সেনাপতি। আপনার ভাগ্য বিপর্যয়ে আমরা খুবই দুঃখিত। তবে ভাববেন না, অবশ্যই সব ঠিক হয়ে যাবে। সেনাপতি আর তাঁর পত্নীর মধ্যে এই বিষয় নিয়েই আলোচনা হচ্ছিল। ডেসডিমোনো আপনার পক্ষ টেনে খুব জোর দিয়ে কথা বলেছেন। জবাবে মূর বলেছেন যে, আপনি যাকে আঘাত করেছিলেন তিনি সাইপ্রাসের একজন উচ্চ বংশীয় ব্যক্তি। প্রকাশ্য বিচারে আপনাকে পদচ্যুত না করে উপায় ছিল না। তবে তিনি একথাও বলেছেন যে, আপনাকে উনি অন্তর থেকে ভালোবাসেন এবং প্রথম সুযোগেই, সদর রাস্তা দিয়ে পুনরায় আপনাকে আপনার জায়গায় ফিরিয়ে আনবেন। এর জন্য ওঁর কাছে কারো কোনো প্রার্থনা জানান অনাবশ্যক। ওঁর অন্তরের ভালোবাসার টানই যথেষ্ট।

ক্যাসিও : আমি আপনাকে তবুও অনুরোধ করছি। যদি অসঙ্গত বা অসম্ভব মনে না করেন, খুব সামান্য সময়ের জন্য হলেও ডেসডিমোনার সঙ্গে নির্জনে আলাপ করবার একটা সুযোগ করে দিন।

এমিলিয়া : আমার সঙ্গে আসুন। যেখানে নিয়ে যাব সেখানে মন খুলে কথা বলার যথেষ্ট সময় পাবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাসিও : আপনার কাছে চির ঋণী হয়ে রইলাম।

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ওথেলো, ইয়াগো এবং অন্যান্য মান্য ব্যক্তিবর্গ]

ওথেলো : ইয়াগো, জাহাজের কাপ্টেনকে এই পত্র দেবে এবং তাঁকে বলবে সিনেট সভার নিকট যেন আমার অভিনন্দন পৌঁছে দেয়। আমি নগররক্ষীদের শিবিরের আশেপাশেই থাকব। কাজ শেষ হলে, আবার আমার সঙ্গে দেখা করবে।

ইয়াগো : আমি এক্ষণই যাচ্ছি।

ওথেলো : চলুন একবার শিবির পরিদর্শন করে আসা যাক।

মান্যব্যক্তি : আপনি অগ্রসর হন। আমরা অনুসরণ করছি।

[সকলের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

[ডেসডিমোনা, ক্যাসিও এবং এমিলিয়ার প্রবেশ]

ডেসডিমোনা : আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ক্যাসিও। আপনার জন্য আমি যথাসাধ্য করব।

এমিলিয়া : অবশ্যই যেন তা করেন। আর কী বলব, ওঁর কষ্টকে আমার স্বামীও তাঁর নিজের কষ্ট বলে বিবেচনা করেন।

ডেসডিমোনা : তোমার স্বামীটি বড় ভালো মানুষ এমিলিয়া। ক্যাসিও, আমার স্বামী এবং আপনার মধ্যে আমি যে আবার হৃদ্যতা ফিরিয়ে আনতে পারব, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ক্যাসিও : আপনার অপার করুণা। মাইকেল ক্যাসিওর জীবনে ভবিষ্যতে যাই ঘটুক না কেন, সে সর্বাবস্থায় আপনার এক বিশ্বস্ত ভৃত্য হয়ে থাকবে।

ডেসডিমোনা : আমি আপনাকে জানি। আপনার সৌজন্যে মুগ্ধ নয় কে! আপনি আমার স্বামীকে ভালো করে জানেন, তাঁকে ভালোবাসেন। নিশ্চিত জানবেন যে, রাজনৈতিক কারণে আপনাকে যতটা দূরে সরিয়ে রাখা প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে, কোনো আন্তরিক-কারণবশত তার চেয়ে বেশি দূরত্বে আপনাকে তিনি সরিয়ে রাখতে পারেন না।

ক্যাসিও : সে কথা হয়তো সত্য। কিন্তু সে প্রয়োজন যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়, তুচ্ছ গৌণ কারণও যদি তাতে ইন্ধন যোগায়, তাকে সীমাহীন করে তোলে আর তখন আমি দূরে পড়ে থাকি, আমার জায়গায় অন্য লোক এসে জুড়ে বসে, তখন সেনাপতিও হয়তো আমার অতীত কৃতিত্বের কথা ভুলে যাবেন, আমার প্রতি যে ভালোবাসা সেটা হয়তো বিস্মৃত হবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডেসডিমোনা : কখনো সেরকম ভাববেন না। এমিলিয়ার সামনে আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি যে আপনি আপনার পূর্বপদ ফিরে পাবেন। জেনে রাখুন যে, আমি যাকে একবার বন্ধু বলে গ্রহণ করি, তার জন্য সব কিছু করতে তৈরি থাকি। আজ থেকে আমার স্বামী বিশ্রাম কাকে বলে জানবেন না। যতক্ষণ আমার সঙ্গে একমত না হবেন, শান্তিতে থাকতে দেব না। চোখের ঘুম কেড়ে নেব। বাক্যবাণে সারাক্ষণ অস্থির রাখব। ওঁর সুখের শয্যা পাঠশালায় পরিণত হবে; গৃহকে মনে হবে গীর্জা, যার বেদিমূলে যতক্ষণ আত্মদোষ স্বীকার না করছেন, স্বস্তি খুঁজে পাবেন না। ওঁর প্রতি কর্মের পরতে পরতে আমি ক্যাসিওর আবেদন পেঁচিয়ে রাখব। অতএব ক্যাসিও, মন থেকে দুশ্চিন্তা মুছে ফেলুন। আপনার উকিল প্রাণ দেবে, তবু আপনার স্বার্থ বিসর্জন দেবে না।

[একটু দূরে ওথেলো এবং ইয়াগোর প্রবেশ]

এমিলিয়া : ঐ যে সেনাপতি এসে গেছেন।

ক্যাসিও : আমি তাহলে এবার বিদায় নি।

ডেসডিমোনা : যাবেন কেন ? কী বলি শুনে যান।

ক্যাসিও : এখন থাক। আমার মনের অবস্থা ভালো নয়। সামনে থেকে নিজের কোনো উপকার করতে পারব, মনে হয় না।

ডেসডিমোনা : আপনি যা ভালো মনে করেন।

[ক্যাসিওর প্রস্থান]

ইয়াগো : সে-কী! এটা তো ঠিক ভালো মনে হলো না।

ওথেলো : কী বললে ইয়াগো ?

ইয়াগো : না না, কিছু নয়। মানে যদি— কী বলেছি জানি না তো !

ওথেলো : আমার স্ত্রীর কাছ থেকে চলে গেল ও লোকটা কে ? ক্যাসিও নয় ?

ইয়াগো : ক্যাসিও ? না, না তা কিছুতেই হতে পারে না। আপনাকে আসতে দেখে উনি ওরকম ধরা পড়া অপরাধীর মতো তাড়াতাড়ি চলে যাবেন কেন ?

ওথেলো : আমার মনে হয় আমি ওকেই দেখেছি।

ডেসডিমোনা : আপনার মঙ্গল হোক প্রভু। আপনার এক আবেদনকারীর সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলাম। আপনি অসন্তুষ্ট বলে বেচারা বড় কষ্ট পাচ্ছে।

ওথেলো : কার কথা বলছ ?

ডেসডিমোনা : আমি আপনার সহ-সেনাপতি ক্যাসিওর কথা বলছি। প্রভু, আপনার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করার মতো যদি আমার কোনো গুণ, কোনো ক্ষমতা থাকে— আপনি আমার একটা কথা রাখতেই হবে। যে সৌহার্দ্য উনি পুনর্বার কামনা করছেন, আপনি তাকে তা দান করুন। আমি হলপ করে বলতে পারি যে উনি আপনাকে অন্তর থেকে ভালোবাসেন; যদি কোনো অপরাধ করে থাকেন ভ্রমবশত করেছেন। কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। যদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা না হয়, তাহলে বুঝব, মানুষের মুখের সরল ভাব আমি এখনো পড়তে শিখিনি। আপনাকে মিনতি জানাই, ওঁকে ডেকে নিয়ে আসুন।

ওথেলো : এইমাত্র যে চলে গেল সে কি ক্যাসিও না কি ?

ডেসডিমোনা : আপনি ঠিকই চিনেছেন। বেচারা একেবারে মুষড়ে পড়েছে। এখান থেকে চলে গেছে বটে কিন্তু যাবার আগে ওঁর বেদনার কিছু বোঝা পেছনে ফেলে রেখে গেছে। সেই দুঃখে এখন আমিও দুঃখি। স্বামী আমার, ওকে ফিরিয়ে আনুন।

ওথেলো : ও কথা এখন থাক প্রেয়সী। পরে এক সময়ে দেখা যাবে।

ডেসডিমোনা : কত পরে ? বেশি দেরি হবে না তো ?

ওথেলো : তুমি যখন বলছ তখন অবশ্যই তাড়াতাড়ি করব।

ডেসডিমোনা : আজকে নৈশভোজের সময়ে করবেন ?

ওথেলো : সে হয় না। আজকের রাতটা থাক।

ডেসডিমোনা : আগামীকাল দুপুরে সময় হবে ?

ওথেলো : আগামীকাল দুপুরে তো আমি বাইরে খাব। শিবিরে কাপ্তানদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে খেতে হবে।

ডেসডিমোনা : বেশ তো, তাহলে আগামীকাল সন্ধ্যায় করুন, না হয় মঙ্গলবার সকাল বেলায়, সকাল না হলে দুপুর বেলা, দুপুর না হলে সন্ধেবেলা; যদি তাও না হয়, বুধবার সকাল বেলা করুন। তবে কখন করবেন এখনই বলে দিতে হবে। কিন্তু তিন দিনের চেয়ে বেশি দেরি কিছুতেই করতে পারবেন না। আমি সত্যি বলছি, উনি খুবই অনুতপ্ত। আমি জানি যে যুদ্ধের সময় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সর্বাংশে আদর্শ পুরুষ হতে হয়। তাহলেও যে অপরাধ উনি করেছেন, আমাদের সাধারণ বিচারে সেটা এমন কোনো অপরাধই নয়। এর জন্য ওঁকে বড় জোর দুটো কঠিন কথা শোনান যেতে পারত। এবার বলুন, উনি কখন এসে আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। কিছু বলুন! আশ্চর্য, আমি কিন্তু ভাবতে পারি না যে, আপনি আমার কাছে বারবার কিছু চাইছেন, আর আমি তা দিতে অস্বীকার করছি কিংবা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে মনে মনে ইতস্তত করছি। আশ্চর্য! সেই বিয়ের আগে আপনি যখন আমাকে প্রেম নিবেদন করতে আসতেন, মাইকেল ক্যাসিও কতবার আপনার সঙ্গে আমাদের বাড়িতে এসেছেন। যখন আপনার নিন্দা করে কোনো কথা বলেছি কতদিন তিনি আপনার পক্ষ নিয়ে তার প্রতিবাদ করেছেন। হায় কপাল, সেই মাইকেল ক্যাসিওর হয়ে আজ আমাকে আপনার কাছে এত কথা বলতে হচ্ছে। যদি আগে তা জানতাম, আমি সর্বস্ব দিয়ে হলেও—

ওথেলো : দোহাই তোমার এবার থাম। যখন খুশি ওকে আসতে বলে দাও। তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডেসডিমোনা : এ আপনি কী বলেছেন ? এ আবার কোনো দান হলো না কি! এতো আপনাকে আপনার নিজেরই কোনো কাজ করতে বলার মতো হলো। এই যেমন কত সময়ে বলি, দস্তানাটা পরে নিন, ভালো জিনিসগুলো আগে খান কিংবা গরম কাপড় গায়ে দিন— এ সবই বলি আপনার নিজের স্বার্থে। সত্যি সত্যি যেদিন নিজের জন্য কিছু চাইতে আসব সেদিন আপনাকে যথার্থই আপনার প্রেমের পরীক্ষা দিতে হবে। যেমন কঠিন এবং দামি কিছু চাইব, সেটা দান করাও হবে আপনার পক্ষে তেমনি দুঃসাধ্য।

ওথেলো : তোমার কোনো ইচ্ছাই আমি অপূর্ণ রাখব না, প্রেয়সী। তবে এখন আমার একটা অনুরোধ রক্ষা কর। আমাকে কিছুক্ষণ একা থাকতে দাও।

ডেসডিমোনা : আপনার ইচ্ছা আমি অপূর্ণ রাখব কেন ? আমি বিদায় নিচ্ছি প্রভু।

ওথেলো : এসো ডেসডিমোনা। আমি একটু পরেই আসছি।

ডেসডিমোনা : এমিলিয়া, এসো। আপনার মন যা বলবে আপনি অবশ্যই তা করবেন। তবে আপনি যাই করেন না কেন, আমি কোনো দিনই আপনার কোনো কথার অবাধ্য হব না।

[ডেসডিমোনা ও এমিলিয়ার নিষ্ক্রমণ]

ওথেলো : আমার সোনার প্রতিমা, আমার যত বড় সর্বনাশই হোক না কেন, তোমাকে ভালোবাসবই। যেদিন তোমাকে ভালোবাসতে না পারব সেদিন জগৎ বিধ্বস্ত হয়ে যাবে।

ইয়াগো : একটা কথা প্রভু—

ওথেলো : তুমি কিছু বলছ ইয়াগো ?

ইয়াগো : আপনি যখন বিয়ের আগে ওকে প্রণয় নিবেদন করতেন তখন সে কথা কি মাইকেল ক্যাসিও জানতেন ?

ওথেলো : প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সব কথা জানত। একথা কেন জিজ্ঞেস করছ ?

ইয়াগো : এমনি। একটা কথা মনে জেগেছিল তাই। তার চেয়ে বেশি কিছু নয়।

ওথেলো : তোমার মনে কী কথা জেগেছিল ইয়াগো ?

ইয়াগো : মানে, আমি ঠিক জানতাম না যে আপনার পত্নির সঙ্গে মাইকেল ক্যাসিওর কোনো পূর্ব পরিচয় ছিল।

ওথেলো : খুব ছিল। বহুবার পরস্পরের দূতরূপে কাজ করেছে।

ইয়াগো : সত্যি ?

ওথেলো : সত্যিই ? সত্যি তো বটেই। এর মধ্যেও তুমি কিছু দেখছ না কি ? মাইকেল ক্যাসিও বিশ্বাসের পাত্র নয় ?

ইয়াগো : বিশ্বাসের পাত্র প্রভু ?

ওথেলো : বিশ্বাসের পাত্র ? হ্যাঁ, বিশ্বাসের পাত্র।

ইয়াগো : আমি তো সেই রকমই জানতাম প্রভু।

ওথেলো : তোমার মন কী বলে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইয়াগো : মন, প্রভু ?

ওথেলো : মন, প্রভু ? আশ্চর্য, এ লোক আমার প্রতিধ্বনি তুলছে। মনে হয় যেন ওর মনের মধ্যে কোনো পিশাচ এসে ঢুকেছে। আর সেটা এত বীভৎস যে কিছুতেই তাকে বার করতে চায় না। নিশ্চয়ই কোনো বিশেষ কথা ভেবে তুমি এগুলো বলছো। যখন ক্যাসিও আমার স্ত্রীর কাছ থেকে চলে যাচ্ছিল, তখন তোমাকে বলতে শুনেছি, তোমার নাকি সেটা ভালো লাগেনি। তোমার কি ভালো লাগেনি ইয়াগো ? তারপর তোমাকে যখন বললাম যে, ডেসডিমোনার সঙ্গে আমার প্রণয়ের সকল স্তরে ক্যাসিওই ছিল আমার উপদেষ্টা, তুমি চমকে প্রশ্ন করে উঠেছিলে 'তাই না কি'। আর ভ্রূ দুটো কুঁচকে একত্রিত করে তুমি যেন ভেতরের কোনো কদর্য চিন্তাকে মাথার মধ্যে চেপে ধরে রাখতে চাইছিলে। ইয়াগো, যদি সত্যিই আমাকে ভালোবাস কী ভাবছ, খুলে বল।

ইয়াগো : প্রভু, আপনি জানেন আমি আপনাকে কত ভালোবাসি।

ওথেলো : আমি জানি। এবং এও জানি যে, প্রেম-প্রীতি সততায় তুমি পরিপূর্ণ। প্রতিকথা ওজন করে তারপর সেটা তুমি উচ্চারণ কর। আজ এত থেমে থেমে বলছ বলেই আমি আতঙ্কিত হয়ে উঠেছি। আমি জানি, বিশ্বাস ভঙ্গকারী অসাধুবঞ্চক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এ রকম হাবভাবের আশ্রয় নেয়। কিন্তু যিনি যথার্থ সৎ ব্যক্তি এসব তাঁর একান্ত উৎকণ্ঠারই প্রকাশ, শত চেষ্টা করেও তা তিনি চাপা দিয়ে রাখতে পারেন না।

ইয়াগো : যে-কোনো শপথ নিয়েই বলতে রাজি আছি যে, মাইকেল ক্যাসিওকে আমি বরাবরই একজন চরিত্রবান পুরুষ বলে মনে করেছি।

ওথেলো : আমিও সেই রকমই মনে করি।

ইয়াগো : মানুষকে যা মনে করা হয়, তার তো আসলে সেই রকমই হওয়া উচিত। যারা সে রকম নয়, তাদের অন্য রকম মনে হওয়া উচিত নয়।

ওথেলো : নিশ্চয়ই। যাকে যেমন মনে হয়, তার তেমনি হওয়া উচিত।

ইয়াগো : তাহলে আর তর্ক করছি কেন ? আমি মনে করি যে, ক্যাসিও চরিত্রবান পুরুষ।

ওথেলো : না। নিশ্চয়ই তোমার আরো কিছু বলার রয়েছে, যা যা ভাবছ, যে ভাবে ভাবছ, সব কিছু আমাকে বল। কদর্য চিন্তাকে কদর্য ভাষায় প্রকাশ কর।

ইয়াগো : মহানুভব প্রভু, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। এ কথা সত্য যে, কর্তব্য কর্মে আপনার সকল আদেশ মেনে চলতে আমি বাধ্য। কিন্তু আপনার দীনতম ক্রীতদাসেরও স্বাধীনতা আছে তা থেকে আমি বঞ্চিত হব কেন ? আপনি আমাকে আমার মনের ভার প্রকাশ করতে বলছেন ? যদি সেগুলো মিথ্যা এবং কুৎসিতও হয় তাতে কী এসে যায় ? রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরেও ইতর কাণ্ড ঘটে, কার হৃদয় এত নির্মল যে, কখন কখনো মঙ্গলকর সদ্বিবেচনার বদলে সেখানে ইতর সন্দেহের আসর জমে না ওঠে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওথেলো : ইয়াগো, যদি তুমি মনে কর যে, তোমার বন্ধু প্রতারিত হয়েছে এবং তারপরও যদি তোমার বন্ধুকে সে কথা জানতে না দাও, তাহলে ধরে নেব যে তুমি তার ক্ষতিসাধনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছ।

ইয়াগো : আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। হয়তো আমার অনুমান আমার মনের নিচতারই প্রকাশ। আমি জানি যে, অন্যায়-অবিচার অনুসন্ধান করে বেড়ান আমার স্বভাবের এক প্রধান দুর্বলতা। আমার সন্দেহপরায়ণতা এমন দোষত্রুটিও আবিষ্কার করে যা আসলে হয়তো সত্য নয়। আমি অনেক কিছুই যুক্তিহীনভাবে অনুমান করি। আপনি বিচক্ষণ ব্যক্তি, আপনার সেগুলো লক্ষ করা উচিত নয়। আমার অলিখিত এলোমেলো ধারণাদির ভিত্তিতে আপনি আপনার নিজের বিপর্যয় কল্পনা করবেন কেন? আমার মনের অন্তরঙ্গ ভাবনা আপনার কাছে প্রকাশ করলে আপনার জন্যে তা কখনো সুখ বা শান্তি বয়ে আনবে না। আমার পৌরুষ, আমার সততা, আমার অভিজ্ঞতার কোনো গৌরব বর্ধন করবে না।

ওথেলো : তুমি কী বলতে চাইছ?

ইয়াগো : নারী হোক, পুরুষ হোক, সুনাম হলো মানুষের আত্মার বুকের মণি। যে আমার টাকার থলি চুরি করে, সে আবর্জনা সরিয়ে নেয়, তার কিছু মূল্য হয়তো আছে, হয়তো নেই। আজ আমার ছিল। কাল অন্যের হতো। হাজার লোকের দাসত্ব করে বেড়াতে। কিন্তু যে আমার কাছ থেকে আমার সুনাম কেড়ে নেয় সে এমন বস্তু অপহরণ করে যা তাকে একটুও ধনী করে না কিন্তু আমাকে নিঃস্ব করে যায়।

ওথেলো : ঈশ্বরের ইচ্ছা যাই থাকুক ইয়াগো, তোমার মনের মধ্যে কী আছে তা আমাকে জানতেই হবে।

ইয়াগো : তা হয় না। আমার হৃদয় আপনার মুঠোর মধ্যে বন্দি হলেও হবে না। আর যতক্ষণ তা আমার দখলে আছে ততক্ষণ তো নয়ই।

ওথেলো : ইয়াগো!

ইয়াগো : আপনাকে আমি সতর্ক করে দিতে চাই প্রভু। ঈর্ষা সন্দেহ বড় ভয়ানক জিনিস, সে এক সবুজ চোখা দানব, যে শিকারকে গ্রাস করবার আগে তাকে নিয়ে খেলা করে। সেই পুরুষ ভাগ্যবান যে নিশ্চিতরূপে জানে যে তার পত্নী পরপুরুষে উপগত হয়েছে। কারণ সে তখন ব্যভিচারিণীর ভালোবাসা থেকে মুক্ত হয়। কিন্তু হতভাগ্য সে পুরুষ যে প্রতিটি দুঃসহ মুহূর্তে কেবলি ভালোবাসে এবং সন্দেহ করে— সন্দেহ করে ও বেশি করে ভালোবাসে।

ওথেলো : এ অসহ্য!

ইয়াগো : দরিদ্র হয়েও যে আত্মসন্তুষ্ট, সে আসলে ধনী, যথেষ্ট রূপে ধনী, যে অপরিমেয় ধন-সম্পদের মালিক হয়েও সর্বক্ষণ তা হারাবার ভয়ে কাতর হয় সে শীতের ঋতুর মতই রিক্ত দরিদ্র। ঈশ্বর যেন আমার প্রিয় পরিজনকে বিষময় ঈর্ষা থেকে মুক্ত রাখেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওথেলো : কেন, এসব কথা আমাকে কেন বলছ? তুমি কি মনে করো প্রতি পূর্ণিমায় অমাবস্যায় নতুন নতুন সন্দেহে উদ্বেলিত হয়ে আমি আমার জীবন ঈর্ষায় জর্জরিত করে তুলব। না, মনে সন্দেহ জাগলে আমি তৎক্ষণাৎ তার অবসান ঘটাই, সন্দেহের অনিশ্চয়তা ঘুচিয়ে মুহূর্তে নিশ্চিত হই। যেদিন তোমার অনুমানের অতিকায় স্ফীতকায় বুদ্বুদকে আমি আমার জীবনের প্রধান চিন্তনীয় বিষয় বলে গ্রহণ করবো, সে দিন আমাকে মানুষ না বলে পশু বলে ভেব? যদি বল যে আমার স্ত্রী সুন্দরী, খেতে ভালোবাসে, সঙ্গী-সাথী পছন্দ করে, প্রাণ খুলে কথা বলে, হাসে নাচে, গান গায়, তাতে আমি ঈর্ষান্বিত হব কেন? নারী নিজে দামি হলে, এসবই তাকে আরো মূল্যবান করে তোলে। আমি আমার নিজের দোষ-ত্রুটির কথা স্মরণ করেও ওর বিরূপতা সম্পর্কে কোনো রকম শঙ্কা বা সন্দেহ প্রকাশ করব না। কারণ ও আমাকে খোলা চোখেই বরণ করে নিয়েছিল, না ইয়াগো, আমি সে রকম লোক নই। আমি আগে দেখব, তারপর সন্দেহ করবো। যখন সন্দেহ করব তখন প্রমাণ যাচাই করব। যখন প্রমাণ আয়ত্তাধীন হবে তখন হয় ভালোবাসা না হয় ঈর্ষা, দুটোর একটা অন্তর থেকে তৎক্ষণাৎ অপসারিত হবে।

ইয়াগো : শুনে খুবই আশ্বস্ত হলাম, আপনার প্রতি আমার অন্তরের যে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা এখন থেকে সেটা অনেকখানি খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করতে পারব বলে মনে হচ্ছে। এ আমার একান্ত কর্তব্য। আপনি যেভাবে ইচ্ছা গ্রহণ করুন, আমি এখনো কোনো প্রমাণের কথা বলছি না। তবে আপনি আপনার স্ত্রীকে লক্ষ করতে থাকুন; বিশেষ করে যখন ক্যাসিওর সঙ্গে থাকবেন। দেখবেন এমন এক দৃষ্টিতে, যাতে না থাকবে কোনো বিশ্বাস, না থাকবে কোনো অবিশ্বাস, আমি চাই না যে আপনার মুক্ত উদার প্রকৃতি এবং হৃদয়ের সহজাত সরলতার সুযোগ নিয়ে কেউ আপনাকে প্রতারিত করুক। আপনি শুধু দেখে যান। আমি আমার দেশের রীতিনীতি ভালো করে জানি। ভেনিসের নারী ঈশ্বরকে জানতে দিলেও স্বামীর কাছে নিজেদের কার্যকলাপ কখনো প্রকাশ করতে সাহস করবে না। কুকর্ম থেকে বিরত থাকা এদের বিবেকের নিয়ম নয়, কেবল লক্ষ রাখে যাতে তা গোপন থাকে।

ওথেলো : এসব কথা তুমি সত্য বলছ?

ইয়াগো : উনি ওঁর বাপের চোখে ফাঁকি দিয়ে আপনাকে বিয়ে করেছেন। যখন আপনার মনে হতো যে উনি বুঝি আপনার চেহারা দেখে ভয়ে শিউরে ওঠেন, উনি তখন আপনাকে গভীরভাবে ভালোবাসতে শুরু করেছেন।

ওথেলো : এ তুমি ঠিক বলছ?

ইয়াগো : আমিও এসব কথাই ভাবছি। মেয়ের কিছুই বয়স হয়নি, তবু কত ছলনা জানে। নিজের বাপের চোখ লেপটে শাল কাঠের চোখের মতো দৃষ্টিহীন করে দিয়েছিল। বাবা মনে করেছিলেন এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাদুমন্ত্রের কারসাজি আছে— থাক আর বলব না। যথেষ্ট অন্যায় করেছি। তবে আপনার প্রতি ভালোবাসার আধিক্যই আমাকে এত কথা বলতে প্ররোচিত করেছে। আপনি আমায় ক্ষমা করবেন।

ওথেলো : আমি তোমার কাছে চিরকাল ঋণী থাকব।

ইয়াগো : মনে হচ্ছে, আমার কথা শুনে আপনি কিছু বিষণ্ন হয়ে পড়েছেন।

ওথেলো : না, না, একটুও নয়। একটুও নয়।

ইয়াগো : না, আপনি নিশ্চয়ই আমার কথায় আঘাত পেয়েছেন। বিশ্বাস করুন, আমি যা বলেছি, সবই আপনাকে ভালোবাসি বলে বলতে পেরেছি। কিন্তু আপনি দেখছি বড্ড বিচলিত হয়ে পড়েছেন। প্রভু! দোহাই আপনার, আমি শুধু একটা সন্দেহের কথা বলেছি। আপনি যেন তার অতিরিক্ত কিছু ভাবতে শুরু না করেন।

ওথেলো : না, করব না।

ইয়াগো : যদি করেন, তাহলে হয়তো আমার কথার অর্থ এমন কদর্যরূপ ধারণ করতে পারে যা আদৌ আমার চিন্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ক্যাসিও আমারও একজন বিশিষ্ট বন্ধু— না থাক প্রভু, আপনি অস্থির হয়ে উঠেছেন।

ওথেলো : না, আমি মোটেই অস্থির হইনি। সতী ছাড়া ডেসডিমোনাকে আমি অন্য কিছু ভাবতে পারি না।

ইয়াগো : ঈশ্বর করুন তিনি চিরসতী থাকুন! ঈশ্বর করুন আপনিও তাকে যেন আজীবন ভালোবাসতে পারেন!

ওথেলো : তবু, ঐ যে একটা কথা বললে, যা স্বাভাবিক, কেউ যদি তা অস্বীকার করে—

ইয়াগো : আমিও ঠিক এই কথাটাই ভাবছিলাম, এখন সাহস করে আপনাকে আরো খুলে বলছি। ওঁর নিজের দেশ, সমাজ, ওর নিজের গাত্রবর্ণের কত পুরুষের কাছ থেকেই ওঁর জন্যে বিয়ের প্রস্তাব এসেছিল, উনি কোনোটাকেই আমল দিলেন না। সর্বাবস্থায় যা স্বাভাবিক হয়তো উনি তা করেননি। ভাবতে চাইলে এর মধ্যে একটা যৌনাকাঙ্ক্ষার আভাস কল্পনা করা যেতে পারে, একটা নোংরা অস্বাভাবিকতা, একটা মানসিক বিকার, মাফ করবেন আমি ঠিক বিশেষ করে ওঁর কথা বিচার করছি না। যদিও এ আশঙ্কা আমার মনে জেগেছে যে, যদিও কখনো ওঁর প্রবৃত্তি, ওঁর বিচার-বুদ্ধির কাছে হার মানে, তখন মনে মনে স্বজাতীয় পুরুষদের সঙ্গে আপনার তুলনা করে, হয়তো অনুতাপ করতেও পারেন।

ওথেলো : তুমি এখন বিদায় নিতে পার, যদি নতুন কিছু লক্ষ করো, আমাকে জানিও। তোমার স্ত্রীকেও নজর রাখতে বলবে। এবার তুমি যেতে পার ইয়াগো।

ইয়াগো : আমি এক্ষণি বিদায় নিচ্ছি প্রভু।

[ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হবে]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওথেলো : আমি কোন আক্কেলে বিয়ে করতে গিয়েছিলাম জানি না। এই ভালো মানুষটি মুখে যা প্রকাশ করে, অবশ্যই তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি জানে, বোঝে।

ইয়াগো : (পুনঃপ্রবেশ) একেবারে চলে যাবার আগে আপনার কাছে আমার একটা সনির্বন্ধ অনুরোধ, এই বিষয়ে আর অধিক মনোবিশ্লেষণ করবেন না। সর্বদা সময়ের হাতে ছেড়ে দিন। যে পদ ক্যাসিও অধিকার করেছিলেন তিনি সর্বাংশে তার উপযুক্ত ছিলেন এবং পুনর্বার তিনি সে পদে বহাল হন সেটাও হয়তো সর্বতোভাবে কাম্য। তবুও আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে ওকে আরো কিছুকাল পদচ্যুত অবস্থাতেই রাখতে পারেন এবং সে রকম অবস্থায় নিজের কার্যোদ্ধারের জন্য উনি কী উপায় অবলম্বন করেন সেটা ভালোভাবে লক্ষ রাখতে পারবেন, এবং তখন আপনার স্ত্রী কতটা আবেগ ও আগ্রহ নিয়ে ওর পুনর্নিয়োগের জন্য আবেদন জানাতে আসেন তা থেকেও অনেক কিছু বুঝতে পারবেন। ততক্ষণ পর্যন্ত আমার অনুরোধ, আপনার স্ত্রীকে সম্পূর্ণ অকলঙ্কিত বলেই মনে করবেন এবং ধরে নেবেন যে আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে অতিরিক্ত আশঙ্কা প্রকাশ করেছি মাত্র। যদিও একথা সত্য যে, আপনাকে সবিশেষ শ্রদ্ধা করি বলেই আমার এ অবস্থা হয়েছে।

ওথেলো : নিশ্চিন্ত থাক। চিত্ত সংযমে আমি সম্পূর্ণরূপে অভ্যস্ত।

ইয়াগো : এবার তাহলে আমি যথার্থই বিদায় নিচ্ছি।

[প্রস্থান]

ওথেলো : আমার এই অনুচরটি বড্ড বেশি নীতিপরায়ণ। মানুষের প্রবৃত্তি ও আচরণ ও গভীর মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছে। যদি সত্যি সত্যি আমার ময়না পোষ মেনে না থাকে তাহলে পায়ের শেকল কেটে দেব। সে শেকল যদি নিজের হৃদয়ের তন্ত্রী হয় তবু তা ছিন্ন করে ওকে ঝড়ো হাওয়ায় ছুড়ে ফেলে দেবো, নিজের আহার অরণ্যে ছুটে খাবে। হয়তো আমি কালো, হয়তো সৌখিন রাজপুরুষের মধুর বুলি আওড়াতে অক্ষম, হয়তো পড়ন্ত যৌবনের ঢালু খাতে অনেক নিচে গড়িয়ে পড়েছি। কিন্তু সে কি এতই বেশি! তাই কি পাখি উড়ে গেল! আমি প্রতারিত হয়েছি! তখন চিত্তের শান্তি পাবার একমাত্র উপায় ওকে ঘৃণা করা। বিয়ে করা এক মহাপাপ। বিয়ে করে পুরুষ মনে করে খোরাসাঙ্গী নারীকে সে অধিকার করেছে, কিন্তু তার বাসনাকে সে কখনো পরাভূত করতে পারে না। এঁদো গর্তে মাথা গুঁজে ব্যাঙের মতো জীবন যাপন করবো তবু যাকে ভালোবাসি তার সামান্যতম অঙ্গও অন্যের ভোগের জন্য রেখে দেব না। হয়তো উচ্চতর জীবের জন্যই এই যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়েছে, নিচ জীবের সৌভাগ্য থেকে সে বঞ্চিত। মৃত্যুর মতো এর পরিণাম পুরুষের জন্য অনিবার্য। মৃত্যুর মতো যে দিন সে ভূমিষ্ঠ হয়েছে সে দিনই স্থির হয়ে গেছে যে সে ব্যভিচারিণীর পতি হবে। ডেসডিমোনা এই দিকেই আসছে।

[ডেসডিমোনার প্রবেশ]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কী অপরূপ! যদি এ রমণী দ্বিচারিণী হয় তাহলে বলতে হবে ঈশ্বর তাঁর নিজের সঙ্গে প্রতারণা করছেন। এ আমি কোনোদিন বিশ্বাস করব না।

ডেসডিমোনা : অনেকক্ষণ আপনাকে দেখিনি, ভালো আছেন প্রভু? খাবার প্রস্তুত। আপনি দ্বীপের যে সমস্ত মান্য ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, তাঁরা সবাই আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

ওথেলো : আমারই অপরাধ হয়েছে।

ডেসডিমোনা : এত নিম্ন স্বরে কথা বলছেন কেন? শরীর অসুস্থ নয় তো?

ওথেলো : কপালের কাছে এইখানে একটু ব্যথা করছে।

ডেসডিমোনা : অনেকক্ষণ জেগে রয়েছেন বলে হয়তো এ রকম হয়েছে। বেশিক্ষণ থাকবে না। আসুন আমি এই রুমাল দিয়ে শক্ত করে মাথাটা বেঁধে দি, দেখবেন এক্ষুণি সব সেরে যাবে।

ওথেলো : তোমার ঐ ছোট্ট রুমালে কুলোবে না।

[হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দেয় এবং রুমালটা মাটিতে পড়ে যায়]

থাক ওটা। চল, তোমার সঙ্গে আমিও ভেতরে যাচ্ছি।

ডেসডিমোনা : আপনি ভালো বোধ করছেন না জেনে মনটা খারাপ হয়ে গেল।

[ওথেলো ও ডেসডিমোনার নিষ্ক্রমণ]

এমিলিয়া : এ তো দেখছি একটা বড় ভালো রুমাল পেলাম। মূর সেনাপতির কাছ থেকে পাওয়া এইটেই ছিল প্রণয়ের প্রথম স্মৃতিচিহ্ন। এইটে চুরি করে দেবার জন্যে আমার মতলববাজ স্বামী কত শতবার না জানি আমাকে অনুরোধ করেছেন। কিন্তু এই স্মৃতিচিহ্ন ডেসডিমোনার কাছেও ছিল অতি প্রিয়বস্তু। দেবার সময় পতি নাকি বলে দিয়েছিলেন কখনো হাতছাড়া না করতে। উনিও ওটা সর্বক্ষণ আঁকড়ে ধরে থাকতেন। ওটাকে চুমু খেতেন, ওটার সঙ্গে কথা বলতেন। এর কাজটুকু তুলে রেখে ইয়াগোকে দিয়ে দেব। এইটা দিয়ে সে কী করবে সে কথা কেবল ঈশ্বরই বলতে পারেন। আমি জানি না, আমার আনন্দ শুধু ওর সখ মেটানোতে।

[ইয়াগোর প্রবেশ]

ইয়াগো : কী সংবাদ? তুমি এখানে একা একা কী করছ?

এমিলিয়া : থাক। আর অত ধমক দিয়ে কথা বলতে হবে না। তোমার জন্যে একটা জিনিস এনেছি।

ইয়াগো : তুমি আমার জন্য যা আনতে পার সে অতি মামুলি জিনিস।

এমিলিয়া : যেমন?

ইয়াগো : এক বুদ্ধিহীনা পত্নী!

এমিলিয়া : তাই নাকি? তাহলে এবার বল, এখন যদি তোমাকে সেই রুমালটা এনে দিতে পারি তা হলে আমাকে তুমি কী দেবে?

ইয়াগো : কোন্ রুমালটা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমিলিয়া : কোন রুমালটা আবার। সেই যেটা মূর সেনাপতি ডেসডিমোনাকে প্রথম উপহার দিয়েছিলেন, যেটা হাত করবার জন্য আপনি আমাকে প্ররোচনা দিয়েছেন।

ইয়াগো : বাগিয়ে নিয়েছ ?

এমিলিয়া : আমি চুরি করি না। অসাবধানবশত ওটা ওঁর হাত থেকে মাটিতে পড়ে যায়। আমার সৌভাগ্য আমি তখন নিকটেই ছিলাম, সুযোগ বুঝে তুলে নিলাম। এই চেয়ে দেখ।

ইয়াগো : সাধে তোমাকে এত ভালোবাসি। আমাকে দিয়ে দাও।

এমিলিয়া : এটা পাবার জন্য তোমার আগ্রহ এত বেশি ছিল যে, আমাকে দিয়ে এটা চুরি করাতে চেয়েছিলে। কিন্তু কেন ? তুমি এটা দিয়ে কী করবে ?

ইয়াগো : সে সব কথায় তোমার দরকার কী ?

[রুমালটা ছিনিয়ে নেয়]

এমিলিয়া : দোহাই তোমার সত্যি যদি কোনো জরুরি কাজের জন্য না হয়, ওটা আমাকে ফিরিয়ে দাও। বেচারা যখন ওটা খুঁজে পাবে না, নিশ্চয়ই শোকে পাগল হয়ে যাবে।

ইয়াগো : আমার দরকার আছে। তুমি এমন ভাব দেখাবে যেন কিছুই জানো না। এবার ভেতরে যাও।

[এমিলিয়ার নিষ্ক্রমণ]

ক্যাসিওর ঘরে গিয়ে রুমালটা এমন জায়গায় তুলে ফেলে রেখে আসব যাতে সহজেই সেটা ক্যাসিওর নজরে পড়ে। যার হৃদয়ে ঈর্ষা প্রবেশ করেছে, মৃদুমন্দ বাতাসও তার কাছে ধর্মগ্রন্থের সত্যের মতো অকাট্য প্রমাণ বলে বিবেচিত হয়। এইটের দ্বারাও আমার কিছু কাজ হতে পারে। যে বিষ ঢেলেছি তাতে ইতিমধ্যে কাফ্রী ব্যাটা পাল্টাতে শুরু করেছে। গভীর চক্রান্তের প্রকৃতি বিষাক্ত পদার্থের মতো। যখন প্রথম গ্রহণ করা যায় তখন অত বিস্বাদ মনে হয় না। কিন্তু একবার রক্তে মিশ্রিত হবার পর গন্ধকের খনিতে আগুন লাগলে যে দশা হয়, সেই রকম করে জ্বলতে থাকে।

[ওথেলো প্রবেশ করে]

আমি ঠিকই বলেছি। ওর অবস্থাটা মন্দ মনে হচ্ছে না। মহুয়া কি আফিম ফুলের সৌরভ সারা দুনিয়ার ঘুমের মধুময় ঔষধ, কিছুই আর কোনোদিন ওর চোখে সে নিদ্রা এনে দিতে পারবে না, যা গতকালও ওর সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন ছিল।

ওথেলো : আশ্চর্য! আশ্চর্য! আমার সঙ্গে বঞ্চনা ?

ইয়াগো : এ আপনি কী করছেন সেনাপতি ? ওসব কথা অত বেশি ভাববেন না।

ওথেলো : কে তুমি ? চলে যাও এখান থেকে। তুমি আমাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছ। আমি শপথ করে বলতে পারি সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হওয়ার যে গ্লানি সেও অনেক গুণে ভালো, তবু নিশ্চিন্তরূপে সব জানতে না পারার যে যন্ত্রণা তা অসহ্য!

ইয়াগো : এসব আপনি কী বলছেন প্রভু ?

ওথেলো : ওর দেহ-সম্ভোগের গোপন প্রহর আমি কি কখনো কল্পনা করতে পেরেছিলাম ? যে চিন্তা আমার মনে কখনো আসেনি, যা নিজ চোখে কখনো দেখিনি, তা কখনো আমার কোনো ক্ষতিও করতে পারেনি। মন ছিল মুক্ত আনন্দময়; নিশ্চিন্তে নিশিতে নিদ্রামগ্ন হয়েছি। কখনো ক্যাসিওর চুম্বন চিহ্ন ওর ওষ্ঠপুটে দেখিনি। যে জানে না কার কী খোয়া গেছে, তা অই থাকতে দাও। কারণ যে হারানো জিনিসের অভাব বোধ করে না, তার তো আসলেও কিছু খোয়া যায়নি।

ইয়াগো : আপনার কথা শুনে খুবই দুঃখিত হলাম।

ওথেলো : সামান্য সাধারণ সৈনিক থেকে শুরু করে এই শিবিরের সবাই যদি ঐ সুকোমল দেহের স্বাদ গ্রহণ করে থাকত আর তবু আমি যদি তার কিছুই না জানতাম, আনন্দে জীবন যাপন করতে পারতাম। কিন্তু এখন চিরকালের জন্যে বিদায় নিয়েছি চিত্তের শান্তির কাছ থেকে, বিদায় নিয়েছি মনের আনন্দের কাছ থেকে। আর কোনো দিন কোনো উন্নত উষ্ণীষ সৈনিকের সাথী হতে পারব না, উচ্চাভিলাসকে গৌরবমণ্ডিত করার মোহে কোনো মহাযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারব না। হ্রেষামত্ত যুদ্ধাশ্ব, নিনাদী রণভেরি, হৃদস্পন্দন বর্ধনকারী দামামা, কর্ণভেদী তূর্য্য, সমুন্নত রাজকীয় পতাকা, যুদ্ধের প্রতিটি মহিমময় মুহূর্ত, তার সকল ঐশ্বর্য আড়ম্বর অহঙ্কার এখন থেকে আমার কাছে অর্থহীন। যে প্রাণঘাতী যুদ্ধাস্ত্রের প্রবল গর্জন দেবতা জেহবার মহাভয়ঙ্কর বজ্রনিনাদকেও অতিক্রম করে যায়, তার আবেদনও তুচ্ছ। কারণ আজ যথার্থই ওথেলোর প্রাণধর্মের মৃত্যু ঘটেছে।

ইয়াগো : এ কি সম্ভব প্রভু ?

ওথেলো : পাপিষ্ঠ, যদি আমার স্ত্রীকে তুই কুলটা প্রমাণ করতে না পারিস—

[তার গলা টিপে ধরে]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাড়ির নাম বাসনাপুর

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চরিত্র

ব্লাঁশ দ্যুবোয়া
স্টেলা দ্যুবোয়া
স্টান্‌লি কোয়ালস্কি
হ্যারল্ড মিচেল (মিচ্‌)
ইউনিস হাবেল
স্টীভ হাবেল
পাবলো গঞ্জালেস
নিগ্রো রমণী
ডাক্তার
নার্স
তরুণ চাঁদা সংগ্রাহক
মেক্‌সিকান মহিলা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম দৃশ্য

[নিউ অর্লিন্‌সের একটি রাস্তার মোড়ের ওপর দোতলা বাড়ি। সামনের দিকটা দেখা যাচ্ছে। রাস্তার নাম ইলিজিয়্যান ফিল্ডস। রাস্তার একদিকে এল এ্যান্ড এন কোম্পানির ট্রাম লাইন অন্যদিকে নদী। এরই মাঝ বরাবর দিয়ে রাস্তাটা চলে গেছে। দরিদ্র পাড়া। তবে অন্যান্য আমেরিকান শহরের এই জাতীয় এলাকা থেকে এর রূপ স্বতন্ত্র। ইতর জাতীয় হলেও ইলিজিয়্যান ফিল্ডের একটা নিজস্ব মোহকরী আকর্ষণ আছে। বাড়িগুলোর কাঠামো সাদা রঙের, পুরনো হওয়াতে এখন ধূসর বর্ণ ধারণ করেছে। কাঠের পাটাতনে গাঁথা খোলা সিঁড়ি, দোতলায় ঝুলন্ত বারান্দা, ত্রিভুজাকার ছাদের শীর্ষদেশে নক্‌শা করা কার্নিশ। এই বাড়িতে দুটো পরিবার থাকে। একটি নিচে অন্যটি ওপরে। একই বিবর্ণ সিঁড়ি উভয়ের প্রবেশদ্বার ছুঁয়ে ওপরে উঠে গেছে।

মে মাসের সবে শুরু। পড়ন্ত বিকেলের হাল্কা অন্ধকার ছায়া ফেলেছে। ঝাপসা সাদা রঙের বাড়িগুলোর পেছনে যতটুকু আকাশ দেখা যাচ্ছে তার রং নরম নীল, প্রায় নীলকান্ত মণির মতো। সেই আলো যেন চারপাশে ছড়িয়ে দিয়েছে এক মদির মায়া, অনেকাংশে ঢেকে দিয়েছে পরিবেশের মালিন্যকে। এরকম সময়ে প্রায় অনুভব করা যায় ধূসর নদীর উষ্ণ নিঃশ্বাস, আর তার সঙ্গে ভেসে আসা নদীর পাড়ের বড় বড় গুদামে বোঝাই করা রুলা আর কফির গন্ধ। এই পরিবেশেরই একটা গাঢ়তর আবহ রচনা ক'রে মোড়ের কোনো পানশালার নিগ্রো সঙ্গীত পিয়াসীরা গান গাইছে, বাজনা বাজাচ্ছে। নিউ অর্লিনসের এসব অঞ্চলে মোড়ে মোড়ে, কিংবা দু'এক বাড়ি পরপরই কোনো না কোনো ক্ষুদে পিয়ানোতে কারো মেটে রঙের আঙুল মোহগ্রস্ত মত্ততায় অনবরত নেচে চলেছে। এখানকার জীবন যে ছন্দে চলে এই "ব্লু পিয়ানো" যেন তারই প্রকাশ।

খোলা আকাশের নিচে দু'জন রমণী সিঁড়ির ওপর বসে আছে। একজন সাদা অন্যজন কালো। শ্বেত রমণীর নাম ইউনিস। সে দোতলায় থাকে। কৃষ্ণ বর্ণা একজন প্রতিবেশী। নিউ অর্লিন্‌স পাঁচ মিশেলি শহর। সাদা-কালোর সম্পর্ক এখানে তুলনামূলকভাবে সৌহার্দ্যপূর্ণ এবং শহরের এই পুরনো এলাকায় উভয় জাতের নাগরিকই একত্রে মিলেমিশে বাস করে।

ব্লু পিয়ানোর সঙ্গীত ছাপিয়ে রাস্তার লোকজনের কথাবার্তা শোনা যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দু'জন লোক মোড় ঘুরে সামনে এগিয়ে আসে। একজনের নাম স্ট্যানলি কোয়াল্স্কি অন্যজন মিচ্। দু'জনেরই বয়স আটাশ থেকে তিরিশের মধ্যে। উভয়ের পরনে কারখানার কর্মীদের ব্যবহার্য মোটা নীল কাপড়ের পরিপাট্যহীন পোশাক। স্ট্যানলির একহাতে ঝুলছে ওর বোলিং খেলার কোট, অন্য হাতে মাংসের দোকান থেকে আনা একটা লালচে প্যাকেট। দু'জনে এসে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়ায়।]

স্ট্যানলি : (চিৎকার কোরে) বৌ, স্টেলা বৌ! স্টেলা!

[দোতলার সিঁড়ির মুখে এসে স্টেলা দাঁড়ায়। পঁচিশ বছর বয়সের স্নিগ্ধ স্বভাব, মার্জিত রুচি তন্বী। দেখেই বোঝা যায় যে সে ভিন্ন পরিবেশে প্রতিপালিত।]

স্টেলা : (মৃদু কণ্ঠে) ও রকম চিৎকার করে ডাকাডাকি কোরো না তো! মিচ্ কেমন আছ?

স্ট্যানলি : ফস্‌কে না যায় যেন। ধর।

স্টেলা : কী ধরব?

স্ট্যানলি : মাংস।

[ততক্ষণে স্ট্যানলি ঝাঁকুনি দিয়ে মাংসের প্যাকেট ওপর দিকে ছুড়ে দিয়েছে। স্টেলা আর্তকণ্ঠে প্রতিবাদ জানাতে জানাতে কোনোরকমে প্যাকেটটা ধরে ফেলে। কোনোরকমে দম নিয়ে হাসতে থাকে। ওর স্বামী তার বন্ধুকে নিয়ে ততক্ষণে মোড়ের দিকে হাঁটতে শুরু করেছে।]

স্টেলা : (স্বামীকে পেছন থেকে ডাকে) স্ট্যানলি, কোথায় যাচ্ছ?

স্ট্যানলি : বোলিং খেলতে।

স্টেলা : আমি দেখতে আসতে পারি?

স্ট্যানলি : চলে এসো। (বেরিয়ে যায়)

স্টেলা : এক্ষুণি আসছি। (শ্বেত রমণীকে) কী খবর ইউনিস, ভালো আছ?

ইউনিস : আমি ভালোই আছি। তবে স্টীভকে বলে দিও ও যেন আজ রাস্তার পাশ থেকে সস্তা স্যান্ডউইচ কিনে খেয়ে নেয়। বাড়িতে কিছুই নেই।

[সবাই হেসে ওঠে। নিগ্রো রমণী হাসি আর থামাতে পারে না। স্টেলা বেরিয়ে যায়।]

নিগ্রো রমণী : ও ওকে কীসের প্যাকেট ছুড়ে মারল?

[আরো জোরে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ায়]

ইউনিস : তুমি থাম দেখি এবার।

নিগ্রো রমণী : কী ধরতে বলল?

[হাসি থামাতে পারে না। মোড় ঘুরে ব্যাগ হাতে প্রবেশ করে ব্লাঁশ। হাতের এক টুকরো কাগজ মনোযোগ দিয়ে দেখে তারপর মুখ তুলে বাড়িটা দেখে। হতবাক হয়ে বারবার হাতের কাগজটা দেখে আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়িটার দিকে তাকায়। কিছুতেই নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না। গোটা পরিবেশের মধ্যে ব্লাঁশকেও খুব বেমানান মনে হচ্ছিল। সে সেজেছে খুব যত্ন নিয়ে। শ্বেতশুভ্র গাত্রাবাস, পল্লবিত বক্ষাবরণ। গলায় মুক্তোর মালা, কানে মুক্তোর দোলক। সাদা দস্তানা, সাদা টুপি। মনে হয় যেন ইনি কোনো সৌখিন আবাসিক এলাকায় এসেছেন কোনো জমকালো উৎসব বা জলসায় যোগদানের জন্য। বয়স স্টেলার চেয়ে প্রায় পাঁচ বছর বেশি হবে। ব্লাঁশের রূপ বড় মৃদু এবং কোমল, সে রূপ স্বভাবতই প্রখর আলোর দাহন এড়িয়ে চলে। ওর সাদা পোশাক, ওর সশক্ত আচরণ বারবার পতঙ্গকে স্মরণ করিয়ে দেয়।]

ইউনিস : (আর থাকতে না পেরে) কী হয়েছে শ্রীমতি পথ হারিয়ে ফেলেছেন না কি ?

ব্লাঁশ : (একটা অসুস্থ আবেগে, কৌতুক মিশ্রিত করে) ওরা আমাকে বলে দিয়েছিল বাসনাপুর (ডিজায়ার) নামের গাড়িতে চড়তে। তারপর সেটা বদলে নিঝুমগঞ্জের (সেমেটারির) গাড়ি ধরতে। গুণে গুণে ছ'টা গলি পেরিয়ে বলেছিল ইন্দ্রগড়ে (ইলিজিয়্যান ফিল্ডে) নেমে পড়তে।

ইউনিস : তাই তো করেছেন।

ব্লাঁশ : এইটেই ইন্দ্রগড় ?

ইউনিস : এইটেকেই ইন্দ্রগড় বলে।

ব্লাঁশ : হয়তো ওরা বুঝতে ভুল করেছেন— আমি যে নম্বর খুঁজছিলাম সেটা হলো—

ইউনিস : কত নম্বর বাড়ি খুঁজছিলেন ?

[ক্লান্ত দৃষ্টিতে ব্লাঁশ হাতের কাগজের টুকরো দেখে]

ব্লাঁশ : ছ'শ বত্রিশ।

ইউনিস : তাহলে আর খুঁজতে হবে না।

ব্লাঁশ : (এখনও বিশ্বাস করতে পারে না) আমি আমার বোনের খোঁজে এসেছিলাম। স্টেলা দ্যুবোয়া। মানে এখন মিসেস স্ট্যানলি কোয়ালস্কি।

ইউনিস : অল্পের জন্য তাদের ধরতে পারেননি। একটু আগে ওরা বেরিয়ে গেল।

ব্লাঁশ : এইটে কী, সত্যি সত্যি ওর বাড়ি ?

ইউনিস : ও থাকে এক তলায়, আমি দোতলায়।

ব্লাঁশ : ওহ্ ? তা ওতো বেরিয়ে গেছে তাই না ?

ইউনিস : বড় রাস্তার মোড়ে একটা বোলিং খেলার আখড়া লক্ষ করেননি ?

ব্লাঁশ : ঠিক মনে করতে পারছি না।

ইউনিস : ঐখানেই গিয়েছে। স্বামীর খেলা দেখছে। (একটু থেমে) স্যুটকেসটা এখানে রেখে ওর কাছে যেতে চান ?

ব্লাঁশ : না না তার দরকার নেই।

নিগ্রো রমণী : আমি যাবার সময় এত্তেলা দিয়ে যাব যে আপনি এসেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্লাঁশ : অনেক ধন্যবাদ।

নিগ্রো রমণী : চলি এবার। (চলে যাবে)

ইউনিস : আপনি যে আসবেন, ও কি জানত ?

ব্লাঁশ : না। মানে আজ রাতেই যে আসব তা জানত না।

ইউনিস : আপনি ভেতরে গিয়ে বসুন না কেন। ওরা যতক্ষণ না ফিরছে বিশ্রাম নিন।

ব্লাঁশ : তা কী করে হবে ?

ইউনিস : এ বাড়ি আমাদের। আমি আপনাকে ভেতরে নিয়ে যেতে পারি।

[ইউনিস উঠে গিয়ে একতলার দরজা খুলে দেয়। পর্দার ওপাশে মৃদু নীলাভ আলো জ্বলে ওঠে। ব্লাঁশ ইউনিসকে অনুসরণ করে একতলার কোঠায় প্রবেশ করে। চারপাশের আলো ক্রমশ কমতে থাকে। ঘরের ভেতরের আলো উজ্জ্বলতর হয়।

খুব সুস্পষ্টরূপে না হলেও বোঝা যাবে যে ঘরের সংখ্যা দু'টো। যে অংশ দিয়ে প্রবেশ করতে হয়, সেটা মুখ্যত রান্নার জায়গা, যদিও তাতে ভাঁজ করা যায় এই রকম একটা খাটও রয়েছে। ব্লাঁশের জন্যই এই অতিরিক্ত খাটের ব্যবস্থা। এর পরের ঘরটি শোবার ঘর। এ ঘর থেকে বাথরুমে যাবার একটা সরু দরজা দেখা যাবে।]

ইউনিস : (ব্লাঁশের মনের ভাব আঁচ করতে পেরে তাড়াতাড়ি করে বলে) জিনিসপত্র সব এলোমেলো হয়ে আছে বলে এ রকম মনে হচ্ছে। সব কিছু যখন সাজানো গোছানো থাকে, দেখবেন, ঘর দুটো সত্যি চমৎকার।

ব্লাঁশ : তাই নাকি।

ইউনিস : আমি তো তাই মনে করি। আপনিই তাহলে স্টেলার বোন ?

ব্লাঁশ : জি! (একলা থাকতে চায়) ভেতরে যে ঢুকতে দিলেন সেজন্য অনেক ধন্যবাদ।

ইউনিস : ও কিছু না। স্টেলার কাছে আপনার কথা শুনেছি।

ব্লাঁশ : কী শুনেছেন ?

ইউনিস : ওর কাছে শুনেছি আপনি নাকি কোন স্কুলে পড়ান।

ব্লাঁশ : জি।

ইউনিস : আর আপনি থাকেন মিসিসিপিতে। ঠিক বলেছি ?

ব্লাঁশ : জি।

ইউনিস : দেশে আপনাদের বিরাট জমিদারি। আমি আপনাদের দেশের বাড়ির ছবিও দেখেছি।

ব্লাঁশ : আমাদের বেল-রেভের (সুন্দর স্বপ্ন) ছবি ?

ইউনিস : কত বড় বিরাট বাড়ি। সারি সারি সাদা থাম।

ব্লাঁশ : জি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইউনিস : তা অত বড় বাড়ির খরচ সামলানোও নিশ্চয়ই সহজ কথা নয়।

ব্লাঁশ : কিছু মনে করবেন না। আমি বড্ড পরিশ্রান্ত। মনে হচ্ছে যেন যে-কোনো সময় পড়ে যাব।

ইউনিস : সে তো বটেই। আপনি বিছানায় শুয়ে আরাম করুন না কেন?

ব্লাঁশ : আমি একটু একাও থাকতে চেয়েছি।

ইউনিস : (আহত হয়ে) ওহ্! আমি এতক্ষণ বুঝতে পারিনি। এক্ষুণি বিদায় নিচ্ছি।

ব্লাঁশ : দেখুন আমি ঠিক রূঢ় হতে চাইনি—

ইউনিস : আমি বোলিং খেলার আখড়ায় গিয়ে আপনার বোনকে একবার তাড়া দিয়ে আসব।

[দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে]

[ব্লাঁশ পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। কাঁধ সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে পড়েছে, দু'পা কঠিনভাবে জোড়াবদ্ধ, হাতের আঙুল আঁট করে রেখেছে হাতের ব্যাগ! মনে হয় যেন ব্লাঁশ এখন ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে। ক্রমশ ওর চোখের ঝাপসা ভাবটা কেটে যায়। আস্তে আস্তে মুখ তুলে চারদিক দেখে। কোথায় যেন একটা বেড়াল খসখস শব্দ করে। ব্লাঁশ চমকে উঠে দম ধরে থাকে। হঠাৎ সে আধখোলা দেয়াল আলমারির মধ্যে বিশেষ কোনো দ্রব্য লক্ষ করে। লাফ দিয়ে উঠে সে ওটার দিকে এগিয়ে যায়। একটা হুইস্কির বোতল বার করে নেয়। আধ গ্লাস ঢেলে, এক চুমুকে শেষ করে। সাবধানে বোতলটা আবার আলমারিতে তুলে রাখে। কলের পানিতে গ্লাস ধুয়ে ফেলে। ঘুরে এসে আবার টেবিলের সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ে।

ব্লাঁশ : (আপন মনে অস্ফুট স্বরে) না, আমাকে শক্ত থাকতে হবে। ভেঙে পড়লে চলবে না।

[স্টেলা বাড়ির কোণ ঘুরে দ্রুতপায়ে এগিয়ে আসে। নিচতলার দরজার দিকে ছুটে যায়।]

স্টেলা : (আনন্দে চিৎকার করে ডাকে) ব্লাঁশ!

[এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে পরস্পরকে দেখে। তারপর ব্লাঁশ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় এবং এক বুনো উল্লাসে চিৎকার করে স্টেলার দিকে ছুটে যায়।]

ব্লাঁশ : ওহ্ স্টেলা, স্টেলা! আমার শুকতারা স্টেলা!

[এক অস্বাভাবিক উচ্ছ্বাসের প্রবলতা নিয়ে ব্লাঁশ অনর্গল কথা বলতে থাকে। তার ভয়, পাছে দু'জনের যে কেউ একজন কথা বন্ধ করে ভাবতে শুরু করে। একটু পর পরই একজন অন্যজনকে জড়িয়ে ধরে।]

একবার তোকে ভালো করে দেখতে দে। কিন্তু খবরদার, না, না তুই এখন আমাকে দেখবি না। গোসল করে ঘুমিয়ে নি, তারপর দেখিস! শিগগির ঐ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড় বাতিটা নিবিয়ে দে। নিবিয়ে দে বলছি! ঐ জ্বলজ্বলে ধারালো আলোতে আমার চেহারা আমি তোকে কিছুতেই দেখতে দেব না। (হাসতে হাসতে স্টেলা বাতি নিবিয়ে দেয়) এবার আমার কাছে আয়। সোনা বোনটি আমার! স্টেলা! আমার শুকতারা! (জড়িয়ে ধরে) আমি কিন্তু ভাবিনি যে, তুই এইরকম একটা জঘন্য জায়গায় থাকিস! এই যা! কী বলতে কী বলে ফেললাম! আমি কিন্তু কথাটা ঐভাবে বলতে চাইনি। আমি ভালো কিছু বলতে চেয়েছিলাম— বলতে চেয়েছিলাম, জায়গাটা যোগাযোগের জন্য বেশ ভালোই, বলতে চেয়েছিলাম— মানে, হাহ্ হা হা, সোনামণি বোন আমার! তুই একটা কথাও বলছিস না কেন?

স্টেলা : তুমি সুযোগ দিলে কই? (স্টেলা হাসতে হাসতে বলে বটে কিন্তু ব্লাঁশকে লক্ষ করতে থাকে কিঞ্চিৎ উৎকণ্ঠা নিয়ে।)

ব্লাঁশ : বেশ, ঠিক আছে। এবার তুই বল্। তুই তোর ঐ সুন্দর মুখ খুলে কথা বলতে থাক, আমি ততক্ষণে একটু এদিক ওদিক তালাশ করে দেখি দু'এক ফোঁটা পানীয় খুঁজে বার করতে পারি কি না। এই ঘরের কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই কিছু মজুদ করা রয়েছে। জিনিসটা যে কোথায় থাকতে পারে এখনো আঁচ করতে পারছি না। এই যে! মনে হচ্ছে যেন দেখতে পাচ্ছি! দেখতে পাচ্ছি!

[দৌড়ে আলমারি খুলে বোতল বের করে। দ্রুত নিঃশ্বাস টেনে টেনে হাসতে থাকে এবং সর্বাঙ্গ কাঁপতে থাকে। বোতলটা হাত থেকে ফসকে পড়ে যাবার যোগাড় হয়।]

স্টেলা : (সবই লক্ষ করে) ব্লাঁশ, তুমি শান্ত হয়ে বসো। আমি ঢেলে দিচ্ছি। অবশ্য ঘরে কিছু আছে কিনা সঙ্গে মেশাবার মতো বলতে পারছি না। দেখি ফ্রিজে কোকের বোতল রয়েছে কিনা। তুমি বসে বসে দেখ। আমি ততক্ষণে—

ব্লাঁশ : না না, কোক মেশাবি না। আমার মনের আজ যা অবস্থা তাতে কোক মেশাবার কোনো দরকার নেই। ইয়ে, মানে ও, —সে, কোথায়?

স্টেলা : স্ট্যানলির কথা বলছ? বোলিং খেলতে গেছে। খেলাটা ওর খুবই পছন্দ। আজ নাকি কী একটা— এক বোতল সোডা পেয়েছি! একটা বড় রকমের খেলা আছে।

ব্লাঁশ : কিচ্ছু না। শুধু একটু পানি মিশিয়ে দে লক্ষ্মীটি, তারটা যেন সামান্য মজে যায়। তুই কিন্তু আমার সম্পর্কে উল্টোপাল্টা ভাবতে শুরু করিস না। আমি কোনো পাকাপোক্ত নেশাখোর হয়ে যাইনি। তবে আজ আমার ভেতরে সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেছে। নিজেকে বড় ক্লান্ত আর উত্তপ্ত আর নোংরা মনে হচ্ছে। সব ঠিক হয়ে যাবে। তুই চুপ করে বসে তোর এই আস্তানার খবরাখবর আমাকে খুলে বল্। এ রকম একটা জায়গায় এসে পড়লি কী করে?

স্টেলা : এ তুমি কী বলছ ব্লাঁশ!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্লাঁশ : দেখ্ স্টেলা, আমি কিছুই রেখে-ঢেকে বলব না। যা বলার একেবারে স্পষ্ট করে সরাসরি বলছি। আমি আমার চরম দুঃস্বপ্নেও এ রকম একটা জায়গার কথা ভাবতে পারিনি। একমাত্র পো! ভয়াবহ কল্পনার রাজা এডগার এ্যালান পো হয়তো এর একটা যোগ্য বর্ণনা করতে পারতেন। ঐ যে জানালা দিয়ে অরণ্য দেখা যাচ্ছে, ওটাই বোধহয় অভিশপ্ত প্রেতাত্মাদের বিচরণ ক্ষেত্র!

স্টেলা : ভুল হলো ব্লাঁশ। ওটা এল এ্যান্ড এন কোম্পানির ট্রাম লাইন।

ব্লাঁশ : বেশ। আমিও ঠাট্টা রেখে তোকে ভালোভাবেই জিজ্ঞেস করছি। তুই আমাকে আগে বলিসনি কেন? আমাকে লিখে জানালি না কেন? সব কথা আমাকে খুলে বলিসনি কেন?

স্টেলা : (ধীরে ধীরে নিজের জন্যেও এক গ্লাস ঢেলে নেয়) তোমাকে কী বলিনি, ব্লাঁশ?

ব্লাঁশ : এই যে তোকে এই রকম একটা অবস্থার মধ্যে বাস করতে হচ্ছে?

স্টেলা : তুমি সবটাই একটু অতিরঞ্জিত করে দেখছ। আমি তো এটাকে এমন কিছু দুরবস্থা মনে করছি না। নিউ অর্লিনস ঠিক অন্যান্য শহরের মতো নয়।

ব্লাঁশ : এটা নিউ অর্লিনসের কথা নয়। সে কথা হলে তুই হয়তো এ রকমও বলতে পারতি যে— যাক, আমাকে মাফ করে দিস। এ নিয়ে আমি আর একটি কথাও বলব না। (ব্লাঁশ হঠাৎ কথা বন্ধ করে)

স্টেলা : (শুষ্ক কণ্ঠে) খুশি হলাম।

[কিছুক্ষণ নীরবতা। ব্লাঁশ স্টেলার দিকে তাকিয়ে থাকে। স্টেলা হাসে]

ব্লাঁশ : (ব্লাঁশ মাথা নিচু করে নিজের গ্লাসের দিকে তাকিয়ে থাকে। আঙুলের ফাঁকে গ্লাসটা কাঁপছে) এই পৃথিবীতে আপন বলতে তুই-ই শুধু আছিস অথচ মনে হচ্ছে সেই তুই আমাকে দেখে একটুও খুশি হসনি।

স্টেলা : (খুব দরদ দিয়ে) তুমি নিশ্চয়ই জান এ কথা সত্য নয়।

ব্লাঁশ : সত্য নয়? আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে তুই বরাবরই চুপ করে থাকিস, কথা বলতে চাস না।

স্টেলা : বেশি কথা বলার সুযোগ তুমি কোনোদিনই আমাকে দাওনি। তোমার সামনে চুপচাপ বসে থাকা আমার অনেক দিনের অভ্যেস।

ব্লাঁশ : (অস্পষ্টভাবে) সে অভ্যেস তো ভালো...

(হঠাৎ বিষয় পাল্টে) কৈ তুই তো আমাকে জিজ্ঞেস করলি না, গরমের ছুটি আরম্ভ হবার আগে আমি স্কুল ছেড়ে চলে এলাম কী করে?

স্টেলা : আমাকে বলার হলে, সে কথা তুমি নিজেই আমাকে বলবে। জিজ্ঞেস করতে হবে কেন?

ব্লাঁশ : তুই কি ধরে নিয়েছিস যে আমার চাকরি গেছে?

স্টেলা : না। তা কেন? তবে মনে হয়েছিল, তুমি ইচ্ছে করেও চাকরি ছেড়ে দিতে পার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্লাঁশ : আমার জীবনের ওপর দিয়ে যা যা ঘটে গেল তাতে আমি ক্লান্তির চরম সীমায় এসে পৌঁছেছি। আমার স্নায়ুতন্ত্রী ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন।

[কাঁপা কাঁপা আঙুলে সিগারেটে টোকা দিতে থাকে।]

এক সময় মনে হয়েছিল এই বুঝি পাগল হয়ে যাব! সেই জন্যই তো মি. গ্রেভ্স্ আমাদের স্কুলের সুপারিনটেনডেন্ট— উনি পরামর্শ দিলেন, আমি যেন ছুটি নিয়ে কোথাও গিয়ে কিছুদিন বেড়িয়ে আসি। টেলিগ্রামে অত কথা জানান সম্ভব ছিল না। (তাড়াতাড়ি করে গ্লাসে চুমুক দেয়) আহ্! কী আরাম লাগছে! তোর এ জিনিস ভেতরে গিয়ে সমস্ত শরীরে ঝঙ্কার তুলে দিয়েছে।

স্টেলা : আরেকটু ঢেলে দেব ?

ব্লাঁশ : না না। ঐ এক গ্লাসই আমার সীমানা।

স্টেলা : সত্যি বলছ তো ?

ব্লাঁশ : আমার চেহারা সম্পর্কে তো একটি কথাও বললি না।

স্টেলা : খুবই সুন্দর দেখাচ্ছে।

ব্লাঁশ : মিথ্যে বলে ভালো করেছিস। জানিস, দিনের আলোতে এমন বিধ্বস্ত চেহারা তুই জীবনে দেখিসনি। তুই কিন্তু একটু মোটা হয়েছিস। একটা মোটাসোটা হাঁসের মতো হয়েছিস। আর সেজন্য তোকে দেখতে ভালোই লাগছে।

স্টেলা : থাক, আর বলতে হবে না।

ব্লাঁশ : ভালো লাগছে বলেই বলেছি, নইলে বলতাম না। তবে কোমরের এখান থেকে একটু সাবধান হতে হবে। একবার উঠে দাঁড়া তো দেখি।

স্টেলা : এখন থাক।

ব্লাঁশ : যা বলছি শোন্। উঠে দাঁড়া। (স্টেলা অনিচ্ছাসত্ত্বেও কথা শোনে) ছন্নছাড়া মেয়ে! এই দেখ্ লেসের সুন্দর সাদা কলারটার ওপর কী সব যেন লাগিয়েছিস। আর তোর ঐ চুলের গোছা, তোর নিটোল মুখের সঙ্গে মিলিয়ে ওটাকেও একটু ছেঁটে নেয়া দরকার। স্টেলা তোর বাসায় কাজের মেয়ে লোক নেই কেউ ?

স্টেলা : কাজের মেয়েলোক দিয়ে কী হবে ? দুটো মাত্র ঘর।

ব্লাঁশ : কী বললি! দুটো ঘর!

স্টেলা : (অপ্রস্তুত) হ্যাঁ। এইটে আর—

ব্লাঁশ : আর ঐটে, না ? (ব্লাঁশ জোরে হেসে ওঠে। উভয়ে অপ্রস্তুত হয়। নীরবতা) কিছু মনে করিস না। আমি সামান্য আরেকটু খাব। এই যাকে বলে ছিপি বন্ধ করার আগের দু'ফোঁটা। ব্যাস, তারপর তুই বোতলটা অন্য কোথাও সরিয়ে নিয়ে যা। ইচ্ছে হলেও যেন আর খেতে না পারি। (উঠে দাঁড়ায়) এবার আমার শরীরটা একবার ভালো করে দেখ। (ঘুরিয়ে নিজেকে দেখায়) বুঝলি স্টেলা, দশ বছরে এক রত্তি ওজন বাড়তে দিইনি। যে গ্রীষ্মে তুই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেল-রেভের বাড়ি ছেড়ে চলে গেলি, সেদিন আমার যা ওজন ছিল, আজও তাই আছে। সেই গ্রীষ্মেই বাবা মারা গেলেন, তুইও বাড়ি ত্যাগ করলি।

স্টেলা : (কিছু ক্লান্ত স্বরে) তোমাকে এত সুন্দর দেখাচ্ছে যে বিশ্বাস করা যায় না।

ব্লাঁশ : (দু'জনেই অস্বস্তির সঙ্গে হাসে) কিন্তু তোর যে মাত্র দু'টো ঘর। আমাকে কোথায় রাখবি ঠিক করেছিস ?

স্টেলা : তুমি এখানেই থাকবে।

ব্লাঁশ : কী ধরনের বিছানা এটা ? ঐ যেগুলো ভাঁজ করা যায় ? (বিছানায় বসে)

স্টেলা : অসুবিধা হবে ?

ব্লাঁশ : (অস্পষ্টভাবে) কিছু না। চমৎকার বিছানা। বেশি নরম বিছানা আমি পছন্দও করি না। তবে দু'ঘরের মধ্যে তো কোনো দরজা নেই, স্ট্যানলি— মানে, একটা চোখের পর্দাও তো আছে!

স্টেলা : ভুলে যাও কেন, স্টানলিরা পোলিশ।

ব্লাঁশ : সে আমার মনে আছে। ওরা বুঝি অনেকটা আইরিশদের মতো হয় ?

স্টেলা : অনেকটা।

ব্লাঁশ : তবে বোধ হয় অতটা অহঙ্কারী হয় না। (আগের বারের মতোই দু'জনে আবার হেসে ওঠে) তোর নতুন কলাবতী বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করার জন্য কিছু ভালো জামাকাপড় সঙ্গে এনেছি।

স্টেলা : দেখা হলে ওদেরকে আর কলাবতী বলবে না।

ব্লাঁশ : কেন, ওরা কী রকম ?

স্টেলা : সব স্ট্যানলির বন্ধু-বান্ধব।

ব্লাঁশ : সব পোলাক ?

স্টেলা : অন্য রকমও আছে।

ব্লাঁশ : পাঁচমিশেলী জাত বুঝি ?

স্টেলা : ঠিকই ধরেছ। তোমার ভাষায় একেকজন একেক জাতের।

ব্লাঁশ : সে যাক্‌গে, আমি সুন্দর পোশাক এনেছি, সুন্দর পোশাক পরব। তুই হয়তো আশা করে আছিস যে এক সময়ে আমি বলব যে, আমি কোনো হোটেলে গিয়ে থাকব। কিন্তু তা হচ্ছে না। আমি হোটেলে থাকছি না। আমি তোর কাছে থাকতে চাই। আমি কারো কাছে থাকতে চাই। আমি কিছুতেই একা থাকতে পারব না। তুই নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝতে পেরেছিস যে আমি খুব সুস্থ নই...

[গলার স্বর প্রায় বন্ধ হয়ে আসে, চোখে মুখে কেমন একটা আতঙ্কিত ভাব ফুটে ওঠে।]

স্টেলা : তুমি বেশি অস্থির হয়ে পড়েছ। হয়তো তোমার কিছু হয়েছে, হয়তোবা মনের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্লাঁশ : স্ট্যানলি আমাকে পছন্দ করবে তো ? নাকি বৌ-এর বড় বোন বলে আত্মীয়তা রক্ষা করে চলবে ? আমি কিন্তু তা সহ্য করতে পারব না।

স্টেলা : তোমাদের দু'জনের মধ্যে ভাব হয়ে যাবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে তোমাকে একটু চেষ্টা করতে হবে যেন, যখন তখন আমাদের বেল-রেভের বন্ধুদের সঙ্গে ওর তুলনা না কর।

ব্লাঁশ : কেন ? ও কি একেবারে অন্য রকম নাকি ?

স্টেলা : অন্য রকম। একেবারে অন্য জাতের।

ব্লাঁশ : তার মানে ? ও কী রকম শুনি ?

স্টেলা : যাকে ভালোবাসি তাকে বর্ণনা করব কী করে ? এই ধর, ওর ছবি দেখ!

[ব্লাঁশের হাতে একটা ফটো তুলে দেয়।]

ব্লাঁশ : সেনাবাহিনীর অফিসার নাকি ?

স্টেলা : ইঞ্জিনিয়ার্স কোরের, মাস্টার সার্জেন্ট। বুকের পদকগুলো ওর কৃতিত্বের নিদর্শন।

ব্লাঁশ : তোর সঙ্গে যখন প্রথম দেখা হয় তখন ওগুলো সব বুকের ওপর লাগানো ছিল ?

স্টেলা : শুধু মেডেলের ঝকমকি দেখেই ভুলেছি এমন কথা ভেব না।

ব্লাঁশ : আমি ঠিক তা বলতে—

স্টেলা : অবশ্য পরে আমাকে অনেক কিছুর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়েছে।

ব্লাঁশ : যেমন, ওর বেসামরিক পটভূমির সঙ্গে, তাই না ? (স্টেলা অনিশ্চিতভাবে হাসে) আমার এখানে আসার কথা শুনে ও কিছু বলল ?

স্টেলা : স্ট্যানলি এখনো কিছু জানে না।

ব্লাঁশ : (আতঙ্কিত) তুই ওকে বলিসনি ?

স্টেলা : ওকে প্রায়ই বাইরে যেতে হয়।

ব্লাঁশ : ওহ্! অনেক জায়গায় যেতে হয় ?

স্টেলা : হ্যাঁ।

ব্লাঁশ : ভালো। এতে তোর কোনো—

স্টেলা : খুবই কষ্ট হয়। এক রাতের জন্যও যখন বাইরে যায়—

ব্লাঁশ : বলিস কী স্টেলা ?

স্টেলা : আর যখন হপ্তাখানেকের জন্য যায়, মনে হয় পাগল হয়ে যাব।

ব্লাঁশ : আশ্চর্য!

স্টেলা : তারপর ও যখন ফিরে আসে তখন ওর কোলের উপর উপুড় হয়ে পড়ে বাচ্চা মেয়ের মতো কাঁদি।

[নিজের মনে হাসে।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্লাঁশ : একেই বোধহয় সত্যিকারের ভালোবাসা বলে। (হাসিতে উদ্ভাসিত মুখে স্টেলা ঘুরে তাকায়) স্টেলা—

স্টেলা : কী বলবে, বল।

ব্লাঁশ : আমি তোমাকে যেসব প্রশ্ন করতে পারি বলে তুমি মনে করেছিলে, তার একটাও আমি তোমাকে করিনি। অতএব এবার আমি তোমাকে যে সব কথা শোনাতে চাই, আশা করি সেগুলো বুঝতে ভুল করবে না।

স্টেলা : কথাগুলো বল। (মুখে চোখে উৎকণ্ঠা ফুটে ওঠে)

ব্লাঁশ : বলছি স্টেলা। তুমি হয়তো আমাকে অনেক মন্দ কথা শোনাবে। তবু তার আগে একথা তোমার ভুলে গেলে চলবে না যে, তুমি আমাদের ছেড়ে চলে এসেছিলে। আমি রয়ে গিয়েছিলাম। একা সব কিছুর বিরুদ্ধে লড়েছি। তুমি নিউ অর্লিনস চলে এসে নিজের ভালো-মন্দের তদারক করেছ। আর আমি বেল-রেভে পড়ে থেকে একা সব কিছু ধরে রাখতে চেষ্টা করেছি। কারো বিরুদ্ধে কোনো নালিশ করবার উদ্দেশ্যে আমি এগুলো বলছি না। আমি শুধু এইটেই বোঝাতে চাইছি যে, সব ঝুঁকি একা আমার কাঁধে এসে পড়েছিল।

স্টেলা : আমার নিজের ঝুঁকি আমি আমার নিজের কাঁধে নিয়ে নিয়েছিলাম, ব্লাঁশ। এর বেশি আমি আর কী করতে পারতাম! (উত্তেজনায় ব্লাঁশ কাঁপতে থাকে।)

ব্লাঁশ : সে আমি জানি। ভালো করে জানি। তবু একথা সত্য যে, তুই বেল-রেভ পরিত্যাগ করেছিলি, আমি নই। আমি তার জন্য লড়েছি, রক্ত দিয়েছি, আর একটু হলে হয়তো প্রাণও দিতাম।

স্টেলা : অত উত্তেজিত না হয়ে কী হয়েছে তাই বল। যুঝেছ, রক্ত দিয়েছ, এসব কথা কেন বলছ। তুমি কি করেছ না বললে—

ব্লাঁশ : আমি জানতাম তুই একথা বলবি। জানতাম যে এ রকম করেই কথা বলবি।

স্টেলা : দোহাই তোমার, কী হয়েছে খুলে বল।

ব্লাঁশ : (ধীরে ধীরে) হারিয়েছি। সর্বস্ব হারিয়েছি।

স্টেলা : বেল-রেভ আর নেই ? হারিয়েছি ? তা হতে পারে না।

ব্লাঁশ : তাই হয়েছে স্টেলা।

[হলদে ছক আঁকা লিনোলিয়াম টেবিলের ওপর দিয়ে ওরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে। ব্লাঁশ ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে এবং স্টেলা ধীরে ধীরে মাথা নিচু করে টেবিলের ওপর জোড়া করে রাখা নিজের হাত দেখতে থাকে। বাইরে ব্লুপিয়ানোর গীত ধ্বনি প্রবলতর হয়। ব্লাঁশ হাতের রুমাল তুলে নিজের কপাল স্পর্শ করে।]

স্টেলা : হারালাম কী করে ? কী হয়েছিল ?

ব্লাঁশ : (লাফিয়ে ওঠে) কোন অধিকারে তুই আজ সে কথা আমাকে জিজ্ঞেস করছিস ?

স্টেলা : ব্লাঁশ!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্লাঁশ : তুই আমাকে জেরা করার কে ?

স্টেলা : ব্লাঁশ!

ব্লাঁশ : সব, সব আঘাত আমার মুখের উপর পড়েছে! আমি বুক পেতে নিয়েছি! একজনের পর একজন মৃত্যুবরণ করেছে। আমার চোখের সামনে দিয়ে সবাই সার বেঁধে কবরে ঢুকেছে। প্রথমে বাবা তারপর মা। তারপর মার্গারেটের সেই বীভৎস মৃত্যু। এত বেশি ফুলে উঠেছিল যে, কফিনে ঢোকান সম্ভব হয়নি। আবর্জনার মতো পুড়িয়ে ফেলতে হয়েছিল। তুই এসে যোগ দিয়েছিস শবযাত্রায়। মৃত্যুর তুলনায় শবযাত্রা অনেক শোভন। শবযাত্রা শান্ত, শব্দহীন। কিন্তু মৃত্যু সব সময়ে সে রকম হয় না। কখনও নিঃশ্বাস টানে হাঁপরের মতো, কখনও ঘড়ঘড় করে শব্দ করে। কখনও আঁকড়ে ধরে চিৎকার করতে থাকে "আমাকে ধরে রাখ, আমাকে ধরে রাখ।" এমনকি একেবারে বুড়ো মানুষও বলতে থাকে 'আমাকে ধরে রাখ, ধরে রাখ।' যেন ইচ্ছে করলেই কাউকে ধরে রাখা যায়। কিন্তু শবযাত্রা অন্যরকম। কত শান্ত, কত অজস্র ফুল! আর কী সুন্দর সুন্দর বাক্‌সবন্দি করে ওদের সাজিয়ে আনে। যদি কোনোদিন তাদের বিছানার পাশে থাকতি, আর চিৎকার শুনতি 'আমাকে ধরে রাখ্, ধরে রাখ্' তাহলে বুঝতি রক্তক্ষরণে, শ্বাস বন্ধ হয়ে আসায় কত কষ্ট! স্বপ্নে নয়, স্বচক্ষে সব দেখেছি! কাছে থেকে দেখেছি। আর আজ তুই এখানে চুপ করে বসে থেকে চোখের দৃষ্টি দিয়ে আমাকে জানিয়ে দিচ্ছিস যে আমিই বেল-রেভ হাতছাড়া হতে দিয়েছি। এই যে এত লোকের অসুখ হলো, মরল, এ সবের খরচপাতির যোগাড় কী করে হলো সে কথা বলতে পারিস ? স্টেলারানী, মরণেও অনেক খরচ ? মার্গারেটের পরপরই বুড়ি কাজিন জেসিও মরল। সোজা কথায়, যম ব্যাটা এসে আমাদের দোড়গোড়ায়ই তার আস্তানা গাড়ল। বেল-রেভকে বানাল তার ঘাঁটি। বিশ্বেস কর বোন, বেল-রেভ সহজে আমার আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলিয়ে যায়নি। মরবার সময় এক কণা সম্পদও কেউ রেখে যায়নি। এক পয়সা ইনস্যুরেন্স পর্যন্ত কারও ছিল না। বেচারি জেসি কিছু রেখে গিয়েছিল। একশ ডলার, ওর কবরের খরচ মেটাবার জন্য। ব্যাস, আর কেউ কিচ্ছু রেখে যায়নি স্টেলা। আর আমার নিজের সম্বল, আমার স্কুলের সামান্য বেতন। এবার বল্ আমাকে কী বল্‌বি! এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে কখনও বলতে থাক যে বেল-রেভ খোয়াবার জন্য আমি, আমিই দায়ী। আর তুই, তুই কোথায় ছিলি তখন ? তোর ঐ পোলাকের সঙ্গে, বিছানার মধ্যে!

স্টেলা : (লাফিয়ে ওঠে) ব্লাঁশ চুপ কর। অনেক বলেছ! (অন্যদিকে চলে যায়।)

ব্লাঁশ : কোথায় যাচ্ছ ?

স্টেলা : বাথরুমে। মুখটা ধুয়ে আসব।

ব্লাঁশ : স্টেলা, তুই কাঁদছিস ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্টেলা : তুমি অবাক হচ্ছ ?

ব্লাঁশ : আমাকে মাফ করে দে বোন। সত্যি আমি কিন্তু অত কথা বলতে চাইনি।

[পুরুষ মানুষদের গলা শোনা যাবে। স্টেলা বাথরুমে ঢুকে দরজা টেনে দেয়। যারা কথা বলছিল তারা হয়তো এখুনি ঘরে প্রবেশ করবে। ব্লাঁশ বুঝতে পারে যে, স্ট্যানলিও নিশ্চয়ই ফিরে এসেছে। ব্লাঁশ বাথরুমের দরজার কাছ থেকে অনিশ্চিতভাবে ড্রেসিং টেবিলের কাছে সরে আসে। সভয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে। স্ট্যানলি প্রবেশ করে। সঙ্গে স্টীভ ও মিচ্। স্ট্যানলি নিজের ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। স্টীভ ওপরে ওঠার ঘোরান সিঁড়ির গোড়ায়। মিচ্ একটু ওপরে, ওদের ডান দিকে, চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে। ঘরে, সামনে থেকে ওদের কথা ভেসে আসে।]

স্ট্যানলি : ঐ রকম করে পেল নাকি ?

স্টীভ : নিশ্চয়ই এই রকম করে পেয়েছে। ছ'নম্বর টিকিটে ও বুড়ো আকাশ-পক্ষী পাকড়ে তিন শ ডলার বানিয়ে নিল।

মিচ্ : ওকে আর ওসব কথা শুনিও না। বিশ্বাস করে ফেলবে।

[মিচ্ চলে যেতে উদ্যত হয়]

স্ট্যানলি : (মিচ্‌কে আটকে রাখতে চেষ্টা করে) একটু অপেক্ষা কর মিচ্।

[ওদের কথাবার্তার সাড়া পেয়ে ব্লাঁশ শোবার ঘরে সরে আসে। ড্রেসিং টেবিল থেকে স্ট্যানলির ছবিটা একবার হাতে তুলে দেখে, তারপর রেখে দেয়। স্ট্যানলি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে ব্লাঁশ দ্রুত নিজেকে বিছানার মাথার কাছের পর্দার আড়ালে সরিয়ে নেয়।]

স্টীভ : (স্ট্যানলি এবং মিচ্‌কে) কালকে পোকার খেলা হচ্ছে তো ?

স্ট্যানলি : নিশ্চয় হবে, তবে মিচের ওখানে।

মিচ্ : (এ কথা শুনে মিচ্ ঘুরে সিঁড়ির রেলিং-এর পাশে আসে।) না, না। আমার ওখানে নয়। আমার মা এখনও অসুস্থ।

স্ট্যানলি : ঠিক আছে। আমার ঘরেই হবে। তবে (প্রস্থানোদ্যত মিচ্‌কে) বিয়ারের ব্যবস্থা তুমি করবে।

[মিচ্ না শোনার ভান করে এবং সবাইকে শুভরাত্রি জানিয়ে গুনগুন করতে করতে চলে যায়।]

[ওপর থেকে ইউনিসের গলা শোনা যায়]

ইউনিস : জলসা খতম কর এবার। আর শুনে রাখ— এক প্লেট স্প্যাগেটি বানিয়ে সেটা আমি নিজেই খেয়ে নিয়েছি।

স্টীভ : (সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে) তোমাকে তো ফোন করে জানিয়ে ছিলাম যে আমরা খেলছি, ফিরতে একটু দেরি হতে পারে। (নিচের তলার পুরুষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গীদের) জ্যাকস্, বিয়ার আনবে কিন্তু।

ইউনিস : মিছে কথা। তুমি কাউকে ফোন করনি।

স্টীভ : সকালবেলা চায়ের টেবিলে বলেছি। দুপুরবেলা খাবার সময়েও তোমাকে টেলিফোনে বলেছি।

ইউনিস : রেখে দাও ওসব কথা। দিনমানে এক আধবার বাড়িতে ফিরে এসো তো!

স্টীভ : কী বলতে চাও তুমি? তোমাকে কিছু জানাতে হলে সেটা খবরের কাগজে ছাপিয়ে দিতে হবে নাকি?

[পুরুষ বন্ধুরা সশব্দে হেসে উঠে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেয়। রান্নাঘরের ভারী পর্দা সরিয়ে স্ট্যানলি ঘরে প্রবেশ করে। মাঝারি রকমের লম্বা। উচ্চতা পাঁচফুট আট কী ন'ইঞ্চি হবে। আঁটসাঁট পেশল শরীর। ওর প্রতিটি আচরণে অভিব্যক্তিতে রয়েছে একটা আদিম আনন্দময় প্রাণবন্ততা। যৌবনে প্রবেশের প্রথম দিন থেকেই ওর জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল নারীসঙ্গ থেকে আনন্দ লাভ করা। তাকে সবলে গ্রহণ করা এবং দান করা। কোনো রকম স্বভাবজ দুর্বলতায় কাতর কিংবা কোনো মোহে আবিষ্ট হয়ে নয়, সে নারীর কাছে এগিয়ে যায়, ঝুঁটিওয়ালা মোরগ যেমন নিজের শক্তিমত্তার দর্প নিয়ে মুরগির পালের মধ্যে প্রবেশ করে তেমনি করে। সত্তার এই পরিপূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত কেন্দ্র থেকেই ওর জীবনের অন্যান্য শাখা-প্রশাখার বিস্তার। পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে ওর সৌহার্দ্যের প্রবলতা, মোটা রসিকতায় ওর উৎসাহ, ভালো পানীয়, খেলা বা খাবারে ওর আগ্রহ, নিজের গাড়ি, রেডিও সব কিছুই যেন ওর বীর্যবন্ত পৌরুষেরই প্রকাশ। মেয়ে মানুষকে সে এক নজরে মেপে নেয়। ওর মাপকাঠি যৌন বিচারমূলক। মুহূর্তের মধ্যে ওর মনে তার বিভিন্ন নগ্ন চিত্রকল্প ভেসে ওঠে এবং ঠোঁটের হাসিকে নিয়ন্ত্রিত করে দেয়।]

ব্লাঁশ : (স্ট্যানলির দৃষ্টির সামনে নিজের অজান্তেই ব্লাঁশ সঙ্কুচিত হয়ে আসে) আপনি নিশ্চয়ই স্ট্যানলি। আমি ব্লাঁশ।

স্ট্যানলি : স্টেলার বোন?

ব্লাঁশ : হ্যাঁ।

স্ট্যানলি : ভালো। তা ঐ কচি বৌটা গেল কোথায়?

ব্লাঁশ : বাথরুমে।

স্ট্যানলি : ওহ্। আপনি যে আসছেন জানতাম না।

ব্লাঁশ : মানে, আমি—

স্ট্যানলি : এখন কোত্থেকে এলেন?

ব্লাঁশ : আমি— লরেলে থাকি।

[স্ট্যানলি আলমারি খুলে হুইস্কির বোতল বার করে]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ট্যানলি : কোথায় বললেন ? লরেলে ? হ্যাঁ লরেলই তো। আমি চিনি। অবশ্য আমার কাজের এলাকার মধ্যে পড়ে না। গরমের দিনে পানীয় দেখছি তাড়াতাড়ি খরচ হয়ে যায়। (বোতলটা আলোতে তুলে ধরে খরচের পরিমাণ পরীক্ষা করে) দেব এক গ্লাস ?

ব্লাঁশ : না, থাক। ও জিনিস আমি কদাচিৎ ছুঁই।

স্ট্যানলি : অনেকে নিজেরা কমই ছোঁয়, কিন্তু জিনিসটা ওদের প্রায়ই ছুঁয়ে থাকে।

ব্লাঁশ : (অনিশ্চিতভাবে হাসে) হা হা!

স্ট্যানলি : জামাকাপড় গায়ের সঙ্গে একেবারে সেঁটে গেছে। যদি কিছু মনে না করেন একটু আরাম করে বসি।

[বলতে বলতে জামা খুলতে থাকে।]

ব্লাঁশ : নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই।

স্ট্যানলি : আমার নীতিই হলো সব সময়ে আরামে থাকবে।

ব্লাঁশ : আমার নীতিও তাই। তাছাড়া বেশিক্ষণ ছিমছাম থাকাও যায় না। এই দেখুন না কতক্ষণ হয়েছে একবারও হাতমুখ ধুইনি। মুখে একটুও পাউডার বুলোইনি। অথচ আপনি এসে পড়লেন।

স্ট্যানলি : ভেজা কাপড়জামা বেশিক্ষণ গায়ে রাখলে সর্দি কাশি হয়ে যায়। বিশেষ করে বোলিং খেলার পর শরীর যখন খুব গরম হয়ে থাকে। আপনি বুঝি স্কুলে শিক্ষকতা করেন ?

ব্লাঁশ : হ্যাঁ।

স্ট্যানলি : কী পড়ান ?

ব্লাঁশ : ইংরেজি।

স্ট্যানলি : স্কুলে ইংরেজিটা কখনও ভালো পারতাম না। তা এখানে কতদিন থাকবেন মনে করছেন ?

ব্লাঁশ : এখনো ঠিক করিনি।

স্ট্যানলি : আমাদের সঙ্গেই থাকবেন তো ?

ব্লাঁশ : সেই রকমই ভেবেছি। অবশ্য আপনাদের যদি কোনো অসুবিধা না হয়।

স্ট্যানলি : হবে না। ভালো।

ব্লাঁশ : আমি পথশ্রমে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ি।

স্ট্যানলি : এখন আরাম করুন।

[জানালার কাছে একটা বেড়াল শব্দ করে। ব্লাঁশ চমকে লাফিয়ে ওঠে]

ব্লাঁশ : কীসের শব্দ হলো ?

স্ট্যানলি : বেড়াল। হেই— স্টেলা!

স্টেলা : (বাথরুমের ভেতর থেকে মৃদু কণ্ঠে) আসছি স্ট্যানলি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ট্যানলি : এত দেরি হচ্ছে কেন ? ভিতরে পড়ে গেছ নাকি ? (ব্লাঁশের দিকে তাকিয়ে দাঁত বার করে হাসে। ব্লাঁশও পাল্টা হাসতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। নীরবতা) আমার আশঙ্কা আপনি বোধহয় আমাকে খুবই স্থূল প্রকৃতির লোক বলে মনে করছেন। স্টেলার কাছে আপনার কথা অনেক শুনেছি। আপনার একবার বিয়ে হয়েছিল না ?

[দূরের পোল্কা সঙ্গীত জোরে বাজতে থাকে; তার রেশ ভেসে আসে ঘরের মধ্যে]

ব্লাঁশ : হ্যাঁ! আমার তখন বেশি বয়স নয়।

স্ট্যানলি : কী হয়েছিল ?

ব্লাঁশ : ছেলেটি— ছেলেটি মারা যায়। (শরীর বিছানার ওপর নেতিয়ে পড়তে চায়।) আমার শরীরটা খুবই খারাপ লাগছে।

[ব্লাঁশ নিজের মাথা বাহুর উপর চেপে ধরে]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পরের দিন বিকেলবেলা। সময় সন্ধে ছ'টা। ব্লাঁশ গোসল করছে। স্টেলার প্রসাধন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ব্লাঁশের ফুল পাতা নক্সার পোশাক স্টেলার বিছানার ওপর ছড়ানো।

স্ট্যানলি বাইরে থেকে আসে। রান্নাঘরের দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করে। দরজা খোলাই থাকে। ঘরের মধ্যে ভেসে আসে বড় রাস্তার মোড়ে অনবরত বাজতে থাকা ব্লু পিয়ানোর সঙ্গীতের রেশ।]

স্ট্যানলি : এত ঘটা করে সং সাজছো কেন ?

স্টেলা : স্ট্যান এসেছ ?

(লাফিয়ে উঠে স্বামীকে চুমু খায়। স্ট্যান রাজকীয় নির্বিকারত্বের সঙ্গে তা গ্রহণ করে) আমি ব্লাঁশকে গালাটোয়ারে নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে রাতের খাবার সেরে নিয়ে একটা কোনো সিনেমা দেখতে যাবো। এসব করব। কারণ, এখানে আজ রাতে তোমাদের পোকারের আড্ডা বসছে।

স্ট্যানলি : আমার খাবারের কী ব্যবস্থা হবে ? আমি তো আর গালটোয়ারে যাচ্ছি না।

স্টেলা : তোমার জন্য এক প্রস্থ ঠাণ্ডা খাবার বরফের ওপর জমিয়ে রেখেছি।

স্ট্যানলি : শাহী ব্যবস্থা করে রেখেছ বলতে হবে।

স্টেলা : যতক্ষণ তোমাদের জলসা চলবে আমি ব্লাঁশকে নিয়ে বাইরে থাকব। তোমাদের আড্ডা ও ঠিক পছন্দ করবে কি না জানি না। হাতে সময় থাকলে পরে কোয়ার্টারের কোনো ছোটখাটো জায়গাতেও যেতে পারি। বেশি কথা না বলে এবার কিছু টাকা বার করে দাও।

স্ট্যানলি : ব্লাঁশ কোথায় ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্টেলা : টব ভর্তি গরম পানিতে শরীর ডুবিয়ে রেখে স্নায়ু শীতল করছে। ও একটা ভয়ঙ্কর বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যে আছে।

স্ট্যানলি : কেন ?

স্টেলা : ওর বড় দুঃসময় গেছে!

স্ট্যানলি : তাই নাকি ?

স্টেলা : স্ট্যান, কী বলব তোমাকে। আমাদের বেল-রেভ আর নেই।

স্ট্যানলি : তোমাদের দেশের বাড়ি ?

স্টেলা : হ্যাঁ।

স্ট্যানলি : হারালে কী করে ?

স্টেলা : (অস্পষ্টভাবে) হারাতে হয়েছে। মানে ত্যাগ করতে হয়েছে, ছেড়ে দিতে হয়েছে। এইরকমই একটা কিছু। (স্টেলা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। স্ট্যানলি ভাবে। স্টেলা পোশাক বদলাতে থাকে।) স্ট্যান, ব্লাঁশ যখন বেরুবে ওর চেহারার প্রশংসা করে কিছু বলতে ভুলে যেও না। আর শোন, আমি যে মা হতে যাচ্ছি সে সম্পর্কে এখনই কিছু বলো না। আমি কিছুই প্রকাশ করিনি। অপেক্ষা করছি, ওর মনটা আরেকটু শান্ত হোক। তখন বলব।

স্ট্যানলি : (গম্ভীর) বেশ তো!

স্টেলা : স্ট্যান, তুমি ব্লাঁশকে বুঝতে চেষ্টা করো। ওর সঙ্গে একটু ভালো ব্যবহার করো।

ব্লাঁশ : (বাথরুম থেকে গুনগুন করে)
"আকাশী নীল হ্রদের দেশের
এ কোন মেয়ে বন্দিনী!"

স্টেলা : ব্লাঁশ ভাবেনি যে আমরা এত ছোট বাড়িতে আছি। ওর কাছে চিঠিপত্রে আমি অনেক কিছুই রং চড়িয়ে লিখতাম।

স্ট্যানলি : তাই নাকি ?

স্টেলা : ওর পোশাকেরও প্রশংসা করবে। বলবে যে, চমৎকার মানিয়েছে। এ ওর এক দুর্বলতা। ওর জন্য এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

স্ট্যানলি : হুম। বুঝতে পেরেছি। এবার একটু পেছনে টপকে গিয়ে তোমাদের দেশের বাড়ি হাতছাড়া হবার প্রসঙ্গে ফিরে আশা যাক।

স্টেলা : ওহ্। বল।

স্ট্যানলি : কী হয়েছে জানতে চাই। আমি চাই যে, একটু বিস্তৃতভাবে সব আমাকে বল।

স্টেলা : ব্লাঁশ সম্পূর্ণ শান্ত অবস্থায় ফিরে না আসা পর্যন্ত এসব কথা নিয়ে আমি বেশি আলোচনা করতে চাই না।

স্ট্যানলি : এইটেই তা হলে ঠিক করে নিয়েছ ? সম্পত্তি সংক্রান্ত খুঁটিনাটি নিয়ে ভগিনী ব্লাঁশকে এখন উত্যক্ত করা চলবে না!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্টেলা : গত রাতে ওর অবস্থা তুমি দেখেছ।

স্ট্যানলি : সে আমি দেখেছি। এখন একবার ঐ বাড়ি হস্তান্তরের দলিলটাও দেখতে চাই।

স্টেলা : সে সব আমি কিছুই দেখিনি।

স্ট্যানলি : ওহ্। ব্লাঁশ তোমাকে কিছুই দেখায়নি? কোনোরকম রসিদ? দলিল?

স্টেলা : বাড়িটা যে ঠিক বিক্রি করা হয়েছে সেরকম মনে হয়নি।

স্ট্যানলি : কী করা হয়েছে তা'হলে? বিলিয়ে দিয়েছে? কাউকে দান করেছে?

স্টেলা : আস্তে বল। ও শুনতে পাবে।

স্ট্যানলি : শুনুক! ক্ষতি কী! আমি কাগজপত্র দেখতে চাই।

স্টেলা : কাগজপত্রের কোনো কথা এর মধ্যে নেই। ব্লাঁশ আমাকে কোনো কাগজপত্র দেখায়নি। আমি দেখতেও চাই না।

স্ট্যানলি : নেপোলিয়ানি আইনের কথা কখনো শুনেছ?

স্টেলা : না, নেপোলিয়ানি আইনের কথা আমার জানা নেই। জানা থাকলেও তার সঙ্গে আমাদের কথার কী সম্পর্ক—

স্ট্যানলি : সম্পর্ক আছে সুন্দরী। আমি এখনই বুঝিয়ে দিচ্ছি।

স্টেলা : কী বোঝাবে?

স্ট্যানলি : আমাদের লুইজিয়ালা স্টেটে সকলের জন্যই নেপোলিয়ানী আইন প্রযোজ্য। এই আইনের বলে যা স্ত্রীর সম্পত্তি তা স্বামীরও, আর যা স্বামীর সম্পত্তি তা স্ত্রীরও। যেমন, যদি আমার একটুকরো সম্পত্তি থাকে বা যদি তোমারও থাকে, তাহলে—

স্টেলা : উঃ! আমার মাথা ঘুরছে।

স্ট্যানলি : ভালো! আমি তাহলে তোমার বোনের জন্য অপেক্ষা করি। গতরে গরম পানির ভাপ লাগানো শেষ করে উনি যখন উঠে আসবেন তখন ওঁকেই জিজ্ঞেস করে দেখব উনি নেপোলিয়ানি আইনের কথা কিছু জানেন কি না। আমার কী ভয় হচ্ছে জানো কন্যা? তোমাকে ঠকাচ্ছে! আর তোমাকে ঠকানো মানে নেপোলিয়ানি আইন মতে আমাকেও ঠকানো এবং কেউ আমাকে ঠকায় এ আমার পছন্দ নয়।

স্টেলা : ওকে জেরা করার অনেক সময় পরে পাবে। যদি এখন এসব কথা তোল ও আবার ভেঙে পড়বে। বেল-রেভ নিয়ে সত্যি সত্যি কী হয়েছে তা আমি এখনো বুঝে উঠতে পারিনি। তবে তুমি যেভাবে সন্দেহ করছ যে, আমার বোন বা আমি বা আমাদের পরিবারের কেউ কাউকে ঠকাতে পারে— এটা অবিশ্বাস্য এবং হাস্যকর।

স্ট্যানলি : তাই যদি হবে তাহলে বাড়ি বিক্রির টাকাটা কোথায় গেল?

স্টেলা : বাড়ি বিক্রি হয়নি। ছেড়ে দিতে হয়েছে। (স্ট্যানলি ততক্ষণে শোবার ঘরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢুকে পড়েছে। স্টেলা পেছনে পেছনে এগিয়ে আসে।) স্ট্যানলি!

[স্ট্যানলি ঘরের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে ব্লাঁশের কাপড়ের ট্রাঙ্কের ডালা খুলে ফেলে, এক ঝটকায় একরাশ কাপড় দু'হাতে তুলে নেয়।]

স্ট্যানলি : চোখ মেলে এগুলো একবার ভালো করে দেখ। তুমি মনে কর স্কুল টিচারের বেতন দিয়ে এগুলো কেনা হয়েছে ?

স্টেলা : আঃ আস্তে বল !

স্ট্যানলি : আর এই দেখ কত রেশম আর পশম আর পালকের পোশাক। এইসব পালকের পোশাকে ঠোঁট গুঁজে তোমার বোন বুঝি রাজহংসী হতে চায়। আর এইটে কী ? সাচ্চা জরীর বোধহয়। আর এইটে ? শেয়ালের লোম ? (ফুঁ দিয়ে পরখ করে) একেবারে আদত শেয়ালের লোম! আধমাইল লম্বা লেজওয়ালা শেয়াল হবে। তোমার শেয়ালের লোমের কোটটা কোথায় স্টেলা ? আর দেখছ, কী রকম ধবধবে সাদা লোম! তোমার সাদা ফার কোটটা কোথায় স্টেলা ?

স্টেলা : এগুলো আসল ফার নয়। বসন্তকালে পরার সাধারণ জিনিস। ব্লাঁশ অনেক দিন থেকেই এগুলো ব্যবহার করে।

স্ট্যানলি : এসব জিনিসের ব্যবসা করে এমন একটা লোককে আমি জানি। ওকে দিয়ে আমি এগুলো যাচাই করিয়ে নেব। আমি বাজি ধরে বলতে পারি এখানে হাজার হাজার টাকার মাল রয়েছে।

স্টেলা : তুমি নিতান্তই বোকার মতো কথা বলছ। (স্ট্যানলি ফার কোট বিছানার ওপর ছুড়ে ফেলে। তারপর ট্রাঙ্কের ভেতরের একটা দেরাজ টান দিয়ে খুলে তার ভেতর থেকে এক মুঠো গহনা বার করে নেয়।) বাহ্, এগুলো কী ? এটা কি বোম্বেটের মণি-মানিক্যের প্যাটরা না কি ?

স্টেলা : স্ট্যানলি!

স্ট্যানলি : মুক্তা! দেখেছ, লাচ্ছি লাচ্ছি মুক্তার ছড়া! তোমার ভাগিনী কি গভীর সমুদ্রের ডুবরি নাকি ? এই দেখ, এটা হলো, ছ্যাচা সোনার ব্রেসলেট। তা সুন্দরী, তোমার মুক্তার হার কোথায় ? সোনার ব্রেসলেট কোথায় ?

স্টেলা : দোহাই তোমার, চুপ করবে এবার ?

স্ট্যানলি : আর এই দেখ, হীরার গয়না। মহারাণীর মুকুট।

স্টেলা : ওগুলো হীরা নয়, রাইনস্টোনের টায়রা এক নাচের জলসায় ব্লাঁশ পরেছিল।

স্ট্যানলি : রাইনস্টোন কাকে বলে ?

স্টেলা : নকল পাথর। কাচের চেয়ে সামান্য বেশি দাম।

স্ট্যানলি : আমার সঙ্গে মশকরা করছ ? আমার এক চেনা লোক আছে, সোনারীর দোকানে কাজ করে। আমি ওকে নিয়ে এসে দেখাব। আমি বলছি তোমাদের দেশের জায়গা-জমি আর বাড়ি-ঘরের সবটা এইখানে রয়েছে। অন্তত তার যা অবশিষ্ট ছিল তার সবটা তো বটেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্টেলা : তোমার কোনো ধারণা নেই যে, তোমার আজকের আচরণ কতটা অবুঝ এবং নিষ্ঠুরের মতো হচ্ছে। এখন দয়া করে ব্লাঁশ বেরিয়ে আসার আগে ট্রাঙ্কের ডালাটা ঠিকমতো বন্ধ করে রাখ!

[স্ট্যানলি পা দিয়ে ডালাটা কোনোরকমে বন্ধ করে এবং পাশের খাবার টেবিলে চড়ে বসে।]

স্ট্যানলি : আমরা কোয়ালস্কি বংশ, তোমরা হলে দ্যুবোয়া। আমাদের চিন্তাধারা একরকম নয়।

স্টেলা : (রাগ করে) সে আমাদের সৌভাগ্য! যাক এখন একটু বাইরে যাচ্ছি। (টান দিয়ে সাদা টুপি আর দস্তানা তুলে নেয়, তারপর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে) তুমিও আমার সঙ্গে বাইরে এসো। ব্লাঁশ ততক্ষণে ওর পোশাক পরে নিক।

স্ট্যানলি : কবে থেকে আমাকে হুকুম করা শুরু করেছ?

স্টেলা : তুমি কি ওকে অপমান করবে বলেই এই ঘরে থাকবে ঠিক করেছ নাকি?

স্ট্যানলি : তুমি যতই চেঁচাও না কেন, আমি এ ঘর থেকে নড়ছি না।

[স্টেলা খোলা বারান্দায় চলে যায়। একটা লাল সার্টিনের ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে ব্লাঁশ বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে।]

ব্লাঁশ : (হাল্কা সুরে) এই যে স্ট্যানলি! মনের সুখে গোসল করেছি। সর্বাঙ্গ এখন সুরভিত এবং স্নিগ্ধ। নিজেকে মনে হচ্ছে যেন একটা তরতাজা নতুন মানুষ।

[স্ট্যানলি একটা সিগারেট ধরায়।]

স্ট্যানলি : সে তো খুব ভালো কথা।

ব্লাঁশ : (জানালার পর্দাটা টেনে দেয়) কিছু মনে করো না। আমি চট করে আমার সুন্দর নতুন পোশাকটা পরে নি।

স্ট্যানলি : বেশ তো পরো না।

[ব্লাঁশ উভয়কক্ষের মধ্যবর্তী পর্দাটা টেনে নিজেকে আড়াল করে নেয়।]

ব্লাঁশ : শুনেছি আজ নাকি তোমার এখানে একটা ছোট্ট তাসের জলসা বসছে এবং তাতে নাকি মেয়েরা সাদরে বর্জিত?

স্ট্যানলি : (গম্ভীর গলায়) হুম্?

[ব্লাঁশ। লাল ড্রেসিং গাউনটা খুলে ছুড়ে ফেলে দিয়ে ফুল ফুল ছাপের গাউন পরে।]

ব্লাঁশ : স্টেলা কোথায়?

স্ট্যানলি : বাইরে, বারান্দায়।

ব্লাঁশ : একটা কাজে তোমাকে একটু সাহায্য করতে হবে। এক্ষুণি বলছি।

স্ট্যানলি : কী রকম কাজ, আমি কিন্তু একটুও আঁচ করতে পারছি না।

ব্লাঁশ : পিঠের বোতাম কটা লাগিয়ে দিতে হবে। ভিতরে আসতে পার।

[জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে ধরে, পর্দা ঠেলে স্ট্যানলি ভিতরে আসে]

আমাকে কেমন দেখাচ্ছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ট্যানলি : ঠিকই দেখাচ্ছে।

ব্লাঁশ : শুনে খুশি হলাম। এবার বোতামগুলো লাগিয়ে দাও।

স্ট্যানলি : আমি ঠিকমতো পারব কিনা জানি না।

ব্লাঁশ : তোমরা পুরুষ মানুষরা এই রকমই। মোটা মোটা আঙুল, কোনো রকম সূক্ষ্ম কাজই করতে পার না। তোমার সিগারেটটায় একটা টান দিতে পারি?

স্ট্যানলি : একটা আস্ত সিগারেটই তোমাকে দিচ্ছি।

ব্লাঁশ : অনেক ধন্যবাদ। ...কেউ দেখলে মনে করবে আমার ট্রাঙ্কটা বোধহয় কোনো কারণে ফেটে গিয়ে থাকবে।

স্ট্যানলি : আমি আর স্টেলা তোমার জিনিসপত্র খুলে সাজিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম।

ব্লাঁশ : তা অতি অল্প সময়ের মধ্যে অনেকখানি করে ফেলেছ দেখছি!

স্ট্যানলি : প্যারিসের কোনো সৌখিন পোশাকের দোকান লুট করে এনেছ মনে হচ্ছে।

ব্লাঁশ : হা হা! পোশাক আমার নেশা।

স্ট্যানলি : শেয়ালের লোমের এই রকম পোশাক কিনতে কত টাকা লাগে?

ব্লাঁশ : এগুলো আমি কিনিনি। আমার এক ভক্ত আমাকে উপহার দিয়েছে।

স্ট্যানলি : অল্প স্বল্প নয়, খুব বেশি পরিমাণ ভক্তি করত বোধহয়।

ব্লাঁশ : প্রথম যৌবনে আমার ভক্তের সংখ্যা কম ছিল না। এখন আর সে অবস্থা নেই। (হাসিতে উদ্ভাসিত মুখ স্ট্যানলির দিকে তুলে ধরে) এখন আমাকে দেখে তোমার কি মনে হয় যে এককালে আমি যথার্থই সুন্দরী ছিলাম?

স্ট্যানলি : তুমি দেখতে ঠিকই আছ।

ব্লাঁশ : আমি আরেকটু বেশি প্রশংসা প্রত্যাশা করেছিলাম।

স্ট্যানলি : আমি ওসবের ধার ধারি না।

ব্লাঁশ : কীসের ধার ধারো না?

স্ট্যানলি : মেয়েদের রূপের প্রশংসা করা। কেউ না বলে দিলেও সব মেয়েই জানে সে সুন্দরী কি সুন্দরী নয়। অনেক সময় যতটা নয় তার চেয়ে কিছু বেশিও ভাবে। আমার সঙ্গে এক মেয়ের পরিচয় ছিল। সে অনবরত আমাকে বলত সে নাকি এক মহা সুন্দরী। তাকে বলেছিলাম "তাতে কী হয়েছে?"

ব্লাঁশ : মেয়েটি কী বলল?

স্ট্যানলি : আর কোনো কথা বলেনি। একদম চুপ মেরে গিয়েছিল।

ব্লাঁশ : ভালোবাসাও বন্ধ হলো?

স্ট্যানলি : এরপর থেকে কথাবার্তা কম হতো, এই পর্যন্ত। কোনো কোনো পুরুষ হলিউডি ছলাকলায় মুগ্ধ হয়, অনেকে আবার তার পরোয়া করে না।

ব্লাঁশ : আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি তুমি দ্বিতীয় দলের।

স্ট্যানলি : ঠিকই ধরেছ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্লাঁশ : আমার মনে হয় কোনো সুন্দরী যাদুকরীও তোমাকে বশ করতে পারবে না।

স্ট্যানলি : ঠিক ধরেছ।

ব্লাঁশ : তুমি হলে সহজ সরল অকৃত্রিম মানুষ। কিছুটা হয়তো আদিমও হবে। কোনো মেয়ে যদি তোমার মতো পুরুষের মন ভোলাতে চায় তাহলে তাকে—

[অনিশ্চিত ভঙ্গিমায় থামে]

স্ট্যানলি : (ধীরে ধীরে) হাতের তাস টেবিলের ওপর চিৎ করে মেলে ধরতে হবে।

ব্লাঁশ : (হেসে) ভালো। পানসে পুরুষ আমিও পছন্দ করি না। গতরাতে তুমি যখন ঘরের মধ্যে ঢুকলে আমি তখনই মনে মনে বলে উঠেছিলাম "স্টেলা যথার্থই একটা পুরুষ মানুষ বিয়ে করেছে।" অবশ্য প্রথম দর্শনেই এর চেয়ে বেশি আর কীই বা ভাবতে পারতাম।

স্ট্যানলি : (সজোরে) এবার বাজে কথা বন্ধ কর।

ব্লাঁশ : (দু'হাতে কান ঢেকে) উহ্! অত চিৎকার করে কথা বল কেন?

স্টেলা : (বাইরে সিঁড়ির ওপর থেকে) স্ট্যানলি, তুমি বাইরে চলে এসো, ব্লাঁশকে কাপড় পরা শেষ করতে দাও।

ব্লাঁশ : আমার হয়ে গেছে।

স্টেলা : তাহলে তুমিই চলে এসো না কেন?

স্ট্যানলি : আমরা কিছু কথাবার্তা বলছি।

ব্লাঁশ : (হাল্কা সুরে) একটা কাজ করে দিবি লক্ষ্মীটি? দৌড়ে গিয়ে মোড়ের দোকান থেকে আমার জন্য এক বোতল লেমন কোক নিয়ে আয়। বেশি করে বরফ কুচি দিয়ে আনবি কিন্তু। কি, পারবি না?

স্টেলা : (অনিশ্চিতভাবে) না না, পারব না কেন?

[সিঁড়ি দিয়ে নেমে দালান ঘুরে চলে যাবে।]

ব্লাঁশ : বেচারি ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের সব কথা শুনতে চেষ্টা করছিল এবং আমার কোনো সন্দেহ নেই যে, তোমাকে আমি যতটা বুঝতে পেরেছি ততটা ও কোনোদিনই পারবে না। যাক ওসব কথা। মিস্টার কোয়ালস্কি, ঘোরালো প্যাঁচালো কথা বাদ দিয়ে এবার এসো খোলাখুলি আলাপ করা যাক। তোমার সব প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য আমি তৈরি আছি। গোপন করার কিছুই নেই। কী বলবে বলো।

স্ট্যানলি : আমাদের এই লুইজিয়ানা শহরে একটা আইন চালু আছে, আমরা তাকে বলি নেপোলিয়ানি আইন। এই আইনের বলে স্ত্রীর সকল সম্পত্তিতে স্বামীর পূর্ণ অধিকার থাকে যেমন থাকে স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর।

ব্লাঁশ : বাপরে বাপ। তুমি দেখছি একেবারে জাঁদরেল উকিলের ভাষায় কথা বলতে পার।

[স্প্রে লাগানো সুরভির শিশি হাতে তুলে নিয়ে নিজের গায়ে এক প্রস্থ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুরভি ছিটায় এবং সকৌতুকে কিছুটা ছিটিয়ে দেয় স্ট্যানলির গায়ে মুখে। স্ট্যানলি ব্লাঁশের হাত থেকে সুরভির শিশি কেড়ে নিয়ে সজোরে টেবিলের উপর রেখে দেয়। ব্লাঁশ পেছনের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে হাসতে থাকে।]

স্ট্যানলি : যদি তুমি আমার স্ত্রীর আপন বোন না হতে, তোমার সম্পর্কে এতক্ষণে অনেক কিছু ভাবতে পারতাম।

ব্লাঁশ : যেমন ?

স্ট্যানলি : অত ন্যাকা সাজার চেষ্টা করো না। কী ভাবতে পারতাম সেটা তুমি ভালো করেই জান।

ব্লাঁশ : (সুরভির শিশিটা টেবিলে রাখে।) বেশ, আমিও সেটা পছন্দ করি। সব তাস টেবিলের ওপর মেলে ধরছি। (সম্পূর্ণরূপে স্ট্যানলির দিকে মুখ ঘোরায়) ছোটখাট ছলনা আমি করে থাকি। করতেই হয়। জানই তো, মেয়েদের আকর্ষণের অর্ধেকটাই ছলনা। তবে, সত্যিকারের গুরুতর অবস্থায় আমিও খাঁটি সত্য কথা বলে থাকি এবং সে সত্য কথাটি হলো এই যে, আমি আমার বোনকে বা তোমাকে বা দুনিয়ার অন্য কাউকে কোনোদিন ঠকাতে চেষ্টা করিনি।

স্ট্যানলি : কাগজপত্রগুলো কোথায় ? ঐ ট্রাঙ্কের মধ্যে ?

ব্লাঁশ : আমার যা কিছু সম্পত্তি সব ঐ ট্রাঙ্কের মধ্যেই আছে।

[স্ট্যানলি ট্রাঙ্কের কাছে এগিয়ে গিয়ে এক ঝটকায় তার ডালা তুলে ফেলে এবং তার বিভিন্ন খুপরি খুলে দেখার চেষ্টা করে।]

ব্লাঁশ : ঈশ্বর জানেন তোমার মনের মধ্যে কী আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বামী সাহেবের অনশন ব্রত

[একাংকিকা]

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চরিত্র

মি. মাখসুদ— যুবক, প্রতিপত্তিশালী উকিল
মিসেস মমতাজ মাখসুদ— ঐ স্ত্রী
মি. ইজ্জত হুসেন— মাখসুদের শ্বশুর
মি. দলিল— মাখসুদের চাচা
রিপোর্টার— সমাজপতির পক্ষ হইতে
সীতারাম— ভগ্নদূতের এজেন্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[সময়। গান্ধীজীর রাজকোট অনশন ব্রত পালন করার কিছু পর। মি. ইজ্জত হুসেনের ড্রয়িংরুম। আসবাবপত্র যাহা যাহা হওয়া উচিত ঠিক তাহাই মজুদ আছে। সত্যি বলিতে আমি তো এখন আমার ড্রয়িংরুম সামনে রাখিয়া কল্পনা করিতেছি— আপনার ইচ্ছা হয় আপনারটাকেও ধরিয়া লইতে পারেন।

পর্দা উঠিল। মানে রঙ্গমঞ্চের পর্দা উঠিল। কারণ মি. ইজ্জত সাহেবের পরিবারে পর্দার রেওয়াজ অনেক আগে হইতেই উঠিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, পর্দা উঠিলে দেখা গেল মি. ইজ্জত হুসেন সাহেব অক্লান্ত পদে মেঝের উপর পায়চারী করিতেছেন। অভ্যাসের দোষে চিন্তিত হইয়া উঠিলেই তিনি ঐ করেন। বয়স চল্লিশ কী বিয়াল্লিশ হইবে। মাথায় মসৃণ চকচকে টাক। থাকিয়া থাকিয়া সেখানেও হাত বুলাইতেছেন। ইহাও একটা অভ্যাস।

ইজিচেয়ারে আধো শোয়া অবস্থায় মিসেস মমতাজ মাখসুদ খবরের কাগজ পড়িতেছেন। দেখিলে বোঝা যায় যে তিনি আলোক-প্রাপ্তা এ-যুগের তেজস্বী যুবতী নারী। বয়স উনিশ হইবে। রূপ কদর্য নহে।

মমতাজ ধীরে ধীরে কাগজখানি সরাইয়া আব্বাজানের দিকে চাহিল।]

মমতাজ : আব্বাজান, কত মাইল হলো ?

ইজ্জত হুসেন : অর্থ ?

মমতাজ : মানে এই যে আপনি তিন দিন ধরে অনবরত এই মেঝের ওপর হাঁটছেন। তাতে সব মিলিয়ে কত মাইল হাঁটা হলো ? তিন চার'শ মাইল তো হবেই। সত্যি আব্বাজান, আপনার পাগুলো যেন—

ইজ্জত : ভাবতে ভাবতে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি আর তোমার কিনা এখনো রসিকতা। আমাদের বংশমর্যাদা, আত্মসম্মান সব খোয়াতে বসেছ আর এখনো কিনা তোমার মুখে—

মমতাজ : কিন্তু আমি কী করলাম আব্বাজান ?

ইজ্জত : কেন ? তুমি কেন হঠাৎ এখানে চলে এসে আর ফিরে যাচ্ছ না ?

মমতাজ : হায় আব্বাজান! সব জায়গায় মেয়ে যখন বাপের বাড়ি ছেড়ে চলে যায় তখন মা-বাপেরা শুধু বলেন, কেন অত তাড়াতাড়ি ওরা চলে যায়। আর এখানে কিনা শুনি সব উল্টো। আম্মাজান বেহেশ্‌তে থাক্! শুধু আজ যদি উনি বেঁচে থাকতেন তাহলে একথা কি ওনার মুখ দিয়ে কখনো বেরুত ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্যি আব্বাজান, আপনার আর আম্মাজানের চিন্তাধারা কোনো দিন একপক্ষে হলো না।

ইজ্জত : তবুও তোমার মায়ের সাথে আমার এরকম ঝগড়া কোনোদিন হয়নি। রাগ করে বাপের বাড়ি সে কোনোদিনই চলে যায়নি।

মমতাজ : আর ধরুন, যদি যেতই— আপনি কি তাহলে তক্ষুণি অনশন ব্রত শুরু করে দিতেন ?

ইজ্জত : অনশন ব্রত— অনশন ব্রত ! (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে অধৈর্য হইয়া পড়েন) কী জঘন্য। বৌ রাগ করে চলে গেল বাপের বাড়ি, অমনি স্বামী সাহেব শুরু করে দিলেন অনশন ব্রত পালন! হায় জমানা! আর তাই দেখে তুমিও কিনা ধরলে জেদ যে—

মমতাজ : আব্বাজান, আপনি পুরুষ। আমার স্বামীর পক্ষ তো আপনি নেবেনই। আপনি বুঝবেন না এক্ষেত্রে ঝগড়া মেটানো কত কঠিন ব্যাপার। এ ঝগড়া-কলহ শুধু আমার, আমার স্বামীর বিরুদ্ধে নয়— এ অভিযান সমগ্র নারী জাতির, সমস্ত বিশ্বের পুরুষ জাতির অবিচার আর অন্যায় আবদারের বিরুদ্ধে। এখানে শুধু আমার একলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন ওঠে না— সাথে সাথে মর্মরিত হয়ে ওঠে সহস্র সহস্র প্রপীড়িত মাতৃজাতির পুঞ্জিভূত ব্যথার—

ইজ্জত : (দুই কানে হাত চাপিয়া) আর নয় আর নয়। বন্ধ কর তোমার বক্তৃতা। মনে রেখো এটা কলেজের বক্তৃতামঞ্চ নয়— এ তোমার বাপের বাড়ি।

মমতাজ : না, আপনাকে শুনতেই হবে। একবার যখন কথাটাকে খোঁচা দিয়ে জাগালেনই তখন সবটা শুনে নিন।

ইজ্জত : (মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে) হায়! শেষে কিনা এও দেখতে হলো! মেয়ে অনর্গল বকে চলেছে আর বাপ উত্তরহীন!

মমতাজ : মেয়েদের কথা বলতে আপনি হয়তো শুধু সে যুগের কথাই ভাবছেন, যখন মেয়ে সন্তান জন্ম নিলেই বাপ-মা তার গলা টিপে—

ইজ্জত : ব্যাস ব্যাস! ঔদ্ধত্যের একটা সীমা আছে।

(মাথায় হাত বুলায়) এখন মেয়েরা বাবাদের গলা টিপে মেরে ফেলতে পারে— হায় জামানা! আমার মর্যাদা, আত্মগৌরব সব প্রায় খোয়াতে ব সছি। অফিসের যে চাপরাশিটা আগে আগে আমার নাম শুনলেই থরথর করে কাঁপত, সেও কিনা আজকাল আমাকে দেখলেই মুখ টিপে হাসে।

মমতাজ : কিন্তু আব্বাজান, তার জন্যে আমি কী করতে পারি ? যান না আপনার জামাইকে গিয়েই একবার অনুরোধ করে দেখুন না !

ইজ্জত : তুমি গিয়ে ঝগড়া মিটিয়ে ফেললেই তো সব হয়ে যায়।

মমতাজ : আপনি পুরুষ, তাই এসব না বুঝে যে ও-রকম কথা বলবেন তাতে এমন আশ্চর্য কী ? ওহ্ ! আজ যদি আম্মাজান বেঁচে থাকতেন ! আমি আজ কত একলা!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইজ্জত : একলা কেন হতে যাবে ? তোমার এই অভূতপূর্ব নৈতিক চরিত্রবল, যার গুণে তুমি স্বামীর সাথে ঝগড়া করে নির্বিকার চিত্তে বাপের বাড়ি এসে বসে আছ, তার জন্যে তোমার কাছে রোজ আসছে কত মোবারকবাদ, টেলিগ্রাম আর চিঠি— সমস্ত নারীজগতের অগণন প্রগতিশীল নারী সমিতি হতে। রোজ প্রশংসা তোমার এই অনবদ্য চিত্তের সাহসিকতার— সমস্ত বিশ্বের নারী আজ তোমার এই মহাকাজের জন্যে শ্রদ্ধায় তোমার কাছে মাথা নোয়াচ্ছে— হ্যাঁ, সমাজের মানসিক অবস্থার এই উন্নতি কি অল্প ?

মমতাজ : আব্বাজান, কেন আপনি ভুলে যাচ্ছেন এখন আর সে যুগ নেই, যখন স্ত্রী স্বামীর অত্যাচারকে আশীর্বাদ বলে মনে করত। আপনি পুরুষ, আপনি কী করে বুঝবেন যুগ যুগ ধরে পুঞ্জিত, বিক্ষুব্ধ নারীহৃদয়ের অন্তর্নিহিত বিদ্রোহী আত্মাকে ? আপনি তো আর জানেন না কী দুঃখ আর কষ্টে আমার এ বিবাহিত জীবনের চার বছর কেটেছে!

ইজ্জত : সে কি আমার দোষ, আমি কি জোর করে ধরে বিয়ে দিয়েছিলাম ? মাখসুদ তো তোমারই পছন্দ করা স্বামী!

মমতাজ : এ চার বছরে আমি তা ভালো করে বুঝেছি।

ইজ্জত : না, তুমি কিছু বোঝনি— কিছু শেখোনি। শিখলে এরকম করতে পারতে না। রাগ করে সটান বাপের বাড়ি চলে আসতে না। জিদ বজায় রাখতে চাইতে না। আর মাখসুদও ওদিকে আরম্ভ করে দিল অনশন ব্রত। (মাথায় হাত বুলায়— মানে টাকে) কত মিনতি করে, আদর করে বললাম— খাও, খাও। এ অনশন ব্রতটা আল্লার ওয়াস্তে গান্ধীজীর জন্যে ছেড়ে দাও। তোমরা স্বামী-স্ত্রীতে মিলে এতে আর ভাগ বসিও না। কিন্তু জামাইর আমার সেই এক গোঁ। এ তিন দিন ধরে চিন্তায় আমার ঘুম হচ্ছে না। না খেয়ে আমার জামাইর শরীরও কত খারাপ হয়ে গেছে। খবরের কাগজে লিখেছিল ওজন নাকি দেড় পাউন্ড কমে গেছে। খোদা না করুন, যদি কিছু হয়েই বসে।

মমতাজ : (কাঁপা গলায়) বড় জোর আমি বিধবা হব এই তো।

ইজ্জত : চুপ-চুপ। বেহুশ, না-লায়েক কোথাকার ! কথাগুলো বলতে একটু বাধলো না।

মমতাজ : না-লায়েক না হয় আমি হলামই, কিন্তু করতে কী পারি আমি ?

ইজ্জত : তুমি তোমার জেদ ছেড়ে মেনে নাও। আত্মসম্মান! যেন স্বামীর অবাধ্যতায় স্ত্রীলোকের আত্মসম্মান বাড়ে।

মমতাজ : স্বামীর ন্যায় কি স্ত্রীর উপর অত্যাচারে ?

ইজ্জত : আরে বাবা আমি জানি যে বি.এ.তে তোমার দর্শনশাস্ত্র ছিল বিশেষ বিষয়। আর এও জানি যে, বিতর্ক প্রতিযোগিতায় তুমি অনেকবার পুরস্কার পেয়েছ; কিন্তু তাই বলে (মাথায় অজানিতে হাত ঘষিতে থাকেন)— এ আমি কিছুতেই বুঝি না যে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মমতাজ : যেটা না বুঝেন তা নিয়ে আলোচনার দরকার নেই।

ইজ্জত : অর্থাৎ তুমি চাও না যে সব মিল হয়ে থাক ?

মমতাজ : নাতো ! ঝগড়া মিটাবার জন্যে আমি প্রথম থেকেই রাজি। কিন্তু প্রথম কথা তুলতে হবে বাদিকে।

ইজ্জত : তুমি যদি এমনি ব্যবহার দেখাও তবে মিটমাটের কথা সুসম্পন্ন হওয়া অসম্ভব।

মমতাজ : বা! মিটমাটের কথাবার্তার সময় কি আর আমি এখানে থাকব নাকি ? সে তো আপনি আমার পক্ষ হয়ে করবেন। কিন্তু কী জানেন, আমার মনে হয় কথাবার্তাই হবে না।

ইজ্জত : তার মানে ?

মমতাজ : তাকে আপনি ডেকে পাঠিয়েছেন এক ঘণ্টা হয়; কিন্তু এখনো তো সে এলো না। মানেটা এখনো বোধহয় আপনি বুঝে উঠতে পারেননি।

ইজ্জত : (মাথায়...) দলিলকে পাঠিয়েছিলাম ওকে ডেকে আনতে। ভেবেছিলাম চাচা ভাতিজাকে বুঝিয়ে নিয়ে আসতে পারবে, কিন্তু কেউ যে এখনো এলো না। ওর ঘরে একটা টেলিফোন নেই যে জিজ্ঞেস করে দেখি ও আসছে কিনা ! দেখি বাইরে গিয়ে এলো কিনা।

[প্রস্থান]

[মমতাজ মনে মনে কী ভাবে। একটু ম্লানভাবে হাসে। তারপর খবরের কাগজ পড়িতে থাকে। হঠাৎ দরজায় ঠক্ ঠক্ করিয়া কে যেন বাহির হইতে টোকা দেয়। মমতাজ চমকিয়া কাগজ ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। ত্রস্তপদে অন্য দ্বারপথে পা বাড়ায়। আবার কী বুঝিয়া ধীর গলার প্রশ্ন করে—]

মমতাজ : কে ?

রিপোর্টার : (বাহির হইতে) জি আমি রিপোর্টার। (প্রবেশ করে সমাজ দূতের রিপোর্টার ও ভগ্নদূতের এজেন্ট। নিজেদের পরিচয় নিজেরাই করিয়া লয়। দুইজনেই যুবক এবং দেখিতে সুপুরুষ।)

মমতাজ : ওহ্! আপনারা আবার এসেছেন ? তা বলুন কী করে আপনাদের খাতির যত্ন করি ?

রিপোর্টার : জি— জি— আপনার মুখের দুটো তাজা কথা, ব্যাস ঐ আমাদের যত্ন, আমাদের রত্ন।

সীতারাম : আপনার আব্বাজানকে এইমাত্র দেখলাম বেরিয়ে গেলেন। তাই বুঝলাম যে আপনি ভেতরে আছেন আর আপনার সাথে দুটো কথা বলবার এখনই হয়তো একমাত্র সময় হবে।

রিপোর্টার : বাইরে আমি আমার ক্যামেরা ঠিক করে রেখেছি। জি— জি— ফ্ল্যাশ লাইট এখন যা চমৎকার, একটা আলো-ছায়া ছবি হবে আপনার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মমতাজ : দেখুন এই পরশুদিন না আপনি একটা ছবি নিলেন ?

রিপোর্টার : জি— সে আপনার মেহেরবানি। সেটা তো এই আজকের সমাজপতিতে বেরিয়ে গেছে— দেখেননি ? আপনার স্বামীর, তারও একটা বেরিয়ে গেছে। অনশন ব্রতের তাজা আরো খবর এখনো আমাদের স্টপ প্রেসে জমা হয়ে আছে। সত্যি সমাজপতির মতো এমন নতুন খবর অন্য কোনো দৈনিকে দিতে পারে না। (টেবিলের ওপর মমতাজের পরিত্যক্ত কাগজটা দেখায়।) দেখতে পারি কি ?

মমতাজ না কেন ? ও তো আপনাদেরই জিনিস।

রিপোর্টার . হেঁ, হেঁ, জি— খুব রহস্য করলেন ! সত্যি এরকম দুঃখময় সময়ে আপনার মন যে এত প্রফুল্ল, তা সত্যি— হেঁ, হেঁ। (খবরের কাগজটি দেখে) মি. সীতারাম, দেখেছেন আপনি এই সমাজপতির খবরের সেটিং ? আর দেখুন ওদের হেডিং দেয়ার কায়দা— "মি. মাখসুদ হুসেন, এম.এ.এল.এল.বি সাহেবের অনশন ব্রতের তৃতীয় দিবস— মনের দৃঢ়তা অচল অটল। ডাক্তারদের আলোচনায় বিষাদের চিহ্ন। মিসেস মাখসুদ সাহেবের বিবৃতি। পুনর্মিলনের আভাস ক্ষীণ।" দেখেছেন কী চমকপ্রদ শব্দের গঠন। আরো লিখেছে, "আমাদের বিশেষ সংবাদদাতা বলেন যে"— মানে জি এই গরিবের কথা। আর মি. সীতারাম দেখেছেন মিসেস সাহেবার ফটোটা ? কী সুন্দর, প্রাণবন্ত, উৎফুল্ল! নিচে লেখা, "দু'মাস আগে তোলা।" সত্যি বলতে কী, মিসেস মাখসুদ আরো অনেক পেপারেই তো আপনার ফটো ছেপেছে, কিন্তু এত সুন্দর ব্লক আর কোথাও কি দেখেছেন ? এত নিখুঁত পোজ ?

সীতারাম : ভগ্নদূত থেকেও আমি খবর পেয়েছি যে, এই অনশন ব্রতের খবর দিন দিন নাকি শহরের সবচেয়ে মুখরোচক ঘটনা হয়ে উঠেছে। কাল আমি তিন'শ শব্দ টেলিগ্রাম করেছি। আজ পাঁচ শ হলো চাইকি নতুন কিছু হলে আরো তিন'শ করব।

রিপোর্টার : জি,— হ্যাঁ— আমরা এইমাত্র মি. মাখসুদ সাহেবের দৌলতখানা, জি ওনার বাসা থেকে আসছি। শুনলাম যে মিটমাট হওয়ার জন্য চেষ্টা চরিত্তির চলছে। তা আপনি যদি এ বিষয়ে আরো নতুন কিছু মতামত পেশ করেন, তবে— (রিপোর্টার ও সীতারাম উভয়েই পেন্সিল, নোটবুক ঠিক করে ধরে)।

মমতাজ : না, এ বিষয়ে নতুন করে বলবার আমার কিছুই নেই।

রিপোর্টার : (লিখিতে থাকে) "ইহার পর মিসেস মাখসুদকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন"। জি— দেখুন মিসেস মাখসুদ সাহেবা এই ঘটনাটাই শহরে সবাই এখন আলোচনা করে। তাই তো সমাজপতির সম্পাদকীয়তে এ বিষয়ে কাল অত কথা বেরিয়েছিল। জি— আপনি কি সে বিষয়ে আরো কিছু বলতে চান ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মমতাজ : না— কিচ্ছু না।

রিপোর্টার : তা আর কোনো নতুন মোবারকবাদ টেলিগ্রাম আছে ? থাকলে দেখতে পারি কি ?

মমতাজ : হ্যাঁ, হ্যাঁ খুশির সঙ্গে। ঐ টেবিলের ওপরই পড়ে রয়েছে।

রিপোর্টার : আরে এ যে অনেক— দেখেছেন মি. সীতারাম। দুনিয়াসুদ্ধ লোকের প্রশংসা দৃষ্টি এসে জড় হয়েছে এখানে। বলিনি আমি— (একটা টেলিগ্রাম হাতে নেয়) দেখতে—

মমতাজ : দেখুন না ওটা।

রিপোর্টার : (পড়ে) All India Progressive Women's Society হতে কনগ্র্যাচুলেশন পাঠিয়েছেন আপনাকে ? চমৎকার ! জি— ওঃ, মি. মাখসুদ সাহেবও টিমবাকটু থেকে স্বামীদের এমনি একটা সমিতি থেকে টেলিগ্রাম পেয়েছেন। আমরা সেটাও নোট করে রেখেছি। ওতে লেখা ছিল যে, অনশন ব্রত করে তিনি নাকি দুনিয়ার সমস্ত স্বামীদের আত্মসম্মান—

মমতাজ : দেখুন, আপনি যদি ওনার টেলিগ্রাম নিয়েও নাড়াচাড়া করে থাকেন, তাহলে দয়া করে আমারগুলো আর না ধরে রেখে দিতে পারেন।

রিপোর্টার : জি— হেঁ দিন না, কী হবে আর, দুটোই ছাপিয়ে দি। বুঝলেন না আমাদের কাজ— ঠিক যা সত্য, জনসাধারণের কাছে ঘটনাকে ঠিক সেইভাবে ধরে দেয়া।

মমতাজ : কফি আনতে বলব আপনাদের জন্য ?

রিপোর্টার : শুকরিয়া— জি না।

মমতাজ : এক পেয়ালা করে চা অন্তত—

রিপোর্টার : শুকরিয়া, অনেক শুকরিয়া। আমরা তো এইমাত্র রেস্তোরাঁ থেকে খেয়ে আসছি। বুঝলেন মিসেস মাখসুদ সাহেবা, জনসাধারণ এই অনশন ব্রতের মূল উৎপত্তির কারণ নিয়ে খুব মাথা ঘামাচ্ছেন। কেউ কেউ বলেন যে,— জি— জি— মি. সীতারাম আপনিই বলুন।

সীতারাম : তারা বলেন যে, আপনাদের বিয়ে হয়েছে আজ চার বছর হয়ে গেছে। কিন্তু আপনি এখনো নিঃসন্তান বলে ঠাট্টাচ্ছলে মি. মাখসুদ সাহেব আবার বিবাহের প্রস্তাব—

মমতাজ : মিথ্যে কথা (দৃঢ়স্বরে) বাজে গুজব !

রিপোর্টার : (লিখতে আরম্ভ করে) "এ গুজব যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন সে কথা মিসেস মাখসুদ অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করেন। তাঁহার সেই সময়েই মুখ—" (বাহিরে গাড়ির শব্দ হয়)

সীতারাম : তারা বুঝি এলো।

[কাগজপত্র ঠিক করে]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিপোর্টার : (ক্ষিপ্রহস্তে নোট বই ঠিক করিয়া দরজার দিকে ছিটকাইয়া পড়ে) আচ্ছা যাই এখন— হ্যাঁ আপনার ফ্লাশ লাইট ফটোটা কিন্তু চাই আজ।

[বাহির হইয়া পড়ে]

ইজ্জত : (ঘরে প্রবেশ করে— হন্তদন্ত ভাব) মমতাজ, মমতাজ ও এসেছে। দোহাই তোমার, তুমি এখন একটু নরম হয়ে— উহ্! কী ভয়ঙ্কর এই রিপোর্টারগুলো। এতক্ষণ জোঁকের মতো আঁকড়েছিল আমাকে। ও গাড়ি থেকে নামতেই ছাপিয়ে—

মমতাজ : আব্বাজান! (আচমকা অত্যন্ত জোরে পাশের ড্রয়ার খুলিয়া একখানা কাগজ বাহির করে। তারপর অতি শান্ত, ধীর, গম্ভীরভাবে ইজ্জত হুসেন সাহেবের হাতে দেয়) ধরুন, এই হলো আমার শর্ত।

ইজ্জত : মানে ?

মমতাজ : অর্থাৎ এই চৌদ্দটা শর্ত বাদিপক্ষ যদি মেনে নিতে রাজি হয়, তবেই আমার তরফ থেকে মিটমাট হওয়া সম্ভবপর।

ইজ্জত : এ্যাঁ! উহ্। এ-কী অন্যায় আবদার মমতাজ। একটু দয়া কর। বেচারা আজ তিন দিন ধরে খায়নি আর এখন এসে যদি এমনি ব্যবহার পায়, তবে—

মমতাজ : দিন, তা হলে আমি এ শর্তগুলো ছিঁড়ে ফেলি। কিন্তু মনে রাখবেন। পরে আমাকে যেন দোষ দেবেন না যে, আমি মিটমাটের কথাবার্তা হতে দিইনি।

ইজ্জত : খোদা! (মাথা চুলকায়) মমতাজ আরেকটু নরম হও। ব্যবহারটা আরেকটু কোমল করে তোল।

মমতাজ : না, অসম্ভব! এ চৌদ্দটা শর্ত অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক করেছি। একটা কমে রাজি কি, আপনি অমনি তালাকের আলোচনা করতে পারেন। আমার পক্ষ থেকে এই শেষ কথা। আমি তাহলে আসি— ওনারা হয়তো এখনই এসে পড়লেন বলে।

[বাহির হইয়া যায়]

ইজ্জত : বদ নসিব ! (প্রবল বেগে মাথা ঘষে) দিনে দিনে আরো কত দেখব ? অনশন ব্রত— চৌদ্দ শর্তাবলী! খোদা, আমার আত্মসম্মানটা গেল বুঝি! (ঠকঠক করিয়া দরজায় টোকা দিয়ে দলিল সাহেব ঘরে প্রবেশ করেন। বয়স ৪০ হইতে ৪২ এর মধ্যে, মুখে সব সময় একটা প্রাণখোলা হাসি লাগিয়া রহিয়াছে) এই যে, আসুন, মাখসুদ কোথায় ? এলো না ?

দলিল : এসেছে ভাই, এসেছে ! কিন্তু তোমার ঐ গেট থেকে এই ঘর পর্যন্ত আসা তো আর খুব সোজা কাণ্ড নয়। বেচারা মাখসুদ এমনিই তো তিন দিন ধরে কিছু খায়নি। গাড়ি থামতেই ছোঁ করে উড়ে এসে দু'দুটো ডাঁকসাইটে রিপোর্টার ছেঁকে ধরল ওকে। তারপর প্রশ্নের সব ব্লিটজ ক্রিগ্। "কেন এখানে এলেন"—"মিটমাট হবে কি ?" "ফটো চাই!" "মমতাজ প্রকাশ করুন" ইত্যাদি। লাহাওলাহ্ এই 'সমাজপতি'র লোকগুলোই বা কী জঘন্য কাণ্ড করে তুলেছে। আরে বাবা অন্যের ঘরোয়া খবরে তোদের অত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাথাব্যথা কেন ? অনশন ব্রত না যেন বিনি পয়সায় ভেলকি বাজি হচ্ছে! আর এই অনশন ব্রতটা বুঝলে ইজ্জত মিয়া, আমাদের কালে বউ মান করতো, ভাত খেত না। এখন বৌ রাগ করলে আর অমনি স্বামী সাহেব আরম্ভ করলেন অনশন ব্রত। ছি ছি ! আরো কত দেখব!

ইজ্জত : এ-তে শুধু প্রগতি এগুচ্ছে!

দলিল : বেশ ভঙ্গি এগুবার ! মাখসুদকে এত করে বললাম, আরে বাবা হার মেনে যাও— আমার সম্মানটাকে আর মেরো না। আচ্ছা, মমতাজ গেল কোথায় ? এত কষ্ট করে যে ও ব্যাটাকে ধরে নিয়ে এলাম তার জন্যে আমাকে একটা ধন্যবাদও দিয়ে গেল না ? কোথায় গেল ও ?

ইজ্জত : ভেতরে গেছে। ওর পক্ষ হয়ে কথাবার্তা বলবার জন্যে আমায় মোক্তার নিযুক্ত করে গেছে। আগে শুনতাম, মা মেয়ের পক্ষ হয়ে কথাবার্তা চালাত; কিন্তু এক্ষেত্রে আমায় বাবা হয়ে তাই করতে হবে।

মাখসুদ : (বাহির হইতে দরজা খট্ খট্ করিয়া) আসতে পারি কি ?

ইজ্জত : এসো, এসো মাখসুদ! এ তো তোমারই ঘর। (মাখসুদ প্রবেশ করে। সুন্দর, সুপুরুষ, গম্ভীর। বয়স ২৮ হইতে ৩০। ঈষৎ ফ্যাকাশে) বসো বাবা, বসো।

মাখসুদ : আদাব আরজ। (বসে)

ইজ্জত : ভালো আছ তো ?

দলিল : তুমি না হয় ভালো থাকতে বলছ, কিন্তু ও যে মরবার জন্যে কোমর বেঁধে আছে।

ইজ্জত : সত্যি মাখসুদ এ তুমি কী করছ ? ঘরের কথা কাগজে পর্যন্ত উঠে গেল! (মাথায়— মানে টাকে হাত বুলায়)

মাখসুদ : মাফ করবেন, আমি যা করে থাকি তা অনেক বুঝে শুনে করি। সে বিষয়ে অন্য কারো মতামত— তা ওসব কথা থাক, এখন বরঞ্চ আসল কাজের কথা হোক।

ইজ্জত : আরে আসল কাজ আবার কী আছে এখানে ? বাছা শুধু তুমি দয়া করে এখন তোমার ঐ অনশন ব্রতটা ভেঙে ফেল, তারপর আমি না হয় মমতাজকে যেমন করেই পারি—

মাখসুদ : অনশত ব্রত ভেঙে ফেলতে তো আমি অনেক আগে থেকেই রাজি, কিন্তু আগে মমতাজ—

ইজ্জত : হার মেনে গিয়ে তোমার বাড়িতে যাবে, তোমাকে অনুরোধ করবে। এই তো ? তা মমতাজ করবে না। এই ধর তার চৌদ্দ দফা শর্তাবলী। (কাগজটা বাহির করে)

মাখসুদ : কী বললেন ?

দলিল : আরে, সে-কী ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইজ্জত : এই কাগজে যে চৌদ্দটা শর্ত লেখা আছে, তা যদি মাখসুদ মিঞা মেনে নেয় তবেই নাকি সে তাঁর সাথে মিটমাট করতে প্রস্তুত। অন্যথায়—

মাখসুদ : দেখেছেন, দেখেছেন চাচাজান কত বড় ঔদ্ধত্য। আমি, এ—

দলিল : দেখি, দাও তো দেখি। পড়েই দেখি ব্যাপারটা। (পড়ে ও হাসে) লাহাওলাহ্— চৌদ্দ শর্তাবলী !

মাখসুদ : এত অল্পেই আল্লাকে ডাকলেন চাচাজান। মমতাজকে তো আপনি এখনো চেনেননি। আমি না পড়েই বলে দিতে পারি ওতে কী কী লেখা আছে— হ্যাঁ।

দলিল : মাখসুদ তুমি বড় চঞ্চল। একটু শোনই তো কী লিখেছে ও। (গলা কাশিয়া পড়িতে থাকে) "প্রথম শর্ত। বাদিকে সমস্ত দিনের মধ্যে অন্তত বার ঘণ্টা বাসায় থাকিতে হইবে।" এখানে একটু সুবিধাও দিচ্ছে— "অবশ্য বিশেষ ঘটনার সৃষ্টি হইলে একটু অন্যথা হইতে পারিবে। দ্বিতীয়— রাত্রি আটটার পূর্বেই বাদিকে বাসায় ফিরিয়া আসিতে হইবে।"

মাখসুদ : না-না-না। এ অসম্ভব। চাচাজান আমি কি গুণ্ডা নাকি ? এ যে রীতিমতো কার্ফিউ অর্ডার— এ কিছুতেই—

দলিল : আরে বাবা স্থির হয়ে আগে একবার সব শোন তো। "তৃতীয়— রাত্রি দশটার আগে ঘুমাইতে হইলে শ্রীমতির বিশেষ অনুমতি লইতে হইবে। চতুর্থ— বাদির কোনো বন্ধু বান্ধব লইয়া বাসায় বসিয়া আড্ডা জমাইতে পারিবে না। পঞ্চম—

মাখসুদ : আরে আরে এ যে একেবারে ফৌজদারি মামলার ১৪৪ ধারা। এ রকম অসহ্য আবদার—

দলিল : মিঞা একটু চুপ করেই থাক না। শেষ হয়ে গেলে পরে কথা বলো। "পঞ্চম শর্ত— শ্রীমতীর বান্ধবী সদা-সর্বদা, সময়ে-অসময়ে যখন খুশি বাসায় আসিবে। বাদির সে বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিবার কোনো ক্ষমতা থাকিবে না।" এখানে আবার কতগুলো উপসূত্রও আছে। যেমন, "(ক) সর্বদা উপরোক্ত বান্ধবীদিগকে সসম্মানে সমাদরের সহিত ঘরে বসাইতে হইবে— শ্রীমতীর উপস্থিতি কিংবা অনুপস্থিতির বাছ-বিচার না করিয়া। (খ) স্বামী সাহেবের ব্যবহার তখন অতিমাত্রায় কোমল ও মার্জিত হওয়া বাঞ্ছিত। (গ) এমন কোনো আচরণ কিংবা কথা বাদি না বলে, যাহাতে তাহাদের কিছুমাত্র বেদনা পৌঁছে।

ষষ্ঠ শর্ত— বাদির মাসিক পেট্রোল খরচ ১২ টাকার অধিক হইতে পারিবে না।"

মাখসুদ : (ক্ষেপিয়া) এখানে আমি এই বলব যে, আমি কোনো পুলিশ ধাবিত রাজনৈতিক অপরাধী নই। আমার গতিবিধির উপর এ রকম কড়াকড়ি নজর ও অসভ্য ইঙ্গিত আমি কিছুতেই হতে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দলিল : মাখসুদ— তুমি বড় বেশি কথা বল। "সপ্তম শর্ত— বাদি যে সময়ে যে কোনো অবস্থাতেই থিয়েটার কী সিনেমায় যাক না কেন, শ্রীমতীকে সাথে লইয়াই যাইতে হইবে। অষ্টম শর্ত— এমন কোনো পার্টি বা দাওয়াত যেখানে শ্রীমতিকেও ডাকা হয় নাই সেখানে বাদিও কোনো অজুহাত দেখাইয়া যাইতে অস্বীকার করিবে। নবম শর্ত— যে কোনো বন্ধুকে শ্রীমতী খারাপ মনে করিবেন, বাদিকে তৎক্ষণাৎ বিনা বাক্যে তাহার সঙ্গ চিরতরে পরিত্যাগ করিতে হইবে। দশম শর্ত— শ্রীমতীর প্রতি কোনো অপমানজনক কথা রহস্যচ্ছলেও যেন প্রয়োগ করা না হয়।"

মাখসুদ : (চেয়ার হইতে লাফাইয়া) অসম্ভব— অসম্ভব। ব্যক্তিগত মতামত, পছন্দ ইচ্ছা—

দলিল : "একাদশ শর্ত— হাসিমুখে রস আলাপে মুখর হইয়া— প্রত্যহ শ্রীমতীর সহিত একসাথে বসিয়া খানা খাইতে হইবে। কোর্ট-মোকদ্দমায় হারা কিংবা ব্যক্তিগত কোনো কষ্টের অজুহাত চলিবে না। দ্বাদশ— বাদিকে প্রতিমাসে শ্রীমতীকে একটা করিয়া শাড়ি ও এক জোড়া জুতা, প্রয়োজনের অতিরিক্ত উপহার দিতে হইবে।"

মাখসুদ : (দাঁড়াইয়া পড়ে) এ রকম উথলে ওঠা আবদার কোনো কালেই আমার দ্বারা—

দলিল : আর এক মিনিট। খালাস। "ত্রয়োদশ শর্ত— বাদিকে অক্লান্ত পরিশ্রম ও সত্যনিষ্ঠার সহিত তাহার কাজ করিতে হইবে। তাহার লক্ষ্য থাকিবে, সে যেন জজ হইতে পারে। শেষ শর্ত— বাদিকে মাসে অন্তত ৪০০ টাকা রোজগার করিতে হইবে।"

মাখসুদ : (ধপ করিয়া বসিয়া পড়ে) অর্থাৎ এ পৃথিবীর লোকগুলো হঠাৎ যদি মানুষ হইয়া ওঠে আর ঝগড়া মামলা না করে তবু আমাকে ৪০০ টাকা প্রতি মাসে রোজগার করিতে হইবে। তা না হইলে যে শর্ত ভঙ্গ হইয়া যায়। আমি না খেয়ে খেয়ে মরব। তবু ঐ মৃত্যুর খৎ-নামায়—

ইজ্জত : না বাবা মাখসুদ, অমন কথা বলো না। জ্ঞানী লোক তুমি। আরেকটু মায়া, দরদ রাখ। একটু ত্যাগই না হয় স্বীকার কর।

মাখসুদ : ত্যাগ! ধরে-বেঁধে স্ত্রৈণ হওয়াটাকে আপনি ত্যাগ বলবেন ? আচ্ছা আপনি তো পুরুষ মানুষ। ধরুন এ রকম অবস্থায় পড়লে পারতেন, পারতেন আপনি করতে যা এখন আপনি আমায় করতে বলছেন ?

ইজ্জত : দেখ বাবা সে প্রশ্ন এখন থাক। কথা হচ্ছিল মিটমাট করতে তুমি রাজি কি না ?

মাখসুদ : আপনি আমায় বোকা বলেন, পাগল বলেন, নিষ্ঠুর বলেন, কিন্তু ঐ ফাঁসির হুকুমনামায় কিছুতেই স্বাক্ষর করব না। করতে পারব না।

ইজ্জত : (মাথায় জোরে হাত ঘষে) দলিল সাহেব আপনি একটু বুঝান না ওকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দলিল : আরে ভাই এই ছেলে ছোকরাদের বোঝানো কি আমাদের কাজ ? তুমিই বাবা হয়ে পারলে না ঐ এক রত্তি মেয়েটাকে মানাতে আর আমি তো এ জোয়ান ছেলেটার সম্পর্কে শুধু চাচা হই।

ইজ্জত : হায় খোদা ! (টাক— ইত্যাদি) কী করি এখন আমি !

দলিল : দেখ, এই মিটমাটের চাবি মমতাজের হাতে। তুমি গিয়ে আরেকবার চেষ্টা কর।

ইজ্জত : উহ্ ! আর পারিনে। ধৈর্যের একটা সীমা আছে। যাই— আচ্ছা মমতাজের কাছেই আরেকবার চেষ্টা করে দেখি।

[মসৃণ টাকটাকে আঙুল দিয়ে প্রায় লাঙ্গল-চষা করিয়া ফেলিতে ফেলিতে প্রস্থান]

দলিল : আরে মিঞা মেনে যাও। আর নয়। অনেক তো হয়েছে। এখন না হয় শর্তে রাজি হয়ে যাও, পরে ভেঙে ফেললেই হলো। কে তখন আর তোমায় নিষেধ করছে !

মাখসুদ : না অত ভুল আমি করতে পারব না।

দলিল : কী বললে ?

মাখসুদ : মানে, এই শর্তে রাজি হওয়া এক ভুল, পরে ভেঙে ফেলা আরেক ভুল। এ আমি করতে পারব না।

দলিল : এই তো! তুমি এখন তোমার আইন টেনে আনছ এখানে। কিন্তু মিঞা ঘরোয়া ব্যাপারে কি আইন চলে ?

মাখসুদ : কিন্তু আপনি বুঝতে পারলেন না। থাক্‌গে, একটু দেখুন না ঐ রিপোর্টারগুলো চলে গেছে কিনা ?

দলিল : যাবে আবার কোথায় ? পাওনাদার টাকা চাইতে এসে ফিরে যেতে পারে! কিন্তু এ বান্দারা যখন একবার এসেছেন তো গ্ম হয়ে লেগেই আছেন। কী অসভ্যতা!

মাখসুদ : চাচাজান, একটু তাড়াতাড়ি দেখবেন কি— ওরা সরেছে—

দলিল : হ্যাঁ হ্যাঁ যাচ্ছি। কিন্তু উহ্! বাইরে গেলেই যে লাফ দিয়ে পড়ে আমায় ছেঁকে ধরবে— "কী হলো"— "মিটমাট হলো কি ?"— "শ্রীমতীর চেহারা এখন কেমন—"

মাখসুদ : দোহাই চাচা ! ঐ চৌদ্দ শর্তের কথা যেন প্রকাশ না পেয়ে যায়, তাহলে কিন্তু—

দলিল : আরে পাগল নাকি ?

[প্রস্থান]

[মাখসুদ আরামে কুর্সিতে পা ছড়াইয়া বসে ও খবরের কাগজ দেখিতে থাকে। এমন সময় ঠক্ করিয়া দরজায় শব্দ হয়। চমকিয়া মাখসুদ চোখ ফিরায়। কিন্তু ঘরে ঢুকেন ইজ্জত সাহেব।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইজ্জত : হ্যাঁ, এতক্ষণে একটু আসল রাস্তায় আসছে। ও নিজেই তোমার এখানে আসবে কথা বলতে। দলিল সাহেব কোথায় ?

মাখসুদ : উনি বাইরে একটু খবরের কাগজের লোকগুলোকে দেখতে গেছেন।

[ভদ্রসূচক চেয়ার হইতে উঠিবার হঠাৎ চেষ্টা]

ইজ্জত : না—না তুমি বসো। আমি নিজেই যাচ্ছি ওর কাছে।

[প্রস্থান]

[মাখসুদ জোর করিয়া মুখের উপর হইতে একবার উত্তেজনার ছায়া মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিল। তারপর খবরের কাগজ হাতে লইয়া ইজিচেয়ারে আধো শোয়া অবস্থায় পড়িতে লাগিল। রিনিঝিনি করিয়া ঘরে প্রবেশ করিল মমতাজ। মাখসুদ আড়চোখে একবার দেখেও অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে আবার পড়িতে থাকে। মমতাজ এত কাছে আসিয়া দাঁড়াইল যে, কোনো চর্মচক্ষে তখন তাহাকে না দেখা অসম্ভব। মাখসুদ তবু না দেখিয়া একটা গলা খাকরি দিল ও আরো মনোযোগের সহিত পড়িতে লাগিল।]

মমতাজ : ভালো ছিলেন তো ?

মাখসুদ : আপনার দোয়ায়। (অল্প একটু নীরবতা)

মমতাজ : আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছেন ?

মাখসুদ : আপনার আব্বা বলছিলেন যে আপনি নাকি আমার সাথে কথাবার্তা বলবার জন্য আসছেন!

মমতাজ : আপনি আমার চৌদ্দ শর্তাবলী দেখেছেন ?

মাখসুদ : স্বচক্ষে না দেখে থাকলেও ওটা সম্বন্ধে স্ব-কর্ণে কিছু কিছু শুনবার সৌভাগ্য এ হতভাগার হয়েছিল।

মমতাজ : ওটা সম্বন্ধে আপনার কী মতামত ? জানতে পারি কি ?

মাখসুদ : হ্যাঁ— মন্দ হয়নি। তা ওরকম শর্ত আজকাল প্রায় সব নারী সমিতি থেকেই প্রস্তাবিত হচ্ছে। তবে তফাত এই যে, আপনার উদারতা একটু বেশি। সমস্ত বিশ্বনারীর ব্যথা যেন আপনার ঐ শর্তগুলোর মাঝে প্রাণ পেয়েছে।

মমতাজ : তাহলে আপনি রাজি হয়ে যান না কেন ?

মাখসুদ : মানে, আমার মতো সাধারণ একটা স্বামীর অত ক্ষমতা কোথায় ?

মমতাজ : ভদ্রতার মুখোশ এঁটে অন্যকে খোঁচা দিয়ে কথা বলার অভ্যেসটা দেখি আপনার এখনো যায়নি।

মাখসুদ : কারণটা বোধহয় কারো কারো অজানা নয়।

মমতাজ : খবরের কাগজ পড়তে পড়তে আগে ভাবতাম যারা অনশন ব্রত করে তাদের মনের কালি অনেক মুছে যায়। অন্যের সম্বন্ধে বিশ্রী কল্পনা তারা করতে পারে না। কিন্তু এখন দেখছি তারও অন্যথা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাখসুদ : দেখুন, অনশন ব্রত হচ্ছে একটু উঁচু স্তরের মানবদের জন্যে। যেমন মানব হচ্ছে খোদার শ্রেষ্ঠ জীব, তেমনি স্বামীরা হচ্ছে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু স্তরের প্রাণী। অবশ্য এখানে গান্ধীজীর কথা আলাদা। উনি লিডার বেশি, স্বামী অল্প।

মমতাজ : স্বামী যে অত উঁচুতে একথা আপনাকে কে বললে ?

মাখসুদ : না বললেও ধরে নেয়া চলে ।

মমতাজ : আপনার মতো ভালো উকিলের ওরকম মিথ্যা ধারণা করা সাজে না।

মাখসুদ : উকিলেরা তো সব সময় মিথ্যে কথাই বলে। ধরে নিন আমার এটাও এমনি একটা যুক্তিপূর্ণ মিথ্যে কথা।

মমতাজ : তাহলে বলতে হচ্ছে যে, আপনি মিথ্যে কথাটাও বলতে জানেন না— এখনো ভালো করে শেখেননি।

মাখসুদ : তা হবেও বা। তবে অনেকের মতো কথা বানিয়ে বলবার সক্ষমতা হয়তো আমার নেই।

মমতাজ : (হঠাৎ সুর বদলাইয়া) আচ্ছা, শুনলাম গান্ধীজী নাকি আপনাকে কনগ্র্যাচুলেট করে একখানা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন ?

মাখসুদ : সে সৌভাগ্য আর কোথায় হলো ? গান্ধীজী হয়তো সত্যি পাঠাতেন যদি অনশন ব্রতটা আমি লিডার হিসেবে করতাম। কিন্তু এ যে আমার স্বামীর অনশন ব্রত।

মমতাজ : আপনার দেখছি লিডার হবার বড় শখ।

মাখসুদ : নিজের ঘরেই হতে পারলাম না, তা আবার বাইরের চিন্তা!

মমতাজ : কেন ? অনেকেই তো নিজের ঘরে না পেরে ঘর ছেড়ে বাইরে এসে বড় বড় লিডার হয়েছে— এমনকি জেলে পর্যন্ত গেছে!

মাখসুদ : তাতে এমন লাভই বা কী হলো ? এক জেল থেকে অন্য জেলে, ব্যাস।

মমতাজ : নামকরা উকিল হয়ে যুক্তি ছাড়া কথা দিয়ে সংসারকে জেল বলে ফেললেন, খুব!

মাখসুদ : সংসারও জেল! বিবি এবং মিঞা দু'জনের জন্যেই। তবে একজন হয় কয়েদি অন্যজন হয় জেলার।

মমতাজ : (লাল হইয়া ওঠে) এমনি ধারা মন নিয়ে আপনি এসেছেন মিটমাট করার কথা বলতে ?

মাখসুদ : (অত্যন্ত তিক্ত সুরে) কোন বেকুফ মিটমাটের কথা বলতে চায় ? দোহাই তোমার, যেমন আছি এমনিভাবে শান্তিতে মরতে দিলেই আমি তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

[কথা শেষ হইল না। তাহার পূর্বেই শিশিরসিক্ত বৃন্তচ্যুত ফুলের মতো মমতাজ মাখসুদের চেয়ারের হাতলের উপর ক্রন্দনে ভাঙিয়া পড়িল। মাখসুদ অপ্রস্তুত হইয়া চাহিয়া থাকে।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মমতাজ : (ফুঁপাইয়া কান্নার সহিত) কেন, কেন এত নিষ্ঠুর তুমি ? তিন দিন ধরে আমার প্রাণটাকে টুকরো টুকরো করে কেটেছ। এখন তাই নিয়ে আবার খেলতে চাও। আমার মুখের হাসি তোমার কাছে বিষ মনে হয়। আমার চোখের পানি তোমায় তৃপ্তি দেয়। ওহ্। কেমন করে তুমি এত মায়াহীন হলে ? আমার—

মাখসুদ : মমতাজ, আর নয়। আর নয়। (একটা টনটনে ব্যথা যেন কণ্ঠনালি চাপিয়া ধরে। মমতাজের ইতিমধ্যে নিজ বুকে এলায়িত অঙ্গে হাত বুলাইতে বুলাইতে) ভুল করে অনেক ব্যথা দিয়েছি, পেয়েছি। হৃদয়টাকে আর ছিঁড়ে ফেল না। এ কয়দিনের দুঃসহ ব্যথা আমি জানি। আমি জেনেছি লোকে কেন দোজখকে অত ভয় করে।

মমতাজ : (স্বপ্নভরা সুর) যদি এত ভালোবাসতে তবে কেন আগে আমায় বললে না ? আমায় কেন আগে আঁধারে—

মাখসুদ : ভেবেছিলাম, (প্রায় কবি-কবি ভাব) ভেবেছিলাম ক্ষণিকের নিঃসঙ্গতায়, দূরে থাকার বিচ্ছেদপ্রভাবে আমাদের প্রেম হয়তো আরো গভীরতর হয়ে উঠবে। (কিছুক্ষণের জন্য সেই প্রাগৈতিহাসিক সৃষ্টির নিথর নিস্তব্ধতা)

মমতাজ : মাখসুদ ! এসব স্বপ্ন নয়তো ?

[ছোট খুকির মতো হাত দুইটা বুকের কাছে জড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়]

মাখসুদ : আচ্ছা, এই হোপলেস অকর্মা উকিলের গল্প শুনবে ?

মমতাজ : কী ?

মাখসুদ : তোমার মনে আছে বোধহয়, কিছুদিন আগে গান্ধীজী রাজকোটে এক ধর্মঘট করেছিলেন ? আর যা দেখে আমি বলেছিলাম যে, আমিও একদিন অনশন ব্রত করব। আর কিছু না হোক অন্তত নাম তো হবেই!

মমতাজ : তখন আমি বলেছিলাম যে, একদিন রাগ করে আমি বাপের বাড়ি চলে যাব আর তুমি অমনি অনশন ব্রত করে দিও। চাই কি ফাঁক তালে আমারও নাম হয়ে যেতে পারে!

মাখসুদ : তারপর সত্যিই তুমি একদিন রেগে গেলে আর আমারও অনশন ব্রত আরম্ভ হলো।

মমতাজ : (নাকে মুখে তৃপ্তির চিহ্ন নিয়ে) ই-ই-হ !

মাখসুদ : আজ অনশন ব্রতের তৃতীয় দিন। এরই মাঝে আমার যে অফিস ঘরের টেবিলে আগে শুধু ধুলো ছাড়া আর কিছু জমত না, সেটা মক্কেলের ভিড়ে লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠেছে! দেখেছ কতগুলো কাজ করেছি আমি অনশন ব্রত পালন করে! আমাদের কথা রেখেছি, সমস্ত পৃথিবীর স্বামীদের আত্মসম্মান বজায় রেখেছি, স্ত্রীদের ভয় দেখিয়েছি, তোমার আমার প্রাণের পরিচয় করিয়েছি, নাম করেছি, মক্কেল ধরেছি—

মমতাজ : (শুনে খুশিতে উপচাইয়া উঠে) ই-ই-হ্। মাখসুদ, তুমি তাও করলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাখসুদ : কলেজে থাকতে আমার হাত দেখে কে নাকি বলেছিল যে, আমি একদিন বিখ্যাত কেউ হব। আজ আমাদের মনের পরিচয় হয়েছে। আজ বুঝেছি তোমার আমার পথ ভিন্ন নয়। চাও তো এখন আমি তোমার ঐ শর্তে স্বাক্ষর করে আমাদের এই নতুন জীবনের প্রথম পাঠ আরম্ভ করি !

মমতাজ : মাখসুদ, আর লজ্জা দিও না ! ছিঃ ছিঃ এ চৌদ্দ শর্তাবলী দেখে তোমার চাচাজান, আমার আব্বাজান তাঁরা না জানি কত কিছুই মনে করেছেন। (হঠাৎ চমকিয়া) আর ওটা যদি সমাজপতিতে বেরিয়ে পড়ে !

মাখসুদ : সে ভয় করো না। ও আমি বন্ধ করে দিয়েছি। তা ছাড়া সত্যি বলতে কী, আমাদের এই অনেক সুখের মূলেও ওরাই!

মমতাজ : তোমার কাছেও ওরা এসেছিল নাকি ?

মমতাজ : বাঃ রে, আমি কী করে বাদ যাই এ ব্যাপার থেকে ' থাক সে কথা, এখন চল একটু বারান্দায় যাই। ওরা দুজন তো বসে আছে বাইরে ফটো নেবে বলে। তারপর ওদের খবরটাও দিয়ে দেব যে আমাদের পুনর্মিলন হয়েছে— অনশন ব্রত—

মাখসুদ : কোথায়, অনশন ব্রত শেষ হলো কোথায় ? সত্যি মমতাজ ক্ষিদে পেয়েছে—

মমতাজ : চল আগে ফটো তুলে নি, তারপর শান্তিতে দুজনে মিলে একসাথে বসে আজ খুব খাব। (দুজনে বাহির হইয়া যায়। কিছুক্ষণের জন্য রঙ্গমঞ্চ খালি থাকে। একটুখানি শাড়ি ও চুড়ির শব্দ হয় ও সাথে সাথে মমতাজের গলার স্বর ভাসিয়া আসে)

"আহ্ ! ছাড় না— এখন থেকেই জ্বালানো শুরু করেছ ?"

[মমতাজ ও মাখসুদ প্রবেশ করে। মাখসুদের এক হাত মমতাজের হাতে। অন্য হাতে এক থোকা আঙ্গুর— উভয়ের উৎফুল্ল, লোলুপ, ব্যগ্র মুখের সামনে রসে ভরা আঙ্গুরের সবুজ রং যেন ফাটিয়া পড়িতেছে]

মাখসুদ : কালকে সমাজপতি লিখবে— "মি. মাখসুদ এম.এ.এল.এল.বি. সাহেব আঙ্গুর চুষে তাঁর অনশন ব্রত ভেঙেছেন। কলহের কালো মেঘ ধুয়ে শুভ্র নীল হয়ে গেছে।" আর জনসাধারণ হালকা সুরে মুচকি হেসে বলবে— "বাবা বেঁচে থাক!"

নাট্যকার নাকারা হায়দ্রাবাদীর মূল উর্দু কল্পনা থেকে ভাবানুবাদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিশিষ্ট

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওথেলো

কবীর চৌধুরীকৃত সম্পূরণ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওথেলো : পাপিষ্ঠ, যদি আমার স্ত্রীকে তুই কুলটা প্রমাণ করতে না পারিস (তার গলা টিপে ধরে) তবে আমি অবিনশ্বর মানবাত্মার নামে শপথ করে বলছি আমার জাগ্রত রোষবহ্নির সামনে তোর মনে হবে তোর বোধহয় কুকুর হয়ে জন্মানোই শ্রেয় ছিল। আমাকে চাক্ষুষ প্রমাণ দে।

ইয়াগো : তাহলে এই ফল হলো।

ওথেলো : আমাকে দেখাও সব কিছু। অন্তত এমন প্রমাণ উপস্থিত কর যেন সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ না থাকে। নইলে তোমার জীবনে অকল্পনীয় দুঃখ নেমে আসবে।

ইয়াগো : মহানুভব প্রভু আমার—

ওথেলো : যদি তুমি ওর নামে মিথ্যে অপবাদ দিয়ে থাক, আমাকে এভাবে যন্ত্রণাবিদ্ধ কর তবে এখানেই সব প্রার্থনার সমাপ্তি; সব দয়া দাক্ষিণ্যের অবসান।... ওহ্, বিভীষিকার পর বিভীষিকা, বিভীষিকার পাহাড় জমে উঠেছে। নতুন কোনো কর্ম দ্বারা স্বর্গ থেকে অশ্রু ঝরানো সম্ভব, সারা পৃথিবীকে চমৎকৃত করানোও সম্ভব, কিন্তু যা ঘটেছে তার চাইতে বেশি নারকীয় জঘন্য কোনো ঘটনার সংঘটন অসম্ভব।

ইয়াগো : হা ভগবান! আপনি কি মানুষ? আপনার কি কোনো বিচার বুদ্ধি বা আত্মা আছে? হতভাগ্য নির্বোধ, তোর সততাকে পাপে পরিণত করার জন্যই কি তুই বেঁচে আছিস? এ পৃথিবী একটা ভয়ঙ্কর জায়গা। আপনারা সবাই ভালো করে লক্ষ করুন, এখানে সরল, সোজাসুজি আর সৎ হওয়াটা নিরাপদ নয়। এই শিক্ষার জন্য আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ। বন্ধুপ্রীতির যখন এই ফল তখন আজ থেকে আর কোনো বন্ধুকে আমি ভালোবাসছি না। চলি আমি।

ওথেলো : না, যেও না। সৎ হওয়া তোমার উচিত।

ইয়াগো : আমার উচিত প্রাজ্ঞ হওয়া, কারণ সততা হচ্ছে নির্বুদ্ধিতা, তার ফল লোকসান ছাড়া আর কিছু নয়।

ওথেলো : আমার মনে হয় আমার স্ত্রী অসতী নয়। না, না, সে নিশ্চয়ই অসতী। তুমি যা বলছ তা মিথ্যে। উঁহু, তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু প্রমাণ, আমি প্রমাণ চাই। ওর যে-মুখ ছিল চাঁদের মতো শুভ্র নিষ্কলঙ্ক, তা এখন আমার মুখের মতো কৃষ্ণকায় ও ক্লেদাক্ত। রজ্জু কিংবা ছুরি কিংবা বিষ, নয় তো আগুন, কিংবা শ্বাসরুদ্ধকারী একটা কিছু— না, এ আমি কিছুতেই সহ্য করব না। যদি একবার শুধু নিশ্চিত হতে পারতাম!

ইয়াগো : প্রভু, আপনি বড় বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন দেখছি। আপনাকে কথাটা বলা আমার ঠিক হয়নি। এখন আমার অনুতাপ হচ্ছে। আপনি নিশ্চিত হতে চাইছিলেন?

ওথেলো : চাইছিলাম? না...সুনিশ্চিত আমাকে হতেই হবে।

ইয়াগো : তা আপনি হতে পারেন, কিন্তু কীভাবে— কেমন করে আপনি সুনিশ্চিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবেন, প্রভু ? আপনি কি দুচোখ মেলে তার উপর আরূঢ় দেখতে চান—

ওথেলো : ওহ্, মরণ-যন্ত্রণা! এ নরক যন্ত্রণা অসহ্য। ওহ্ !

ইয়াগো : কিন্তু ওদের দুজনকে ঠিক ঐ অবস্থায় প্রত্যক্ষ করানোটা বেশ দুরূহ হবে বলে আমার মনে হচ্ছে। তাহলে ? তাহলে কী হবে ? কী বলব আমি ? কোথায় নিশ্চিতি পাওয়া যাবে, কীভাবে হবে সব সন্দেহের নিরসন ? ওরা গরু-ছাগল, বানর কিংবা নেকড়ের মতো কামোন্মত্ত হলেও ওদের কেলিরত অবস্থায় দেখা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। কিন্তু যদি চারপাশের ঘটনাবলী ও নিদর্শন আর আভাস ইঙ্গিত নির্ভুল সত্যের সন্ধান দেয় এবং তাতে যদি আপনি নিশ্চিত হতে পারেন—

ওথেলো : সে যে বিশ্বাসঘাতিনী তার একটা নির্জলা প্রমাণ দাও আমাকে।

ইয়াগো : কাজটা আমার পছন্দ নয়। কিন্তু নিজের নির্বোধ সততা আর অনুরাগের তাড়নায় আমি ইতিমধ্যে এতদূর অগ্রসর হয়েছি যে আর পিছু হটা যায় না, এখন এগিয়েই যেতে হবে। সম্প্রতি ক্যাসিওর সঙ্গে এক শয্যায় আমি রাত্রি যাপন করেছিলাম। দাঁতের ব্যথায় আমার ঘুম আসছিল না। আপনি জানেন এক জাতের শিথিলচিত্ত লোক আছে, যারা ঘুমের মধ্যে নিজেদের কীর্তিকলাপের কথা বিড়বিড় করে বলে। ক্যাসিও ওই জাতের। আমি শুনলাম সে ঘুমের মধ্যে বলছে, প্রিয়ে ডেসডিমোনা, আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে, আমাদের ভালোবাসার কথা সংগোপনে লুকিয়ে রাখতে হবে। তারপর আমার দুহাত জড়িয়ে ধরে আবার সোহাগ ভরে ওকে সম্বোধন করে সে সজোরে আমার মুখ চুম্বন করল, এমন জোরে যে মনে হলো আমার ওষ্ঠপুটে গজানো চুম্বন যেন সে শিকড় সহ উপড়ে নিচ্ছে। তারপর আমার জানুর উপর পা তুলে দিল, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল, আবার চুমু খেল, তারপর চেঁচিয়ে উঠল, 'কী দুর্ভাগ্যই যে তোমাকে এই মূরের অঙ্গশায়িনী করেছে।'

ওথেলো : ভয়ানক, কী ভয়ানক!

ইয়াগো : এ তো শুধু স্বপ্নের ব্যাপার।

ওথেলো : কিন্তু এর সিদ্ধান্ত নির্ভুল।

ইয়াগো : তা স্বপ্ন হলেও ব্যাপারটা সন্দেহজনক, আর অন্যান্য ছোটখাট ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এটা চূড়ান্ত প্রমাণকে জোরদার করে তুলতে পারে বৈকি।

ওথেলো : আমি ওকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলব।

ইয়াগো : না, না, স্থির হন আপনি। এখনো আমরা কিছু চোখে দেখিনি। আপনার স্ত্রী হয়তো সতীই। আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো ? আপনার স্ত্রীর হাতে আপনি কখনো একটা ফলফুলের নক্সা আঁকা রুমাল দেখেছেন ?

ওথেলো : ওটা আমি দিয়েছি। আমার প্রথম উপহার।

ইয়াগো : তা আমি জানি না। কিন্তু ওই রকম একটা রুমাল দিয়ে— হ্যাঁ, আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই যে ওটা আপনার স্ত্রীর রুমালই— আমি আজ ক্যাসিওকে তার মুখ মুছতে দেখেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওথেলো : এটা যদি সত্য হয়—

ইয়াগো : ওটা, কিংবা আপনার স্ত্রীর অন্য কোনো জিনিসও যদি হয়, তাহলে অন্যান্য প্রমাণের সঙ্গে মিলে ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে তার বিপক্ষে যায়।

ওথেলো : ওহ্, কী করব আমি। ও যদি চল্লিশ সহস্র প্রাণের অধিকারী হতো ! একটি প্রাণ নিশ্চিহ্ন করে আমার প্রতিশোধের তৃপ্তি হবে না। এখন আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে সব সত্য। ইয়াগো, এই দেখ, আমার সমস্ত ভালোবাসা এক ফুৎকারে আমি উড়িয়ে দিলাম। এই সব নিঃশেষ হয়ে গেল। এবার নরককুণ্ড থেকে জেগে ওঠ নির্মম প্রতিশোধ বহ্নি। প্রেম-ভালোবাসার জয়কিরীট আর স্নিগ্ধ সিংহাসনের স্থানে এবার অধিষ্ঠিত হও নির্মম ঘৃণা। বিস্ফোরিত হও বক্ষ, সর্পজিহ্বার বিষাক্ত তাড়নায়।

ইয়াগো : শান্ত হোন, প্রভু।

ওথেলো : রক্ত, রক্ত, রক্ত।

ইয়াগো : আমি বলছি ধৈর্য ধরুন। হয়তো আপনার মত পাল্টে যাবে।

ওথেলো : কখনো নয়, ইয়াগো। পন্টিক সাগর দেখেছ ? তার তুষার শীতল স্রোতধারা অনিবার্য বেগে অবিরাম ধেয়ে চলে প্রপোন্টিক আর হেলেসপন্টের পানে, ভাটার পিছুটান তার অজ্ঞাত। তেমনি আমার হিংস্র ভাবনারাজি প্রচণ্ড বেগে শুধু সামনের লক্ষ্যের পানে ছুটে চলেছে। যথাযোগ্য সুবিশাল প্রতিশোধের করাল গহ্বরে বিলীন হবার পূর্বে আর সে কোনো বিনম্র ভালোবাসার ভাটার টানে পিছু ফিরে তাকাবে না। (হাঁটু গেড়ে বসে) ওই মর্মর আকাশের নামে, পবিত্র প্রতিশ্রুতির সাথে আমি শপথ নিলাম, আমার কথা আমি কার্যে পরিণত করব।

ইয়াগো : (হাঁটু গেড়ে) এখনি উঠবেন না। উর্ধ্বে অবিরাম জ্বলজ্বল করা তারকারাজি তোমরা সাক্ষী, আমার চারপাশের আলো-হাওয়া তোমরা সাক্ষী, এই মুহূর্ত থেকে ইয়াগো তার হস্ত-হৃদয় বুদ্ধিমত্তা সব প্রবঞ্চিত ওথেলোর সেবায় উৎসর্গ করল। তিনি শুধু আদেশ করুন, সে কাজ যত ভয়াল রক্তাক্তই হোক, আমি নির্দ্বিধায় তা পালন করব।

[দু'জনই উঠে দাঁড়ায়]

ওথেলো : শুষ্ক ধন্যবাদ নয়, উদার স্বীকৃতি দ্বারা আমি তোমার এই অনুরাগ গ্রহণ করলাম এবং এই মুহূর্ত থেকে আমি তোমাকে কার্যে নিয়োজিত করছি। তিনি দিনের মধ্যে আমি ক্যাসিওর মৃত্যুসংবাদ শুনতে চাই।

ইয়াগো : আপনার অনুরোধে আমার বন্ধু মৃত। কিন্তু আপনার স্ত্রীকে প্রাণে মারবেন না।

ওথেলো : জাহান্নামে যাক, কুলটা শয়তানী। জাহান্নামে যাক। জাহান্নামে। চল, ওদিকে চল আমার সঙ্গে। ওই রূপসী শয়তানীটাকে তাড়াতাড়ি হত্যা করার একটা উপায় বার করতে হবে আমাকে। এখন তুমিই আমার সহ-সেনাপতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইয়াগো : চিরজীবনের জন্য আমি আপনারই।

[উভয়ের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

[সাইপ্রাস। দুর্গের সামনে]

[ডেসডিমোনা, এমিলিয়া এবং ভাঁড়ের প্রবেশ।]

ডেসডিমোনা : সহ-সেনাপতি ক্যাসিওর আস্তানা কোথায় জান?

ভাঁড় : উঁহ্।

ডেসডিমোনা : খোঁজ-খবর নিয়ে ঠিকানাটা বার করতে পারবে?

ভাঁড় : সারা দুনিয়ার লোকজনকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে উত্তর আদায় করে ছাড়তে পারি।

ডেসডিমোনা : ওঁকে খুজে বার করে এখানে আসতে বল। বল যে আমি আমার স্বামীকে ওঁর জন্য ইতিমধ্যে অনুরোধ করেছি, আশা করছি সব ঠিক হয়ে যাবে।

ভাঁড় : এটা করা মানুষের বিদ্যাবুদ্ধির আয়ত্তাধীন, অতএব এ কর্ম সম্পাদনে আমি এখনই সচেষ্ট হচ্ছি।

[ভাঁড়ের প্রস্থান]

ডেসডিমোনা : রুমালটা কোথায় হারাতে পারি, এমিলিয়া?

এমিলিয়া : তা তো বলতে পারছি না।

ডেসডিমোনা : বিশ্বাস কর, এর চাইতে টাকাভর্তি ব্যাগ হারিয়ে গেলেও ভালো ছিল। আমার স্বামী মহামতি মূরের মনটা বড় খাঁটি, ঈর্ষাপরায়ণ মানুষের ক্ষুদ্রতা ওর মধ্যে নেই, নইলে এই ব্যাপার নিয়ে নিশ্চয়ই মন্দ ভাবতেন।

এমিলিয়া : উনি কি ঈর্ষাপরায়ণ নন?

ডেসডিমোনা : উনি? আমার মনে হয় ওঁর জন্মলগ্নে প্রকৃতি তাঁর সর্বসত্তা থেকে ওই বস্তুটি শুষে নিয়েছিল।

[ওথেলোর প্রবেশ]

এমিলিয়া : ওই এদিকেই আসছেন।

ডেসডিমোনা : এবার ক্যাসিওকে ডেকে না আনা পর্যন্ত আমি ওকে ছাড়ছি না। এই যে প্রভু, কী খবর?

ওথেলো : ভালো, প্রিয়ে। (জনান্তিকে) উঃ, কী কঠিন এই অভিনয়। কেমন আছ, ডেসডিমোনা?

ডেসডিমোনা : ভালো, প্রভু।

ওথেলো : তোমার হাতটা দেখি। এ যে ভেজা ভেজা।

ডেসডিমোনা : এ হাতে এখনো বয়সের ছাপ পড়েনি, ছোঁয়া লাগেনি কোনো দুঃখের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওথেলো : উষ্ণ আর ভেজা ভেজা; উদার চিত্ত আর ফল প্রসবার উপবাস, প্রার্থনা ও কঠোর যোগাভ্যাস দরকার। সাধারণত বেয়াড়াভাবে বিদ্রোহপ্রবণ একটা কচি শয়তান রয়েছে এখানে।... বড় ভালো হাত এটা, অকপট হাত।

ডেসডিমোনা : আপনি অবশ্যই একথা বলতে পারেন। এই হাতই আমার হৃদয় দান করেছে।

ওথেলো : উদার হস্ত। আগেকার দিনে হৃদয় সম্প্রদান করত হস্ত, কিন্তু আমাদের নতুন ব্যবস্থায় হৃদয় নয়, হস্তই প্রধান।

ডেসডিমোনা : আমি ওসব জানি না। আপনি বরং আপনার প্রতিশ্রুতির কথা বলুন। তার কী হলো ?

ওথেলো : কীসের প্রতিশ্রুতি, প্রিয়ে ?

ডেসডিমোনা : আমি লোক পাঠিয়েছি, ক্যাসিও যেন এসে আপনার সঙ্গে কথা বলে।

ওথেলো : আমার নাকটা জ্বালা করছে, বোধহয় ঠাণ্ডা লেগেছে, সর্দি হয়েছে। তোমার রুমালটা দাও একটু।

ডেসডিমোনা : এই যে।

ওথেলো : আমি তোমাকে যে রুমালটা দিয়েছিলাম সেটা দাও।

ডেসডিমোনা : ওটা সঙ্গে নেই।

ওথেলো : নেই ?

ডেসডিমোনা : না, প্রভু।

ওথেলো : এ তো ভালো কথা নয়। একজন মিশরীয় রমণী আমার মাকে ওই রুমাল দিয়েছিল। সে ছিল মায়াবিনী, মানুষের অন্তরের গোপন কথা বুঝতে পারত। মাকে বলে দিয়েছিল যে যতদিন ওই রুমাল তাঁর কাছে থাকবে ততদিন আমার বাবা মার প্রতি গভীর প্রণয়াসক্ত থাকবেন, কিন্তু যদি ওই রুমাল হারিয়ে ফেলেন কিংবা কাউকে দান করেন তবে তিনি বাবার চোখে হয়ে উঠবেন কুৎসিত, ঘৃণ্য; বাবার চোখ তখন ভিন্ন রমণীর পশ্চাদ্ধাবন করে বেড়াবে। মৃত্যুর সময় মা আমাকে ওটা দিয়ে বলেছিলেন বিয়ের পর আমি যেন আমার স্ত্রীকে রুমালটা দিই। আমি তাই দিয়েছি। তোমার চোখের মণির মতো মূল্যবান ও প্রিয় বিবেচনা কর তাকে। ওটা হারালে বা কাউকে দিলে যে কী চরম ক্ষতি হবে, তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।

ডেসডিমোনা : এ কি কখনো সম্ভব ?

ওথেলো : যা বলছি সব সত্য। এর বুনটের মধ্যে যাদু আছে। দুশো বছরের এক জিপসি বুড়ি দৈব প্রেরণায় ঘোরের মধ্যে তার গায়ে নকসা বুনেছে। যে রেশমের সুতো দিয়ে সেটা সেলাই করা হয়েছে তার গুটিপোকাগুলো পূত-পবিত্র। কুমারী মেয়েদের কলজে দিয়ে সুকৌশলে প্রস্তুত করা, মানুষের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে সেই সুতা।

ডেসডিমোনা : দোহাই আপনার, এ কি সত্য ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওথেলো : অক্ষরে অক্ষরে সত্য। অতএব ভালো করে যত্ন নিও ওই রুমালের।

ডেসডিমোনা : তাহলে ওই রুমাল আমার পক্ষে কোনো দিন না দেখাই ভালো ছিল।

ওথেলো : কী ? ও কথা বলছ কেন ?

ডেসডিমোনা : আপনি এত খাপছাড়া রূঢ় কথা বলছেন কেন ?

ওথেলো : ওটা কি হারিয়ে গেছে ? উধাও হয়ে গেছে? বল, ওটা কি নেই ?

ডেসডিমোনা : হারায়নি। কিন্তু যদি হারিয়ে গিয়েই থাকে তাতে কী ?

ওথেলো : মানে ?

ডেসডিমোনা : আমি বলছি হারায়নি।

ওথেলো : তাহলে নিয়ে এসো, আমি দেখতে চাই।

ডেসডিমোনা : অবশ্যই নিয়ে আসতে পারি, কিন্তু এখন আনব না। আমার অনুরোধ এড়াবার জন্য এটা আপনার একটা ছুতো। এখন বলুন যে ক্যাসিওকে আপনি তার পূর্ব পদে বহাল করবেন।

ওথেলো : যাও, রুমালটা নিয়ে এসো। আমার মন বলছে যে সবকিছু শুভ নয়।

ডেসডিমোনা : দেখুন, আমি বলছি ক্যাসিওর মতো উপযুক্ত পাত্র আপনি দ্বিতীয় আরেকজন খুঁজে পাবেন না।

ওথেলো : রুমাল।

ডেসডিমোনা : আমি মিনতি করছি ক্যাসিওর কথা বলুন।

ওথেলো : রুমাল।

ডেসডিমোনা : যেলোক আপনার সর্ববিপদের সাথী হয়েছে, আপনার প্রীতি অনুরাগকে আশ্রয় করে যে এত উন্নতি করেছে—

ওথেলো : আঃ, রুমালটা কোথায় ?

ডেসডিমোনা : সত্যি, দোষ আপনারই।

ওথেলো : তুমি যাও এখান থেকে।

[ওথেলোর প্রস্থান]

এমিলিয়া : ঈর্ষাপরায়ণ নয় ?

ডেসডিমোনা : এর আগে কখনো এরকম দেখিনি। নিশ্চয়ই ওই রুমালটার মধ্যে আশ্চর্য কোনো কিছু আছে। ভীষণ খারাপ লাগছে আমার ওটা হারিয়ে।

এমিলিয়া : পুরুষ মানুষকে চিনতে পুরো একটা কী দুটো বছর লাগে না। ওরা শুধু যৌনক্ষুধা সর্বস্ব, আর আমরা কেবল খাদ্যবস্তু। ক্ষিধের সময় গপগপ করে গেলে, আর পেটভরা থাকলে ঢেকুর তোলে।

[ইয়াগো এবং ক্যাসিওর প্রবেশ]

ওই দেখুন, ক্যাসিও আর আমার স্বামী আসছেন।

ইয়াগো : আর কোনো পন্থা নেই, ওকেই এ কাজ করতে হবে। কী সৌভাগ্য! যান, ওকে গিয়ে ধরুন ভালো করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডেসডিমোনা : এই যে ক্যাসিও, কী খবর আপনার ?

ক্যাসিও : সেই পুরনো তদ্বির। আপনার ঐকান্তিক সাহায্যে আমি আবার বেঁচে উঠতে চাই, যাঁকে সারা মন দিয়ে শ্রদ্ধাভক্তি করি আবার তাঁর ভালোবাসা ফিরে পেতে চাই। আর বিলম্ব সহ্য করতে আমি রাজি নই। যদি আমার অপরাধ এতই মারাত্মক বলে বিবেচিত হয় যে আমার বিগত দিনের অনুগত সেবা, আমার বর্তমান দুঃখ ও অনুশোচনা, আমার ভবিষ্যৎ নিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি সবই আমাকে তাঁর হৃদয়ে ভালোবাসার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে অসক্ষম, তবে সেটুকু জানলেও আমার লাভ। সে পরিস্থিতি মেনে নিয়েই তখন আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে, ভাগ্যের ক্ষুদকুঁড়োর সন্ধানে তখন আমি অন্য পথ দেখব।

ডেসডিমোনা : হায় ক্যাসিও, আমার অনুরোধ-উপরোধের জন্য সময়টা খুব অনুকূল নয়। আমার স্বামী যেন কেমন বদলে গেছেন, যেমন আকার-আকৃতিতে তেমনি আচার আচরণে। আমি তাঁকে চিনতেই পারছি না। দিব্যি করে বলছি আপনার জন্য আমি আমার যথাসাধ্য ওকালতি করেছি, আমার খোলামেলা কথার জন্য তাঁর বিরক্তিভাজন পর্যন্ত হয়েছি। আপাতত আপনাকে একটু ধৈর্য ধরে থাকতে হবে। আমি যা করতে পারি করব। আমার নিজের জন্য যতটুকু করতাম তার চাইতে বেশিই করব। নিন, এটটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকুন।

ইয়াগো : সেনাপতি কি রাগ করেছেন ?

এমিলিয়া : এইমাত্র এখান থেকে গেলেন। অত্যন্ত চঞ্চল আর অশান্তভাবে বেরিয়ে গেলেন।

ইয়াগো : তিনি কি রাগ করতে পারেন ? কামানের গোলায় তাঁর চোখের সামনে সেনাদলকে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে দেখেছি, তাঁর বাহুলগ্ন সঙ্গী সৈনিককে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে দেখেছি— তিনি রাগ করতে পারেন ? ব্যাপার তাহলে নিশ্চয়ই অত্যন্ত গুরুতর। আমি যাই ওঁর কাছে। তিনি যদি ক্রুদ্ধ হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই এর মধ্যে একটা কিছু আছে।

[ইয়াগোর প্রস্থান]

ডেসডিমোনা : আমার অনুরোধ তাই যান আপনি। নিশ্চয়ই রাষ্ট্রসংক্রান্ত কোনো বিষয়ে তাঁর চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়েছে। হয় ভেনিস থেকে কোনো সংবাদ এসে পৌঁছেছে, নয়তো সাইপ্রাসের কোনো গোপন ষড়যন্ত্র তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এসব সময়ে পুরুষের চিত্ত প্রকৃতপক্ষে বড় বড় বিষয় নিয়ে ব্যাপৃত থাকলেও বাইরের তুচ্ছ বস্তু নিয়েই তারা হৈচৈ করে। এ ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই তাই ঘটেছে। আমি জানি। আঙুলে সামান্য ব্যথা হলে তা শরীরের অন্যান্য সুস্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গকেও ব্যথা-জর্জর করে তোলে। না, মানুষকে দেবতা ভাবা ঠিক নয়, আর বিবাহ-বাসরের মতো ব্যবহারও সর্বদা আশা করা অসঙ্গত। আমারই অন্যায় হয়েছে, এমিলিয়া। আমি তাঁর বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিযোগ এনেছি, কিন্তু এখন দেখছি আমিই সাক্ষীকে দিয়ে মিথ্যে বলিয়েছি, আর তিনি অভিযুক্ত হয়েছেন অন্যায়ভাবে।

এমিলিয়া : ঈশ্বর করুন, আপনার কথাই যেন ঠিক হয়, তিনি যেন আপনার সম্পর্কে কোনো রকম সন্দেহ বা ঈর্ষা পোষণ না করেন।

ডেসডিমোনা : তার কোনো কারণ তো আমি তাঁকে কখনো দিইনি।

এমিলিয়া : ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি কি কখনো ওই জবাবে সন্তুষ্ট হয়? কোনো কারণের জন্য সে ঈর্ষা করে না, ঈর্ষা করবে বলেই সে ঈর্ষা করে। ঈর্ষা একটা দানব, স্বয়ম্ভু, নিজেই সে তার জনক।

ডেসডিমোনা : ঈশ্বর ওই দানবকে ওথেলোর চিত্ত থেকে দূরে রাখুন।

এমিলিয়া : আমিন।

ডেসডিমোনা : যাই, কোথায় গেলেন দেখি। ক্যাসিও, আপনি এদিকেই ঘোরাফিরা করুন। যদি ওকে প্রকৃতিস্থ দেখি তবে আমি আবার আপনার কথা তাঁকে বলব এবং আপনার আর্জি মঞ্জুরের জন্য আমার যথাসাধ্য করব।

ক্যাসিও : আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ।

[ডেসডিমোনা এবং এমিলিয়া বেরিয়ে যায়]

[বিয়াঙ্কার প্রবেশ]

বিয়াঙ্কা : এই যে, সখা ক্যাসিও।

ক্যাসিও : বাড়ি ছেড়ে এখানে কী জন্যে? তোমার কী খবর সুন্দরী বিয়াঙ্কা? সত্যি প্রেয়সী, আমি তোমার বাড়িতেই যাচ্ছিলাম।

বিয়াঙ্কা : আর আমি যাচ্ছিলাম তোমার আস্তানায়, ক্যাসিও। কিন্তু ব্যাপার কী বল তো? এক সপ্তাহ তোমার দেখা নেই? সাত দিন সাত রাত? আট কুড়ি আট ঘন্টা ভালোবাসার মানুষের গরহাজিরা, জান তো, ঘড়ির কাঁটা দিয়ে তা মাপা যায় না।

ক্যাসিও : মাফ কর বিয়াঙ্কা, খুব দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়ে আমার সময় কাটছে এখন। কিন্তু এখন আমি সুদে আসলে শোধ করে দেব। শোন লক্ষ্মীটি, (ওকে ডেসডিমোনার রুমালটা দিয়ে) আমাকে এই কাজটা তুলে দাও।

বিয়াঙ্কা : এটা কোত্থেকে এলো ক্যাসিও? কোনো নতুন বান্ধবীর দান বুঝি। তোমাকে কেন এতদিন দেখা যায়নি এবার তার কারণ বুঝতে পারছি। তাহলে এই ব্যাপার? বেশ, বেশ।

ক্যাসিও : কী যা তা বলছ। ওসব কিছু নয়। এটা স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে কোনো মেয়ে আমাকে দিয়েছে ভেবে তোমার ঈর্ষা হচ্ছে কিন্তু সত্যি বিয়াঙ্কা, তা নয়।

বিয়াঙ্কা : তা হলে এটা কার?

ক্যাসিও : জানি না। আমার ঘরে কুড়িয়ে পেয়েছি, আর কাজটা ভারী ভালো লেগেছে আমার। যার জিনিস সে খোঁজ করবার আগেই এটা নকল করিয়ে নিতে চাই। নাও, এটা তুলে দাও আমাকে, আর এখন এখান থেকে যাও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিয়াঙ্কা : যাব ? কেন ?

ক্যাসিও : সেনাপতির সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমি এখানে অপেক্ষা করছি। আমাকে এ রকম রমণী সঙ্গে দেখলে আমার গৌরব বৃদ্ধি পাবে না।

বিয়াঙ্কা : তার মানে ?

ক্যাসিও : তোমাকে আমি ভালোবাসি না সেজন্য নয়।

বিয়াঙ্কা : ভালো তো বাসোই না... ঠিক আছে, চল, একটুখানি এগিয়ে দাও, আর আজ রাতে দেখা হবে কিনা সেকথা বল।

ক্যাসিও : অল্প একটুখানি তোমার সঙ্গে যেতে পারব, কারণ আমাকে এখানে থাকতে হবে। তবে শিগগিরি তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

বিয়াঙ্কা : ঠিক আছে। উপায় যখন নেই তখন মেনে নিতেই হবে।

[প্রস্থান]

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[সাইপ্রাস, দুর্গের সামনে]

[ওথেলো এবং ইয়াগোর প্রবেশ]

ইয়াগো : তাই মনে করেন আপনি ?

ওথেলো : মনে করি, ইয়াগো ?

ইয়াগো : মানে, লুকিয়ে চুমো খাওয়া ?

ওথেলো : অন্যায় অসঙ্গত চুম্বন।

ইয়াগো : কিংবা কোনো রকম কুমতলব ছাড়া সখার সঙ্গে শয্যায় নগ্নদেহে এক ঘণ্টা কি তারও বেশি সময় শুয়ে থাকা ?

ওথোলো : নগ্নদেহে শয্যায়, এবং কুমতলব ছাড়া ? এ কপটতা চরম শয়তানীর।

ইয়াগো : ক্ষমাই দুর্বলতা, প্রভু। কিন্তু আমার স্ত্রীকে যদি আমি কোনো রুমাল উপহার দিই—

ওথেলো : তাহলে কী ?

ইয়াগো : বারে, সে রুমাল তো তখন তার এবং ইচ্ছে হলে তার নিজের জিনিস সে যে-কাউকে খুশি দান করতে পারে।

ওথেলো : সে তো তার সতীত্ব সম্ভ্রমেরও কর্তা। তাও কি সে দান করতে পারে ?

ইয়াগো : ওটা বড় সূক্ষ্ম সারবস্তু, চোখে দেখা যায় না। যাদের নেই মনে করা হয় তাদেরও অনেক সময় থাকে। কিন্তু রুমালের কথা—

ওথেলো : ওহ্, ওকথা আমি ভুলে যেতে চেয়েছিলাম। মৃত্যুর ছোঁয়া লাগা বাড়ির ওপর যেমন শকুনি ভিড় করে আসে তেমনি আমার স্মৃতির আকাশে ওই দুঃসহ ভাবনা আবার ভিড় করে আসছে। তুমি বলেছিলে যে ক্যাসিওর কাছে আমার রুমালটা রয়েছে।

ইয়াগো : হ্যাঁ, তাতে কী ?

ওথেলো : এখন সেটা এত সুবিধার মনে হচ্ছে না।

ইয়াগো : আমি যদি বলতাম যে আপনার প্রতি তাকে আমি ঘোরতর অন্যায় করতে দেখেছি ? কিংবা তাকে বলতে শুনেছি— নিজেদের মনের তাগিদে কিংবা তাদের রক্ষিতাদের মায়ার জালে পড়ে ওরকম বকবক করা বদমাশ দুনিয়ায় ঢের আছে—

ওথেলো : কিছু বলেছে নাকি ও ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইয়াগো : বলেছে প্রভু। কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকুন, প্রশ্ন করলেই দিব্যি গেলে অস্বীকার করবে।

ওথেলো : কী বলেছে ও ?

ইয়াগো : বলেছে যে সে— ইয়ে— করেছে— কী করেছে তা আমি জানি না।

ওথেলো : কী ? কী ?

ইয়াগো : শুয়েছে—

ওথেলো : ডেসডিমোনার সঙ্গে ?

ইয়াগো : তার সঙ্গে, তার উপরে যেমন, ভাবতে চান আপনি।

ওথেলো : তার সঙ্গে ? তার উপরে ? আহ ! এ অসহ্য ! রুমাল— হ্যাঁ, স্বীকার করতেই হবে— আগে স্বীকারোক্তি, তারপর ওই বদমাশ ক্যাসিওর ফাঁসি, না, আগে ফাঁসি-কাঠে ঝোলাব, তারপর স্বীকারোক্তি। ভাবতেই আমার শরীর শিউরে উঠছে। এও কি সম্ভব ! এত নিচু হতে পারে মানুষ ! না, কথার জন্য আমি এত অস্থির হইনি। কিন্তু নাক, কান, ঠোঁট ? স্বীকারোক্তি ? রুমাল ? ওহ্, কী শয়তান!

[মূর্ছিত হয়ে পড়ে যায়]

ইয়াগো : ধরুক, আমার ওষুধ আরো ভালো কাজে ধরুক। বিশ্বাসপ্রবণ বেকুবেরা এমনি ভাবেই ধরা পড়ে, আর এমনিভাবেই বহু নিষ্পাপ সতীসাধ্বী রমণী কলঙ্ক কুড়োয়। কী হলো, প্রভু ? এই যে, প্রভু ! ওথেলো !

[ক্যাসিওর প্রবেশ]

কী ক্যাসিও ?

ক্যাসিও : ব্যাপার কী ? কী হয়েছে ?

ইয়াগো : সেনাপতি মূর্ছিত হয়ে পড়েছেন। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার। কালকেও একবার এরকম হয়েছিল।

ক্যাসিও : কপালের দুপাশটা মালিশ করে দিন।

ইয়াগো : না। এ সময়টায় একদম চুপচাপ থাকতে হবে। নইলে মুখ দিয়ে ফেনা তুলবেন, হিংস্র উন্মত্ততায় ফেটে পড়বেন। ওই দেখুন, নড়ছেন একটু একটু। এখন একটু ওদিকে যান। এক্ষুণি সুস্থ হয়ে উঠবেন। উনি চলে গেলে পর আপনার সঙ্গে কথা বলব। জরুরি কথা আছে।

[ক্যাসিওর প্রস্থান]

কেমন বোধ করছেন, সেনাপতি ? মাথায় ব্যথা পাননি ?

ওথেলো : তুমি আমাকে ঠাট্টা করছ ?

ইয়াগো : আমি আপনাকে ঠাট্টা করব ? কী বলছেন আপনি ! আপনি কেন পুরুষের মতো আপনার দুর্ভাগ্যের বোঝা বইছেন না, সেনাপতি ?

ওথেলো : অসতী স্ত্রীর স্বামী তো একটা পশু!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইয়াগো : তাহলে জনাকীর্ণ নগরীতে ওরকম অজস্র পশু আছে।

ওথেলো : ও কি স্বীকার করেছে ?

ইয়াগো : আঃ, ছেলেমানুষী করছেন কেন ? বিবেচনা করুন, সব স্বামীরই প্রায় আপনার মতো অবস্থা। লক্ষ লক্ষ লোক এই মুহূর্তে যেসব শয্যায় রাত কাটাচ্ছে সেখানে ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের কোনো স্থান নেই। আপনার অবস্থা তো তাদের তুলনায় অনেক ভালো। ব্যভিচারিণীর মুখচুম্বন করতে করতে তাকে পরম সতী ভাবা— এই হচ্ছে শয়তানের নিষ্ঠুরতম কৌতুক। আমি জানি। নিজেকে আমি চিনি এবং সেই চেনার আলোকেই মেয়েদের চরিত্র আমার জানা আছে।

ওথেলো : সত্যিই তুমি যে একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ইয়াগো : একটু আড়ালে দাঁড়ান আর খানিকক্ষণ ধৈর্য ধরে থাকুন। অল্প একটু আগে আপনি যখন দুঃখ বেদনায় কাতর হয়ে চৈতন্য হারিয়েছিলেন, তখন ক্যাসিও এখানে এসেছিল। আপনার এই অবস্থার জন্য একটা বানানো অজুহাত দেখিয়ে আমি ওকে সরিয়ে দিয়েছি। বলেছি একটু পরে যেন এসে আমার সঙ্গে কথা বলে। ও আসবে বলেছে। আপনি একটু লুকিয়ে থেকে ওর মুখের হাবভাব ভালো করে লক্ষ করুন, কেমন ব্যঙ্গবিদ্রূপের ভঙ্গি করে, কী রকম সরস কৌতুকে উচ্ছল হয়ে ওঠে, দেখুন ভালো করে। কোথায়, কীভাবে, কখন, কতদিন আগে কতবার সে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে ওকে সে কাহিনী আবার বলবার জন্য আমি অনুরোধ করব। শুনুন, তখন ওর ভাবভঙ্গি খুব ভালো করে লক্ষ করবেন। আঃ, ধৈর্য ধরুন, নইলে বুঝবে যে আপনি কোনো কাজের লোক নন, পেটের মধ্যে শুধু নির্বোধ ক্রোধ আর ঈর্ষা।

ওথেলো : শুনছ ইয়াগো ? ধৈর্যে তুমি আমাকে দেখবে সুচতুর, কিন্তু— শুনছ ?— বড় ভয়ঙ্কর।

ইয়াগো : তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু বুদ্ধি করে এগুতে হবে আপনাকে। এখন ওদিকে আড়ালে যাবেন একটু ?

[ওথেলো আড়ালে লুকিয়ে থাকে]

এবার আমি ক্যাসিওকে বারাঙ্গনা বিয়াঙ্কার কথা জিজ্ঞেস করব। বিয়াঙ্কা ক্যাসিওর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে আর ওর কথা শুনলে ক্যাসিও হাসি চাপতে পারে না। ওই যে এদিকেই আসছে সে।

[ক্যাসিওর প্রবেশ]

ওর হাসি ওথেলোকে পাগল করে দেবে। ক্যাসিওর চটুল ব্যবহার, তার হাসি, আর অঙ্গভঙ্গি— ওথেলোর অবুঝ ঈর্ষা সবকিছুরই ভুল অর্থ করবে।

[গলা উঁচু করে]

কী খবর, সহ-সেনাপতি ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাসিও : কেন আর ওই সম্বোধন করে মনে দাগা দিচ্ছেন ?

ইয়াগো : ডেসডিমোনাকে ভালো করে ধরুন তাহলেই আপনার কার্য সিদ্ধি হবে। (গলা নামিয়ে) অবশ্য কাজটা যদি বিয়াঙ্কার হাতে থাকত তাহলে দেখতে না দেখতে আপনার উদ্দেশ্য পূরণ হতো, কী বলেন ?

ক্যাসিও : বেচারি!

ওথেলো : দেখ, এর মধ্যেই কী রকম হাসতে শুরু করেছে!

ইয়াগো : কোনো মেয়ে যে কাউকে ভালোবাসতে পারে আমার জানা ছিল না।

ক্যাসিও : সত্যি ও আমাকে ভীষণ ভালোবাসে।

ওথেলো : এখন ক্যাসিও আমতা আমতা করে কথাটা অস্বীকার করছে, হেসে উড়িয়ে দিতে চাইছে ব্যাপারটা।

ইয়াগো : শুনছেন, ক্যাসিও ?

ওথেলো : পুরো কাহিনীটা আবার শোনবার জন্য পীড়াপীড়ি করছে ইয়াগো। বাঃ ঠিক করেছ খুব ভালো বলেছ।

ইয়াগো : ও সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে যে আপনি নাকি তাকে বিয়ে করবেন। তাই মতলব নাকি আপনার ?

ক্যাসিও : হো হো হো।

ওথেলো : হাসছ তুমি ? বিজয়ীর হাসি হাসছ ?

ক্যাসিও : আমি ওকে বিয়ে করব ? একটা বারবনিতাকে ? দয়া করে আমার বুদ্ধিশুদ্ধির কিছু দাম দিন, ওটা এখনো সম্পূর্ণ বিগড়ে যায়নি। কী যে বলেন! হা, হা, হা!

ওথেলো : ওঃ! হাসি! জয়ের হাসি!

ইয়াগো : সত্যি, সবাই বলছে যে, আপনি ওকে বিয়ে করবেন।

ক্যাসিও : একথা কি যথার্থ ?

ইয়াগো : নইলে আমি একটা পাজি বদমাশ।

ওথেলো : আমার ওপর এক হাত নিলে বুঝি ? বেশ !

ক্যাসিও : সব ওই পাগলির কাণ্ড। ওর ধারণা আমি ওকে বিয়ে করব, আমি কোনো কথা দিয়েছি বলে নয়, নিজের ভালোবাসা থেকেই ওই রকম ধারণা ওর।

ওথেলো : ইয়াগো কাছে এগিয়ে আসতে ইশারা করছে। এখন বোধহয় আসল গল্পটা শুরু হচ্ছে।

ক্যাসিও : একটু আগেই ও এখানে এসেছিল। জানেন, সারাক্ষণ আমার পিছু পিছু ঘোরে। সেদিন সমুদ্রের তীরে কয়েকজন দেশী লোকজনের সঙ্গে কথা বলছিলাম, হতচ্ছাড়ী সেখানে গিয়ে হাজির। তারপর আমার হাত ধরে, গলা জড়িয়ে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওথেলো : 'প্রিয়তম ক্যাসিও' বলে ডেকে উঠছিল যেন। ওর ভাবভঙ্গি দেখে তাই মনে হচ্ছে।

ক্যাসিও : আমার গায়ের ওপর এলিয়ে পড়ে, সোহাগ করে, হেসে কেঁদে, সে এক কাণ্ড! হা, হা, হা!

ওথেলো : কেমন করে আমার ঘরে ওকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল সেকথা বলছে এখন। আঃ, তোমার এই নাসিকা ঠিক দেখতে পাচ্ছি আমি, শুধু কোন কুত্তাকে দিয়ে ওটা খাওয়াব তাকে দেখছি না এখনো।

ক্যাসিও : না, ওর সঙ্গ আমাকে ছাড়তেই হবে।

[বিয়াঙ্কার প্রবেশ]

ইয়াগো : আরে। ওই দেখুন, এদিকেই আসছে ও।

ক্যাসিও : কী টানই যে ওর পড়েছে আমার ওপর ! এই, আমার পিছনে পিছনে সারাক্ষণ এরকম ঘোরার মানে কী ?

বিয়াঙ্কা : জাহান্নামে যাক তোমার পিছন পিছন ঘোরা ! একটু আগে যে রুমালটা আমাকে দিলে তার মানে কী ? কী পেয়েছ তুমি ? বোকার মতো ওটা নিয়ে নিলাম আমি। কাজটা আমাকে তুলে দিতে হবে, এ্যাঁ ? তোমার ঘরে কুড়িয়ে পেয়েছ, কে ফেলে গেছে জানি না— বাঃ খুব বিশ্বাসযোগ্য একটা কথা, কী বল ? কোনো মেয়ের স্মৃতিচিহ্ন, আর আমাকে তার নক্সা নকল করে দিতে হবে ? এই নাও, তোমার রক্ষিতাকে দিয়ে দিও। যেখান থেকেই পেয়ে থাক তুমি, আমি এর কাজ তোমাকে তুলে দিতে পারব না।

ক্যাসিও : আঃ, লক্ষ্মী বিয়াঙ্কা, কী হলো ? কী হলো তোমার ?

ওথেলো : হা ঈশ্বর, এই তো আমার রুমাল দেখছি।

বিয়াঙ্কা : যদি ইচ্ছে হয় তবে আজ রাতে আমার ওখানে খেতে আসতে পার, নইলে যখন ইচ্ছে হয় তখন এসো।

ইয়াগো : যান, যান, ওকে সামলান গিয়ে।

ক্যাসিও : হ্যাঁ, যাই, নইলে চেঁচিয়ে পাড়া মাত করে দেবে।

ইয়াগো : রাতে ওখানেই খাচ্ছেন নাকি ?

ক্যাসিও : তাই তো ইচ্ছা।

ইয়াগো : ঠিক আছে। ওখানে আপনার সঙ্গে দেখা হতে পারে। কথা আছে।

ক্যাসিও : আসবেন দয়া করে। কেমন ?

ইয়াগো : ঠিক আছে। এখন আর কথা নয়।

[ক্যাসিওর প্রস্থান]

ওথেলো : (সামনে এগিয়ে এসে) কেমন করে ওকে খুন করব, ইয়াগো ?

ইয়াগো : নিজের বদমায়েশীর কথা বলতে বলতে কেমন হাসছিল, দেখেছিলেন আপনি ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওথেলো : ও ইয়াগো!

ইয়াগো : আর রুমালটা দেখেছিলেন ?

ওথেলো : ওটা কি আমার রুমাল ?

ইয়াগো : নিঃসন্দেহে। আপনার বউকে কতটুকু মূল্য দেয় দেখেছেন তো! উনি ওকে উপহার দিলেন আর সে দিয়ে দিল তার বেশ্যা প্রিয়াকে।

ওথেলো : তিল তিল করে আমি ওকে খুন করব। কিন্তু কী রমণী! কত সুন্দর, কত মধুর!

ইয়াগো : না, ওকথা আপনাকে ভুলে যেতে হবে।

ওথেলো : হ্যাঁ। মরুক ও! আজ রাতেই ও মরুক, জাহান্নামে যাক! না, আর ওঁর বেঁচে থাকা নয়। আমার বুক পাথর হয়ে গেছে। সেখানে হাত ঠুকলে হাতে ব্যথা পাই আমি। ...আহ্, এত মিষ্টি মেয়ে সারা দুনিয়ায় দ্বিতীয় আরেকটি নেই। সম্রাটের যোগ্য সহচরী ওই কন্যা।

ইয়াগো : না, না, ওসব কী ভাবছেন আপনি। ও-পথ আপনার নয়।

ওথেলো : মরুক, মরুক ও! কিন্তু আমি সত্যি কথাই বলছি। কী সুন্দর সেলাই করে। গান-বাজনায় কী রকম পারদর্শী। বনের পশু পর্যন্ত তার গানে পোষ মানত বোধহয়। আর কী প্রাণবন্ত, বুদ্ধিদীপ্ত, হাসিখুশি!

ইয়াগো : সেই কারণেই আরো বেশি জঘন্য।

ওথেলো : হাজার বার হাজার বার! আর কী শান্ত কোমল!

ইয়াগো : হ্যাঁ, একটু বেশি কোমল।

ওথেলো : কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তবুও, ইয়াগো, কী করুণ! কী করুণ ও মর্মান্তিক, ইয়াগো।

ইয়াগো : তার অসদাচরণ যদি আপনি অতই পছন্দ করেন তবে সে-অপরাধ করবার পূর্ণ স্বাধীনতা তাকে দিয়ে দিন। কারণ, ব্যাপারটা যদি আপনার গায়ে না লাগে তবে আর কারো তাতে কিছু এসে যায় না।

ওথেলো : আমি ওকে টুকরো টুকরো করে ফেলব। আমাকে প্রবঞ্চনা করে অন্যের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া—

ইয়াগো : কী জঘন্য!

ওথেলো : আমারই কর্মচারীর সঙ্গে ?

ইয়াগো : সেই কারণেই জঘন্যতর।

ওথেলো : আমাকে একটু বিষ যোগাড় করে দাও, ইয়াগো। আজ রাতেই ওর সঙ্গে কোনো কথাবার্তা বা বাদ-প্রতিবাদে আমি লিপ্ত হব না। ওর শরীর আর সৌন্দর্য হয়তো আবার আমার মন নরম করে ফেলবে। আজ রাতেই, ইয়াগো।

ইয়াগো : বিষ নয়, যে শয্যা ও কলুষিত করেছে সেই শয্যায় ওকে গলা টিপে হত্যা করুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওথেলো : চমৎকার, চমৎকার। সেই হবে যথার্থ সুবিচার। খুব ভালো।

ইয়াগো : আর ক্যাসিওর ভার আপনি আমার উপর ছেড়ে দিন। মাঝরাতের মধ্যেই আরো খবর পাবেন আপনি।

ওথেলো : বাঃ, অতি উত্তম। (শিঙ্গাধ্বনি) কীসের ভেরি ওটা ?

ইয়াগো : নিশ্চয়ই ভেনিস থেকে কোনো খবর এসেছে। ওই যে, ডিউকের কাছ থেকে লোডোভিকো এসেছেন। দেখুন, আপনার স্ত্রীও আছেন ওর সঙ্গে।

লোডোভিকো : ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন, সুযোগ্য সেনাপতি।

ওথেলো : আমার সারা মন দিয়ে তাই চাই, মান্যবর।

লোডোভিকো : ডিউক এবং ভেনিসের সেনেটবর্গ আপনাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়েছেন।

[একটা চিঠি দেয়]

ওথেলো : আমিও তাঁদের বার্তাকে স্বাগত জানাচ্ছি।

[চিঠি খুলে পড়ে]

ডেসডিমোনা : কী খবর, মান্যবর লোডোভিকো ?

ইয়াগো : আপনাকে এখানে দেখে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি, সিনর। স্বাগতম সাইপ্রাসে।

লোডোভিকো : ধন্যবাদ। সহ-সেনাপতি ক্যাসিও কেমন আছেন ?

ইয়াগো : বেঁচে আছেন।

ডেসডিমোনা : আমার স্বামী এবং তাঁর মধ্যে একটা চিড় ধরেছে, কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই সব ঠিকঠাক করে দেবেন।

ওথেলো : তুমি কি সে সম্পর্কে একেবারে সুনিশ্চিত ?

ডেসডিমোনা : কী বললেন ?

ওথেলো : (চিঠি পড়ে) "এ কাজটা আপনি অবশ্যই করুন, যেহেতু..."

লোডোভিকো : আপনাকে কিছু বলেননি, চিঠি পড়ছেন। আপনার স্বামী আর ক্যাসিওর মধ্যে ঝগড়া হয়েছে নাকি ?

ডেসডিমোনা : ভীষণ দুঃখজনক ব্যাপার ঘটেছে একটা। ক্যাসিওকে আমি পছন্দ করি। ওদের বিরোধটা মিটিয়ে দিতে পারলে আমি খুব খুশি হতাম।

ওথেলো : অসহ্য!

ডেসডিমোনা : প্রভু ?

ওথেলো : তোমার কি মাথার ঠিক আছে ?

ডেসডিমোনা : কী, প্রভু কি রাগ করলেন নাকি ?

লোডোভিকো : বোধহয় চিঠিটা তাকে বিচলিত করেছে, কারণ আমার মনে হয়, এখানকার ভার ক্যাসিওর ওপর ন্যস্ত করে ওকে তারা দেশে ফিরে যেতে আদেশ দিয়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডেসডিমোনা : বাঃ, খুব খুশির খবর আমার জন্য।

ওথেলো : সত্যি ?

ডেসডিমোনা : প্রভু ?

ওথেলো : তোমার উন্মত্ততা দেখে আমি খুব খুশি।

ডেসডিমোনা : কেন, প্রিয়তম ?

ওথেলো : শয়তানী !

[আঘাত করে ওকে]

ডেসডিমোনা : এ আমার প্রাপ্য নয়।

লোডোভিকো : মহাত্মন, একথা ভেনিসে কেউ বিশ্বাস করবে না, আমি স্বচক্ষে দেখেছি সে কথা শপথ করে বললেও নয়। এটা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি। কাঁদছেন উনি, এর প্রতিবিধান করুন।

ওথেলো : পিশাচী, পিশাচী! ওর চোখের জলে ফসল ফললে প্রতি অশ্রু বিন্দু থেকে একটি কুমিরের জন্ম হতো। যাও, দূর হও আমার চোখের সামনে থেকে।

ডেসডিমোনা : আপনার বিরক্তি উৎপাদন করব না, যাই।

[প্রস্থানোদ্যত]

লোডোভিকো : যথার্থই সুবাধ্য রমণী। আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি, মহাত্মন, ওকে ফিরে আসতে বলুন।

ওথেলো : ডেসডিমোনা!

ডেসডিমোনা : প্রভু ?

ওথেলো : ওকে নিয়ে কী করবেন আপনি, সিনর ?

লোডোভিকো : কে ? আমি ?

ওথেলো : হ্যাঁ! আপনিই ওকে ফিরিয়ে আনতে বলেছেন। সিনর, উনি ক্রমাগত ফিরতে পারেন, আর তবু এগিয়ে যেতে পারেন তাঁর লক্ষ্যের পানে। আর তিনি কাঁদতেও জানেন, সিনর, কাঁদতেও জানেন এবং তিনি সুবাধ্য। আপনি যেমন বলেছেন। পরম, অতি পরম বাধ্য। ...কই, কাঁদতে থাক। ...আর এই বিষয়ে, সিনর (উঃ, কী কঠিন ছলনা!) আমাকে দেশে ফিরে যেতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে... কই, গেলে এখান থেকে ? আমি একটু পরেই ডেকে পাঠাব তোমাকে। ...সিনর, আমি আদেশ অনুযায়ী ভেনিসে প্রত্যাবর্তন করব। ...আঃ, যাও তুমি এখান থেকে! ক্যাসিও থাকবে আমার জায়গায়।

[ডেসডিমোনার প্রস্থান]

আর সিনর, আমার বিশেষ অনুরোধ, আজ রাতে আপনি আমার আতিথ্য গ্রহণ করবেন, আমরা এক সঙ্গে আহার করব। ...বকরি! বানর! আহ্!

[প্রস্থান]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোডোভিকো : যে-কোনো পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সক্ষম বলে যে ব্যক্তিকে আমাদের সিনেটের পূর্ণ সভা একদা অভিহিত করেছিল এই কি সেই মূর ? আবেগ উত্তেজনার সামনে অচঞ্চল কি এই প্রকৃতি ? কোনো রকম দুর্ভাগ্য দুর্ঘটনা যার নিটোল স্থৈর্যের গায়ে বিন্দুমাত্র আঁচড় কাটতে অক্ষম এই কি সেই প্রাজ্ঞ জন ?

ইয়াগো : উনি অনেক বদলে গেছেন।

লোডোভিকো : ওর মাথার ঠিক আছে কি ? সব বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে যায়নি তো ?

ইয়াগো : উনি যা তাই। বদনাম আমি করতে পারব না। তার যে কী হতে পারে... যা হতে পারে তা যদি না হয়... ঈশ্বর করুন তাই যেন হয়!

লোডোভিকো : কী, স্ত্রীর গায়ে হাত তুলল ?

ইয়াগো : সত্যি, এ কাজটা ভালো হয়নি। তবু যদি জানতাম যে এইখানেই এর শেষ!

লোডোভিকো : এই তাঁর অভ্যাস নাকি ? নাকি চিঠি পেয়ে উনি উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন এবং তার জন্যেই অকস্মাৎ এই অসদাচরণ ?

ইয়াগো : আহ্! আমি যা দেখেছি, যা জেনেছি সেকথা বলা আমার পক্ষে সঙ্গত হবে না। আপনি নিজেই লক্ষ করে দেখবেন এবং ওঁর আচরণই আমার মন্তব্যের অপেক্ষা রাখবে না। যান, ওঁর পিছু পিছু যান, কী করে খেয়াল করে দেখুন।

লোডেভিকো : যা মনে করেছিলাম উনি তা নন, এটা ভাবতে আমার খুব খারাপ লাগছে।

[সবার প্রস্থান]

AMARBOI.COM

দ্বিতীয় দৃশ্য

[সাইপ্রাস প্রাসাদের একটি কক্ষ]

[ওথেলো এবং এমিলিয়ার প্রবেশ]

ওথেলো : তাহলে তুমি কিছুই দেখনি ?

এমিলিয়া : শুনিও নি। কোনো দিন কিছু সন্দেহও করিনি।

ওথেলো : ক্যাসিও এবং ওকে তুমি একত্রে দেখেছ।

এমিলিয়া : কিন্তু আমি দোষের কিছু দেখিনি, আর ওদের দুজনের মধ্যে যে কথা হয়েছে তার প্রতিটি অক্ষর আমি শুনেছি।

ওথেলো : কেন, ফিসফিস করে চুপিচুপি ওরা কিছু বলেনি ?

এমিলিয়া : না, এক মুহূর্তের জন্যও নয়।

ওথেলো : তোমাকে কখনো বাইরে পা[illegible] দেয়নি ?

এমিলিয়া : কোনোদিন না।

ওথেলো : ওর হাতপাখা কি দস্তানা [illegible] অন্য কিছু নিয়ে আসার জন্য ?

এমিলিয়া : না, প্রভু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওথেলো : আশ্চর্য!

এমিলিয়া : প্রভু, আমি শপথ করে আমার নিজের জীবনকে বাজি ধরে বলতে পারি যে তিনি সতী। আপনি অন্য রকম ভেবে থাকলে সে ভাবনাকে মন থেকে বিসর্জন দিন। আপনি ভুল করেছেন প্রভু। যদি কোনো হতভাগা আপনার মাথায় এই চিন্তা ঢুকিয়ে দিয়ে থাকে তবে ঈশ্বর তার শাস্তি দেবেন। কারণ ডেসডিমোনা যদি নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক সতীসাধ্বী না হয় তবে এই পৃথিবীতে কোনো সৌভাগ্যবান পুরুষ নেই, পবিত্রতম স্ত্রীও সেক্ষেত্রে চরমতম কুৎসামণ্ডিতা।

ওথেলো : যাও, ওকে এখানে আসতে বল। (এমিলিয়ার প্রস্থান) অনেক কথা বলল, কিন্তু ও তো সাদাসিধে দালালি একটা, আর উনি হলেন সুচতুরা কুলটা, বহু গোপন বদমায়েশিভরা চোরাকুঠুরি একটা, কিন্তু তবু নতজানু হয়ে সে প্রার্থনা করে ঈশ্বরের কাছে। আমি নিজের চোখে দেখেছি।

[ডেসডিমোনা এবং এমিলিয়ার প্রবেশ]

ডেসডিমোনা : প্রভু, কেন ডেকেছেন আমাকে?

ওথেলো : এখানে এসো, প্রিয়ে।

ডেসডিমোনা : বলুন, কী আদেশ আপনার?

ওথেলো : তোমার চোখ দুটো দেখতে দাও আমাকে। আমার মুখের পানে তাকাও।

ডেসডিমোনা : এ আবার কী ভয়ানক শখ?

ওথেলো : (এমিলিয়াকে) এবার তুমি তোমার কাজ কর। খদ্দেরকে একা ছেড়ে দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দাও। কাউকে আসতে দেখলে কেশে উঠো। কিংবা গলা খাঁকারি দিও। তোমার পেশা, বুঝলে, তোমার পেশা! যাও, ভাগো এখন!

[এলিমিয়ার প্রস্থান]

ডেসডিমোনা : আমি নতজানু হয়ে জিজ্ঞেস করছি, প্রভু, আপনার এসব কথাবার্তার মানে কী? আপনার কথার মধ্যে একটা প্রচণ্ড ক্রোধের আভাস পাচ্ছি আমি, কিন্তু কী বলতে চাইছেন কিছুই বুঝতে পারছি না।

ওথেলো : কেন, তুমি কী?

ডেসডিমোনা : আপনার স্ত্রী, প্রভু। আপনার অনুগত সাধ্বী স্ত্রী।

ওথেলো : এসো, শপথ করে একথা বল আর অনন্ত নরকবাসী হও। পাছে দেবকন্যার মতো তোমাকে দেখে শয়তান পর্যন্ত তোমাকে ধরতে ভয় পায় সেইজন্য শপথ করে বল যে তুমি সতী, আর মিথ্যা ভাষণের অভিশাপে দুবার করে অভিশপ্ত হও।

ডেসডিমোনা : ঈশ্বর জানেন যে আমি সত্যি কথা বলছি।

ওথেলো : ঈশ্বর সত্যি করেই জানেন যে, তুমি নরকের মতো কপট ছলনাময়ী।

ডেসডিমোনা : কাকে ছলনা করেছি আমি, প্রভু? কার সঙ্গে? কেমন করে আমি ছলনাময়ী হলাম?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওথেলো : ও, ডেসডিমোনা! যাও, যাও, যাও এখান থেকে!

ডেসডিমোনা : হায়, দুঃখভরা এদিন! কেন কাঁদছেন আপনি ? আমিই কি এই অশ্রুজলের কারণ, স্বামী ? আপনি যদি মনে করেন যে হয়তো আমার পিতাই আপনার এই প্রত্যাবর্তনের আদেশের মূলে রয়েছেন, তবে সেজন্য আমার উপর দোষারোপ করবেন না। আপনি তাকে ত্যাগ করলে জানবেন যে আমিও তাকে ত্যাগ করেছি।

ওথেলো : ভাদ্যদেবী যদি আমাকে কঠিন দুঃখকষ্ট দিয়ে পরীক্ষা করতেন, যদি আমার নিরাভরণ মস্তকে সর্বপ্রকার কলঙ্ক ও আঘাত বর্ষণ করতেন, আকণ্ঠ নিমজ্জিত করতেন আমাকে চরম দারিদ্র্যে, আমার সর্বোচ্চ আশাকে ভূলুণ্ঠিত করতেন তবু আমি আমার অন্তরের কোনো এক কন্দরে এক বিন্দু ধৈর্য খুঁজে পেতাম। কিন্তু হায়, নিয়তি কিনা আমাকে পৃথিবীর সামনে এক উপহাসের স্থির মূর্তিতে পরিণত করল, সবাই সারাক্ষণ শুধু আমার পানে চরম ঘৃণার অঙ্গুলি নির্দেশ করবে। তবু এও হয়তো আমি সহ্য করতে পারতাম। উত্তম, অতি উত্তম। কিন্তু যেখানে আমি আমার সমস্ত হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ সঞ্চয় উজাড় করে ঢেলে দিয়েছি, যেখানে আমার জীবন কিংবা মরণ যে ঝরণা থেকে আমার প্রাণ প্রবাহ উৎসারিত হয় নয়তো তা শুকিয়ে যায়, সেই ঝরণা থেকে নির্বাসিত হওয়া কিংবা কুৎসিত ভেকের সঙ্গমের জন্য কদর্য জলাশয়ের মতো তাকে লালন করা, তাকে সহ্য করা— নাঃ, ধৈর্য, তরুণ কান্তিমান রক্ত— বিশ্বাধরোষ্ঠ দেবশিশু নরকের মতো ঘন তমসাচ্ছন্ন হয়ে উঠুক তোমার আনন।

ডেসডিমোনা : প্রভু আমার, আমি আশা করি, আমাকে আপনি সতী বলেই বিবেচনা করবেন।

ওথেলো : হ্যাঁ, কসাইখানার মাছির মতো, চোখের পলক পড়তে না পড়তে যারা সংখ্যায় হু হু করে বাড়ে। আঃ, এই আগাছা, এত সুন্দর তুমি দেখতে, এত মিষ্টি তোমার গন্ধ, সারা শরীর ব্যথায় জর্জর হয়ে ওঠে। আঃ, তুমি যদি না জন্মাতে কোনোদিন।

ডেসডিমোনা : হায়, কী অজ্ঞাত পাপ আমি করেছি ?

ওথেলো : এই শুভ্র কাগজ, এই সুন্দর গ্রন্থ— এর গায়ে "কুলটা" লেখার জন্য কি তা তৈরি হয়েছিল ? করেছি ? করেছি ? বাজারের বেশ্যা! তোর কীর্তির কথা উচ্চারণ করতে গেলে লজ্জায় আমার দু'গাল পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। কী করেছি ? স্বর্গ তার ভয়ে নাক চেপে ধরে থাকে, চাঁদ চোখ বন্ধ করে রাখে, যে ছিনাল বাতাস সব কিছুকে নির্বিচারে চুমু খেয়ে বেড়ায় তাও ফাঁকা গৃহাভ্যন্তরে নিঃসাড় পড়ে থাকে, ওকথা শুনতে সে নারাজ। কী করেছি, নির্লজ্জ, ভ্রষ্টা কুলটা রমণী!

ডেসডিমোনা : ঈশ্বরের দোহাই, আপনি আমার ওপর অবিচার করছেন!

ওথেলো : তুমি ভ্রষ্টা নও ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডেসডিমোনা : না, আমি ধর্মপ্রাণা প্রভু! অন্য কারো অসঙ্গত অপবিত্র স্পর্শ থেকে নিজের দেহপাত্রকে স্বামীর জন্য সযত্নে রক্ষা করা যদি ভ্রষ্টার লক্ষণ না হয় তবে আমি কদাপি ভ্রষ্টা নই।

ওথেলো : কী, কুলটা নও তুমি ?

ডেসডিমোনা : না, কখনো নই।

ওথেলো : এও কি সম্ভব ?

ডেসডিমোনা : হা ঈশ্বর, আমাদের ক্ষমা কর তুমি!

ওথেলো : বেশ, আমারই ভুল হয়েছে। আমি ভেবেছিলাম তুমি বুঝি ভেনিসের সেই সুচতুর বারবনিতা যার সঙ্গে ওথেলোর বিয়ে হয়েছে। এই নরকের দ্বাররক্ষী নারী, কোথায় গেলে তুমি ?

[এমিলিয়ার প্রবেশ]

তুমি, তুমি, হ্যাঁ তোমাকেই ডাকছি। আমাদের কারবার শেষ হয়েছে, এই নাও তোমার মজুরি। দয়া করে এবার দরজাটা খুলে দাও।

[প্রস্থান]

এমিলিয়া : এ-কী হলো ? কী ভেবেছেন উনি ? বেগম সাহেবা, আপনার কী খবর ? কী করছেন আপনি ?

ডেসডিমোনা : তন্দ্রায় আচ্ছন্ন আমি।

এমিলিয়া : প্রভুর কী হয়েছে ?

ডেসডিমোনা : কার ?

এমিলিয়া : কার আবার ? আমার প্রভুর, বেগম সাহেবা।

ডেসডিমোনা : তোমার প্রভু কে ?

এমিলিয়া : আপনার প্রভু যিনি তিনিই।

ডেসডিমোনা : আমার কোনো প্রভু নেই। আমার সঙ্গে কথা বলো না, এমিলিয়া। আমি কাঁদতে পারছি না, অথচ চোখের জল ছাড়া আমার উত্তর দেবার কিছু নেই। আজ রাতে মনে করে আমাদের শয্যায় বিয়ের চাদরটা পেতে দিও, কেমন ? আর শোন, তোমার স্বামীকে একটু ডেকে দাও।

এমিলিয়া : এ তো ভারি আশ্চর্য পরিবর্তন দেখছি!

[বেরিয়ে যায়]

ডেসডিমোনা : আমার সঙ্গে ওই রকম ব্যবহার করাই ঠিক হয়েছে, খুব ঠিক হয়েছে। কী করেছি আমি যার জন্যে আমার ক্ষুদ্রতম অপরাধের উনি সামান্যতম নিন্দা করতে পারেন ?

[ইয়াগো এবং এমিলিয়ার প্রবেশ]

ইয়াগো : কী আদেশ বেগম সাহেবা ? কেমন আছেন আপনি ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডেসডিমোনা : বলতে পারব না। বাচ্চাদের শেখাবার সময় মানুষ খুব মমতার সঙ্গে সোজা সোজা জিনিস শেখায়। উনিও আমাকে ওইভাবে গাল দিলেই পারতেন। তিরস্কারের ক্ষেত্রে আমি যথার্থই শিশুর মতো।

ইয়াগো : কী হয়েছে বলুন তো ?

এমিলিয়া : হায়, ইয়াগো, প্রভু ওর সঙ্গে যে রকম বারাঙ্গনার মতো আচরণ করেছেন, ওকে লক্ষ্য করে যে সব ঘৃণ্য কদর্য উক্তি করেছেন তা কোনো সতীসাধ্বী রমণীর পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়।

ডেসডিমোনা : আমি কি তাই, ইয়াগো ?

ইয়াগো : কী, বেগম সাহেবা ?

ডেসডিমোনা : ওই যে, আমার স্বামী যে কথা বললেন ?

এমিলিয়া : উনি ওকে কুলটা বলেছেন। একটা মাতাল ভিখিরিও তার রক্ষিতার সঙ্গে ওরকম ভাষায় কথা বলে না।

ইয়াগো : উনি ওরকম করলেন কেন ?

ডেসডিমোনা : জানি না। ওরকম যে আমি নই তা আমি জানি।

ইয়াগো : কাঁদবেন না, কাঁদবেন না আপনি। হায়, কেন এমন হলো ?

এমিলিয়া : কুলটা ডাক শোনবার জন্যই কি উনি এত ভালো ভালো সম্বন্ধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, নিজের বাবা, বন্ধু-বান্ধব, স্বদেশ ছেড়ে ছিলেন ? চোখে জল আসবে না মানুষের ?

ডেসডিমোনা : আমার পোড়া কপাল, এমিলিয়া।

ইয়াগো : অভিসম্পাত দিন তাকে এইজন্য। ওর এই মতিভ্রম হলো কেমন করে ?

ডেসডিমোনা : বিধাতা জানেন।

এমিলিয়া : নিশ্চয়ই কোনো কুচক্রী বদমাশ, নীচ, পাজি, ধুরন্ধর, শয়তান নিজের মতলব হাসিলের জন্য এই জঘন্য কুৎসা রটিয়েছে। এছাড়া আর কিছু হতেই পারে না।

ইয়াগো : ধ্যেৎ, ওরকম কেউ নেই। সেটা অসম্ভব।

ডেসডিমোনা : থাকলে ঈশ্বর যেন তাকে ক্ষমা করেন।

এমিলিয়া : ফাঁসির দড়ি তাকে ক্ষমা করবে। আর নরকের আগুন তাকে পুড়িয়ে মারবে। উনি ওঁকে কুলটা বলবেন কেন ? কে ওঁকে সঙ্গ দেয় ? কোথায় ? কোন সময় ? কীভাবে ? কী ঢং-এ ? নিশ্চয়ই কোনো পাজি হতভাগা, কোনো পাকা বদমাশ মূরকে ধোঁকা দিচ্ছে। হে ভগবান, ওইরকম সব শয়তানের মুখোশ খুলে দাও তুমি আর প্রত্যেক সৎ মানুষের হাতে তুলে দাও তীক্ষ্ণ চাবুক যেন ওদের ন্যাংটো করে চাবকাতে চাবকাতে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত তাড়িয়ে বেড়াতে পারে!

ইয়াগো : অত জোরে চেঁচিও না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমিলিয়া : মুখে আগুন ওইসব লোকের! নিশ্চয়ই ওই জাতীয় কোনো একজনই তোমার বুদ্ধিশুদ্ধিকে গুলিয়ে তোমার মনকেও তিক্ত বিষাক্ত করে তুলেছিল যার জন্যে তুমিও আমাকে মূরের অঙ্কশায়িনী বলে সন্দেহ করেছিলে।

ইয়াগো : চুপ কর। তুমি একটা বেকুব।

ডেসডিমোনা : সদাশয় ইয়াগো, আমার স্বামীর ভালোবাসা ফিরে পাবার জন্য কী করব আমি? ওর কাছে যান আপনি। সত্যি বলছি, কেমন করে যে আমি তাকে হারালাম জানি না। এই আমি নতজানু হয়ে শপথ করে বলছি যে, যদি আমি কখনো চিন্তায় বা কর্মে তার ভালোবাসার অবমাননা করে থাকি, যদি আমার চক্ষু, কর্ণ বা অন্য কোনো ইন্দ্রিয় তাকে ভিন্ন অন্য কোনো পুরুষের সাথে বিন্দুমাত্র আনন্দ খুঁজে পেয়ে থাকে কিংবা তিনি আমার প্রতি চরম অবহেলা প্রদর্শন করে আমাকে ত্যাগ করলেও যদি ভবিষ্যতে অথবা অতীতে অথবা বর্তমানে তাকে গভীরভাবে না ভালোবাসি, তবে যেন সব সুখ শান্তি ও আনন্দ আমাকে চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করে। নিষ্ঠুরতা অনেক কিছু করতে পারে এবং ওর নিষ্ঠুরতা আমার মৃত্যুও ডেকে আনতে পারে, কিন্তু কখনো আমার প্রেমকে কলঙ্কিত করতে পারবে না। 'কুলটা' কথাটা পর্যন্ত আমি উচ্চারণ করতে পারি না। এই যে বললাম এতেই আমার গা ঘিনঘিন করছে। দুনিয়ার যাবতীয় তুচ্ছ ধন-দৌলত আর আনন্দের বিনিময়েও এই কর্ম করা আমার সাধ্যাতীত।

ইয়াগো : দয়া করে শান্ত হোন। এটা ওর সাময়িক মন-মেজাজের ব্যাপার। রাষ্ট্রের কাজ নিয়ে ওর মেজাজ খিঁচড়ে রয়েছে, আর তারই সূত্র ধরে আপনার সঙ্গে রাগারাগি করেছেন।

ডেসডিমোনা : সত্যিই যদি আর কিছু না হয়ে থাকে—

ইয়াগো : আমি বলছি, সত্যিই তাই।

[ভেতরে শিঙ্গাধ্বনি]

ওই শুনুন, খাবারের ডাক পড়েছে। ভেনিস-আগত অভ্যাগতরা খাবারের জন্য অপেক্ষা করছেন। চোখের পানি মুছে ফেলে ভেতরে যান এখন। সব ঠিক হয়ে যাবে।

[ডেসডিমোনা এবং এমিলিয়ার প্রস্থান]

[রোডেরিগোর প্রবেশ]

কী খবর, রোডেরিগো?

রোডেরিগো : আমার সঙ্গে আপনি যথার্থ ব্যবহার করছেন বলে আমার মনে হচ্ছে না, ইয়াগো।

ইয়াগো : কেন?

রোডেরিগো : রোজই কোনো না কোনো অজুহাতে আমার আশা পূরণের সামান্যতম সুযোগ থেকে আপনি আমাকে দূরে সরিয়ে রাখছেন। শুধু চালাকি করছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার সঙ্গে। কিন্তু আর আমি এসব সহ্য করব না। বোকার মতো এ পর্যন্ত যেসব ঘটতে দিয়েছি তাও আর আমি এ রকম চুপ করে মেনে নেব না।

ইয়াগো : আমার কথাটা শুনবেন, রোডেরিগো ?

রোডেরিগো : না, আপনার অনেক কথা আমি শুনেছি। আপনার কথা আর কাজের মধ্যে কোনো মিল নেই।

ইয়াগো : নিতান্ত অন্যায় দোষারোপ করেছেন আমার ওপর।

রোডেরিগো : সত্যি ছাড়া কিছুই বলছি না। আপনার কথায় আমি আমার সর্বস্ব খুইয়েছি। ডেসডিমোনাকে দেবেন বলে আপনি আমার কাছ থেকে যত মণিমুক্তা নিয়েছেন তা দিয়ে কোনো ব্রহ্মচারিণী তপস্বিনীকেও প্রায় মজানো যেত। আপনি বলেছেন যে, ডেসডিমোনা ওইসব উপহার গ্রহণ করেছে এবং শিগগিরই আমার সঙ্গে মিলিত হয়ে তার প্রতিদানের আশা ও আশ্বাস দিয়েছে, কিন্তু তার কোনো লক্ষণই আমি দেখছি না।

ইয়াগো : ঠিক আছে, আর বাক্য দেবেন না।

রোডেরিগো : ঠিক আছে! বাক্য দেব না! বাক্য না দিয়ে আমার উপায় নেই, ইয়াগো। আর ঠিক মোটেই নেই। আমার মনে হচ্ছে আপনি আমাকে বোকা বানিয়েছেন, ইয়াগো। বদমায়েশি করেছেন আপনি!

ইয়াগো : খুব ভালো কথা।

রোডেরিগো : আমি বলছি এটা খুব ভালো কথা নয়। আমি নিজে ডেসডিমোনাকে এবার সব কথা সরাসরি খুলে বলব। যদি আমার মণিমুক্তা আর অলঙ্কারগুলো ফেরত দিয়ে দেয় তবে এই প্রণয়-আবেদনে ক্ষান্ত দিয়ে আমার অসঙ্গত আচরণের জন্য অনুতাপ করে আমি বিদায় নেব। আর যদি না দেয় তবে জেনে রাখুন, আপনার সঙ্গে এর বোঝাপড়া হবে।

ইয়াগো : এতক্ষণে কথা বলছেন বটে।

রোডেরিগো : জি হ্যাঁ, আর যা করবার ইচ্ছা আছে তার তুলনায় কিছুই বলছি না।

ইয়াগো : বাঃ, এখন দেখতে পাচ্ছি যে আপনার মধ্যে কিছু পৌরুষ আছে, আর এই মুহূর্ত থেকেই আপনার সম্পর্কে আমার ধারণার উন্নতি হলো অনেকটা। আসুন, হাত মিলান, রোডেরিগো, আপনি সঙ্গতভাবেই আমার ওপর রাগ করেছেন। কিন্তু সত্যি বলছি আমি আপনার ব্যাপারে কোনো ছল-চাতুরি করিনি।

রোডেরিগো : ঘটনাদৃষ্টে তো তা মনে হচ্ছে না।

ইয়াগো : হ্যাঁ, সেকথা বলতে পারেন। আপনার সন্দেহের পেছনে বিচারবুদ্ধি আর যৌক্তিকতা আছে। কিন্তু রোডেরিগো, সত্যি যদি আপনার মধ্যে বস্তু কিছু থেকে থাকে, এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে তা আছে, মানে আমি স্থির লক্ষ্য, সাহস, শৌর্য এইসবের কথা বলছি আর কী, তাহলে আজ রাতেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার প্রমাণ দিন। যদি এর পরের রাতে আপনি ডেসডিমোনাকে ভোগ করতে না পারেন, তবে আমাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার জন্য আপনি যে-কোনো বিশ্বাসঘাতকতা বা চক্রান্ত করবেন, তার বিরুদ্ধে আমার কিছু করবার থাকবে না।

রোডেরিগো : কাজটা কী ? সম্ভব আর সাধ্যের মধ্যে তো ?

ইয়াগো : ক্যাসিওকে ওথেলোর স্থলাভিষিক্ত করবার জন্য ভেনিস থেকে এক বিশেষ প্রতিনিধি দল এসেছে।

রোডেরিগো : সত্যি নাকি ? তাহলে তো ওথেলো আর ডেসডিমোনা আবার ভেনিসে ফিরে যাচ্ছে।

ইয়াগো : না। ওথেলো যাচ্ছেন মরিটানিয়ায়, আর কোনো একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ডেসডিমোনাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবেন সেখানে। এবং সেই দুর্ঘটনার ব্যাপারে ক্যাসিওর অপসারণের চাইতে চূড়ান্ত কার্যকর আর কিছুই হতে পারে না।

রোডেরিগো : অপসারণ বলতে কী বোঝাতে চাইছেন ?

ইয়াগো : কেন, ওথেলোর স্থলাভিষিক্ত হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব করে তোলা। তার মুণ্ডুটা উড়িয়ে দেওয়া।

রোডেরিগো : আর আপনি চান যে সে কাজটা আমি করি ?

ইয়াগো : হ্যাঁ, যদি নিজের লাভ ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করার সাহস আপনার থাকে। আজ রাতে ও এক বারবনিতার ওখানে খানাপিনা করবে, আমি ওর সঙ্গে সেখানে দেখা করতে যাব। ওর নতুন সৌভাগ্যের কথা ক্যাসিও এখনো জানে না। আপনি যদি ওর পথের দিকে একটু খেয়াল রাখেন তবে আপনার সুবিধা মতো ওকে ঘায়েল করতে পারবেন। আমি দেখব যেন ঠিক রাত বারোটা আর একটার মধ্যে ও সেই পথে যায়। আর আপনার সাহায্যের জন্য আমিও কাছে পিঠেই থাকব। দুজনে মিলে সহজেই তার দফা রফা করা যাবে। কী হলো, ওরকম বোকার মতো হা করে থাকবেন না। চলুন, আমার সঙ্গে চলুন। ওর মৃত্যু যে কী রকম চরম প্রয়োজনীয় আপনাকে তা আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। তখন দেখবেন যে ওকে সরিয়ে ফেলা ছাড়া আপনার কোনো গত্যন্তর নেই। চলুন, অনেকক্ষণ খাবার সময় হয়ে গেছে, রাতও বেফায়দা বেড়ে চলেছে। আসুন ?

রোডেরিগো : এর স্বপক্ষে আরো যুক্তি শুনতে চাই।

ইয়াগো : অবশ্যই শুনবেন।

[প্রস্থান]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় দৃশ্য

[সাইপ্রাস দুর্গের অন্য একটি কক্ষে]

[ওথেলো, লোডোভিকো, ডেসডিমোনা, এমিলিয়া এবং অনুচরবৃন্দের প্রবেশ]

লোডোভিকো : ঠিক আছে, ঠিক আছে, আর কষ্ট করবেন না আপনি।

ওথেলো : ও কিছু না, একটু হাঁটলে বরং আমার ভালো হবে।

লোডোভিকো : শুভরাত্রি ডেসডিমোনা। আপনার আতিথেয়তার জন্য অনেক ধন্যবাদ।

ডেসডিমোনা : এ তো আমার সৌভাগ্য।

ওথেলো : চলুন, সিনর। ও, ডেসডিমোনা—

ডেসডিমোনা : কী স্বামিন্ ?

ওথেলো : তুমি এক্ষুণি গিয়ে শুয়ে পড়, আমি এলাম বলে। তোমার দাসীকে ছুটি দিয়ে দিও।

ডেসডিমোনা : দেব, প্রভু।

[ওথেলো, লোডোভিকো এবং অনুচরবর্গের প্রস্থান]

এমিলিয়া : কেমন মনে হচ্ছে এখন ? আগের চাইতে একটু শান্ত বলে বোধ হলো।

ডেসডিমোনা : বললেন যে এখুনি ফিরে আসছেন। আমাকে শুতে যাবার নির্দেশ দিয়ে তোমাকে ছুটি দিয়ে দিতে বললেন।

এমিলিয়া : আমাকে ছুটি দিতে বললেন ?

ডেসডিমোনা : হ্যাঁ, এমিলিয়া। কাজেই আমার রাতের কাপড়জামা দিয়ে তুমি এবার যাও। ওকে এখন কিছুতেই অখুশি করানো ঠিক হবে না।

এমিলিয়া : ওর সঙ্গে আপনার জীবনে কোনোদিন দেখা না হলেই ভালো ছিল!

ডেসডিমোনা : আমি সে কথা বলতে পারব না। ওঁকে আমি এত ভালোবাসি এমিলিয়া, যে ওর একগুয়েমি, তিরস্কার আর ভ্রূকুটিও আমার ভালো লাগে। নাও, হুকটা খোল।

এমিলিয়া : আপনার কথামতো বিছানার ওপর ওই চাদরগুলো পেতেছি।

ডেসডিমোনা : ঠিক আছে, কিছু এসে যায় না। মানুষের মনে কতসব কথা জাগে। শোন, আমি যদি তোমার আগে মরি তাহলে ওরই একটা চাদর দিয়ে আমার মৃতদেহ মুড়ে দিও।

এমিলিয়া : ছিঃ, কী বোকার মতো যা তা বলছেন!

ডেসডিমোনা : বারবেরি নামে আমার মার এক দাসী ছিল। ও প্রেমে পড়েছিল। কিন্তু লোকটা দেখা গেল পাজি, বারবেরিকে ছেড়ে চলে যায় ও। "উইলো"-র একটা গান গাইত বারবেরি, পুরনো গান, কিন্তু তার অবস্থার সঙ্গে মানাত খুব। ওই গান গাইতে গাইতেই তার মরণ হয়। আজ রাতে ওই গান আমি কিছুতেই আমার মন থেকে তাড়াতে পারছি না। বেচারি বারবেরির মতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাথাটা একপাশে হেলিয়ে আমার ওই গানটি গাইতে ভীষণ ইচ্ছে করছে। কোনো রকমে শুধু আমি নিজেকে সংযত করে রাখছি। আচ্ছা, এবার এসো তুমি।

এমিলিয়া : আপনার রাত-কামিজটা নিয়ে আসব ?

ডেসডিমোনা : না, এই হুকটা খুলে দাও দয়া করে। লোডোভিকো ভদ্রলোক বেশ দেখতে।

এমিলিয়া : খুব সুপুরুষ।

ডেসডিমোনা : কথাবার্তা বলেনও বেশ ভালো।

এমিলিয়া : আমি ভেনিসের এক মহিলাকে জানি, যিনি ওর ঠোঁটের স্পর্শ লাভের জন্য প্যালেস্টাইন পর্যন্ত খালি পায়ে হেঁটে যেতে রাজি।

ডেসডিমোনা : (গান গায়) সিকামোর গাছের নিচে বসে করুণ
দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলছে বেচারি।
গান গাও, গান গাও, উইলো : বুকের ওপর হাত, হাঁটুতে
মাথা গোঁজা ওঁর,
গান গাও, গান গাও,
উইলো, উইলো, উইলো।
ওর পাশ দিয়ে তরতর করে বয়ে যায়
সতেজ স্রোতস্বিনী,
যার সুরে গুনগুন করে বেজে ওঠে ওর করুণ আর্তনাদ।
গাও, উইলো, উইলো, উইলো।
ওর অশ্রু পড়ে ঝরঝর করে,
গলে যায় কঠিন পাষাণের বুকও,
গাও, গাও তুমি, উইলো;
নাও, এগুলো এখানে রাখ।
উইলো, উইলো।
এবার পালাও তুমি। উনি এক্ষুণি এসে পড়বেন।
গাও তুমি, উইলো, তুমিই হবে আমার
কণ্ঠের মালা।
কেউ যেন ওকে দোষারোপ না করে। ওর তাচ্ছিল্য আর ঘৃণাও
আমার প্রিয়। না, এরপর এটা না। ...শোন, কে যেন দরজায়
ধাক্কা দিল না ?

এমিলিয়া : বাতাসের শব্দ।

ডেসডিমোনা : আমার প্রেমকে আমি বললাম ঝুটা প্রেম,
কিন্তু ও কী বলল ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গান গাও, উইলো, উইলো, উইলো :
আমি যদি আরো মেয়ের সঙ্গে প্রেম করি
তুমি মজা লুটবে আরো পুরুষের সঙ্গে,
গান গাও, উইলো, উইলো।

এসো এবার। শুভরাত্রি। চোখ দুটো জ্বালা করছে আমার। কান্নার পূর্বাভাস নাকি ?

এমিলিয়া : তার কোনো মানে নেই।

ডেসডিমোনা : লোকে কিন্তু তাই বলে, শুনেছি আমি। ওহ্ এই ব্যাটাছেলেরা! আচ্ছা, এমিলিয়া, তুমি কি প্রকৃতই বিশ্বাস কর যে স্বামীকে ওই ধরনের জঘন্য প্রবঞ্চনা করে এরকম মেয়ে মানুষ সত্যিই আছে ?

এমিলিয়া : কিছু কিছু অবশ্যই আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ডেসডিমোনা : সারা পৃথিবীর বিনিময়েও কি তুমি নিজে ওকাজ করতে পারতে ?

এমিলিয়া : কেন, আপনি পারতেন না ?

ডেসডিমোনা : এই দিব্য জ্যোতির্ময় আলোর নামে শপথ করে বলছি, কক্ষণো নয়।

এমিলিয়া : এই জ্যোতির্ময় আলোতে আমিও কক্ষণো পারতাম না। তবে অন্ধকারের কথা আলাদা।

ডেসডিমোনা : সত্যি, সারা পৃথিবীর বিনিময়েও কি তুমি ওকাজ করতে পারতে ?

এমিলিয়া : পৃথিবী বড্ড বড় জিনিস, সামান্য একটু পাপের জন্য বড় বেশি দামি।

ডেসডিমোনা : উহু, আমার মনে হচ্ছে তুমি কিছুতেই পারতে না।

এমিলিয়া : আমার মনে হচ্ছে আমি পারতাম। তারপর সব আবার ঠিকঠাক করে নিলেই হতো। সস্তা একটা আংটি, গজ কয়েক মিহি কাপড় কিংবা কয়েকটি গাউন, পেটিকোট আর টুপি, এ জাতীয় তুচ্ছ উপহার সামগ্রীর জন্যে ওকাজ করতে পারতাম না তা ঠিক, কিন্তু সারা পৃথিবীর বিনিময়ে— বাবাঃ, এমন মেয়ে কে আছে যে তার স্বামীকে শাহানশা বানাবার জন্য তাকে একটু ঠকাতে রাজি হবে না ? এর জন্যে যমের বাড়ি যাবার ঝুঁকি নিতেও আমার আপত্তি নেই।

ডেসডিমোনা : গোটা দুনিয়াকে আমার হাতে তুলে দিলেও আমি ওকাজ করতে পারতাম না।

এমিলিয়া : কেন ? অন্যায়টা তো এই দুনিয়ার বুকেই ঘটছে, আর আপনার কর্মের পুরস্কার হিসেবে যখন দুনিয়াটাই পাচ্ছেন আপনি, তখন অন্যায়টা ঘটেছে আপনারই নিজের জগতে। আপনি ব্যাপারটাকে তখন চট করে শুধরে নিতে পারেন।

ডেসডিমোনা : ও ধরনের কোনো মেয়ে মানুষের অস্তিত্ব আছে বলে আমি মনে করি না।

এমিলিয়া : আছে, অজস্র। গুণে কুল পাওয়া যাবে না। কিন্তু সত্যি, আমার মনে হয়, স্ত্রীর পদস্খলনের পেছনে আসল দোষ স্বামীর। ধরুন, স্বামীরা যখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেদের কর্তব্য পালনে অবহেলা করে, অন্যের কোলে আমাদের প্রাপ্য সোহাগসম্পদ ঢেলে দেয়, কিংবা অর্থহীন বালকসুলভ ঈর্ষায় কুৎসিত হৈচৈ করে, নানা বাধানিষেধের বেড়াজালে আমাদের আটকে রাখে, কিংবা ধরুন যখন আমাদের মারপিট করে, নয়তো হেনস্তা করবার জন্য হাতখরচের টাকা কেটে দেয়— বাঃ, আমাদেরও রাগ-বিদ্বেষ বলে কিছু আছে তো। যত গুণই থাকুক আমাদের, প্রতিহিংসার চেতনাও তো আছে আমাদের মধ্যে। স্বামীরা বুঝুক যে ওদের মতো তাদের স্ত্রীদেরও অনুভূতি আছে। স্বামীদের মতো তারাও দেখতে পায়, ঘ্রাণ নিতে পারে, টক আর মিষ্টির স্বাদ বুঝতে সক্ষম। আমাদের বদলে যখন অন্যের কাছে যায় তারা, কেন, কী করে তখন? এটা কি একটা খেলা? আমার তাই মনে হয়। মজা লুটবার ইচ্ছা থেকেই কি এর জন্ম? আমার মনে হয় তাই। ইন্দ্রিয়জাত দুর্বলতার জন্যই কি এই ভুল করে তারা? তাও বটে। আর আমাদের কোনো ইন্দ্রিয়াসক্তি নেই, ফুর্তির ইচ্ছা নেই, দুর্বলতা নেই, পুরুষদের যেমন আছে? আমাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করুক তারা, উপযুক্ত যত্ন-আত্তি নিক আমাদের, নইলে তারা জেনে নিক যে তাদের অন্যায়-আচরণ থেকে শিক্ষা নিয়েই আমরা আমাদের অন্যায় আচরণে লিপ্ত হই।

ডেসডিমোনা : শুভরাত্রি, শুভরাত্রি। অন্যায়ের প্রতিদানে অন্যায় নয়, বরং অন্যায়ের দৃষ্টান্ত থেকে নিজেকে শাসন করবার শিক্ষাই যেন বিধাতা আমাকে দেন।

[প্রস্থান]

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[ইয়াগো এবং রোডেরিগোর প্রবেশ]

ইয়াগো : এই যে, এইখানে এর আড়ালে দাঁড়ান, ও এক্ষুণি এসে পড়বে। তরবারি কোষমুক্ত করে রাখুন, যথাসময়ে ঠিক মতো আঘাত হানবেন। জলদি করুন, জলদি। কোনো ভয় নেই, নয়তো সর্বনাশ। শক্ত হন।

রোডেরিগো : আপনি কাছে থাকুন, আমার আঘাত ঠিক মতো নাও লাগতে পারে।

ইয়াগো : আমি পাশেই থাকব। নিন, বুকে সাহস আনুন। এখানে দাঁড়ান।

[নিজে এক পাশে সরে যায়]

রোডেরিগো : কাজটা করতে তেমন বিশেষ উৎসাহ বোধ করছি না, কিন্তু ও যেসব যুক্তি দেখিয়েছে তা সন্তোষজনক। আর একটা লোক ফৌত হবে, এই তো ! এই তুলে নিলাম আমার তরবারি। ব্যাটা আজ মরবে।

ইয়াগো : ছোঁড়াকে আচ্ছা করে চেতিয়ে দিয়েছি। ভীষণ ক্ষেপে গেছে এখন। এবারে ও-ই ক্যাসিওকে খতম করুক, কিংবা ক্যাসিও ওকে, নয়তো দুটোই দুটোকে মারুক, সব দিক থেকেই আমার লাভ ? ব্যাটা রোডেরিগো বেঁচে থাকলে ডেসডিমোনার নাম করে ওর কাছ থেকে যেসব সোনাদানা মণিমুক্তা হাতিয়ে নিয়েছি সেগুলো ফেরত দেবার জন্য চেপে ধরবে। উঁহু, তা হতে পারে না। আর ক্যাসিও বেঁচে থাকলে ওর দৈনন্দিন জীবনের মধ্যেই এমন একটা স্নিগ্ধ সৌষ্ঠব রয়েছে যা আমাকে কুৎসিত করে তোলে। তাছাড়া ওথেলো হয়তো আমার কথা ওর কাছে প্রকাশ করে দেবে। তাহলে ভীষণ বিপদ। না, ওকে মরতেই হবে। ওই, আসছে।

[ক্যাসিওর প্রবেশ]

রোডেরিগো : ওর পদধ্বনি আমি চিনি। সেই আসছে। শয়তান, মরেছিস তুই এবার।

[তরবারি চালায় ক্যাসিওকে লক্ষ্য করে]

ক্যাসিও : লৌহ বর্মাচ্ছাদিত পোশাক না পরা থাকলে ওই আঘাতেই আমার মৃত্যু হতো। এবার বাছাধন, তোমারটা পরীক্ষা করে দেখা যাক।

[তরবারি কোষমুক্ত করে রোডেরিগোকে আহত করে]

রোডেরিগো : ওহ ওহ মেরে ফেলল আমাকে।

[ইয়াগো আড়াল থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে ক্যাসিওর পায়ের দিকে তরবারি চালিয়ে যায়]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাসিও : চিরকালের মতো আমাকে পঙ্গু করে দিয়ে গেল রে ! কে আছ বাঁচাও । খুন করে পালাল ।

[লুটিয়ে পড়ে]

[ওথেলোর প্রবেশ]

ওথেলো : ক্যাসিরও গলার শব্দ। ইয়াগো তার কথা রেখেছে।

রোডেরিগো : ওহ্, আমি একটা দুরাত্মা।

ওথেলো : যথার্থ।

ক্যাসিও : বাঁচাও, কে কোথায় আছ! আলো আলো। ডাক্তার ডাক একজন।

ওথেলো : সেই বটে। ন্যায়পরায়ণ, মহান ইয়াগো, বন্ধুর প্রতি অন্যায় আচরণের উপযুক্ত জবাব দিতে জান তুমি। তুমি আমাকে পথ দেখালে। প্রেয়সী আমার, তোমার নাগর এখন মরণের কোলে লুটোচ্ছে, আর তোমার অভিশপ্ত নিয়তি এবার দ্রুত ঘনিয়ে আসছে কাছে। পাপিষ্ঠা, আমি আসছি। তোমার মোহ-মায়া, ওই চোখ-যুগল, এই আমার হৃদয় থেকে আমি মুছে ফেললাম। তোমার লালসা ক্লেদাক্ত শয্যা আজ লালসার রক্তে রঞ্জিত হয়ে উঠবে।

[প্রস্থান। লোডোভিকো এবং গ্রাশিয়ানোর প্রবেশ]

ক্যাসিও : কে ওখানে ? কোনো প্রহরী নেই ? পথচারী নেই কোনো ? খুন! খুন হয়েছে এখানে !

গ্রাশিয়ানো : কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে। বড় বিপন্ন চিৎকার শুনছি।

ক্যাসিও : ওঃ, বাঁচাও।

লোডোভিকো : ওই, শোন।

রোডেরিগো : হতভাগ্য পাপিষ্ঠ।

লোডোভিকো : দু-তিনজনের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। বড় অন্ধকার রাত আজ। এসব শব্দ মিথ্যা ছলনাও হতে পারে। আরো লোকজন না নিয়ে ওদের কাছে এভাবে এগিয়ে যাওয়া নিরাপদ হবে না বলে আমার মনে হচ্ছে।

রোডেরিগো : কেউ আসছে না ? রক্তপাত হতে হতে তাহলে আমি মরে যাব।

লোডোভিকো : ওই শোন।

[আলো হাতে ইয়াগোর প্রবেশ]

গ্রাশিয়ানো : ওই যে, আলো আর অস্ত্র নিন, কামিজ পরা অবস্থায় কে একজন আসছে।

ইয়াগো : কে ওখানে ? খুন, খুন বলে কে চেঁচাচ্ছে ওখানে ?

লোডোভিকো : জানি না।

ইয়াগো : একটা চিৎকার শোনেননি আপনারা ?

ক্যাসিও : এই যে এখানে আমি। ঈশ্বরের দোহাই, বাঁচাও আমাকে

ইয়াগো : কী হয়েছে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রাশিয়ানো : একে তো ওথেলোর সহচর বলে মনে হচ্ছে।

লোডোভিকো : হ্যাঁ, সেই। দুর্ধর্ষ সাহসী লোকটা।

ইয়াগো : কে তুমি ওখানে ওরকম করুণ আর্তনাদ করছ?

ক্যাসিও : ইয়াগো? ওহ্, বদমাশগুলো আমাকে পঙ্গু করে দিয়ে গেছে! আসুন, একটু সাহায্য করুন আমাকে।

ইয়াগো : কপাল আমার, সহ-সেনাপতি! কোন্ হারামজাদারা এ কাজ করল?

ক্যাসিও : আমার মনে হয় কাছে পিঠেই একটা পড়ে আছে, তার পালাবার সময় নেই।

ইয়াগো : কী বিশ্বাসঘাতক পাজি বদমায়েশ রে! কই, আপনারা কেউ আছেন নাকি ওদিকে? এগিয়ে আসুন, একটু সাহায্য করুন আমাকে।

রোডেরিগো : ওহ্, আমাকে দেখুন একটু।

ক্যাসিও : ওই যে বদমাশগুলোর একটা।

ইয়াগো : হারামজাদা! খুনি কোথাকার!

[রোডেরিগোকে ছুরিকাঘাত করে]

রোডেরিগো : ওহ্, ইয়াগো! নরকের কীট! অমানুষ কুত্তা!

ইয়াগো : রাতের অন্ধকারে মানুষ খুন করে বেড়াচ্ছিস, এ্যাঁ? কই, আর খুনে চোর ডাকাতগুলো গেল কোথায়? কী সুমসাম এই শহর। ওগো, খুন খুন! আপনারা কারা? সৎ লোক না চোর-ডাকাতের দোসর?

লোডোভিকো : দেখে যাচাই কর।

ইয়াগো : সিনর লোডোভিকো?

লোডোভিকো : হ্যাঁ, আমিই।

ইয়াগো : মাফ করবেন, জনাব। এই যে ক্যাসিও এখানে। বদমাশগুলো তাকে আহত করে ফেলে রেখে গেছে।

গ্রাশিয়ানো : ক্যাসিও?

ইয়াগো : কী অবস্থা, ভাই?

ক্যাসিও : আমার পা দুখণ্ড করে দিয়ে গেছে।

ইয়াগো : হায় ঈশ্বর! এই যে, আপনার আলোটা একটু ধরুন।

[বিয়াঙ্কার প্রবেশ]

বিয়াঙ্কা : কী ব্যাপার? কে অমন চেঁচিয়ে উঠল?

ইয়াগো : কে চেঁচিয়ে উঠল?

বিয়াঙ্কা : ওহ্, ক্যাসিও! আমার নয়নমণি ক্যাসিও! ও ক্যাসিও, ক্যাসিও, ক্যাসিও!

ইয়াগো : হারামজাদি বেশ্যা! ক্যাসিও, আপনাকে কারা এভাবে ঘায়েল করে গেল কিছু সন্দেহ করতে পারেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাসিও : না।

গ্রাশিয়ানো : আপনাকে এ অবস্থায় দেখে ভারি দুঃখিত হলাম। আমি খুঁজছিলাম আপনাকে।

ইয়াগো : একটা দড়ি দিন আমাকে। ব্যাস। একটা চেয়ার চাই, ওঁকে এক্ষুণি সযত্নে এখান থেকে তুলে নিয়ে যেতে হবে।

বিয়াঙ্কা : হায়, হায়, অজ্ঞান হয়ে গেল যে। ও ক্যাসিও, ক্যাসিও, ক্যাসিও।

ইয়াগো : ভদ্র মহোদয়গণ, আমার মনে হয় বাজারের এই মেয়ে মানুষটা এ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত।... একটু ধৈর্য ধরুন, সুজন ক্যাসিও। আসুন, জলদি করুন, আলো দেখান আমাকে। একি আমাদের চেনামুখ, না, কি, এ্যাঁ ? হা ভগবান, এ যে আমার স্বদেশবাসী রোডেরিগো!

গ্রাশিয়ানো : কি, ভেনিসের ?

ইয়াগো : হ্যাঁ। আপনি চিনতেন ওকে ?

গ্রাশিয়ানো : চিনতাম কিনা ? হ্যাঁ।

ইয়াগো : সিনর গ্রাশিয়ানো ? মাফ করবেন আমাকে। এই সব ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা আমার মাথা গুলিয়ে দিয়েছে। আপনাকে লক্ষ করিনি, ক্ষমা করবেন।

গ্রাশিয়ানো : তোমার সাক্ষাৎ পেয়ে আমি আনন্দিত।

ইয়াগো : কেমন বোধ করছেন, ক্যাসিও ? কই, একটা চেয়ার, একটা চেয়ার একটা চেয়ার চাই যে!

গ্রাশিয়ানো : রোডেরিগো!

ইয়াগো : হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই বটে। (একটা চেয়ার বয়ে নিয়ে আসা হয়) এই যে চেয়ার। একজন কেউ যত্ন করে এঁকে এখান থেকে নিয়ে যান। আমি সেনাধ্যক্ষের ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আসছি। (বিয়াঙ্কাকে লক্ষ করে) এই, তুমি, তোমাকে কোনো কষ্ট করতে হবে না। ক্যাসিও, এখানে যে লোকটি নিহত পড়ে আছে, সে ছিল আমার বিশেষ প্রিয় বন্ধু। বলুন, আপনাদের দুজনের মধ্যে কি কোনো ঝগড়া-বিবাদ ছিল ?

ক্যাসিও : কিছু মাত্র না। আমি ওকে চিনি না পর্যন্ত।

ইয়াগো : (বিয়াঙ্কাকে উদ্দেশ করে) কী, তোমার মুখ ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কেন ? ...আহা, ওকে হাওয়ার ঝাপটা থেকে আড়ালে নিয়ে যাচ্ছেন না কেন ?

[ক্যাসিও আর রোডেরিগোকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়]

ভদ্র মহোদয়গণ, আপনারা থাকুন। ...কি, মাগি, মুখ শুকিয়ে গেল যে ? ওর চোখের দিকে দেখুন, কেমন ভয় পেয়ে গেছে! একটু অপেক্ষা করুন, শিগগিরই আরো তথ্য শুনতে পাব। ভালো করে লক্ষ করুন ওকে, দয়া করে ওর দিকে একটু তাকান ভালো করে। দেখছেন, ভদ্রমহোদয়গণ ? না, না, মুখে রা না সরলেও, পাপ কখনো নির্বাক থাকে না।

[এমিলিয়ার প্রবেশ]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমিলিয়া : হায়, হায়, এ সব কী ব্যাপার ? কী ঘটেছে, স্বামী ?

ইয়াগো : রোডেরিগো আর কয়েকজন লোক রাতের অন্ধকারে ক্যাসিওর ওপর হামলা চালিয়েছে। ক্যাসিও মরণাপন্ন, রোডেরিগো মারা পড়েছে, আর অন্যরা পালিয়ে গেছে।

এমিলিয়া : হায়, হায়, কী সর্বনাশ! বেচারা ক্যাসিও।

ইয়াগো : বাজারের মেয়ে মানুষ নিয়ে স্ফূর্তি করার এই ফল। এমিলিয়া, আজ রাতে ক্যাসিও কোথায় খানাপিনা করেছে সেকথা তুমি কিছু জান ? (বিয়াঙ্কার দিকে তাকিয়ে) কী হলো, তুমি কাঁপছ কেন একথা শুনে ?

বিয়াঙ্কা : উনি আজ রাতে আমার ওখানে খেয়েছেন, কিন্তু আমি সেজন্য কাঁপছি না।

ইয়াগো : ওহ্, তোমার ওখানে খেয়েছেন ? চল, আমার সঙ্গে যেতে হবে তোমাকে।

এমিলিয়া : ছি, ছি, ধিক তোমাকে, কুলটা মেয়ে।

বিয়াঙ্কা : আমি কুলটা নই, যে তুমি আমাকে গাল দিচ্ছ, জীবনের পথে আমি সেই তোমারই মতো সৎ।

এমিলিয়া : আমার মতো ? হুঃ! মুখে আগুন তোমার!

ইয়াগো : চলুন, সহৃদয় ভদ্র মহোদয়গণ, বেচারি ক্যাসিওর ক্ষত স্থানের কী রকম তদারকি হচ্ছে দেখে আসি। (বিয়াঙ্কার উদ্দেশে) তুমিও চল, শিগগিরই অন্য সুর গাইতে হবে তোমাকে। এমিলিয়া, তুমি দৌড়ে দুর্গে চলে যাও, সেখানে আমার প্রভু আর প্রভুপত্নিকে এসব ঘটনার কথা জানাও... আপনারা আগে চলবেন ? (জনান্তিকে) আজ রাতই আমার জন্য চরম সাফল্য বয়ে নিয়ে আসবে, নয়তো পরম সর্বনাশ।

[প্রস্থান]

AMARBOI.COM

দ্বিতীয় দৃশ্য

[সাইপ্রাস। দুর্গের একটি শয়নকক্ষ]

[ডেসডিমোনা শয্যায় শায়িতা। আলো হাতে ওথেলোর প্রবেশ]

ওথেলো : কারণ, কারণ, কারণটাই বিবেচ্য, আত্মা আমার। আকাশের নিষ্কলঙ্ক নক্ষত্ররাজি, তোমাদের কাছে সে নাম উচ্চারণ করতে বলো না আমাকে। কারণই সব। আমি তার রক্তপাত ঘটাব না, স্মৃতিসৌধের শ্বেতমর্মর পাথরের মতো মসৃণ আর তুষারের চাইতেও শুভ্র তার ত্বকে আমি আঁচড় কাটব না। কিন্তু তথাপি তাকে মরতে হবে, নইলে আরো পুরুষকে সে প্রবঞ্চনা করবে। আলো নিভিয়ে দাও, তারপর নির্বাপিত কর ওই আলোক। প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ, তোমাকে যদি আমি নির্বাপিত করি, তবে আবার তোমার শিখাকে আমি জ্বালিয়ে তুলতে পারি! কিন্তু তিলোত্তমা, প্রকৃতির অপরূপ নিখুঁত প্রতিমা, তোমার আলোকে যদি আমি একবার নির্বাপিত করি তাহলে কোন প্রমিথিউসের উত্তাপ থেকে আবার তা প্রজ্জ্বলিত করতে পারব সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার জানা নেই। গোলাপ যদি একবার উপড়ে নিই তাহলে আবার তার সতেজ বিকাশের সম্ভাবনা তাকে ফিরিয়ে দেওয়া আমার সাধ্যাতীত। ওকে তখন শুকিয়ে ঝরে যেতেই হবে। গাছের গায়েই তার ঘ্রাণ নেব আমি। (চুমু খায় ডেসডিমোনাকে) আহ্, সুরভিত নিঃশ্বাস, ন্যায়ের দেবতাকে তার দণ্ড ছুড়ে ফেলে দিতে তুমি প্রায় প্ররোচিত করে ফেলছ। আরেক বার, আরেক বার। মৃত্যুর পর এই রকমই থেকো। তোমাকে হত্যা করব, আর তারপর ভালোবাসব আমি। আরেকটি বার, শেষ বারের মতো একবার। এত মধুর কখনো এত মারাত্মক আর হয়নি। চোখ ফেটে আমার অশ্রুবারি নির্গত হচ্ছে, কিন্তু বড় নিষ্ঠুর এই অশ্রুমালা। এই বেদনা স্বর্গীয়, যেখানে ভালোবাসে সেখানে আঘাত হানে। ও জেগে উঠছে।

ডেসডিমোনা : কে ওখানে ? ওথেলো ?

ওথেলো : হ্যাঁ, ডেসডিমোনা।

ডেসডিমোনা : শুতে আসছেন, প্রভু ?

ওথেলো : আজ রাতে তুমি প্রার্থনা করেছ, ডেসডিমোনা ?

ডেসডিমোনা : হ্যাঁ, প্রভু।

ওথেলো : যদি তোমার মনে হয় যে কোনো অপরাধের জন্য তুমি বিধাতার কাছে অনুতাপ করে ক্ষমা ভিক্ষা করনি তাহলে এক্ষুণি তা করে নাও।

ডেসডিমোনা : কী বলতে চাইছেন আপনি, প্রভু ?

ওথেলো : করে নাও, করে নাও, আর প্রলম্বিত করো না। আমি সরে দাঁড়াচ্ছি। তোমার অপ্রস্তুত আত্মাকে আমি হত্যা করব না। না, না, ঈশ্বর না করুন। তোমার আত্মাকে আমি হত্যা করব না।

ডেসডিমোনা : আপনি কি হত্যা করার কথা বলছেন ?

ওথেলো : হ্যাঁ, তাই বলছি।

ডেসডিমোনা : হা বিধাতা, দয়া কর আমাকে।

ওথেলো : সর্বান্তঃকরণে আমিও বলছি, আমিন!

ডেসডিমোনা : তাই যদি বলেন আপনি, তাহলে আশা হচ্ছে আপনি আমাকে মারবেন না।

ওথেলো : হুম।

ডেসডিমোনা : তবু আপনাকে আমার ভয় করছে। আপনার চোখ যখন ওরকম করে তখন আপনি মারাত্মক হয়ে ওঠেন। কেন আমার ভয় করছে তা আমি বলতে পারব না। কোনো অপরাধ করেছি বলে আমার জানা নেই, কিন্তু তবুও আমি ভীত, সন্ত্রস্ত।

ওথেলো : নিজের পাপের কথা মনে কর।

ডেসডিমোনা : সে তো আপনার প্রতি আমার ভালোবাসা।

ওথেলো : হ্যাঁ, আর সেই জন্যই তুমি মরবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডেসডিমোনা : ভালোবাসা যে মরণ ডেকে আনে সে-মরণ তো অস্বাভাবিক। আঃ, কেন অমন করে আপনি ওষ্ঠ দংশন করছেন ? কোনো একটা ভয়ঙ্কর প্রবল আবেগে আপনার শরীর থরথর করে কাঁপছে। ভীষণ অশুভ লক্ষণ এসব। কায়মনোবাক্যে আশা করি এর লক্ষ্য আমি নই।

ওথেলো : চুপ কর। স্থির হও।

ডেসডিমোনা : তাই হব। কী হয়েছে ?

ওথেলো : আমার যে রুমালটা আমি ভীষণ ভালোবাসতাম, যেটা তোমাকে দিয়েছিলাম, সেটা তুমি ক্যাসিওকে দিয়েছ।

ডেসডিমোনা : কক্ষণো নয়। এই আমি শপথ করে বলছি। ডেকে পাঠান ওকে। এক্ষুণি জিজ্ঞেস করুন।

ওথেলো : প্রেয়সী আমার, মিথ্যা শপথ করো না। তুমি মৃত্যুশয্যায় শায়িত।

ডেসডিমোনা : হ্যাঁ, কিন্তু এখনই মরছি না তো।

ওথেলো : হ্যাঁ, এক্ষুণি। কাজেই অসংকোচে তোমার পাপের কথা স্বীকার কর, কারণ প্রতিটি অভিযোগ তুমি যত শপথ করেই অস্বীকার কর না কেন, আমার দুঃসহ দৃঢ় বিশ্বাস তাতে বিন্দুমাত্র শিথিল হবে না। তোমাকে মরতে হবে।

ডেসডিমোনা : তাহলে, ঈশ্বর, তুমি সদয় হও।

ওথেলো : আমি বলছি আমীন।

ডেসডিমোনা : আর আপনিও সদয় হন। সারা জীবনে আমি কখনো আপনার প্রতি কোনো অন্যায় করিনি। সাধারণ স্বভাবসিদ্ধ প্রীতি ছাড়া ক্যাসিওকে কোনোদিন আমি ভিন্নভাবে ভালোবাসিনি। কোনো প্রেমোপহার তাকে দিইনি।

ওথেলো : ঈশ্বরের দোহাই, আমি আমার রুমাল তার হাতে দেখেছি! মিথ্যে শপথ করছ, তুমি পাপীয়সী। আমার হৃদয়কে তুমি পাথর করে দিচ্ছ। আমার যে অভিষ্ট কর্মকে আমি কোরবানি বলে ভাবছিলাম তুমি তাকে খুনে পরিণত করছ। আমি রুমালটা দেখেছি।

ডেসডিমোনা : তাহলে তিনি কুড়িয়ে পেয়েছেন। আমি কদাপি তাকে ওটা দিইনি। ডেকে পাঠান ওকে। তিনিই সত্য কথা স্বীকার করবেন।

ওথেলো : সে স্বীকার করেছে।

ডেসডিমোনা : কী বললেন, প্রভু ?

ওথেলো : সে যে তোমাকে ব্যবহার করেছে।

ডেসডিমোনা : কেমন করে ? অন্যায়ভাবে ?

ওথেলো : হ্যাঁ।

ডেসডিমোনা : ও কথা তিনি কিছুতেই বলবেন না।

ওথেলো : না, তার মুখ বন্ধ। শুদ্ধাত্মা ইয়াগো সে ব্যবস্থা করেছে।

ডেসডিমোনা : হায়, আমার আশঙ্কা বুঝি সত্যি পরিণত হলো। কী হয়েছে, তিনি কি মারা গেছেন ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওথেলো : তার মাথার প্রতিটি কেশে যদি একটি করে প্রাণ থাকত তবু আমার প্রতিশোধ তার মোকাবিলা করত।

ডেসডিমোনা : হায়, তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। আর আমার রক্ষা নেই।

ওথেলো : চুপ কর্, অসতী নারী। আমার সামনে তার জন্য চোখের জল ফেলছিস্?

ডেসডিমোনা : আমাকে নির্বাসন দিন, প্রভু, কিন্তু হত্যা করবেন না।

ওথেলো : চুপ, বারাঙ্গনা।

ডেসডিমোনা : কাল মারবেন আমাকে, আজ রাতটুকু বেঁচে থাকতে দিন।

ওথেলো : না—

ডেসডিমোনা : শুধু আধ ঘণ্টা আর!

ওথেলো : আরম্ভ হয়ে গেছে, আর কোনো বিরতি নেই।

ডেসডিমোনা : একবার প্রার্থনা করার সময়টুকু শুধু দিন।

[মুখে বালিশ চেপে ধরে শ্বাসরুদ্ধ করে]

[দরজার ওপাশ থেকে এমিলিয়া]

এমিলিয়া : প্রভু! প্রভু! কী হলো? প্রভু!

ওথেলো : কীসের শব্দ? মরেনি? এখনো সম্পূর্ণ মরে যায়নি? আমি নিষ্ঠুর হলেও দয়ালুও বটে। তোমার যন্ত্রণাকে আমি দীর্ঘায়িত করব না। এই, এই।

এমিলিয়া : (বাইরে থেকে) কী হলো প্রভু? প্রভু! প্রভু!

ওথেলো : কে ওখানে?

এমিলিয়া : প্রভু, আপনাকে একটা কথা বলব!

ওথেলো : ও, এমিলিয়া। ...দাঁড়াও, খুলছি। ...মরে গেছে। ও খুব সম্ভব ক্যাসিওর মৃত্যুর কথা বলতে এসেছে। এইখানেই শব্দ হচ্ছিল। হু? আর নড়াচড়া নেই? কবরের মতো নিশ্চুপ। ...ও কি ভেতরে আসবে? সেটা কি ভালো হবে। ...মনে হচ্ছে আবার নড়ছে যেন। নাহ্। কোনটা ভালো হবে? ও ভেতরে এলে নিশ্চয়ই আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চাইবে। আমার স্ত্রী! আমার স্ত্রী। কীসের স্ত্রী? আমার কোনো স্ত্রী নেই। ওহ্, অসহনীয়! দুর্ভর এই মুহূর্ত! মনে হচ্ছে চাঁদ-সুরুযের বুকে কালো বিশাল গ্রহণ লেগেছে, আর ভীতা ধরণী সেই ঘটনা দেখে প্রচণ্ড মুখ ব্যাদান করে চৌচির হয়ে ফেটে যাচ্ছে।

এমিলিয়া : প্রভু, প্রভু, মিনতি করছি, আপনার সঙ্গে কথা বলতে দিন আমাকে।

ওথেলো : তোমার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। ও, এমিলিয়া, এসো, ভেতরে এসো। ধীরে— হ্যাঁ, এক্ষুণি। ...পর্দাগুলো টেনে দিই। ...কই কোথায় তুমি?

[দরজা খুলে দেয়]

[এমিলিয়ার প্রবেশ]

বল, কী হয়েছে তোমার?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমিলিয়া : ওখানে খুন হয়ে গেছে, প্রভু।

ওথেলো : কি ? এখন ?

এমিলিয়া : এই মাত্র। প্রভু।

ওথেলো : চাঁদের অলুক্ষুণে কীর্তি এসব। পৃথিবীর অস্বাভাবিক কাছে নেমে এসেছে, আর উন্মাদ করে দিচ্ছে মানুষকে।

এমিলিয়া : ক্যাসিও এক ভেনেশীয় যুবককে খুন করেছে, নাম রোডেরিগো।

ওথেলো : রোডেরিগো মারা গেছে ? আর ক্যাসিও মারা গেছে ?

এমিলিয়া : না, ক্যাসিও মারা যায়নি।

ওথেলো : ক্যাসিও মারা যায়নি ? তাহলে সংহার পর্ব বেতালা বেসুরো বাজছে, আর প্রতিশোধের সুধারস হয়ে উঠছে কঠোর কর্কশ।

ডেসডিমোনা : হায় মিথ্যা, মিথ্যা, অপরাধের দায়ে আমি খুন হলাম।

এমিলিয়া : হা ভগবান! কীসের আর্তনাদ ওটা ?

ওথেলো : ওটা ? কোনটা ?

এমিলিয়া : ওহ্! ও যে বেগম সাহেবার কণ্ঠস্বর। বাঁচাও! বাঁচাও, কে কোথায় আছ, ওগো তাড়াতাড়ি এসো। কথা বলুন, কথা বলুন, কথা বলুন, ডেসডিমোনা! কথা বলুন আরেকবার।

ডেসডিমোনা : আমি অপরাধহীন মৃত্যুবরণ করছি।

এমিলিয়া : ওহো, কে এ কাজ করল ?

ডেসডিমোনা : কেউ না... আমি নিজেই। বিদায়। আমার স্বামীকে আমার প্রিয় সম্ভাষণ দিও। বিদায়।

[মৃত্যু]

ওথেলো : কেন ? কেন ওকে কেউ খুন করবে ?

এমিলিয়া : হায়, হায়! কে জানে ?

ওথেলো : তুমি ওর মুখের কথা শুনেছ, আমি ওকাজ করিনি।

এমিলিয়া : তিনি তাই বলেছেন। আমাকে সত্য কথাই বলতে হবে।

ওথেলো : মিথ্যে বলেছে ও। জ্বলন্ত নরকে তাঁর স্থান হবে। আমি তাকে হত্যা করেছি।

এমিলিয়া : স্বর্গের দেবী তিনি, আর আপনি কৃষ্ণকায় শয়তান!

ওথেলো : সতীত্ব বিসর্জন দিয়েছিল ও! বেশ্যা, দ্বিচারিণী।

এমিলিয়া : মিথ্যা কুৎসা লেপন করছেন তার চরিত্রে। আপনি নির্জলা শয়তান একটা।

ওথেলো : ও ছিল জলের মতো কপট।

এমিলিয়া : তাকে কপট বলে আপনি নিজেকেই অগ্নিশিখার মতো হঠকারী প্রতিপন্ন করছেন। আঃ, তিনি ছিলেন সতীসাধ্বী, নিষ্পাপ, স্বর্গের দেবী, প্রতিমা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওথেলো : ক্যাসিও ভোগ করেছে ওকে। তোমার স্বামীকে জিজ্ঞেস করে দেখ। সঙ্গত সুযুক্তির ভিত্তিতে যদি আমি এই চরম ব্যবস্থা না গ্রহণ করে থাকি তবে যেন নরকের ক্রূরতম অন্ধকার গুহায়ও আমার স্থান না হয়। তোমার স্বামী এর সবই জানতেন।

এমিলিয়া : আমার স্বামী ?

ওথেলো : তোমার স্বামী।

এমিলিয়া : জানতেন যে তিনি বিবাহের পবিত্র বন্ধনকে ভূলুণ্ঠিত করেছেন ?

ওথেলো : হ্যাঁ, ক্যাসিওর সঙ্গে। আহ্ ও যদি অসতী না হতো তবে বিধাতা আমাকে অপূর্ব নিখুঁত মণিমুক্তা খচিত নতুন এক পৃথিবী দান করলেও তার বিনিময়েও আমি সে পৃথিবী গ্রহণ করতাম না।

এমিলিয়া : আমার স্বামী ?

ওথেলো : হ্যাঁ, সে-ই আমাকে প্রথম খবরটা দেয়। একজন খাঁটি লোক বটে, কোনো নোংরা কাজ দেখলেই ওর গা ঘিনঘিন করে।

এমিলিয়া : আমার স্বামী ?

ওথেলো : তোতাপাখির মতো বারবার একই কথা উচ্চারণ করছ কেন ? বলছি তো, তোমার স্বামী।

এমিলিয়া : হায়, বেগম সাহেবা! শুনুন, কোনো বদমাশ নিশ্চয়ই মারাত্মক একটা প্রবঞ্চনা করেছে। আমার স্বামী বলেছে যে তিনি অসতী ?

ওথেলো : হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে-ই বলেছে। বলছি, তোমার স্বামী। কথাটা বুঝতে পারছ ? আমার বন্ধু তোমার স্বামী। সাধু, সাধু ইয়াগো।

এমিলিয়া : ও অমন কথা বলে থাকলে তার কলুষিত আত্মা যেন জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যায়। চরম মিথ্যা কথা বলেছে ও। আপনার স্ত্রী আপনার প্রেমে আকণ্ঠ ডুবে ছিলেন।

ওথেলো : হুঁ!

এমিলিয়া : আপনি যা খুশি তাই করতে পারেন তবু আমি বলব যে আপনার এই কর্ম বিধাতার কাছে যতখানি গ্রহণযোগ্য, আপনার স্ত্রীর সঙ্গী হবার যোগ্যতাও আপনার ততখানিই ছিল, তার বেশি নয়।

ওথেলো : ভালো চাও চুপ কর।

এমিলিয়া : আমাকে আঘাত দেবার আর কতটুকু ক্ষমতা আছে আপনার ? আমি এমনিতেই মারাত্মক আহত। কী বোকা! কী গাধা নির্বোধ! যে কাজ আপনি করেছেন... আপনার তরবারির পরোয়া করি না আমি, আপনার কীর্তির কথা আমি প্রকাশ করে দেবই, তার জন্য হাজারবার মরতে প্রস্তুত আমি। কে আছ, বাঁচাও, বাঁচাও। মূর ডেসডিমোনাকে খুন করেছে। খুন, খুন।

(মোনটানো, গ্রাশিয়ানো, ইয়াগো এবং অন্যান্যদের প্রবেশ)

মোনটানো : কী হয়েছে ? ব্যাপার কী, সেনাপতি ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমিলিয়া : ও, তুমি এসেছ, ইয়াগো ? খুব কীর্তি করেছ যা হোক, এখন মানুষ তোমাকেই খুনের দায়ে দায়ী করছে।

গ্রাশিয়ানো : কী ব্যাপার ?

এমিলিয়া : মানুষ হলে এই পাষণ্ডের উক্তি যে মিথ্যা তা প্রমাণ কর। উনি বলছেন, তাঁর স্ত্রী যে অসতী সে কথা নাকি তুমি ওকে বলেছ। আমি জানি তুমি অমন কথা বলনি, তুমি সে রকম দুরাত্মা নও। বল, আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে।

ইয়াগো : আমার ধারণার কথাই আমি ওকে বলেছি, আর উনি নিজেই সঙ্গত ও সত্য বলে যা আবিষ্কার করেছেন তার বেশি কিছু আমি বলিনি।

এমিলিয়া : উনি দ্বিচারিণী সে কথা তুমি ওকে কখনো বলেছ ?

ইয়াগো : হ্যাঁ, বলেছি।

এমিলিয়া : মিথ্যা কথা বলেছ তুমি, ঘৃণ্য জঘন্য মিথ্যা। ঈশ্বরের শপথ একথা মিথ্যা। হীন দুরভিসন্ধিমূলক মিথ্যা। উনি ক্যাসিওর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিলেন ? তুমি বলেছ ক্যাসিওর সঙ্গে ?

ইয়াগো : হ্যাঁ, ক্যাসিওর সঙ্গেই। এবার চুপ কর।

এমিলিয়া : না, চুপ করব না। আমাকে বলতেই হবে। এই শয্যায় ডেসডিমোনার নিহত মৃতদেহ পড়ে আছে...

সবাই : ঈশ্বর না করুন!

এমিলিয়া : আর তোমার রটনাই এই হত্যাযজ্ঞ ডেকে এনেছে।

ওথেলো : মান্যবর প্রভুগণ, অমন নিষ্কোরিত নেত্রে তাকিয়ে থাকবেন না। একথা সর্বৈব সত্য।

মোনটানো : কী ভয়ঙ্কর কাণ্ড!

এমিলিয়া : নষ্টামি, নষ্টামি, চরম নষ্টামি! ভাবছি আমি, গন্ধ পাচ্ছি আমি। কী পাষণ্ড! তখনই একবার মনে হয়েছিল আমার। বুক ভেঙে যাচ্ছে আমার, এখন মরণ ছাড়া উপায় নেই। ওঃ কী নষ্টামি! কী নষ্টামি!

ইয়াগো : কী হলো, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি ? বলছি, শিগগির বাড়ি যাও।

এমিলিয়া : ভদ্র মহোদয়গণ, দয়া করে আমাকে বলতে দিন। ওর আদেশ পালন করাই আমার পক্ষে যুক্তিযুক্ত, কিন্তু এই মুহূর্তে নয়। ইয়াগো। হয়তো আর কোনোদিনই আমি বাড়ি যাব না।

ওথেলো : ওহ, ওহ, ওহ!

[শয্যায় লুটিয়ে পড়ে]

এমিলিয়া : হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই রকম লুটিয়ে পড়ে গর্জনই কর তুমি, কারণ নিষ্পাপ সুমধুর অতুলনীয়া ডেসডিমোনাকে তুমি হত্যা করেছ।

ওথেলো : আঃ! পাপিষ্ঠা ছিল সে।

[উঠে দাঁড়ায়]

খুল্লতাত, আপনাকে আমি লক্ষ করিনি। ওই যে, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওইখানে শান্নিতা, আর, হ্যাঁ, এই হাত দুখানিই একটু আগে তার নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে দিয়েছে। আমি জানি কাজটা ভয়াবহ বিকট বলে মনে হচ্ছে আপনাদের কাছে।

গ্রাশিয়ানো : বেচারি ডেসডিমোনা। সুখের কথা যে আজ তার পিতা জীবিত নেই। ওঁর বিয়েতে তিনি নিদারুণ আঘাত পেয়েছিলেন, সেই শোকেই তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি বেঁচে থাকলে আজ এই দৃশ্য দেখে নিশ্চয়ই সাংঘাতিক কিছু একটা করে বসতেন।—

ওথেলো : ব্যাপারটা দুঃখের, কিন্তু ইয়াগো জানে যে ডেসডিমোনা ক্যাসিওর সঙ্গে হাজার বার কুকর্মে লিপ্ত হয়েছে। ক্যাসিও সে কথা স্বীকার করেছে। আর ওর প্রেমের প্রতিদান হিসাবে ডেসডিমোনা আমার দেয়া প্রেমোপহার তাকে দান করেছে। তার হাতে আমি সেটা দেখেছি। একটা রুমাল! অনেক দিনের পুরনো জিনিস, আমার বাবা আমার মাকে দিয়েছিলেন ওই রুমাল।

এমিলিয়া : হা ঈশ্বর!

ইয়াগো : আঃ, চুপ কর বলছি।

এমিলিয়া : সব বেরিয়ে পড়বেই! আমি চুপ করব ? কক্ষণো না। উত্তরা বায়ুর মতো অসঙ্কোচে আমি সব প্রকাশ করব। স্বর্গ মর্ত পাতালের সবাই আমাকে ধিক্কার দিলেও আমি সব বলে দেব।

ইয়াগো : বোকামি করো না, ঘরে যাও।

এমিলিয়া : আমি যাব না।

[ইয়াগো তরবারি নিষ্কাশিত করে এমিলিয়াকে আঘাত করতে উদ্যত হয়]

গ্রাশিয়ানো : ছিঃ! স্ত্রী লোকের উপর তরবারির আঘাত হানতে চাইছ ?

এমিলিয়া : হায় নির্বোধ মূর, যে রুমালের কথা আপনি বলছেন সেটা আমি ভাগ্যক্রমে পেয়ে গিয়ে আমার স্বামীকে এনে দিয়েছিলাম। বহুদিন অনেক মিনতি করে সে আমাকে ওই তুচ্ছ রুমালটা ওর জন্য চুরি করে আনতে বলেছিল তাই।

ইয়াগো : হারামজাদি বেশ্যা!

এমিলিয়া : ডেসডিমোনা ক্যাসিওকে দিয়েছে ? না! আমি রুমালটা কুড়িয়ে পাই। আমিই আমার স্বামীকে দিই।

ইয়াগো : মিথ্যাবাদী!—

এমিলিয়া : না, মিথ্যা নয়। ঈশ্বরের শপথ, ভদ্র মহোদয়গণ, আমি মিথ্যা কথা বলছি না। ওহ্, নির্বোধ পাষণ্ড! ওই রকম চারুশিলা স্ত্রী দিয়ে আপনার মতো গর্দভ কী করবে ?

ওথেলো : আর স্বর্গের সব প্রস্তরখণ্ডই কি বজ্রের জন্য সংরক্ষিত ? পাপিষ্ঠ শয়তান!

[ওথেলো ইয়াগোর দিকে ছুটে যায়, কিন্তু তাকে আঘাত করবার আগেই মোনটানো তাকে নিরস্ত্র করে। ইয়াগো তার স্ত্রীকে হত্যা করে]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রাশিয়ানো : ও লুটিয়ে পড়েছে! স্ত্রীকে নিশ্চয়ই সে খুন করে ফেলেছে।

এমিলিয়া : আহ্, আহ্...। ওগো, আমার কর্ত্রীর পাশে আমাকে শুইয়ে দিন।

[ইয়াগোর প্রস্থান]

গ্রাশিয়ানো : ও ভেগেছে, কিন্তু ওর স্ত্রী মারা গেল।

মোনটানো : অসম্ভব শয়তান ওটা। কে আছ, এই অস্ত্রটা নাও। এই মাত্র মূরের কাছে থেকে এটা আমি উদ্ধার করেছি। বাইরের দরজায় পাহারা বসাও। কিছুতেই যেন বেরুতে না পারে, বরং দরকার হলে তাকে হত্যা করবে। আমি ওই বদমাশটার খোঁজে যাচ্ছি।

[মোনটানো এবং গ্রাশিয়ানো অন্যদের নিয়ে প্রস্থান করে। মঞ্চে শুধু ওথেলো এবং এমিলিয়া]

ওথেলো : আমি আর বীরও নই, হাভাতে যে কেউ এখন আমার হাত থেকে তলোয়ার কেড়ে নিতে পারে। কিন্তু সততা যেখানে বিসর্জিত, সুনাম কেন সেখানে ঠিক থাকবে? যাক, সবই যাক তবে।

এমিলিয়া : আপনার গান কীসের ইঙ্গিত দিয়েছিল, ভদ্রে? কই, আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন আপনি? হংসীর মতো সঙ্গীতের সুরে আমারও শেষ নিঃশ্বাস পড়ুক। (গান করে) "উইলো, উইলো, উইলো।" মূর, উনি ছিলেন সতীসাধ্বী। আপনাকে তিনি ভালোবাসতেন, নিষ্ঠুর মূর। মৃত্যু মুহূর্তে আমি যা বলছি তা সত্য। বিধাতা আমার আত্মার সদ্গতি করুন। যাই, যাই।

[মৃত্যু]

ওথেলো : এই প্রকোষ্ঠে আমার আর একটি অস্ত্র আছে, একটি স্পেনীয় তরবারি। তুষার শীতল জলধারায় ধৌত, নিখুঁত তার গুণাবলী। হ্যাঁ, এই যে, এইখানে রয়েছে। খুল্লতাত, আমাকে বেরুতেই হবে।

গ্রাশিয়ানো : (ভেতর থেকে) যদি সে চেষ্টা করেন তবে বড় কঠিন মূল্য দিতে হবে তার জন্য। আপনার কাছে কোনো অস্ত্রশস্ত্র নেই, আপনাকেই মৃত্যুবরণ করতে হবে।

ওথেলো : তাহলে দরজাটা খুলে আমার সঙ্গে একটু কথা বলুন, নইলে নিরস্ত্র হলেও আমি আপনাকে আক্রমণ করব।

[গ্রাশিয়ানোর প্রবেশ]

গ্রাশিয়ানো : কী হয়েছে?

ওথেলো : এ দেখুন আমার হাতে অস্ত্র রয়েছে। এর চাইতে শ্রেষ্ঠতর কোনো অস্ত্র কোনোদিন কোনো সৈনিকের কটিতে আশ্রয় লাভ করেনি। একদা এই ছোট হাত আর উন্নত অস্ত্র নিয়ে আমি অনায়াসে সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে অগ্রসর হয়েছি। কিন্তু মিথ্যা অহঙ্কার! নিয়তিকে কে রোধ করতে পারে? আজ সেদিন নেই। আমি অস্ত্রসজ্জিত হলেও আমাকে দেখে ভয় পাবেন না। এইখানেই আমার সব সফরের সমাপ্তি, চূড়ান্ত পরিণতি, আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমুদ্রযাত্রার শেষ প্রান্তসীমা। আতঙ্কিত হয়ে ফিরে যাচ্ছেন? শুধু শুধু ভীত হচ্ছেন। ওথেলোর বুকের পানে শুধু একটা বাঁশের কঞ্চি তুলে এগিয়ে আসুন, তাহলেই সে পিছু হটবে। কোথায় যাবে ওথেলো? ওগো, কেমন দেখতে লাগছে তোমাকে এখন? হায়, হতভাগিনী মেয়ে! তোমার পোশাকের মতোই পাংশু বিবর্ণ! শেষ বিচারের দিনে যখন আবার আমাদের দেখা হবে তখন তোমার ওই দৃষ্টি স্বর্গ থেকে আমার আত্মাকে প্রবল বেগে ছুড়ে ফেলে দেবে, আর পিশাচরা ঝাঁপিয়ে পড়বে তার ওপর। তুহিন—শীতল প্রেয়সী আমার। তোমার সতীত্বের মতোই। —হায়, অভিশপ্ত হতভাগা! ওগো পিশাচকুল, এই স্বর্গীয় দৃশ্যের সামনে থেকে আমাকে বেত্রাঘাতে তাড়িয়ে দাও, দগ্ধ কর, মার আমাকে গন্ধকদহনে, নিমজ্জিত কর উষ্ণ তরল অগ্নিস্রোতে। ও ডেসডিমোনা! মরে গেছে! ওহ! ওহ! ওহ!

[লোডোভিকো, মোনটানো, বন্দিবেশে ইয়াগো ও কতিপয় কর্মচারীর প্রবেশ। ক্যাসিও একটি চেয়ারে]

লোডোভিকো : কোথায় সেই অবিমৃষ্যকারী হতভাগা ব্যক্তি?

ওথেলো : ওথেলো ছিল তার নাম। এই যে, আমি এইখানে।

লোডোভিকো : ওই কালসাপটা কোথায়? পাপিষ্ঠকে এখানে নিয়ে এসো।

ওথেলো : ওর পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলাম আমি, কিন্তু ওটা শুধু গাল-গল্প। তুই যদি শয়তান হোস তাহলে আমি তোকে হত্যা করতে পারব না।

[আহত করে ইয়াগোকে]

লোডোভিকো : ওর হাত থেকে তরবারি কেড়ে নাও।

[ওথেলোকে নিরস্ত্র করা হয়]

ইয়াগো : আমার গা থেকে রক্ত ঝরছে, কিন্তু মরিনি আমি।

ওথেলো : সেজন্য আমার দুঃখ নেই। তোমার বেঁচে থাকাই আমার কাম্য, কারণ আমার বর্তমান অবস্থায় মরণেই সুখ।

লোডোভিকো : ও ওথেলো, কত মহৎ ছিলেন আপনি, আর এই পাপিষ্ঠের চক্রান্তে আজ কোথায় নেমে এসেছেন! লোকে কী বলবে আপনার সম্পর্কে?

ওথেলো : কেন, যা খুশি। বলবে একজন সম্ভ্রান্ত হত্যাকারী, কারণ আমি ঘৃণার বশে কিছু করিনি, যা করেছি সবই সম্ভ্রমের দাবিতে।

লোডোভিকো : এই হতভাগা তার শয়তানির খানিকটা স্বীকার করেছে। সে আর আপনি কি যথার্থই ক্যাসিওর মৃত্যুর ব্যাপারে একমত হয়েছিলেন?

ওথেলো : হ্যাঁ।

ক্যাসিও : কেন, প্রিয় সেনাপতি? আমি তো আপনার বিরুদ্ধে কোনোদিন কিছু করিনি।

ওথেলো : আমি বিশ্বাস করি সে কথা, আর তোমার কাছে ক্ষমা চাই এর জন্য। দয়া করে আপনারা এই সাক্ষাৎ শয়তানটাকে বলতে বলবেন কি, কেন সে আমার আত্মা আর দেহকে এভাবে শৃঙ্খলিত করল?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইয়াগো : আমাকে কিছুই বলতে বলবেন না। আপনারা যা জানেন, তাই জানেন। এই মুহূর্ত থেকে আর আমি একটি শব্দও উচ্চারণ করব না।

লোডোভিকো : কি ? প্রার্থনা করবার জন্যও নয় ?

গ্রাশিয়ানো : পীড়ন তোমার মুখ খোলাবে।

ওথেলো : তোমার পথই ঠিক।

লোডোভিকো : দেখুন, আমার মনে হয়, আপনি এখনো সব কিছু জানেন না। এবার কী ঘটেছে তা বুঝতে পারবেন। মৃত রোডেরিগোর জামার পকেটে একটা চিঠি পাওয়া গেছে, আর এই যে এখানে আরেকটা। একটাতে রোডেরিগো কর্তৃক ক্যাসিও হত্যার কথা রয়েছে।

ওথেলো : ওহ্, শয়তান!

ক্যাসিও : কী পাশবিক! কী জঘন্য!

লোডোভিকো : ওর পকেটে এই আরেকখানা চিঠিও পাওয়া গেছে। অভিযোগে পূর্ণ। মনে হচ্ছে রোডেরিগো এটা এই দুরাত্মার কাছে পাঠাতে চেয়েছিল, কিন্তু তার আগেই ইয়াগো এসে পড়ে তাকে খতম করে দিয়েছে।

ওথেলো : পিশাচ! পিশাচ! আচ্ছা ক্যাসিও, আমার স্ত্রীর রুমাল তোমার কাছে গেল কীভাবে ?

ক্যাসিও : আমার ঘরে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম আমি। আর এক্ষুণি ও নিজে স্বীকার করেছে যে তার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যই ও সেটা ওখানে ফেলে রেখেছিল।

ওথেলো : আঃ বোকা! বোকা! বোকা!

ক্যাসিও : তাছাড়া সেদিন পাহারা দেবার সময় সে যে ইয়াগোর প্ররোচনাতেই আমাকে উত্তেজিত করে তুলেছিল রোডেরিগোর চিঠিতে ইয়াগোর বিরুদ্ধে সে অভিযোগের কথাও আছে। স্পষ্টত আমি একটা চক্রান্তের শিকারে পরিণত হয়েছিলাম। তার ওপর, বহুক্ষণ মৃতের মতো পড়ে থাকার পর, এইমাত্র সে নিজেই বলেছে যে ইয়াগোই তাকে এ কাজে পাঠিয়েছে, আবার ইয়াগোই তাকে আঘাত হেনেছে।

লোডোভিকো : এই কক্ষ ত্যাগ করে আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে, মূর। আপনাকে ক্ষমতাচ্যুত করে সেনাপতির পদ থেকে অপসারিত করা হলো। এখন থেকে ক্যাসিও হলো সাইপ্রাসের শাসনকর্তা। আর এই শয়তান— যদি কোনো রকম নিষ্ঠুর প্রক্রিয়া দ্বারা তাকে দীর্ঘকাল ধরে প্রচণ্ড নির্যাতন করা যায়, তবে তাই করা হবে। আর আপনার অপরাধ ভেনিসের কর্তৃপক্ষের কাছে না জানানো পর্যন্ত আপনাকে কঠোর বন্দি জীবন যাপন করতে হবে। চল, নিয়ে চল এদের।

ওথেলো : একটু অপেক্ষা করুন। যাবার আগে সামান্য দুটো কথা। আমি একদা রাষ্ট্রের কিঞ্চিৎ খেদমত করেছি। ওরা তা জানেন। সেকথা থাকুক। আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুরোধ, যখন এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাবলীর কথা আপনারা লিখবেন তখন আমি যা তাই বলবেন, কিছুই কমিয়ে বলবেন না, আবার বিদ্বেষপ্রসূত হয়েও কিছু বলবেন না। সেক্ষেত্রে আপনাদের এমন একজনের কথা বলতে হবে যে বিজ্ঞজনের মতো ভালোবাসেনি, কিন্তু বড্ড বেশি ভালোবেসেছিল; যে সহজে ঈর্ষাতুর হয় না, কিন্তু হলে পর চরম বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে; মূর্খ বর্বরের মতো যে অমূল্য মুক্তো ছুড়ে ফেলে দেয়; যার চোখে কখনো জল দেখা যায় না, অথচ এখন সেখানে অশ্রুর বন্যা। এসব কথা লিখবেন। তাছাড়া এও লিখবেন যে একবার এ্যালোপ্পোতে যখন উষ্ণীষধারী কোনো এক পাষণ্ড তুরক একজন ভেনেশীয় নাগরিককে প্রহার করেছিল আর আমাদের রাষ্ট্রকে অপমান করেছিল তখন আমি সেই খৎনা করা কুকুরের গলা টিপে ধরে তাকে হত্যা করেছিলাম— এমনিভাবে।

[নিজের বুকে ছুরিকাঘাত করে]

লোডোভিকো : কী রক্তাক্ত সমাপ্তি!

গ্রাশিয়ানো : সমস্ত বক্তব্যই মাটি হয়ে গেল।

ওথেলো : হত্যা করবার পূর্বে আমি তোমাকে চুম্বন করেছিলাম। এখন চুম্বনের মধ্যে দিয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা ছাড়া আর আমার কোনো পথ নেই।

[শয্যায় লুটিয়ে পড়ে। মৃত্যু]

ক্যাসিও : এই ভয়ই করছিলাম আমি কিন্তু ভেবেছিলাম ওর কাছে কোনো অস্ত্র নেই।

লোডোভিকো : (ইয়াগোর উদ্দেশে) ওরে কুকুর, তোর নিষ্ঠুরতার কোনো তুলনা হয় না। এই শয্যার উপরের করুণ দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে দেখ্ একবার। এই সবই তোর কীর্তি। ওদিকে দৃষ্টিপাত করা যায় না। আড়াল কর এ দৃশ্য চোখের সামনে থেকে। গ্রাশিয়ানো মূরের সব সম্পত্তি বুঝে নিন, এখন থেকে আপনিই সে সবের মালিক। আর লর্ড গভর্নর, এই নরাধম দুরাত্মার শাস্তির ভার আপনার উপর থাকল। স্থান কাল নিপীড়ন সব আপনিই কার্যকর করবেন। আমি এক্ষুণি জাহাজে উঠছি, ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এই বেদনার্ত কাহিনী কর্তৃপক্ষের কাছে নিবেদন করব।

[সবার প্রস্থান]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাড়ির নাম বাসনাপুর

লিলি চৌধুরীকৃত সম্পূরণ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্লাঁশ : ঈশ্বর জানেন তোমার মনের মধ্যে কী আছে। তোমার ঐ বালকসুলভ মনের পেছনে কী উঁকি দিচ্ছে কে জানে। তুমি কি ভাবছ আমি কিছু নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি ? নাকি আমার বোনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছি ?— দেখি আমি দিচ্ছি, বরং আমি তাড়াতাড়ি এবং সহজে বার করে দিতে পারব।

[ট্রাঙ্কের কাছে এগিয়ে যায়। একটা টিনের বাক্স বার করে]

আমার কাগজপত্র আমি এটাতেই রাখি। (বাক্স খুলে ধরে)

স্ট্যানলি : নিচের ওগুলো কী ? (অন্য একগোছা কাগজ দেখায়)

ব্লাঁশ : ওগুলো প্রেমপত্র। এত পুরনো যে হলুদ হয়ে গেছে। সবই একজনের লেখা। (স্ট্যানলি হঠাৎ কেড়ে নেয়। ব্লাঁশ অত্যন্ত রাগের সঙ্গে বলে) ফিরিয়ে দাও বলছি!

স্ট্যানলি : আগে দেখেনি!

ব্লাঁশ : তোমার হাতের ছোঁয়াতে ওগুলোর অপমান হয়।

স্ট্যানলি : ওসব ধোঁকাবাজি রাখ!

[ফিতে ছিঁড়ে ফেলে ওগুলো পরখ করে দেখে। ব্লাঁশ তার হাত থেকে কেড়ে নিতে গেলে ওগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে মেঝেতে পড়ে যায়]

ব্লাঁশ : তুমি যখন ছুঁয়েই ফেলেছ তখন ওগুলো আমি পুড়িয়ে ফেলব।

স্ট্যানলি : (হতবুদ্ধির মতো একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে) কী ওগুলো ?

ব্লাঁশ : কবিতা। কোনো এক মৃত যুবকের লেখা। তাকে আমি অনেক কষ্ট দিয়েছি। ঠিক যেমন করে আজ তুমি আমায় কষ্ট দিতে চাইছ এমনি করে। তবে না, আমাকে তুমি কষ্ট দিতে পারবে না। আমি আর আজ সেই ছেলেমানুষটি নই। কিন্তু আমার স্বামী তাই ছিল। আর আমি— যাকগে ওসব কথা! দাও ওগুলো ফিরিয়ে দাও।

স্ট্যানলি : এগুলো যে পুড়িয়ে ফেলবে বললে তার অর্থ কী ?

ব্লাঁশ : আমি দুঃখিত। বোধহয় কিছুক্ষণের জন্য আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। দেখ, প্রত্যেকের জীবনেই এমন কিছু থাকে যা সে অন্যকে ধরতে ছুঁতে দিতে চায় না। সেগুলো একজনের নিতান্ত আপনার—

[ব্লাঁশকে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত দেখায়। সে কোলের ওপর বাক্সটা নিয়ে বসে পড়ে। চোখে চশমা দিয়ে বড় এক থাক কাগজ একে একে দেখতে থাকে]

এ্যাম্বলার এ্যান্ড এ্যাম্বলার, হুম্। ক্র্যাবট্রি, আরো কিছু এ্যাম্বলার এ্যান্ড এ্যাম্বলার।

স্ট্যানলি : এ্যাম্বলার এ্যান্ড এ্যাম্বলারের অর্থ কী ?

ব্লাঁশ : ঐ জায়গার জন্য যে প্রতিষ্ঠান টাকা ধার দিত।

স্ট্যানলি : তাই বল। ও জায়গা তা'হলে বন্ধক দিয়ে হারিয়েছ ?

[কপালে হাত ছুঁয়ে]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্লাঁশ : সেভাবেই হারিয়েছি বোধহয়।

স্ট্যানলি : আমি ওসব বোধহয়, এবং, কিন্তু এসব কিছুই শুনতে চাই না। অন্য কাগজগুলো কী ?

[ব্লাঁশ পুরো বাক্সটাই তার হাতে তুলে দেয়। সে ওটা টেবিলের কাছে নিয়ে যায় এবং কাগজগুলো পরখ করতে থাকে]

ব্লাঁশ : (কাগজপত্র ভরা একটা বড় খাম তুলে নেয়।) এখানে শত শত বৎসরের হাজার হাজার কাগজ রয়েছে যেগুলো তিলে তিলে বেল-রেভকে গ্রাস করেছে। খুব সহজ করে বলতে গেলে বলতে হয়— আমাদের অদূরদর্শী পিতামহ, পিতা, কাকারা এবং ভাই-এরা এর প্রতিখণ্ড জমি ব্যভিচারে ব্যয় করেছে।

[সে ক্লান্ত হাসি হেসে চশমা খোলে]

ঐ চার অক্ষরের শব্দ আমাদেরকে আমাদের জমিদারি থেকে বঞ্চিত করেছে। শেষ পর্যন্ত যা অবশিষ্ট ছিল তা হচ্ছে ঐ বাড়িটা, বিশ একর জমি আর একটা গোরস্থান। ঐ গোরস্থানে আমি আর স্টেলা ছাড়া একে একে সবাই আশ্রয় নিয়েছে। একথাগুলো যে সত্য তার সাক্ষী স্টেলা! (খামের সব কাগজ টেবিলের ওপর ঢালতে থাকে) এখানে সব কাগজপত্র আছে, সব, সব! আমি এগুলো তোমাকে দান করলাম! নাও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা কর। ইচ্ছে হলে বসে বসে মুখস্থ কর। বেল-রেভ যে শেষ পর্যন্ত একগোছা পুরনো কাগজে পর্যবসিত হয়ে তোমার ঐ বৃহৎ সুদক্ষ হাতে স্থান পেল, আমার মনে হয় এ একরকম ভালোই হলো। স্টেলা লেমন কোক নিয়ে ফিরল কিনা কে জানে! (পেছনে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে)

স্ট্যানলি : আমার এক উকিল বন্ধু আছে। সে এগুলো পরখ করে দেখবে।

ব্লাঁশ : ওগুলোর সঙ্গে এক বাক্স এ্যাসপিরিনও দিও।

স্ট্যানলি : (একটু অপ্রতিভভাবে) দেখ, নেপোলিয়ানি আইনে যে কোনো লোকেরই তার স্ত্রীর সম্পত্তিতে আগ্রহী হওয়া উচিত। বিশেষ করে সে স্ত্রী যদি সন্তানসম্ভবা হয়।

ব্লাঁশ : (চোখ খোলে। ব্লু পিয়ানোর বাজনা কিছুটা জোরে শোনা যায়)

স্টেলা! স্টেলার বাচ্চা হবে ? (আবেশের সঙ্গে) আমি জানতাম না ওর বাচ্চা হবে!

[উঠে দাঁড়িয়ে বাইরে দরজার কাছে যায়। স্টেলাকে মোড়ের কাছে দেখা যায়। হাতে কাগজের বাক্স]

[স্ট্যানলি খাম আর কাগজপত্রের বাক্সটা নিয়ে শোবার ঘরে যায়]

[ঘরগুলো ক্রমশ অন্ধকারে মিলিয়ে যাবে। বাইরের দেয়াল দেখা যাবে। ফুটপাতের কাছে সিঁড়ির গোড়ায় স্টেলার সঙ্গে ব্লাঁশের দেখা হয়]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্লাঁশ : স্টেলা, স্টেলা শুকতারা আমার! তোর বাচ্চা হবে শুনে এত ভালো লাগছে! সব ঠিক হয়ে যাবে, সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।

স্টেলা : ও যে তোমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে সেজন্য আমি সত্যিই দুঃখিত।

ব্লাঁশ : আমার মনে হয় মিষ্টি কথায় ভুলবার মানুষ ও নয়। তবে আমরা যখন বেল-রেভ হারিয়েছি তখন বোধহয় আমাদের জীবনে এরকম লোকেরই প্রয়োজন। আমরা কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলিনি। অবশ্য আমার ভেতরটা এখনো কাঁপছে। তবে আমার মনে হয় আমি সবটা বেশ সুষ্ঠুভাবেই চালিয়ে নিয়ে গেছি। ওর সঙ্গে হেসেছি আর ভাব দেখিয়েছি যেন ঠাট্টা হচ্ছে।

[স্টীভ আর পাবলোকে বিয়ারের বাক্স হাতে দেখা যায়।]

আমি ওর সাথে হেসেছি, ফষ্টিনষ্টি করেছি, কচি খোকা বলে ডেকেছি। সত্যি, তোর স্বামীর সাথে আমি ফষ্টিনষ্টি করছিলাম। (পুরুষ দু'জন এগিয়ে আসতে থাকে) তাসের জলসার মেহমানরা সব এসে পড়ছেন (পুরুষ দু'জন ওদের দু'জনের মাঝখান দিয়ে বাড়ির ভেতর ঢোকে) আমরা এখন কোনদিকে যাব স্টেলা ? এদিকে ?

স্টেলা : না, ও দিকে! (ব্লাঁশকে নিয়ে চলে যায়)

ব্লাঁশ : (হাসতে হাসতে) এক অন্ধ আরেক অন্ধকে পথ দেখাচ্ছে।

[এক সমোসাওয়ালার ডাক শোনা যায়]

ফেরিওয়ালার ডাক : গরম গরম সমোসা।

AMARBOI.COM

তৃতীয় দৃশ্য

[তাসের আড্ডার রাত]

[দেয়ালে ভ্যানগগের আঁকা রাত্রিকালিন বিলিয়ার্ড কক্ষের ছবি। রান্নাঘরটায় এখন কেমন যেন একটা ভয়াল নিশীথ ঔজ্জ্বল্য। রঙগুলো যেন ছেলেবেলায় দেখা প্রিজমের উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটার মতো। হলদে লিনোলিয়ামে ঢাকা রান্নাঘরের টেবিলের ওপর উজ্জ্বল সবুজ রঙের কাচের শেড দেয়া ইলেকট্রিক লাইট ঝুলছে। যারা পোকার খেলবে তারা হচ্ছে— স্ট্যানলি, স্টীভ, মিচ্ আর পাবলো। এদের প্রত্যেকের পরনে রঙিন শার্ট। একজনের গাঢ় নীল, একজনের বেগুনি, একজনের লাল-সাদায় খোপ খোপ, আর একজনের হাল্কা সবুজ। এরা প্রত্যেকেই যৌবনের তুঙ্গতম শীর্ষে অধিষ্ঠিত। লাল, নীল, সবুজ এইসব রঙের মতোই এরা উগ্র, দ্ব্যর্থহীন ও শক্তিশালী। টেবিলের ওপর তরমুজের টুকরো, হুইস্কির বোতল আর গ্লাস দেখা যাচ্ছে। শোবার ঘর অপেক্ষাকৃত অন্ধকার, রান্নাঘরের পর্দার ফাঁক দিয়ে আর রাস্তার দিকের চওড়া জানালা দিয়ে যেটুকু আলো যায় সেইটুকুই। কিছুক্ষণের নীরবতা, সবাই চুপচাপ। তাস বাঁটা দেখছে।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্টীভ : এবারের হাত কী বেয়াড়া রকম ?

পাবলো : একচোখো গোলামগুলো বেয়াড়াই হয়।

স্টীভ : আমাকে দুটো তাস দাও।

পাবলো : মিচ্ তুমি নেবে ?

মিচ্ : আমি পাস।

পাবলো : একটা দিলাম।

মিচ্ : কেউ ড্রিঙ্ক চাও ?

স্ট্যানলি : হ্যাঁ, আমি চাই।

পাবলো : কেউ গিয়ে চিনা রেস্তোরাঁ থেকে বেশ কিছুটা 'চপ সুয়ে' নিয়ে এসো না কেন ?

স্ট্যানলি : আমি যখন হারছি তখন কিনা তোমরা খেতে চাচ্ছ ? স্টেকের টাকা রাখ, কার বিড ?

এসব আজে বাজে ছাইভস্ম টেবিল থেকে সরাও তো মিচ্। পোকারের টেবিলে তাস, কাউন্টার আর হুইস্কি ছাড়া আর কিছু থাকবে না।

[ঝুঁকে পড়ে কতকগুলো তরমুজের খোসা মেঝেতে ছুড়ে মারে]

মিচ্ : মেজাজ সপ্তমে চড়ে আছে মনে হয় ?

স্ট্যানলি : কটা চাই ?

স্টীভ : আমাকে তিনটে দাও।

স্ট্যানলি : একটা।

মিচ্ : আবার পাস। আমার কিন্তু তাড়াতাড়ি বাসায় যেতে হবে।

স্ট্যানলি : চুপ থাক।

মিচ্ : দেখ, আমার মা অসুস্থ। আমি রাতে না ফেরা পর্যন্ত মা ঘুমোয় না।

স্ট্যানলি : তাহলে ওঁর সঙ্গে বাড়িতে থাকলেই পার।

মিচ্ : মা বাইরে যেতে বলেন বলেই যাই। আসলে আমার একটুও ভালো লাগে না। সারাক্ষণ আমার কেবলই মনে হতে থাকে উনি এখন কেমন আছেন।

স্ট্যানলি : দোহাই তোমার তাহলে বাড়ি যাও।

পাবলো : তোমার হাতে কী আছে ?

স্টীভ : ইস্কাবনের ফ্লাশ।

মিচ্ : দেখ তোমরা সবাই বিবাহিত, কিন্তু আমার মা যদি মরে যায় তাহলে আমি একেবারে একা হয়ে যাব। —আমি বাথরুমে যাচ্ছি।

স্ট্যানলি : তাড়াতাড়ি এসো। তোমাকে একটা মিষ্টি দেখে ছুকড়ি যোগাড় করে দেব।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিচ্ : জাহান্নামে যাও।

[শোবার-ঘরের ভেতর দিয়ে বাথরুমে যায়]

স্টীভ : (তাস বাঁটতে বাঁটতে) এবার সাত তাসের স্টাড পোকার।

[তাস বাঁটতে বাঁটতে গল্প বলতে থাকে]

এক বুড়ো চাষী ঘরের পেছনে বসে মুরগিকে ধান দিচ্ছিল, এমন সময় বেশ জোরে চিৎকার করে একটা জোয়ান মুরগি বাড়ির পাশ থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো। পেছনে প্রায় ধরে ধরে অবস্থায় একটা মোরগ।

স্ট্যানলি : (গল্প শুনতে শুনতে অধৈর্য হয়ে) বাঁটো না!

স্টীভ : কিন্তু যখন মোরগটা দেখল চাষী ধান ছিটাচ্ছে তখন সে এক রকম ব্রেক কষে থেমে গেল, আর মুরগিটাকে পালিয়ে যেতে দিয়ে ধান খেতে শুরু করল। এই না দেখে চাষী মন্তব্য করল "হা ঈশ্বর! আমি যেন জীবনে কখনো এত ক্ষুধার্ত না হই।"

[স্টীভ ও পাবলো হেসে উঠে। দু'বোনকে বাড়ির কোণের দিক থেকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়।]

স্টেলা : এখনো খেলা চলছে।

ব্লাঁশ : আমাকে কেমন দেখাচ্ছে?

স্টেলা : ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে।

ব্লাঁশ : ভীষণ গরম লাগছে। আর মনে হচ্ছে ক্লান্তিতে সারা শরীর অবশ হয়ে আসছে। দাঁড়াও, আগে দরজা খুলো না, একটু পাউডার লাগিয়ে নি। আমাকে কি খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে?

স্টেলা : কৈ, নাতো? তোমাকে ডেইজি ফুলের মতো তরতাজা দেখাচ্ছে।

ব্লাঁশ : হ্যাঁ কয়েকদিন আগের তোলা ফুলের মতো।

[স্টেলা দরজা খোলে, দু'জন ঘরে ঢোকে]

স্টেলা : বাঃ বেশ! তোমরা দেখি এখনো খেলায় মত্ত।

স্ট্যানলি : কোথায় গিয়েছিলে তোমরা?

স্টেলা : ব্লাশ আর আমি ছবি দেখলাম। ব্লাঁশ ইনি হচ্ছেন মি. গঞ্জালেস আর ইনি মি. হাবেল।

ব্লাঁশ : উঠবেন না দয়া করে।

স্ট্যানলি : কেউ উঠছে না। তোমার দুশ্চিন্তার কোনো প্রয়োজন নেই।

স্টেলা : আর কতক্ষণ খেলা চলবে?

স্ট্যানলি : যতক্ষণ না আমরা ছাড়ি।

ব্লাঁশ : পোকার খেলা বড় মজার। আমি কি বসে দেখতে পারি?

স্ট্যানলি : না পার না। তোমরা মেয়েরা ওপরে ইউনিসের ওখানে যাও না কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্টেলা : কারণ এখন রাত আড়াইটা। (ব্লাঁশ পর্দাটা অর্ধেক টেনে দিয়ে শোবার ঘরে ঢোকে) আরেক হাত খেলে খেলাটা কি থামাতে পার ?

[মেঝেতে চেয়ারের পায়া ঘষার আওয়াজ হয়। স্ট্যানলি স্টেলার উরুতে জোরে চাপড় দেয়।]

(স্টেলা রাগতভাবে) এটা কোনো মজার কিছু নয়, বুঝলে ? (পুরুষরা হেসে ওঠে। স্টেলা শোবার ঘরে ঢোকে) বাইরের লোকের সামনে যখন ও এ রকম করে তখন আমার মেজাজ চড়ে যায়।

ব্লাঁশ : ভাবছি গোসল করব।

স্টেলা : আবার ?

ব্লাঁশ : মনে হচ্ছে আমার শিরায় শিরায় জট পাকিয়ে গেছে। বাথরুমে কি কেউ আছে ?

স্টেলা : কী জানি!

[ব্লাঁশ দরজায় টোকা দেয়। মিচ্ দরজা খুলে তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে আসে।]

ব্লাঁশ : ওহ্! শুভ সন্ধ্যা।

মিচ্ : হ্যালো। (একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে)

স্টেলা : ব্লাঁশ ইনি হচ্ছেন হ্যারল্ড মিচেল। আর ইনি আমার বোন ব্লাঁশ দ্যুবোয়া ?

মিচ্ : (অপ্রতিভভাবে বিনয়ের সঙ্গে) কেমন আছেন মিস্ দ্যুবোয়া ?

স্টেলা : মিচ্, তোমার মা কেমন আছেন ?

মিচ্ : আগের মতোই। ধন্যবাদ। আপনি যে কাস্টার্ড পাঠিয়েছিলেন সেজন্য উনি খুব খুশি হয়েছেন। আচ্ছা আমি যাই।

[ধীরে ধীরে রান্নাঘরের দিকে যায়। ব্লাঁশের দিকে ফিরে তাকিয়ে লজ্জিতভাবে একটু কাশে। হঠাৎ খেয়াল হয় তোয়ালেটা এখনো হাতে ধরা রয়েছে। অপ্রস্তুতের হাসি হেসে তোয়ালেটা স্টেলার হাতে তুলে দিয়ে চলে যায়। ব্লাঁশ তার দিকে একটু আগ্রহের সঙ্গেই তাকিয়ে থাকে।]

ব্লাঁশ : এঁকে তো অন্যদের থেকে উন্নততর মনে হচ্ছে।

স্টেলা : ঠিকই ধরেছ।

ব্লাঁশ : আমার মনে হয় ওর দৃষ্টিটা কেমন যেন অনুভূতিশীল।

স্টেলা : ওঁর মার অসুখ।

ব্লাঁশ : বিয়ে করেছে নাকি ?

স্টেলা : উহু।

ব্লাঁশ : মেয়েদের পেছনে ঘোরেন নাকি ?

স্টেলা : না তো! (ব্লাঁশ হাসে) আমার তো মনে হয় না ও ওরকম হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্লাঁশ : কী চাকরি করেন ?

[ব্লাউজের বোতাম খুলতে থাকে]

স্টেলা : যে প্রতিষ্ঠানের কাজে স্ট্যানলিকে এদিক ওদিক যেতে হয় তারই খুচরো যন্ত্রপাতির বিভাগে কাজ করে।

ব্লাঁশ : ভালো রোজগার হয় ?

স্টেলা : নাঃ, এ দলের মধ্যে স্ট্যানলিরই যা একটু উন্নতির আশা আছে।

ব্লাঁশ : কীসে তোমার এ রকম ধারণা হলো ?

স্টেলা : ওর দিকে তাকিয়ে দেখ।

ব্লাঁশ : দেখেছি তো!

স্টেলা : তাহলে তো বোঝা উচিত।

ব্লাঁশ : কী জানি বাপু! আমি তো ওর কপালে কোনো প্রতিভার ছাপ দেখিনি।

[ব্লাউজ খুলে ফেলে। দরজার পর্দার ফাঁক দিয়ে যে আলো আসছে সেই আলোর মধ্যে সাদা স্কার্ট ও গোলাপি রঙের সিল্কের বক্ষাবরণ পরা অবস্থায় দাঁড়ায়। ওদিকে মৃদুগুঞ্জনে খেলা চলছে।]

স্টেলা : ছাপটা ওর কপালেও নয় আর এটা প্রতিভার কথাও না।

ব্লাঁশ : ও! তাহলে এটা কী এবং কোথায়? জানতে পারি কি ?

স্টেলা : এটা হচ্ছে উদ্যম। ও উদ্যমশীল ব্যক্তি। তুমি আলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে আছো ব্লাঁশ।

ব্লাঁশ : ও মা! তাই নাকি ?

[সে আলোর হলুদ রশ্মি থেকে সরে আসে। স্টেলা তার পোশাক বদলে হালকা নীল রঙের সাটিনের কিমোনা পরেছে।]

স্টেলা : (ছোট মেয়ের মতো খিলখিল করে হাসতে হাসতে) তুমি যদি ওদের বৌদের দেখতে!

ব্লাঁশ : (হেসে) না দেখলেও অনুমান করতে পারি। নিশ্চয়ই বিশাল বপু একেকজন।

স্টেলা : ওপরের ওকে তো দেখেছ ? (আরো বেশি হাসতে হাসতে) একদিন না (হাসি) ওজনের ঠেলায় সিমেন্টে (হাসি) ফাটল ধরে গিয়েছিল।

স্ট্যানলি : তোমাদের ঐ মুরগির কক্‌ককানি বন্ধ কর তো।

স্টেলা : আমাদের কথা তোমরা শুনতে পাচ্ছ না তো।

স্ট্যানলি : আমার কথা তুমি শুনতে পাচ্ছ তো! আমি বলেছি একেবারে মুখ বন্ধ করে রাখতে।

স্টেলা : এটা আমার বাড়ি। আমার যত খুশি তত কথা বলব।

ব্লাঁশ : স্টেলা, ঝগড়া শুরু করো না তো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্টেলা : ও এখন আধামাতাল— দাঁড়াও এক্ষুণি আসছি।

[স্টেলা বাথরুমে ঢোকে। ব্লাঁশ ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে একটা সাদা রেডিও চালিয়ে দেয়।]

স্ট্যানলি : ঠিক আছে। মিচ্ তুমি কি আছ ?

মিচ্ : কি ? ওঃ না, আমি বাদ।

[ব্লাঁশ আবার আলোর রেখায় দাঁড়ায়। হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙে। তারপর আবার অলসভাবে চেয়ারের কাছে যায়।]

[রেডিওতে রাম্বা বাজছে। মিচ্ উঠে দাঁড়ায়।]

স্ট্যানলি : ওটা আবার কে চালাল ?

ব্লাঁশ : আমি। তোমার খারাপ লাগছে ?

স্ট্যানলি : বন্ধ করে দাও।

স্টীভ : আহা, মেয়েদেরকে বাজনা শুনতে দাও না।

পাবলো : ঠিকই তো! বাজুক। ভালোই তো লাগছে।

স্টীভ : মনে হচ্ছে জ্যাভিয়ের ক্যুগা।

[স্ট্যানলি লাফিয়ে উঠে গিয়ে রেডিও বন্ধ করে দেয়। ব্লাঁশকে চেয়ারে বসা দেখে একটু থমকে দাঁড়ায়। ব্লাঁশ একটুও ভয় না পেয়ে চোখে চোখে তাকিয়ে থাকে। তারপর স্ট্যানলি আবার পোকার খেলার টেবিলে গিয়ে বসে।]

[দুজন পুরুষ প্রচণ্ড তর্কে লিপ্ত]

স্টীভ : তুমি কখন কল দিয়েছ আমি শুনিনি।

পাবলো : আচ্ছা মিচ্ আমি কল দিইনি ?

মিচ্ : আমি খেয়াল করিনি।

পাবলো : তাহলে করছিলে কী শুনি ?

স্ট্যানলি : ও তখন পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখার চেষ্টা করছিল।

[লাফিয়ে উঠে হ্যাঁচকা টানে পর্দা বন্ধ করে দিতে চেষ্টা করে।]

নাও আবার বাঁটো। হয় ঠিক মতো খেলো আর না হয় তো বাদ দাও। কেউ কেউ আছে তারা যখন জেতে তখন চলে যাবার ছুঁতো খোঁজে।

[স্ট্যানলি নিজের আসনে ফিরে এলে মিচ্ উঠে দাঁড়ায়]

স্ট্যানলি : (চিৎকার করে) বসো বলছি!

মিচ্ : আমি চল্লাম। আমাকে তাস দিও না।

পাবলো : ঠিক বলেছ ও এখন যাবার তালে আছে। ওর প্যান্টের পকেটে সাতটা পাঁচ ডলারি নোট আচ্ছা করে সাঁটিয়ে নিয়েছে কিনা।

স্টীভ : কাল দেখো ওকে ঠিক দেখা যাবে ক্যাশিয়ারের জানালায় ওগুলো ভাঙিয়ে সব সিকি বানাচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ট্যানলি : আর তারপর ওর মা যে ওকে ক্রিসমাসে খেলনা ব্যাংক দিয়েছে তার মধ্যে ওগুলো একটা একটা করে ঢোকাচ্ছে। (তাস বাঁটতে বাঁটতে) এবারের খেলা 'স্পিট-ইন-দি-ওশ্যান'।

[মিচ্ একটু অস্বস্তির সঙ্গে হাসে। পর্দার ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢুকে থামে।]

ব্লাঁশ : কী খবর ? বাচ্চা ছেলেগুলোর ঘর খুব জম-জমাট মনে হচ্ছে।

মিচ্ : আমরা বিয়ার খাচ্ছিলাম।

ব্লাঁশ : বিয়ার আমার খুব অপছন্দ।

মিচ্ : এটাই তো গরমের দিনের পানীয়।

ব্লাঁশ : তাই নাকি ? আমার তো তা মনে হয় না। এটা খেলে বরং আমার সব সময়ই বেশি গরম লাগে। আপনার কাছে সিগারেট আছে নাকি ?

[ব্লাঁশের গায়ে গাঢ় লাল সাটিনের চাদর]

মিচ্ : হ্যাঁ, এই তো।

ব্লাঁশ : কী সিগারেট ?

মিচ্ : লাকি।

ব্লাঁশ : ভালোই হলো। কী সুন্দর বাক্স, রুপোর না কি ?

মিচ্ : হ্যাঁ, লেখাটা পড়ে দেখুন না।

ব্লাঁশ : ওহ্। কিছু খোদাই করা আছে নাকি ? পড়তে পারছি না তো। (মিচ্ দেশলাই জ্বালিয়ে এগিয়ে আসে) দেখি।

[যেন কষ্ট হচ্ছে এমন একটা ভান করে পড়ে]

"And if God Choose,

I Shall but love thee better-after-death"

ওমা, এ যে দেখছি মিসেস ব্রাউনিং-এর লেখা আমার প্রিয় সনেটের উদ্ধৃতি।

মিচ্ : আপনি জানেন এ কবিতা ?

ব্লাঁশ : জানি বৈকি।

মিচ্ : ঐ লেখাটার সঙ্গে একটা কাহিনী জড়িত আছে।

ব্লাঁশ : প্রেমের ব্যাপার মনে হচ্ছে।

মিচ্ : হ্যাঁ। তবে দুঃখের।

ব্লাঁশ : ওহ্। তাই নাকি ?

মিচ্ : হ্যাঁ, মেয়েটি মারা গেছে।

ব্লাঁশ : (গভীর সহানুভূতির সঙ্গে) আহা!

মিচ্ : ও যখন এটা আমাকে দেয় তখনই ও জানত যে ও আর বাঁচবে না। ভারী অদ্ভুত মেয়ে, ভারী মিষ্টি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্লাঁশ : ও নিশ্চয়ই আপনাকে খুব ভালোবাসত। অসুস্থ লোকদের ভালোবাসা বড় খাঁটি হয়, বড় গভীর হয়।

মিচ্ : ঠিক বলেছেন। সত্যি তাই।

ব্লাঁশ : দুঃখেই বোধহয় মানুষ খাঁটি হয়।

মিচ্ : হ্যাঁ, দুঃখেই মানুষ খাঁটি হয়।

ব্লাঁশ : মানুষের মধ্যে যা সামান্য একটু সত্য আছে তা বোধহয় যারা জীবনে দুঃখ পেয়েছে তাদেরই আছে।

মিচ্ : আমার মনে হয় আপনি ঠিকই বলেছেন।

ব্লাঁশ : আমি জানি, আমি ঠিকই বলছি। জীবনে দুঃখ পায়নি এমন লোক আমাকে দেখান। আমি ঠিক দেখিয়ে দেব সে কত অগভীর দেখুন! আমার জিভ একটু জড়িয়ে যাচ্ছে। এজন্য আপনারাই দায়ী। আমাদের ছবি শেষ হয়েছে এগারটায় অথচ আপনাদের তাস খেলার জন্য আমরা বাড়ি আসতে পারিনি। কাজেই আমাদের অন্য জায়গায় গিয়ে কিছু পান করতে হলো। আমি সাধারণত এক গ্লাসের বেশি পান করি না, খুব বেশি হলে দু'গ্লাস আর তিন গ্লাস। (হাসে) আজ তিন গ্লাস খেয়েছি।

স্ট্যানলি : মিচ্।

মিচ্ : আমাকে বাদ দাও। আমি মিস—

ব্লাঁশ : দ্যুবোয়া।

মিচ্ : মিস দ্যুবোয়া ?

ব্লাঁশ : এটা একটা ফরাসি নাম। এর অর্থ বনানী আর ব্লাঁশ অর্থ সাদা। দুটো মিলিয়ে অর্থ হচ্ছে শ্বেত বনানী। অনেকটা বসন্তের পুষ্পোদ্যানের মতো। এমনি করে আমার নামটা মনে রাখতে পারেন।

মিচ্ : আপনি ফরাসি ?

ব্লাঁশ : এক রকম জবরদস্তি করেই ফরাসি বলা হয়। আমাদের প্রথম মার্কিন পূর্বপুরুষরা ছিলেন ফরাসি য়্যুগুয়েনো।

মিচ্ : আপনি তো স্টেলার বোন। তাই না ?

ব্লাঁশ : হ্যাঁ, স্টেলা আমার আদরের ছোট বোন। আমি ওকে ছোট বলি যদিও ও আসলে আমার চেয়ে অল্প কিছু বড়— বছর খানেকের চেয়েও কম। আমার একটা কাজ করে দেবেন ?

মিচ্ : অবশ্যই। বলুন কী ?

ব্লাঁশ : আমি এই ছোট্ট চমৎকার রঙিন কাগজের শেডটা বুরবতে এক চীনা দোকান থেকে কিনেছি। আপনি দয়া করে এটা ঐ বাল্‌বটার উপর লাগিয়ে দিন তো।

মিচ্ : এক্ষুণি দিচ্ছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্লাঁশ : কোনো রূঢ় উক্তি বা কোনো অশোভন আচরণ আমার কাছে যেমন অসহ্য প্রায় তেমনি অসহ্য শেড ছাড়া বাতি।

মিচ্ : (বাতি ঠিক করতে করতে) আমাদেরকে বোধহয় আপনার খুব অভদ্র মনে হচ্ছে।

ব্লাঁশ : আমি যে-কোনো পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারি।

মিচ্ : এটা পারলে খুবই ভালো কথা। আপনি বুঝি স্ট্যানলি আর স্টেলার এখানে বেড়াতে এসেছিলেন ?

ব্লাঁশ : ইদানীং স্টেলার শরীরটা বিশেষ ভালো যাচ্ছিল না। তাই আমি ওকে সাহায্য করতে এসেছি। ওর স্বাস্থ্যটা খুব খারাপ হয়ে গেছে।

মিচ্ : আপনি কি—

ব্লাঁশ : বিবাহিতা ? না, না আমি আইবুড়ো বয়স্কা শিক্ষয়িত্রী।

মিচ্ : আপনি আইবুড়ো শিক্ষয়িত্রী হতে পারেন কিন্তু বয়স্কা যে নন সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

ব্লাঁশ : ধন্যবাদ। আপনার সৌজন্যে আমি প্রীত।

মিচ্ : আপনার পেশা তাহলে শিক্ষকতা ?

ব্লাঁশ : এ্যাঁ, হ্যাঁ তা—

মিচ্ : প্রাথমিক বিদ্যালয়, নাকি উচ্চ বিদ্যালয়—

স্ট্যানলি : (চিৎকার করে) মিচ!

মিচ্ : আসছি।

ব্লাঁশ : বাপরে! ফুসফুসের কী জোর!... আমি উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াই। লরেলে।

মিচ্ : আপনি কী পড়ান ? কোন বিষয় ?

ব্লাঁশ : অনুমান কর।

মিচ্ : আপনি নিশ্চয়ই ছবি আঁকা শেখান নয়ত গান শেখান।

[ব্লাঁশ মৃদু মৃদু হাসতে থাকে]

অবশ্য আমার ভুলও হতে পারে। আপনি হয়তোবা অংক করান।

ব্লাঁশ : না না অঙ্ক, অঙ্ক কোনো দিনও না! (হাসতে হাসতে) আমি নামতাই জানি না। দুর্ভাগ্যবশত আমাকে পড়াতে হয় ইংরেজি। আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করি এই সব প্রেম-বুভুক্ষু কিশোর কিশোরীদের মনে হথর্ন, হুইটম্যান, পো এদের সম্পর্কে শ্রদ্ধা জাগিয়ে তুলতে।

মিচ্ : আমার বিশ্বাস তাদের কেউ কেউ এসবের চেয়ে অন্য জিনিসে বেশি উৎসাহী।

ব্লাঁশ : আপনি ঠিক বলেছেন। সব কিছুর ওপরে তারা সাহিত্যের স্থান দেয় এমনটি বলা চলে না। তবে হ্যাঁ, ওরা বড় ভালো। বসন্তের আগমনে ওরা যখন প্রথম প্রেমে পড়ে তখন ওদের জন্য আমার বড্ড মায়া হয়। ওদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাব দেখলে মনে হয় যেন পৃথিবীর আর কেউ কোনোদিন প্রেমে পড়েনি। (বাথরুমের দরজা খুলে স্টেলা বেরিয়ে আসে। ব্লাঁশ মিচের সঙ্গে কথা বলতে থাকে) ওহ্ আপনার কথা শেষ হয়েছে? দাঁড়ান রেডিওটা চালিয়ে দিই।

[ব্লাঁশ রেডিওর নব ঘোরায়। গান শুরু হয়। জার্মান গান। ব্লাঁশ রোমান্টিক ভঙ্গিতে বাজনার তালে তালে নাচতে শুরু করে। মিচ্ খুব আনন্দ পায় এবং নাচিয়ে ভালুকের মতো অদ্ভুতভাবে ওকে নকল করে।]

[স্ট্যানলি পর্দার ফাঁক দিয়ে শোবার ঘরে বেগে প্রবেশ করে। সাদা ছোট রেডিওটা টেবিল থেকে একরকম ছিনিয়ে নেয়। চিৎকার করে একটা দিব্যি কাটে। তারপর যন্ত্রটা জানালা দিয়ে ছুড়ে বাইরে ফেলে দেয়।]

স্টেলা : মাতাল— মাতাল— জানোয়ার কোথাকার! (তাস খেলার টেবিলের দিকে বেগে এগিয়ে যায়) আপনারা সবাই দয়া করে বাড়ি যান। যদি আপনাদের কারো মধ্যে ভদ্রতার লেশমাত্র থেকে থাকে—

ব্লাঁশ : (পাগলের মতো) স্টেলা, সাবধান, স্ট্যানলি—

[স্ট্যানলি স্টেলার দিকে বেগে ধাবিত হয়।]

পুরুষেরা : (মিনমিন করে) আহা স্ট্যানলি রাগ করছ কেন? থাম না, আমরা সবাই—

স্টেলা : খবরদার, খবরদার বলছি, আমার গায়ে যদি হাত দাও আমি তা হলে-

[স্টেলা পিছিয়ে দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। স্ট্যানলিও তার পেছনে অদৃশ্য হয়। একটা আঘাতের শব্দ শোনা যায়। স্টেলা চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। ব্লাঁশ চিৎকার করে রান্নাঘরের দিকে ছুটে যায়। পুরুষেরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়। ধস্তাধস্তি ও অভিশাপ বাক্য উচ্চারিত হতে শোনা যায়। কী যেন একটা উল্টে পড়ার প্রচণ্ড শব্দ হয়]

ব্লাঁশ : (চিৎকার করে) আমার বোন সন্তানসম্ভবা!

মিচ্ : কী ভয়ানক কাণ্ড!

ব্লাঁশ : উন্মাদ! ঘোর উন্মাদ!

মিচ্ : যাও তো তোমরা ওকে ধরে আন তো!

[দু'জন পুরুষ স্ট্যানলিকে জোর করে চেপে ধরে শোবার ঘরে নিয়ে আসে। স্ট্যানলি তাদেরকে প্রায় ছিটকে ফেলে দেয়ার যোগাড় করে। তারপর হঠাৎ করেই কেমন যেন শান্ত হয়ে যায়, নিস্তেজ হয়ে যায়।]

[তারা ওর সঙ্গে ধীরে ধীরে সহানুভূতির সঙ্গে কথা বলে। সেও তাদের একজনের কাঁধে মুখ রাখে।]

স্টেলা : (দৃষ্টির বাইরে থেকে, উচ্চকণ্ঠে, অস্বাভাবিক স্বরে) আমি চলে যেতেই চাই, আমি চলে যেতে চাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিচ্ : যে বাড়িতে মহিলা আছেন, তেমন বাড়িতে কখনই পোকার খেলা উচিত নয়।

ব্লাঁশ : (ছুটে শোবার ঘরে ঢোকে) আমি আমার বোনের কাপড় চোপড় চাই। আমরা ওপরতলায় ভদ্রমহিলার কাছে যাব।

মিচ্ : কাপড়-চোপড় কোথায়?

ব্লাঁশ : (দেয়াল আলমারি খুলে) এই যে পেয়েছি (ছুটে স্টেলার কাছে যায়) স্টেলা, স্টেলা লক্ষ্মীসোনা বোনটি আমার, ভয় পাসনে।

[স্টেলাকে জড়িয়ে ধরে বাইরের দরজা দিয়ে ওপরের তলায় নিয়ে যায়।]

স্ট্যানলি : (বোকার মতো) কী ব্যাপার? কী হয়েছে?

মিচ : হবে আবার কী! তুমি পাগল হয়েছ?

পাবলো : ও এখন ঠিক আছে।

স্টীভ : হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও এখন ঠিক হয়ে গেছে।

মিচ্ : ওকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে একটা ভিজে তোয়ালে নিয়ে এসো।

পাবলো : আমার মনে হয় এখন কফি খেলে বোধহয় ওর খুব উপকার হতো।

স্ট্যানলি : (গাঢ় স্বরে) আমি পানি চাই।

মিচ্ : ওকে গোসল করাও।

[পুরুষেরা ধীরে ধীরে কথা বলতে বলতে ওকে বাথরুমের দিকে নিয়ে যায়]

স্ট্যানলি : বদমাশ, কুত্তার বাচ্চারা, আমাকে ছাড়ো বলছি।

[মারামারির শব্দ পাওয়া যায়। সেই সাথে জোরে পানি পড়ার শব্দ]

স্টীভ : চল আমরা চটপট এখান থেকে সরে পড়ি।

[তারা সবাই তাস খেলার টেবিলের দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়। তাসে জেতা টাকাকড়ি তুলে নিয়ে বাইরের দিকে চলে যায়।]

মিচ্ : (দুঃখের সঙ্গে তবে দৃঢ়ভাবে) যে বাড়িতে মেয়েরা আছে তেমন বাড়িতে কখনো পোকার খেলা উচিত নয়।

[ওরা চলে যায়। দরজা বন্ধ হয়ে যায়। চারিদিক নিস্তব্ধ। মোড়ের কাছে নিগ্রো বাদক "কাগজের পুতুল" গানটা ধীরে ধীরে বাজায়। একটু পরে স্ট্যানলি বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে। সারা গা দিয়ে পানি ঝরছে— পরনে ফোঁটা ফোঁটা ছিটের পায়জামা গায়ের সঙ্গে সেঁটে আছে।]

স্ট্যানলি : স্টেলা! (সামান্য নীরবতা) আমার প্রিয়তমা— আমাকে ত্যাগ করে চলে গেছে। (কান্নায় ভেঙে পড়ে। তারপর টেলিফোনে ডায়াল করে। তখনো কান্নার আবেগে সর্বাঙ্গ থরথর করে কেঁপে উঠছে) ইউনিস! আমি স্টেলাকে চাই!

[এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে তারপর ফোন নামিয়ে আবার ডায়াল করে।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইউনিস! যতক্ষণ না ওর সঙ্গে কথা বলতে দেবে আমি ফোন করতেই থাকব।

[একটা অস্পষ্ট তীক্ষ্ণ স্বর শোনা যায়। স্ট্যানলি টেলিফোন মাটিতে ছুড়ে ফেলে দেয়। পিয়ানো বেসুরো বেজে ওঠে। ঘরটা ক্রমশ অন্ধকার হয়ে আসে। আর ওদিকে রাতের আলোয় বাইরের দেয়াল দেখা যায়। অল্পক্ষণের জন্য বু পিয়ানো বাজে।]

[অবশেষে স্ট্যানলি অসম্পূর্ণ বেশবাসে হোঁচট খেতে খেতে বারান্দায় আসে। তারপর কাঠের সিঁড়ি বেয়ে বাড়ির সামনে ফুটপাতে নামে। সেখানে দাঁড়িয়ে নিজের মাথা পেছন দিকে হেলিয়ে ক্রন্দনরত কুকুরের মতো তার স্ত্রীর নাম ধরে প্রচণ্ড চিৎকার করে ডাকতে থাকে। "স্টেলা, স্টেলা, লক্ষ্মী বৌ আমার, স্টেলা"]

স্টে-লা-আ-

ইউনিস : (ওপর তলার দরজা থেকে ডেকে বলে) ওসব চিৎকার বাদ দিয়ে এখন শুতে যাও।

স্ট্যানলি : আমি স্টেলাকে এখানে চাই! স্টেলা! স্টেলা!

ইউনিস : ও আসবে না, অতএব তুমি এখন যেতে পার। আর যদি বেশি বাড়াবাড়ি কর তা হলে তোমাকে পুলিশে ধরবে।

স্ট্যানলি : স্টেলা!

ইউনিস : বৌ পিটিয়ে ফিরে ডাকলেই হলো, ও যাবে না। আর বেচারির কিনা বাচ্চা হবে।... তুমি একটা ইতর! পোলাকের বাচ্চা! ঈশ্বর করুন গতবারের মতো তোমাকে যেন ওরা ধরে নিয়ে গিয়ে তোমার মাথায় ফায়ার ব্রিগেডের হোজ পাইপ দিয়ে পানি ঢালে।

স্ট্যানলি : (বিনীতভাবে) ইউনিস, ওকে আমার সাথে নিচে আসতে দাও।

ইউনিস : আহারে! (সশব্দে তার দরজা বন্ধ করে দেয়)

স্ট্যানলি : (গগনবিদারী স্বরে) স্টে-লা-আ-আ

[ক্লারিওনেটে করুণ বাদ্য বাজে। ওপর তলার দরজা আবার খুলে যায়। স্টেলা ড্রেসিং গাউন গায়ে নড়বড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে। তার জলভরা চোখ চকচক করছে, তাঁর অবিন্যস্ত চুল গলার কাছে, ঘাড়ে, ছড়িয়ে আছে। তারা পরস্পরের দিকে একদৃষ্টে তাকায়। তারপর তারা আহত জন্তুর মতো গোঙাতে গোঙাতে পরস্পরের কাছে এগিয়ে আসে। স্ট্যানলি সিঁড়ির ওপর নতজানু হয়ে স্টেলার মাতৃত্বের আভাসে উঁচু হয়ে ওঠা পেটের ওপর নিজের মুখ চেপে ধরে। স্টেলা তাকে মাথা ধরে ওঠায়। স্টেলার চোখ অসম্ভব এক ভালোবাসার আবেগে ঝাপসা হয়ে আসে। স্ট্যানলি এক ঝটকায় জালের দরজা খুলে স্টেলাকে কোলে তুলে গিয়ে অন্ধকার ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়ে।]

[ব্লাঁশ ড্রেসিং গাউন গায়ে ওপর তলার সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়ায় এবং তারপর ভয়ে নিচে নামতে থাকে।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্লাঁশ : আমার ছোট্ট বোনটা কোথায় গেল ? স্টেলা ? স্টেলা ?

[স্টেলার অন্ধকার ফ্ল্যাটের সামনে এসে ব্লাঁশ প্রায় বজ্রাহতের মতো থমকে দাঁড়ায়। তারপরই দৌড়ে গিয়ে বাড়ির সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে ডাইনে বাঁয়ে তাকাতে থাকে। মনে হয় যেন একটা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছে।]

[বাজনা ধীরে ধীরে থেমে যায়। মোড়ের দিক থেকে মিচ্ এগিয়ে আসে।]

মিচ্ : মিস্ দ্যুবোয়া, আপনি এখানে ?

ব্লাঁশ : ওহ্।

মিচ্ : 'অল কোয়ায়েট অন দি পোটোম্যাক ?' সব কিছু এখন শান্ত ?

ব্লাঁশ : স্টেলা নিচে এসে স্ট্যানলির সঙ্গে ঘরে ঢুকেছে।

মিচ্ : ভালোই তো করেছে।

ব্লাঁশ : আমার ভয় করছে।

মিচ্ : না, না ভয়ের কিছু নেই। ওরা পরস্পরের জন্য পাগল।

ব্লাঁশ : এ ধরনের ঘটনা দেখা আমার অভ্যেস নেই।

মিচ্ : সত্যি, আপনি এলেন আর এসব ঘটনা ঘটল— এ বড় লজ্জার কথা। তবে এসব ঘটনাকে কোনো গুরুত্ব দেবেন না।

ব্লাঁশ : এসব মারামারি আমার কাছে—

মিচ্ : আসুন এই সিঁড়ির ওপর বসে আমার সাথে একটা সিগারেট খান।

ব্লাঁশ : আমার পোশাক ঠিক নেই।

মিচ্ : এ পাড়ায় পোশাকের ঠিক বেঠিক কেউ খেয়াল করবে না।

ব্লাঁশ : কী সুন্দর রুপোর বাক্স!

মিচ্ : এর ওপর কি কথা খোদাই করা আছে আপনাকে তা তো দেখিয়েছি তাই না ?

ব্লাঁশ : হ্যাঁ, (কিছুক্ষণের নীরবতা। ব্লাঁশ আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকায়) এই পৃথিবীতে— এই পৃথিবীতে কত যে জটিলতা!

[মিচ্ সংশয়ান্বিতভাবে একটু কাশে]

আমার প্রতি এতটা সহানুভূতিশীল হওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আমার এখন সহানুভূতির প্রয়োজন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চতুর্থ দৃশ্য

[পরদিন ভোরবেলা। রাস্তায় নানারকম হাঁকডাকের মিলিত ধ্বনি, অনেকটা কোরাস সঙ্গীতের মতো।

স্টেলা শোবার ঘরে শুয়ে আছে। সকাল বেলায় সূর্যালোকে তার প্রশান্ত মুখচ্ছবি দেখা যাচ্ছে। তার এক হাত নতুন মাতৃত্বের আভাসে ঈষৎ উঁচু হয়ে ওঠা পেটের ওপরে, আর এক হাত থেকে একটা রঙিন কমিকের বই ঝুলছে। তার চোখমুখে পরিপূর্ণ শান্তির আবেশ, অনেকটা যেন পূর্বদেশীয় দেব-দেবীর মুখের মতো।

খাওয়ার টেবিলের ওপর সকাল বেলার আর গতরাতের ভুক্তাবশিষ্ট ছড়িয়ে আছে। বাথরুমের সামনে স্ট্যানলির রঙচঙে পায়জামা পড়ে আছে। অল্প একটু ফাঁক হয়ে থাকা বাইরের দরজা দিয়ে গ্রীষ্মের উজ্জ্বল আকাশ দেখা যাচ্ছে।

ব্লাঁশ এই দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। তার চোখেমুখে বিনিদ্র রজনী যাপনের চিহ্ন পরিস্ফুট। তার মুখের ভাব স্টেলার সম্পূর্ণ বিপরীত। ঘরে ঢোকার আগে সে অনিশ্চিতভাবে তার হাতের মুঠি ঠোঁটের উপর চেপে ধরে ভেতরের দিকে তাকায়।]

ব্লাঁশ : স্টেলা ?

স্টেলা : (অলসভাবে একটু নড়ে) হু!

[ব্লাঁশ একটা কাতর ক্রন্দনধ্বনি করে ছুটে শোবার ঘরে এসে স্টেলার পাশে উবু হয়ে বসে তাকে পাগলের মতো আদর করতে থাকে]

ব্লাঁশ : সোনামণি, লক্ষ্মীমণি, ছোট্ট বোনটি আমার।

স্টেলা : (হাত ছাড়িয়ে একটু দূরে সরে গিয়ে)

কী ব্যাপার! তোমার হলো কী ?

[ব্লাঁশ ধীরে ধীরে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তার বোনের দিকে তাকিয়ে থাকে। হাত মুঠো করে ঠোঁটের উপর চেপে ধরা]

ব্লাঁশ : ও চলে গেছে ?

স্টেলা : স্ট্যান ? হ্যাঁ।

ব্লাঁশ : আবার আসবে নাকি ?

স্টেলা : গাড়ি পরিষ্কার করাতে গেছে।

ব্লাঁশ : কেন ? স্টেলা, আমার প্রায় পাগল হয়ে যাবার যোগাড়! আমি যখন জানলাম এতসব কাণ্ডের পর তুমি আবার এখানে এসে ঢুকেছ, তখন আমিও তোমার পেছন পেছন ঢুকছিলাম প্রায়।

স্টেলা : ভাগ্যিস ঢোকনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্লাঁশ : তুমি এখানে কী ভেবে এলে ? (স্টেলা একটা অনিশ্চিত ভঙ্গি করে) উত্তর দাও, বল, বল কী ভেবে এলে ?

স্টেলা : দোহাই তোমার, চুপ করে বসো, চিৎকার করো না।

ব্লাঁশ : ঠিক আছে স্টেলা, চিৎকার না করেই বলছি। গত রাতে কী করে তুমি এখানে আসতে পারলে। আশ্চর্য! আমার তো এখন মনে হচ্ছে তুমি তার শয্যা-সঙ্গিনীও হয়েছিলে।

[স্টেলা ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়ায়]

স্টেলা : ব্লাঁশ, তুমি যে কত সহজে উত্তেজিত হও আমি সেটা ভুলেই গিয়েছিলাম। দেখ, তুমি কিন্তু ঘটনাকে বড্ড বেশি বাড়িয়ে দেখছো।

ব্লাঁশ : আমি বাড়িয়ে দেখছি!

স্টেলা : বটেই তো! তবে আমি জানি ঘটনাটা তোমার কাছে কত খারাপ লেগেছে আর এমন একটা কাণ্ড ঘটার জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত। তবে তুমি এটাকে যতটা সাংঘাতিক মনে করছ এটা আসলে তেমন কিছুই নয়। আর দেখো পুরুষরা যখন একাধারে পান করতে থাকে আর পোকার খেলতে থাকে তখন যে-কোনো কিছুই ঘটা সম্ভব। তখন প্রত্যেকেরই বারুদের মতো ফেটে পড়ার অবস্থা। ওর তখন কোনো চৈতন্যই ছিল না।... আমি যখন নিচে আসি তখন ও একটা ছোট্ট শিশুর মতো শান্ত হয়ে গেছে। আর ও সত্যিই নিজের ব্যবহারের জন্য ভীষণ লজ্জিত।

ব্লাঁশ : ব্যাস এই! এতেই সব কিছু ঠিক হয়ে গেল ?

স্টেলা : না। ঠিক হয়ে যাবে কেন ? এরকম একটা সাংঘাতিক রকম রাগারাগি করা কোনোমতেই ঠিক নয়। তবে লোকে মাঝে মাঝে করে থাকে। আর স্ট্যানলি তো হরদম জিনিসপত্র ভেঙে চুরমার করছেই। জান! আমাদের বিয়ের রাতে কী করেছিল ? যেই না আমরা এ ঘরে ঢুকেছি ও করল কী আমার পায়ের একপাটি স্যান্ডেল নিয়ে সবগুলো বাল্‌ব পিটিয়ে ভাঙল।

ব্লাঁশ : কী বললে ?— কী করেছিল ?

স্টেলা : আমার স্যান্ডেলের গোড়ালি দিয়ে সবগুলো বাল্‌ব পিটিয়ে ভেঙেছিল। (হাসতে থাকে)

ব্লাঁশ : আর তুমি-তুমি ভাঙতে দিলে ? পালালে না ? চিৎকার করলে না ?

স্টেলা : আমার তো এক রকম মজাই লেগেছিল। (একটু থেমে) ইউনিস আর তুমি নাস্তা করেছ ?

ব্লাঁশ : তোমার কি মনে হয় আমার নাস্তা খাবার মতো অবস্থা ছিল ?

স্টেলা : দেখ স্টোভের ওপর কিছুটা কফি রাখা আছে।

ব্লাঁশ : স্টেলা তুমি— এমন একটা ভাব দেখাচ্ছ যেন কিছুই হয়নি।

স্টেলা : এ ছাড়া আর কী করতে পারি বল ? ও রেডিওটা সারাতে নিয়ে গেছে। ওটা রাস্তায় পড়েনি কাজেই শুধু একটা টিউব ভেঙেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্লাঁশ : আর তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে হাসছ ?

স্টেলা : আমাকে কী করতে বল ?

ব্লাঁশ : কঠিন সত্যের সম্মুখীন হতে বলি।

স্টেলা : তোমার মতে সে সত্যটা কী ?

ব্লাঁশ : আমার মতে ? আমার মতে তুমি এক উন্মাদকে বিয়ে করেছ।

স্টেলা : কক্ষণো নয়।

ব্লাঁশ : হ্যাঁ, তাই করেছ। তোমার অবস্থা আমার চেয়েও খারাপ। তোমার অবস্থা যে কত খারাপ তা তুমি জান না পর্যন্ত। আমি এখন একটা কাজ করব। আমি নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে নতুন জীবন শুরু করব।

স্টেলা : বেশ তো!

ব্লাঁশ : কিন্তু তুমি নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছ। এবং সেটা ঠিক নয়। তোমার এমন কিছু বয়স হয়নি, তুমি ইচ্ছে করলে এখনো মুক্তি পেতে পার।

স্টেলা : (ধীরে ধীরে কিন্তু দৃঢ়ভাবে) আমি এমন কোনো অবস্থায় পড়িনি যা থেকে আমি মুক্তি পেতে চাই।

ব্লাঁশ : (অবিশ্বাসের সঙ্গে) সত্যি বলছ স্টেলা!

স্টেলা : বললাম তো আমি এমন কোনো অবস্থায় পড়িনি যা থেকে আমি মুক্তি পেতে চাই। এই এলোমেলো নোংরা ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখ। ওরা গত রাতে দু'বাক্স মদ সাবাড় করেছে। আজ সকালে ও প্রতিজ্ঞা করেছে এই পোকার খেলার পার্টি আর কখনো হবে না। অবশ্য এসব প্রতিজ্ঞা যে কতক্ষণ টিকবে তা জানা আছে! তবে কথা হচ্ছে ও এতে আনন্দ পায়। আমি যেমন আনন্দ পাই সিনেমা দেখায় আর ব্রিজ খেলায়। আসলে কী জান একজনের অভ্যেসকে আর একজনের সহ্য করা উচিত।

ব্লাঁশ : তোমাকে বোঝা ভার। (স্টেলা ব্লাঁশের দিকে ফিরে দাঁড়ায়) তোমার এই নির্বিকার ঔদাসীন্য সত্যিই বোঝা ভার। তুমি কি কোনো চীন দেশীয় দার্শনিক তত্ত্ব আয়ত্ত করেছ ?

স্টেলা : কী ? কী বললে ?

ব্লাঁশ : এই যে— সব কিছু এড়িয়ে যাচ্ছ আর বিড়বিড় করছো— একটা টিউব ভেঙেছে, বিয়ারের বোতল, নোংরা রান্নাঘর। তোমার ভাবখানা এমন যেন অস্বাভাবিক কিছুই ঘটেনি!

[স্টেলা অনিশ্চিতভাবে হাসে তারপর ঝাঁটাটা হাতে তুলে নিয়ে ঘোরাতে থাকে]

ব্লাঁশ : তুমি কি ইচ্ছে করে আমাকে ঝাঁটা দেখাচ্ছ ?

স্টেলা : ওমা তা কেন ?

ব্লাঁশ : থাম বলছি। ঝাঁটা রাখ। ও নোংরা করবে আর তুমি পরিষ্কার করবে তা হবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্টেলা : তা হলে কে করবে ? তুমি ?

ব্লাঁশ : আমি ? কী বললে ? আমি ?

স্টেলা : না, না, আমি সত্যি সত্যি তা বলিনি।

ব্লাঁশ : দাঁড়াও আমাকে ভাবতে দাও। ইস্ আমার মাথায় যদি একটা ভালো রকমের বুদ্ধি খেলত! এসব ঝামেলা মেটাতে হলে কিছু কিছু টাকা বাগানো দরকার। এ ছাড়া আর কোনো পথ নেই।

স্টেলা : টাকা বাগাতে পারাটা সব সময়ই সুখপ্রদ।

ব্লাঁশ : শোন, আমার মাথায় একটা মোটামুটি রকমের বুদ্ধি এসেছে। (কম্পিত হস্তে সিগারেট হোল্ডারে একটা সিগারেট মুচড়ে ঢোকায়) তোমার কি শেপ হান্টলেকে মনে আছে ? (স্টেলা মাথা নাড়ে) নিশ্চয়ই তোমার শেপ হান্টলেকে মনে আছে। ঐ যে কলেজে পড়ার সময় অল্প দিনের জন্য যার সঙ্গে আমি স্টেডি যাচ্ছিলাম। তারপর—

স্টেলা : তারপর ?

ব্লাঁশ : গত শীতে ওর সাথে আমার দেখা হয়েছিল। তুমি কি জান ক্রিসমাসের ছুটিতে আমি যে মায়ামী গিয়েছিলাম ?

স্টেলা : না।

ব্লাঁশ : হ্যাঁ গিয়েছিলাম। আমি অবশ্য গিয়েছিলাম লক্ষপতি পাকড়াও করার আশায়।

স্টেলা : পাকড়াও করেছিলে নাকি ?

ব্লাঁশ : হ্যাঁ, ক্রিসমাসের আগের দিন সন্ধ্যায় বিস্কাইন বুলেভারে শেপ হান্টলের সঙ্গে দেখা। ও তখন ওর গাড়িতে ঢুকছিল— ক্যাডিলাক কনভার্টিব্‌ল প্রায় মাইল খানেক লম্বা।

স্টেলা : আমার তো মনে হয় ওরকম একটা গাড়ি রাস্তায় রীতিমতো অসুবিধের সৃষ্টি করবে।

ব্লাঁশ : তেলের খনির কথা শুনেছ ?

স্টেলা : কিছু কিছু।

ব্লাঁশ : সারা টেক্সাস জুড়ে ওর তেলের খনি আছে। এক কথায় বলতে পারো টেক্সাস ওর পকেটে সোনা উগরে দিচ্ছে।

স্টেলা : বাব্বা, তাই নাকি ?

ব্লাঁশ : তুমি তো জান টাকাপয়সা সম্বন্ধে আমি কী রকম উদাসীন। টাকার কথা আমি তখনি ভাবি যখন টাকা দিয়ে একটা কিছু করার থাকে। তবে হ্যাঁ ও এটা করতে পারবে। ও নিশ্চয়ই এটা করতে পারবে।

স্টেলা : কী করতে পারবে ব্লাঁশ ?

ব্লাঁশ : কেন ? ধর, ও আমাদের একটা দোকান করে দিতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্টেলা : কী ধরনের দোকান ?

ব্লাঁশ : যে কোনো কিছুর দোকান হলেই হলো, ওর বৌ যে টাকা রেসের মাঠে ওড়ায় তার অর্ধেক দিয়েই ও আমাদের দোকান করে দিতে পারে।

স্টেলা : ও তাহলে বিবাহিত ?

ব্লাঁশ : বিবাহিত না হলে কি আর আমি এখানে ? (স্টেলা সামান্য একটু হাসে। ব্লাঁশ হঠাৎ লাফিয়ে উঠে টেলিফোনের কাছে যায়। উচ্চস্বরে বলে) ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন কীভাবে পাওয়া যাবে ? অপারেটর, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন চাই।

স্টেলা : আগে ডায়াল করতে হবে...

ব্লাঁশ : আমি পারছি না। আমি খুব—

স্টেলা : শুধু '০' ডায়াল কর।

ব্লাঁশ : '০' ?

স্টেলা : হ্যাঁ '০' মানে অপারেটর।

[ব্লাঁশ কিছুক্ষণ চিন্তা করে, টেলিফোন নামিয়ে রাখে]

ব্লাঁশ : আমাকে একটা পেন্সিল দাও তো! একটা কাগজ কোথায় পাই ? কথাটা আগে কাগজে লিখে নিতে হবে, মানে— (ব্লাঁশ ড্রেসিং টেবিলের কাছে যায়। লেখার জন্য ভুরু আঁকার পেন্সিল আর কাগজের ন্যাপকিন নেয়) আচ্ছা দেখি তাহলে— (পেন্সিল কামড়ায়) প্রিয়তম শেপ। আমি আর আমার বোন বিপদগ্রস্ত

স্টেলা : এসব কী বলছ ?

ব্লাঁশ : আমি ও আমার বোন কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন। পরে বিস্তারিত জানাবো। তুমি কি আমাদের (আবার পেন্সিল কামড়ায়) তুমি কি— তুমি কি আমাদের (টেবিলে গুতো মেরে পেন্সিল ভেঙে ফেলে উঠে দাঁড়ায়) সরাসরি আবেদনে কোনোদিন কাজ হয় না।

স্টেলা : (হাসতে হাসতে) কী সব হাস্যকর কাণ্ড করছ বল তো ?

ব্লাঁশ : একটা কিছু ভেবে বার করবই। যা হোক একটা কিছু— ভেবে বার করতেই হবে। হেসো না, হেসো না স্টেলা, দোহাই তোমার আমাকে নিয়ে হেসো না। দেখ— দেখ আমার ব্যাগে কী আছে! এই আছে! (এক ঝটকায় ব্যাগটা মেলে ধরে) পঁয়ষট্টিটা নগণ্য সেন্ট।

স্টেলা : (টেবিলের ড্রয়ারের কাছে গিয়ে) স্ট্যানলি নিয়মিত আমাকে কোনো হাতখরচার পয়সা দেয় না। সে নিজেই সব কিছু কেনাকাটা করতে ভালোবাসে। তবে আজ সকালে আমাকে খুশি করার জন্য দশ ডলার দিয়েছে। ব্লাঁশ, এ থেকে পাঁচটা তুমি নাও, বাকিটা আমি রাখি।

ব্লাঁশ : না, না স্টেলা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্টেলা : (জোর করে) আমি জানি হাতে কিছু পয়সা থাকলে মনে কত জোর পাওয়া যায়।

ব্লাঁশ : না, ধন্যবাদ— গলিতে দাঁড়াব সেও ভালো।

স্টেলা : কী পাগলামি করছ! তা টাকাপয়সা এত তলানিতে এসে ঠেকল কী করে?

ব্লাঁশ : টাকা উবে যায়— উধাও হয়ে যায়। (কপাল ঘষে) আজকে দিনের মধ্যে কোনো এক সময়ে একটা ঘুমের ওষুধ মেশানো পানীয় পান করতে হবে।

স্টেলা : আমি এক্ষুণি বানিয়ে দিচ্ছি।

ব্লাঁশ : না এক্ষুণি নয়,— আমাকে এখন ভাবতে হবে।

স্টেলা : আমার মতে এসব চিন্তা-ভাবনা তুমি বাদ দাও— অন্তত কিছুক্ষণের জন্য।

ব্লাঁশ : স্টেলা আমি ওর সঙ্গে থাকতে পারব না! তুমি পারতে পার, সে তোমার স্বামী। কিন্তু গত রাতের ঘটনার পর মাঝখানে শুধু ঐ একটা পর্দার ব্যবধান রেখে আমি কিছুতেই এখানে থাকতে পারব না।

স্টেলা : গত রাতে ওর সবচেয়ে খারাপ রূপটাই তুমি দেখেছ।

ব্লাঁশ : উল্টো কথা বলছ! আসলে সবচেয়ে ভালো রূপটাই দেখেছি। ওর মতো লোক পাশবিক শক্তি প্রদর্শন করা ছাড়া আর কী-ই বা করতে পারে! এবং তার একটা চমৎকার প্রদর্শনীই সে দিয়েছে! এ রকম একটা লোকের সঙ্গে বাস করার একমাত্র উপায় হলো তার শয্যাসঙ্গিনী হওয়া এবং সে কাজ তোমার— আমার নয়।

স্টেলা : কিছুক্ষণ বিশ্রাম নাও, তারপর দেখবে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। যতদিন তুমি এখানে আছ ততদিন তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না— মানে, টাকাপয়সার ব্যাপারে—

ব্লাঁশ : আমাকে দু'জনের জন্যই ভাবতে হবে। আমাদের দু'জনেরই এই পরিবেশ থেকে দূরে সরে যাওয়া দরকার।

স্টেলা : তুমি কিন্তু বেশ নিজে থেকেই ধরে নিচ্ছ যে আমি এমন একটা অবস্থায় আছি যা থেকে আমি বেরিয়ে আসতে চাই।

ব্লাঁশ : আমি নিজে থেকেই ধরে নিচ্ছি যে বেল-রেভের স্মৃতি এখনো তোমার মনে এতটা জাগরুক আছে, যার জন্য এইসব পোকার খেলুড়েদের সঙ্গে বাস করা তোমার পক্ষে অসম্ভব।

স্টেলা : তুমি কিন্তু একটু অতিরিক্ত রকম ধরে নিচ্ছ।

ব্লাঁশ : আমি বিশ্বাস করি একথা তুমি অন্তর থেকে বলছ না।

স্টেলা : কেন?

ব্লাঁশ : ব্যাপারটা কীভাবে ঘটেছিল সেটা কিছুটা তো বুঝতে পারি— তুমি এক অফিসারকে সামরিক পোশাকে দেখলে— এখানে নয় অন্য কোনো—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্টেলা : আমার তো মনে হয় না কোথায় তাকে দেখেছিলাম তাতে কিছুমাত্র এসে যেত।

ব্লাঁশ : থাক্ হয়েছে। এখন আবার বলে বসো না এ হচ্ছে সেই অলৌকিক বৈদ্যুতিক প্রবাহ যা দুটি হৃদয়ের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত হয়! আর যদি তাই বল, তাহলে আমার কাছে তুমি নিতান্তই হাস্যাস্পদ হবে।

স্টেলা : আমি এ সম্পর্কে একটি কথাও বলব না।

ব্লাঁশ : বেশ তো। তাহলে বলো না।

স্টেলা : তবে জেনে রাখ, একটি নারী ও একটি পুরুষের মধ্যে রাত্রির অন্ধকারে এমন কিছু ঘটে যা পৃথিবীর আর সব কিছুকে তুচ্ছ করে দেয়।

ব্লাঁশ : তুমি যা সব বলছ তা হচ্ছে নিছক কামনা— নিতান্তই বর্বর 'বাসনা'। এ হচ্ছে সেই ঝম্ ঝম্ করা ট্রামগাড়ির নাম, যে গাড়ি তোমাদের পাড়ার এ গলি দিয়ে যায় আর ও গলি দিয়ে আসে।

স্টেলা : ও গাড়িতে তুমি চড়নি?

ব্লাঁশ : চড়েছি বলেই তো এমন জায়গায় এসেছি যারা আমাকে চায় না এবং যাদের সঙ্গে থাকতে আমিও লজ্জা বোধ করি...

স্টেলা : তুমি যে নিজেকে বেশ একটু ওপরতলার মানুষ হিসেবে ভাবছ সেটা কি একটু বেমানান নয়?

ব্লাঁশ : না, আমি ওপরতলার মানুষ নইও আর তা ভাবছিও না। স্টেলা বিশ্বাস কর, আমি ওরকম নই। আমি যা ভাবছি বা এটাকে যেভাবে দেখছি তা হচ্ছে— ওরকম একটা লোকের সঙ্গে শুধু বেড়ানো চলে, তাও একদিন, দুদিন, মাথায় শয়তান চাপলে বড়জোর তিন দিন। তাই বলে তার সঙ্গে বাস করা? তার বাচ্চা জন্ম দেয়া?

স্টেলা : আমি তোমাকে বলেছি আমি ওকে ভালোবাসি।

ব্লাঁশ : তোমার কথা ভেবে আতঙ্কে আমার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠছে, কেবলি শিউরে উঠছে!

স্টেলা : তুমি যদি শিউরে উঠতে চাও আমি কী করতে পারি বল?

[কিছুক্ষণের নীরবতা]

ব্লাঁশ : আমি কি— একটা কথা— খুব খোলাখুলিভাবে বলব?

স্টেলা : নিশ্চয়ই, বল না! যত খোলাখুলিভাবেই বলতে চাও বল।

[বাইরে ট্রাম এগিয়ে আসার শব্দ। যতক্ষণ না গাড়ির শব্দ মিলিয়ে যায় ওরা চুপ করে থাকে। ওরা দু'জনেই শোবার ঘরে]

[ট্রামের শব্দের আড়ালে স্ট্যানলি বাইরে থেকে ঘরে ঢোকে। ওরা তাকে দেখতে পায় না। তার হাতে কতকগুলো প্যাকেট। সে ওদের নিম্নোক্ত কথাবার্তা আড়াল থেকে শোনে। তার পরনে গেঞ্জি আর তেলকালি লাগা সুতি প্যান্ট]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্লাঁশ : তাহলে বলি— কিছু মনে করো না, তোমার স্বামী নিতান্তই মামুলি ধরনের সাধারণ মানুষ।

স্টেলা : আমার তো মনে হয় এটা ঠিকই বলেছ।

ব্লাঁশ : মনে হয়। আমরা ছেলেবেলায় কীভাবে মানুষ হয়েছি তা নিশ্চয়ই তুমি এতটা ভুলে যাওনি যে তুমি ভাবতে পার ওর চরিত্রে ভদ্রজনোচিত কোনো কিছু আছে! না এক কণাও নেই। ও যদি সাধারণ হতো! শুধুই সাদামাটা হতো— অথচ সহজ সরল ভালো মানুষ হতো— কিন্তু না। ওর মধ্যে একটা পশুত্বের লক্ষণ আছে। এগুলো বলেছি বলে তুমি হয়তো আমাকে ঘৃণা করছ, তাই না?

স্টেলা : (ঠাণ্ডা গলায়) বলে যাও, তোমার যা বলার আছে সবটুকুই বল ব্লাঁশ।

ব্লাঁশ : ওর ব্যবহার জন্তুর মতো, ওর স্বভাব জন্তুর মতো! ও জন্তুর মতো খায়, জন্তুর মতো চলে, জন্তুর মতো কথা বলে। ওর মধ্যে কেমন যেন একটা মানবেতর ভাব আছে, যেন ঠিক পুরোপুরি মানুষ নয়! হ্যাঁ, অনেকটা যেন বনমানুষের মতো— ঐ যে সব নৃতত্ত্বের বই— এ ছবি দেখেছি অনেকটা ঐ রকম। হাজার হাজার বছর ওর পাশ দিয়ে পার হয়ে গেছে। কিন্তু স্ট্যানলি কোয়ালস্কি সেই প্রস্তরযুগের অন্যতম নিদর্শন হিসেবে রয়ে গেছে। হয়তো জঙ্গল থেকে পশু শিকার করে কাঁচা মাংস নিয়ে ফিরছে। আর তুমি! তুমি তার জন্য এখানে অপেক্ষা করছ। হয়তোবা সে তোমাকে মারবে ধরবে অথবা হয়তোবা ঘোঁত্ ঘোঁত্ করে এসে চুমু খাবে। অবশ্য যদি এর মধ্যে চুমু আবিষ্কৃত হয়ে থাকে! এদিকে রাত হয়ে আসে আর অন্য বনমানুষগুলোও জড়ো হতে থাকে। তারপর গুহার সামনে তারা ওরই মতো ঘোঁত্ ঘোঁত্ করে, হাম্ হাম্ করে খায়, চিবোয়, গুঁতোগুঁতি করে। এই বনমানুষের জটলাকেই তুমি পোকার খেলার জলসা বল। কেউ গর্জন করছে, কেউ কোনো কিছুতে থাবা বসাচ্ছে, ব্যাস, তারপরই শুরু হয়ে যায় তুলকালাম! হা ঈশ্বর! আমরা হয়তোবা ঈশ্বর যেমনটি করে আমাদের সৃষ্টি করতে চেয়েছিল ঠিক তেমনটি হতে পারিনি। কিন্তু তবুও ভগিনী স্টেলা! আমরা অন্তত আদিম যুগ থেকে কিছুটা অগ্রসর হয়েছি। শিল্পকলা, কবিতা, সঙ্গীত এসবের মাধ্যমে কিছুটা আলোর আভাস পেয়েছি। কারো কারো হৃদয়ে স্নেহ, প্রেম প্রীতি এইসব কোমল অনুভূতির গোড়াপত্তনও হয়েছে। আমাদের এই অন্ধকার যাত্রাপথ যেখানেই আমাদের নিয়ে যাক না কেন, শুধু এটুকু জানি এ যাত্রাপথের পতাকা হবে এগিয়ে চলার পতাকা। এই পতাকাকেই আমরা আঁকড়ে ধরব। দোহাই তোমার লক্ষ্মীটি এসব বর্বরদের সঙ্গে আদিম যুগে ফিরে যেও না!

[আরেকটা ট্রাম চলে যায়। স্ট্যানলি ইতস্তত করে। একটু ঠোঁট চাটে। তারপর হঠাৎ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে চুপি চুপি সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। মহিলা দু'জন ওর উপস্থিতি সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত অজ্ঞ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ট্রাম চলে যাবার পর স্ট্যানলি বাড়ির সামনে বন্ধ দরজার বাইরে থেকে ডাক দেয়]

স্ট্যানলি : স্টেলা। এই স্টেলা।

স্টেলা : (এতক্ষণ গম্ভীরভাবে ব্লাঁশের কথা শুনছিল) স্ট্যানলি।

ব্লাঁশ : স্টেলা, আমি—

[কিন্তু স্টেলা ততক্ষণে সামনের দরজার কাছে এগিয়ে গেছে। স্ট্যানলি প্যাকেটগুলো নিয়ে স্বাভাবিকভাবে ঘরে ঢোকে]

স্ট্যানলি : স্টেলা, ব্লাঁশ এসেছে?

স্টেলা : হ্যাঁ এসেছে।

স্ট্যানলি : হ্যালো, ব্লাঁশ (দাঁত বার করে হাসে)

স্টেলা : তুমি নিশ্চয়ই গাড়ির নিচে ঢুকেছিলে?

স্ট্যানলি : হ্যাঁ, ফ্রিট্জের মিস্ত্রি ব্যাটারা গাড়ির অ আ ক খ-ও জানে না।

[ব্লাঁশের সামনেই স্টেলা স্ট্যানলিকে গভীর আবেগে জড়িয়ে ধরে। স্ট্যানলি হেসে স্টেলার মাথা বুকে চেপে ধরে! তারপর স্টেলার মাথার ওপর দিয়ে ব্লাঁশের দিকে তাকিয়ে দাঁত বার করে হাসে। ধীরে ধীরে আলো নিষ্প্রভ হয়ে আসে। কেবলমাত্র ওদের আলিঙ্গনাবদ্ধ মূর্তির ওপর আলো কিছুটা উজ্জ্বল। বু পিয়ানো, ট্রামপেট ও ড্রাম বাজতে থাকে]

AMARBOI.COM

পঞ্চম দৃশ্য

[ব্লাঁশ একটা সদ্য শেষ করা চিঠি পড়তে পড়তে নিজেকে তালপাতার পাখা দিয়ে বাতাস করছে। হঠাৎ সে উচ্ছ্বসিত হাসিতে ফেটে পড়ে। স্টেলা শোবার ঘরে সাজসজ্জা করছে।]

স্টেলা : কী নিয়ে হাসছ, বল না।

ব্লাঁশ : কী নিয়ে আর, নিজেকে নিয়ে। যা একটা মিথ্যেবাদী হয়েছি। আমি শেপকে চিঠি লিখছি (চিঠিটা তুলে ধরে)

"প্রিয়তম শেপ, এ গ্রীষ্মকালটা আমি পাখায় ভর করে এখানে আর ওখানে এক রকম উড়ে বেড়াচ্ছি। কে জানে হয়তোবা খেয়াল চাপলে শোঁ করে ডালাসেও নেমে পড়তে পারি। যদি তা করি তোমার কেমন লাগবে? হি-হি-হি—"

[কিছুটা অস্বস্তির সঙ্গে হলেও ঝকমকে একটা হাসি হাসে। গলার কাছে এমন ভাবে হাত রাখে যেন সে সত্যি সত্যি শেপ-এর সঙ্গে কথা বলছে]

কথায় বলে সাবধানের মার নেই। কেমন মনে হচ্ছে চিঠিটা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্টেলা : এই— মানে—

ব্লাঁশ : (ভয়ে ভয়ে অস্বস্তির সঙ্গে পড়তে থাকে) "আমার বোনের বন্ধুরা সব গ্রীষ্মকালে উত্তরে বেড়াতে যায়। তবে কারো কারো আবার গাল্‌ফে বাড়ি আছে আর সে সব জায়গায় অনবরত ফুর্তি, চা চক্র, ককটেল, লাঞ্চ—"

[ওপরতলায় হাবেলদের ওখানে গণ্ডগোল শোনা যায়]

স্টেলা : মনে হচ্ছে স্টীভ আর ইউনিসে ঝগড়া লেগেছে।

[ইউনিসের গলা প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ে]

ইউনিস : আমি তোমার আর তোমার ঐ স্বর্ণকেশী সুন্দরীর ব্যাপার সবই জানি!

স্টীভ : সব মিথ্যে কথা।

ইউনিস : জি না! আমাকে ধোঁকা দিতে পারবে না। তুমি যদি সারাক্ষণ 'ফোর ডিউস্'-এ থাকতে তাহলে বুঝতাম কিন্তু তুমি ঘনঘন ওপরে যাও কেন?

স্টীভ : কে বলেছে ওপরে যাই?

ইউনিস : আমি নিজে দেখেছি ব্যালকনিতে তুমি ওর পিছু নিয়েছ। দাঁড়াও না, আমি পুলিশ ডাকছি।

স্টীভ : খবরদার বলছি ওসব ছুড়বে না।

ইউনিস : (প্রচণ্ড চিৎকার করে) কী। আমাকে মারলে। দাঁড়াও আমি পুলিশ ডাকতে যাচ্ছি।

[দেয়ালে হাঁড়িপাতিল আছড়ে পড়ার শব্দ, সেই সাথে পুরুষ গলার গর্জন ও চিৎকার শোনা যায়। আসবাবপত্র উল্টে পড়ার শব্দও শোনা যায়। তারপর আপেক্ষিক নীরবতা।]

ব্লাঁশ : (উৎফুল্লভাবে) স্টীভ কি ওকে মেরে ফেলল নাকি?

[ইউনিসকে অসম্ভব এলোমেলো অবস্থায় দেখা যায়]

স্টেলা : না, ও নিচে নেমে আসছে।

ইউনিস : পুলিশ ডাকব। আমি পুলিশ ডাকব।

[মোড়ের দিকে ছুটে যায়]

[ব্লাঁশ ও স্টেলা হাসতে থাকে। মোড়ের দিক থেকে স্ট্যানলি এগিয়ে আসে। তার পরনে লাল সবুজে মেশানো সিল্কের বোলিং সার্ট। সে সিঁড়ি দিয়ে উঠে রান্নাঘরের দরজায় ধাক্কা দেয়। স্ট্যানলি ঘরে ঢোকাতে ব্লাঁশ অস্বস্তি বোধ করে।]

স্ট্যানলি : ইউনিসদের আবার কী হলো?

স্টেলা : ও আর স্টীভ ঝগড়া করেছে। ওকি পুলিশ ডেকে আনছে নাকি?

স্ট্যানলি : না তো! ও দেখি মদ খাচ্ছে।

স্টেলা : সেটা অনেক বেশি বুদ্ধির কাজ।

[স্টীভ কপালের জখমি জায়গায় হাত বুলোতে বুলোতে নেমে আসে এবং দরজার দিকে তাকায়]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্টীভ : এখানে এসেছে নাকি ?

স্ট্যানলি : না হে না। ঐ 'ফোর ডিউস'-এ গেছে।

স্টীভ : ধুম্‌সী বদ মেয়ে মানুষ কোথাকার!

[একটু ভয়ে ভয়ে মোড়ের দিকে তাকায় তারপর ওপরে ওপরে সাহস দেখিয়ে ইউনিসের খোঁজে যায়]

ব্লাঁশ : ঐ শব্দটা আমার নোট বই-এ টুকে নেব। হা-হা তোমাদের এখানে যে সব মধুর বাণী শুনেছি সেগুলো আমি একটা নোট বই-এ সংগ্রহ করছি।

স্ট্যানলি : তুমি এখানে এমন কোনো শব্দ পাবে না যা তুমি আগে কখনো শোননি।

ব্লাঁশ : তোমার কথায় কি ভরসা করতে পারি ?

স্ট্যানলি : অন্তত পাঁচ শ' শব্দ পর্যন্ত পার।

ব্লাঁশ : সংখ্যাটা বেশ উঁচুই ধরেছ কিন্তু।

[স্ট্যানলি এক ঝটকায় টেবিলের দেরাজ খোলে, সশব্দে বন্ধ করে। ঘরের কোণে জুতো ছুড়ে ফেলে। প্রতিটি শব্দে ব্লাঁশ শিউরে ওঠে। অবশেষে সে কথা বলে।]

কোন রাশিতে তোমার জন্ম ?

স্ট্যানলি : (পোশাক পরতে পরতে) রাশি ?

ব্লাঁশ : জ্যোতিষী শাস্ত্রের রাশি। আমি বাজি ধরে বলতে পারি তোমার জন্ম নিশ্চয়ই মেষ রাশিতে। যাদের মেষরাশিতে জন্ম তারা সাংঘাতিক শক্তিশালী এবং বেগবান হয়। তারা শব্দ, হৈচৈ, গণ্ডগোলের পূজারী। তারা জিনিসপত্র আছড়াতে ভালোবাসে। যখন সেনাবাহিনীতে ছিলে তখন নিশ্চয়ই অনেক আছড়া আছড়ি করেছ। এখন সেনাবাহিনী থেকে বেরিয়ে এসে তাদের না পেয়ে তেজ দেখাচ্ছ যতসব প্রাণহীন জিনিসের উপর।

[এই দৃশ্যে স্টেলা কিছুক্ষণ পর পর দেয়াল আলমারির আড়ালে যাচ্ছে আসছে— এখন আড়াল থেকে মাথা বার করে বলে]

স্টেলা : স্ট্যানলি ক্রিসমাসের ঠিক পাঁচ মিনিট পর জন্মেছে।

ব্লাঁশ : মকর রাশি। ছাগল!

স্ট্যানলি : তোমার কোন রাশিতে জন্ম ?

ব্লাঁশ : আমার জন্মদিন সামনের মাসে, পনেরই সেপ্টেম্বর, অর্থাৎ কন্যা রাশি।

স্ট্যানলি : কন্যা রাশি আবার কী ?

ব্লাঁশ : কন্যা রাশি অর্থ কুমারী কন্যা।

স্ট্যানলি : (ঘৃণার সঙ্গে। টাই বাঁধতে বাঁধতে একটু এগিয়ে এসে) হাঃ। বলি শ্য নামের কাউকে চেন নাকি ?

[ব্লাঁশ কিছুটা হতভম্ব হয়। 'ওডি কলোনের' শিশি বার করে রুমাল ভেজায় এবং সাবধানে উত্তর দেয়।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্লাঁশ : কেন ? প্রত্যেকেই শ্য নামের কোনো না কোনো লোককে চেনেই।

স্ট্যানলি : বটে! তবে এই শ্য নামের লোকটি মনে করে সে তোমাকে লরেলে দেখেছে। তবে আমার মনে হয় সে নিশ্চয়ই অন্য কোনো দলের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছে কারণ সেই অন্য দলটিকে সে ফ্ল্যামিঙ্গো নামের হোটেলে দেখেছে।

[ব্লাঁশ রুদ্ধশ্বাসে হাসতে হাসতে কলোনে ভেজানো রুমাল কপালে চেপে ধরে।]

ব্লাঁশ : আমার বিশ্বাস ঠিকই আমাকে এই 'অন্যদলের' সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছে। হোটেল ফ্ল্যামিঙ্গো এমন একটি জায়গা যেখানে যেতে আমি সাহসই করব না।

স্ট্যানলি : সে জায়গা তুমি চেন নাকি ?

ব্লাঁশ : হ্যাঁ দেখেছি, গন্ধও পেয়েছি।

স্ট্যানলি : গন্ধ পাওয়া মানে তো বেশ কাছেই গিয়েছিলে মনে হয়।

ব্লাঁশ : সস্তা সুরভির গন্ধ একরকম জোর করেই নাকে ঢোকে।

স্ট্যানলি : তুমি যেগুলো ব্যবহার কর সেগুলো দামি নাকি ?

ব্লাঁশ : জি! এক আউন্সের দাম পঁচিশ ডলার। আমারটা ফুরিয়ে এসেছে। আভাসটা দিয়ে রাখলাম। যদিই বা আমার জন্মদিনটা স্মরণ রাখতে চাও!

[হালকাভাবে কথা বলে বটে কিন্তু গলার স্বরে ভয়ের আভাস আছে]

স্ট্যানলি : শ্য নিশ্চয়ই তোমাকে আর কারো সাথে গুলিয়ে ফেলেছে। অবশ্য সে ঘনঘনই লরেলে যাওয়া আসা করে। কাজেই ভুল হয়ে থাকলে শুধরে নিতে পারবে।

[ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার পর্দার দিকে এগিয়ে যায়। ব্লাঁশ প্রায় মূর্ছিতের মতো চোখ বন্ধ করে। যখন রুমাল কপালের কাছে তুলতে যায় তখন হাত কাঁপতে থাকে।]

[স্টীভ ও ইউনিসকে মোড়ের কাছে দেখা যায়। স্টীভের হাত ইউনিসের কাঁধ জড়িয়ে ধরে প্রেমের বাণী শোনাচ্ছে আর ইউনিস প্রচুর পরিমাণে কেঁদে চলেছে। তারা যখন জড়াজড়ি করে ওপরে যায় তখন বাইরে মেঘের মৃদু গর্জন শোনা যায়।]

স্ট্যানলি : (স্টেলাকে) আমি 'ফোর ডিউসে' তোমার জন্য অপেক্ষা করব।

স্টেলা : এই! আমার কি একটা চুমু পাওনা হয়নি ?

স্ট্যানলি : উঁহু, তোমার বোনের সামনে না।

[সে বাইরে যায়, ব্লাঁশ উঠে দাঁড়ায়। মনে হয় অজ্ঞান হয়ে যাবে। চারদিকে ভয় বিহ্বলভাবে তাকায়।]

ব্লাঁশ : স্টেলা, আমার সম্বন্ধে কী শুনেছ ?

স্টেলা : কীসের ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্লাঁশ : আমার সম্বন্ধে লোকজন তোমাদের কাছে কী বলাবলি করেছে ?

স্টেলা : কীসের বলাবলি ?

ব্লাঁশ : আমার সম্বন্ধে তোমরা— কোনো— গুজব— বদনাম শোননি ?

স্টেলা : ওমা ? কেন ? না তো!

ব্লাঁশ : স্টেলা! আমাকে নিয়ে লরেলে বেশ কিছু কথা উঠেছিল।

স্টেলা : তোমাকে নিয়ে ?

ব্লাঁশ : গত দু'বছর অর্থাৎ বেল-রেভ যখন আমার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিল, সেই সময়টা আমি খুব একটা সতী সাধ্বীর মতো চলিনি।

স্টেলা : অনেক সময়ই আমরা এমন কিছু করি যা...

ব্লাঁশ : আমি কোনো দিনই কঠিন স্বভাবের ছিলাম না। কেউ যখন কোমল স্বভাবের হয় তখন তাকে উজ্জ্বল হতে হয়, ঝকঝকে হতে হয়, নরম নরম রঙের কাপড় পরতে হয় অনেকটা যেন প্রজাপতির পাখনার মতো— আর আলোর ওপর কাগজের শেড লাগাতে হয়— শুধু কোমল স্বভাব হলেই হয় না। তোমাকে কোমল অথচ আকর্ষণীয় হতে হবে। আর আমি দিনে দিনে নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছি। জানি না আর কত দিন মানুষের মন ভোলাতে পারব।

[বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। স্টেলা এগিয়ে গিয়ে কাগজের শেড দিয়ে ঢাকা আলো জ্বালে। তার হাতে কোকের বোতল।]

আমার কথাগুলো কি শুনছ ?

স্টেলা : তুমি যখন মন খারাপ করা কথাগুলো বল তখন আমি তোমার কথা শুনি না।

[সে কোকের বোতল নিয়ে এগিয়ে আসে]

ব্লাঁশ : (হঠাৎ উচ্ছ্বসিত আনন্দে) ওমা! এটা আমার জন্য নাকি ?

স্টেলা : অন্য কারো জন্য নয়।

ব্লাঁশ : লক্ষ্মীসোনা বোনটি আমার! এটা কি শুধুই কোক ?

স্টেলা : (ঘুরে দাঁড়িয়ে) তুমি কি এর মধ্যে কোনো ড্রিঙ্ক মিশাতে চাও ?

ব্লাঁশ : একটুখানি দিলে কোকের স্বাদ কিছুমাত্র নষ্ট হবে না। আমি নিচ্ছি, তোমাকে কষ্ট করতে হবে না।

স্টেলা : আমার কোনো কষ্ট হবে না। তোমার জন্য কিছু করতে পারলে আমার কিন্তু ভালো লাগে। অনেকটা বাড়ির মতো মনে হয়।

ব্লাঁশ : সত্যি কথা বলতে কী— কেউ আমার জন্য কষ্ট করলে আমার ভালোই লাগে—

[সে দৌড়ে শোবার ঘরে যায়। স্টেলা গ্লাস হাতে তার কাছে এগিয়ে যায়। ব্লাঁশ হঠাৎ একটা কাতর শব্দ করে স্টেলার হাত আঁকড়ে ধরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের ঠোঁটের ওপর চেপে ধরে। তার ভাবাবেগে স্টেলা একটু অপ্রস্তুত হয়। ব্লাঁশ রুদ্ধ স্বরে বলে]

তুমি, তুমি— আমার সঙ্গে এত ভালো ব্যবহার কর। অথচ আমি—

স্টেলা : ব্লাঁশ।

ব্লাঁশ : জানি জানি, আর এরকম করব না। জানি আমার এ ভাব প্রবণতা তুমি খুবই অপছন্দ কর। কিন্তু বিশ্বাস কর, তোমার কাছে যেটুকু প্রকাশ করি তার চেয়ে অনেক বেশি আমি অনুভব করি। আমি এখানে বেশিদিন থাকব না। সত্যিই থাকব না। আমি কথা দিচ্ছি, আমি—

স্টেলা : ব্লাঁশ।

ব্লাঁশ : (পাগলের মতো) আমি থাকব না, আমি কথা দিচ্ছি আমি থাকব না, আমি যাব! শিগগিরই যাব, সত্যিই যাব। ও আমাকে বের করে দেয়া পর্যন্ত আমি এখানে অপেক্ষা করব না।

স্টেলা : এরকম আবোল তাবোল বকা থামাবে ?

ব্লাঁশ : থামাচ্ছি। দেখো, ঠিকমতো ঢালো, ও জিনিস উপচে পড়ে।

[ব্লাঁশ তীক্ষ্ণ স্বরে হেসে গ্লাসটা থাবা মেরে ধরে, কিন্তু তার হাত এমনভাবে কাঁপতে থাকে যেন মনে হয় গ্লাসটা পড়ে যাবে। স্টেলা গ্লাসে কোক ঢেলে দেয়। কোক উপচে পড়ে। ব্লাঁশ অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করে ওঠে]

স্টেলা : (চিৎকারে হতভম্ব হয়ে) কী হলো ?

ব্লাঁশ : আমার সুন্দর সাদা পোশাকে ফেললে।

স্টেলা : ও... নাও আমার রুমাল নাও। আস্তে আস্তে শুষে ফেলবে।

ব্লাঁশ : (ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হয়) জানি— জানি— আস্তে— আস্তে—

স্টেলা : দাগ হবে নাকি ?

ব্লাঁশ : একটুও না। সত্যি এটা ভাগ্যের কথা না ?

[কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ে। বড় এক চুমুক কোক খায়। দুই হাতের মাঝে গ্লাস ধরে অল্প অল্প হাসতে থাকে]

স্টেলা : ও রকম চিৎকার করে উঠেছিলে কেন ?

ব্লাঁশ : আমি জানি না কেন চিৎকার করেছিলাম। (অস্বস্তির সঙ্গে বলে) মিচ্— মিচ্ সাতটার সময় আসছে। আমি বোধহয় আমাদের সম্পর্কের কথা ভেবে কিছুটা সন্ত্রস্ত। (হাঁপাতে হাঁপাতে খুব দ্রুত কথা বলে) তার সঙ্গে আমার বিদায়কালীন চুম্বন বিনিময় ছাড়া আর কিছু হয়নি স্টেলা। আমি ওর সম্ভ্রম চাই, শ্রদ্ধা চাই। যারা সহজে নিজেকে দান করে পুরুষরা তাদের চায় না। আবার ওদিকে দান না করলে সহজে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। বিশেষ করে সেই মেয়ের বয়স যদি— ত্রিশের ওপর হয়। তারা মনে করে যে, মেয়ের বয়স ত্রিশের ওপরে তার তো এক রকম— অশ্লীল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় ছিনাল হওয়া দরকার। কিন্তু আমি, আমি তো কোনো রকম ছিনালিপনা করতে চাই না। ও অবশ্য জানে না— মানে আমি ওকে আমার সত্যিকার বয়স জানতে দিইনি।

স্টেলা : তুমি তোমার বয়স সম্বন্ধে এত সচেতন কেন?

ব্লাঁশ : ঘা খেতে খেতে নিজের সম্বন্ধে আমার আর কোনো অহঙ্কার নেই। মানে আমি বলতে চাই— ও আমাকে খুব খাঁটি ও ছলাকলাবিহীন মনে করে (জোরে হাসে) আমি ওকে ঠকাতে চাই, ঠিক ততটা ঠকাতে চাই যাতে ও আমাকে চায়।

স্টেলা : তুমি কি ওকে চাও?

ব্লাঁশ : আমি চাই বিশ্রাম। আবার ধীরে সুস্থে নিঃশ্বাস নিতে চাই। হ্যাঁ আমি ওকে চাই খুব বেশি করে চাই! একবার ভাব দেখি, যদি এটা ঘটে তাহলে আমি এখান থেকে চলে যেতে পারি। কারো সমস্যা হয়ে থাকতে হয় না—

[মোড়ের দিক থেকে স্ট্যানলি কোমরের বেল্টে মদের বোতল নিয়ে এগিয়ে আসে]

স্ট্যানলি : (খুব জোরে চিৎকার করে) হেই স্টীভ, হেই ইউনিস, হেই স্টেলা।

[ওপরতলা থেকে খুশি খুশি ডাক শোনা যায়। মোড়ের দিক থেকে ট্রাম্পেট ও ড্রামের বাজনা শোনা যায়]

স্টেলা : (ব্লাঁশকে আবেগের সঙ্গে চুমু দিয়ে) এটা ঘটবেই।

ব্লাঁশ : (সন্দেহের সঙ্গে) সত্যি ঘটবে?

স্টেলা : সত্যি ঘটবে। (সে রান্নাঘরের দিকে যায়, ফিরে তাকিয়ে ব্লাঁশকে বলে) ঘটবেই ঘটবে। আর ড্রিঙ্ক করো না কিন্তু।

[বলতে বলতে গলা ধরে আসে। সে বেরিয়ে তার স্বামীর কাছে যায়। ব্লাঁশ পানপাত্র হাতে চেয়ারে এলিয়ে পড়ে। ইউনিস চিৎকার করে হাসতে হাসতে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামে। স্টীভ তার পেছন পেছন ছাগলের মতো আওয়াজ করে মোড়ের দিকে তাড়া করে নিয়ে যায়। স্ট্যানলি ও স্টেলা হাত ধরাধরি করে হাসতে হাসতে ওদের পেছন পেছন যায়। সন্ধ্যা গাঢ়তর হয়। দূরে 'ফোর ডিউসে' করুণ বাদ্য বাজে]

ব্লাঁশ : হায় কপাল, হায় কপাল, হায় আমার কপাল।

[তার চোখ বন্ধ। হাত থেকে তালপাতার পাখা পড়ে যায়। বেশ কয়েকবার টেবিলের হাতলে চাপড় মারে। বাইরে বিদ্যুতের ঝলকানি। এক তরুণ যুবক রাস্তা দিয়ে এগিয়ে এসে দরজার ঘণ্টি টেপে।]

ব্লাঁশ : ভেতরে আসুন।

[পর্দা ফাঁক করে তরুণ যুবকটি এগিয়ে আসে, ব্লাঁশ কৌতূহলি দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলুন বলুন আপনার জন্য কী করতে পারি ?

তরুণ : 'সন্ধ্যা তারার' জন্য চাঁদা সংগ্রহ করছি।

ব্লাঁশ : ওমা! তারাদের জন্য চাঁদা তুলতে হয় তা তো জানতাম না।

তরুণ : এটা একটা কাগজের নাম।

ব্লাঁশ : জানি! একটু ঠাট্টা করছিলাম। একটু পান করবে ?

তরুণ : জি না ধন্যবাদ। কাজের সময় পান করার নিয়ম নেই।

ব্লাঁশ : আচ্ছা দাঁড়াও— দেখছি— নাঃ আমার কাছে কোনো খুচরো পয়সা নেই। আমি এ বাড়ির কর্ত্রী নই! আমি তার বড় বোন, মিসিসিপি থেকে এসেছি। ঐ যেসব গরিব আত্মীয়ার কথা শোনা যায় আমি হচ্ছি তাই।

তরুণ : ঠিক আছে। আমি অন্য আরেক সময় আসব।

[বাইরে যাবার জন্য অগ্রসর হয় কিন্তু ব্লাঁশ এগিয়ে আসে]

ব্লাঁশ : এই! (যুবক লাজুক ভঙ্গিতে ফিরে দাঁড়ায়। ব্লাঁশ লম্বা হোল্ডারে সিগারেট লাগায়।) এটা জ্বালিয়ে দিতে পার ?

[ব্লাঁশ তার কাছে এগিয়ে আসে। তারা এখন দু'ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে]

তরুণ : নিশ্চয়ই। (একটা লাইটার বার করে) এটা অবশ্য সব সময় কাজ করে না।

ব্লাঁশ : মতলব মাফিক চলে নাকি ? (আগুন জ্বলে) আহ্। ধন্যবাদ (যুবকটি আবার যাবার জন্য অগ্রসর হয়) এই! (আবার ফিরে দাঁড়ায়, একটু অস্বস্তি বোধ করে। ব্লাঁশ কাছে এগিয়ে আসে) কটা বেজেছে ?

তরুণ : সাতটা বাজতে পনের মিনিট বাকি।

ব্লাঁশ : ওমা! এত বেজে গেছে ? নিউ অর্লিন্সের এই বৃষ্টি ভেজা সন্ধ্যাগুলো তোমার ভালো লাগে না ?

এইসব সন্ধ্যায় যখন একটা ঘণ্টা কেবল একটা ঘণ্টাই নয় যেন অনন্তকালের একটা অংশ হঠাৎ ছিটকে এসে তোমার হাতে পড়েছে— আর তুমি ভেবে পাচ্ছ না এটা নিয়ে কী করবে। (ব্লাঁশ তরুণের কাঁধ ছুঁয়ে) বৃষ্টিতে ভিজে যাওনি তো ?

তরুণ : জি না, আমি ভেতরে ঢুকে গিয়েছিলাম।

ব্লাঁশ : দোকানে ঢুকে সোডা খেয়েছ ?

তরুণ : জি।

ব্লাঁশ : চকলেট ?

তরুণ : জি না, চেরি।

ব্লাঁশ : (হেসে) চেরি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তরুণ : জি। চেরি সোডা।

ব্লাঁশ : ইস্ আমার জিভে পানি আসছে।

[এগিয়ে গিয়ে আলতোভাবে তার গাল ছোঁয় এবং হাসে। তারপর বাক্সের কাছে যায়।]

তরুণ : এবার আমাকে যেতে হয়।

ব্লাঁশ : ওহে তরুণ!

[যুবকটি ঘুরে দাঁড়ায়। ব্লাঁশ একটা হাল্কা বড় স্কার্ফ ট্রাঙ্ক থেকে বার করে গায়ে জড়ায়। এই সময় ব্লু পিয়ানো শোনা যাবে। এবং এখন থেকে শুরু করে পরবর্তী দৃশ্যের আরম্ভ পর্যন্ত বাজতে থাকবে। যুবকটি গলা পরিষ্কার করে আকুলভাবে দরজার দিকে তাকায়]

নবীন যুবক, নবীন যুবক, নবীন যুবক। তোমাকে কি কেউ কোনো দিন বলেছে যে তোমাকে দেখতে ঠিক যেন আরব্য উপন্যাসের রাজপুত্রের মতো ?

[যুবকটি অস্বস্তির সঙ্গে হাসে। একটা বাচ্চা ছেলের মতো লাজুক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে। ব্লাঁশ তাকে মৃদু কণ্ঠে বলে।]

জেনে রাখ, তুমি ঠিক তেমনি দেখতে। এখানে এসো। আমি তোমার ঠোঁটে চুমু খেতে চাই। খুব আলতো করে, খুব মিষ্টি করে, শুধু একবার।

[উত্তরের অপেক্ষা না করে দ্রুত তার কাছে এগিয়ে যায় এবং তার ঠোঁটে চুমু খায়।]

যাও এবার পালাও। শিগগির। তোমাকে কাছে রাখতে পারলে আমার খুব ভালো লাগত। কিন্তু কী জান আমাকে ভালো হতে হবে, বাচ্চা ছেলেদের কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে।

[যুবকটি কিছুক্ষণ তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। ব্লাঁশ তার জন্য দরজা মেলে ধরে। যুবকটি বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়। ব্লাঁশ দূর থেকে তাকে চুমু দেয়ার ভঙ্গি করে। যুবকটি চলে যাবার পর সে কিছুক্ষণ স্বপ্নাবিষ্টের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। অল্পক্ষণ পরে মোড়ের দিক থেকে গোলাপের তোড়া হাতে মিচ্ এগিয়ে আসে।]

ব্লাঁশ : (খুশি হয়ে) ওমা! দেখ কে আসছে! আমার গোলাপ কুমার। আগে আমাকে কুর্নিশ কর, তারপর ওগুলো উপহার দাও। আহ্, ধন্যবাদ।

[ফুলের তোড়া ঠোঁটের ওপর চেপে ধরে কিছুটা কলাবতীর মতো তার দিকে তাকায়। মিচের আত্মসচেতন মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত দেখায়]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ষষ্ঠ দৃশ্য

[ঐ দিনেরই রাত দুটো। বাড়ির বাইরের দেয়াল দেখা যাচ্ছে। ব্লাঁশ ও মিচ্ ভেতরে ঢোকে। একমাত্র স্নায়বিক পীড়াগ্রস্থ লোকই এত অসম্ভব ক্লান্ত হতে পারে, যা কিনা ব্লাঁশের গলার স্বরে ও ভাব-ভঙ্গিতে প্রকাশ পাচ্ছে। মিচের ভাব অবিচলিত কিন্তু বিষণ্ন। ওরা খুব সম্ভবত লেক পোশারর্ত্যার মেলায় গিয়েছিল। কারণ মিচের হাতে উল্টো করে ধরা 'যে ওয়েস্টের' ছোট মূর্তিটা আছে ঐ ধরনের মূর্তি এইসব মেলায় বন্দুক ছোঁড়া বা অন্য কোনো বাজির খেলা জিতলে পুরস্কার স্বরূপ দেয়া হয়।]

ব্লাঁশ : (নির্জীবের মতো সিঁড়ির সামনে দাঁড়ায়) বেশ। এবার!

[মিচ অস্বস্তির সঙ্গে হাসে]

এবার তাহলে!

মিচ্ : আমার মনে হয় অনেক রাত হয়ে গেছে— আর তুমিও খুব ক্লান্ত।

ব্লাঁশ : রাতের শেষ সীমা পর্যন্ত গরম সমোসাআলার ডাক শোনা যায় কিন্তু এখন সেও বাড়ি গেছে। (মিচ্ আবার অস্বস্তির সঙ্গে হাসে) তুমি বাড়ি যাবে কেমন করে?

মিচ্ : আমি বুরব পর্যন্ত হেঁটে যাব। তারপর মাঝরাতের কোনো একটা গাড়ি ধরব।

ব্লাঁশ : (কঠিন মুখে হেসে) ঐ যে বাসনাপুর নামের গাড়ি ওটা কি এখনো এত রাতেও ঘর্ঘর করে ঘুরে বেড়াচ্ছে?

মিচ্ : (গাঢ় স্বরে) ব্লাঁশ আমার মনে হয় আজকের সন্ধ্যা তুমি এতটুকুও উপভোগ করনি।

ব্লাঁশ : আমিই বরং তোমার সন্ধ্যাটা মাটি করেছি।

মিচ্ : না না তুমি নও! প্রতি মুহূর্তে আমি অনুভব করছিলাম আমিই কেমন যেন তোমাকে ঠিকমতো আনন্দ দিতে পারছিলাম না।

ব্লাঁশ : আমার যতটা আনন্দিত হবার কথা ছিল আমি কিছুতেই তা হতে পারছিলাম না। ব্যাস এই আর কী। আমার মনে হয় না আমার জীবনে আমি কোনোদিন আনন্দোৎফুল্ল হওয়ার জন্য এমন প্রাণপণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি। আমি কিন্তু চেষ্টা করার জন্য দশে দশ পাব— চেষ্টাটা খুবই করেছিলাম।

মিচ্ : ব্লাঁশ, তোমার যদি ভালো না লেগে থাকে জোর করে চেষ্টা করার কী দরকার ছিল?

ব্লাঁশ : আমি প্রকৃতির নিয়ম পালন করছিলাম।

মিচ্ : সেটা আবার কোন নিয়ম?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্লাঁশ : যে নিয়মে বলে, নারী পুরুষকে অবশ্য আনন্দ দান করবে— আর তা না হলে পাশার দান ভেস্তে যাবে। দেখ তো এই ব্যাগে দরজার চাবিটা খুঁজে পাও কিনা। আমি যখন এত ক্লান্ত হয়ে পড়ি তখন আঙুলগুলো সব ভোতা হয়ে যায়!

মিচ্ : (ব্যাগ হাতড়ে) এইটে নাকি ?

ব্লাঁশ : না গো, এটা আমার বাক্সের চাবি যে বাক্স আমাকে শিগগিরই গোছগাছ করতে হবে।

মিচ্ : তুমি শিগগিরই চলে যাবে নাকি ?

ব্লাঁশ : হ্যাঁ, এখানকার আদর অনেক আগেই ফুরিয়েছে।

মিচ : এইটে নাকি ?

[বাজনা মিলিয়ে যায়]

ব্লাঁশ : ইউরেকা! পেয়েছি! লক্ষ্মীটি, তুমি দরজাটা খোল। আমি ততক্ষণ আকাশটা আর একবার দেখেনি।

[বারান্দার রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়ায়। মিচ্ দরজা খুলে ওর পেছনে বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকে।]

আমি সপ্ত ভগিনী সপ্ততারাদের খুঁজছি। কিন্তু না, মেয়েগুলো আজ এখনো বার হয়নি। ওমা, না, ঐতো, এ তো, ওরা! ঈশ্বর ওদের মঙ্গল করুন। সব কটি বোন দল বেঁধে বাড়ি যাচ্ছে ব্রিজ খেলার পার্টিতে— দরজা খুলতে পেরেছ ? লক্ষ্মী ছেলে! তুমি বোধহয় এখন যেতে চাও ?

[মিচ্ একটু নড়াচড়া করে, একটু কাশে]

মিচ্ : আমি কি, আমি কি তোমাকে— একটা চুমু দিতে পারি ?

ব্লাঁশ : চুমু দেবে কি না দেবে এসব প্রশ্ন কর কেন ?

মিচ্ : আমি ঠিক বুঝতে পারি না তুমি চাও কি চাও না।

ব্লাঁশ : তোমার এত সব সন্দেহ কেন ?

মিচ্ : সেদিন রাতে যখন আমরা লেকের পাড়ে গাড়ি থামিয়েছিলাম আর আমি তোমাকে চুমু দিয়েছিলাম, তুমি—

ব্লাঁশ : না চুমু দেয়াতে আপত্তি করিনি, বরঞ্চ আমার খুব ভালোই লেগেছিল। আপত্তি করেছিলাম— অন্যরকম ঘনিষ্ঠতায়— যেগুলো আমার মতে কারোই দেয়া উচিত নয়। অবশ্য যে খারাপ লেগেছিল তা নয়। এতটুকুও নয়! সত্যি কথা বলতে কী তুমি আমাকে কামনা করেছ বলে বেশ একটা আত্মতৃপ্তিই বোধ করছিলাম। তবে একটা কথা তুমিও যেমন জান আমিও তেমনি জানি একটি নিঃসঙ্গ মেয়ে যার আপন বলতে এ পৃথিবীতে কেউ নেই তাকে এইসব আবেগ দমন করতে হয়, নইলে সে যে কোথায় হারিয়ে যাবে তার কোনো ঠিক নেই।

মিচ্ : হারিয়ে যাবে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্লাঁশ : আমার মনে হয় তুমি বোধহয় যারা হারিয়ে যেতে ভালোবাসে তেমন মেয়েতেই অভ্যস্ত। এমন ধরনের মেয়ে, যারা প্রথম পরিচয়ের দিনেই নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলে।

মিচ্ : তুমি ঠিক যেমনটি আমি তোমাকে ঠিক তেমনটিই চাই। আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতায়— তোমার মতো কাউকেই দেখিনি।

[ব্লাঁশ গম্ভীরভাবে মিচের দিকে তাকায়। তারপর হঠাৎ করে উচ্ছ্বসিত হাসিতে ফেটে পড়েই মুখে হাত চাপা দেয়।]

ব্লাঁশ : না না সে কী! দেখ বাড়ির কর্তা-গিন্নী এখনো ফেরেনি, কাজেই ভেতরে এসো। শোবার আগে শেষবারের মতো আর এক দফা কিছু পান করা যাক। বাতি নেভানোই থাক, কী বল ?

মিচ্ : তোমার যেমনটি ইচ্ছে ঠিক তেমনটিই কর।

[ব্লাঁশ মিচের আগে আগে রান্নাঘরের দিকে যায়। বাড়ির বাইরের দেয়াল অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। ঘর দুটোয় আবছা আলো]

ব্লাঁশ : (প্রথম ঘর থেকে) ঐ ঘরটায় যাও— ওটা বেশি আরামের। আমি যে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছি তার উদ্দেশ্য হচ্ছে কিছু পানীয় দ্রব্য খুঁজে বার করা।

মিচ্ : সত্যিই পান করতে চাও ?

ব্লাঁশ : না, তোমাকে দিতে চাই। সারাটা সন্ধ্যা তোমাকে এত গম্ভীর আর উদ্বিগ্ন মনে হয়েছে। অবশ্য আমাকেও তাই মনে হয়েছে। আমরা দুজনেই খুব গম্ভীর আর উদ্বেগপূর্ণ ছিলাম। অতএব আমাদের দ্বৈত জীবনের এই শেষ কটি মুহূর্ত আমি জীবনের জয়গানে ভরে তুলতে চাই। (Joie de vivre) আমি একটা মোমবাতি জ্বালাচ্ছি।

মিচ্ : চমৎকার হবে।

ব্লাঁশ : আমি কিন্তু কোনো রীতিনীতির ধার ধারব না। আমরা এমন একটা ভাব দেখাব যেন প্যারিসে নদীর বাম ধারে কোনো চিত্রকরের ছোট্ট কাফেতে বসে আছি।

[ব্লাঁশ মোমবাতি জ্বালিয়ে একটা বোতলের মুখে বসিয়ে দেয়]

Je sius la dame aux Camellias! Vous etes armand!

(আমি হচ্ছি ক্যামেলিয়ার তরুণী, আর তুমি হচ্ছো আরমাঁ) ফরাসি ভাষা বোঝ ?

মিচ্ : (গাঢ় স্বরে) না, না, আমি—

ব্লাঁশ : Voulez-vous coucher ance moi ce soir ? Vous ne comprenez pas ? ah, quelle dommage! (তুমি কি আমাকে আজ রাতে শয্যাসঙ্গিনী করতে চাও ? বুঝতে পারলে না ? কী দুঃখের কথা!)— বলছিলাম কী— কী ভাগ্যের কথা কিছুটা পানীয় পাওয়া গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো রকমে দুজনের হয়ে যাবে—

মিচ্ : (গম্ভীর স্বরে) বেশ ভালোই তো।

[ব্লাঁশ শোবার ঘরে পানীয় ও মোমবাতি নিয়ে ঢোকে]

ব্লাঁশ : বসো। কোট খুলে রেখে গলার বোতাম আলগা করে দাও না কেন?

মিচ্ : না কোট পরেই থাকি।

ব্লাঁশ : না না আমি চাই তুমি একটু আরাম করে বসো।

মিচ্ : আমি এত বেশি ঘামি যে আমার লজ্জা করছে। ঘামে আমার শার্ট গায়ে একেবারে সেটে গেছে।

ব্লাঁশ : ঘাম হওয়া ভালো স্বাস্থ্যের লক্ষণ। ঘাম যদি না হতো তা হলে মানুষ পাঁচ মিনিটের মধ্যে মারা যেত (কোট খুলে নেয়) ভালো সুন্দর কোট তো। কী কাপড়ের কোট?

মিচ্ : এ কাপড়কে আলপাকা বলে।

ব্লাঁশ : ও আলপাকা।

মিচ্ : খুব হালকা আলপাকা।

ব্লাঁশ : ও খুব হালকা আলপাকা।

মিচ্ : আমি গরমের দিনে ওয়াশ এ্যান্ড ওয়ারের কোট পরতে ভালোবাসি না। কারণ ও কোট ঘামে একদম ভিজে যায়।

ব্লাঁশ : ওহ্।

মিচ্ : তাছাড়া ওসব আমাকে মানায়ও না। আমার মতো লম্বা চওড়া দশাসই শরীর যাদের তাদের খুব বুঝে সুঝে পোশাক পরতে হয়, না হলে বড় জবুথবু দেখায়।

ব্লাঁশ : কৈ তুমি তো তেমন একটা দশাসই কিছু নও।

মিচ্ : আমাকে তোমার তেমন মনে হয় না?

ব্লাঁশ : না তো! তবে তুমি হাল্কা পাতলা গড়নের নও। তোমার শরীরের কাঠামোটা বিরাট আর তোমার পেটানো স্বাস্থ্য সত্যি দৃষ্টি আকর্ষণকারী।

মিচ্ : ধন্যবাদ। গত ক্রিসমাসে আমাকে 'নিউ অর্লিনস ক্রীড়া সংসদের' সভ্য করে নেয়া হয়েছে।

ব্লাঁশ : বাঃ, বেশ ভালো কথা।

মিচ্ : এটা আমার জীবনের সবচেয়ে সেরা উপহার। আমি ওখানে ভারোত্তলন করি, সাঁতার কাটি, মোট কথা নিজের স্বাস্থ্যটা ঠিক রাখি। আমি যখন শুরু করি তখন আমার ভুঁড়ি হচ্ছিল। কিন্তু এখন আমার পেট কত শক্ত হয়ে গেছে। এখন এত শক্ত হয়ে গেছে যে কেউ আমার পেটে ঘুসি মারলেও আমি ব্যথা পাই না। ঘুসি মারো, মেরে দেখ না! দেখলে?

[ব্লাঁশ হালকাভাবে টোকা দেয়]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্লাঁশ : (হাত বুকে চেপে ধরে) মাগো!

মিচ্ : বল তো আমার ওজন কত ?

ব্লাঁশ : উঁ— আমার মনে হয় একশ আশির কাছাকাছি।

মিচ্ : উঁহু হলো না। আবার বল।

ব্লাঁশ : অতটা নয় ?

মিচ্ : আরো বেশি।

ব্লাঁশ : তুমি খুব লম্বা কাজেই ওজন বেশি হলেও তোমাকে কিছুমাত্র খারাপ দেখায় না।

মিচ্ : আমার ওজন দু'শ সাত পাউন্ড, খালি পায়ে দাঁড়ালে আমি ছ'ফুট দেড় ইঞ্চি লম্বা। আর ঐ ওজনও আমার কাপড় বাদে ওজন।

ব্লাঁশ : ওরে বাবা! কী সাংঘাতিক রীতিমতো সম্ভ্রম জাগানো ওজন।

মিচ্ : (অপ্রস্তুত হয়ে) আমার ওজন নিয়ে আলোচনাটা খুব আকর্ষণীয় বিষয় নয়। (একটু ইতস্তত) তোমার ওজন কত ?

ব্লাঁশ : আমার ওজন ?

মিচ্ : হ্যাঁ।

ব্লাঁশ : অনুমান কর তো!

মিচ্ : তোমাকে তুলে দেখি ?

ব্লাঁশ : স্যামসন! নাও তোল (মিচ পিছনে দাঁড়িয়ে তার কোমর ধরে হালকাভাবে তুলে ধরে) কত হবে ?

মিচ্ : তুমি তো একটা পালকের মতো হালকা।

ব্লাঁশ : তাই নাকি ? (মিচ্ তাকে নামিয়ে দেয় বটে, কিন্তু কোমর ধরে থাকে। ব্লাঁশ নকল গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলে) এবার আমাকে ছেড়ে দিতে পার।

মিচ্ : কী বললে ?

ব্লাঁশ : (হাসতে হাসতে) বলছি কী মহাশয়, এবার আমাকে ছেড়ে দিন। (মিচ্ আনাড়ির মতো তাকে জড়িয়ে ধরে। ব্লাশের স্বরে তিরস্কারের সামান্য আভাস) মিচ্, যেহেতু স্ট্যানলি আর স্টেলা বাড়িতে নেই তার অর্থ এই নয় যে তুমি ভদ্রলোকের মতো ব্যবহার করবে না।

মিচ্ : ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করলেই আমাকে একটা চড় মেরো।

ব্লাঁশ : তার প্রয়োজন হবে না। তুমি স্বভাব ভদ্র। এ পৃথিবীতে যে দু'চারজন মাত্র ভদ্রলোক আছে তার মধ্যে তুমি একজন। আমি কিন্তু চাই না যে তুমি আমাকে বয়স্কা শিক্ষয়িত্রীদের মতো কঠোর চরিত্রের মহিলা বা ঐ ধরনের কিছু একটা মনে কর। আসল কথা হচ্ছে— মানে—

মিচ্ : কী ?

ব্লাঁশ : আমার মনে হয় এ শুধু আমার মধ্যে কিছু পুরনো নীতিবোধ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[সে তার চোখের তারা ঘোরায়, সে জানে মিচ্ তার মুখ দেখতে পাচ্ছে না। মিচ সামনের দরজায় যায়। বেশ কিছুক্ষণের নীরবতা। ব্লাঁশ দীর্ঘশ্বাস ফেলে। মিচ্ একটু সচেতনভাবে কাশে।]

মিচ্ : (অবশেষে) স্ট্যানলি আর স্টেলা আজ রাতে কোথায় গেছে ?

ব্লাঁশ : ওরা ওপর তলার হাবেলদের সাথে বাইরে গেছে।

মিচ্ : কোথায় গেছে ?

ব্লাঁশ : ওরা লোজ 'স্টেটে' মাঝরাতের সিনেমা দেখতে যাবে বলে বলছিল।

মিচ্ : আমরা একদিন রাতে সবাই মিলে বাইরে যাব।

ব্লাঁশ : না সেটা কোনো ভালো প্ল্যান হবে না।

মিচ্ : কেন হবে না ?

ব্লাঁশ : তুমি কি স্ট্যানলির খুব পুরনো বন্ধু ?

মিচ্ : হ্যাঁ আমরা দুশো একচল্লিশে একসঙ্গে ছিলাম।

ব্লাঁশ : ও বোধহয় তোমাকে সব কথা খুব খোলাখুলিভাবে বলে ?

মিচ্ : বলেই তো ?

ব্লাঁশ : আমার সম্বন্ধে কিছু বলেছে ?

মিচ্ : উঁহু, বিশেষ কিছু না।

ব্লাঁশ : যে ভাবে উত্তরটা দিলে তাতে মনে হচ্ছে, আসলে বলেছে।

মিচ্ : না, ও এমন কিছু বলেনি।

ব্লাঁশ : তবু শুনি কী বলেছে ? আমার প্রতি তার কী রকম ভাব দেখলে ?

মিচ্ : তুমি এসব কেন জানতে চাইছ ?

ব্লাঁশ : চাইছি—

মিচ্ : ওর সঙ্গে কি তোমার সদ্ভাব নেই ?

ব্লাঁশ : তোমার কী মনে হয় ?

মিচ্ : আমার মনে হয় ও তোমাকে ঠিক বুঝতে পারে না।

ব্লাঁশ : কথাটা ভদ্রভাবে বললে এভাবেই বলতে হয়। শিগগির স্টেলার বাচ্চা হবে তাই। তা না হলে এখানকার এত কিছু কোনো মতেই সহ্য করতে পারতাম না।

মিচ্ : ও কি দুর্ব্যবহার করে ?

ব্লাঁশ : স্ট্যানলি অসহ্য রকমের রূঢ়। আমার মনে হয় ও ইচ্ছা করে, চেষ্টা করে আমাকে কষ্ট দেয়।

মিচ্ : কী রকম ভাবে ?

ব্লাঁশ : যত ভাবে পারে।

মিচ্ : সত্যি অবাক লাগছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্লাঁশ : অবাক লাগছে ?

মিচ্ : মানে আমি— আমি ঠিক ভেবে পাই না কেউ কেমন করে তোমার প্রতি রূঢ় হতে পারে।

ব্লাঁশ : সত্যি এ এক ভয়াবহ পরিস্থিতি। দেখতেই পাচ্ছ এখানে কোনো আব্রু নেই। রাত্রিবেলা দু'ঘরের মাঝখানে কেবল মাত্র এই পর্দার ব্যবধান। আর ও এই ঘরের মধ্য দিয়ে আন্ডারওয়ার পরে জানোয়ারের মতো হাঁটা-হাঁটি করে। আর আমাকে কিনা ওর বাথরুমের দরজা বন্ধ করার কথা পর্যন্ত বলতে হয়। এইসব ছোটলোকামি করার তো কোনো দরকার ছিল না। তুমি হয়তো ভাবছ তাহলে আমি চলে যাচ্ছি না কেন ? ঠিক আছে তোমাকে খুলেই বলছি। একজন শিক্ষয়িত্রীর বেতন এত সামান্য যে তা দিয়ে কোনোমতে খাওয়া-পরা চলে। গত বছর আমার এক পয়সাও জমেনি কাজেই গ্রীষ্মকালের ছুটি কাটাতে আমাকে এখানে আসতে হয়েছে। এবং এই কারণেই আমার বোনের স্বামীকে সহ্য করতে হচ্ছে। এবং তাকেও তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে সহ্য করতে হচ্ছে।—আমাকে ও কতটা ঘৃণা করে সেটা নিশ্চয়ই তোমাকে বলেছে।

মিচ্ : আমি তো মনে করি না সে তোমাকে ঘৃণা করে।

ব্লাঁশ : হ্যাঁ ঘৃণা করে। না হলে সে কেন আমাকে এমন করে অপমান করবে ? প্রথম যে দিন ওকে আমি দেখেছি সেদিনই মনে মনে বলেছি ঐ লোকটা হচ্ছে আমার ঘাতক। ও আমাকে ঠিক ধ্বংস করবে, যদি না—

মিচ্ : ব্লাঁশ—

ব্লাঁশ : কী বলছ ?

মিচ্ : একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?

ব্লাঁশ : কর না!

মিচ্ : তোমার বয়স কত ?

ব্লাঁশ : (একটু অস্বস্তির সঙ্গে) কেন জানতে চাও ?

মিচ্ : আমার মাকে যখন তোমার কথা বলি উনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন 'ব্লাঁশের বয়স কত ?' আমি বলতে পারিনি।

[সামান্য বিরতি]

ব্লাঁশ : তোমার মাকে আমার কথা বলেছ ?

মিচ্ : হ্যাঁ।

ব্লাঁশ : কেন ?

মিচ্ : মাকে বলেছি তুমি কত ভালো। আর বলেছি তোমাকে আমার কত ভালো লাগে!

ব্লাঁশ : কথাগুলো কি সত্যি ?

মিচ্ : তুমি জান যে সত্যি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্লাঁশ : তোমার মা কেন আমার বয়স জানতে চেয়েছিলেন ?

মিচ্ : মা খুব অসুস্থ।

ব্লাঁশ : আমি খুবই দুঃখিত। কঠিন অসুখ ?

মিচ্ : বেশি দিন বাঁচবেন না। হয়তোবা কয়েক মাস মাত্র।

ব্লাঁশ : ও।

মিচ্ : আমি এখনো বিয়ে করিনি বলে উনি খুব চিন্তা করেন।

ব্লাঁশ : ও।

মিচ্ : উনি চান আমি যেন বিয়ে করি— মানে উনি।

[মিচের গলা ধরে আসে। সে বার দুয়েক গলা পরিষ্কার করে। অস্বস্তির সঙ্গে নড়াচড়া করে। একবার পকেটে হাত ঢোকায় আবার বার করে]

ব্লাঁশ : তুমি ওকে খুবই ভালোবাস তাই না ?

মিচ্ : হ্যাঁ।

ব্লাঁশ : আমার মনে হয় তোমার মধ্যে ভালোবাসার এক অসীম ক্ষমতা আছে। উনি মারা গেলে তুমি খুব একলা হয়ে যাবে তাই না ?

[মিচ্ গলা পরিষ্কার করে মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়]

এ যে কী কষ্ট আমি তা বুঝি।

মিচ্ : একা হয়ে যাওয়া।

ব্লাঁশ : আমিও একজনকে ভালোবাসতাম। যাকে ভালোবাসতাম তাকে আমি হারিয়েছি।

মিচ্ : মারা গেছে ? (ব্লাঁশ জানালার কাছে এগিয়ে যায় তারপর বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর পানীয় ঢেলে নেয়) পুরুষ মানুষ ?

ব্লাঁশ : কিশোর বালক, নিতান্তই কিশোর বালক। আর আমি ছিলাম নিতান্ত বালিকা। আমার বয়স যখন সবে ষোল তখন আবিষ্কার করলাম— প্রেম, খুব হঠাৎ করে, কিন্তু পরিপূর্ণরূপে। আমার মনে হলো যা এতদিন অন্ধকারের আড়ালে ছিল তার ওপর কে যেন হঠাৎ করে একটা চোখ ধাঁধানো আলো জ্বেলে দিল। আমার পৃথিবীতে প্রেম এমনি করেই এলো। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য। আমি প্রতারিত হলাম। ছেলেটি কেমন যেন, অন্য ধরনের ছিল। কেমন যেন কোমল স্বভাব, নরম নরম, ভীতু ভীতু ভাব। ঠিক পুরুষ মানুষের মতো নয়। অবশ্য তাই বলে ও যে দেখতে মেয়েলি ছিল তা নয়— তবু— কী যেন একটা ভাব ছিল। ও আসলে আমার কাছে সাহায্যের জন্য এসেছিল। আমি অবশ্য তা জানতাম না। ব্যাপারটা যে কী সেটা জানলাম আমাদের বিয়ের পরে যখন আমরা পালিয়ে গিয়ে আবার ফিরেও এসেছি। আমি বুঝতে পারছিলাম কোনো এক দুর্বোধ্য কারণে যে সাহায্য ও আমার কাছে চাইছে সেটা আমি ওকে দিতে পারছি না এবং ও আমাকে খোলাখুলি বলতেও পারছে না। ও যেন চোরাবালির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওপর দাঁড়িয়ে আমাকে আঁকড়ে ধরেছিল অথচ আমি ওকে টেনে ধরে রাখতে পারছিলাম না। বরঞ্চ ওর সাথেই তলিয়ে যাচ্ছিলাম। আমি যে তলিয়ে যাচ্ছি সেটা আমি বুঝতেও পারিনি। আমি শুধু জানতাম আমি ওকে অসহ্য রকম ভালোবাসি, কিন্তু না পারছিলাম ওকে সাহায্য করতে, না পারছিলাম নিজেকে। তারপর একদিন জানতে পারলাম— যতদূর খারাপভাবে জানা যায়। একদিন হঠাৎ একটা ঘরে ঢুকেছি, আমি ভেবেছি ঘরে কেউ নেই— কিন্তু না দু'জন লোক ছিল। একজন সেই ছেলেটি যাকে আমি বিয়ে করেছি আর অন্যজন একজন বয়স্ক লোক যার সঙ্গে ওর বহুদিনের অন্তরঙ্গতা।

[বাইরে ট্রামের শব্দ এগিয়ে আসে। ব্লাঁশ উপুড় হয়ে পড়ে দু'হাতে কান চেপে ধরে। ট্রামটা প্রচণ্ড গর্জনে পার হয়ে যাওয়ার সময় ঘরের মধ্যে হেডলাইটের উজ্জ্বল আলোর ঝলক এসে পড়ে। ক্রমশ শব্দ কমে আসতে থাকলে ব্লাঁশ ধীরে ধীরে উঠে বসে আবার কথা বলতে শুরু করে।]

এরপর আমরা ভান করতে লাগলাম যেন কিছুই ঘটেনি। কিছুই দেখিনি। তারপর আমরা তিনজন গাড়িতে করে মুনলেক ক্যাসিনোতে গেলাম, প্রচুর পান করে মাতাল হয়ে সারাটা পথ হাসতে হাসতে গেলাম।

[নিম্ন গ্রামে মৃদু স্বরে দূরে পোলকা বাদ্য বাজে]

আমরা 'ভাবসুভিয়ানা' নাচলাম। তারপর নাচের মাঝখানে হঠাৎ ছেলেটি যাকে আমি বিয়ে করেছিলাম, আমার কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে 'ক্যাসিনো' থেকে বেরিয়ে গেল। তার অল্পক্ষণ পরেই— গুলির শব্দ।

[পোলকা বাদ্য হঠাৎ থেমে যায়]

[ব্লাঁশ শক্তভাবে উঠে দাঁড়ায়। পোলকা আবার শুরু হয় এবার উচ্চ গ্রামে]

আমি ছুটে বাইরে গেলাম— অন্যরাও গেল। সবাই দৌড়ে লেকের পাড়ে গিয়ে সেই ভয়াবহ বস্তুটির আশেপাশে জড়ো হলো। এত বেশি ভিড় যে আমি কাছে যেতে পারছিলাম না। এমন সময় কে যেন আমার হাত ধরে বলল, "আর কাছে যেও না। চলে এসো। তুমি দেখতে পারবে না।" দেখতে পারব না! কী দেখতে পারব না? তারপর শুনতে পেলাম কারা যেন বলছে, এ্যালান! এ্যালান! ঐ যে গ্রে পরিবারের ছেলেটি! মুখের মধ্যে পিস্তল ভরে গুলি করেছে— মাথার পেছনটা— একদম উড়ে গেছে!

[ব্লাঁশ দু'হাতে মুখ ঢেকে টলতে থাকে]

এসব ঘটল কারণ নিজের মনোভাবকে দমন করতে না পেরে নাচের মাঝখানে আমি হঠাৎ করে ওকে বলেছিলাম "আমি দেখেছি। আমি জানি! তুমি অসহ্য।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরপর, যে উজ্জ্বল আলোতে আমার সারা পৃথিবী আলোময় হয়ে গিয়েছিল সে আলো চিরতরে নিভে গেল। তারপর থেকে আমার জীবনে এক মুহূর্তের জন্যও এমন আলো জ্বলেনি, যে আলো এই রান্নাঘরের মোমবাতির চেয়ে এতটুকু উজ্জ্বল—

[মিচ্ একটু এলোমেলো ভাবে উঠে দাঁড়ায়, ব্লাঁশের কাছে এগিয়ে যায়। পোলকা উচ্চতর শব্দে বাজে। মিচ্ তার পাশে দাঁড়ায়, ধীরে ধীরে তাকে কাছে টেনে এনে বাহু বন্ধনে আবদ্ধ করে।]

মিচ্ : তোমারও কাউকে প্রয়োজন। আমারও কাউকে প্রয়োজন। ব্লাঁশ, এ কি হতে পারে— তুমি আর আমি!

[ব্লাঁশ শূন্য দৃষ্টিতে তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর মৃদু ক্রন্দন ধ্বনিসহ মিচ্‌কে আঁকড়ে ধরে। তারপর কাঁদতে কাঁদতেই কী যেন বলতে চায়। কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বার হয় না। মিচ্ তার কপালে, চোখে এবং ঠোঁটে চুমু দেয়। পোলকা সুর মিলিয়ে যায়। ব্লাঁশ গভীর আবেগ ও কৃতজ্ঞতায় কাঁদতে থাকে]

ব্লাঁশ : কখনো কখনো— ঈশ্বরকে— বড় তাড়াতাড়িই পাওয়া যায়।

সপ্তম দৃশ্য

[সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি, পড়ন্ত বিকেল। ঘরের মাঝখানের পর্দা ফাঁক করা। একটা টেবিলের ওপর জন্মদিনের উৎসবের জন্য কেক ও ফুল সাজানো রয়েছে। স্টেলা কেকের ওপরের নক্সা শেষ করছে এমন সময় স্ট্যানলি ঘরে ঢোকে।]

স্ট্যানলি : এসব আবার কীসের জন্য?

স্টেলা : আজ ব্লাঁশের জন্মদিন।

স্ট্যানলি : আছে নাকি এখানে?

স্টেলা : হ্যাঁ, বাথরুমে।

স্ট্যানলি : (মুখ ভেঙিয়ে) ধোয়া-ধুয়ি করছেন বুঝি?

স্টেলা : বোধহয়।

স্ট্যানলি : ওখানে কতক্ষণ ধরে আছে?

স্টেলা : সারা বিকেল।

স্ট্যানলি : (ভেংচি কেটে) গরম পানির টবে অবগাহন করছেন বুঝি?

স্টেলা : হ্যাঁ।

স্ট্যানলি : হুঃ! যার নাকের ডগায় তাপমাত্রা ১০০° ডিগ্রি তার অঙ্গে কিনা গরম পানির তাপের দরকার।

স্টেলা : ব্লাঁশ বলে এতে নাকি ওর শরীর সারা সন্ধ্যা শীতল থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ট্যানলি : হ্যাঁ হ্যাঁ তাতো বটেই। আর তুমি দৌড়ে দৌড়ে গিয়ে কোক নিয়ে এসো আর মহারানীকে গোসলখানায় সেসব পরিবেশন করো।

[স্টেলা কাঁধ ঝাঁকুনি দেয়]

এখানে একটু বসো না।

স্টেলা : আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।

স্ট্যানলি : আহা, একটু বসোই না। শোন, তোমার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর জারিজুরি আমি ধরে ফেলেছি।

স্টেলা : তুমি সব সময় ওর পেছনে লেগো না তো!

স্ট্যানলি : না লাগবে না! ঐ মেয়েলোক কিনা আমাকে ছোটলোক বলে।

স্টেলা : আজকাল কেন জানি না মনে হয় তুমি যেন ইচ্ছে করে যত প্রকারে পার ব্লাঁশকে জ্বালাতন কর। ব্লাঁশ এসব ব্যাপারে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। আমি আর ব্লাঁশ যে তোমার থেকে একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে মানুষ হয়েছি একথাটা তোমাকে বুঝতেই হবে।

স্ট্যানলি : হ্যাঁ, একথা আমাকে অনেকবারই শোনানো হয়েছে। একবার নয়, দু'বার নয়, বারবার শোনানো হয়েছে। কিন্তু তুমি কি একথা জান যে তোমার ভগিনী এখানে আসা পর্যন্ত আমাদেরকে সমানে মিথ্যে কথা গেলাচ্ছে।

স্টেলা : না, আমি জানিও না এবং—

স্ট্যানলি : বেশ। তাহলে জেনে রেখো, সে তাই করছে। তবে এখন সব কিছু ফাঁস হয়ে গেছে। আমি কিছু গুরুতর বিষয় জানতে পেরেছি।

স্টেলা : গুরুতর বিষয়?

স্ট্যানলি : এমন কিছু যা আমি আগেই সন্দেহ করেছিলাম। তবে এখন আমি বিশ্বস্তসূত্রে কিছু প্রমাণাদি সংগ্রহ করেছি এবং সে সব যাচাইও করেছি।

[ব্লাঁশ। বাথরুমে সস্তা নাটুকে গান গাইছে। স্ট্যানলির কথার ফাঁকে ফাঁকে শোনা যাবে]

স্টেলা : (স্ট্যানলিকে) আঃ, একটু আস্তে কথা বল।

স্ট্যানলি : কেন? ক্যানারী পাখি গান গাইছে বলে?

স্টেলা : এখন দয়া করে আমাকে আস্তে আস্তে বল দেখি, আমার বোন সম্বন্ধে তুমি কী জানতে পেরেছ?

স্ট্যানলি : প্রথম নম্বর মিথ্যে কথা বিবেকের ভড়ং। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না মিচ্‌কে সে কতজাতের মিথ্যে কথা বলেছে। জান, মিচ্ জানত তোমার বোনের সঙ্গে কোনো লোকের চুম্বনের অধিক ঘনিষ্ঠতা হয়নি। কিন্তু জেনে রাখ আমাদের ভগিনী ব্লাঁশ ফুলের মতো নিষ্পাপ নয়। হাঃ হাঃ ফুলের মতো নিষ্পাপই বটে!

স্টেলা : তুমি কী শুনেছ এবং কার কাছ থেকে শুনেছ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ট্যানলি : আমাদের কারখানায় একটা লোক আছে, মাল সাপ্লাই করে। সে বহুদিন ধরেই লরেলে যাওয়া আসা করে। এই লোক তোমার বোন সম্বন্ধে সবকিছু জানে। শুধু এ কেন? সারা শহরের সবাই তোমার বোন সম্বন্ধে সবকিছু জানে। তোমার বোন সেখানে এতই বিখ্যাত যে মনে হতে পারে সে বোধহয় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। তবে হ্যাঁ, তফাত হচ্ছে কোনো দলই তাকে সম্মান বা শ্রদ্ধা করে না। এই যে লোকটা এ ফ্ল্যামিঙ্গো হোটেলে ওঠে।

ব্লাঁশ : (আনন্দিত চিত্তে গান গায়)

এ শুধু এক কাগজের চাঁদ
কার্ডবোর্ডের সাগরের বুকে ভাসমান থরথর
তবু, হবে না ছলনা, মিছে কল্পনা
এই আমাকে বিশ্বাস যদি কর।

স্টেলা : ফ্ল্যামিঙ্গোতে কী হয়েছিল?

স্ট্যানলি : তোমার ভগিনীও সেখানে ছিল।

স্টেলা : আমার বোন তো বেল-রেভে ছিল।

স্ট্যানলি : জি হ্যাঁ, তবে তোমাদের ঐ দেশের বাড়ি যখন তার শ্বেত শুভ্র কমল কলির মতো অঙ্গুলির ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যায় তারপর সে ফ্ল্যামিঙ্গোতে ছিল। একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর হোটেল। এখানে থাকার সুবিধে হচ্ছে এরা এখানকার সুবিখ্যাত লোকদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে মাথা ঘামায় না। ফ্ল্যামিঙ্গোতে যাবতীয় ব্যাপার চলে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রীমতি ব্লাঁশের কার্যকলাপে ফ্ল্যামিঙ্গোর কর্মকর্তাদের রীতিমতো তাক লেগে যায়। সত্যিই তোমার ভগিনী তাদের এতই বিমুগ্ধ করে যে তারা তাকে চিরতরে এ হোটেল ছেড়ে চলে যেতে অনুরোধ জানায়। শ্রীমতি এখানে এসে উদয় হওয়ার সপ্তাহ দুয়েক আগে এসব ঘটনা ঘটে।

ব্লাঁশ : (গান গায়)

এ শুধু এক ভেল্কিবাজির পৃথিবী
যথাসম্ভব মিথ্যে, ভ্রান্তিকরও
তবু, হবে না ছলনা, মিছে কল্পনা
এই আমাকে বিশ্বাস যদি কর।

স্টেলা : কী— জঘন্য— মিথ্যা!

স্ট্যানলি : এসব কথা শুনতে তোমার যে কত খারাপ লাগতে পারে সেটা আমি অনুমান করতে পারি। তবে সে যে তোমাকে এবং মিচ্‌কে ভালোমতোই ধোঁকা দিয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

স্টেলা : এ নিছক মনগড়া! এর মধ্যে একবর্ণ সত্যও নেই। আমি যদি পুরুষ হতাম আর আমার সামনে কোনো লোক এই ধরনের উদ্ভট কথা বানিয়ে বলতে সাহস করত তাহলে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্লাঁশ : (গান গাইছে)

তোমার প্রেমের পরশ ছাড়া
জীবন যেন অকারণ এক ডামাডোলে হারায়।
তোমার প্রেমের পরশ ছাড়া
জীবন যেন সুর বাজানো এক পয়সার পালায়।

স্ট্যানলি : দেখ তোমাকে আমি আগেই বলেছি কথাগুলো আমি সম্পূর্ণরূপে যাচাই করে দেখেছি। এখন দয়া করে আমাকে সবটুকু বলতে দাও। এরপর শ্রীমতি ব্লাঁশ মহা অসুবিধেয় পড়ে গেলেন। লরেলে তার পক্ষে প্রেমাভিনয় চালিয়ে যাওয়া মুশকিল হয়ে পড়ল। কারো সঙ্গে মিশতে শুরু করলেই অল্পদিনের মধ্যেই তারা তার আসল পরিচয় জেনে যেত এবং তারপর তারা তাকে ত্যাগ করত। তখন সে গিয়ে আরেকজনকে পাকড়াও করত। তারপর একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। সেই একই ছলনা। কিন্তু ও রকম একটা ছোট শহরে এসব বেশিদিন চলতে পারে না। যতই দিন যেতে থাকলো তোমার ভগিনী শহরের একটা নামজাদা চরিত্র হয়ে দাঁড়ালো। তাকে সবাই যে একটু অন্যজাতের মনে করত তাই নয়, পুরোদস্তুর উন্মাদ মনে করত— ঘোর উন্মাদ।

[স্টেলা পিছিয়ে যায়।] এবং গত দু'এক বছর ধরে লোকে তাকে বিষবৎ পরিত্যাগ করে চলে। এই কারণেই মহারানী এই গ্রীষ্ম আমাদের এখানে কাটাতে এসেছে। এসে কত না অভিনয়— কেন জান ? কারণ তাকে মেয়র একরকম দেশ থেকে বের করে দিয়েছে বলতে পার। আর এ কথা কি তুমি জান যে লরেলের কাছে একটা সেনানিবাস ছিল এবং ঐ সৈনিকদের জন্য তোমার বোনের বাড়ি 'নিষিদ্ধ এলাকা' হিসেবে চিহ্নিত ছিল।

ব্লাঁশ : (গান গায়)

এ শুধু এক কাগজের চাঁদ
যথাসম্ভব মিথ্যে, ভ্রান্তিকরও
তবু, হবে না ছলনা মিছে কল্পনা
এই আমাকে, বিশ্বাস যদি কর।

স্ট্যানলি : তোমার বোন যে কত রুচিশীল আর কত অন্য ধরনের মেয়ে সে সম্পর্কে এই পর্যন্তই থাকল। এবার দু'নম্বর মিথ্যা—

স্টেলা : আমি আর কিছু শুনতে চাই না।

স্ট্যানলি : শ্রীমতি আর স্কুলে শিক্ষাদান করতে যাচ্ছেন না। আমি এক রকম বাজি ধরেই বলতে পারি লরেলে ফিরে যাবার কোনো ইচ্ছাই তোমার বোনের নেই। উনি স্নায়ুপীড়ায় ভুগছেন বলে সাময়িকভাবে স্কুলের চাকরি ছেড়ে আসেননি! জি না, অন্য কারণ আছে। তিনি ছাড়েননি। গ্রীষ্মের ছুটি শুরু হবার আগে তারাই তাকে লাথি মেরে বিদেয় করেছে— এবং যে কারণে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটা করেছে সেটা বলতে আমার রীতিমতো ঘৃণা বোধ হচ্ছে! একটা সতের বছরের ছেলের সঙ্গে— অবৈধ ঘনিষ্ঠতা।

ব্লাঁশ : "দুনিয়াটাই সার্কাসের খেলা
সবটাই ফাঁকি"

[বাথরুমে জোরে পানির শব্দ হয়, হাসি শোনা যায়। মনে হয় যেন একটা শিশু বাথ-টাবের মধ্যে পানি দিয়ে খেলা করছে।]

স্টেলা : এসব কথা শুনে— আমার নিজেকে অসুস্থ লাগছে।

স্ট্যানলি : ছেলেটির বাবা এসব কথা জানতে পেরে স্কুলের কর্মকর্তাদের জানান। আহা-হা যখন ব্লাঁশ দেবীকে অফিসে ডেকে পাঠাল তখন যদি আমি সেখানে থাকতে পারতাম! আহা, যদি দেখতে পারতাম উনি এ অপবাদ থেকে কীভাবে পিছলে বেরোবার চেষ্টা করছেন! কিন্তু না এবার তাকে ওরা ভালোমতো গেঁথে তুলেছেন এবং ভগিনীও বুঝেছেন খেল খতম! এরপর তারা তাকে ও জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে আস্তানা গাড়তে বলেছে। জি! এক রকম আইন জারি করে খেদিয়ে দিয়েছে বলতে পার।

[ব্লাঁশ বাথরুমের দরজা খুলে মাথা বের করে। মাথায় তোয়ালে জড়ানো]

ব্লাঁশ : স্টেলা!

স্টেলা : (অস্পষ্টভাবে) কী ব্লাঁশ?

ব্লাঁশ : আমাকে চুল মোছার জন্য আরেকটা তোয়ালে দাও তো? এই মাত্র মাথা ঘষলাম।

স্টেলা : দিচ্ছি। (আচ্ছন্নভাবে রান্নাঘরের দিক থেকে বাথরুমের দিকে যায়)

ব্লাঁশ : কী হয়েছে স্টেলা?

স্টেলা : কেন? কী আবার হবে?

ব্লাঁশ : তোমার মুখচোখ যেন কেমন হয়ে গেছে।

স্টেলা : ও কিছু না। (হাসতে চেষ্টা করে) বোধহয় ক্লান্তির ছাপ।

ব্লাঁশ : আমি বেরুলে তুমিও গোসল করে নাও না কেন?

স্ট্যানলি : (রান্নাঘর থেকে চিৎকার করে) সেই বেরোনোটা কতক্ষণে হবে?

ব্লাঁশ : আর বেশি দেরি নেই! চিত্তে ধৈর্য ধারণ কর!

স্ট্যানলি : আমার চিত্তের জন্য চিন্তা নেই। চিন্তা আমার মূত্রগ্রন্থি নিয়ে।

[ব্লাঁশ সশব্দে দরজা বন্ধ করে। স্ট্যানলি জোরে হেসে ওঠে। স্টেলা ধীরে ধীরে রান্নাঘরে প্রবেশ করে]

স্ট্যানলি : এখন বল, ব্যাপারটা কী রকম মনে হয়?

স্টেলা : আমি এসব গল্পের একটাও বিশ্বাস করি না। আর যে এসব বলেছে আমি মনে করি সে একটা বাজে লোক, সে একটা নিচ লোক। হতে পারে এর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দু'একটা কথা সত্য। আমার বোন কিছু কিছু কাজ করে যেগুলো আমিও সমর্থন করি না। যেগুলোর জন্য বাড়ির লোকও অনেক সময় দুঃখ পেয়েছে। ওর সব সময়ই কেমন একটা উড়ু উড়ু ভাব ছিল!

স্ট্যানলি : উড়ু উড়ু ভাব ?

স্টেলা : কিন্তু ও যখন ছোট ছিল, বেশ ছোট-তখন ও একটি ছেলেকে বিয়ে করে, ছেলেটি কবিতা লিখত— ভারি সুন্দর ছিল দেখতে। ব্লাঁশ যে শুধু ওকে ভালোবাসত তাই নয়, যে মাটির ওপর দিয়ে হেঁটে যেত সে মাটিকে পর্যন্ত পূজো করত। তাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত, মনে করত ও যেন মানুষ নয়, যেন দেবতা! কিন্তু তারপর ও জানতে পারল—

স্ট্যানলি : কী জানতে পারল ?

স্টেলা : জানতে পারল ঐ সুদর্শন গুণী ছেলেটির অধঃপতনের কথা। কেন, তোমার ঐ মাল সাপ্লাইআলা এসব খবর তোমাকে দেয়নি ?

স্ট্যানলি : আমরা কেবল ইদানীং যা ঘটেছে সেসব নিয়েই আলোচনা করেছি। ওসব তাহলে অনেক পুরনো কথা।

স্টেলা : হ্যাঁ, অনেক পুরনো কথা—

[স্ট্যানলি এগিয়ে এসে আস্তে করে স্টেলার কাঁধ ধরে। স্টেলা আস্তে করে তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে যন্ত্রচালিতের মতো জন্মদিনের কেকের ওপর মোমবাতি গুঁজতে থাকে]

স্ট্যানলি : কেকের ওপর কতগুলো মোমবাতি গুঁজবে ?

স্টেলা : পঁচিশটা পর্যন্ত দেব।

স্ট্যানলি : আর কেউ আসছে নাকি ?

স্টেলা : মিচ্‌কে কেক আর আইসক্রীম খাওয়ার জন্য আসতে বলেছি।

[স্ট্যানলি একটু অস্বস্তি বোধ করে। যে সিগারেটটা এইমাত্র শেষ করেছে সেটা থেকেই আর একটা সিগারেট ধরায়।]

স্ট্যানলি : আমার মনে হয় না মিচ্ আজ আসবে।

[স্টেলা মোমবাতি গোঁজা থামিয়ে ধীরে স্ট্যানলির দিকে ঘুরে দাঁড়ায়।]

স্টেলা : কেন ?

স্ট্যানলি : দেখ, মিচ্ আমার বন্ধু। আমরা দু'জন একই দলে ছিলাম ২৪১ ইঞ্জিনিয়ার্স। এখন আমরা দু'জনেই একই কারখানায় কাজ করি, একই বোলিং খেলার দলে খেলি। তুমি কি মনে কর, আমি ওর সামনে দাঁড়াতে পারতাম যদি—

স্টেলা : স্ট্যানলি কোয়ালস্কি, তুমি— তুমি কি— তুমি কি ঐসব তাকে বলেছ ?

স্ট্যানলি : আলবত বলেছি, তুমি ঠিক ধরেছ! আমি যদি জেনে শুনে আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুকে এই জালে আটকা পড়তে দিতাম তা হলে চিরটাকাল আমার বিবেক আমাকে দংশন করত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্টেলা : মিচ্ কি ওর সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছে ?

স্ট্যানলি : তুমি হলে চুকিয়ে দিতে না ?

স্টেলা : আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি মিচ্ কি ওর সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছে ?

[আবার ব্লাঁশের গান শোনা যায়, ঘণ্টা-ধ্বনির মতো মসৃণ ও অনাবিল, সে গাইতে থাকে]

তবু হবে না ছলনা মিছে কল্পনা

এই আমাকে বিশ্বাস যদি কর।

স্ট্যানলি : না আমার মনে হয় না, একেবারে চুকিয়ে দিয়েছে। তবে হ্যাঁ, এখন ওর সম্পর্কে জানে সব কিছু।

স্টেলা : স্ট্যানলি, ও আশা করছিল মিচ্ ওকে— ওকে বিয়ে করবে। আমিও তাই আশা করছিলাম।

স্ট্যানলি : এখন আর ওকে মিচ্ বিয়ে করছে না। হয়তো করত— কিন্তু এখন সে চৌবাচ্চা ভর্তি হাঙ্গরের মাঝে কিছুতেই ঝাঁপ দেবে না। (উঠে দাঁড়ায়) ব্লাঁশ! আমার বাথরুমে কি আমি ঢুকতে পারি ?

ব্লাঁশ : (স্বল্প বিরতি) হ্যাঁ এই তো! আর এক সেকেন্ড অপেক্ষা কর আমি ততক্ষণে গা-টা একটু মুছে নি।

স্ট্যানলি : এক ঘণ্টা যখন অপেক্ষা করতে পেরেছি এক সেকেন্ড আশা করি তাড়াতাড়িই পার হয়ে যাবে।

স্টেলা : ওর চাকরিটা পর্যন্ত নেই। ও তা হলে কী করবে ?

স্ট্যানলি : মঙ্গলবারের পর ও আর এখানে থাকছে না। এ কথা তুমি জান তো ? নাকি জান না ? যাতে অবশ্যই যায় সেজন্য ওর টিকিট আমি নিজে কিনেছি। বাসের টিকিট।

স্টেলা : প্রথমেই বলে রাখি। ব্লাঁশ বাসে চড়বেই না।

স্ট্যানলি : চড়বে এবং পছন্দও করবে।

স্টেলা : স্ট্যানলি ও যাবে না। না, ও কিছুতেই যাবে না।

স্ট্যানলি : ও যাবে। দাঁড়ি! পুনশ্চ ও মঙ্গলবারে যাবে!

স্টেলা : (ধীরে ধীরে) ও কী করবে ? ও তাহলে কী করবে ?

স্ট্যানলি : এই যে গায়িকা ক্যানারী পাখি। বাথরুম থেকে বের হও।

[বাথরুমের দরজা হঠাৎ খুলে যায়। ব্লাঁশ হাসতে হাসতে বের হয়ে আসে। কিন্তু স্ট্যানলি তার পাশ দিয়ে পার হয়ে যাবার সময় ব্লাঁশের মুখে ভয়ের ভাব ফুটে ওঠে, অনেকটা যেন আতঙ্কিত। স্ট্যানলি তার দিকে তাকায় না। বাথরুমে ঢুকে সশব্দে দরজা বন্ধ করে]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্লাঁশ : (এক ঝটকায় চুল আঁচড়াবার ব্রাশ হাতে নিয়ে) আঃ। অনেকক্ষণ ধরে গরম পানিতে গোসল করে এত ভালো লাগছে, এত আরাম লাগছে মনে হয় সব ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে।

স্টেলা : (রান্নাঘর থেকে বিষণ্ন স্বরে একটু সন্দেহের সঙ্গে) সত্যি বলছ ?

ব্লাঁশ : (জোরে জোরে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে) হ্যাঁ সত্যি বলছি, খুব ঝরঝরে লাগছে! (তারপর পানপাত্রে টুংটাং শব্দ করে) গরম পানিতে গোসল করলে আর ঠাণ্ডা কিছু পান করতে পেলে মনে হয় যেন জীবনকে নতুন করে দেখতে পাই। (ব্লাঁশ পর্দার ফাঁকে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে চুল ব্রাশ করা থামায়) কিছু একটা হয়েছে!— কী হয়েছে ?

স্টেলা : (চট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে) কৈ না তো! কিছু তো হয়নি।

ব্লাঁশ : তুমি মিথ্যে কথা বলছ। কিছু একটা হয়েছে।

[আতঙ্কিত দৃষ্টিতে স্টেলার দিকে তাকিয়ে থাকে। স্টেলা ভাব দেখায় যে সে টেবিলে কোনো একটা কাজে ভীষণ ব্যস্ত। দূরের পিয়ানো বাদ্য উচ্ছ্বসিত বেজে ওঠে]

অষ্টম দৃশ্য

[পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে।

বড় জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাইরের দৃশ্য। ক্রমশ আবছা হয়ে আসছে। চারিদিক গোধূলির শান্ত সোনালি আলোয় ছেয়ে যাচ্ছে। সূর্যাস্তের শেষ রশ্মি বাণিজ্যিক এলাকার দিকের পোড়া জমির প্রান্তে বড় পানির ট্যাঙ্কের গায়ে অথবা তেলের ড্রামের গায়ে ঝকঝক করছে। দূরে শহরের কোনো জানালায় বাতি জ্বলছে আবার কোনো কোনো জানালায় সূর্যের আলোর প্রতিবিম্ব।

তিনজন লোক কোনো রকমে নিরানন্দময় জন্মদিনের উৎসব পালন করছে। স্ট্যানলি গোমরা মুখে বসে আছে। স্টেলা কিছুটা অপ্রতিভ এবং বিষণ্ন। ব্লাঁশ তার মলিন মুখে একটা চেষ্টাকৃত কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে রেখেছে। টেবিলের চতুর্থ আসন শূন্য।]

ব্লাঁশ : (হঠাৎ করে বলে) স্ট্যানলি একটা মজার গল্প বলো না। একটা খুব মজার গল্প বলে সবাইকে হাসাও তো! কী যে হয়েছে কিছুই বুঝতে পারছি না। সবাই এত গম্ভীর কেন ? এটা কি শুধুই আমার প্রেমিক আমাকে উপেক্ষা করেছে বলে ?

[স্টেলা কোনো রকমে একটু হাসে]

আমার জীবনে এ অভিজ্ঞতা এই প্রথম। হরেক রকম পুরুষ মানুষের সঙ্গেই আমার পরিচয় হয়েছে কিন্তু এভাবে কেউ কোনোদিন আমাকে উপেক্ষা করেনি! ব্যাপারটা ঠিক কীভাবে যে নেব বুঝতে পারছি না—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ট্যানলি, একটা মজার গল্প বলে আমাদের এই গুমোট ভাবটা কাটিয়ে তুলতে সাহায্য কর তো!

স্ট্যানলি : আমার তো জানা ছিল না আমার গল্প তুমি পছন্দ কর।

ব্লাঁশ : গল্প যদি অশ্লীল না হয়ে মজার হয় তা অবশ্যই পছন্দ করি।

স্ট্যানলি : তোমাতে রুচবে এমন সূক্ষ্ম রুচিশীল কাহিনী আমার জানা নেই।

ব্লাঁশ : ঠিক আছে, তা হলে আমিই একটা বলি।

স্টেলা : হ্যাঁ হ্যাঁ তুমিই বল ব্লাঁশ। তুমি তো অনেক ভালো ভালো গল্প জানতে।

[বাজনা মিলিয়ে যায়]

ব্লাঁশ : দেখি— মনে আছে কিনা— আমার সংগ্রহগুলো চিন্তা করে দেখি। হ্যাঁ ঠিক আছে— আমি টিয়া পাখির গল্পগুলো খুব পছন্দ করি। তোমরা কি টিয়া পাখির গল্প পছন্দ কর ? এটা হচ্ছে এক বয়স্কা কুমারী আর তার টিয়া পাখির গল্প। মহিলার টিয়া পাখিটা সমানে গালি দিতে পারত আর মিস্টার কোয়ালস্কির চেয়েও অশ্লীল ভাষা তার রপ্ত ছিল।

স্ট্যানলি : বটে!

ব্লাঁশ : ঐ টিয়াপাখিটার কথা থামাবার একমাত্র উপায় ছিল ওর খাঁচার ওপর ঢাকনা দিয়ে দেওয়া। খাঁচা ঢেকে দিলে ও ভাবত রাত হয়ে গেছে, কাজেই ও ঘুমিয়ে পড়ত। একদিন সকাল হয়েছে কী মহিলা খাঁচার ঢাকনা খুলেছে এমন সময় বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে কে আসছে ? না ধর্মযাজক! মহিলা তাড়াতাড়ি আবার খাঁচা ঢাকা দিয়ে ধর্মযাজককে বাড়ির ভেতর নিয়ে এলো। এর মধ্যে পাখি আর কোনো সাড়া শব্দ করেনি। একদম চুপচাপ আছে। কিন্তু যখন মহিলা ধর্মযাজককে কফিতে আরো চিনি দেবেন কিনা জিজ্ঞেস করছেন এমন সময় টিয়া পাখিটা জোরে বলে ওঠে। 'ধুস শালা, আজকের দিনটাতো বড় ছোট গেল।"

[ব্লাঁশ পেছনের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে হাসতে থাকে। স্টেলা ভাব দেখাবার চেষ্টা করে যেন মজা পেয়েছে। স্ট্যানলি মোটে আমলই দেয় না। সে তার কাঁটা চামচ দিয়ে টেবিলের অপর প্রান্ত থেকে মাংসের চপ গেঁথে তোলে এবং সেটা হাত দিয়ে খেতে থাকে।]

ব্লাঁশ : মি. কোয়ালস্কির ভাব দেখে মনে হচ্ছে গল্পটা তার ভালো লাগেনি।

স্টেলা : মি. কোয়ালস্কি এখন শুকরের মতো গোগ্রাসে গিলতে ব্যস্ত। অন্য কোনো দিকে তার কোনো খেয়ালই নেই।

স্ট্যানলি : খাঁটি কথা বলেছ!

স্টেলা : ইস তোমার হাতে, তোমার মুখে কী বিচ্ছিরি ভাবে চর্বি লেগে আছে। যাও ভালো করে হাতমুখ ধুয়ে এসে আমাকে টেবিল পরিষ্কার করতে সাহায্য কর।

[স্ট্যানলি একটা প্লেট মেঝেতে ছুড়ে ফেলে]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ট্যানলি : এই ভাবে আমি টেবিল পরিষ্কার করব। (স্টেলার হাত টেনে ধরে) খবরদার, আর কোনোদিন ওভাবে আমার সঙ্গে কথা বলবে না। "শুওর, পোলাক, বিরক্তিকর, অশ্লীল, চর্বিলাগা।" এইসব শব্দ তোমার আর তোমার বোনের মুখে একটু বেশি রকম শোনা যাচ্ছে! তোমরা দু'জন নিজেদেরকে কী মনে কর শুনি ? একজোড়া মহারানী ? মনে রেখো, হুয়ে লং কী বলেছে—"প্রত্যেক পুরুষই রাজা।" এ বাড়িতে আমিই রাজা, এ কথাটা যেন কখনো ভুল না হয়।

[একটা চায়ের পেয়ালা ও তস্তুরি ছুড়ে মারে]

ব্যাস, আমার জায়গা পরিষ্কার। তোমরা কি চাও তোমাদেরটাও পরিষ্কার করি ?

[স্টেলা মৃদুভাবে কাঁদতে শুরু করে। স্ট্যানলি বেগে বারান্দায় বেরিয়ে যায় এবং একটা সিগারেট ধরায়। মোড়ে নিগ্রো পিয়ানো বাদ্য শোনা যায়]

ব্লাঁশ : আমি যখন গোসল করছিলাম তখন কী হয়েছে ? ও তোমাকে কী বলেছে ?

স্টেলা : কিছু না, কৈ না তো, কিছু না!

ব্লাঁশ : আমার মনে হয় ও নিশ্চয়ই তোমাকে আমার আর মিচ্ সম্বন্ধে কিছু বলেছে। তুমি জান মিচ্ কেন আসেনি কিন্তু সেটা তুমি আমাকে বলতে চাও না। (স্টেলা অসহায়ভাবে মাথা নাড়ে) আমি মিচের সঙ্গে ফোনে কথা বলছি।

স্টেলা : আমি হলে বলতাম না।

ব্লাঁশ : আমি বলব। আমি ওর সঙ্গে ফোনে কথা বলব।

স্টেলা : (অসহায়ভাবে) লক্ষ্মীটি বল না।

ব্লাঁশ : আমি চাই কেউ একজন অন্তত আমাকে সব কিছু খুলে বলুক।

[ছুটে শোবার ঘরে টেলিফোনের কাছে যায়। স্টেলা বাইরের বারান্দায় তার স্বামীর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে তার দিকে তিরস্কারের দৃষ্টিতে তাকায়। স্ট্যানলি রেগে তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে ফিরে দাঁড়ায়]

স্টেলা : আশা করি তোমার কৃতিত্বে তুমি খুব আনন্দিত। ব্লাঁশের মুখের দিকে তাকিয়ে, ঐ খালি চেয়ারের দিকে তাকিয়ে আমার গলা দিয়ে কিছুতেই খাওয়া নামছিল না। আমার জীবনে খাবার গিলতে এত কষ্ট আমার কোনোদিন হয়নি। (চাপা কান্না কাঁদে)

ব্লাঁশ : (টেলিফোনে) হ্যালো মি. মিচেল, দয়া করে— ও আচ্ছা— আমার নম্বরটা যদি দয়া করে রাখতেন— ম্যাগনোলিয়া ৯০৪৭। একটু বলবেন খুব জরুরি। উনি যেন ফোন করেন... হ্যাঁ খুবই জরুরি— ধন্যবাদ।

[ফোনের কাছেই ভীত বিহ্বল মুখে বসে থাকে]

[স্ট্যানলি ধীরে স্টেলার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ট্যানলি : স্টেলা, তোমার বোন চলে গেলে, তোমার বাচ্চা হলে আবার দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমার আমার সবকিছু আবার আগেকার মতো হয়ে যাবে। তোমার মনে আছে আমরা দু'জনে কীভাবে থাকতাম ? আমরা দু'জনে কীভাবে রাত কাটাতাম ? আবার যখন সেই আগের মতো রঙিন বাতি জ্বালিয়ে রেখে ইচ্ছেমতো কথা বলতে পারব, কানো বোন পর্দার পেছনে বসে আমাদের কথা শুনবে না! হা ঈশ্বর— সে যে কী আনন্দের হবে!

[ওপরতলার প্রতিবেশীদের প্রচণ্ড হাসির শব্দ শোনা যায়। স্ট্যানলিও হাসে]

স্টীভ আর ইউনিস।

স্টেলা : এসো ভেতরে এসো। (স্টেলা রান্নাঘরে ঢোকে এবং সাদা কেকের ওপরে মোমবাতি জ্বালতে থাকে। ব্লাঁশ ?

ব্লাঁশ : কী বলছ ? (শোবার ঘর থেকে রান্নাঘরের টেবিলের কাছে আসে) ওমা, কী সুন্দর ছোট ছোট মোমবাতি। থাক্ থাক্ জ্বালিও না।

স্টেলা : নিশ্চয়ই জ্বালাব।

[স্ট্যানলি ভেতরে ঢোকে]

ব্লাঁশ : ওগুলোকে বাচ্চার জন্মদিনের জন্য জমিয়ে রাখ। আমি প্রার্থনা করি তার সারাটা জীবন আলোময় হোক। আর তার চোখ দুটি যেন মোমবাতির মতো জ্বলজ্বল করে, সাদা কেকের ওপর জ্বালানো দুটো নীল মোমবাতির মতো।

স্ট্যানলি : (বসে) আহা কী কাব্যি!

ব্লাঁশ : (কী যেন চিন্তা করে) ওকে ফোন করাটা ঠিক হলো না।

স্টেলা : দেখ অনেক কিছুই ঘটে থাকতে পারে।

ব্লাঁশ : না এর কোনো ক্ষমা নেই। এসব অপমান আমি সহ্য করব না। আমাকে অত সস্তা পায়নি।

স্ট্যানলি : ইস্, বাথরুম থেকে গরম ভাপ এসে ঘরটা গরম হয়ে গেছে।

ব্লাঁশ : আমি তো তিন দফা বল্লাম আমি দুঃখিত, দুঃখিত, দুঃখিত। (পিয়ানো বাজনা মিলিয়ে যায়) আমার স্নায়ুর জন্য আমাকে গরম পানিতে অতক্ষণ শরীর ডোবাতে হয়। এটাকে ওরা হাইড্রোথেরাপি বলে। তুমি হচ্ছ স্নায়ুবিহীন স্বাস্থ্যবান পোলাক। তোমার শরীরে কোনো স্নায়ুও নেই তাই উৎকণ্ঠার যে কী পীড়া তা তোমার বোধগম্যও নয়।

স্ট্যানলি : আমি পোলাক নই। পোলান্ডের লোককে পোল বলা হয়, পোলাক্ নয়। আর আমি হচ্ছি শতকরা একশ ভাগ আমেরিকান। পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা দেশে আমার জন্ম এবং এই দেশেই আমি প্রতিপালিত এবং এজন্য আমি গর্বিত। অতএব আমাকে আর কোনোদিনও পোলাক্ বলবে না।

[ফোন বেজে ওঠে। ব্লাঁশ আশান্বিত হয়ে উঠে দাঁড়ায়]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্লাঁশ : নিশ্চয়ই আমার ফোন।

স্ট্যানলি : আমি অত নিশ্চিত নই। তুমি বসে থাকতে পার (সে বেশ আয়েশের সঙ্গে ফোনের কাছে যায়) হ্যালো, ও হ্যাঁ; হ্যালো ম্যাক্।

[দেয়ালে হেলান দিয়ে অপমানজনক দৃষ্টিতে ব্লাঁশের দিকে তাকিয়ে থাকে। ব্লাঁশ নিজের চেয়ারে ডুবে গিয়ে ভীত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। স্টেলা ঝুকে পড়ে তার কাঁধ ছোঁয়]

ব্লাঁশ : আমাকে ছোঁবে না বলছি! তোমার হয়েছে কী বল তো ? কেন আমার দিকে ওরকম করুণার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছ ?

স্ট্যানলি : (চিৎকার করে) চুপ কর বলছি। ম্যাক, আমাদের এখানে একজন মেয়েলোক বড় গণ্ডগোল করছে; হ্যাঁ এবার বল। রীলির ওখানে ? না না রীলির ওখানে আমি বোলিং খেলতে চাই না। গত সপ্তাহে রীলির সঙ্গে আমার একটু গণ্ডগোল হয়েছিল। আমি তো দলের ক্যাপ্টেন, নাকি ? অতএব আমি বলছি রীলির ওখানে আমরা বোলিং খেলব না। আমরা 'ওয়েস্ট সাইড' অথবা 'গালায়' যাব! ঠিক আছে। পরে দেখা হবে।

[টেলিফোন নামিয়ে রেখে টেবিলের কাছে আসে। ব্লাঁশ প্রচণ্ড চেষ্টায় নিজেকে দমন করে। ঢকঢক করে গ্লাস থেকে পানি খায়। স্ট্যানলি তার দিকে তাকায় না। নিজের পকেটে হাত ঢুকিয়ে নকল বিনয়ের সঙ্গে বলে]

ভগিনী ব্লাঁশ, তোমার জন্য আমি জন্মদিনের একটা উপহার এনেছি।

ব্লাঁশ : ওমা সত্যি বলছ ? আমি আশাই করতে পারিনি। আমি ঠিক বুঝতে পারিনি স্টেলা কেন আমার জন্মদিন পালন করতে চায়। আমি তো এখন ভুলে যেতে পারলেই বাঁচি—বয়স যখন ২৭ শে পৌছায়— তখন এ বিষয়টা উপেক্ষা করতে পারাটাই বাঞ্ছনীয়।

স্ট্যানলি : সাতাশ ?

ব্লাঁশ : (তাড়াতাড়ি বলে) কী এনেছ ? সত্যি আমার জন্য কিছু এনেছ ?

স্ট্যানলি : হ্যাঁ তোমার জন্য। আশা করি তোমার পছন্দ হবে।

ব্লাঁশ : এ-কী, এ-কী, এ-কী— এ যে

স্ট্যানলি : টিকিট! লরেল ফিরে যাবার! গ্রে হাউন্ড বাসে! মঙ্গল বারে!

[ভারসুভিয়ানা মৃদুস্বরে বাজতে থাকে। স্টেলা হঠাৎ উঠে পিছন ফিরে দাঁড়ায়। ব্লাঁশ প্রথমে মৃদুহাস্য করার চেষ্টা করে, পরে উচ্চহাস্য করার চেষ্টা করে। শেষে ব্যর্থ হয়ে উভয় চেষ্টা পরিত্যাগ করে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে দৌড়ে পাশের ঘরে যায়। তারপর নিজের গলা চেপে ধরে দৌড়ে বাথরুমে যায়। বাথরুম থেকে কান্না এবং শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার মতন শব্দ পাওয়া যায়]

স্টেলা : এ তোমার না করলেও চলত!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ট্যানলি : আহ, ওর কাজ কত কমিয়ে দিলাম সেটা ভুলে যাও কেন ?

স্টেলা : এ রকম নিঃসঙ্গ যার জীবন তার প্রতি এতটা নিষ্ঠুর না হলেও পারতে।

স্ট্যানলি : আহ, বড় নাজুক!

স্টেলা : হ্যাঁ তাই। আগে তাই ছিল। ব্লাঁশ যখন ছোট ছিল তখন ওকে দেখনি। ওর মতো কোমল স্বভাব ওর মতো বিশ্বাসপরায়ণ আর কাউকে দেখিনি। কিন্তু তোমাদের মতো লোকেরা ওকে নষ্ট করেছে। ওকে বাধ্য করেছে বদলে যেতে।

[স্ট্যানলি শোবার ঘরে ঢোকে, টান মেরে শার্ট ছিঁড়ে খুলে ফেলে ঝকমকে রঙের সিল্কের শার্ট পরে। স্টেলা তাকে অনুসরণ করে]

তুমি কি এখন বোলিং খেলতে যাচ্ছ নাকি ?

স্ট্যানলি : অবশ্যই।

স্টেলা : না তুমি খেলতে যেতে পারবে না। (স্টেলা শার্ট টেনে ধরে) ওর সঙ্গে কেন তুমি এরকম করলে ?

স্ট্যানলি : আমি কাউকে কিছু করিনি। আমার শার্ট ছেড়ে দাও। ছিঁড়ে ফেল্লে তো!

স্টেলা : আমি জানতে চাই কেন করলে ? আমাকে বলো কেন করলে ?

স্ট্যানলি : যখন আমাদের প্রথম দেখা হলো তুমি আমাকে নিতান্ত তুচ্ছ মনে করতে। ঠিকই মনে করতে। আমি ধুলোবালির মতোই তুচ্ছ ছিলাম। তুমি আমাকে তোমাদের বিরাট বিরাট থামওয়ালা দেশের বাড়ির ছবি দেখিয়েছিলে। আমি তোমাকে সেই উঁচু থাম থেকে নামিয়ে এনেছিলাম। আমার এখানে সারারাত রঙিন আলো জ্বালিয়ে রেখে তুমি কত আনন্দ পেতে। আমরা দু'জন কী সুখে ছিলাম না ? তোমার বোন এখানে আসার আগে সব কিছু কি ঠিক ছিল না ?

[স্টেলা সামান্য একটু নড়ে দাঁড়ায়। সহসা তার দৃষ্টি কেমন যেন অন্তর্মুখি হয়, যেন ভেতর থেকে তার নাম ধরে কেউ ডাকছে। সে ধীরে ধীরে অনিশ্চিতভাবে শোবার ঘর থেকে রান্নাঘরের দিকে যায়। যেতে যেতে চেয়ারের পেছনে হাত রেখে টেবিলের কিনারা ধরে বিশ্রাম নেয়। তার চোখে একটা অন্ধ দৃষ্টি। তার ভাব দেখে মনে হয় সে যেন কী শুনছে। স্ট্যানলি শার্ট পরছে। স্টেলাকে লক্ষ করেনি]

আমরা কি এক সঙ্গে সুখী ছিলাম না ? সব কি ঠিক ছিল না ? যতদিন না ও এসে উদয় হলো ? চালিয়াত কোথাকার! আমাকে কিনা বনমানুষ বলে!

(সে হঠাৎ, স্টেলার পরিবর্তন লক্ষ করে) স্টেলা কী হয়েছে ?

স্টেলা : (খুব ধীরে ধীরে বলে) আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাও।

[স্ট্যানলির বাহুর ওপর ভর দিয়ে স্টেলা এগিয়ে যায়। আস্তে আস্তে কী যেন বলতে বলতে তারা বেরিয়ে যায়।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নবম দৃশ্য

[ঐদিন সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরে। ব্লাঁশ সবুজে সাদায় ত্যারছা ডোরা কাটা একটা বেডরুম চেয়ার উদ্ধার করে সেই চেয়ারে শোবার ঘরে বসে আছে। চাপা উত্তেজনায় তার শরীর কুঁজো হয়ে আছে। তার পরনে লাল সার্টিনের ড্রেসিং গাউন। চেয়ারের পাশে টেবিলের ওপর পানীয়ের বোতল এবং গ্লাস। দ্রুত লয়ে পোল্কা সুরে 'ভারসুভিয়ানা' বাজছে। ঐ বাজনা তার মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করছে। যেন গানটা ভোলার জন্যই সে পান করছে। সে যেন ভয়ঙ্কর কিছু একটা আশঙ্কা করছে। মনে হচ্ছে যেন ফিসফিস করে গানের কথাগুলো বলছে। একটু দূরে একটা টেবিল ফ্যান সামনে পেছনে ঘুরে ঘুরে হাওয়া করছে।

মিচ্‌কে তার কারখানার পোশাকে, নীল রঙের ডেনিম শার্ট ও প্যান্ট পরা অবস্থায় মোড়ের দিক থেকে আসতে দেখা যায়। শেভ করেনি। সে সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘণ্টা টেপে। ব্লাঁশ চমকে ওঠে।]

ব্লাঁশ : কে ?

মিচ্ : (কর্কশ কণ্ঠে) আমি মিচ্।

ব্লাঁশ : মিচ্! একটু দাঁড়াও, এক্ষুণি খুলছি।

[পাগলের মতো ছুটোছুটি করে আলমারিতে বোতল লুকায়। আয়নার সামনে উবু হয়ে বসে পাউডার ও কোলোন লাগায়। সে এত উত্তেজিতভাবে দৌড়াদৌড়ি করে যে তার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যায়। অবশেষে সে তাড়াতাড়ি গিয়ে রান্নাঘরের দরজা খুলে মিচ্‌কে ভেতরে ঢুকতে দেয়।]

মিচ্।— জান আজ সন্ধ্যায় তোমার কাছ থেকে যে ব্যবহার পেয়েছি এর পর তোমাকে আমার ঘরে ঢুকতে দেয়াই উচিত নয়! কী অসম্ভব রকম অভদ্রতা! কিন্তু— সে কথা যাক্। আমার সুন্দরতম!

[চুমু খাবার জন্য ঠোঁট এগিয়ে দেয়। মিচ্ সে সব উপেক্ষা করে তাকে ধাক্কা দিয়ে ভেতরের দিকে যায়। ব্লাঁশ ভীতভাবে মিচ্‌কে শোবার ঘরে ঢুকতে দেখে]

ইস্, কী অবজ্ঞা! মাগো! কী জঘন্য পোশাক! এ-কী! শেভ পর্যন্ত করনি। কোনো ভদ্রমহিলাকে এভাবে অপমান করা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। কিন্তু তোমাকে আমি ক্ষমা করলাম। ক্ষমা করলাম কারণ তোমাকে দেখার পর আমার এতক্ষণের উৎকণ্ঠার অবসান হয়েছে। জান আমার মাথার মধ্যে এতক্ষণ পোল্কা বাজনাটা ঝম্ ঝম্ করছিল সেটা তুমি থামিয়ে দিয়েছ। আচ্ছা, তোমার মাথার মধ্যে কখনো কোনো কিছু এরকম আটকা পড়েছে ? না, পড়েনি বোধহয়, তাই না ? তুমি হচ্ছো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা শিশু দেবদূত। তোমার মাথায় খারাপ কিছু আটকা পড়তেই পারে না।

[ব্লাঁশ তাকে যতক্ষণ অনুরসণ করে কথা বলে, মিচ্ তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। মিচ্‌কে দেখে বোঝা যায় আসার পথে সে বেশ কিছুটা পান করে এসেছে।

মিচ্ : ঐ পাখাটার কি দরকার আছে ?

ব্লাঁশ : না।

মিচ্ : পাখা-টাখা আমি পছন্দ করি না।

ব্লাঁশ : ঠিক আছে। তাহলে বন্ধ করে দিচ্ছি। ওটার প্রতি আমার কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই।

[সে সুইচ টেপে। পাখা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়। মিচ্ শোবার ঘরের বিছানার ওপর ধপ করে বসে সিগারেট ধরায়। ব্লাঁশ অস্বস্তির সঙ্গে গলা পরিষ্কার করে।]

পান করার মতো কিছু আছে কিনা কে জানে ? আমি— এখনো খুঁজে দেখিনি।

মিচ্ : আমি স্ট্যানের পানীয় চাই না।

ব্লাঁশ : এটা স্ট্যানের নয়। এখানে যা কিছু আছে সবই স্ট্যানের নয়। এ বাড়ির অনেক কিছুই আমার! তোমার মা কেমন আছেন ? এখনো ভালো হননি ?

মিচ্ : কেন ?

ব্লাঁশ : আজ নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে। যাকগে সে সব। আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যাচাই করতে চাই না। আমি শুধু— (অনিশ্চিতভাবে নিজের কপাল ছোঁয়। আবার পোল্কা বাদ্য শুরু হয়) ভাব দেখাব যেন তোমার মধ্যে কোনো পরিবর্তনই লক্ষ করিনি। আবার সেই বাজনা...

মিচ্ : কোন বাজনা ?

ব্লাঁশ : 'ভার্স্যু' ভিয়ানা'! ঐ পোল্কা সুরটা তারা বাজাচ্ছিল যখন এ্যালান— থামো দেখি! (দূরে একটা পিস্তলের শব্দ শোনা যায়। ব্লাঁশ যেন স্বস্তি পায়) হ্যাঁ গুলিটা হয়েছে! ঐ গুলিটা হলেই বাজনাটা থামে। (পোল্কা বাজনা আবার থেমে যায়) হ্যাঁ, এইবার থেমেছে।

মিচ্ : তোমার কি মাথা খারাপ হলো নাকি ?

ব্লাঁশ : যাই দেখি, ইয়ে ধরনের কিছু একটা খুঁজে পাই কিনা— (দেয়াল আলমারির কাছে গিয়ে বোতল খোঁজার ভান করে) কিছু মনে করো না, আমার পোশাকটা ঠিক নেই। আমি অবশ্য তোমার আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। তুমি কি নেমন্তন্নের কথা ভুলে গিয়েছিলে নাকি ?

মিচ্ : আমি আর কোনোদিন তোমার সাথে দেখা করব না ভেবেছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্লাঁশ : এক মিনিট দাঁড়াও। কী বলছো শুনতে পাচ্ছি না। তুমি এত কম কথা বলো যে তোমার কথার একটি অক্ষরও আমি বাদ দিতে চাই না ...আমি যেন এখানে কী খুঁজছিলাম ? ও হ্যাঁ— হ্যাঁ, পানীয়। আজ সন্ধ্যায় এখানে যা সব উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে তাতে আমার মাথা সত্যি খারাপ হয়ে গেছে। (ভাব দেখায় যেন বোতলটা হঠাৎ খুঁজে পেয়েছে। মিচ্ বিছানার ওপর পা তুলে বসে ব্লাঁশের দিকে ঘৃণাভরে তাকিয়ে থাকে) এটা পেলাম। সাদার্ন কম্‌ফার্ট। কী জিনিস কে জানে!

মিচ্ : তুমি যখন জান না তাহলে এটা নিশ্চয়ই স্ট্যানের।

ব্লাঁশ : বিছানা থেকে পা নামাও তো। দেখছ না হাল্কা রঙের চাদর বিছানো রয়েছে। তোমরা পুরুষরা অবশ্য এসব লক্ষই কর না। জান, আমি এখানে আসা পর্যন্ত কত কিছু করেছি—

মিচ্ : সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ব্লাঁশ : তুমি এ ঘরগুলো আমার আসার আগেও তো দেখেছ। এখন দেখ দেখি। এ ঘরটা তো রীতিমতো— যাকে বলে— অপূর্ব। আমি এটা এ রকমই রাখতে চাই। (বোতল দেখে) কে জানে এর সাথে কিছু মেশানো হয় কিনা। (একটু খেয়ে দেখে) আহ্! মিষ্টি তো, খুবই মিষ্টি। সাংঘাতিক রকমের মিষ্টি। এটা বোধহয় একটা কড়া পানীয়। ঠিকই, কড়া পানীয় তো বটে!

[মিচ্ অদ্ভুত একটা শব্দ করে]

আমার মনে হয় এটা তোমার পছন্দ হবে না। তবু খেয়ে দেখ, হয়তোবা পছন্দ হতেও পারে।

মিচ্ : আমি তোমাকে আগেই বলেছি ওর ড্রিঙ্ক আমি চাই না। ভেবো না কথাটা, আমি খামোখা বলেছি। তোমারও উচিত ওর ড্রিঙ্ক না ছোঁয়া। স্ট্যান বলেছে তুমি নাকি সারাটা গ্রীষ্মকাল বনবেড়ালির মতো এগুলো চেটে চেটে সাবড়েছ!

ব্লাঁশ : কী সব উদ্ভট কথা! এরকম উদ্ভট কথা স্ট্যানলিই বা বলে কী করে আর তুমিই বা আমাকে শোনাও কী করে। আমি এসব অনুযোগের প্রতিবাদ করার মতো নিম্নস্তরে নামতে চাই না!

মিচ্ : বটে!

ব্লাঁশ : তোমার মনের মধ্যে কী যেন আছে। তোমার চোখে যেন কী একটা ভাব।

মিচ্ : (উঠে দাঁড়িয়ে) এখানে বড় অন্ধকার।

ব্লাঁশ : অন্ধকারই আমার পছন্দ। অন্ধকারে আমার আরাম হয়।

মিচ্ : আমার তো মনে হয় না তোমাকে কোনোদিন আমি আলোতে দেখেছি। (ব্লাঁশ রুদ্ধশ্বাসে হাসে) হ্যাঁ সত্যিই তো!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্লাঁশ : তাই নাকি ?

মিচ্ : আমি কোনোদিন তোমাকে বিকেল বেলা দেখিনি।

ব্লাঁশ : বারে, সেটা কার দোষ ?

মিচ্ : তুমি তো কোনোদিন বিকেলে বেরুতে রাজি হওনি।

ব্লাঁশ : বাঃ, তুমি তো বিকেলে কারখানায় থাক।

মিচ্ : রোববার বিকেলে নয়। আমি অনেক বোরবারেই তোমাকে আমার সঙ্গে বাইরে যেতে ডেকেছি কিন্তু তুমি নানান অজুহাতে এড়িয়ে গেছ। ছ'টা না বাজা পর্যন্ত তুমি কোনোদিন বাইরে যেতে রাজি হওনি এবং তাও এমন কোনো জায়গায় যেখানে আলো কম।

ব্লাঁশ : এসব কথা বলার পেছনে একটা কোনো দুর্বোধ্য কারণ আছে। সেটা যে কী তা আমি ধরতে পারছি না।

মিচ্ : আমি যা বলতে চাই তা হচ্ছে তোমাকে আমি কোনোদিন খুব ভালো মতন দেখতে পাইনি। দাঁড়াও আলোটা জ্বালি।

ব্লাঁশ : (ভয়ে ভয়ে) আলো ? কোন আলো ? কীসের জন্য ?

মিচ্ : এই কাগজের ঢাকনা দেয়াটা।

[মিচ্ বালবের ওপর থেকে কাগজের শেডটা ছিঁড়ে ফেলে। ব্লাঁশ আর্তনাদ করে ওঠে।]

ব্লাঁশ : এটা কেন করলে ?

মিচ্ : যাতে তোমাকে বেশ ভালোমতো স্পষ্ট করে দেখতে পারি।

ব্লাঁশ : তুমি কি আমাকে অপমান করতে চাইছ ?

মিচ্ : না। বাস্তব সত্য জানতে চাই।

ব্লাঁশ : আমি বাস্তবতা চাই না। আমি ম্যাজিক চাই। (মিচ্ হাসে) হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাজিক। আমি অন্যদের যাদু করতে চাই। আমি তাদেরকে ফাঁকি দিই। আমি সত্যি কথা বলি না, যা সত্যি হওয়া উচিত ছিল তাই বলি। আর এটা যদি পাপ হয় তাহলে আমার যেন নরক-ভোগ হয়।— দোহাই তোমার আলো জ্বেলো না।

[মিচ্ সুইচের কাছে যায়। আলো জ্বেলে ব্লাঁশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। ব্লাঁশ চিৎকার করে মুখ ঢাকে। মিচ্ আবার আলো নেভায়।]

মিচ্ : (ধীরে ধীরে তিক্ত স্বরে)

তোমার বয়স যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে বেশি হওয়াতে আমার কিছু এসে যায় না। কিন্তু বাদবাকি যা— হা ঈশ্বর! কী সব আদর্শবাদের কথা, কী সব পুরনো রীতিনীতির কথা। সারাটা গ্রীষ্মকাল কত যে গালগল্প শুনিয়েছ! তুমি যে ষোল বছরের কিশোরী নও সেটা আমি ঠিকই বুঝতাম। কিন্তু তোমাকে যে আমি সত্যবাদিনী ভাবতাম সেটা আমারই নির্বুদ্ধিতার পরিচয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্লাঁশ : কে বলে আমি সত্যবাদিনী নই ? আমার প্রিয় ভগ্নিপতি! আর তুমি কিনা তাই বিশ্বাস কর!

মিচ্ : আমি প্রথমে তাকে মিথ্যেবাদী বলেছিলাম, পরে তার কথা আমি যাচাই করে দেখেছি। প্রথমে আমি আমাদের মাল সাপ্লাই-আলা যে লরেলে যাওয়া-আসা করে তাকে জিজ্ঞেস করেছি। পরে ঐ ব্যবসায়ীর সঙ্গে ট্রাঙ্কলে কথা বলেছি।

ব্লাঁশ : ঐ ব্যবসায়ী কে ?

মিচ্ : কীফেবার।

ব্লাঁশ : লরেলের ব্যবসায়ী কীফেবার! হ্যাঁ, আমি তাকে চিনি। ও আমাকে দেখলেই শিস দিত। আমি ওকে উচিত শিক্ষা দিয়েছিলাম, কাজেই ও এখন আমার ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য এসব কাহিনী রটাচ্ছে।

মিচ্ : তিনজন লোক কীফেবার, স্ট্যানলি এবং শ্য সবাই কসম খেয়ে বলেছে!

ব্লাঁশ : সাম্‌লা সাম্‌লা সাম্‌লা।

তিনজনের এক গাম্‌লা!

কিন্তু ছিঃ কী নোংরা গামলা!

মিচ্ : তুমি কি 'ফ্ল্যামিঙ্গো' হোটেলে থাকনি?

ব্লাঁশ : ফ্ল্যামিঙ্গো ? না, সেটার নাম ছিল 'ট্যারান্‌টুলা'। আমি যে হোটেলে ছিলাম সেটার নাম ছিল 'দ্য ট্যারান্‌টুলা আর্মস'!

মিচ্ : (বোকার মতো) ট্যারান্‌টুলা ?

ব্লাঁশ : হ্যাঁ, বিরাট মাকড়সা! সেখানেই আমি আমার শিকার ধরে নিয়ে আসতাম। (আরেক গ্লাস পানীয় ঢালে) হ্যাঁ, বহু অপরিচিত লোকের সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। এ্যালানের মৃত্যুর পর আমার হৃদয়ের শূন্যতা আমি এইসব অপরিচিত লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার দ্বারা কোনোরকমে ভরিয়ে তুলতে চেষ্টা করতাম— আমার মনে হয়, কী এক আতঙ্ক, হ্যাঁ আতঙ্ক, যা আমাকে একজনের কাছ থেকে আরেক জনের কাছে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াত, আমি আশ্রয় খুঁজে বেড়াতাম— এর কাছে, তার কাছে, নানা রকম অসম্ভব জায়গায়— এমনকি একটি সতের বছরের ছেলের মাঝে— কিন্তু কে যেন সুপারকে চিঠি লিখে দেয় "এই মহিলা চরিত্রগত কারণে এ পদের অযোগ্য।"

[ব্লাঁশ মাথা পেছনে দিকে ঝুঁকিয়ে কান্না মেশানো হাসি হাসে। তার সর্বাঙ্গ প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত হতে থাকে। তারপর সে আবার কথাগুলো বলে। হাঁপায়, পান করে]

সত্যি ? হ্যাঁ, ঠিকই বোধহয়— অযোগ্য— যাই হোক... কাজেই আমি এখানে এসেছি। আমার আর যাবার জায়গা ছিল না। এদিকে আমার দিন ফুরিয়েছে। দিন ফুরানো বোঝো ? আমার যৌবন ফোয়ারার মতো উপচে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়ে হঠাৎ উবে গেছে— এমন সময় তোমার সাথে দেখা। তুমি বল্লে তোমার কাউকে প্রয়োজন। আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম। কারণ তোমাকে আমার খুব নম্র, খুব ভদ্র মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল যেন এই পাষাণ পৃথিবীর মাঝে তুমি একটা ফাটল যেখানে আমি লুকিয়ে থাকতে পারি। কিন্তু আমি বোধহয় বড় বেশি চাইছিলাম— বড় বেশি! কীফেবার, স্ট্যানলি, শ্য সবাই মিলে ঘুড়ির লেজে ক্যানেস্তারা বেঁধে দিয়েছে।

[কিছুক্ষণ নীরবতা। মিচ্ বোবার মতো তার দিকে তাকিয়ে থাকে]

মিচ্ : তুমি আমাকে মিথ্যে কথা বলেছিলে।

ব্লাঁশ : এ কথা বলো না। মিথ্যে বলিনি।

মিচ্ : মিথ্যে, মিথ্যে, অন্তরে বাইরে সর্বত্র মিথ্যে।

ব্লাঁশ : অন্তরে নয়— আমার হৃদয় মিথ্যে কথা বলেনি...

[মোড়ের দিক থেকে ফেরিওয়ালি এগিয়ে আসে। এক অন্ধ মেক্সিকান মহিলা। তার গায়ে গাঢ় রঙের শাল জড়ানো। হাতে ঝকমকে টিনের ফুলের তোড়া। এই ধরনের ফুল নিম্নশ্রেণীর মেক্সিকোবাসীরা শবযাত্রা বা উৎসবাদিতে ব্যবহার করে। তার ডাক খুব মৃদু শোনা যাবে। তাকে বাড়ির বাইরে আবছামতন দেখা যাবে।]

মেঃ মহিলা : ফুল! ফুল! মৃতের জন্য ফুল। ফুল! ফুল।

ব্লাঁশ : কে ? ওঃ! বাইরে কেউ নাকি ?

[দরজার কাছে গিয়ে দরজা খুলে মেক্সিকান মহিলার দিকে তাকিয়ে থাকে]

মেঃ মহিলা : (দরজার কাছে এসে ব্লাঁশকে ফুল নিতে বলে) ফুল চাই ? মৃতের জন্য ফুল ?

ব্লাঁশ : (ভীতভাবে) না, না, এখন না, এখন না।

[সশব্দে দরজা বন্ধ করে তীরবেগে বাড়ির ভেতর প্রবেশ করে]

মেঃ মহিলা : (ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার পথ চলতে শুরু করে) মৃতের জন্য ফুল।

[ধীরে ধীরে পোল্কা সুর বাজতে থাকে]

ব্লাঁশ : (যেন নিজেকে বলে) চূর্ণ বিচূর্ণ হওয়া, মিলিয়ে যাওয়া, অনুতাপ করা, নালিশ করা....যদি তুমি এই করতে তা হলে— তা হলে আমাকে এত মূল্য দিতে হতো না।

মেঃ মহিলা : ফুল, ফুল, মৃতের জন্য ফুল!

ব্লাঁশ : উত্তরাধিকারসূত্রে পেলাম! হুঃ...অনেক কিছু— যেমন রক্তচিহ্নিত বালিশের ঢাকনা— 'ও চাদর বদলাতে হবে'—'বদলে দিচ্ছি মা।' কিন্তু এটা কি নিগ্রো চাকরানী দিয়ে করানো যায় না ? না, তা যায় না। সব হারালেও...

মেঃ মহিলা : ফুল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্লাঁশ : মৃত্যু— আমি এখানে বসতাম আর উনি ওখানে বসতেন আর মৃত্যু এত কাছে মনে হত যেন তুমি যেখানে বসে আছ ঐখানে— অথচ আমরা এমন ভাব দেখাতাম যেন মৃত্যুর নামও কোনোদিন শুনিনি।

মেঃ মহিলা : মৃতের জন্য ফুল, ফুল চাই, ফুল....

ব্লাঁশ : এর উল্টোটা হচ্ছে বাসনা। তুমি কি অবাক হচ্ছ ? কিন্তু কেমন করে অবাক হচ্ছ ? বেল-রেভের চেয়ে বেশি দূরে নয়, তখনো আমরা বেল-রেভ হারাইনি। এক সেনানিবাস ছিল। সেখানে কমবয়সী সৈনিকদের ট্রেনিং দেয়া হতো। প্রতি শনিবার রাতে তারা শহরে গিয়ে মদ খেয়ে মাতাল হতো।

মেঃ মহিলা : ফুল...

ব্লাঁশ : ফিরতি পথে টলতে টলতে আমাদের বাগানে এসে "ব্লাঁশ! ব্লাঁশ!" বলে ডাকাডাকি করত। বাড়িতে যে বুড়ি কালা ভদ্রমহিলা থাকতেন তিনি কিছুই সন্দেহ করতেন না। আমি মাঝে মাঝে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে যেতাম, তাদের ডাকে সারা দিতে— পরে ধানের গাড়ি তাদেরকে ডেইজি ফুলের মতো কুড়িয়ে তাদের জায়গায় পৌঁছে দিত।

[মেক্সিকান মহিলা ধীরে ঘুরে উল্টো পথে মৃদু বিষাদপূর্ণ স্বরে ডাকতে ডাকতে চলে যায়। ব্লাঁশ ড্রেসারের কাছে এগিয়ে গিয়ে সেটার ওপর ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়ায়। এক মুহূর্ত পর উদ্দেশ্যমূলকভাবে মিচ্ তাকে অনুসরণ করে। পোলকা বাদ্য মিলিয়ে যায়। মিচ্ তার কোমর ধরে তাকে সামনের দিকে ফেরাবার চেষ্টা করে।]

ব্লাঁশ : কী চাও তুমি ?

মিচ্ : (ব্লাঁশকে জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করে) পুরো গ্রীষ্মটা যা থেকে বঞ্চিত আছি।

ব্লাঁশ : তাহলে আমাকে বিয়ে কর।

মিচ্ : আমি তোমাকে এখন আর বিয়ে করতে চাই না।

ব্লাঁশ : চাও না ?

মিচ্ : (কোমর ছেড়ে দিয়ে) তুমি এতটা পবিত্র নও যে আমার মায়ের সঙ্গে এক বাড়িতে রাখা চলে।

ব্লাঁশ : তা হলে বেরিয়ে যাও।

[মিচ্ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে]

আমি আগুন আগুন বলে চিৎকার করার আগেই এখান থেকে দূর হয়ে যাও।

[হিস্টিরিয়ার প্রভাবে তার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে]

আমি আগুন আগুন বলে চিৎকার করার আগেই এখান থেকে দূর হয়ে যাও।

[মিচ্ তবুও একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। ব্লাঁশ হঠাৎ দৌড়ে বড় জানালার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছে যায়, যে জানালা দিয়ে গ্রীষ্মের নরম হাল্কা নীলাভ আলো দেখা যায় সেখানে দাঁড়িয়ে সে উন্মাদের মতো চিৎকার করে]

আগুন! আগুন! আগুন!

[মিচ্ চমকে উঠে রুদ্ধশ্বাসে বাইরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। কোনো রকমে ধাক্কা খেতে খেতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাড়ির পাশ দিয়ে মোড়ের দিকে চলে যায়। ব্লাঁশ টলতে টলতে জানালা থেকে সরে আসে। তারপর মেঝেতে নতজানু হয়ে বসে। দূরের পিয়ানো করুণভাবে মৃদুস্বরে বাজতে থাকে।

দশম দৃশ্য

[ঐ রাত্রির কয়েক ঘণ্টা পরের ঘটনা।

মিচ্ চলে যাবার পর থেকে ব্লাঁশ একরকম একটানা পান করে চলেছে। সে তার নিজের পোশাকের বাক্স শোবার ঘরের মাঝখানে টেনে এনেছে। বাক্সের ডালা খোলা। বাক্সের ওপর সুন্দর সুন্দর পোশাক ছড়িয়ে পড়ে আছে। পান করতে করতে কাপড় চোপড় গোছাতে গোছাতে হঠাৎ তার মনের মধ্যে কেমন একটা অস্বাভাবিক আনন্দের ভাব জেগে ওঠে। তারপর সে নিজেকে সাজাতে বসে। একটা আধময়লা কোঁচকানো সাদা সার্টিনের সান্ধ্যকালীন গাউন পরে, পায়ে দেয় গোড়ালিতে পাথর বসানো দোমড়ানো মোচড়ানো রুপালি স্যান্ডেল। তারপর সে ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রাইনস্টোনের টায়রাটা মাথায় পরতে পরতে উত্তেজিতভাবে বিড়বিড় করতে থাকে। মনে হয় যেন একদল অশরীরি ভক্তের সঙ্গে কথা বলছে।]

ব্লাঁশ : আচ্ছা, এখন সাঁতার কাটতে গেলে কেমন হয়? জ্যোৎস্না রাতে সেই পুরনো পাহাড়ি খাড়িতে যদি সাঁতার কাটতে যাই? অবশ্য এমন কাউকে পেতে হবে যে পুরো মাতাল হয়নি, গাড়ি চালাতে পারবে। হাঃ হাঃ। মাথার ঝমঝমানি থামাবার এটাই প্রকৃষ্ট উপায়। অবশ্যি তোমাকে খুব সাবধানে, যেখানে গভীর পানি সেখানে ঝাঁপ দিতে হবে— যদি পাথরে আঘাত পাও তাহলে ঐ দিন আর ভেসে উঠবে না, উঠবে পরের দিন...

[কম্পিত হস্তে হাত-আয়না নিয়ে নিজেকে আরো ভালো করে পরখ করে দেখে। তারপর শ্বাসরুদ্ধ করে আয়নাটা এত জোরে আছড়ে ফেলে যে কাচ ভেঙে যায়। তারপর একটা কাতর ক্রন্দনধ্বনি করে সে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে।

[স্ট্যানলিকে বাড়ির কোণের দিক থেকে আসতে দেখা যায়। তাঁর পরনে তখনো উজ্জ্বল সবুজ রঙের বেলিং শার্ট। স্ট্যানলি যখন মোড়ের দিক থেকে আসতে থাকে তখন সস্তা পানশালার বাজনা শোনা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই বাজনা এই দৃশ্যের শেষ পর্যন্ত সারাক্ষণই মৃদুভাবে বাজতে থাকে।

স্ট্যানলি রান্নাঘরে ঢুকে সশব্দে দরজা বন্ধ করে। ব্লাঁশের দিকে ঝুঁকে তাকিয়ে আস্তে করে শিস দেয়। সে বাড়ি ফেরার পথে পান করে এসেছে এবং হাতে কয়েকটি বিয়ারের কোয়ার্ট বোতল এনেছে।]

ব্লাঁশ : আমার বোন কেমন আছে?

স্ট্যানলি : (দাঁত বের করে অমায়িক হাসি হাসে) সকালের আগে নাকি বাচ্চা হবে না তাই ওরা আমাকে একটু ঘুমিয়ে নিতে বলল।

ব্লাঁশ : তাতে কি এই বোঝায় যে শুধু তুমি আর আমি এখানে থাকব?

স্ট্যানলি : বটেই তো। শুধু তুমি আর আমি। অবশ্য যদি না কাউকে খাটের তলায় লুকিয়ে রেখে থাকো। এ-কী, ওসব সাজসজ্জা কেন?

ব্লাঁশ : ও হ্যাঁ, ঠিক তো। আমার টেলিগ্রাম আসার আগেই তুমি বেরিয়ে গিয়েছিলে।

স্ট্যানলি : টেলিগ্রাম পেয়েছ?

ব্লাঁশ : হ্যাঁ, আমার এক পুরনো ভক্তের কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেয়েছি।

স্ট্যানলি : ভালো কিছু?

ব্লাঁশ : ভালোই তো। একটা নেমন্তন্ন।

স্ট্যানলি : কীসের? উদ্দাম নাচের?

ব্লাঁশ : (মাথা পিছন দিকে বাঁকিয়ে) জাহাজে করে ক্যারিবিয়ানে ভ্রমণ।

স্ট্যানলি : বটে বটে। তাই নাকি?

ব্লাঁশ : আমার জীবনেও আমি এত অবাক হইনি।

স্ট্যানলি : আমারও তাই মনে হয়।

ব্লাঁশ : এ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত।

স্ট্যানলি : কার কাছ থেকে এসেছে বল্লে?

ব্লাঁশ : আমার এক পুরনো প্রণয়ীর কাছ থেকে।

স্ট্যানলি : এই কি সেই, যে তোমাকে শেয়ালের লোমের সাদা পোশাক দিয়েছে?

ব্লাঁশ : মি. শেপ হান্টলে। আমি যখন কলেজের শেষ বর্ষে ছিলাম তখন ওর বাগদত্তা হচ্ছিলাম প্রায়।

গত ক্রিস্‌মাসের আগে তার সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। হঠাৎ করে বিসকোইন বুলেভারে দেখা। তারপর— হঠাৎ করে এই টেলিগ্রাম—। আমাকে নেমন্তন্ন করেছে ক্যারিবিয়ানে নৌ-ভ্রমণের জন্য। এখন সমস্যা হচ্ছে পোশাক। আমি বাক্স তোলপাড় করে দেখছিলাম গ্রীষ্মপ্রধান দেশে পরার মতো কি পোশাক আমার আছে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ট্যানলি : তা পেলে বুঝি ঐ জমকালো হীরের টায়রা ?

ব্লাঁশ : এই পুরনো ধ্বংসাবশেষ ? হাঃ হাঃ, এটা হচ্ছে রাইনস্টোন।

স্ট্যানলি : আমি তো ভেবেছিলাম টিফ্যানী থেকে কেনা হীরা বুঝি।

[সার্টের বোতাম খোলে]

ব্লাঁশ : সে যাই হোক। নেমন্তন্ন রক্ষা করতে আমি সেজেগুজে যেতে চাই।

স্ট্যানলি : হুঁ। তোমাকে দেখেই বুঝতে পারছি মানান-বেমানানের কোনো ধারণাই তোমার নেই।

ব্লাঁশ : ঠিক যখন আমি ভাবতে শুরু করেছি আমার ভাগ্য আমার প্রতি বিরূপ—

স্ট্যানলি : ঠিক তখনই এই মায়ামীর লক্ষপতির উদয়।

ব্লাঁশ : এর বাড়ি মায়ামী নয়। এর বাড়ি ডালাস।

স্ট্যানলি : এর বাড়ি ডালাস ?

ব্লাঁশ : হ্যাঁ, যেখানকার জমি থেকে ফোয়ার মতো সোনা উপচে পড়ে সেই ডালাসেই এর বাড়ি।

স্ট্যানলি : বুঝলাম! সে তাহলে কোনো এক বিশেষ জায়গার লোক। (শার্ট খুলতে শুরু করে)

ব্লাঁশ : অধিক নগ্ন হবার আগে পর্দাটা টেনে দাও।

স্ট্যানলি : (অমায়িকভাবে) এখনকার মতো এই পর্যন্তই। (সে বিয়ারের বোতলের ঠোঙ্গা ছেঁড়ে) বোতল খোলার যন্ত্রটা দেখেছ ?

[ব্লাঁশ ধীরে ধীরে ড্রেসারের কাছে এগিয়ে যায়। সেখানে আঙুলে আঙুলে গিট পাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে]

আমার এক কাজিন ছিল সে সোজা দাঁত দিয়ে এসব বোতলের মুখ খুলে ফেলত। (টেবিলের কোণায় আছড়ে বোতলের ছিপি খোলার চেষ্টা করে) এইটাই তার একমাত্র গুণ ছিল। এই একটা কাজই সে পারত— সে ছিল বোতল খোলার মানুষ যন্ত্র। তারপর একবার হলো কী, এক বিয়ে বাড়িতে গেল তার সামনের দাঁত ভেঙে! এরপর থেকে সে এত লজ্জা পেত যে বাড়িতে কেউ এলে সে চুপি চুপি বাড়ি থেকে পালিয়ে যেত—

[বোতলের ছিপি খুলে ছিটকে যায়। বোতল থেকে ফেনা ফোয়ারার মতো ওপরের দিকে উঠে যায়। স্ট্যানলি খুশি হয়ে হাসে, বোতল নিজের মাথার ওপর ধরে।]

হাঃ হাঃ, স্বর্গ থেকে বৃষ্টি হচ্ছে!

[সে বোতলটা ব্লাঁশের দিকে এগিয়ে ধরে।]

এসো আমরা আমাদের পুরনো ঝগড়া-ঝাটি মিটিয়ে ফেলে ভাব করি, কেমন ?

ব্লাঁশ : না, ধন্যবাদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ট্যানলি : আজকে আমাদের দুজনারই স্মরণীয় রাত। তুমি পাচ্ছ এক তেলের খনির লক্ষপতিকে আর আমি পাচ্ছি বাচ্চা।

[সে আলমারির কাছে গিয়ে উবু হয়ে বসে নিচের দেরাজ থেকে কী যেন বার করার চেষ্টা করে।]

ব্লাঁশ : (একটু পিছিয়ে গিয়ে) ওখানে কী করছ?

স্ট্যানলি : এখানে এমন একটা জিনিস আছে যা থেকে বিশেষ বিশেষ দিনে আমি টুকরো ছিঁড়ে বার করি। এটা আমার বিয়ের রাতের স্লিপিং স্যুট।

ব্লাঁশ : ও।

স্ট্যানলি : যখন ওরা ফোন করে আমাকে বলবে "তোমার ছেলে হয়েছে" আমি এটা থেকে একটা টুকরো ছিঁড়ে নিশানের মতো ওড়াব!

[সে একটা খুব উজ্জ্বল রঙের স্লিপিং কোট নাড়তে থাকে]

ব্লাঁশ : যখন ভাবি আবার আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা রক্ষা করে একান্তে থাকতে পারব তখন মনে হয় আনন্দে আমি কেঁদে ফেলব।

স্ট্যানলি : তোমার এই ডালাসের লাখপতি তোমার ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তায় কোনো রকম হস্তক্ষেপ করবে না?

ব্লাঁশ : তুমি যা ভাবছ এটা সে জাতের কিছু নয়। ইনি একজন ভদ্রলোক এবং ইনি আমাকে শ্রদ্ধা করেন।

[উত্তেজিতভাবে বানিয়ে বানিয়ে বলে]

তিনি শুধু আমার সঙ্গ কামনা করেন। খুব বেশিরকম বিত্তবান যারা তারা মাঝে মাঝে খুব নিঃসঙ্গ বোধ করে। একজন বুদ্ধিমতী সদ্বংজাত, শিক্ষিতা মহিলা এমন একজন লোকের জীবনকে সীমাহীনভাবে মূল্যবান করে তুলতে পারে। আমার মধ্যে এসব গুণ আছে আমি তাকে এগুলোই দান করব এবং এ জিনিসের ক্ষয় নেই।

দৈহিক সৌন্দর্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সেটা বড়ই ক্ষণস্থায়ী সম্পদ। কিন্তু মানসিক সৌন্দর্য, আত্মার ঐশ্বর্য এবং হৃদয়ের কোমলতা এর সবগুলোই আমার আছে— এগুলো কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না। বরঞ্চ এগুলো দিনে দিনে বৃদ্ধি পায়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এগুলোও বাড়ে! কী আশ্চর্য! আমার অন্তরে যখন এইসব ঐশ্বর্য আবদ্ধ হয়ে আছে তখন লোকে আমাকে নিঃস্ব ভাবে কী করে? (চাপা কান্নার শব্দ শোনা যায়) আমি নিজেকে খুব খুব বিত্তশালী মনে করি। কিন্তু এসব কথা বলা আমারই নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। এ হচ্ছে বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা।

স্ট্যানলি : বাঁদর, না?

ব্লাঁশ : হ্যাঁ বাঁদর। বাঁদর! আর এ আমি শুধু তোমাকেই বলছি না। এই সাথে তোমার বন্ধু মি. মিচেলকেও বলেছি। এইরাতে সে কিনা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। কী স্পর্ধা! আমার সঙ্গে কারখানার পোশাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখা করতে আসে। আর এসে কিনা যতসব অকথ্য অপবাদ। যতসব নোংরা কাহিনী তোমার কাছ থেকে শুনেছে সেগুলো আবার এসে আমাকে শোনাচ্ছে। আমিও তেমনি দিয়েছি তাড়িয়ে...

স্ট্যানলি : তাড়িয়ে দিয়েছ, তাই না ?

ব্লাঁশ : কিন্তু তারপর সে আবার ফিরে এসেছিল। এসেছিল এক বাক্স গোলাপ ফুল নিয়ে। আমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতে। আমার ক্ষমার জন্য সে-কী মিনতি! কিন্তু কিছু কিছু অপরাধ আছে যা কিছুতেই ক্ষমা করা যায় না। যে লোক ইচ্ছা করে মানুষকে কষ্ট দেয় তাকে কখনো ক্ষমা করা যায় না। আমার মতে এ হচ্ছে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ এবং আমি এ অপরাধে একদিনের জন্যও অপরাধী নই। আমি তাকে বলেছি "ধন্যবাদ"। তবে আমি যে কখনো ভেবেছিলাম আমরা পরস্পরের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারবো এ নিতান্তই আমার নির্বুদ্ধিতা। আমাদের উভয়ের জীবনের ধারা সম্পূর্ণ বিপরীত। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের জীবনের পটভূমি এত ভিন্ন যে আমরা কখনই একে অন্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারি না। এসব সম্পর্কে আমাদের বাস্তবধর্মী হওয়া উচিত। অতএব বিদায় হে বন্ধু এবং আমাদের মাঝে কোনো মনোমালিন্য—

স্ট্যানলি : এসব কি টেক্সাসের তেলের খনির লক্ষপতির টেলিগ্রাম আসার আগের ঘটনা, না পরের!

ব্লাঁশ : কীসের টেলিগ্রাম ? ও, না না পরে! পরে! আসল কথা হলো টেলিগ্রামটা এমন সময় এলো ঠিক যখন—

স্ট্যানলি : আসল কথা হলো কোনো টেলিগ্রাম আসেনি।

ব্লাঁশ : এ্যাঁ!

স্ট্যানলি : কোনো লাখপতিও নেই। এবং মিচ্‌ও গোলাপফুল নিয়ে আসেনি। তাছাড়া সে এখন কোথায় তাও আমি জানি—

ব্লাঁশ : ওহ্!

স্ট্যানলি : তোমার এসব কথার মধ্যে অলীক কল্পনা ছাড়া কিছুই নেই!

ব্লাঁশ : ওহ্!

স্ট্যানলি : না, আছে মিথ্যে কথা, আছে আত্মম্ভরিতা, আছে প্রতারণা!

ব্লাঁশ : উহ্!

স্ট্যানলি : নিজের দিকে একবার তাকিয়ে দেখ! ভালো করে তাকিয়ে দেখ পুরনো কাপড়-চোপড় বিক্রিআলার কাছ থেকে, পঞ্চাশ সেন্ট দিয়ে ভাড়া করা পুরনো ফেঁসে যাওয়া যাত্রার পোশাকে তোমায় কেমন মানিয়েছে! তার উপর আবার মাথায় পাগলা মুকুট! তুমি নিজেকে কীসের রানী মনে কর ?

ব্লাঁশ : ওহ্-ঈশ্বর!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ট্যানলি : আমি প্রথম দিন থেকে তোমাকে ঠিক চিনেছি। আমার চোখে তুমি একদিনের জন্যও ধুলো দিতে পারনি। তুমি এলে, কিছু পাউডার ছিটালে কিছু সুরভি ছড়ালে। আলোর বালবের ওপর কাগজের শেড লাগালে। ব্যাস তারপরেই এ জায়গা যেন মিশরে পরিণত হলো এবং তুমি হলে নীলনদের রানী! তারপর তুমি তোমার ঐ সিংহাসনে বসে এক নাগাড়ে আমার পানীয় পান করতে থাকলে। আমি তোমার মুখের ওপর তোমাকে নিয়ে হাসছি। হা!

হা-হা। শুনতে পাচ্ছ। হা-হা-হা।

[সে শোবার ঘরে ঢোকে]

ব্লাঁশ : খবরদার। এ ঘরে এসো না।

[ব্লাঁশের আশেপাশের দেয়ালে নানা রকম বীভৎস প্রতিবিম্ব দেখা যায়। ছায়ামূর্তিগুলো সবই অদ্ভুত এবং ভয়াবহ। সে শ্বাসরুদ্ধ করে টেলিফোনের কাছে গিয়ে ডায়াল করতে থাকে। স্ট্যানলি বাথরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে।]

অপারেটর, অপারেটর! আমি একটা ট্রাঙ্কল করতে চাই, দয়া করে... আমি ডালাসের শেপ হাস্টলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাই। তকে সবাই চেনে। তার ঠিকানার কোনো দরকার হবে না। যে-কোনো লোককে জিজ্ঞেস করবেন— দাঁড়ান। না, এখন খুঁজে পাচ্ছি না। দয়া করে আমার— আমার অসুবিধেটা একটু বুঝতে চেষ্টা করুন— আমি— না। না, দাঁড়ান।...এক মিনিট। কে যেন— না না, কিচ্ছু না! এ— একটু ধরুন!

[টেলিফোন নামিয়ে রেখে সতর্কতার সঙ্গে রান্নাঘরে প্রবেশ করে। রাত্রি নানাপ্রকার ভৌতিক শব্দে পরিপূর্ণ। শব্দগুলো অনেকটা যেন জঙ্গলের জীবজন্তুর চিৎকারের মতো]

[ছায়াগুলো এবং ভয়াবহ প্রতিবিম্বগুলো দেয়ালের ফাঁকে ফাঁকে অগ্নিশিখার মতো কাঁপতে থাকে]

[ঘরের পেছনের দেয়াল, যেটা এখন স্বচ্ছ হয়ে গেছে, তার ভেতর দিয়ে ফুটপাত দেখা যাচ্ছে। এক বারবণিতা এক মাতালকে আকৃষ্ট করে। মাতাল লোকটি তাকে অনুসরণ করে ধরে ফেলে, শেষে ধস্তাধস্তি হয়। একজন পুলিশ হুইসেল বাজিয়ে এগিয়ে এসে তাদের নিরস্ত্র করে। তারপর মূর্তিগুলো মিলিয়ে যায়।]

[কিছুক্ষণ পরে মোড়ের দিক থেকে নিগ্রো মহিলা এগিয়ে আসে। তার হাতে বারবণিতার ফেলে যাওয়া চুমকি বসানো ব্যাগ। মহিলা উত্তেজিতভাবে ব্যাগের ভেতরে হাতড়াচ্ছে।]

[ব্লাঁশ হাতের মুঠি ঠোঁটের ওপর চেপে ধরে ধীরে ধীরে আবার টেলিফোনের কাছে এগিয়ে আসে। ভাঙা গলায় ফিসফিস করে বলে।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্লাঁশ : অপারেটর! অপারেটর! ট্রাঙ্কলের দরকার নেই। ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন দিন। আমার এমন সময় নেই— ওয়েস্টার্ন— ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন!

[উদ্বিগ্নভাবে অপেক্ষা করে]

ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন! হ্যাঁ আমি— চাই— কথাটা লিখে নিন। "খুব, খুব বিপদে পড়েছি! আমাকে সাহায্য করুন। জালে আটকা পড়েছি। আটকা পড়ে" —ওহ্!

[এক ঝটকায় বাথরুমের দরজা খুলে স্ট্যানলি চমৎকার উজ্জ্বল ঝকঝকে সিল্কের স্লিপিং স্যুট পরে বেরিয়ে আসে। কোমরে ঝালর দেয়া স্যাশ বাঁধতে বাঁধতে ব্লাঁশের দিকে তাকিয়ে দাঁত বার করে হাসে। ব্লাঁশ আতকে উঠে ফোনের কাছ থেকে দূরে পিছিয়ে যায়। দশ গুণতে যতক্ষণ সময় ব্যয় হয় সেই পরিমাণ সময় স্ট্যানলি তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকে। এরপর টেলিফোন থেকে একটা কটকট খরখর শব্দ একটানা শোনা যেতে থাকে।]

স্ট্যানলি : টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রেখেছ।

[সে ধীরে সুস্থে টেলিফোনের কাছে গিয়ে সেটাকে জায়গামতো রাখে। রাখার পর আবার ব্লাঁশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। তারপর ব্লাঁশ আর বাইরের দরজার মাঝখান দিয়ে পার হয়ে যাবার সময় তার মুখে ধীরে ধীরে বিদ্রূপাত্মক হাসি ফুটে ওঠে।]

[এতক্ষণের অতি মৃদু পিয়ানো বাদ্য এখন ক্রমশ জোরে বেজে ওঠে। এবং ক্রমশ এই শব্দই পরিবর্তিত হয় এগিয়ে আসা ট্রামের শব্দে। ব্লাঁশ উবু হয়ে কুঁকড়ে বসে কানের ওপর হাতের মুঠি চেপে ধরে, যতক্ষণ না ট্রামটা চলে যায়।]

ব্লাঁশ : (অবশেষে ঋজু হয়ে বসে)

আমাকে— আমাকে তোমার পাশ দিয়ে পার হয়ে যেতে দাও।

স্ট্যানলি : আমার পাশ দিয়ে যাবে? বেশ তো। যাও না (প্রবেশপথের দিক থেকে এক পা পিছিয়ে যায়)।

ব্লাঁশ : তুমি— তুমি ওখানে দাঁড়াও।

[ব্লাঁশ তাকে দূরের একটা জায়গা দেখিয়ে দেয়।]

স্ট্যানলি : (কাষ্টহাসি হেসে) আমার পাশ দিয়ে যাবার মতো যথেষ্ট জায়গা রয়েছে।

ব্লাঁশ : তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলে কক্ষণো যাব না। কিন্তু যেভাবেই হোক আমাকে বাইরে যেতেই হবে।

স্ট্যানলি : তুমি কি মনে করো আমি বাধার সৃষ্টি করব? হা-হা।

[মৃদুস্বরে ব্লু পিয়ানো বাজতে থাকে। ব্লাঁশ একটু বিভ্রান্তভাবে ঘুরে দাঁড়ায়, যাবার মতো ভঙ্গি করে। বনজঙ্গলের অমানবিক চিৎকার আবার শোনা যায়। স্ট্যানলি তার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বার করা জিভ কামড়ে ধরে তার দিকে এক পা এগিয়ে আসে।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ট্যানলি : (মৃদুস্বরে) এখন মনে হচ্ছে— তোমাকে বাধা দেয়াটা নেহাৎ মন্দ হবে না।

[ব্লাঁশ দরজা দিয়ে পিছিয়ে গিয়ে শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে।]

ব্লাঁশ : খবরদার বলছি, যেখানে আছ সেখানেই থাক! আমার দিকে আর এক পা এগিয়েছ কি আমি—

স্ট্যানলি : কী করবে ?

ব্লাঁশ : একটা সাংঘাতিক কিছু করব! করবই!

স্ট্যানলি : এ আবার কী খেল ?

[এখন উভয়েই শয়ন কক্ষে]

ব্লাঁশ : তোমাকে সাবধান করছি। এসো না বলছি, বিপদ হবে।

[স্ট্যানলি আরো একপা এগিয়ে আসে। ব্লাঁশ টেবিলের ওপর আছড়ে একটা বোতল ভাঙে। তারপর ভাঙা বোতলের ওপরের অংশটা আঁকড়ে ধরে তার দিকে ফিরে দাঁড়ায়।]

স্ট্যানলি : ওটা কী জন্যে ভাঙলে ?

ব্লাঁশ : যাতে তোমার মুখের ওপর মুচড়ে দিতে পারি।

স্ট্যানলি : তা যে তুমি পার সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই!

ব্লাঁশ : হ্যাঁ পারি এবং তাই করব যদি তুমি—

স্ট্যানলি : ও! কিছু মারামারি ধস্তাধস্তি হোক এটাই চাইছ বুঝি ? ঠিক আছে, তাহলে তাই হবে!

[স্ট্যানলি লাফ দিয়ে ব্লাঁশের কাছে এগিয়ে যায়, ধাক্কা লেগে টেবিলটা উল্টে পড়ে। ব্লাঁশ চিৎকার করে তাকে ভাঙা বোতল দিয়ে আঘাত করতে চেষ্টা করে কিন্তু তার আগেই স্ট্যানলি তার হাতের মনিবন্ধ চেপে ধরে।]

বাঘিনী-বাঘিনী! ভাঙা বোতল ফেল্ বলছি। ফেল্! প্রথম যেদিন তোর আর আমার দেখা হয়েছে সেদিন থেকেই আমাদের জন্য এইদিন অপেক্ষা করে আছে।

[ব্লাঁশ যন্ত্রণায় কাতর ধ্বনি করে। তার হাত থেকে ভাঙা বোতল পড়ে যায়। স্ট্যানলি তার প্রতিরোধশক্তিহীন দেহ বহন করে শয্যায় নিয়ে যায়। "ফোর ডিউস' থেকে প্রচণ্ড শব্দে ড্রাম বাজতে থাকে।]

একাদশ দৃশ্য

[কয়েক সপ্তাহ পরের ঘটনা। স্টেলা ব্লাঁশের জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করছে। বাথরুমে ঝরঝর পানি পড়ার শব্দ হচ্ছে।

ঘরের মাঝখানের পর্দা কিছুটা ফাঁক হয়ে আছে, সেই ফাঁক দিয়ে পোকার খেলুড়েদের দেখা যাচ্ছে— স্ট্যানলি, স্টীভ, মিচ্ এবং পাবলো— তারা সবাই রান্নাঘরের টেবিলের চারপাশে বসে আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রান্নাঘরের পরিবেশ সেই আরেক দুর্ঘটনাময় পোকার খেলার রাত্রির মতো স্থূল এবং ভয়াবহ।

নীলকান্ত মণির মতো নীল আকাশ বাড়িটাকে ঘিরে আছে। স্টেলা খোলা বাক্সে সুন্দর সুন্দর পোশাকগুলো গুছিয়ে রাখছে আর কাঁদছে।

ওপরতলার ফ্ল্যাট থেকে ইউনিস সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে তারপর রান্নাঘরে ঢোকে। পোকার খেলার টেবিল থেকে হঠাৎ উত্তেজিত স্বরে কথা শোনা যায়।]

স্ট্যানলি : খুব একটা দাঁও মারলাম যা হোক।

পাবলো : 'মালদিতা সিয়া তু সুয়ের্তো।'

স্ট্যানলি : আরে মোটকা ইংরেজি বল্।

পাবলো : শালা তোর ভাগ্যকে গাল দিচ্ছি।

স্ট্যানলি : (অত্যধিক আনন্দিতভাবে) বলি ভাগ্য কাকে বলে জান? যদি মনে কর তুমি ভাগ্যবান তাহলেই ভাগ্য প্রসন্ন হয়। এই স্যালার্নোর কথাই ধর। আমি ধরে নিয়েছিলাম যে আমি ভাগ্যবান। কাজেই আমি ধরে নিলাম পাঁচজনের মধ্যে চারজন পারবেই না কিন্তু আমি পারব...এবং পারলামও। আমি এটা নিয়ম হিসেবে মেনে চলি। এই পৃথিবীর ঘোড়দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করতে হলে প্রথমেই তোমাকে নিজেকে ভাগ্যবান ভেবে নিতে হবে।

মিচ্ : তুমি... তুমি... তোমার কেবল বড় বড় কথা... কেবল বড়ই... ষণ্ডামার্কা বাক্যবাগিশ কোথাকার!

[স্টেলা শোবার ঘরে প্রবেশ করে একটা পোশাক ভাঁজ করতে থাকে।

স্ট্যানলি : মিচ্-এর আবার কী হলো?

ইউনিস : (টেবিলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে) আমি সব সময়ই বলি পুরুষ মানুষের মনে অনুভূতি বলতে কিছু নেই, তারা বড় নিষ্ঠুর, কিন্তু আজকের ব্যবহার সব রকমের নিষ্ঠুরতাকে ছাড়িয়ে গেছে। বলি, নিজেদের পশুত্ব জাহির করছ, তাই না?

[সে পর্দার ফাঁক দিয়ে শোবার ঘরে ঢোকে]

স্ট্যানলি : ইউনিস-এরই বা আবার কী হলো?

স্টেলা : আমার বাচ্চা কেমন আছে?

ইউনিস : ছোট্ট একটা দেবদূতের মতো ঘুমিয়ে আছে। তোমার জন্য কিছু আঙুর এনেছিলাম। (আঙুরগুলো একটা টুলের ওপর রেখে গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করে) ব্লাঁশ কোথায়?

স্টেলা : গোসল করছে।

ইউনিস : কেমন আছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্টেলা : কিছু খেতে চাচ্ছে না, কিন্তু ড্রিঙ্ক চাচ্ছে।

ইউনিস : তুমি ওকে কিছু বলেছ!

স্টেলা : আমি— শুধু বলেছি যে— আমরা ওর জন্য কিছুদিন গ্রামে গিয়ে বিশ্রাম নেবার ব্যবস্থা করেছি। ও অবশ্য সবটা শেপ হান্টলের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছে।

[ব্লাঁশ বাথরুমের দরজা সামান্য একটু ফাঁক করে ডাকে]

ব্লাঁশ : স্টেলা।

স্টেলা : কী, ব্লাঁশ ?

ব্লাঁশ : আমি গোসল করতে থাকলে কেউ যদি আমাকে ফোন করে তাহলে নম্বরটা রেখো আর বলো আমি বেরিয়েই ফোন করব।

স্টেলা : ঠিক আছে।

ব্লাঁশ : ঐ যে ঠাণ্ডা হলুদ সিল্ক— বুক্‌লে সিল্কেরটা, দেখ তো ওটা কুঁচকে আছে নাকি! যদি বেশি কোঁচকানো না হয় তাহলে ওটা আমি পরতে চাই। আর ওটার কলারে সামুদ্রিক ঘোড়ার আকারে তৈরি নীলকান্ত মণি বসানো রুপোর পিন পরব। ওগুলো সব পাবে হার্টের আকারে তৈরি বাক্সটায়, যার মধ্যে আমি আমার টুকিটাকি জিনিসপত্র রাখি। আর স্টেলা... দেখ তো। ঐ বাক্সে কৃত্রিম ভায়োলেট ফুলের গুচ্ছটা পাও কিনা। ওটা আমি সিহর্সের সঙ্গে একসঙ্গে করে জ্যাকেটের কলারে লাগাতে চাই।

[সে দরজা বন্ধ করে। স্টেলা ইউনিসের দিকে ফিরে তাকায়]

স্টেলা : জানি না যা করছি ঠিক করছি কিনা।

ইউনিস : আর কীই বা তুমি করতে পারতে ?

স্টেলা : ও যা যা বলেছে তা যদি আমি বিশ্বাস করি তাহলে আমার পক্ষে স্ট্যানলির সঙ্গে বাস করা সম্ভব নয়।

ইউনিস : কক্ষনো এসব বিশ্বাস করো না। জীবনকে এগিয়ে যেতে দাও। যত যাই ঘটুক না কেন, আমাদের এগিয়ে যেতেই হবে।

[বাথরুমের দরজা একটু ফাঁক করে]

ব্লাঁশ : (বাইরের দিকে তাকিয়ে) এদিক ওদিক কেউ নেই তো ?

স্টেলা : কেউ নেই। (ইউনিসকে) ওকে বোলো যে ওকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।

ব্লাঁশ : আমি বেরুবার আগে পর্দা টেনে দাও।

স্টেলা : টানাই আছে।

স্ট্যানলি : তোমাকে কটা ?

পাবলো : দুটো।

স্টীভ : তিন।

[ব্লাঁশ। দরজার কাছের পীতাভ আলোয় এসে দাঁড়ায়। লাল সার্টিনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ড্রেসিং গাউন পরা তার ঐ মূর্তির মতো দেহ থেকে কেমন যেন একটা করুণ জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সে যখন শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে তখন 'ভারসুভিয়ানা' শোনা যায়।]

ব্লাঁশ : (কেমন যেন হিস্টিরিয়াজনিত উচ্ছলতায়) আমি এই মাত্র মাথা ঘষলাম।

স্টেলা : তাই নাকি ?

ব্লাঁশ : ঠিক বুঝতে পারছি না, সাবানটা ঠিক মতো ধোয়া হয়েছে কিনা ?

ইউনিস : কী সুন্দর চুল।

ব্লাঁশ : (প্রশংসা উপভোগ করে) এ এক সমস্যা। আমার ফোন এসেছিল নাকি ?

স্টেলা : কার কাছ থেকে ?

ব্লাঁশ : শেপ হান্টলে...

স্টেলা : কৈ, নাতো, এখনো আসেনি।

ব্লাঁশ : কী, আশ্চর্য! আমি—

[ব্লাঁশের কণ্ঠস্বর শুনে মিচের তাস ধরা হাত ঝুলে পড়ে, আর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় দূর দিগন্তে। স্ট্যানলি তার কাঁধে চাপড় মারে]

স্ট্যানলি : অ্যাই মিচ্! বলি স্বপ্ন দেখছো নাকি ?

[স্ট্যানলির কণ্ঠস্বর ব্লাঁশকে কেমন যেন আহত করে। সে আহত ভঙ্গিতে ঠোঁট নেড়ে স্ট্যানলির নামোচ্চারণ করে। স্টেলা মাথা নেড়ে দ্রুত অন্য দিকে মাথা ফেরায়। ব্লাঁশ বেশ কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার হাতে রুপালি আয়না, তার চোখে মুখে একটা করুণ বিভ্রান্ত ভাব। মনে হয় যেন মানুষের জীবনের সকল অভিজ্ঞতার ছাপ তার চোখে মুখে পড়েছে। তারপর হঠাৎ সে হিস্টিরিয়া রোগীর মতো করে বলে ওঠে।]

ব্লাঁশ : এখানে কী হচ্ছে ?

[একবার স্টেলার দিকে আবার ইউনিসের দিকে তারপর আবার স্টেলার দিকে ফিরে তাকায়। তার উচ্চ কণ্ঠ তাস খেলুড়েদের নিবিষ্টতা ভঙ্গ করে। মিচ্ তার মাথা আরো নত করে কিন্তু স্ট্যানলি চেয়ারটা এমনভাবে ঠেলা দেয় যেন উঠে দাঁড়াবে। স্টীভ তাকে নিরস্ত্র করার জন্য তার বাহু চেপে ধরে।]

(ব্লাঁশ বলতে থাকে) এখানে কী হচ্ছে ? আমি জানতে চাই এখানে কী হচ্ছে ?

স্টেলা : (গভীর দুঃখের সঙ্গে) চুপ! চুপ!

ইউনিস : চুপ, চুপ কর লক্ষ্মীটি।

স্টেলা : লক্ষ্মীটি ব্লাঁশ।

ব্লাঁশ : আমার দিকে অমন করে তাকাচ্ছ কেন ? আমার কি কিছু হয়েছে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইউনিস : তোমাকে চমৎকার দেখাচ্ছে। আচ্ছা, ওকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে না ?

স্টেলা : হ্যাঁ।

ইউনিস : আমি শুনলাম আপনি নাকি বেড়াতে যাচ্ছেন ?

স্টেলা : হ্যাঁ, ব্লাঁশ তাই যাচ্ছে। ব্লাঁশ ছুটি উপভোগ করতে যাচ্ছে।

ইউনিস : আমার যা হিংসে হচ্ছে।

ব্লাঁশ : আমাকে সাহায্য কর, আমাকে পোশাক পরতে সাহায্য কর।

স্টেলা : (পোশাক এগিয়ে দিয়ে) এটাই কি তুমি—

ব্লাঁশ : হ্যাঁ, এটাতেই চলবে! আমি যত তাড়াতাড়ি পারি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে চাই— এ জায়গায় ফাঁদ পাতা আছে।

ইউনিস : কী সুন্দর নীল জ্যাকেট।

স্টেলা : এটা লাইলাক ফুলের রং।

ব্লাঁশ : তোমরা দুজনেই ভুল বলেছ। এটা হচ্ছে 'ডেলা রবিয়া ব্লু'। এ হচ্ছে পুরনো ছবির ম্যাডোনার পোশাকের নীল রং। এ আঙুরগুলো কি ধোয়া ?

[ইউনিসের আনা আঙুরের থোকা আঙুল দিয়ে দেখায়]

ইউনিস : কী বললে ?

ব্লাঁশ : ধোয়া নাকি ? বলছি কী, এগুলো কি ধোয়া ?

ইউনিস : ওগুলো ফরাসি বাজার থেকে কেনা !

ব্লাঁশ : তার অর্থ এই নয় যে এগুলো ধোয়া। (গীর্জার ঘণ্টা বাজে) ঐ গীর্জার ঘণ্টা বাজছে— এ পাড়ায় এগুলোই একমাত্র পবিত্র জিনিস। আচ্ছা, আমি এখন তা হলে চলি। আমি যাবার জন্য প্রস্তুত।

ইউনিস : (ফিসফিস করে) ওরা আসার আগেই ও বোধহয় বেরিয়ে পড়বে।

স্টেলা : ব্লাঁশ, একটু থামো।

ব্লাঁশ : আমি ঐ লোকগুলোর সামনে দিয়ে যেতে চাই না।

ইউনিস : তাহলে খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর।

স্টেলা : এখানে বসো আর...

[ব্লাঁশ দুর্বলভাবে অনিশ্চিতভাবে ঘুরে দাঁড়ায়। স্টেলা ও ইউনিস যখন তাকে এক রকম জোর করে চেয়ারে বসিয়ে দেয়, সে তাদের কোনো রকম বাধা দেয় না।]

ব্লাঁশ : আমি সমুদ্রের হাওয়ার গন্ধ পাচ্ছি। আমার জীবনের বাকি কটা দিন আমি সমুদ্রের ওপর কাটিয়ে দিতে চাই। তারপর যখন আমার মৃত্যু হবে, সমুদ্রের বুকেই হবে। কীসে আমার মৃত্যু হবে জান ? (একটা আঙুর তুলে নেয়) সমুদ্রের বুকে একদিন একটা আধোয়া আঙুর খেয়ে আমার মৃত্যু হবে। আমি জাহাজের কোনো এক সুদর্শন ডাক্তারের হাতে হাত রেখে মৃত্যুবরণ করব। সে ডাক্তারের নিতান্ত স্বল্প বয়স হবে। ছোট্ট একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোনালি গোঁফ থাকবে আর থাকবে মস্ত একটা রুপোর ঘড়ি। সবাই বলাবলি করবে, 'আহা বেচারি', কুইনাইন ওর কোনো কাজেই লাগলো না। ঐ আধোয়া আঙুরটাই ওর আত্মাকে স্বর্গে পাঠিয়ে দিয়েছে। (গীর্জার ঘণ্টা বাজে) আর সমুদ্রেই আমার কবর হবে, একটা পরিষ্কার সাদা থলেয় ভরে সেটার মুখ সেলাই করে আমাকে ওরা জাহাজ থেকে সমুদ্রে ফেলে দেবে ঠিক দুপুর বেলা— গ্রীষ্মের খররৌদ্রে— এমন একটা সমুদ্রে যে সমুদ্রের রং আমার প্রথম প্রণয়ীর (ঘণ্টা বাজে) চোখের মতো ঘন নীল!

[একজন ডাক্তার ও সেই সাথে একজন নার্স মোড়ের দিক থেকে বাড়ির দিকে এগিয়ে আসে এবং সিঁড়ি দিয়ে উঠে বারান্দায় আসে। তাদের পেশাগত গাম্ভীর্য কিছু অতিমাত্রায় প্রকট। তাদের নির্লিপ্ত ভাবভঙ্গি দেখেই বোঝা যায় তারা সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে এসেছে। ডাক্তারটি দরজার ঘণ্টা টেপে। খেলার গুঞ্জন ধ্বনিতে ছেদ পড়ে।]

ইউনিস : (স্টেলাকে ফিসফিস করে) ওরা এসেছে নিশ্চয়ই।

[স্টেলা ঠোঁটের ওপর মুঠি চেপে ধরে]

ব্লাঁশ : (ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়) কীসের শব্দ ?

ইউনিস : (চেষ্টাকৃত নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে) দেখি কেউ এসেছে বোধহয়।

স্টেলা : হ্যাঁ দেখ।

[ইউনিস রান্নাঘরে ঢোকে]

ব্লাঁশ : (চাপা উত্তেজনায় কঠিনভাবে)

কে জানে আমার জন্য কেউ এলো কিনা!

[দরজার কাছে কিছু চাপা কথোপকথন চলে]

ইউনিস : (খুব হাসিখুশিভাবে ফিরে আসে)

কে যেন ব্লাঁশকে ডাকছে।

ব্লাঁশ : তা হলে আমার জন্য কেউ এসেছে।

[সে ভীতভাবে একজনের মুখের দিক থেকে আরেকজনের মুখের দিকে তাকায়। তারপর তাকায় পর্দার দিকে। 'ভারস্যুভিয়ানা' মৃদুস্বরে বাজতে থাকে।]

ইনি কি ডালাসের সেই ভদ্রলোক, যিনি আসবেন বলে আমি অপেক্ষা করে আছি ?

ইউনিস : আমার মনে হয়, তিনিই।

ব্লাঁশ : আমি এখনো পুরো তৈরি হইনি।

স্টেলা : ওকে একটু বাইরে অপেক্ষা করতে বল।

ব্লাঁশ : আমি...

[ইউনিস পর্দার কাছে পিছিয়ে যায়। খুব মৃদুভাবে ড্রাম বাজে।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্টেলা : সব গোছানো হয়ে গেছে ?

ব্লাঁশ : আমার প্রসাধনের রুপোর জিনিসগুলো এখনো বাইরে রয়ে গেছে।

স্টেলা : ওহ্ তাই তো!

ইউনিস : (ফিরে এসে) ওরা বাড়ির সামনে অপেক্ষা করছেন।

ব্লাঁশ : ওরা ? ওরা মানে ?

ইউনিস : ওঁর সঙ্গে একজন ভদ্রমহিলাও আছেন।

ব্লাঁশ : আমি তো ভেবে পাচ্ছি না এই 'ভদ্রমহিলা' আবার কে! তার পোশাক কী রকম ?

ইউনিস : এই— মানে, এই আর কি— মানে নিতান্ত সাধারণ পোশাক।

ব্লাঁশ : তা হলে বোধহয় সে— (তার স্বর স্তব্ধ হয়ে আসে)

স্টেলা : এখন কি যাবে ?

ব্লাঁশ : ঐ ঘরের মধ্যে দিয়ে কি না গেলেই নয় ?

স্টেলা : আমি তোমার সঙ্গে যাব।

ব্লাঁশ : আমাকে কেমন দেখাচ্ছে ?

স্টেলা : অপরূপ।

ইউনিস : (প্রতিধ্বনি করে) অপরূপ।

[ব্লাঁশ ভীতভাবে পর্দার দিকে এগিয়ে যায়। ইউনিস তার যাবার জন্য পর্দা টেনে ধরে। ব্লাঁশ রান্নাঘরে ঢোকে।]

ব্লাঁশ : (পুরুষদের লক্ষ করে) দয়া করে উঠবেন না। আমি শুধু এখান দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছি।

[সে দ্রুতপায়ে বাইরের দরজার কাছে যায়। স্টেলা ও ইউনিস অনুসরণ করে। মিচ্ ছাড়া অন্য পোকার খেলুড়েরা টেবিলের কাছে পোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকে। মিচ্ নত মস্তকে টেবিলের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। ব্লাঁশ দরজার পাশের ছোট বারান্দায় যায়। তারপর হতচ্ছাড়া রুদ্ধশ্বাসে থমকে দাঁড়ায়।]

ডাক্তার : কেমন আছেন ?

ব্লাঁশ : আমি যাকে আশা করছি আপনি তো তিনি নন। (তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে স্টেলার কাছে গিয়ে থামে। স্টেলা বাইরের দরজার ঠিক পাশেই দাঁড়ানো। ব্লাঁশ ভীতভাবে [illegible] বলে) ঐ লোকটা শেপ হান্টলে নয়।

[দূরে 'ভারস্যুভিয়ানা' বাজছে।]

[স্টেলা ব্লাঁশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে [illegible] আছে। কিছুক্ষণের জন্য [illegible] ডাক্তার [illegible]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[ব্লাঁশ আবার রুদ্ধশ্বাসে বাড়ির ভেতর ঢুকে যায়। বাড়িতে ঢোকবার সময় তার মুখে একটা অদ্ভুত হাসি লেগে থাকে। তার দৃষ্টি উজ্জ্বল ও নেত্র বিস্ফোরিত। ব্লাঁশ তার পাশ দিয়ে পার হয়ে যাওয়া মাত্র স্টেলা চোখ বন্ধ করে, হাত শক্ত করে মুঠি করে। ইউনিস তাকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেয়। স্টেলা তারপর তার ঘরের দিকে যেতে থাকে। ব্লাঁশ ভেতরে ঢুকে দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। মিচ্ টেবিলের ওপর দু'হাত রেখে একদৃষ্টে তার হাতের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু অন্যরা ব্লাঁশের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। অবশেষে সে টেবিলের পাশ দিয়ে ঘুরে শোবার ঘরের দিকে যেতে থাকে। স্ট্যানলি তখন এমনভাবে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ায় মনে হয় যেন তাকে বাধা দেবে। নার্সটি তার পেছন পেছন ফ্ল্যাটে ঢোকে।]

স্ট্যানলি : কিছু কি ভুলে ফেলে গেছ ?

[তীক্ষ্ণকণ্ঠে]

ব্লাঁশ : হ্যাঁ হ্যাঁ, ভুলে ফেলে গেছি।

[সে দৌড়ে স্ট্যানলির পাশ দিয়ে শোবার ঘরে ঢোকে। দেয়ালে অদ্ভুতাকৃতি আঁকাবাঁকা নানা রকম প্রতিবিম্ব দেখা যায়। 'ভারস্যুভিয়ানা' বিকৃত ভৌতিক সুরে বাজতে থাকে। সেই সাথে শোনা যায় জঙ্গলের জীবজন্তুর চিৎকার। ব্লাঁশ একটা চেয়ারের পেছন এমনভাবে আঁকড়ে ধরে মনে হয় যেন আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে।]

স্ট্যানলি (জনান্তিকে) ডাক্তার, আপনি বরঞ্চ ভেতরে যান।

ডাক্তার (জনান্তিকে, নার্সকে ইঙ্গিত করেন) নার্স, ওঁকে বার করে নিয়ে আসুন।

[নার্সটি একপাশ দিয়ে ঢোকে স্ট্যানলি অন্য পাশ দিয়ে, নারীসুলভ সকল কমনীয়তা থেকে বঞ্চিত নার্সটিকে তার কঠিন পোশাকে কেমন যেন অলুক্ষণে দেখায়। তার কণ্ঠস্বর উচ্চ এবং তাতে সুরের রেশমাত্র নেই, অনেকটা যেন দমকল বাহিনীর গাড়ির সাইরেনের মতো।]

নার্স হ্যালো ব্লাঁশ।

[এই কথাটা মনে হয় যেন কোনো গিরিখাতে প্রতিহত হয়ে দেয়ালের আড়াল থেকে নানা রকম ভৌতিক কণ্ঠে ধ্বনিত এবং প্রতিধ্বনিত হতে থাকে]

স্ট্যানলি উনি বলছেন উনি নাকি কী একটা ভুলে ফেলে গেছেন।

[এই কথাটিরও নানারকম ভীতিপ্রদ প্রতিধ্বনি শোনা যায়।]

নার্স ঠিক আছে।

স্ট্যানলি কী ফেলে গেছ ব্লাঁশ ?

আমি— আমি—

[illegible] কিছু এসে যায়। [illegible] গেয়ে এসে নিয়ে [illegible]।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ট্যানলি : হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমরা ট্রাঙ্কের সঙ্গে পরেও পাঠিয়ে দিতে পারি।

ব্লাঁশ : (আতঙ্কে পিছিয়ে গিয়ে)
আমি তোমাকে চিনি না— আমি তোমাকে চিনি না। আমাকে দয়া করে— একটু একলা থাকতে দাও।

নার্স : সে কী ব্লাঁশ।

[প্রতিধ্বনি ওঠানামা করতে থাকে]

সে কী ব্লাঁশ— সে কী ব্লাঁশ— সে কী ব্লাঁশ।

স্ট্যানলি : এখানে মেঝেতে পাউডার আর পুরনো সুরভির শিশি ছাড়া আর তো কিছু ফেলে যাওনি— অবশ্য তুমি হয়তো তোমার ঐ কাগজের শেডটা নিয়ে যেতে চাও। ঐ শেডটা চাও?

[সে ড্রেসিং টেবিলের কাছে গিয়ে এক হ্যাঁচকায় শেডটা বাল্‌বের ওপর থেকে ছিঁড়ে আনে। তারপর সেটা ব্লাঁশের দিকে এগিয়ে দেয়। ব্লাঁশ এমনভাবে চিৎকার করে মনে হয় তাকেই যেন কে ছিঁড়ে ফেলেছে। নার্স তার দিকে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যায়। সে উচ্চস্বরে চিৎকার করে নার্সের পাশ দিয়ে চলে যেতে চেষ্টা করে। পুরুষেরা সবাই লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে যায়। স্টেলা দৌড়ে বারান্দায় যায়। ইউনিস তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য তার পেছন পেছন যায়। রান্নাঘরে পুরুষ মানুষের কিছু গোলমেলে আওয়াজ শোনা যায়। স্টেলা দৌড়ে গিয়ে ইউনিসের বুকে আশ্রয় নেয়।]

স্টেলা : হায় ঈশ্বর! ইউনিস, আমাকে সাহায্য কর। ওরা যেন ওকে ওরকম না করে, ওরা যেন ওকে ব্যথা না দেয়। হা ঈশ্বর, দয়া কর ঈশ্বর, ওকে ব্যথা দিও না! ওরা ওকে কী করছে? ওরা কী করছে?

[সে ইউনিসের হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে]

ইউনিস : না লক্ষ্মীটি, না, না, লক্ষ্মীটি, এখানে থাক। ওখানে যেও না। আমার কাছে থাক, ওদিকে তাকিও না।

স্টেলা : আমার বোনকে এ আমি কী করলাম? হে ঈশ্বর, আমার বোনকে এ আমি কী করলাম?

ইউনিস : তুমি ঠিকই করেছ, এছাড়া আর কিছু করার উপায় ছিল না। ওর এখানে থাকা সম্ভব নয়, অথচ অন্য কোথাও যাবারও জায়গা নেই।

[স্টেলা ও ইউনিস যখন কথা বলতে থাকে রান্নাঘর থেকে পুরুষ মানুষদের কথা ভেসে আসে। মিচ্ শোবার ঘরের দিকে যেতে থাকে। স্ট্যানলি তাকে বাধা দেবার জন্য এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়ায়। তারপর সে মিচ্‌কে ধাক্কা দিয়ে একপাশে সরিয়ে দেয়। মিচ্ হঠাৎ ঝাঁপ দিয়ে পড়ে স্ট্যানলিকে আঘাত করে। স্ট্যানলি তাকে ধাক্কা দিয়ে পেছন দিকে ঠেলে দেয়। মিচ্ টেবিলের ওপর কান্নায় ভেঙে পড়ে।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[যখন উপরোক্ত ঘটনা ঘটে, নার্স তখন ব্লাঁশের হাত চেপে ধরে তার পলায়নে বাধা দেয়। ব্লাঁশ উন্মাদের মতো তার দিকে ফিরে তাকে আঁচড়াতে থাকে, খামচাতে থাকে। নার্স তার দুই বাহু চেপে ধরে তাকে আটকে রাখে। ব্লাঁশ ভাঙা গলায় চিৎকার করে ওঠে, তারপর হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে।]

নার্স : এর নখগুলো কাটতে হবে, (ডাক্তার ঘরে ঢোকেন। নার্স তার দিকে তাকিয়ে বলে) ডক্টর, জ্যাকেট দেব ?

ডাক্তার : প্রয়োজন না হলে দিও না।

[ডাক্তার টুপি খুলে ফেলেন। এখন তাঁকে অনেকটা সাধারণ মানুষের মতো মনে হয়। এতক্ষণের অমানবিক ভাবটা চলে যায়। তিনি এগিয়ে গিয়ে ব্লাঁশের সামনে গিয়ে নিচু হয়ে বসে কথা বলেন। তার গলার স্বর নম্র এবং প্রত্যয় উৎপাদনকারী। ডাক্তার যখন ব্লাঁশের নাম ধরে ডাকেন, তার আতঙ্ক কিছুটা দূরীভূত হয়। দেয়াল থেকে ভয়ঙ্কর প্রতিবিম্বগুলো ক্রমশ মিলিয়ে যায়, জীবজন্তুর চিৎকারও এখন আর শোনা যায় না, ব্লাঁশও কান্না থামিয়ে ক্রমশ শান্ত হয়।]

ডাক্তার : মিস্ দ্যুবোয়া ?

[ব্লাঁশ তার দিকে মুখ ফিরিয়ে গভীর অনুনয়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ডাক্তার একটু স্মিত হাসি হাসেন। তারপর নার্সকে বলেন।]

ওটার দরকার হবে না।

ব্লাঁশ : (মৃদু স্বরে দুর্বলভাবে) ওকে বলুন আমাকে ছেড়ে দিতে।

ডাক্তার : (নার্সকে) ছেড়ে দিন।

[নার্স হাত ছেড়ে দেয়। ব্লাঁশ ডাক্তারের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। ডাক্তার হাত ধরে তাকে আস্তে আস্তে যত্নের সঙ্গে ওঠান। তারপর নিজের বাহুর আশ্রয়ে তাকে নিয়ে পর্দার ফাঁক দিয়ে বার হয়ে যান।]

(ডাক্তারের বাহু আঁকড়ে ধরে)

আপনি যেই হন— আমি সব সময়ই অপরিচিত ব্যক্তির দয়ার ওপর নির্ভর করেছি।

[ডাক্তার যখন ব্লাঁশকে নিয়ে রান্নাঘর পার হয়ে সামনের দরজার দিকে যায় তখন পোকার খেলুড়েরা একটু পিছিয়ে সরে দাঁড়ায়। ব্লাঁশ ডাক্তারকে এমনভাবে তাকে চালিত করতে দেয় মনে হয় সে যেন অন্ধ। তারা যখন বেরিয়ে বারান্দায় যায়, স্টেলা ওপরের সিঁড়িতে [illegible] উপুড় হয়ে পড়েছিল সেখান থেকে চিৎকার করে বোনের নাম [illegible]।]

[illegible]

[ব্লাঁশ [illegible] না। ডাক্তার আর নার্স তাকে অনুসরণ করে। [illegible]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়ির পাশ দিয়ে মোড়ের দিকে চলে যায়।]

[ইউনিস সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে স্টেলার কোলে বাচ্চাকে দেয়। বাচ্চার গায়ে হালকা নীল রঙের কম্বল জড়ানো। স্টেলা কাঁদতে কাঁদতে বাচ্চাকে কোলে নেয়। ইউনিস নিচে নেমে রান্নাঘরে ঢোকে। সেখানে স্ট্যানলি বাদে আর সবাই নীরবে টেবিলের চার ধারে যার যার জায়গায় ফিরে আসে। স্ট্যানলি বাইরে বেরিয়ে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে স্টেলার দিকে তাকিয়ে থাকে।]

: (কিছুটা অনিশ্চিতভাবে) স্টেলা?

: (পারিপার্শ্বিক ভুলে গিয়ে অসম্ভব রকম কাঁদতে থাকে। তার বোন চলে যাওয়ায় সে যেন এখন কান্নার কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে প্রাণভরে কেঁদে নিচ্ছে।)

: এসো লক্ষ্মী, এসো লক্ষ্মীটি, এসো আমার আদর, আদর আমার—

[সে স্টেলার পাশে নতজানু হয়ে বসে, তারপর তার হাতের আঙুলগুলো স্টেলার গাত্রাবাসের অন্তরালে হারিয়ে যায়।]

এসো, এসো, আমার আদর, আমার আদর।

[ক্রমবর্ধমান ব্লু পিয়ানোর বাদ্যের আড়ালে কান্নার প্রাচুর্য, বাসনার গুঞ্জন, ক্রমশ মিলিয়ে যায়।]

: এবারের খেলা।

"সেভেন কার্ড স্টাড্।"

[যবনিকা]

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রন্থপরিচয়

কেউ কিছু বলতে পারে না

জর্জ বার্নার্ড শ-র (১৮৫৬-১৫৫০) *Plays Pleasant and Unpleasant* (১৮৯৮) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত *You Never Can Tell* নাটকের রূপান্তর। কারাবাসকালে (১৯৫২-৫৪) মুনীর চৌধুরী এটি রচনা করেন। ১৯৫৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের উদ্‌যোগে আয়োজিত সাংস্কৃতিক উৎসব-উপলক্ষে কার্জন হলে তা প্রথম মঞ্চস্থ হয়। প্রথম রজনীর শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন :

রিজিয়া খানম	মাসুদা চৌধুরী
কিসমাতুল আহসান	আবিদ হুসেন
বিলকিস খানম	মশিমুননেসা
ইকরামুল ইয়াজদানী	ওবায়দুল হক সরকার
খোরশেদ হোসেন	শহীদ খান
আসাদুল্লাহ চৌধুরী	রফিকুল ইসলাম
ওয়েটার	মকসুদুল সালেহীন

AMARBOI.COM

বাংলা একাডেমী থেকে *কেউ কিছু বলতে পারে না* গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালের নভেম্বরে [আশ্বিন ১৩৭৪]।

রূপার কৌটা

জন গলস্‌ওয়ার্দীর (১৮৬৭-১৯৩৩) *The Silver Box* (১৯০৯) নাটকের রূপান্তর। পাণ্ডুলিপির শেষে রচনার স্থানকাল নির্দেশ আছে : ২৭, নীলক্ষেত/১৫.১২.৫১। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের উদ্‌যোগে কার্জন হলে এটি প্রথম অভিনীত হয় সম্ভবত ১৯৫৯ সালে। সোনার মা চরিত্রটি রূপ দেন রাশিদা জামান। বাংলা একাডেমী নাটকটি প্রকাশ করেন ১৯৬৯ সালের অক্টোবরে [আশ্বিন ১৩৭৬]।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখরা রমণী বশীকরণ

শেক্‌সপিয়রের (১৫৬৪-১৬১৬) *The Taming of the Shrew* নাটকের (রচনা ১৫৯৩-৯৪; অভিনয় ১৫৯৪; গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৬২৩) অনুবাদ। ১৯৬৯ সালে *পরিক্রম* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। উপক্রমণিকা অংশ বাদ দিয়ে ঢাকা টেলিভিশনে প্রথম অভিনীত হয় ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ তারিখে। প্রথম অভিনয়ের শিল্পীদের নাম মুদ্রিত গ্রন্থের ভূমিকায় দেওয়া আছে। পাকিস্তান লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখা থেকে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সালের জানুয়ারিতে। পরে আহমদ পাবলিশিং হাউস গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রণ করেন (তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৮৩)।

বৈদেশী

বৈদেশী গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলির প্রকাশ-সম্পর্কিত তথ্য নিম্নরূপ :

ইডেন ফিলপট্‌সের Something to Say About-এর রূপান্তর 'মহারাজ' একাঙ্কিকা *দৈনিক পাকিস্তান* পত্রিকার বিশেষ রম্যসংখ্যায় প্রকাশিত হয় ১৯৬৮তে। *থিয়েটার* পত্রিকায় তা পুনর্মুদ্রিত হয় (আগস্ট ১৯৭৫)।

লেফটেনান্ট- কর্নেল ইলিয়ট ক্রশে উইলিয়মসের E. & O.E.-র রূপান্তর 'জমা খরচ ও ইজা' একাঙ্কিকা *পাকিস্তানী খবর* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ২৩ মার্চ ১৯৬৮-তে। *থিয়েটার* পত্রিকায় তা পুনর্মুদ্রিত হয় (ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫)। ঢাকা টেলিভিশনে এর সাফল্যজনক অভিনয়ে ফেরদৌসী মজুমদার জয়নাব-চরিত্র এবং মমতাজউদ্‌দীন আহমদ চুন্নু মিয়া আকন্দের চরিত্র রূপদান করেন।

অ্যালান মঙ্কহাউসের The Grand Cham's Diamond-এর রূপান্তর 'গুর্গণ খাঁর হীরা' একাঙ্কিকা *পাকিস্তানী খবর* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৪ আগস্ট ১৯৬৯-এ।

রিচার্ড হিউজের The Man Born to be Hanged-এর রূপান্তর 'ললাট লিখন' একাঙ্কিকা *পাকিস্তানি খবর* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৪ আগস্ট ১৯৬৯-এ।

জন অগাস্ট স্ট্রিন্ডবার্গের (১৮৪৯-১৯১২) *The Father*-এর রূপান্তর 'জনক' নাটক *সচিত্র সন্ধানী*র ১৯৭০ সালের বর্ষশুরু সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

এই পাঁচটি রচনা নিয়ে *বৈদেশী* নামে একটি গ্রন্থপ্রকাশের পরিকল্পনা ছিল মুনীর চৌধুরীর। সেই পরিকল্পনা রূপায়িত করেন রামেন্দু মজুমদার। তাঁর সংকলিত এই পাঁচটি রচনা ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বরে তাঁর ভূমিকাসহ *বৈদেশী* নামে প্রকাশিত হয় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী থেকে। মুনীর চৌধুরীর অভিপ্রায়-অনুযায়ী সংকলনভুক্ত রচনাগুলির ক্রম বিন্যস্ত হয়।

*মুনীর চৌধুরী রচনাবলী*র দ্বিতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি তৈরি করার সময়ে আমরা এই নাট্যরচনাগুলো পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনার পর্যায়ভুক্ত করেছিলাম। কিন্তু মুদ্রণকাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুরু হবার আগে মুদ্রিত গ্রন্থ *বৈদেশীর* নাম ও বিন্যাস অনুসরণ করে এটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত গ্রন্থাবলির পর্যায়ভুক্ত করা হয়।

অসম্পূর্ণ রচনা

ওথেলো

শেক্সপিয়রের *Othello* (রচনা ১৬০২-৩; অভিনয় ১৬০৪; প্রকাশ ১৬২২) নাটকের মুনীর চৌধুরীকৃত অসম্পূর্ণ অনুবাদ *থিয়েটার* পত্রিকার প্রথম সংখ্যায়— মুনীর চৌধুরী স্মারক সংখ্যায়— প্রকাশিত হয় নভেম্বর ১৯৭২-এ। মূল নাটকের তৃতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যের ৩৫৯ লাইন পর্যন্ত মুনীর চৌধুরী অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর অগ্রজ কবীর চৌধুরী বাকি অংশ অনুবাদ করেন। উভয় অনুবাদকের নাম ধারণ করে কবীর চৌধুরীর ভূমিকাসহ *ওথেলো* গ্রন্থাকারে প্রকাশলাভ করে মুক্তধারা থেকে ১৯৮১ সালের জানুয়ারিতে। ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮১ তারিখে থিয়েটার নাট্যগোষ্ঠী আবদুল্লাহ আল-মামুনের নির্দেশনায় ঢাকার মহিলা সমিতির মঞ্চে এটি অভিনীত করেন এবং পরে এর অনেকগুলি প্রদর্শনী হয়। বিভিন্ন চরিত্রে যাঁরা রূপদান করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন :

ওথেলো	তারিক আনাম খান
ডেসডিমোনা	তারানা হালিম/পরে ফেরদৌসী মজুমদার
ইয়াগো	আবদুল্লাহ আল-মামুন
এমিলিয়া	ফেরদৌসী মজুমদার/পরে আফরোজা বানু
ব্রাবানশিও	আরিফুল হক/পরে তোফা হাসান
ক্যাসিও	রেজাউল একরাম/পরে খায়রুল আলম
রডেরিগো	সাজ্জাদ খান

কবীর চৌধুরীকৃত *ওথেলোর* অনুবাদের অংশ বর্তমান খণ্ডের পরিশিষ্টে মুদ্রিত হলো।

গাড়ীর নাম বাসনাপুর

টেনেসি উইলিয়মসের (১৯১৪-৮৩) *A Streetcar Named Desire* (১৯৪৭) নাটক মুনীর চৌধুরী অনুবাদ করেছিলেন দ্বিতীয় দৃশ্যের কিছুদূর পর্যন্ত। পরে লিলি চৌধুরী এই অনুবাদকর্ম সম্পূর্ণ করেন। উভয়ের নাম ধারণ করে লিলি চৌধুরীকৃত ভূমিকাসমূহ *গাড়ীর নাম বাসনাপুর* বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালের জুলাই মাসে [শ্রাবণ ১৩৮৮]। লিলি চৌধুরীকৃত এর অনুবাদের অংশ বর্তমান খণ্ডের পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত

এই পর্যায়ে সংকলিত 'স্বামী সাহেবের অনশনব্রত' কলকাতা থেকে প্রকাশিত *সওগাত* পত্রিকার বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~